রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

সপ্তম খণ্ড

১৩২১-১৩২৬

1914-1920

প্রশান্তকুমার পাল

শ্রাবণী শ্যামলী ও সুমন্ত্র

বাবা

মুখবন্ধ

রবিজীবনীর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল। ১৩২১ থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দ [1914-1920]— রবীন্দ্রজীবনের চুয়ান্ন থেকে উনষাট— এই ছয়টি বৎসর বর্তমান খণ্ডের উপজীব্য। সবুজ পত্র-এর মাধ্যমে নূতন চিন্তাধারা ও রচনারীতির প্রকাশ দিয়ে এর সূচনা, শেষ হয়েছে জালিয়ানওয়ালা বাগে ইংরেজের বর্বরতার প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলননীড় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় ও তার আদর্শের প্রচারে।

ষষ্ঠ খণ্ডের মুখবন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, সময় ও সুযোগের অভাবে হয়তো আমার পক্ষে আর এগোনো সম্ভব নয়। আমার গ্রন্থের সীমিত সংখ্যক অনুরাগিদের মনে এর ফলে আঘাত লেগেছিল। সুদূর কানাডার চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রশান্তকুমার বসু, বোম্বাইয়ের প্রবীণ সাংবাদিক সুভাষচন্দ্র সরকার, দিল্লির সারদাপ্রসাদ, ড কপিলা বাৎসায়ন প্রভৃতি অনেকেই উৎসুক হয়েছিলেন আমার অসুবিধাগুলি দূর কয়ে কাজটি অব্যাহত রাখার পথ মসৃণ করে দিতে। ঠিক সেই সময়েই বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক বিদগ্ধ নির্বাচকমণ্ডলি আমাকে রবীন্দ্রভবনেয় অধ্যাপক পদে মনোনয়ন দেন। তখন মনে হয়েছিল, আর কিছু চাইবার নেই— সক্ষম অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারলেই অবশিষ্ট খণ্ডগুলি দ্রুত প্রকাশিত হতে পারবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। পাণ্ডুলিপিতে দেখছি, সপ্তম খণ্ড লেখা শুরু হয়েছিল 8 Aug 1992, আর এই খণ্ড না শেষ হল 31 Oct 1996। নিঃসন্দেহে ভয়ের ও নৈরাশ্যের কথা। এখনও রবীন্দ্রনাথের জীবনের একুশটি বৎসরের বহুবিস্তৃত ঘটনাবলির কথা লেখা বাকি!

অনেকেই বলেন ও একটা সময়ে আমারও মনে হত, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের জীবন-বিষয়ক তথ্য এত বিপুল যে-তখন বাছবিচার করাটাই প্রধান সমস্যা। কথাটি মাত্র কিছুদূর পর্যন্ত সত্য, কিন্তু তথ্যের অভাবও যে কতটা বিপুল এই খণ্ড লিখতে গিয়েই বোঝা গেল। আমার কাজের একটি প্রধান ক্ষেত্র ও সূত্র ছিল কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র শাখায় রক্ষিত পুরোনো সংবাদপত্রগুলি। কিন্তু চাকুরিসূত্রে শান্তিনিকেতনে বন্দী হয়ে যাওয়ায় ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ফলে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। জাতীয় গ্রন্থাগার কিছু-কিছু পত্রিকার মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত করেছে এবং সেই কারণেই মূল পত্রিকাগুলি পাঠকদের দেওয়া নিষিদ্ধ; অথচ অধিকাংশ মাইক্রোফিল্মেরই পজিটিভ কপি তৈরি করা হয়নি এবং সেগুলি পড়ার যা ব্যবস্থা আছে তা সংবাদপত্রের মাইক্রোফিল্ম পড়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। রবিজীবনীর এই খণ্ডটি লিখতে গিয়ে গান্ধী-রচনাবলির অনেকগুলি খণ্ড দেখতে হয়েছে। অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, গান্ধীজির রচনার বিপুল অংশ উদ্ধার করা হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানাভাষার সংবাদপত্রগুলি থেকে, বহু মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে। অথচ ভারতের সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনী রচনা করতে গিয়ে প্রতি পদে তথ্যের অভাবে বিব্রত হতে হচ্ছে। আমেদাবাদের মোহনদাস প্যাটেলের মতো কিছু রবীন্দ্রভক্ত মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত সামান্য। ফলে বিদেশে ও বিশেষত দেশে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ আকারে এখানে প্রকাশ করতে হল। এই

অসম্পূর্ণতার বেদনা প্রায়শই আমার লেখার স্রোত রুদ্ধ করে দিয়েছে। কখনও কখনও মনে হয়েছে, এই কারণেই লেখা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অনুরাগী পাঠকদের (তাঁদের মধ্যে ৮৭ বৎসর বয়সের প্রবীণ মানুষও আছেন) নিত্য তাগিদ তা হতে দিল না। অবশ্যম্ভাবী অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বইটির অনেকটা অংশ কম্প্যুটারে লেখা, সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে মুদ্রণযোগ্য রূপ দিয়েছি আমি স্বয়ং। সুতরাং ছাপার ভুলের দায়িত্ব আর কম্পোজিটারদের উপর চাপাবার সুযোগ নেই। যন্ত্রটি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন আনন্দ পাবলিশার্সের দ্বিজেন্দ্রনাথ (বাদল) বসু। বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে সহায়তা করেছেন আনন্দ পাবলিশার্সের অপারেটার দেবব্রত সাউ ও সমীর চৌধুরী, বিশ্বভারতী গণিত্র সদনের অনুজপ্রতিম শ্রীনারায়ণ ওঝা ও প্রণবকুমার রায় এবং আরও অনেকে। এঁদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

লন্ডনের কৃষ্ণ দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন চাওয়ামাত্রই সবরকম তথ্য সরবরাহ করেছেন। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের কর্মী আশিসকুমার হাজরা, ড গৌরচন্দ্র সাহা, তুষারকান্তি সিংহ, দিলীপ হাজরা, সুশোভন অধিকারী, ড রামচন্দ্র রায়, নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, রামলক্ষ্মণ রায় প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। সহকর্মী বন্ধু অনাথনাথ দাস আগের মতোই দুষ্প্রাপ্য বই, পত্রিকা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। শেষ প্রুফটিও দেখে দিয়েছেন তিনি। বন্ধুবর অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী কলকাতা থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন, 'নির্দেশিকা' সংকলনেও অকৃপণ সহায়তা করেছেন তিনি। এঁরা কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অপেক্ষা রাখেন না।

রবিজীবনী-র প্রথম খণ্ডটি থেকে ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রতিটির পাণ্ডুলিপি পড়ে সংশোধন-সংযোজনে বহুমূল্য পরামর্শ দিয়ে বইগুলিকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছিলেন কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ। এই খণ্ডটিতে তাঁর সাহায্য আরও প্রয়োজনীয় ছিল। কলকাতা থেকে দূরে চলে আসায় সেই সুযোগটি পাওয়া যাচ্ছে না, এই আক্ষেপ রাখার স্থান নেই।

বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য ড দিলীপকুমার সিংহ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বিবিধ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উপাদান এই গ্রন্থে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। কর্মসচিব দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতাও স্বীকার্য।

আমার গৃহের তিনটি আনন্দদীপের উদ্দেশে এই খণ্ডটি উৎসর্গ করলাম।

প্রশান্তকুমার পাল

১৪ কার্তিক ১৪০৩

১৯ রতনপল্লী

শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫

পাঠ-নির্দেশ

এই গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র- রচনাবলী-র বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে সংস্করণ বা মুদ্রণ-তারিখ নির্দেশিত হয়নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জিতে প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris বা Century Calendar অবলম্বনে নির্ধারিত। চিঠির ক্ষেত্রে বন্ধনীভুক্ত তারকা-চিহ্নিত [*] তারিখগুলি খাম বা পোস্টকার্ডের উপরে প্রদত্ত ডাকঘরের মোহর থেকে সংগৃহীত। উদ্ধৃতির মধ্যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যস্থ শব্দ বা শব্দগুলি আমরা যোগ করেছি। মুলের বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। লেখা বা ছাপা ভুল বানানের প্রতি '[য]' অক্ষর-যোগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, ইংরেজির ক্ষেত্রে যথারীতি '[sic]' শব্দটি ব্যবহৃত। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খ্রিস্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় হরফে [1, 2, 3... ইত্যাদি] লিখিত, 'শক'-শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলিকে বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে। বানানের ক্ষেত্রে অধুনাপ্রচলিত বানান-বিধি অধিকাংশ স্থলে অনুসরণ করা হয়েছে, তাই কোনো-কোনো শব্দে পূর্ববর্তী খণ্ডে ব্যবহৃত বানানের পার্থক্য লক্ষিত হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' দ্র কালান্তর ২৪। ২৫২-৬০: রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'কালান্তর'গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা প্রবন্ধ', ২৫২ পৃষ্ঠা থেকে ২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূরবী ২ [প.ব. ১৩৮৯]। ৭০৮-১২: পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'পূরবী' গ্রন্থ, পৃ ৭০৮ থেকে ৭১২।

মুকুল দে, 'চিত্রশিল্পে কবিগুরুর দান': কথাসাহিত্য বৈশাখ ১৩৬৮। ৮২৮: 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৬৮-সংখ্যায় মুদ্রিত উক্ত প্রবন্ধের ৮২৮ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

দেশ, সাহিত্য ১৩৭২। ৩৪-৩৫, পত্র ৩২: 'দেশ' পত্রিকার ১৩৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সাহিত্য-সংখ্যার ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৩২-সংখ্যক পত্র।

বি. ভা. প.: বিশ্বভারতী পত্রিকা।

র. ভা. প.: রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা।

V. B. Q.: Visva-Bharati Quarterly.

V. B. N.: Visva-Bharati News.

Imperfect Encounter/ 166, No. 83: *Imperfect Encounter: Letters of William Rothen*s**tein** *and Rabindranath Tagore, 1911-1941 [*1972] ed. Mary M. Lago, p. 166, Letter No. 83.

Hay/ 60: *Asian Ideas of East and West* [1970] by Stephen N. Hay, p. 60.

অগ্র: অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গীত: গীতবিতান।

স্বর: স্বরবিতান।

র-মূল: রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র বা উপকরণ।

র-প্রতিলিপি: রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি।

বিষয়সূচী

ষড়পঞ্চাশ অধ্যায়

১৩২৩ [1916-17] ১৮৩৮ শক। রবীন্দ্রজীবনের ষড়পঞ্চাশ বৎসর

বিদেশ-ভ্রমণের প্রস্তুতি; জাপান-যাত্রা; রেঙ্গুনে; জাহাজে বিভিন্ন রচনা; জাপানে; টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ: 'The Message of India to Japan'; য়োকোহামায়; জেম্‌স্ পন্ডের সঙ্গে চুক্তি; জাপানিদের প্রতিক্রিয়া; 'The Spirit of Japan'; কারুইজাওয়া পাহাড়ে ছাত্রীদের সান্নিধ্যে; ওকাকুরার বাগানবাড়িতে; *Stray Birds* ও অন্যান্য রচনা; কাম্পো আরাই-কে ভারতে প্রেরণ; আমেরিকায়; সিয়াটলে; পোর্টল্যান্ডে 'The Cult of Nationalism'; সান ফ্রান্সিসকো-তে; তথাকথিত হত্যা-চক্রান্ত; *Hungry Stones and Other Stories*-প্রকাশ ও অন্যান্য গ্রন্থ; *Chitra*-অভিনয়; লস অ্যাঞ্জেলেস ও অন্যান্য শহরে বক্তৃতা; শিকাগোয়; ডেট্রয়েটে; নিউ ইয়র্কে; বোস্টনে; ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে; নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা-সফরের সমাপ্তি ঘোষণা; আরবানায়; অন্যান্য স্থানে ভাষণ, লিংকন-বাসীদের উপহার; আমেরিকা-ত্যাগ, বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন; হনলুলু ও জাপানে; দেশে প্রত্যাবর্তন; শান্তিনিকেতনে; সাময়িকপত্রে রচনা-প্রকাশের সূচি

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ, বিচিত্রা; ২। মহাযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি; ৩। ব্রহ্মচর্যাশ্রম

উল্লেখপঞ্জি

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

১৩২৪ [1917-18] ১৮৩৯ শক। রবীন্দ্রজীবনের সপ্তপঞ্চাশ বৎসর

নববর্ষ; কলকাতায়; ব্রাহ্মসমাজের বাল্যসমাজ-কর্তৃক 'ডাকঘর' অভিনয়; শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসব; বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণশোধ; দার্জিলিং ও তিনধরিয়ায়; মাধুরীলতার ক্ষয়রোগের সূত্রপাত; বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ; 'বাঙ্গলার কথা'-বিতর্ক; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংবর্ধনা; শিলাইদহে; 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'; রাণু অধিকারীর সঙ্গে পত্রালাপের সূচনা; 'সংগীতের মুক্তি'; কংগ্রেস-রাজনীতির আবর্তে; 'বিচিত্রা'-র অধিবেশনে; 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-র অভিনয়; 'আমার ধর্ম'; 'ডাকঘর'-অভিনয়; নিবেদিতার গ্রন্থের ভূমিকা; 'ছোটো ও বড়ো'; জমিদারি ও কৃষিব্যাঙ্ক বিষয়ে উদ্বেগ; পিয়র্সনের নির্বাসন; বিচিত্রা-র অনুষ্ঠানাদি; পৌষ-উৎসব; কংগ্রেস অধিবেশনে; ডাকঘর-এর শেষ অভিনয়; অন্তরায়ণ-সম্স্যা, 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'; হিন্দিকে জাতীয় ভাষা করার বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে মতবিনিময়; 'গুরু'; অস্ট্রেলিয়ায় আহ্বান; মন্টেগুর সঙ্গে পত্রালাপ; বর্ষশেষের উপাসনা; গ্রন্থ-প্রকাশ

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১। পারিবারিক-প্রসঙ্গ, বিচিত্রা; ২। মহাযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি; ৩। ব্রহ্মচর্যাশ্রম

উল্লেখপঞ্জি

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

১৩২৫ [1918-19] ১৮৪০ শক। রবীন্দ্রজীবনের অষ্টপঞ্চাশ বৎসর

রবিজীবনী

সপ্তম খণ্ড

চ তুঃ প ঞ্চা শ   অ ধ্যা য়

১৩২১ [1914-15] ১৮৩৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুঃপঞ্চাশ বৎসর

গত বৎসর নববর্ষের দিনটি রবীন্দ্রনাথ পালন করেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে বহু দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে 'অলিম্পিক' জাহাজে— সেই নববর্ষকে তিনি অভিহিত করেছিলেন 'পথিকের নববর্ষ' বলে। বর্তমান বৎসরে নববর্ষের [মঙ্গল 14 Apr] প্রভাতে তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা করলেন [দ্র তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ। ২৭-২৯; শান্তিনিকেতন ২ (১৩৮২)। ২৭৭-৮১]— বাল্যবয়সে পিতার সঙ্গে দেশভ্রমণের স্মৃতিচারণ করে এই ভাষণে বললেন সেই যাত্রার কথাই। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁর একটি নূতন যোগসূত্র স্থাপিত হয়, কিন্তু তার আগে থেকেই আশ্রমে বিদেশি অতিথিদের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণার পর তাঁদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ক্যাপটেন পেটাভেল ও তাঁর স্ত্রী, পিয়র্সন বা অ্যান্ডরুজ— তখন, হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেছেন, নয় তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, নেপাল ও আসাম থেকে শিক্ষার্থীরাও বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের বিশ্বপিতার 'পথিক সন্তান' বলে অভিহিত করে ছাত্রদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বললেন:

দেখো, আমাদের এই আশ্রমটি কোথাও প্রাচীর তোলে নি, গণ্ডীর রেখা কোথাও আঁকে নি। একেবারে বিশ্বের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই আশ্রম। সেইজন্য আজ বিশ্বের নানা দিক থেকে যাত্রীর দল এখানে আসছে। যে ছেলেরা এখানে আসছে তাদের বিশ্বের চারি দিকে পথে পথে এই আশ্রম বের করে দেবে, উন্মুক্ত জীবনের পথে তাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে। আশ্রমকে তোমরা ছোটো করে দেখো না। দেখছ না সমুদ্র পার হয়ে ঘরের বেড়া লঙ্ঘন ক'রে, কত কত দূর থেকে আজ অতিথিরা আমাদের নিকটে এসেছেন! আশ্রমের দেবতা যে তাঁদের ডাক দিয়েছেন। সেই যাত্রীদের কণ্ঠ থেকে আজ যাত্রার সঙ্গীত বেজে উঠেছে— তাঁরা এসেছেন, তাঁরা এই ঘাটে এসে উঠবেন, তাঁরা আমাদের বেরিয়ে পড়বার ডাক দেবেন। আজ নববর্ষে তাদেরই কণ্ঠের সেই যাত্রার বাণীকে আমি তোমাদের কাছে বলছি, তাঁদেরই উপাসনাতে আমরা যোগ দিচ্ছি। তাঁরা আমাদের ভাষাকে গ্রহণ করেছেন— আমাদের মধ্যে আপন হয়ে এসে আমাদের বেরিয়ে পড়বার কথাটা তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেবেন ব'লেই আমাদের সঙ্গে তাঁরা সকল দিক থেকে এমন করে মিললেন। আজ যে আমরা বিশ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়েছি। ...ঐ-যে এসে পড়ল বিশ্বযাত্রীর দল। তারা হাঁক দিয়ে বলল, 'আমরা বেরিয়েছি। তোমরা এখনও বেরোও নি? সমুদ্রের বাধা, জাতীয়তার বাধা, স্বাদেশিক অভ্যাসের বাধা, ধর্মসংস্কারের বাধা আমরা যে পার হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।' আমরা কোন্ লজ্জায় বলব যে, আমরা দরজা খুলে চৌকাট পার হতে সাহস পাচ্ছি না, আমাদের ঘর হতে আঙিনা বিদেশ হয়ে আছে! না, আমরা পথিক পিতার পথিক সন্তান। তিনি আমাদের বন্দী করে পাঠান নি, তিনি আমাদের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে বলেন নি। আমাদের আশ্রমের মধ্যে এই কথাই জাগছে। এই কথাই আজ নববর্ষ নতুন করে আমাদের মনে জাগিয়ে তুলছে।

এইদিন, সম্ভবত সকালেই, তিনি একটি গান লেখেন: 'মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের/ কুসুমখানি' দ্র গীতিমাল্য ১১। ২০১-০২ [৯৬]; গীত ১। ২২; স্বর ৪১।

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থ' [১৩১০]-এর অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের জন্য অনেকগুলি প্রবেশক-কবিতা রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেইগুলিই 'উৎসর্গ' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হল। গ্রন্থটি '১লা বৈশাখ ১৩২১' তিনি 'রেভারেণ্ড সি, এফ্, এণ্ডরুজ/ প্রিয়বন্ধুবরেষু' উৎসর্গ করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি 28 May 1914 [বৃহ ১৪ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে প্রকাশিত হয়— পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২ [আখ্যাপত্র]+২ [উৎসর্গ]+৪ [বর্ণানুক্রমিক সূচি]+১১৬; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র:

উৎসর্গ/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ মূল্য আট আনা

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু/ ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস/ ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ কান্তিক প্রেস/ ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থটিতে মোট ৪৯টি কবিতা সংকলিত হয়; সবগুলিই সংখ্যা-চিহ্নিত।

কিছুদিন পূর্বে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা-সফরে সস্ত্রীক য়ুরোপ যাত্রা করেন। তাঁকে নোবেল প্রাইজে ভূষিত করা উচিত ছিল, এই মত রবীন্দ্রনাথ আগেই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর য়ুরোপ-সফর যাতে সার্থকতামণ্ডিত হয়, তারই আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রকাশ করলেন নববর্ষে লিখিত পত্রে: 'আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মাল্য বহন ক'রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত কর্‌বে, তুমি বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই কর্‌চি— এতদিন ধ'রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুল্‌লে মহাকালের তরণী বোঝাই ক'রে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক'রে দিক।'[১] বন্ধু রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধও এই পত্রে ছিল। রোটেনস্টাইনকে তিনি খবরটি জানিয়েছিলেন 1 Mar [১৭ ফাল্গুন ১৩২০]: 'Dr. J.C. Bose will be in England some time next May and I have been wishing I could accompany there.'[২] জগদীশচন্দ্র তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন; লন্ডনে পৌঁছেই 14 May ৩১ বৈশাখ] তিনি রোটেনস্টাইনকে তাঁর পৌছ-সংবাদ জানান। 30 May তাঁকে লেখেন: 'My work is keeping me so busy that I find that the only time I may have free is next Saturday & Sunday. Can I come down then?'[৩] রোটেনস্টাইন তখন ফার ওকরিজ-এ বাস করতেন, তবু তিনি নিজেই লন্ডনে এসে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন; 16 Jun [2 আষাঢ়] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I went up to London last week, in order to meet our dear Brajendranath Seal, as well as Dr. Bose. How full of life & energy this alert scientific man is: a warm admirer & lover of yourself & we sat over lunch talking, talking of India & Indian problems.'[৪]

রথীন্দ্রনাথের কৃষি-গবেষণার সুবিধার্থে রবীন্দ্রনাথ 1912-এ লন্ডনে ডাঃ নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে সুরুলের কুঠিবাড়ি ও বাগান ক্রয় করেছিলেন। ভগ্নপ্রায় কুঠিবাড়িটি বহুব্যয়ে বাসযোগ্য করা হয়। নববর্ষের দিন গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হল। তৎকালীন শিক্ষক সন্তোষকুমার মিত্র লিখেছেন: '১৯১৫ [১৯১৪] সালে রথিবাবু ও প্রতিমা দেবী সুরুল কুটির প্রথম গৃহপ্রবেশ করলেন। তাঁদের গুরুদেবের সামনে বেদীর উপর বসিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন বাবু। সেইদিন আশ্রমের মাষ্টার-ছাত্র সকলেরই দু'বেলা নেমন্তন্ন ছিল।'[৫] তবে তত্ত্ববোধিনী-র 'আশ্রম-সংবাদ' [জ্যৈষ্ঠ। ৪৩]-এ লিখিত হয়: 'শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহপ্রবেশ

উপলক্ষ্যে বৈকালে সুরুলযাত্রা করা হয়। তথায় অসময়ে বৃষ্টি আসাতে গৃহপ্রবেশ কার্য্যাদি নিয়মমত সম্পন্ন হইতে পারে নাই।'

গীতিমাল্য-এর গান ও কবিতার ধারা এবছরেও অব্যাহত ছিল। ১ বৈশাখের 'মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের' গানের পর ২ বৈশাখ [বুধ 15 Apr] লিখিত হল একটি কবিতা: 'তোমার মাঝে আমারে পথ' [দ্র গীতিমাল্য ১১। ২০২-০৩ (৯৭)]। ৭ বৈশাখ পর্যন্ত আরও চারটি গান বা কবিতা রচিত হয়:

৩ বৈশাখ [বৃহ 16 Apr] 'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে' দ্র গীতিমাল্য ১১। ২০৩ [৯৮]; গীত ১। ১৩২; স্বর ৪০। পাণ্ডুলিপিতেই গানটির আখর-যুক্ত পাঠ দেখা যায়, যদিও মুদ্রিত পাঠে তার কিছু পরিবর্তন হয় দ্র গীত ২। ৬১৬।

৫ [শনি 18 Apr] 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে' দ্র ১১। ২০৪ [৯৯]; গীত ১। ১৩১; স্বর ৪১।

৬ [রবি 19 Apr] 'তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল' দ্র ঐ ১১। ২০৪-০৫ [১০০]।

৭ [সোম 20 Apr] 'আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি' দ্র ঐ ১১। ২০৫-০৬ [১০১]; গীত ১। ১৯০-৯১; স্বর ৪০।

নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে এই গীতধারা আপাতত স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রকাশিতব্য 'সবুজ পত্র' পত্রিকার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি লিখে দিয়েছিলেন। একটি গল্প লেখার কথা ছিল, তার জন্য তাগিদ আসাতে ৩ বৈশাখ সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'আচ্ছা বেশ। আর দুই একদিন পরেই গল্পটাতে হাত দেব— দেরি হবে না।'[৬] এই গল্পটি হল 'হালদার-গোষ্ঠী' [দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ। ৩৩-৬৬; গল্পগুচ্ছ ২৩। ১৯৯-২২০]। এর আগে তিনি শেষ গল্প লিখেছিলেন পৌষ ১৩১৮-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত 'পণরক্ষা'— যেটি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্প সংশোধন করতে গিয়ে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে রচিত। এই কারণেই সম্পাদকের অনুরোধের জবাবে *4 Apr [২১ চৈত্র ১৩২০] তাঁকে লিখেছিলেন: 'গল্প লেখার আয়োজন অনেকদিন ত মনের মধ্যে নেই— বেশ একটু বৈঠক-জমানো রকমের অবকাশ না পেলে গল্প লেখার সুবিধা হয় না।'[৭] গল্পটি কয়েকদিনের মধ্যেই লেখা হয়, কিন্তু সেটি কোন্ পত্রিকাতে পাঠাবেন এ নিয়ে তিনি আগে থেকেই দ্বিধান্বিত ছিলেন। প্রবাসী-র সঙ্গে তার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নানা কারণেই ঋণী ছিলেন তিনি। সেইজন্য একটি তারিখহীন পত্রে মণিলালকে লেখেন:

> এ বছরের অন্য কাগজে আমার কোনো লেখা বেরবে না এই কথা মনে নিশ্চিত জেনে প্রবাসীতে কিছু দিই নি [বৈশাখ-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'রাজপুরীতে বাজাই বাঁশি' গানটি মুদ্রিত হয়]। কিন্তু ভারতীতে আমার লেখা যখন বেরল তখন প্রবাসীর তাতে ক্ষতি হবে। ...সে ক্ষতিতে আমি সত্যই বেদনা অনুভব করি। ...একে সবুজপত্র বের হচ্ছে তাতে বৈশাখে প্রবাসীতে আমার কিছু নেই [?] এতে রামানন্দবাবুর প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হল। ...তাই যে গল্প আমি লিখব বলেছিলুম সে আমি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দেব স্থির করেছি। ...এ গল্প যদি প্রবাসীতে বের হতে না পারে তাহলে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আমি যেমন করে পারি একটা রীতিমত বড় গল্প প্রবাসীতে লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হব। এমন কথা আমি কিছুতেই বুঝতে দেব না যে আমি কেবল প্রবাসীকেই ত্যাগ করেছি।[৮]

কিন্তু তিনি এই সংকল্প রক্ষা করতে পারেননি। গল্পটি লেখা হলে সবুজ পত্র-তেই প্রেরিত হয়। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসী-তে তাঁর কোনো রচনাই মুদ্রিত হয়নি। ৫ আষাঢ় [19 Jun] সম্ভবত রামানন্দের অনুযোগের উত্তরে তিনি লেখেন:

> প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুস্কিল এই যে সবুজ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে। ঐ কাগজটা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে।

অন্য পত্রিকাগুলি বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে— তাহাতে তাহারা পাঠকদিগের মনকে বিশেষভাবে আঘাত করে না, নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সবুজপত্রে একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশে পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্ত্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ...এদিকে আজকাল আমার ক্ষমতার মধ্যে প্রাচুর্য্য জিনিসটা নাই তাই যেটুকু রচনা করি তাহাতে একটি কাগজের পেট কোনোমতে ভরে, উদ্বৃত্ত থাকে না। ...মনে মনে ঠিক করিয়াছি আর একটা বছর সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া অবসর লইব। এই বৎসরে দেশের যৌবনকে যদি উদ্বোধিত করিতে পারি তবে আমার বৃদ্ধ বয়সের কর্ত্তব্য সমাধা হইবে বলিয়া মনে করি। রবি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে একবার শেষ বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে চায়।[৯]

গান বা গীতাখ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে যথেষ্টই রচনা করছিলেন, কিন্তু এগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর মন সায় দিত না— কিন্তু অন্তত এই বৎসরে প্রবাসী-তে কেবল তাঁর গান ও কয়েকটিমাত্র কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিল।'

অ্যান্ডরুজ মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইংলন্ডে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ভারতে ফিরে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন ৬ বৈশাখ [রবি 19 Apr]। 'আশ্রম-সংবাদ-এ লিখিত হয়:

শ্রীযুক্ত সি, এফ্ এন্ড্রুস্ বিগত ৬ই বৈশাখ সন্ধ্যায় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে পূজনীয় আচার্য্যদেব একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আশ্রমের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলে তাঁহাকে আসনে বসাইয়া শঙ্খধ্বনি করত লোকসমাগমের মধ্যে স্বয়ং আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্রক্‌চন্দনে ভূষিত করেন। তাহার পর ছাত্রগণ তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। ...অতঃপর ছাত্রগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি কয়েকটি কথা বলেন।[১০]

কবিতাটির প্রথম দুই ছত্র এই প্রতিবেদনে মুদ্রিত হয়: 'প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার/ হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।' আট ছত্রের সম্পূর্ণ কবিতাটি শ্রাবণ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয় দ্র র°র°৩ [প.ব.]। ১২৯৪। উক্ত অনুষ্ঠানে অ্যান্ডরুজের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমবাসীদের যে আন্তরিকতা প্রদর্শিত হয়, একই রকম আন্তরিকতা ছিল অ্যান্ডরুজের পক্ষেও। গ্রীষ্মবকাশের পর ১৩ আষাঢ় [শনি 27 Jun] আশ্রমে অনুষ্ঠিত একটি সভায় অ্যান্ডরুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। এই সভার প্রতিবেদনে লিখিত হয়:

মিঃ এন্ড্রুজ্ যখন বিলাত হইতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন বোম্বে হইতে তাঁহার নিকট 'তার' গিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষ কাজ থাকায় তাঁহাকে তখনই দিল্লীতে যাইবার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি তাহা পাইয়াও কিছুতেই সর্ব্বাগ্রেই আশ্রমে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণকমল হইতে যে অর্ঘ্য তিনি আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তিনি পুনরায় তাঁহারই পায়ের তলায় না পৌঁছাইয়া দিয়া অন্যত্র কেমন করিয়া যাইবেন? তিনি বলিলেন এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করিয়া তাঁহার যাইবার কথা। প্রথমেই মনে হইতে পারে।[১১]

অ্যান্ডরুজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খ্রিস্টধর্ম ও ইংরেজজাতির শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ অনুভব করছিলেন। তাই দুদিন পরেই 21 Apr [৮ বৈশাখ] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'Andrews is a perfect Godsend to me. My burden has been growing very heavy and I do not know what I would do but for his help. ...Andrews will be able to keep me from harm's way, though I have my doubts. Anyhow, his friendship is a clear gain for me which, I am sure, will last through all my disasters. We are planning to make ready for publication of my short stories during this summer vacation.'[১২] রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ ঠিকই ছিল, অ্যান্ডরুজের অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও অস্থিরতা তাঁকে কোনো কাজেই অবিচল থাকতে দিত না। ছোটোগল্পের অনুবাদ প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব এরই পরিণতি।

১৫ বৈশাখ [মঙ্গল 28 Apr] থেকে ৩১ জ্যৈষ্ঠ [রবি 14 Jun] বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মবকাশ নির্দিষ্ট হয়েছিল। তার আগে ১০ বৈশাখ [বৃহ 23 Apr] রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের নিয়ে বিদায়কালীন উপাসনা করেন। এর অনুলেখন হস্তলিখিত শান্তি-র বৈশাখ-সংখ্যায় [পৃ ২৯-৩২] প্রকাশিত হয়। ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে কেবল বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলার স্মৃতিই যদি তাদের মনে পড়ে, সকাল-সন্ধ্যার উপাসনার কথা মনে না আসে, তাহলে সবই বৃথা — এই কথা বলার পর তিনি ছাত্রদের বললেন:

এটি যে তোমাদের রণক্ষেত্র। ইতিহাসে দেখতে পাই যে মানুষ তাদের রণক্ষেত্রকে চিরস্মরণীয় করে রাখে। তেমনি তোমাদের এই আশ্রমটি রণক্ষেত্র বলে কি তোমাদের কাছে স্মরণীয় হবে না? তোমরা যে এখানে দিনের পর দিন মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করেছ, পাপের সঙ্গে তোমরা সন্ধি করে থাক নাই, বীরের মত লড়াই করেছ, এই কথাটি তোমরা যখন আশ্রম থেকে সংসারে যাবে, তখন কি মনে হবে না?...

তোমরা যখন আশ্রম থেকে বেরুবে তখনও সংসারে সে সংগ্রাম নিয়ে যাবে। কিছুতেই মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি করে থাক্‌বে না। মনে করবে, তোমরা এখানকার সন্তান, তোমরা বীর, তোমরা মিথ্যা-অন্যায়কে অলসভাবে জীবনে থাক্‌তে দেবে না।

আশ্রমদেবতা তোমাদের জয়বর্ম্ম পরিয়ে, ললাটে তিলক দিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠাবেন, জানি না জয় হবে কি না। কিন্তু সংগ্রাম ছাড়বে না, বীরের মত লড়াই করবে। [তবেই] সেই জননীর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হবে— আরামের দ্বারা কিন্তু হবে না। ...

যদি সহজে তাঁর কাছে যাওয়া যেত তবে যে গৌরবের কিছু ছিল না, কিন্তু এই আজীবন সংগ্রামের পর যখন তাঁর কাছে যাওয়া যায়, তখন সেই সংগ্রামের স্মৃতি কি গৌরবের বিষয় নয়? প্রতিদিন আমি আশ্রমের আদর্শটি সামনে রেখে সংগ্রাম করেছি এটি তোমরা যখন ভাববে তার যে আনন্দ সে খেলাধূলার স্মৃতির আনন্দের চেয়ে যথার্থ, প্রকৃত আনন্দ। ...

সংসারে গিয়ে যখন এই সংগ্রাম করবে তখন এই কথাটিই মনে হবে, "হ্যাঁ, ওখানকার ওঁরা আমার কাছে যা প্রত্যাশা করেন, আমি তাই করছি। অলসব্যক্তি যেমন শুয়ে ঘুমিয়ে কাটায় তেমনি ভাবে আরামে কাটাই না যেন।

মনে রাখতে হবে, এই অনুলিখন নিয়েছিল বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত না হলেও এর মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আর ছাত্রদের জীবনের সুর উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখার যে উপদেশ তিনি এখানে দিয়েছেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শটি বুঝে নেওয়ার পক্ষে তা সহায়ক।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু[1883-1966]র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ স্থাপিত হয়েছিল 1909 [১৩১৬]-এ, তাঁর অনুরোধে নন্দলাল 'চয়নিকা' কবিতা-সংগ্রহের জন্য সাতটি ছবি এঁকে দেন। পরেও তিনি *The Crescent Moon* [1913] গ্রন্থের জন্য দুটি ছবি আঁকেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নন্দলাল প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন ১১ বৈশাখ [শুক্র 24 Apr]। তাঁকে নিয়ে আসার জন্য তিনি বিদ্যালয়ের চিত্র-শিক্ষক অসিতকুমার হালদারকে প্রেরণ করেন। নন্দলাল এই আগমনের স্মৃতিচারণ করেছেন ড পঞ্চানন মণ্ডলের কাছে: 'দুপুরের দিকে হাওড়া স্টেশনে লুপ-লাইনের গাড়ীতে চেপে, বিকেল গড়িয়ে গেলে বোলপুর স্টেশনে এসে নামলুম। আমার ভাই সুরেন[সুরেন্দ্রনাথ কর,?1894-1970]ও আমার সঙ্গে এসেছিলেন। স্টেশনে টপ্পর গাড়ী মোতায়েন ছিল। ...আমাকে থাকবার জায়গা দিলে শিশুবিভাগের পশ্চিমে শালবীথির পাশে দু'কামরার একটি মাটির ঘরে।'[১৪]

১২ বৈশাখ [শনি 25 Apr] সকালে আম্রকুঞ্জে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নন্দলাল বলেছেন:

এখানকার পাকা 'কারমাইকেল-বেদী'র সামনে তখন একটি কাঁচা-মাটির বেদী ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, পদ্মপাতা পেতে রাখা হয়েছে; আর মাটির ওপর গাঁইতি দিয়ে ডোবা কেটে, পদ্মের পাপড়ির ডিজাইন এঁকে, সেই গর্তগুলো লাল কাঁকড় দিয়ে ভরতি করে, পদ্ম এঁকে রেখেছে। বেদীর সামনে আলপনা আঁকা। মণি গুপ্ত [মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, 1898-1968] তখন এখানকার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ [দেববর্মা, 1903-95], শরদিন্দু [নন্দী], ডি. এল. রায় [ছাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]— এঁরাও তখন ছাত্র ছিলেন। মণি গুপ্ত ছিলেন অসিতের তল্পিদার। এদের দিয়ে গুঁড়ি গুলিয়ে আলপনাও দেওয়া হয়েছিল— বোধ হয় বৈদিক মতে।

কবি এলেন। ওখানে আমি বসতেই শাঁখ বাজানো হলো। অসিত কিংবা ছেলেদের কেউ মালা দিলে আমায় গলায়। কবি আমার হাতে অর্ঘ্য দেবার পর খানিক বললেন। আমি বললুম অল্প— বিশেষ করে বললুম— 'আমি ধন্য হয়েছি'।[১৫]

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ষোলো ছত্রের একটি আশীর্বাণী পাঠ করে নন্দলালকে উপহার দেন: 'তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে/ ভারত-ভারতী-চিত্ত।/ বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে/ যোগায় নূতন বিত্ত।' [দ্র প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ। ১৫৩] মডার্ন রিভিয়্যু-র 'Notes' [Jun/597]-এ লেখা হয়: 'Babu Nanda Lall Bose...recently had occasion to visit Rabindranath Tagore's school at Bolpur. The poet gave him a cordial reception and presented him with a benedictory poem. This is an honour of which any artist may well be proud.'

রীতি অনুযায়ী গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে ১৩ বৈশাখ [রবি 26 Apr] অভিনীত হয় 'অচলায়তন'। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "অ্যানড্রুজ সাহেবের সংবর্ধনা উপলক্ষে 'অচলায়তন' নাটক অভিনীত হয়"[১৬] — কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। ৩ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লেখেন: '১৩ই বৈশাখে ছাত্রগণ অচলায়তন অভিনয় করিবে— আপনি আমার মাতাদের লইয়া আসিতে পারিবেন?'[১৭] একই দিনে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'অচলায়তনের রিহার্সাল চলচে— তারি কোলাহলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে আছি, কি যে লিখ্‌চি তা বুঝতে পারচিনে।'[১৮]

রামানন্দ স-কন্যা অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সীতা দেবী লিখেছেন:

অচলায়তন অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন আচার্য অদীনপুণ্য, সন্তোষবাবু সাজিয়াছিলেন উপাচার্য। দিনেন্দ্রনাথ পঞ্চকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন এবং জগদানন্দ রায় মহাশয় সাজিয়াছিলেন মহাপঞ্চক। ক্ষিতিমোহনবাবু দাদাঠাকুর সাজিয়াছিলেন।...

অচলায়তন অভিনয়ের সময় স্বর্গীয় পিয়ার্সন সাহেব শোনপাংশু সাজিয়া কেমন উদ্দাম নৃত্য করিতেছিলেন তাহা এখনও মনে আছে। তিনি তখন বাংলা শিখিয়াছিলেন, যদিও উচ্চারণের অনেক ত্রুটি তখনও ছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও দমেন নাই।[১৯]

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন: 'প্রথমবার অচলায়তনে আমি সুভদ্র নামে বালকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম।'[২০]

১৫ বৈশাখ [মঙ্গল 28 Apr] বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মবকাশ শুরু হয়। এইদিনই রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্র' পত্রিকার জন্য 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা' [দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ। ১৭-১৯, 'সবুজের অভিযান'; বলাকা ১২। ১-৩ (১)] কবিতাটি লিখে দেন।

১৬ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখেন: 'আমি কলকাতায় সপ্তাহখানেক থাকিয়া আলমোড়ার নিকট রামগড় পাহাড়ে যাইবার সংকল্প করিয়াছি। সেইখানেই ছুটি যাপন করিয়া আসিব।'[২১] তিনি হয়তো এইদিনই কলকাতায় চলে আসেন; ১৭ বৈশাখ ক্যাশবহিতে 'বাবু মহাশয়ের দেওয়া আমেরিকার ১ পত্র' বাবদ দশ পয়সা খরচ লেখা হয়েছে। এর পরেও কোনো কারণে তিনি ২১ বৈশাখ [সোম 4 May] শান্তিনিকেতনে গিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরে আসেন— '২১শে বাবু মহাশয় বোলপুর যান তাহার খরচ রিটার্ণ টিকিট', '২২শে হাওড়া হইতে আসার গাড়িভাড়া'।

কলকাতায় তাঁর জীবনযাত্রার চিত্রটি অস্পষ্ট, তবে এই সময়ে তাঁর চিঠি লেখার কিছু হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে; ২৪ বৈশাখের হিসাবটি উদ্ধৃত করি: 'J.Dutt Esq. Calcutta/ Father Nicholas রাঁচি/ B. Searle, England/ জ্ঞানেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি, লণ্ডন/ Mr. F.M. Simpson U.S.A./ Mrs. S.E. Wilson U.S.A./ Jagamahan বুক পোষ্ট.../ James Telek, Panama.../ শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয় রুসিয়া, আমেরিকা,

লণ্ডন ইত্যাদিতে পত্র ও রেজষ্টারী প্যাকেট পাঠান তাহার খরচ...'— চিঠিগুলির কোনোটিই পাওয়া যায়নি। অবশ্য অন্য কয়েকটি চিঠি সংগৃহীত হয়েছে। বিহারীলাল গুপ্তের বিদুষী কন্যা স্নেহলতা গুপ্ত[লটি]কে রবীন্দ্রনাথ খুবই ভালোবাসতেন— স্নেহলতাও তাঁর পুত্রদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি গান— 'তুমি রবে নীরবে' ও 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা'— ইংরেজিতে তর্জ্জমা করে পাঠালে রবীন্দ্রনাথ সেগুলি পুনরনুবাদ করে তাঁকে পাঠিয়ে ২৪ বৈশাখ [বৃহ 7 May] লেখেন:

...বাংলা হইতে ইংরেজি তর্জ্জমা ঠিক literal হইলে চলে না। বিশেষত বাংলা গান। কারণ গানের সুরটুকুর ত তর্জ্জমা হয় না, সেই অভাব পূরণ করিয়া লইবার জন্য ইংরেজিতে অনেকটা বদল করিতে হয়— নতুবা বড়ই ন্যাড়া দেখিতে হয়। কাজেই তোমার দুটি তর্জ্জমাই আমাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া আগাগোড়া নূতন করিয়া লিখিতে হইল। তোমার লেখার কিছু অংশ রাখিয়া সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু মনের মত হইল না। ...এরূপ তর্জমায় যথেষ্ট স্বাধীনতা লওয়ার প্রয়োজন হয় এই জন্য আমি নিজে ছাড়া আর কাহারও উপর এ ভার দেওয়া যায় না। ২২

রবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদ-রীতি, অন্তত রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুযায়ী, নির্ধারণে পত্রোদ্ধৃত তর্জমাগুলি সহায়ক হতে পারে।

ইংলন্ড ও আমেরিকা ভ্রমণ এবং সেখানকার সেরা ভাবুকগোষ্ঠীর সংসর্গ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টিকে, যা আগেই ছিল তাঁর মধ্যে, আরও ব্যাপক ও গভীরতর হতে সাহায্য করেছিল। প্রক্রিয়াটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণ কৃপালনী: 'Henceforth he was more a world-citizen than an Indian. He was a world-citizen not because he became world-famous but because he felt with the world. ...Tagore made the world's destiny his own and felt deeply the agony if there was suffering or injustice in any part of the world. This world-consciousness which was very real in him exposed him to not a little misunderstanding in his own country.' এই বক্তব্যই অনেকটা সমর্থিত হয় তাঁর দ্বারা উদ্ধৃত টমাস স্টার্জ মূর-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের 1 May [শুক্র ১৮ বৈশাখ]-র পত্রে:

Our school is closed, and after a long interval of a busy time a full day has been given to me to spend as I like, I took up your book—*The Sea is kind*—finishing it at one sitting. It will be difficult for you to imagine this blazing summer sky of ours. ...This is as unlike the climate and the country where your poems were written as anything could be. I feel your environments in your poems. There is in them the reticence of your sky, the compactness of your indoor life and the general consciousness of strength ready to defy fate. Here in the East the transparent stillness of our dark nights, the glare of the noonday sun melting into a tender haze in the blue distance, the plaintive music of the life that feels itself afloat in the Endless, seem to whisper into our ears some great secret of existence which is uncommunicable.

All the same, nay, all the more, your literature is precious to us. The untiring hold upon life which never lose, the definiteness of your aims and the positive reliance you have upon things present before you, inspire us with a strong sense of reality which is so much needed both for the purposes of art and of life. Literature of a country is not chiefly for home

consumption. Its value lies in the fact that it is imperatively necessary for the lands where it is foreign. I think it has been the good fortune of the West to have the opportunity of absorbing the spirit of the East through the medium of the Bible. It has added to the richness of your life because it is alien to your temperament. In course of time you may discard some of its doctrines and teachings but it has done its work— it has created bifurcation in your mental system which is so needful for all life growth. The Westem literature is doing the same with us, bringing into our life elements some of which supplement and some contradict our tendencies. This is what we need.

It is not enough to charm or to surprise us— we must receive shocks and be hurt. Therefore we seek in your writings not simply what is artistic but what is vivid and forceful. That is why Byron had such immense influence over our youths of the last generation. Shelley, in spite of his vague idealism, roused our minds because of his fanatic impetuosity which is born of a faith in life. What I say here is from the point of view of a foreigner. We cannot but miss a great deal of the purely artistic element of your literature but whatever is broadly human and deeply true can be safely shipped for distant times and remote countries. We look for your literature to bring to us the thundering life flood of the West, even though it carries with it all the debris of the passing moments.[২৪]

পশ্চিমের এই জীবনমুখিনতাকে বাঙালিদের অন্তর থেকে উদ্ভিন্ন করে তোলার প্রয়াস অতঃপর রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহুলপরিমাণে দেখা যায়। জাতীয়তাকে আন্তর্জাতিকতায় মুক্ত করে দেওয়ার আহ্বান রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী যুগ থেকেই শুনিয়ে আসছিলেন— এখন তিনি আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে দেশীয় সমস্যা বিচার করবার আহ্বান জানালেন, স্বভাবতই হ্রস্বদৃষ্টি রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা তার বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

২৫ বৈশাখ [শুক্র 8 May] রবীন্দ্রনাথ ৫৩ বৎসর পূর্ণ করে ৫৪ বৎসরে পদার্পণ করলেন। কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'আজ কবির জন্মদিন— সকালে অজিতদা, সত্যেন, চারু প্রভৃতি তাঁর কাছে গেছলেন — কবি নতুন গান করলেন। সত্যেন [দত্ত] এই উপলক্ষে একটি কবিতা দিয়েছে।'[২৫]

সুদূর আমেরিকার আরবানায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয় 6 May [বুধ ২৩ বৈশাখ]। 'COSMOPOLITAN CLUB TO HONOR TAGORE TONIGHT./ Celebrate Birthday Anniversary in Marrow Hall at 6:40— Dr. Boyer will read from Tagore' —অনামা সংবাদপত্রের এই কর্তিকাটি পাঠিয়ে শ্রীমতী সেমুর এইদিন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Our little Circle has met tonight to commemorate their Poet's birthday and to send him their cordial greetings. ... After the public meeting, the Circle met and each recited a favourite poem while Mr. Barman and Mr. Seymour sang Bengali songs from the book on Indian music."[২৬] বইটি হল আর্থার ফক্স-

স্ট্র্যাংওয়েজ-লিখিত *The Music of Hindoostan*— এতে অনেকগুলি মূল রবীন্দ্রসংগীত স্টাফ নোটেশনে মুদ্রিত হয়েছিল। সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা রবীন্দ্রজীবনকথা ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে বলেন।

২৫ বৈশাখ সবুজ পত্র-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

প্রথম সংখ্যা] ২৫ বৈশাখ [প্রথম বর্ষ/ সবুজ পত্র/ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত/ প্রকাশক—/ কান্তিক প্রেস/ ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ বার্ষিক মূল্য/ দুই টাকা ছয় আনা} {এই সংখ্যার মূল্য/ চারি আনা মাত্র/ ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা কান্তিক প্রেস হইতে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও/ ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা কান্তিক প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল/ কর্তৃক প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন-বর্জিত ৬৮ পৃষ্ঠার এই সংখ্যায় মাত্র ৬টি রচনা মুদ্রিত হয়— 'মুখপত্র' [পৃ ১-১১] ও 'সবুজ পত্র' [১১-১৬] রচনা-দুটি সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর লেখা, পরবর্তী তিনটি রচনা 'সবুজের অভিযান' [১৭-১৯], 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' [২০-৩২] ও 'হালদার-গোষ্ঠী' [৩৩-৬৬] রবীন্দ্রনাথ-লিখিত, শেষ রচনা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা কবিতা 'সবুজ পাতার গান' [৬৭-৬৮]। 'মুখপত্র'তে সম্পাদক পত্রিকাটির লক্ষ্য নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। ...আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আমি বলতে পারি নে, ...তবে বাংলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। ...ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক মদিরাই হোক আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। ...ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর-কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি।

প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্যের সঙ্গে স্টার্জ মূরকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের পত্রের সাদৃশ্যটি লক্ষণীয়। বোঝা যায়, পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে নানাবিধ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথই এই লক্ষ্য প্রমথ চৌধুরীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাই সাহিত্যিক প্রবন্ধ, ছোটোগল্প ইত্যাদি রচনায় সাময়িক অনাগ্রহ সত্ত্বেও সবুজ পত্র-এর উপযোগী রচনা সরবরাহে তাঁর আলস্য দেখা যায়নি, বরং এই লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ায় তাঁর নিজের লেখাও ভাবে ও ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত তিনটি রচনাতেই 'বিবেচনা' ও 'অবিবেচনা'র কথা আছে— কিন্তু মনে হয়, 'অবিবেচনা' বা প্রাণশক্তির জয়গানের পাল্লাই কিছুটা ভারি। অনেক আগে লিখিত, কিন্তু সম্প্রতি অভিনীত নাটক 'অচলায়তন'ও যেন এই মনোভাবের পোষকতা করার জন্যই বেছে নেওয়া হয়েছিল।

বৈশাখ মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনা-সূচিটি নিতান্ত ছোটো নয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৬ শক [৮৪৯ সংখ্যা]:

১ ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।/ নূতন গান।/ দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার দ্র গীত ১। ১৩

১-৩ [স্বরলিপি]/ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্র স্বর ৪০

৩ তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে দ্র গীত ১। ২৩

৩-৪ [স্বরলিপি]/ দ্র স্বর ৩৯

৭-৯ 'মনুষ্যত্বের সাধনা' দ্র শান্তিনিকেতন ২ [১৩৮২]। ২৭১-৭৩

পাদটীকায় লিখিত হয়েছে: '২৭শে ফাল্গুন মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম্ম।'

ভারতী, বৈশাখ ১৩২১ [৩৮/১]:

৪৫ 'গান' ['দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৮৫-৮৬ [৭০]

১০৫ 'গান' ['আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয়'] দ্র ঐ ১১। ১৮১ [৬৩]; গীত ১। ২২৫

১০৬ 'স্বরলিপি' [ঐ]/ দিনেন্দ্রনাথ দ্র স্বর ৩৯

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১ [১৪/১/১]:

২৫ 'গান' ['রাজপুরীতে বাজাই বাঁশি'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৮০ [৬১]; গীত ১। ১৩

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা [১/১০]:

১৫৪-৫৫ ভৈরবী-একতালা/ আমার মুখের কথা তোমার দ্র স্বর ৪০

১৫৯ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/শোন্ তোরা তবে শোন্

প্রথম গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপি প্রতিভা দেবীর করা।

সম্পাদিকা প্রতিভা দেবী পত্রিকাটির মাঘ ১৩২০-সংখ্যা থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভার গান' শিরোনামে গীতিনাট্যটির গানগুলির স্বরলিপি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পেয়ে মাঘ-চৈত্র ১৩২৪-সংখ্যায় এটি সমাপ্ত হয়। স্বরলিপিগুলি স্বরবিতান ৪৯ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২১ [১/১]:

১৭-১৯ 'সবুজের অভিযান' ['ওরে নবীন, ওরে আমার কঁচা'] দ্র বলাকা ১২। ১-৩

২০-৩২ 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' দ্র কালান্তর ২৪। ২৫২-৬০

৩৩-৬৬ 'হালদার-গোষ্ঠী' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ১৯৯-২২০

The Nation, 25 April 1914:

137 'The Return' ['Amidst the glow of your flaming passion, Ahalya') দ্র *Rabindranath Tagore and the British Press* [1990]/ 70

'Ahalya, sinning against the purity of married love, incurred the curse of her husband, and was turned into a stone, to be restored to her humanity by the touch of Ramchandra' —এই টীকা-সহ 'অহল্যার প্রতি' [দ্র মানসী ২। ২৬৩-৬৫] কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ। তাঁরই করা কবিতাটির আর-একটি অনুবাদ 'Ahalya' নামে একই টীকা-সহ *The Modern Review* [Feb 1916/ 175]-তে মুদ্রিত হয় দ্র *Poems* [1970] 21-23, No.7.

The Modern Review, May 1914 [Vol. V, No.5]:

539-49 'Eyesore' XX-XXIV

এটি চোখের বালি-র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

The Drama, May 1914 [No.14]:

177-237 'The King of the Dark Chamber'/ Translated into English by the Author

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন 'রাজা' নাটকের যে মূলানুগ অনুবাদ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্তরে তার ব্যাপক সংশোধন করেন। বর্তমান পাঠে ১৯টি দৃশ্য ও ৭টি গান আছে [দ্র রবিজীবনী ৬। ৩৯৮-৯৯]।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রথীন্দ্রনাথ নৈনিতালের নিকট রামগড় পাহাড়ে দশ হাজার টাকা দিয়ে যে বাংলো ও বাগান কিনেছিলেন, সেইখানে এই বছর গ্রীষ্মবকাশ কাটিয়ে আসার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়ে ৪ May [শুক্র ২৫ বৈশাখ] তিনি পিয়র্সনকে লেখেন: 'I am getting ready to go to Ramgarh next Sunday.'[২৭] এইদিন কালিদাস নাগ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছিলেন; 'শুনলাম কাল কবি কলিকাতা ত্যাগ করবেন।' এই তথ্য ঠিক হলে রবীন্দ্রনাথ ২৬ বৈশাখ যান শান্তিনিকেতনে, যদিও 'বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন উপলক্ষে ব্যয় ট্রেণভাড়া'র হিসাব পাওয়া যায় ২৭ বৈশাখে। মিশনারির বৃত্তি ত্যাগ করা নিয়ে অ্যান্ডরুজ মানসিক সংকটে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। তাই সঙ্গ ও বিশ্রাম দিয়ে সুস্থ করার বাসনায় 10 May [রবি ২৭ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে লিখলেন: 'When you are coming to stay with me in the Hills? I am afraid you are passing through a great deal of worry, and you are in need of a good rest. I won't let you work during this vacation. We must have no particular plans for our holidays. Let us agree to waste them utterly, until laziness proves to be a burden to us.'[২৮] এইদিনই তিনি প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও দুটি ভৃত্য নিয়ে রামগড়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন। অ্যান্ডরুজকে উক্ত পত্রে তিনি লেখেন: 'I am starting for Ramgarh tonight. Last night I came to Bolpur to make arrangements for some new buildings. I will join our party at Burdwan.' ক্যাশবহিতে এই তারিখের হিসাব: 'বাবু মহাশয়দিগের নৈনীতাল গমন উপলক্ষে ব্যয় ২য় শ্রেণীর টিকিট কাঠগুদাম পর্য্যন্ত ৩১২ ॥ ৩য় শ্রেণী ২ খান ৯ ৬ ...টেলিগ্রাম ২খান। টেকারাম ও বদরীপ্রসাদ ৩। '। 1903-তে রেণুকাকে নিয়ে আলমোরায় যাওয়ার সময় থেকেই লালা বদ্রিপ্রসাদ শাহ-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র গড়ে ওঠে, এবারেও প্রারম্ভিক ব্যবস্থাদির জন্য ১৭ বৈশাখ ৩০০ টাকা তাঁকে পাঠানো হয়।

দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করে বলে পার্বত্য-অঞ্চলে ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উপাদেয় ছিল না, কিন্তু রামগড়ে গিয়ে তাঁর ভালো লাগল। 14 May [বৃহ ৩১ বৈশাখ] তিনি সেখান থেকে অ্যান্ডরুজকে লিখলেন:

Here I feel that I have come to the place that I needed most in all the world. ...to-day I am already bending my knees to Father Himalaya asking pardon for keeping aloof for so long in blind distrust.

The hills all round seem to me like an emareld vessel brimming over with peace and sunshine. The solitude is like a flower spreading its petals of beauty and keeping its honey of wisdom at the core of its heart. My life is full. It is no longer broken and fragmentary.[২৯]

এই পরিপূর্ণ হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে এইদিনে লেখা গানে: 'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর' দ্র গীতিমাল্য ১১। ২০৬ [১০২]; গীত ১। ২০৪; স্বর ৪০। পরের দিন অ্যান্ডরুজকে লেখা পত্রটিতেও একই

সুর ধ্বনিত হয়েছে।

৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 17 May] ভোরে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে মহর্ষির ৯৮-তম জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। সকালে ঝোড়ো হাওয়া ও মেঘ-ঢাকা অন্ধকারের মধ্যে মাঝে-মাঝে ম্লান আলোর রশ্মি এসে পড়ছিল। এই দৃশ্যের বর্ণনা করে তিনি অ্যান্ডরুজকে লিখলেন: 'It seems like the symbol of a spiritual new birth. I have been experiencing the feeling of a great expectation, although it has also its elements of very great suffering.'[৩০] অ্যান্ডরুজও একধরনের কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই তাঁর কাছে নিজের আত্মিক সংকটের বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ সমবেদনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। পরবর্তী অনেকগুলি পত্রে এই মনোভাবের পরিচয় আছে।

অ্যান্ডরুজ এইসময়ে তাঁকে লেখা চিঠিগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন:

He had gone in good health to the Hills in order to spend there his summer holidays; but he told me afterwards that the mental pain he experienced soon after his arrival was almost equivalent to a death-agony. He had hardly expected to survive it. This was all the more strange because it came upon him quite suddenly at a moment when he was feeling a sense of physical exhilaration in the supreme beauty of the Himalayas and also the delight of the change from the intense heat of the plains. I remember him saying to me that the shock of agony overtook him like a thunderstorm out of a clear, unclouded sky.[৩১]

১১ জ্যৈষ্ঠ [সোম25 May] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন:

ঈশ্বর বারে বারে আমাকে নূতন নূতন জন্মের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছেন। এবারেও টান দিচ্চেন। ...

সংসারে থাকলে দুঃখ নেই— কিন্তু সত্যের আশ্রয় নিলুম অথচ সত্য হলুম না এ কিছুতেই চলবেনা— আগাগোড়া সত্য হতে হবে। কোথাও কিছু মমতা রাখলে চলবে না।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর ব্যবসা চালাবার জন্যে কিছু মূলধন দিয়েছিলেন। আমি লোভে পড়ে তার সমস্তটা খাটাইনি— কিছু কিছু নিজের জন্যে জমিয়ে রাখছিলুম। ঐ যে সব ছিদ্র থেকে যায়, দেখতে খুব ছোট, তাতেই বড় বড় সব ব্যবসা দেউলে হয়ে যায়। এখানে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে দূরে এসে বসে খাতা খুলে হিসাব দেখবার সময় সেটা বেশ বুঝতে পারা গেছে। সামলাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।[৩২]

এখানেও মানসিক অবস্থার যে-অংশটি ব্যক্ত হয়নি, সেইটি প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তীকালে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে:

রামগড়ে যখন ছিলুম তখন থেকে আমার conscienceএ কেবলি ভয়ঙ্কর আঘাত করচে যে বিদ্যালয় জমিদারী সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্ত্তব্য আমি কিছুই করিনি— আমার উচিত ছিল নিঃসঙ্কোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার idealকে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আবার নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। মনের মধ্যে এই রকম সুগভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বলেই আমি যাদের খুব ভালবাসি তাদেরই সম্বন্ধে যত রকম মন্দ এবং অকল্যাণ আমার কল্পনায় বারম্বার তোলাপড়া করেছে কোনোমতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারিনি।[৩৩]

এই মানসিক অবস্থার ও তার থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াসের চিহ্ন তাঁর সমকালে রচিত গান ও কবিতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলি হল:

৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 17 May] 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে' দ্র গীতিমাল্য ১১। ১০৭-০৮ [১০৪]; গীত ১। ৪৮; স্বর ৪০।

৪ জ্যৈষ্ঠ 'গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা' দ্র ঐ ১১। ১০৮ [১০৫]।

এইদিন কলকাতায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা 'সুপ্রভাত'-সম্পাদিকা কুমুদিনীর সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা শচীন্দ্রনাথ বসুর বিবাহ হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'আজ কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে শচীন বসুর বিবাহ উপলক্ষে সকলে গেলেন, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্য— রবিবাবু একটি গান উপহার দিয়েছেন।'[৩৪] গানটি হল: 'দুজনে এক হয়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে' দ্র গীত ৩। ৮৬৩। অনুমান করা যায়, গানটি কয়েকদিন আগে রচনা করে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এটিতে তিনি সুর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি।

৫ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 19 May] 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে' দ্র গীতিমাল্য ১১। ২০৯ [১০৬]; গীত ১। ৩৬; স্বর ৪০।

এইদিনই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি দীর্ঘ কবিতা: 'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো' দ্র সবুজ পত্র, শ্রাবণ। ২০৮-১১ ['সর্ব্বনেশে']; বলাকা ১২। ৩-৪ [২]। কবিতাটির তাৎপর্য কিছুটা স্পষ্ট হয় 21 May [বৃহ ৭ জ্যৈষ্ঠ] অ্যান্ডরুজকে লেখা চিঠিটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে:

I am struggling on my way through the wilderness. ...My feet are bleeding, and I am toiling with panting breath. Wearied, I lie down upon the dust and cry and call upon His name.

I know that I must pass through death. God knows, it is the death-pang that is tearing open my heart. It is hard to part with the old self. ...But the Mother is relentless. She will tear out all the tangled untruths. We must not nourish in our being what is dead. For the dead is death-dealing. ...The toll of suffering has to be paid in full.[৩৫]

আমরা আগেই বলেছি, জীবনান্তরে যাওয়ার এই মৃত্যুযন্ত্রণা যতটা রবীন্দ্রনাথের, ঠিক ততটাই অ্যান্ডরুজেরও — তাই এই চিঠির মধ্যে কিছুটা উপদেশও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এর মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বভাস খুঁজতে যাওয়া তথ্যসম্মত হবে না।

৬ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 20 May] রবীন্দ্রনাথ আর-একটি কবিতা লেখেন; 'আমরা চলি সমুখপানে' দ্র সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ। ৯৬-৯৭; বলাকা ১২। ৫-৬ [৩]।

এইদিন রাত্রে একটি গানও লিখিত হয়: 'সন্ধ্যা হল গো—/ ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো' দ্র গীতিমাল্য। ১১। ২০৯-১০ [১০৭]; গীত ১। ৭৩; স্বর ৪০।

৭ জ্যৈষ্ঠ 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়' দ্র গীতিমাল্য ১১। ২১০ [১০৮]; গীত ১। ১৪৮-৪৯; স্বর ৬০।

১০ জ্যৈষ্ঠ [রবি 24 May] 'এই তো তোমার আলোক-ধেনু' দ্র গীতিমাল্য ১১। ২০৭ [১০৩]; গীত ১। ২০৫-০৬; স্বর ৪১। গীতিমাল্য-এর গান বা কবিতাগুলি রচনার কালানুক্রমে সজ্জিত হলেও এই গানটির ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তার জন্য পাণ্ডুলিপি অন্ধভাবে অনুসরণ করাই দায়ী— Ms.229-এ ৩১ বৈশাখ 'এই লভিনু সঙ্গ তব' গানটি রচনার পর [p.76] একটি পৃষ্ঠা ফাঁকা রেখে রবীন্দ্রনাথ 78 পৃষ্ঠায় ৩ জ্যৈষ্ঠ

‘চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে’ গানটি লেখেন, পরে ফাঁকা পৃষ্ঠাটি পূর্ণ করেন ১০ জ্যৈষ্ঠ ‘এই তো তোমার আলোক-ধেনু’ গানটি লিখে। উল্লেখ্য, 40 পৃষ্ঠায় ৫ জ্যৈষ্ঠ ‘এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে’ গানটি লেখার পর 41 পৃষ্ঠায় ‘এতদিন যে সাহস করে ডাক্‌তে পারি নাই—/ তুমি আমার ঘরের মানুষ ঘরে তোমায় পাই’ ছত্র-দুটি লিখে তিনি আর অগ্রসর হননি।

১২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 26 May] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে’ কবিতাটি দ্র সবুজ পত্র, আষাঢ়। ১৪১-৪৪, ‘শঙ্খ’; বলাকা ১২। ৬-৮ [৪]। এই কবিতাটি প্রথমে যে-রূপে লিখিত হয় সেটি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৫। কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথ এর একটি পাঠান্তর রচনা করে এক তারিখহীন পত্রে মণিলালকে লেখেন: ‘ “শঙ্খ” কবিতাটি পড়তে গিয়ে দেখলুম ওর ধ্বনিটা ঠিক হয়নি তাই নিম্নলিখিতমত বদল করে দিলুম।’[৩৬] এর পরে তিনি পাঠান্তরিত কবিতাটি লিখে দেন, সেইটিই সামান্য পরিবর্তন-সহ বলাকা-য় মুদ্রিত হয়।

অ্যান্ডরুজ 23 May [শনি ৯ জ্যৈষ্ঠ]-র পত্রে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন, তিনি 1 Jun [সোম ১৮ জ্যৈষ্ঠ] রামগড়ে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন; এইদিনই আর-একটি চিঠিতে লেখেন, তাঁর দিল্লির জীবন পুরোনো পড়া-বইয়ের মতো বন্ধ হয়ে গেছে।[৩৬ক] এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও মানসিক সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন; 24 May-তেই তিনি অ্যান্ডরুজকে লেখেন: ‘Again I feel that I must have all my interests alive, grow on all sides, and enter into various relations with the world, keeping my body and mind fully awake.’[৩৭]

এর পর থেকেই তিনি অধীর আগ্রহে অ্যান্ডরুজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ১৪ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 28 May] তাঁর একটি টেলিগ্রাম পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, অন্যদেরও কতটা ব্যস্ত করে তোলেন তার বিবরণ দিয়েছেন তখন দিল্লি-বাসী অজিতকুমারকে লেখা ১৫ জ্যৈষ্ঠের পত্রে।[৩৮] অ্যান্ডরুজ সম্ভবত পূর্ব-ঘোষিত 1 Jun তারিখেই রামগড়ে পৌঁছন।

এই সময়ে রামগড়ে আরও একজন অতিথি ছিলেন— তিনি হলেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন। দিল্লিতে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ’ দিতে গিয়ে অতুলপ্রসাদ স্মৃতিচারণ করে বলেন:

> আমাকে তিনি কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে রামগড়ে থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি লখনৌ হইতে রামগড়ে ছুটিলাম। একদিন বৈকালে প্রবল বেগে বর্ষা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের বর্ষার আসর বসিল। বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত কবি একধারে বর্ষার কবিতা পাঠ করিলেন আর বর্ষার গান গাহিলেন। সেদিনটি আমি কখনও ভুলিব না। রাত্রি আটটার সময় খাবার প্রস্তুত। কবির কন্যা ও পুত্রবধূ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবির কিংবা আমাদের কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। ...সে আসরে একবার রবীন্দ্রনাথ আমাকে আদেশ করিলেন— ‘অতুল, তোমাদের দেশের একটা হিন্দী গান গাওত হে’। আমি গাহিলাম— ‘মহারাজা কেওরিয়া খোলো, রসকি বুঁদ পড়ে’। সময়োপযোগী বলিয়া সকলের সে গানটি ভাল লাগিল। কবি সে গানটি আমার সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। ...এমন কি সংগীতে অজ্ঞ অ্যানড্রুজ সাহেবকেও এই গানের ছোঁয়াচে ধরিল, তিনি আমার সঙ্গে অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া এবং ততোধিক বেসুরো কণ্ঠস্বরে আমাদের সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন... ।[৩৯]

অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে গান রচনা-রত অবস্থাতেও দেখেছেন: “তিনি গুনগুন করিয়া তন্ময় চিত্তে গান রচনা করিতেছেন— ‘এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর’। ” গানটি রামগড়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ৩১ বৈশাখে লেখা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আপন-মনে-গাওয়াকেই তিনি রচনা বলে ভুল করেছিলেন— কিন্তু তাঁর

অপর একটি বর্ণনা সম্ভবত সঠিক: “আর একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমনি করিয়া গান রচনা করিতেছেন — ‘ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে, পূজার ছায়ে’।” এটি ১৮ জ্যৈষ্ঠ [সোম 1 Jun] তারিখেই রচিত দ্র গীতিমাল্য ১১। ২১১ [১০৯]— কিন্তু এর সুর রক্ষিত হয়নি। সংগীতজ্ঞ কেউ কাছে না থাকলে এরূপ বিভ্রাট প্রায়শই ঘটেছে। সেই কথাই ২০ জ্যৈষ্ঠ লিখেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে:

গান অনেক তৈরী হয়েছে। এখনো থামচেনা— প্রায় রোজই একটা না একটা চলছে। আমার মুস্কিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই। দিনু কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি। নিজে যদি স্বরলিপি করতে পারতুম কথাই ছিলনা। দিনু মাঝে মাঝে করে কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলো বিশুদ্ধ হয় না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আমার দেখাই হয়না— কাজেই আমার খাতা এবং দিনুর পেটেই সমস্ত জমা হচ্চে। এবার বিবি সেটা কতক লিখে নিয়েছে। কলকাতায় গিয়ে এসব গান গাইতে গিয়ে দেখি কেমন ম্লান হয়ে যায়। —তাই ভাবি, এগুলো হয়তো বিশেষ কারো কাজে লাগবেনা।[৪০]

স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

রামগড়েই এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে পুস্তক-প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের একটি চুক্তি হয় 2 Jun [মঙ্গল ১৯ জ্যৈষ্ঠ]। ইতিপূর্বে তাঁর তরফে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 14 Jul 1908 [৩০ আষাঢ় ১৩১৫] ও 21 Jun 1909 [৭ আষাঢ় ১৩১৬] যথাক্রমে কাব্যগ্রন্থাবলি ও গদ্যগ্রন্থাবলি প্রকাশের অধিকার লাভ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুটি চুক্তি করেন। চুক্তিটি ছিল পাঁচ বছরের জন্য। তাই এখন দুটি চুক্তি মিলিয়ে একটি চুক্তি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া মুদ্রণের দায়িত্ব কলকাতা-শাখা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের উপর না রেখে ক্রমশ এলাহাবাদের নিজস্ব প্রেসে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই-সমস্ত কারণে 2 Jun ‘A Royalty of Rupees Twenty Five percent of the advertised retail price’ দেবার শর্তে ‘Chintamoney Ghose, son of Madhab Chandra Ghose, resident at Allahabad..., trader and owner of the Indian Press in Allahabad and Proprieter of the Indian Publishing House’ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মোট ৮৭টি বই [তার মধ্যে তখনও অপ্রকাশিত গীতিমাল্য-ও আছে] প্রকাশ ও বিক্রয়ের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিটি হয়। উভয়পক্ষে সাক্ষী ছিলেন A.P. Sen/ Lucknow, C.F. Andrews/ Bolpur, Apurvakrishna Bose/ Printer Indian Press, Nyan Chandra Mukerjee/Artist Indian Press.[৪১] অবশ্য এই চুক্তি থেকে বোঝা যায় না, চিন্তামণি ঘোষও রামগড়ে গিয়েছিলেন কিনা।

রথীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রকে নিয়ে বদরিকাশ্রম ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ক্যাশবহিতে হিসাব পাই: ‘১৮ই বৈশাখ [1 May] রথীবাবু মহাশয় [বোলপুর] যান...’—এর পরেই তিনি সেখান থেকে দিনেন্দ্রনাথ, নেপালচন্দ্র রায়, নরভূপ রায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও মুকুলচন্দ্র দে-কে নিয়ে রওনা হন। নরভূপ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই গিয়েছিলেন বলে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ ৪ May [২৫ বৈশাখ] পিয়র্সনকে লেখেন: ‘Narabhup seems to have gone with the Badrikashram party without his guardian’s permission. It is getting to be rather unpleasant and I have telegraphed him in Almora to come back. I hope it will reach him in time to prevent him going any further.’[৪২] কিন্তু নরভূপের যাত্রা রুদ্ধ হয়নি। ১০ জ্যৈষ্ঠ [24 May] রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমার হালদারকে লিখেছেন: ‘বদরিকাশ্রমের যাত্রীরা এখনো ফেরেনি— তারা খুব আনন্দে চলেছে খবর পেয়েছি— তারা এতদিনে নিশ্চয়ই ফেরবার পথে।’[৪৩] ফিরতে দেরি হয়েছিল— 8 Jun [২৫ জ্যৈষ্ঠ] রথীন্দ্রনাথ রামগড় থেকে আমেরিকায় শ্রীমতী সেমূরকে লেখেন: ‘We

are just back from a long walking tour in the Himalayan mountains. Our party consisted of myself and two teachers from the School (Dinendra and Nepal Babu) and three boys (Narabhup, Sudhakanta and Mukul)'[৪৪] তাঁরা রামগড়ে পৌঁছবার পর 'হৈমন্তী' বাড়ি আরও জমজমাট হয়ে উঠল। রথীন্দ্রনাথ সেই আনন্দস্মৃতি রোমন্থন করেছেন 'রামগড় পাহাড়' [দ্র পিতৃস্মৃতি। ২৫৮-৬৯] প্রবন্ধে। এতে কিছু বিস্মৃতিচারণও আছে: 'বাবা অন্য কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন। দিনেন্দ্র কাছে রয়েছেন— বাবা নির্ভয়। সুর হারিয়ে যাবে না, তাকে একবার নতুন সুর শোনালেই সে মনে রাখবে। তাই মনের আনন্দে বাবা গান বাঁধতে লাগলেন।' আগে-লেখা গান রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই দিনেন্দ্রনাথকে শিখিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা আসার পর তিনি মাত্র একটি কবিতা রচনা করেন: 'আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে' [দ্র গীতিমাল্য ১১। ২১২ (১১০)]— কিন্তু তাতে সুর সংযোজিত হয়নি। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজের সহায়তায় *The Fruit Gathering* গ্রন্থের কবিতাগুলি রামগড়েই সংকলন করেন। এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বইটি 1916-এ প্রকাশিত হয়— তাতে পরবর্তীকালে লিখিত অনেক কবিতার তর্জমা আছে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন। রথীন্দ্রনাথের অনুরোধে এক ছুতোর মিস্ত্রিকে ঐ চিকিৎসায় সুস্থ করার পর—

> আর যায় কোথা! প্রত্যহ রোগী আসতে লাগল। সকাল বেলায় বাবাকে রীতিমতো ডিস্‌পেনসারি খুলে বসতে হল। মুখে মুখে রটে গেছে চারিদিকে চিকিৎসকের যশ। স্থানীয় পোস্টমাস্টারবাবু তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন জানতে পারলুম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্বে বাবাকে সম্মান করে 'ডক্টর' উপাধি দিয়েছিল। বাবার চিঠির খামের উপর এই ডক্টর উপাধি থাকে দেখে পোস্টমাস্টারবাবু বলে বেড়িয়েছেন যে কলকাতা থেকে বিখ্যাত একজন চিকিৎসক রামগড়ে এসেছেন। বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে ভালোবাসতেন, রামগড়ে এসে তাঁর সেই শখ চূড়ান্তভাবে মিটেছিল।

রবীন্দ্রনাথও পরে তাঁর এই খ্যাতির কথা অনেক চিঠিতে ও মুখের কথায় সগর্বে উল্লেখ করেছেন।

ছাত্র মুকুল দে এই সময়কার একটি কৌতূহলোদ্দীপক রবীন্দ্র-স্মৃতির বর্ণনা দিয়েছেন:

> ১৯১৩ [১৯১৪] সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমি আলমোড়ার নিকটস্থ রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম। আমি যখন ছবি আঁকতুম, তিনি আমার পাশে বসে গভীর অভিনিবেশ সহকারে আমার ছবি আঁকা দেখতেন। একদিন সকালে তিনি আমার স্কেচবুক পেন্সিল নিয়ে তিনটি স্কেচ করলেন, একখানি তার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর এবং দুখানি এই অধম আমার। এই ড্রয়িংগুলি এখনও আছে।[৪৫]

রামগড়ের বাড়িটির নাম ছিল 'স্নো-ভিউ গার্ডেন্‌স্', রবীন্দ্রনাথ নূতন নামকরণ করেন 'হৈমন্তী'— এই নামটিকে তিনি স্মরণীয় করে রাখলেন এখানে বসেই লেখা 'হৈমন্তী' গল্পে [দ্র সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ। ৯৮-১১৮; গল্পগুচ্ছ ২৩। ২২০-৩৩]। গল্পটিতে হিমালয়ের ঋজু মহিমার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এটি নিশ্চয়ই রামগড়ে যাওয়ার পরে লেখা— *3 Jun [২০ জ্যৈষ্ঠ]* প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'সবুজ পত্র' সম্পর্কে মন্তব্য আছে।

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন: 'তোমার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আমি "আষাঢ়" বলে একটা উড়ো রকমের প্রবন্ধ পাঠিয়েছি নিশ্চয় পেয়েছ। তুমি তাতে প্রাচীন ভারতের যে ধরণের মেঘলা ছবি চেয়েছ তা হয়নি কিন্তু ওর মধ্যে পূবে হাওয়াটা আছে।'[৪৬] প্রবন্ধটি 'আষাঢ়' নামে আষাঢ়-সংখ্যা সবুজ পত্র[পৃ১৪৫-৫৫]-তে মুদ্রিত হয় [দ্র পরিচয় ১৮। ৫৩১-৩৮]।

রামগড়ে 'হৈমন্তী' বাড়ির আশেপাশে কোনো লোকালয় ছিল না। পাশেই একটি আপেল-বাগানে থাকতেন একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবার, তাঁদের সঙ্গে এই বাড়ির কারোর পরিচয় হয়নি। কিন্তু পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান Sweetenham-দম্পতির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাঁরা একদিন চা-পানে রবীন্দ্রনাথ-অ্যান্ডরুজ-সহ সকলকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ সেইদিনের অবিস্মরণীয় সূর্যাস্তের বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। এর পরে তিনি লিখেছেন:

রামগড়ের আসর ভাঙবার সময় এল। প্রথমে চলে গেলেন অতুলপ্রসাদ। যাবার সময় বাবাকে লখনৌতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তাঁর কাছে দু-চার দিন থাকতে হবে কেবল নয়, লখনৌতে একটি বক্তৃতাও দিতে হবে। পরে দিনেন্দ্র ও মুকুল ফিরে গেল শান্তিনিকেতনে। ...তখনকার দিনে এই পাহাড়ি অঞ্চল non-regulation পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডাণ্ডিবাহক কুলির জন্য কমিশনারের কাছে আবেদন করতে হয়। যথারীতি আবেদন পেশ করা সত্ত্বেও একটিমাত্র ডাণ্ডি পাওয়া গেল। অবস্থা দেখে অ্যানড্রুজ সাহেব বললেন, 'গুরুদেবের লখনৌতে বক্তৃতার দিন স্থির হয়ে গেছে, তাঁকে আজ রওনা হতেই হবে। যে একটা ডাণ্ডি এসেছে তাতে গুরুদেব যাবেন, আমি তার সঙ্গে হেঁটে যাব। তোমরা পরে এসো।' বাবা এই প্রস্তাবে রাজি ছিলেন না। সাহেব নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত বাবাকে ডাণ্ডিতে উঠেই রওনা হতে হল, সাহেব সঙ্গে হেঁটে যেতে লাগলেন। খানিকটা গিয়েই— আমরা দূর থেকে দেখলুম— বাবা ডাণ্ডি থেকে নেমে সাহেবের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। পরে জানতে পারলুম দুই বন্ধু সমানে কাঠগুদাম পর্যন্ত ১৬ মাইল গল্প করতে করতে হেঁটে গেছেন আর ডাণ্ডিটা পিছনে পিছনে চলেছে, তাতে আরোহী কেউ ছিল না।

লখনৌতে রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ডরুজ অতুলপ্রসাদের বাড়িতে অতিথি হন। তাঁরা সেখানে অন্তত একটি সভায় যোগদান করেছিলেন। এই সভার বিবরণ মুদ্রিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-সংখ্যা 'মহিলা'-য় 'প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও এণ্ডরুস্ সাহেব' [পৃ ২৭২-৭৪] প্রবন্ধে:

আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি ও বিদেশী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই খোট্টাদের দেশে উপস্থিত। বঙ্গীয় যুবকসমিতি [The Bengalee Youngmen's Association] তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হওয়ায় কবি তাঁহাদিগের কাছে সাহিত্য সম্বন্ধে, এবং বাঙ্গালীদিগের ভাল মন্দ দুইধার লইয়া কিছু বলিলেন।...

কবি বলিলেন, দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান, ধর্ম্মের, সাহিত্যের বিস্তার প্রথম বাঙ্গলা দেশ ও মগধ হ্ইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সময়ে পশ্চিম হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বে গিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব তাহাকে আরও উন্নত করিয়া ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়াছেন। পূর্ব্ব দেশই এক সময় তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম তিব্বত, চীন, জাপানকে দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এখনও আমাদের দেশে এমন বড় বড় পণ্ডিত আছেন যে বিদেশী পণ্ডিতেরা তাঁহাদের নিকট কিছুই জানেন না; তথাপি আমাদের দেশের সাহিত্যের উন্নতি এত ধীরগামী কেন? বক্তা নিজের আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। সেখানকার সংস্কৃত ও তামিল ভাষার অধ্যাপকেরা আমাদের দেশের সাধারণ পণ্ডিত অপেক্ষা জ্ঞানে বেশী উন্নত নহেন, বরং কমই জানেন। কিন্তু তাঁহারা শিশুকাল হইতে জ্ঞান দিবার একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন, সে জন্য যেটুকু জানেন তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এক এক জন এমন পণ্ডিত আছেন যে, বলিতে হয়, তাঁহারা জ্ঞান ও বিদ্যার ভিতর ডুবে ও মজে রয়েছেন [য]; কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী না জানার দরুণ তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এখনও ভাষাতত্ব শিখিতে গেলে আমাদের ইংরাজ লেখকদিগের শরণাগত হইতে হয়, অবশ্য ইহার জন্য আমরা তাহাদের নিকট খুব কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা চিরকাল আঁচল ধরা হইয়া থাকিব? ...এখন বাঙ্গালীরা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। যাঁরা যেখানে আছেন, সেইখানেই সমবেত ভাবে সেখানকার ভাষার সঙ্গে ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে কোথায় সামঞ্জস্য ও কোথায় অসামঞ্জস্য ইহা আলোচনা করেন, কিম্বা সকলেই নিজে নিজে যেটুকু জানিতে পারেন, সেটুকু সংগ্রহ করিয়া একটা বিশেষ স্থলে দিতে থাকেন, মেয়েদের গ্রাম্যকথা সব সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই সকলের সাহায্যে ভবিষ্যতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কত ইতিহাসতত্ব ও সমাজতত্ব হয়তো আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এই যে দেশ বিদেশে সাহিত্য সম্মিলন হয় সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য।

যেখানে এরূপ সম্মিলন নাই তাঁহারা নিজেদের সংগ্রহ সাহিত্য পরিষদ মাসিক পত্রিকায় পাঠাইতে পারেন।...

ইহা বলা হইয়াছে যে বাঙ্গালীর অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আগে লোকেরা যেমন বাঙ্গালীকে সম্মান করিত এখন সে রকম ভাবে করে না। ইহাতে উভয় পক্ষের দোষ হইতে পারে। একের অহঙ্কার ও অন্যের প্রতিযোগিতা। বাঙ্গালীদের মনে এই অহঙ্কারের ভাব আসিয়াছে আমরা বড়, আমাদের মতন ধর্ম্মে জ্ঞানে কেহ সমতুল্য নহে। তাঁহারা নিজেদের বড় একটা কিছু মনে করিয়া অন্য জাতির সঙ্গে সে রকম মন খুলিয়া মিশিতে পারেন না। শ্রেষ্ঠতার একটা দায়িত্ব আছে সেটা কি আমাদের ভুলে যেতে হবে? না যে যে দেশেই থাকি যে জাতির ভিতরে থাকি তাদের সঙ্গে নিজেদের এক মনে করে তাদের প্রতিও প্রেম দিয়ে জয় করতে হবে? মনে রাখতে কি হইবে না যে ভারত বাণিজ্য, শিল্প কিম্বা বাহুবল দ্বারা তিব্বত, চীন, জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই কিন্তু প্রীতি দিয়া সকলকে জয় করিয়াছিলেন। আমাদের ভিতর যদি সেই বিশেষ সদ্গুণ থাকে তাহা হইলে অহঙ্কার করিবার কিছু নাই কিন্তু তাহা বাড়াইয়া দান করিবার দায়িত্ব প্রতিজনের রহিয়াছে। আমাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া যদি অন্যেরা আমাদের অপেক্ষা বেশী উন্নত হন তাহাতে হিংসা করিবার কিছু নাই বরং ইহা খুব সুখের ও গৌরবের বিষয় হওয়া উচিত। কেবল প্রীতি ও প্রেমই আবার আমাদের ভিতর একতা আনিয়া দিবে ও আমাদিগকে শক্তিশালী করিবে।

এর পর অ্যান্ডরুজ একটি ছোটো বক্তৃতা করেন।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', 'সাহিত্যসম্মিলন', 'সাহিত্যপরিষৎ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যসেবীদের উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচি রচনা করেছিলেন, ভাষণের প্রথমাংশে প্রবাসী বাঙালিদের জন্যও একই ধরনের কাজের ব্যবস্থা দেন। শেষে যা বললেন, তাও তাঁর বাস্তবদৃষ্টির পরিচায়ক। অন্য প্রদেশবাসীদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করার অহংকার বাঙালিদের কতটা প্রবল ছিল, এই প্রতিবেদনের সূচনায় 'এই খোট্টাদের দেশে' বাক্যাংশেই তা প্রকট— এর ফল তাদের পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। অন্যদের প্রতিযোগিতার মনোভাবকেও রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে তিনি ইংরেজ-শাসকদের বাঙালিবিদ্বেষ ও জাতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তনকেও যুক্ত করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ লখনৌ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন ৩১ জ্যৈষ্ঠ [রবি 14 Jun] সকালে। ১ আষাঢ় তিনি প্রাক্তন ছাত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখেন: 'রামগড় হইতে কাল প্রাতে ফিরিয়াছি। ...আমি বোধ হয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত এখানে আছি তারপরে বোলপুরে যাইব।'[৪৭]

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১-এ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি এইরূপ:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক [৮৫০ সংখ্যা]:

২৫-২৭ 'বর্ষশেষ' দ্র শান্তিনিকেতন ২ [১৩৮২]। ২৭৩-৭৬

২৭-২৯ 'নববর্ষ' দ্র ঐ ২। ২৭৭-৮১

৩৮ 'নূতন গান/ 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' দ্র গীত ১। ৪৫-৪৬

৩৮-৩৯ 'নুতন গানের স্বরলিপি' দ্র স্বর ১১

স্বরলিপিটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ [১/১১]:

১৭০-৭১ মাঘোৎসবের গান/ যদি প্রেম দিলে না প্রাণে দ্র স্বর ৪০

১৭৪-৭৫ তুমি যে সুরের আগুন দ্র স্বর ৪০

১৭৯-৮০ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ তবে আয় সবে আয়

প্রথম দুটি গানের স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।।

সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ *[১/২]:*

৮৮-৯৫ 'বাংলা ছন্দ' দ্র ছন্দ ২১। ৩৯৪-৯৮ ['চিঠিপত্র']

৯৬-৯৭ 'আমরা চলি সমুখ পানে' দ্র বলাকা ১২। ৫-৬ [৩]

৯৮-১১৮ 'হৈমন্তী' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ২২০-৩৩

'বাংলা ছন্দ' 'কেমব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে, ডি, এন্ডার্সন, আই, সি, এস মহাশয়কে লিখিত পত্র হইতে অধ্যাপকমহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত' টীকা-সহ রবীন্দ্রনাথের ৬ ফাল্গুন ১৩২০ [18 Feb 1914] শিলাইদহ থেকে লেখা দীর্ঘ পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ পত্রিকায় ছাপা হয়। এটি অ্যান্ডারসনের 17 Jan [৪ মাঘ] তারিখের ছন্দ-বিষয়ক পত্রের উত্তরে লিখিত হয়। 18 Mar [৪ চৈত্র] পত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করে অ্যান্ডারসন লেখেন: 'I

am very pleased and proud to have been favoured with so long, so interesting, so characteristic, so delightful, so learned and yet so charmingly humourous and revealing a letter. ...You say, ইহার পরেও যদি দেখি আপনার মেজাজ ঠাণ্ডা আছে,...well, my মেজাজ is যার পর নাই ঠাণ্ডা! মহাশয়, আমি বুড়া মানুষ...' ইত্যাদি। এর থেকে উভয়ের সম্পর্কের প্রকৃতিটি বোঝা যায়। রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে অ্যান্ডারসনের সচেতনতার একটি উদাহরণ উল্লেখ্য। 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩২০-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ— অ্যান্ডারসন তার ছন্দ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন ৪ মাঘে লেখা পত্রে! 'ছন্দ' [1936] গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পত্রটির সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেছিলেন (দ্র ছন্দ ১০ [প.ব. ১৩৯৫]। ৯২৫-২৮), বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণে পত্রিকার পাঠটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসী-তে নন্দলাল বসুর উদ্দেশে লেখা 'তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে' কবিতাটির রবীন্দ্র-হস্তাক্ষর ব্লক করে ছাপা হয় [পৃ ১৫৩]।

The Modern Review, June 1914 [Vol.XV, No.6]:

672-80 'Eyesore' XXV-XXVIII

৩১ জ্যৈষ্ঠ [রবি 15 Jun] কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ ৫ আষাঢ় [শুক্র 19 Jun] শান্তিনিকেতনে যান। এর মধ্যে ৩ আষাঢ় [বুধ 17 Jun একটি গান রচনা করেন: 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ' দ্র গীতিমাল্য ১১। ২১২-১৩ [১১১]; গীত ১। ২০৫; স্বর ৪০। এই গানটি দিয়েই গীতিমাল্য সম্পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ৭ বৈশাখে লেখা 'আমার যে সব দিতে হবে' [গীতিমাল্য, ১০১-সংখ্যক] গানটি পর্যন্ত প্রেসকপি প্রস্তুত করে প্রকাশকের হাতে তুলে দেন [সেইজন্যই নূতন চুক্তিপত্রে এই বইটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল]। তারপরে রামগড়ে লেখা ১০২-১১০-সংখ্যক ৯টি রচনা কপি করে প্রেসে পাঠান, ছাপাখানার কালি-লাগানো ৯টি পৃষ্ঠার ফটোকপি কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 2 Jul [বৃহ ১৮ আষাঢ়]; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০, পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+৫ [সূচি]+১৩৪। আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ এইরূপ:

গীতি-মাল্য/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ মূল্য এক টাকা

[পিছনের পৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/ শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস/ ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ কান্তিক প্রেস/ ২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

এর পরে গীতালি-র পর্ব শুরু হয় শ্রাবণ ১৩২১-এ 'দুঃখের বরষায়/ চক্ষের জল যেই/ নামল' গানটি দিয়ে দ্র গীতালি ১১। ২১৯ [১]; গীত ১। ২৬; স্বর ৪৩। গীতিমাল্য-এর পাণ্ডুলিপিতেই [Ms.229] গানটি লেখা হয় [p. 170] —খাতার মাঝামাঝি সেটিকে উলটিয়ে নিয়ে। প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

১ আষাঢ় গ্রীষ্মাবকাশের পর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজ শুরু হয়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কেন কয়েকদিন কলকাতায় কাটান, আমাদের জানা নেই। 15 Jun [সোম ১ আষাঢ়] তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন:

Our vacation is over and I am on my way to Bolpur to resume my work. Andrews is accompanying me and I am looking forward to our cooperation with great joy. Financial

difficulties being somewhat slackened I am going to introduce some costly improvement in my school this year. Your Nobel prize and the successful sale of my English works have made me reckless and I am spending in anticipation of an income which may fail to keep pace with my expensive schemes.[৪৮]

হয়তো এইসব ব্যয়বহুল পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্যই তিনি কলকাতায় থেকে গিয়েছিলেন। ২৭ জ্যৈষ্ঠ তাঁর ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায়: 'বঃ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় দং বিদ্যালয়ের বাড়ী প্রস্তুত জন্য ২০০্'। ক্যাশবহিতে ৪ আষাঢ় 'জগদানন্দ বাবু'কে একটি পত্র পাঠানোর উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু প্রকাশিত পত্রাবলি থেকে একে শনাক্ত করা যায়নি।

এই কয়দিনে তিনি অনেকগুলি চিঠি লিখেছেন, যার উল্লেখ কেবল ক্যাশবহিতেই আছে; ২ আষাঢ়: 'Gondoomal, Ramrakhi Mal Esq. Karachi/ Nityaprasad Bhattacharjee, Mankur/ Prakash Chandra Biswas, Cal/ Mrs. N. Chaterjee, Bangalore Debkumar Roy, Cal...পোষ্টকার্ড ২খান'; ৪ আষাঢ়: 'জগদানন্দ বাবু, Germanyতে, Darjeelingএ পত্র... Andersonকে'— এদের মধ্যে অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা পোস্টকার্ডটি ছাড়া অন্য চিঠিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়নি— আবার রোটেনস্টাইনকে লিখিত চিঠিটির হিসাব এখানে নেই।

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা আষাঢ় মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি দেখে নিতে পারি:

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২১ [১/১২]:

১৯২-৯৩ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ কালী কালী বলরে আজ

সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২১ [১/৩]:

১৪১-৪৪ 'শঙ্খ' ['তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে'] দ্র বলাকা ১২। ৬-৮ [৪]

১৪৫-৫৫ 'আষাঢ়' দ্র পরিচয় ১৮। ৫৩১-৩৮

১৫৬-৭৫ 'বোষ্টমী' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৩৪-৪৬

'বোষ্টমী' গল্পটি কোথায় কবে লেখা হয়েছিল বলা শক্ত। ২২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 5 Jun] রবীন্দ্রনাথ রামগড় থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'সাহিত্যের এলাকায় আমার কাজের দিন ফুরিয়ে গেছে— সত্য মিথ্যা বিস্তর কথা জমিয়ে তুলেছি— সেগুলো এখন কালের ছাঁকুনির ভিতর দিয়ে ছাঁকা হতে থাক্, আর নতুন জঞ্জাল বাড়াতে ইচ্ছা হয় না— এখন নিজের জীবনটাকে কি করে সম্পূর্ণ সত্য করতে পারব এই বেদনায় আমাকে দিনরাত্রি জাগিয়ে রেখেছে। এর কাছে আমার খ্যাতি কীর্ত্তি সমস্তই এত ছোট হয়ে গেছে লোকালয়ের তাগিদ আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে পৌঁচচ্ছে না।'[৪৯] 'বোষ্টমী' গল্পের লেখক ও আনন্দী উভয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই কথাগুলিই এমনভাবে গল্পরূপ লাভ করেছে যে, মনে হয়, গল্পটি সমকালেই রামগড়ে লেখা। আনন্দী চরিত্রটির বাস্তবভিত্তি আছে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এঁকে 'সর্বক্ষেপি' নামে শনাক্ত করেছেন।[৫০] রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়: 'I remember the morning when a beggar woman in a Bengal village gathered in the loose end of her *sari* the stale flowers that were about to be thrown

away from the vase on my table; and with ecstatic expression of tenderness buried her face in them, exclaiming, "Oh, Beloved of my Heart!" Her eyes could easily pierce the veil of the outward form and reach the realm of the infinite in these flowers, where she found the intimate touch of her Beloved, the great, the universal Human.'[৫১] শেষ বাক্যটির অনুরূপ বর্ণনা গল্পটিতেও আছে।

The Modern Review, July 1914 [VOL.XVI, No.1]:

79-87 'Eyesore' XXIX-XXXIII

৫ আষাঢ় শান্তিনিকেতনে এসে শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সেখানেই ছিলেন। গীতিমাল্য গাঁথা শেষ হওয়ার পর তাঁর লেখনী এইসময়ে বিশেষ সচল নয়। এরই মধ্যে বন্ধু ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তার স্বাক্ষর-সংগ্রহ খাতা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি ১১ আষাঢ় [বৃহ 25 Jun] তাতে লিখে দেন: 'লিখব তোমার রঙীন পাতায় কোন বারতা' কবিতাটি; এটি 'হাতের লেখা' শিরোনামে ও 'কোনও বন্ধু, কবির হাতের লেখার জন্য তাঁহার নিকট একখানি খাতা পাঠাইলে, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে এই কয়টী লাইন লিখিয়া দিয়াছিলেন' টীকা-সহ আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৬৩৩] মুদ্রিত হয় দ্র গান [১৩২১]। ১৩৪; গীত ২। ৩২২; স্বরলিপি নেই। কবিতাটি গীতিমাল্য-এর পাণ্ডুলিপিতেও [Ms.229] আছে। 'নিম্নলিখিত গানটি বিবিধ সঙ্গীতে যাবে' নির্দেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি তারিখহীন চিঠিতে কবিতাটি লিখে পাঠান [দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৭৩ । ২৬, পত্র ২৩]।

সবুজ পত্র-র জন্য লেখার তাগিদও ছিল। প্রমথ চৌধুরী উপন্যাস ও অন্যান্য বিষয়ে লেখারও ফরমায়েশ করেছিলেন। তার উত্তরে ৪ Jul [বুধ ২৪ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> গল্প লিখতে বসেছি কিন্তু লেখার এত ব্যাঘাত যে কি লিখেছি ও কি লিখ্‌তে হবে সেটা বারবার ভোলবার জো হয়েছে। গল্প এমনতর খাব্‌লা খাব্‌লা করে লিখ্‌লে তার জোড় মেলানো শক্ত হয় এবং তার ফাটল দিয়ে রস বেরিয়ে যায়। যাই হোক্‌ আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্‌ ঢক্‌ করে খাবার মত হচ্চে না— এগুলো গল্প না বল্লেই হয়। ...বড় উপন্যাস লিখ্‌তে বসতে ভয় হয়— একেবারে মনের এপার ওপার জুড়ে সাহিত্যের বেড়-জাল ফেলবার মত উৎসাহ আমার আর নেই— এখন ডাঙার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষেপনা জাল ফেলি— দুটো একটা যা ওঠে সেই যথেষ্ট। আমেরিকার বিবরণ পত্র আকারে লেখবার চেষ্টা করা যাবে— কিন্তু এ জায়গাটা লেখবার পক্ষে অনুকূল নয়।[৫২]

গল্পটি হল 'স্ত্রীর পত্র' [দ্র সবুজ পত্র, শ্রাবণ। ২৩৯-৬২; গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৪৭-৬১]। এটি চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প— কিন্তু সেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব নয়— পত্রের আঙ্গিকে লেখা বলেই গল্পটি চলিত ভাষাকে আশ্রয় করেছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্যক্তিগত পত্রের ক্ষেত্রে সাধারণত এই ভাষাতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু নারীস্বাতন্ত্র্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশের দিক দিয়ে গল্পটি যুগান্তকারী। আর সেই কারণেই তখন বিভিন্ন মহলে গল্পটি আলোড়ন তোলে। চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত নব-প্রকাশিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকার প্রথম অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল 'মৃণালের কথা' [পৃ ২০-৫৬] গল্পে রবীন্দ্রনাথের গল্পটিকে ব্যঙ্গ করেন।

এর আগেই বিপিনচন্দ্র 'চরিত চিত্র' লিখে ধনীর সন্তান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাবের ধুয়ো তুলেছিলেন [দ্র বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৮। ৬৮১-৯৩]— অজিতকুমার চক্রবর্তী তার দীর্ঘ প্রতিবাদ রচনা করেন 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন' প্রবন্ধে [দ্র প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯। ৩০৩-১২]। বিপিনচন্দ্রের রবীন্দ্র-বিদূষণ ছিল চাতুর্যপূর্ণ— সুপ্রচুর প্রশংসার মধ্যে কটু সমালোচনা তিনি প্রবেশ করিয়ে

দিতেন সুকৌশলে, যুক্তি-বিবর্জিত ও ধারণা-নির্ভর হওয়ায় যা বিদূষণেরই পর্যায়ভুক্ত। ১৩২০-র 'বিজয়া' পত্রিকায় তিনি 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত'-শীর্ষক একটি ধারাবাহিক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন; তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলেই আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যাবে:

একাত্মতাই উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টির প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে এই একাত্মতা-সাধনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। নিসর্গের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাবই নিসর্গকে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিসর্গের সঙ্গে নিসর্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সে ভাবকে আপনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কি না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ বসন্তের বনস্থলীর বরণ-করেণ[ষ]-গন্ধে আপনি মাতোয়ারা হইয়া আপনার মনে আপনার ভাবকে সম্ভোগ করিয়া, তাহাই কাব্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু নববসন্ত-সমীরণের মৃদুল কদুষ্ণ চুম্বনে সে বনস্থলীর শিরায় শিরায় ও মর্ম্মে মর্ম্মে যে উল্লাস শিহরিয়া উঠে, বনস্থলী হইয়া তিনি সে-টী ভোগও করেন নাই, ব্যক্ত করিতেও পারেন নাই।[৫৩]

বিপিনচন্দ্রের রবীন্দ্র-সমালোচনা এই গোত্রেরই, কতকগুলি কথার অর্থহীন সমাহার-মাত্র; কিন্তু তারই মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাকে নস্যাৎ করার সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রবিরোধীদের কাছে সেইটুকুই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তাই সমালোচনার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি লক্ষ্য না করে তাঁরা 'রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন'-জাতীয় আপ্তবাক্য অবলম্বন করে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেন। এইরূপ একটি প্রবন্ধ 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে পঠিত' রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের আভিজাত্য' 'সাহিত্য' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ [পৃ ১৫৩-৬৪] ও আষাঢ় [পৃ ২২৫-৩৫]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের প্রথম ভাগে নানাবিধ বাগ্‌বিস্তারের মধ্যে তিনি লেখেন: "রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' ও 'গোরা'য় যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত বাস্তবজীবনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে একটা আদর্শ জীবন বলিতে পারি না; কারণ তাহা একেবারেই অনধিগম্য।"[৫৪] দ্বিতীয় ভাগে তিনি লিখলেন:

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের যে সমন্বয় ছিল, আজ-কালকার সাহিত্যে তাহা লক্ষিত হয় না। আমাদের সাহিত্যকে একটা অলীক ভাবুকতা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কল্পনার দ্বারা একটা ভাবরাজ্য গড়িতেছি; সাধনার দ্বারা বাস্তবজীবনের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারিতেছি না। আমাদের সাহিত্য ভাবরাজ্যের সহিত বাস্তব-জীবনের কোনও সমন্বয়সাধন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহা সমাজকে গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই কারণেই সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইতেছে না। ...আমাদের সাহিত্য একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাহিত্যের অধিকারভেদ আসিয়াছে; আভিজাত্য দোষ আসিয়াছে। জনসমাজের প্রাণ হইতে দূরে থাকিয়া আমরা শুধু বাক্যবিন্যাস ও রচনাকৌশলের উন্নতিবিধান করিতেছি। ...

আমাদের সাহিত্যে এখন অনুকরণের স্রোত খুব প্রবল। সাধনার ফলে কেহই একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাব-রাজ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতেই সকলে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বস্তুতন্ত্রহীনতার অভাব জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকৃতভাবে দেশের যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ...ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা নাটক উপন্যাসে এখনও পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও "অচলায়তনে" আমরা কেবল সূচনা দেখিয়াছি।[৫৫]

আবার ইনিই 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' [দ্র প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ। ১৯৫-২০৩] প্রবন্ধে 'রবীন্দ্রসাহিত্য সার্ব্বজনীন নহে' শিরোনাম দিয়ে লিখলেন:

কিন্তু যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঙালীর যুগযুগান্তরের সাধনা নিহিত, যে রবীন্দ্রসাহিত্যে ভবিষ্যৎ বাঙালীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সূচিত হইয়াছে, সে সাহিত্য কি বাঙালীর অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত দূরে কেন?

ইহা রবীন্দ্রনাথের দোষ নহে, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্য। আমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আধুনিক সাহিত্য জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় বলা যায় না। কারণ প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত উকিল ব্যারিষ্টার মাষ্টার কেরাণী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতী, জোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।[৫৬]

‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখলেন: ‘রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে “বিশ্বাসের ছবি” আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সঙ্গীত, জনসাধারণকে, সমগ্রজাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুর্ভাগ্য আমাদের। দুর্ভাগ্য আমাদের সাহিত্যের।’[৫৭]

তবে আমাদের সৌভাগ্য, এইধরনের রচনা বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে একটি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে প্রবৃত্ত করল। প্রবন্ধটির নাম ‘বাস্তব’ [দ্র সবুজ পত্র, শ্রাবণ। ২১২-২৪; সাহিত্যের পথে ২৩। ৩৬১-৬৮]। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র প্রবন্ধটিতে একটু লঘুভাব বজায় রেখেও তাঁর বা আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলির যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। কায়স্থসভার পৈতা গ্রহণের সংকল্পের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণসভার আন্দোলনকে অবলম্বন করে পৈতাসংহার-কাব্য লিখলে তার বস্তুপিণ্ডের ওজন কম হয় না, ‘কিন্তু, হায় রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে?’ বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা-ওবেলা বদল হয়, সাহিত্যের কারবার এধরনের বস্তু নিয়ে নয়। সাহিত্য লোকশিক্ষার দায়িত্বও নেয় না। রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি অভিধা ব্যবহার করেছেন— ‘ভিতরকার বাস্তব’। ইংরেজি-শিক্ষা আধুনিক মানুষের মনে এই বাস্তবকেই জাগিয়ে তুলতে শিখিয়েছে, তাকে অনুভব করার জন্যও বিশেষ সাধনা দরকার। বাস্তবের হট্টগোলে পড়ে হাটের কাব্য রচনা না করে কবিকে অন্তরের ধ্রুব আদর্শের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। ‘সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্বচনীয়। ...কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে-প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই— সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুশি বসিয়া যেমন-খুশি রায় দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।’

বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আরও বহুদিন চলে। মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী ‘সাহিত্যের আভিজাত্য’ [দ্র সবুজ পত্র, আশ্বিন। ৪০৬-১৮] প্রবন্ধে রাধাকমলের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। রাধাকমল এই রচনাটিকে গুরুত্ব দেননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির প্রতিবাদ করেন ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’ [দ্র সবুজ পত্র, মাঘ। ৬৯৮-৭১০] প্রবন্ধে। *8 Oct [২১ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: ‘চারুর কাছে শুনেছিলুম রাধাকমলবাবু আমার লেখার প্রতিবাদ করে একটা কি লিখেছেন আমি মণিলালকে লিখতে যাচ্ছিলুম সেটা যেন ছাপানো হয়। ভালো হোক্ বা না হোক্ এটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তাহলে এই উপলক্ষ্যে আমারও নিজের কথা আর একবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে।’[৫৮] এই দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়নি, প্রমথ চৌধুরী তাঁরই বক্তব্য ‘বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?’ [দ্র সবুজ পত্র, ফাল্গুন। ৭১১-২৮] প্রবন্ধে প্রকাশ করেন।

আলোচনা-সূত্রে আমরা ঘটনাপ্রবাহ থেকে একটু দূরে সরে এসেছি। রবীন্দ্রনাথ ৫ আষাঢ় [19 Jun] শান্তিনিকেতনে এসে ২৩ শ্রাবণ [8 Aug] পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। এই সময়ের মধ্যে সবুজ পত্র-এর জন্য কয়েকটি রচনা ছাড়া তাঁর কার্যকলাপের পরিচয় কয়েকটি চিঠি লেখাতেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে কয়েকটি চিঠি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাথুরিয়াঘাটার সংগীতজ্ঞ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর [1840-1914] 26 Sep 1913 তারিখে তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা [D.P.I.] W.W. Hornell [1878-1950]-এর কাছে বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহে সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সংগীতচর্চা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে একটি চিঠি লেখেন। হর্নেল ব্যক্তিগতভাবে রাজার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করে একটি নোট প্রস্তুত করেন ও মতামতের জন্য ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষগণ ও বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয়-পরিদর্শকদের কাছে পাঠান। সকলেই তাঁদের মতামত জানান, তার মধ্যে রাজশাহী ডিভিসনের পরিদর্শক ড পি. চট্টোপাধ্যায় 17 Apr 1914 তারিখে লেখেন: 'এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রস্তাব করছি, শিক্ষকদের গান শেখানোর জন্য কলকাতায় ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও যাঁরা বাংলাদেশে বর্তমানে সংগীতের উন্নতির ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত তাঁদের তত্ত্বাবধানে একটি ক্লাস খোলা হোক। ...আরও প্রস্তাব করছি, এই বিষয়টি ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানানো হোক, গান সম্পর্কে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি বাংলাদেশে এখন আর কেউ নেই।' প্রস্তাবটি গ্রহণ করে হর্নেল 27 May দার্জিলিং থেকে এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানতে চেয়ে একটি পত্র দেন। 18 Jun [বৃহ ৪ আষাঢ়] পত্রটির দীর্ঘ উত্তর দেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর স্বাক্ষরিত টাইপ-করা চিঠিতে যদিও শান্তিনিকেতনের ঠিকানা আছে, আসলে সেটি কলকাতা থেকে পাঠানো। তিনি লেখেন:

The subject you have mentioned interests me deeply as I regard music as of the first importance in the education of children especially in Bengal. ... In our own school, music is intimately bound up with every part of our life. Its teaching goes on consciously as well as unconsciously. But I find it difficult to explain to you formally our instruction where so much is informal. One definite factor on which much depends is the school choir. This is carefully trained and keeps up a standard of vocal music. Each day, morning and evening, the choir goes round the Asram singing Bengali hymns. The rest of the School attain their love of music and pick up the tunes from the choir. In addition the whole School are taught simple hymns which are sung at religious services and there is School-song which all sing in unison. Our dramatic performances always include a number of songs and these become very familiar to the boys. Beyond this, most of their favorite poems are set to music and moreover in our music the different aspects of nature have each their particular tunes or modes. Thus the music as cultivated in our School stands for much more than what can be limited within the bounds of formal teaching. We have been fortunate in having among our teachers some who have themselves and have succeeded in imparting a genuine enthusiasm for music. I have tried, in addition, keeping professional musicians on my staff, but so far without much success.

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংগীতের ভূমিকা ও তার লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর চেয়ে স্পষ্টতরভাবে আর কোথাও কিছু লেখেননি।

এর পর তিনি লেখেন, অন্তত বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সংগীতে কোনো মূলগত ভেদ নেই। ধর্মনিরপেক্ষ সংগীতের চেয়ে ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ সংগীতের আকর্ষণ এখানে বেশি। সংগীতশিক্ষক হিসেবে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ও তাঁর গানের স্বরলিপিকার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন।

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে কার্যপদ্ধতি নিরূপণ করা বিষয়ে তিনি লেখেন:

I have some doubt concerning the advisability of a formal Committee of Indian gentlemen who are experts etc. etc. at the beginning. This may lead to useless controversy and divided opinions; and when all is settled by the Committee, the decisions may not be found easily workable. I should think it would be better to begin with a very simple programme indeed, that could be experimentally tried, and added to, or subtracted from, as might be found necessary. ... Success itself would convince the gain-savers and point the way to further success. This first, or experimental stage would depend more on some personality, with enthusiasm, good taste and knowledge, choosing his own men and working out his own methods, than on any set & formal resolutions of a committee of experts.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে বা বিদ্যালয়ে এইভাবেই কর্মপরিকল্পনা করতেন।

হর্নেল চিঠিটির প্রাপ্তিস্বীকার করে 26 Jun [১২ আষাঢ়] তাঁর প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মূল প্রস্তাবক রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের মৃত্যু [5 Jun: ২২ জ্যৈষ্ঠ] হওয়ায় ও পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় পরিকল্পনাটির অপমৃত্যু ঘটে।* পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মুকুলচন্দ্র দে-র কাছে বলেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

23 Jun [মঙ্গল ৯ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ হর্নেলকে লেখা আর-একটি চিঠিতে উক্ত পত্রটির উল্লেখ করে জগদানন্দ রায়-লিখিত 'জ্ঞান-সোপান' বইটি সুপারিশ করেন কৌতুকের ভঙ্গিতে; এতে পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন কমিটির প্রতি কটাক্ষটি লক্ষণীয়, 'পাঠসঞ্চয়' বাতিল করার ঘটনাটি তিনি ভোলেননি:

My friend and colleague Babu Jagadananda Roy, though a man of considerable literary abilities, has unfortunately fallen a victim to the temptation of writing a text book for the Eastern Bengal youths. By dint of perseverance, worthy of a better cause, he has been successful in turning out something that, I am sure, will satisfy the task of the most fastidious of your textbook pedants, in being safe and insipid, profusely loyal, rigidly grammatical, and dull as ditch water. He has strictly followed in every particular the regulations laid down by wise heads and hopes to be awarded by the educational authorities for the sacrifice he has made of his literary conscience. ...I can assure you it is not a whit worse than the books that have the chance of being accepted—the only doubtful point about it being that it is far better written than most of them.[৫৯]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতে ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে *The King of the Dark Chamber* আখ্যাপত্রে 'By/ RABINDRANATH TAGORE' ও 'TRANSLATED INTO ENGLISH/ BY THE AUTHOR' ঘোষণা-সহ প্রকাশিত হয় জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে; পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+২০০+২ [পুস্তক-তালিকা]— তাঁর অনুমতি ছাড়াই মুদ্রিত হয়েছিল বলেই হয়তো কাউকে বইটি উৎসর্গ করা হয়নি। 14 Jun [৩১ জ্যৈষ্ঠ] গ্রন্থটির প্রথম সমালোচনা মুদ্রিত হয় *The Observer* পত্রিকায় 'Another Tagore Play' শিরোনামে [দ্র *Rabindranath Tagore and the British Press/* 73-74]।

প্রথমদিকের দ্রুত-লিখিত সমালোচনাগুলিতে নাটকটির— এমন-কি অনুবাদের ভাষারও— প্রভূত প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়, অনুবাদের প্রশংসা করার সময়েও প্রধানত উদ্ধৃত হয়েছে গানের অনুবাদগুলি— যেগুলি রবীন্দ্রনাথেরই করা। তবে ত্রুটির দিকটিও একেবারে অলক্ষিত ছিল না: '...the occasional lack of a perfect feeling for English words' [*The Daily Chronicle,* 22 Jun] বা '....the language has little of the compelling beauty to which Mr. Tagore has accustomed us. Either he has himself found the subject difficult to express in English, or he has grown weary of the effort, which must be very great, of reproducing in a foreign tongue the images and the thoughts which have already been clothed in their best and most fitting form. ... In these translations Mr. Tagore has to make real and vivid to us a world which is quite out of our experience and he must often find that the nearest equivalents of the words which his own language would express his meaning perfectly have connotations altogether different in English.' [*The Yorkshire Observer*, 8 July] —এইরূপ সমালোচনার কিছু উদাহরণ।

এর জন্য রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই দায়ী ছিলেন না। আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডেই জানিয়েছি [দ্র রবিজীবনী ৬। ৩৪৩-৪৪, ৩৯৮-৯৯], তিনি ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের করা প্রাথমিক অনুবাদের কিয়দংশ সংশোধন ও বারোটি গানের অনুবাদ করে পাণ্ডুলিপিটির যে আকার দেন, তারই টাইপ-কপি প্রস্তুত হয়। এরই একটি কপি রোটেনস্টাইনকে দিয়ে অন্য কপিগুলি নিয়ে তিনি আমেরিকায় চলে যান। সেখানেও তিনি নাটকটির সংস্কার করেন এবং একটি দৃশ্য ও পাঁচটি গান বাদ দিয়ে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, সেটি শিকাগোর *The Drama* [May 1914/ 177-237] পত্রিকায় ছাপা হয়। ভারতে এসে অ্যান্ডরুজ ও অন্য কোনো-এক ব্যক্তির সহায়তায় তিনি আর-একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন, সেখানে মাত্র ১৪টি দৃশ্য ও ৬টি গান রক্ষিত হয় [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ২৪। ১১-৬৪]। কিন্তু এইসব অগ্রগতি রোটেনস্টাইনের জানা ছিল না। নোবেল প্রাইজের প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি ইংরেজি গ্রন্থের বিক্রি অসম্ভব বৃদ্ধি পায়, ফলে ম্যাকমিলান দ্রুত আরও বই প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। একটি তারিখহীন [মেরী লাগো অনুমান করেছেন 10 Apr] চিঠিতে ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'Macmillans now propose to bring out the plays separately. The Post Office and Chitra are accessible, but have you got the King of the Dark Chamber? If not, who has? And there was a talk at one time of a fourth; what was the title of that? & who has it? or was there no such thing?' *Malini*-র পাণ্ডুলিপিও রোটেনস্টাইনের কাছে ছিল, এটি রবীন্দ্রনাথ কোনো সভায় পাঠ করেননি বলে তিনি হয়তো মনে করেছিলেন এটির প্রকাশে তাঁর অনুমোদন নেই— কিন্তু

The King of the Dark Chamber-এর পাণ্ডুলিপিটি তিনি পাঠিয়ে দেন। ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ 7 May [২৪ বৈশাখ] 'a large envelope, the best I can now give' লিখে ম্যাকমিলানকে প্রেরণ করেন।[৬০] কোনোরূপ বিচার-বিবেচনা না করেই সেটি ছাপিয়ে দেওয়া হয়,* এমন-কি 'Kanchi'-র জায়গায় 'Kauchi'-র মতো টাইপের ভুল সংশোধিত হয়নি। মুদ্রিত গ্রন্থটি পেয়ে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ৪ Jul [বুধ ২৪ আষাঢ়] রোটেনস্টাইনকে লেখেন:

I was rather surprised to receive from Macmillan copies of The King of the Dark Chamber. I had no idea that they were going to bring it out so soon and I was not prepared for it. The manuscript that you had with you was the first draft and in the later ones the translation had undergone such a vast deal of alterations that it is quite a different thing now. So I was rather put out at the sudden appearance of this book with all its crudities, but it cannot be helped. But the worst of it is that I am not the translator—it was an Indian student, Kshitish Chandra Sen, who translated it for me. I have cabled to Macmillans to make correct announcement—please see that it is done properly. It places me in a very awkward situation with Mr. Sen.[৬১]

রোটেনস্টাইন আত্মপক্ষ সমর্থন করেন 4 Aug-এর পত্রে:

I knew something had gone wrong over "The King." Fox Stangways wrote & asked me if I had a copy, saying Macmillan wanted it. I sent mine at once, of course, thinking Macmillan was going to consider future publication; my surprise was great when I saw the book announced, & I was certain that the translation was not yours. I told this both to Ernest Rhys & Fox Strangways; had Macmillan told me, or had I heard at all, that the book was to be published at once, I would have told them. But the real point of the whole matter is this—everything which now bears your name is gold to Macmillan, so that, in spite of the fact that he is guardian of your literary honour, he cannot tell the difference between your workmanship, & that of a different hand.[৬২]

ক্ষিতীশচন্দ্র সেনকেও সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্র দেন, তিনি 19 Jul [৩ শ্রাবণ] তাঁর কর্মক্ষেত্র নাসিক থেকে লেখেন:

ম্যাকমিলানদের কাণ্ডকারখানার কথা আপনার পত্রে পড়ে বিস্মিত হলুম। আপনার অনুমতি পর্য্যন্ত নেওয়া আবশ্যক মনে করে নি এতে বোঝা যাচ্ছে আপনার আগের বইগুলি ছাপিয়ে এদের লোভটা কি রকম বেড়ে গেছে। কিন্তু রটেনস্টাইন খাতাখানি এদের হাতে না দিলেই ভাল করতেন। প্রথম তর্জ্জমার crudity অবশ্য তাঁর চোখে পড়েছিল। আপনি নিশ্চয়ই তাঁকে বলেছিলেন তর্জ্জমার revision শেষ হয় নি। এ বিষয়ে দোষ আমি কতকপরিমাণে তাঁকেই দিতে চাই। . . .

আমি যথাসাধ্য 'রাজার' literal তর্জ্জমা করতে চেয়েছিলুম। অথচ জানতুম সাহিত্যে তর্জ্জমা এরকম literal আকারে প্রকাশ হলে খুব উপভোগের বস্তু হয় না। প্রথম অনুবাদের উদ্দেশ্যটা এইরকম ছিল যে আসলের রসটা যতটা সম্ভব সমগ্র ও অপরিবর্ত্তিত আকারে ইংরেজীর মধ্যে এনে উপস্থিত করা। তারপরে, ইংরেজীভাষা ও চিত্তের প্রকৃতি ও গতি অনুসারে সেটাকে পিটিয়ে-সিটিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে একটা organic সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি দেওয়া যেতে পারত। আমার সময় থাকলে আপনাকে পাঠাবার আগে হয়ত ঐ প্রথম খসড়াটাকে base করে আর একটা খাতা তৈরি করতুম, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল এ বিষয়ে যা কিছু করবার তা আপনার হাতেই হবে। — এখন যা বেরিয়েছে তা অধিকাংশ যদি আমার

তর্জ্জমাটাই হয় তাহলে সংবাদপত্রগুলিতে যে প্রশংসা বেরিয়েছে তা নাটকখানির অম্লান ভাবসৌন্দর্য্যেরই প্রশংসা। কাগজের কোনো সমালোচনাই এ পর্যন্ত দেখি নাই। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে, তা নিয়ে বেশী আক্ষেপ করব না। আপনি বোধ হয় প্রথম সংস্করণের পর বইখানা আবার ছাপা হওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন। এ সংস্করণেও বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব কিনা জানি না। তা যদি না হয়, তাহলে বোধহয় ম্যাকমিলানরা একটা fly -leaf ছাপিয়ে বইয়ের সঙ্গে বের করতে পারে, যাতে লেখা থাকবে এ তর্জ্জমা আপনার নয়, আমার। এই ব্যাপারে আমার প্রতি কিছু অন্যায় হয়েছে, তা মনে করি না— বরং তার উল্টো।...

এরকম একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতে পারলে হয়ত আমাকে সংবাদপত্রে কিছু লিখতে হবে না। আপনি যদি মনে করেন যে আমার কিছু লেখা উচিত তাহলে আশা করি আমায় জানাবেন। উপস্থিত যা করা সম্ভব তা আপনি করেছেন— ভরসা করি পাঠকমাত্রেই জানবে যে বইখানা আপনার হাতের তর্জ্জমা নয়। এ বইখানা আপনার লজ্জার কারণ যেন না হয়, ইহাই আমার ভাবনা।[৬৩]

অনুবাদক হিসেবে ক্ষিতীশচন্দ্রের নাম ঘোষণা করতে রবীন্দ্রনাথ ম্যাকমিলানকে অবশ্যই বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সে নির্দেশ যথাযথ পালন করেননি। আখ্যাপত্রে 'Translated into English/ by the Author' থেকেই যায়, কেবল গ্রন্থশেষে প্রদত্ত পুস্তকতালিকায় 'Translated by KSHITISH CHANDRA SEN' লিখে কর্তব্য সমাধা করা হয়।

আর-একটি চিঠির উল্লেখ করি। প্রসিদ্ধ ডাচ কবি ডাঃ ফ্রিডরিখ্ ভন আদেন *Gitanjali পড়ে* মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের ভক্তে পরিণত হন। তিনি Gitanjali ও অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থ ডাচ ভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। গত বৎসর রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডে থাকার সময়ে তিনি তাঁকে হল্যান্ডে আসার জন্য আমন্ত্রণ করেন যা কার্যকর হয়নি, একথা আমরা আগেই বলেছি। বর্তমানে তিনি এই আমন্ত্রণ পুনরায় জানালে রবীন্দ্রনাথ 13 Jul [সোম ২৯ আষাঢ়] তাকে লেখেন:

I am afraid I shall not be able to join you in September. It would have given me great joy and real rest if I could go and meet you, know you and live with you without being involved in fruitless efforts to better mankind by pursuing scheme after scheme which is merely jumping but not towards a goal. I have a boarding school here in a quiet locality where I can have my work, as well as, leisure undisturbed. I feel reluctant to leave it unless I have a very strong call, which I had when I left for Europe two years ago. I daresay the call will be repeated. But I must wait.

কিন্তু সেইরকম ভিতরের আহ্বান ছাড়াই তাঁকে অবশ্য বারবার বিদেশযাত্রা করতে হয়েছে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজ যথারীতি চলছিল। অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সন সোৎসাহে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৩ আষাঢ় সেখানে একটি সভায় অ্যান্ডরুজ তাঁদের দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের জীবনে আশ্রম ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বর্ণনা করেন।[৬৫]

ছোটোগল্পগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে তাগিদ দিচ্ছিলেন। অ্যান্ডরুজকে কাছে পেয়ে তাঁর সহায়তায় তিনি গল্প অনুবাদের কাজে ব্রতী হন। পূর্বোল্লিখিত ৪ Jul-এর পত্রে তিনি রোটেনস্টাইনকে জানান: 'Andrews is with me working in my school and trying hard to learn Bengali. We regularly sit together to translate some of my short stories— I think we have done some decent work and we hope to have a manuscript ready for publication before the Christmas season.' পুনশ্চ 23 Jul তাঁকে লেখেন: 'Andrews is engaged in translating some of my

short stories with my help. He is tremendously excited over them and I hope they will read well in their English form. I shall send them to you when ready.'[৬৬] কিন্তু কাজ কিছু এগিয়েছিল বলে মনে হয় না।

এই সময়ে আশ্রমে কয়েকজন বিদেশি অতিথির সমাগম হয়। এঁদের মধ্যে মিশরে সিরিয়াদেশীয় আরবি কবি ওয়াদি এল্ বোস্তানি [Wedih El Boustony] অন্যতম। তিনি *Gitanjali* ও The Gardener আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 13 Jul [সোম ২৯ আষাঢ়] আশ্রমে এসে তিনি সেখানে রাত্রিযাপন করেন। 'সেই অল্প সময়ের মধ্যেই এখানকার গভীর নিস্তব্ধতা তাঁহার প্রাণকে এত নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল যে তিনি সেই রাত্রেই পূজনীয় আচার্য্যদেবের উদ্দেশে একটি ইংরাজি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ...

> "Gitanjali" is the greatest boon
> "The Gardener" is my name
> And in my heart is "The Crescent Moon",
> A "Chitra" with love I frame.

(বোস্তানী নামের অর্থ— মালী এবং তিনি নিজে মুসলমান)'।[৬৭]

ইনি পরের দিন সকালে ছাত্র ও শিক্ষকদের সভায় একটি ছোটো বক্তৃতা দেন ও আরবি ভাষায় বিভিন্ন ছন্দে সুর করে তাঁর কৃত কয়েকটি তর্জ্জমা পাঠ করে শোনান।

ইনি ছাড়া পিয়র্সনের বন্ধু স্কটল্যান্ডের এডিনবরার স্কুল-শিক্ষক মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, একজন আমেরিকান ও সুইডেনবাসিনী জনৈকা মহিলা আশ্রম পরিদর্শন করেন। শেষোক্ত দুজন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ২২ শ্রাবণ [শুক্র 7 Aug] ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন: 'সুইড রমণী এখানে এসেছিলেন— বোধ হচ্ছে খুসি হয়েই ফিরেছেন। একটি আমেরিকানের অভ্যুদয় হয়েছিল তিনি পুনর্বার আসবার জন্যে অভিলাষী।'[৬৮]

জে.ডি. অ্যান্ডারসনকে ইতিপূর্বে ৬ ফাল্গুন ১৩২০ রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বিষয়ে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন, সেটি সবুজ পত্র-এর জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। ঐ পত্রে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে অ্যান্ডারসন 7 Apr [২৪ চৈত্র] ও 8 May [২৫ বৈশাখ] তারিখে লেখা দুটি দীর্ঘ পত্রে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ সেগুলির উত্তর দেন ১৮ আষাঢ় [বৃহ 2 Jul]। পত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশ 'এই পত্র কেমব্রিজের বাংলা-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এণ্ডার্সন সাহেবকে লিখিত' টীকা-সহ 'বাংলা ছন্দ' শিরোনামে শ্রাবণ-সংখ্যা সবুজ পত্র[পৃ ২২৫-৩৮]-তে মুদ্রিত হয় [দ্র ছন্দ ২১। ৩৯৮-৪০৮]। পত্রটি পেয়ে অ্যান্ডারসন 21 Jul লেখেন: 'Your most interesting and delightful letter of the 18th Asadh reached me yesterday.' এর পর 'But on one point I proceed to enter an immediate, a respectful, but a strong protest' জানাতে তিনি ষোলো পাতা ব্যয় করেন। এর তিন দিন পরে 24 Jul 'Let me add a word to my too long letter of last week' লিখে ছন্দ-বিষয়ে তিনি নূতন বক্তব্যের অবতারণা করেন। এর শেষাংশটি উদ্ধারযোগ্য: 'Some French poets, especially Belgians and other foreigners who write French, have attempted a great innovation, commonly known as *vers libers* or "free verse". This is a sort of compromise between the rhythm of verse and the rhythm of prose. ...There is an example in English in Walt Whitman's poetry. It is the rhythm

of prose emphasised by writing phrases as separate lines, and so creating emphatic pauses. Is this possible in Bengali?' রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় পত্র-দুটির উত্তর দিয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু মনে করা যায়, ৩ কার্তিক [20 Oct] গীতালি-র পালা শেষ করে তিনি যে নূতন ছন্দে 'তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লেখা'-জাতীয় কবিতা লিখতে শুরু করেন, সেইটিই অ্যান্ডারসনের পত্রের অন্য আর-এক ধরনের উত্তর।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, 'গীতিমাল্য' প্রকাশিত হয় 2 Jul [বৃহ ১৮ আষাঢ়]। রবীন্দ্রনাথ *8 Jul মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'আমাকে খান পাঁচেক গীতিমাল্য পাঠিয়ো— বিলাতে পাঠাতে হবে।'[৬৯]

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের বসন্ত রোগে মৃত্যু হয় ১৯ জ্যৈষ্ঠ [2 Jun] তারিখে। পরবর্তী সম্পাদক কে হবেন তাই নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাতেই নব-পর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল বলে কেউ-কেউ মনে করছিলেন তিনিই সম্পাদক হবেন। এই গুজব সম্পর্কে উক্ত পত্রে তিনি মণিলালকে লেখেন: 'বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হতে সম্মত হয়েছি আশা করি এমনতর গুজব তোমরা বিশ্বাস করনি।' তিনি এইসময়ে তত্ত্ববোধিনী-র সম্পাদনা নিয়েই যথেষ্ট বিব্রত এবং লেখা সম্বন্ধে অনাগ্রহী, সুতরাং এই গুজবের কোনো ভিত্তি থাকার কথা নয়। পরে শৈলেশচন্দ্রের পরিবার থেকে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আবার গুজব রটে, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই এরূপ ঘটে। এবিষয়ে *2 Aug [রবি ১৭ শ্রাবণ] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জনরব এই রটেছে যে, আমি বিশেষ চেষ্টা করে সন্তোষকে বলে বঙ্গদর্শনকে বিপিন পালের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে কাগজটাকে উঠিয়ে দিয়েছি। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে আমি চিন্তাও করি নি, চেষ্টাও করি নি।'[৭০] বিপিনচন্দ্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দের শেষ দিক থেকে বঙ্গদর্শন-এর প্রধান লেখক হয়ে উঠেছিলেন, সেই কারণেই এরূপ জনরব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু চৈত্র ১৩১৮-সংখ্যায় 'চরিত চিত্র/ রবীন্দ্রনাথ' ও অগ্র ১৩১৯-সংখ্যায় 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা/ রবীন্দ্রনাথ' লেখা ছাড়া তিনি এই পত্রিকাতে কোনো রবীন্দ্র-বিরোধী প্রবন্ধ লেখেননি, সুতরাং এই অভিযোগেরও কোনো ভিত্তি নেই। অবশ্য বিজয়া-তে তিনি 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত'-শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে অযৌক্তিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে যাচ্ছিলেন, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। ৬ শ্রাবণ [বুধ 22 Jul] সাহিত্য-পরিষদে অমৃতলাল বসুর সভাপতিত্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে অন্যতম বক্তা হিসেবে বিপিনচন্দ্র সবুজ পত্র-এর ভাষার সমালোচনা করেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 'বীরবল' তার 'কৈফিয়ৎ' প্রদান করেন আশ্বিন-সংখ্যা মানসী-তে [পৃ ২৯১-৯৬]। সুতরাং বিরোধের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে লিখেছিলেন, 'আশা করি বাংলা সাহিত্যসেবীরা তোমাদের সবুজপত্রের মাথা মুড়িয়ে খাচ্চে। সবুজপত্রের গুণ এই যে, জীবেরা যতই তাকে মুড়বে ততই আরো বেশি তেজের সঙ্গে সে বেড়ে উঠ্‌বে।' এখন সেই কথাই প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন উক্ত পত্রে: 'বিপিন পাল এবং বিপিন পালের পালকবর্গ যে তোমার সবুজ পত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবেন সে আমি জানতুম। ...যাই হোক্ আমি নিশ্চয় বলে দিচ্চি তোমার কাছে এদের হার মানতেই হবে। অনেকদিন পর্য্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুল্‌ছিল— বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন? দেশের কোনো জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা পাবেনা? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই পর্বে ভাষা নিয়ে কোনো বিতর্কে অবতীর্ণ হননি।

রচনা ও উৎসাহ দিয়ে তিনি সবুজ পত্র-কে এইভাবে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। অন্য ধরনের সাহায্যও করছিলেন। 'সোমবার' [১১ শ্রাবণ] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন: 'বসন্ত কুমারের [?চট্টোপাধ্যায়] সে কবিতাটি নেড়ে চেড়ে বিশেষ কিছু শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারিনি। ওর আর যদি কিছু থাকে পাঠিয়ে দিয়ো— হয়তো একটা লেগে যেতে পারে।'[৭১] *2 Aug [১৭ শ্রাবণ] তাঁকেই লেখেন: 'বিবির লেখাটা ['জনৈক বঙ্গনারী'-লিখিত 'নারীর পত্র' দ্র সবুজ পত্র, কার্তিক। ৪৭২-৮৭] কাল সোমবারে রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দেব।'[৭২]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২১ [২/১]

৪-৬ ভূপনারায়ণ-একতালা/ মোরা সত্যের পরে মন দ্র স্বর ৫৫

১২-১৩ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২১ [১/৪]:

২০৮-১১ 'সর্ব্বনেশে' ['এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো'] দ্র বলাকা ১২। ৩-৪ [২]

২১২-২৪ 'বাস্তব' দ্র সাহিত্যের পথে ২৩। ৩৬১-৬৮

২২৫-৩৮ 'বাংলা ছন্দ'দ্র ছন্দ ২১। ৩৯৮-৪০৮ [চিঠিপত্র: ২]

২৩৯-৬২ 'স্ত্রীর পত্র' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৪৭-৬১

ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন ১৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 4 Aug] যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার আগেই জার্মানি রাশিয়া [2 Aug] ও ফ্রান্সের [3 Aug] বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ও বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা-সংক্রান্ত চুক্তি অগ্রাহ্য ক'রে জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামে প্রবেশ করে। ফলে সমস্ত য়ুরোপ এক ভয়ংকর যুদ্ধের আবর্তে পড়ে যায়, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত। ইংলন্ডের যুদ্ধঘোষণার সংবাদ তখনও হয়তো শান্তিনিকেতনে পৌঁছয়নি, কিন্তু য়ুরোপে যুদ্ধায়োজনের খবর পেয়েই রবীন্দ্রনাথ ২০ শ্রাবণ [বুধ 5 Aug] মন্দিরের উপাসনায় মানবেতিহাসের এই ভয়ংকর পরিণতি থেকে অব্যাহতির প্রার্থনা জানালেন, 'মা মা হিংসী' নামে তা তত্ত্ববোধিনী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় [পৃ ১০৫-০৭] মুদ্রিত হয় [দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৯০-৯৩]। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে শক্তিমত্ততার হিংস্র প্রদর্শনী দেখে তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন নৈবেদ্য-এর কয়েকটি কবিতায়। এই উপাসনাতেও সেই ধিক্কার ধ্বনিত হল:

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে— কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। Peace conference — শান্তিস্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে— সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে? এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে— সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। ... মানুষের এই যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন — যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর, তবেই ভালো— আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর, তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে। আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে।

কিন্তু দুর্মর আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ এই পাপের অন্ধকারের মধ্যেও মানবমুক্তির উদার সূর্যোদয় দেখতে পেয়েছেন। ক্ষুদ্র বেলজিয়াম মরণপণ সংগ্রাম করে জার্মান বাহিনীকে কয়েকদিন ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তাতেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্রবাহিনী নিজেদের প্রস্তুত করবার কিছুটা সুযোগ পায়। এই বিষয়ে তিনি *5 Sep [শনি ১৯ ভাদ্র] প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'বেল্‌জিয়ামের কীর্ত্তি মনে খুব লেগেছে— সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেও ছিলুম— হয় ত দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে।'[৭৩] এখানে যে-ভাষণের কথা তিনি বলেছেন, সেটি 'পাপের মার্জনা' নামে তত্ত্ববোধিনী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় [পৃ ১১৭-১৮] মুদ্রিত হয় [দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৯৪-৯৬], এটি ৯ ভাদ্র [বুধ 26 Aug] মন্দিরে উপাসনাকালে প্রদত্ত। এখানে তিনি বলেন:

আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে— বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে, তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহযজ্ঞ হচ্ছে, তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হ'ক— বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।

কিছুদিন আগে [13 Jul] তিনি ডাচ কবি ডাঃ আদেনের সঙ্গে বাস করতে চেয়েছিলেন 'without being involved in fruitless efforts to better mankind by pursuing scheme after scheme which is merely jumping but not towards a goal', কিন্তু এর পরেই তিনি বিশ্ববাসীকে কিছু কথা শোনাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন, যার পরিণতি 1916-এর 'Nationalism' বক্তৃতাবলিতে।

যুদ্ধঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। ২২ শ্রাবণ [শুক্র 7 Aug] তিনি ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে' লেখেন: 'দিন দুয়েকের মধ্যেই কলকাতায় যাব, তখন ঝুনুর [সাহানা গুপ্ত] জন্যে বই দেব। তখন দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনারও সুযোগ নিশ্চয় হবে। ...ব্রজেন্দ্র[শীল]বাবু তাহলে ফিরেছেন। ...তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করা চাই।'[৭৪] 9 Aug কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'কবি কলকাতায় এসেছেন।'[৭৫]

11 Aug [মঙ্গল ২৬ শ্রাবণ] তিনি লিখলেন: 'আজ বিকালে Mayo-তে রবিবাবু, রথীবাবু ও বাড়ীর সকলে জমালেন। কবি আমাকে দেখেই বললেন,— শুনলুম তুমি মাদ্রাজ গেছ। আমি বললুম,— আজকে লোভ সামলাতে পারলুম না, তাই কাল যাবো। তারপর কবির আবৃত্তি ও গান— প্রাণ ভরে শুনে নিলুম। শুনলুম তাঁর গান এবার record করে ফেলার যোগাড় হচ্ছে। রথীবাবু করবেন। ...কাল ব্রজেন বাবুর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটবে। দ্বিজেনমামাকে এর report দিতে বলে এলুম।'[৭৬] তার অন্য বর্ণনা থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ অন্তত 'এরে ভিখারি সাজায়ে' ও 'সন্ধ্যা হল গো—ওমা' গান-দুটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

২৭ শ্রাবণ সকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডাঃ মৈত্রের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ও ড শীলের যে আলোচনা হয়, তিনি ১২ পাতার দীর্ঘ একটি চিঠিতে ভাগিনেয়কে তা লিখে পাঠান। 19 Aug মাদ্রাজ থেকে কালিদাস নাগ তার যে উত্তর ডায়ারিতে নকল করে রাখেন, তা থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু অনুমান করা যায়।[৭৭]

প্রথমেই কেশবচন্দ্র সেনের কার্যাবলি নিয়ে কথা ওঠে এবং রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর কাজের সমালোচনা করেন। এর পরে বৈষ্ণব পদকর্তা ও বাংলার মহিলা কবিদের বিষয়ে তিনি কিছু বলেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রেরা কলকাতায় একত্রে থেকে কলেজে পড়াশুনো করার উদ্দেশ্যে ২। ১১ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে একটি বাসা ভাড়া করেন। এখানেই আশ্রমিক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার অধিবেশনের আয়োজন হত। সম্ভবত ২৭ শ্রাবণ [বুধ 12 Aug] এইরূপ এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমানুরাগী কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটির একটি বিবরণ পাওয়া যায় 'শান্তি' পত্রিকার শ্রাবণ-সংখ্যায়:

গত ২৭এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার [?]। ২ ১১ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে আশ্রমিক সমিতির এক বিশেষ সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের প্রতি অনুরক্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ...শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ...পূজনীয় গুরুদেব সভায় আসিলে পর সভায় নানাবিধ আলোচনা উত্থাপিত হয়। কথ্যভাষা প্রচলন সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহারই অঙ্কিত ছবি আমাদিগকে দেখাইবার সময় শিল্পকলা সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হয়। তারপর পূজনীয় গুরুদেব সঙ্গীত (music) সম্বন্ধে কথা উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমাদের দেশে সঙ্গীতচেষ্টা একেবারেই উঠিয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র ওস্তাদের ওস্তাদিই সঙ্গীতচর্চ্চার নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইত্যাদি।

এই সভার বিবরণ ডাঃ মৈত্র ভাগিনেয়কে লিখে পাঠিয়েছিলেন, কালিদাস নাগের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনেকটা বুঝতে পারা যায়:

দেশের প্রাণ যে যে কেন্দ্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে— সেই সেই কেন্দ্রই ভাষার জন্মভূমি— বাঙ্গলা দেশেও এই রকম কত dialect আরও ভেসে উঠেছে কিন্তু সবগুলি কি থাকবে— কখনও না— জীবজগতের মত এখানেও struggle for existence and survival of the fittest, যেখানেই রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কারণে প্রাণের প্রাচুর্য্য হবে, সেইখানের ভাষাই অন্যান্য dialect-এর উপর আধিপত্য করবে। কলকাতার ভাষা যে আজ বাঙ্গলার আদর্শ ভাষা হয়ে উঠেছে সেটা রাজধানী বলে ততটা নয় যতটা সে বাঙ্গলার চিন্তা কর্ম প্রাণের কেন্দ্র বলে— যতদিন সে এইভাবে থাকবে ততদিন সে সমস্ত dialect-এর form না পারুক spiritকে influence করবে। ...পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে কবির কথাগুলি বাস্তবিক দামী— পাশ্চাত্য শিল্প সাহিত্য কতকটা বুঝতে চেষ্টা করায় বাঙ্গলার যে কতটা উপকার হয়েছে তা আমরা সকলেই অনুভব করি— কিন্তু পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য সাধনা ও রসবোধের পূর্ণ প্রকাশ যার মধ্যে, সেই সঙ্গীত বোঝবার চেষ্টা আমাদের কত সঙ্কীর্ণ।[৭৮]

হয়তো 'সংগীত' প্রবন্ধে বর্ণিত ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সংগীতের সমন্বয়-জাতীয় কোনো বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত অ্যান্ডরুজকে লিখেছিলেন, তিনি এখন কলকাতাতেই থাকবেন— কেননা 14 Aug অ্যান্ডরুজ তাঁকে লেখেন: 'I was glad to hear that you have decided to stay on in Calcutta and not go backwards and forwards.'[৭৯] কিন্তু ৩১ শ্রাবণ [রবি 16 Aug] ক্যাশবহিতে 'বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমনের ব্যয় প্রথম শ্রেণীর টিকিট ১ খান' হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি এইদিন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেছেন। তার আগে ৩০ শ্রাবণ শিলচরের মহিমচন্দ্র চৌধুরীকে লেখেন: 'আপনার প্রেরিত "আহতজনের প্রতিকার" গ্রন্থ দুইখানি পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। আমার বিদ্যালয়ে এই সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমি অনেকদিন হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার গ্রন্থে আমার বিশেষ সাহায্য হইবে।'[৮০]

গীতিমাল্য-এর শেষ গান লিখিত হয়েছিল ৩ আষাঢ় [17 Jun] কলকাতায় 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ'। এর পরে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের স্বাক্ষর-খাতার জন্য তিনি ফরমায়েশি কবিতা 'লিখব তোমার রঙিন পাতায়' লেখেন ১১ আষাঢ়— দুটিই লেখা হয় গীতিমাল্য-এর পাণ্ডুলিপিতে [Ms.229]— যেটি ইংলন্ড ও আমেরিকা ঘুরে এসে এখনও তাঁর সঙ্গী। এর পরে লিখিত হয় গীতালি-র প্রথম কবিতা 'দুঃখের বরষায়/

চক্ষের জল যেই/ নামল', পাণ্ডুলিপিতেও রচনা-কাল ও স্থান 'শ্রাবণ ১৩২১/ শান্তিনিকেতন' বলে উল্লিখিত— হয়তো ৩১ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে এসেই তিনি গানটি লেখেন দ্র গীতালি ১১। ২১৯-২০ [১]; গীত ১। ২৬; স্বর ৪৩।

এই গানটি লেখার পরে তিনি খাতাটি আবার উল্‌টে নিয়ে ৪ ভাদ্র [শুক্র 21 Aug] লিখলেন একটি কবিতা ও একটি গান। কবিতাটি হল: 'তুমি আড়াল পেলে কেমনে' দ্র গীতালি ১১। ২২০ [২]। পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতাটি ও পূর্ব-লিখিত 'আমার [মোর] সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ' গানটির মাঝের পৃষ্ঠাটিতে 'এই ধূলিপথের উপর চলে/ অদৃশ্য কোন্ স্রোতের ধারা' ছত্র-দুটি লিখে পরিত্যক্ত হয়েছে। একই তারিখে লিখিত গানটি হল: 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' দ্র গীতালি ১। ২২১ [৩]; গীত ১। ১১২; স্বর ৪২; এই গানটির মধ্যে হয়তো মহাযুদ্ধের ছায়াপাত ঘটেছে।

৫ ভাদ্র [শনি 22 Aug] রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে নিয়ে কলকাতায় এলেন, উপলক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে একটি অভিনন্দনপত্র রচনা করেন। এটি তিনি সম্ভবত এর আগে কলকাতায় অবস্থান-কালে লিখে অলংকরণের উদ্দেশে কাউকে দিয়ে আসেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এই উপলক্ষে কলকাতায় যাবেন না, সেইজন্য মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন: 'রামেন্দ্রসুন্দরবাবুর সেই ব্যাপারটা যেন যথাসময়ে তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছয়। যদি তুমি সভায় যাও ত নিজের হাতে দিয়ো— নচেৎ তাঁর বাড়িতে সেইদিন সকালে পাঠিয়ে দিয়ো। কোনো বাধা যেন না ঘটে।'[৮১] কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ভেবে শেষপর্যন্ত এটি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই কলকাতায় চলে আসেন।

এখানে এসেই তিনি হয়তো 'পাড়ি' ['মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে'] কবিতাটি লেখেন; ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন: 'কলিকাতায় এই কবিতাটি প্রথম দেখিতে পান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।'[৮২] কবিতাটি স্পষ্টতই মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এর ব্যাখ্যায় বলেন: 'য়ুরোপে তখন যুদ্ধ চলেছে,— এই চিন্তাটা মনের মধ্যে সুপ্ত চৈতন্যলোকে কাজ করছিল।'[৮৩] অ্যান্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মনোভাব ও এই কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছেন: 'At the beginning of the European War this strain had become almost unbearable, owing both to the world tragedy of the war itself and the suffering of Belgium, which the Poet felt most acutely. He wrote and published simultaneously in India and England three poems which expressed the inner conflict going on in his mind. The first of these was called *The Boatman,* and he told me, when he had written it that the woman in the silent courtyard, "who sits in the dust and waits," represented Belgium."[৮৪] মূল কবিতাটি ভাদ্র-সংখ্যা সবুজ পত্র-তে [পৃ ৩২৮-৩০] ও অনুবাদটি *Fruit Gathering*-এ [No.41] মুদ্রিত হয়। অবশ্য তার অনেক আগেই এটি 'The Crossing' নামে হস্তলিখিত *The Ashram* [Oct-Nov 1914/1-3]-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

এইদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মোৎসবে যোগ দেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [১৩২২]-র বিবরণটি উদ্ধৃত করি:

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনোৎসব

...বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মদিনে সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়া তাহাতে তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা করেন। গত ৫ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ন ৬টার সময় পরিষৎ মন্দিরে ঐ উপলক্ষ্যে এক বিরাট সান্ধ্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ...

...এই উপলক্ষ্যে বোলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পাদরী এণ্ডরু সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়াছিলেন। ...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রবাবুকে চন্দন দান করিয়া নিজের লিখিত নিম্নোক্ত অভিনন্দন-পত্র পড়িয়া শুনান।

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহন করিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। ...

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। ...

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। ...আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। ...

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বানে করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।...

এ অভিনন্দন-পত্রখানি কার্ডের ন্যায় কাগজে নানা রঙ্গীন লতাপাতার ছবি দ্বারা সজ্জিত এবং রচনাটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত; ইহার অপর পৃষ্ঠাতেও রঙ্গীন আলিম্পনের মধ্যে বেদের একটি আশীর্ব্বাচন-মন্ত্র লেখা আছে। এই কাগজের অভিনন্দনখানি চিত্র-সৌন্দর্য্যে মনোরম ও সুদৃশ্য হইয়াছিল।[৮৫]

৬ ভাদ্র [রবি 23 Aug] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় দুটি গান রচনা করেন:

'আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি' দ্র গীতালি ১১। ২২২ [৪]; গীত ১। ৯৬-৯৭; স্বর ৪৩।

'[ওই] আলো যে যায় রে দেখা' দ্র ঐ ১১। ২২৩ [৫]; গীত ১ । ১০৫-০৬; স্বর ৪৪।

৭ ভাদ্র তিনি পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। এদিন তাঁর রচনার সংখ্যা তিনটি:

'ও নিঠুর আরো কি বাণ' দ্র গীতালি ১১। ২২৩-২৪ [৬]; গীত ১। ৯৬; স্বর ৪৪।

'সুখে আমায় রাখবে কেন' দ্র ঐ ১১। ২২৪ [৭]; গীত ১। ৯৫-৯৬; স্বর ৪৪।

'বলো, আমার সনে তোমার কী শত্রুতা' দ্র ঐ ১১। ৩০১ [সংযোজন ৮]।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর কৃষি-বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য সুরুলের কুঠিবাড়িতে সংসার পেতেছিলেন। ৮ ভাদ্র [মঙ্গল 25 Aug] রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাঁদের অতিথি হলেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'কবি সেখান হইতে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে শান্তিনিকেতনে আসেন গোরুর গাড়ি করিয়া। ...অত্যন্ত ভাঙা মেঠোপথ দিয়া গোরুর গাড়িতে যাওয়া-আসা করিতে হইত। বেণুকুঞ্জের খড়ের ঘরে থাকেন দিনেন্দ্রনাথ, সেখানে সন্ধ্যায় গানের আসর জমে। গীতালির নূতন গান যেদিন যা লেখা হয় কবি সন্ধ্যায় আসিয়া দিনেন্দ্রনাথকে তাহা শিখাইয়া যান।'[৮৬]

৮ ভাদ্রে লিখিত গান দুটি:

'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর' দ্র গীতালি ১১। ২২৫ [৮]; গীত ১। ৯৫; স্বর ৪২। রবীন্দ্রনাথ তারিখ লিখেছেন: '৮ই ভাদ্র বুধবার', কিন্তু এদিন মঙ্গলবার ছিল।

'আঘাত করে নিলে জিনে' দ্র গীতালি ১১। ২২৫-২৬ [৯]; গীত ১। ৯৫; স্বর ৪৪।

এর পর প্রায় প্রত্যহই তিনি এক বা একাধিক গান বা কবিতা রচনা করেছেন, ভাদ্র মাসের বাকি দিনগুলিতে এরূপ রচনার সংখ্যা ৩৩টি— আমরা সেগুলি তালিকাবদ্ধ করে দিচ্ছি:

৯ [বুধ 26 Aug] 'ঘুম কেন নেই তোরি চোখে' দ্র ঐ ১১। ২২৬ [১০]; গীত ১। ৯৪-৯৫; স্বর ৪৪।

৯ ["] 'আমি যে আর সইতে পারি নে' দ্র ঐ ১১। ২২৬-২৭ [১১]; গীত ২। ২৯০; স্বর ৪৪।

৯ ["] 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল' দ্র ঐ ১১। ২২৭ [১২]; গীত ১। ৭৩; স্বর ৪৪।

এদিন তিনি মন্দিরে যে উপাসনা করেন, তা 'পাপের মার্জনা' নামে আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৯৪-৯৬], এটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

১০ [বৃহ 27 Aug] 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে' দ্র গীতালি ১১। ২২৮ [১৩]; গীত ২। ৪৬৫; স্বর ১১।

১০ ["] 'আমার সকল রসের ধারা' দ্র ঐ ১১। ২২৮ [১৪]; গ্রীত ১। ৩১; স্বর ৪৩।

১১ [শুক্র 28 Aug] 'এই শরৎ-আলোর কমল বনে' দ্র ঐ ১১। ২২৯ [১৫]; গীত ২। ৪৮৭; স্বর ৫০।

১১ ["] 'তোমার মোহন রূপে' দ্র ঐ ১১। ২২৯-৩০ [১৬]; গীত ২। ৪৮৭; স্বর ৫০।

'যখন তুমি বাঁধছিলে তার' দ্র ঐ ১১। ২৩০ [১৭]; গীত ১। ৯৩; স্বর ৪৩।

১১ ["] 'আগুনের/ পরশমণি' দ্র ঐ ১১। ২৩১-৩২ [১৮]; গীত ১। ৯৪; স্বর ৪৩।

১৩ [রবি 30 Aug] 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' দ্র ঐ ১১। ২৩২ [১৯]; গীত ১। ৯৩; স্বর ৪৩।

১৪ [সোম 31 Aug] 'এক হাতে তার কৃপাণ আছে' দ্র ঐ ১১। ২৩৩ [২০]; গীত ১। ৯৪; স্বর ৪৪।

১৫ [মঙ্গল 1 Sep] 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' দ্র ঐ ১১। ২৩৩-৩৪ [২১]; গীত ১। ২২১; স্বর ৭।

১৬ সন্ধ্যা [বুধ 2 Sep] 'এই যে কালো মাটির বাসা' দ্র ঐ ১১। ২৩৪ [২২]; গীত ১। ৯৩-৯৪; স্বর ৪৩।

১৭ সকাল [বৃহ 3 Sep] 'যে থাকে থাক না দ্বারে' দ্র ঐ ১১। ২৩৪-৩৫ [২৩]; গীত ১। ১৪৮; স্বর ৪৪। পাণ্ডুলিপিতে মূল পাঠ 'কেন আর মিথ্যা আশা বারে বারে' দ্র গ্র.প. ১১। ৪৯৯। *

১৭ বিকাল ["] 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে' দ্র ঐ ১১। ২৩৫ [২৪]; গীত ১। ২১৭-১৮; স্বর ৪৩।

এই গানটি শান্তিনিকেতনে লেখা, পরের দিনে রচিত গানটিও তাই।

১৮ [শুক্র 4 Sep] 'শুধু তোমার বাণী নয় গো' দ্র ঐ ১১। ২৩৬ [২৫]; গীত ১। ২১; স্বর ৪৩।

১৯ [শনি 5 Sep] 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' দ্র ঐ ১১ । ২৩৭ [২৬]; গীত ২। ৪৮৭-৮৮; স্বর ৫০। পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ গানটির নীচে রচনার স্থান উল্লেখ করে লিখেছেন: 'সুরুল/ শ্রীনিকেতন'—এই অঞ্চলটিকে 'শ্রীনিকেতন' নামে অভিহিত করার দৃষ্টান্ত এই প্রথম দেখা গেল।

২১ [সোম 7 Sep] 'ও আমার মন যখন জাগলি না রে' দ্র ঐ ১১। ২৩৭ [২৭]; গীত ১। ২১৬-১৭; স্বর ৪৪।

২২ [মঙ্গল 8 Sep] 'মোর মরণে তোমার হবে জয়' দ্র ঐ ১১। ২৩৮ [২৮]; গীত ১। ৯২; স্বর ৪৩।

২৩ [বুধ 9 Sep] 'এবার আমায় ডাকলে দূরে' দ্র ঐ ১১। ২৩৮ [২৯]; গীত ১। ২৫; স্বর ৪৪।

২৪ [বৃহ 10 Sep] 'নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী' দ্র ঐ ১১। ২৩৯ [৩০]। কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লেখা। পাণ্ডুলিপিতে এর প্রথম স্তবকটির পাঠ স্বতন্ত্র দ্র গ্র.প. ১১। ৫০০।

২৬ [শনি 12 Sep] 'নাই বা ডাক রইব তোমার দ্বারে' দ্র ঐ ১১। ২৩৯-৪০ [৩১]; গীত ১। ৬৬; স্বর ৪৪। গানটি 'সুরুল /হইতে/ শান্তিনিকেতনে/ গোরুর গাড়িতে' লেখা; পরের গানটিও তাই।

২৬ ["] 'না বাঁচাবে আমায় যদি' দ্র ঐ ১১। ২৪০ [৩২]; গীত ১। ৯২; স্বর ৪৪।

২৬ অপরাহ্ন ["] 'যেতে যেতে একলা পথে' দ্র ঐ ১১। ২৪১ [৩৩]; গীত ১। ৯২-৯৩; স্বর ৪২।

২৭ [রবি 13 Sep] 'মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল' দ্র ঐ ১১। ২৪১-৪২ [৩৪]; গীত ১। ২৩; স্বর ৪২।

২৮ [সোম 14 Sep] 'কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরানে' দ্র ঐ ১১। ২৪২ [৩৫]।

২৮ ["] 'যেতে যেতে চায় না যেতে' দ্র ঐ ১১। ২৪২-৪৩ [৩৬]; গীত ১। ৭১; স্বর ৪৪। এইটি ও পরের গানটি শান্তিনিকেতনে লেখা।

২৮ ["] 'সেই তো আমি চাই' দ্র ঐ ১১। ২৪৩ [৩৭]; গীত ১। ৮৬; স্বর ৪৪

২৮ অপরাহ্ন ["] 'শেষ নাহি যে' দ্র ঐ ১১। ২৪৪ [৩৮]; গীত ১। ২৩৮; স্বর ৪৩।

২৮ অপরাহ্ন ["] 'না রে, তোদর ফিরতে দেব না রে' দ্র ঐ ১১। ২৪৪-৪৫ [৩৯]। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির উপরে লেখা: 'পাদপ্রান্তে'— হয়তো 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে' গানটির সুর এখানে ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

২৯ [মঙ্গল 15 Sep] 'মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে' দ্র ঐ ১১। ২৪৫-৪৬ [৪০]।

৩০ [বুধ 16 Sep] 'এতটুকু আঁধার যদি' দ্র ঐ ১১। ২৪৬ [৪১]।

৩১ [বৃহ 17 Sep] 'কাঁচা ধানের খেতে যেমন' দ্র ঐ ১১। ২৪৬-৪৭ [৪২]।

ভাদ্র মাসে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৬ শক [৮৫৩ সংখ্যা]:

৮৭-৮৯ 'নূতন গান ও স্বরলিপি' ['ওদের কথায় ধাঁদা লাগে'] দ্র গীত ১। ১২২; স্বর ৩৯

৮৯-৯০ " ['ভোরের বেলায় কখন এসে'], দ্র গীত ১। ১১৫; স্বর ৩৯

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২১ [২/২]:

১৮-১৯ ঝিঁঝিট-ঢিমেতেতালা/ শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল দ্র স্বর ৪

২৩-২৭ ঝিঁঝিট-একতালা/ আমি চিনি গো চিনি তোমারে দ্র স্বর ৫০

২৮-২৯ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ একি এ ঘোর বন

প্রথম গানটির 'স্বরলিপি ও স্বরসন্ধি' রচনা করেন অশোকা দেবী ও দ্বিতীয়টির ইন্দিরা দেবী। দ্বিতীয় গানটি সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয়: 'এই গানটী বিগত ৫ই আগষ্ট সঙ্গীত সঙ্ঘের বার্ষিক সঙ্গীতোৎসবের দিন সঙ্ঘের ছাত্র ও ছাত্রীগণ দ্বারা সেতারে এস্রাজে দুই ভাগে একত্রে বাদিত হইয়াছিল। দুইটী ইংরেজ মহিলাও গীটার (guitar) যন্ত্র লইয়া এই ঐক্যবাদনে যোগ দিয়াছিলেন।'

সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২১ [১/৫]:

২৮৭-৩০১ 'লোকহিত' দ্র কালান্তর ২৪। ২৬০-৬৯

৩০২-২৭ 'ভাইফোঁটা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৬১-৭৭

৩২৮-৩০ 'পাড়ি' ['মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে' দ্র বলাকা ১২। ৮-১০ [৫]

'লোকহিত' প্রবন্ধটি রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো পত্রে উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না। 'ভাইফোঁটা' গল্পটির ক্ষেত্রেও তাই। সেইজন্য এগুলির রচনা-কাল সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-কার হয়তো ঠিকই অনুমান করেছেন যে, 'লোকহিত' প্রবন্ধের সঙ্গে পূর্ব-লিখিত 'বাস্তব' প্রবন্ধের কিছু সম্বন্ধ থাকতে পারে।[৮৭] রবীন্দ্রসাহিত্যে লোকসাধারণের কথা প্রকাশিত হয়নি বলে যে সমালোচনা বিপিনচন্দ্র পাল বা রাধাকমল মুখোপাধ্যায়েরা করছিলেন, এখানে প্রকারান্তরে হয়তো তারই উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ:

> সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ-সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। ...সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো— জগতের কোনো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রীধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না!

লোকহিত নিয়েও কিছু অত্যুৎসাহ জেগে উঠেছিল এই সময়ে। আমরা জানি, প্রধানত ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের উদ্যোগে কিছুদিন পরে লোকহিতার্থে 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, ১ ফাল্গুন [13 Feb 1915] তার উদ্বোধনী সভায় রবীন্দ্রনাথ যে মৌখিক বক্তৃতা করেন তার সারমর্ম 'কর্মযজ্ঞ' নামে প্রকাশিত হয়। ডাঃ মৈত্র হয়তো আলোচ্য সময়েও এই ধরনের ভাবনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। 'কর্মযজ্ঞ' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে খুব-একটা উৎসাহ প্রকাশ করেননি, 'লোকহিত' প্রবন্ধেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কেবল লিখতে পড়তে শেখানোর মধ্যেই আপাতত কর্মচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি স্বদেশী যুগের লোকহিতৈষিতার অন্তর্নিহিত ত্রুটির কথা এখানে লিখেছেন, যা আর কয়েকমাস পরে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে কাহিনীর রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

সবুজ পত্র প্রকাশের পর জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা থেকে প্রবাসী-তে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল না, পত্রিকাটি তার ক্ষতিপূরণ করছিল 'কষ্টিপাথর' বিভাগে সবুজ পত্র-তে মুদ্রিত রচনাগুলি ছাপিয়ে। এব্যাপারে 'প্রকাশক' মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কিছু ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে সম্ভবত ১৪ ভাদ্র [1 Sep*] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন:

> তুমি ত জানই, প্রবাসীকে সাহায্য করতে পারলে আমি কত খুসি হই। সবুজপত্র থেকে তোমরা যত খুশি তোলো আমার আপত্তি নেই। মণিলালের মনের ভাবটা এই যে গল্প যদি তোমরা একেবারে গোটা তুলে নাও তাহলে সবুজপত্রের বিশেষ ক্ষতি হবে, কারণ, সবুজপত্রের মত কাগজ সাধারণের কাছে মুখরোচক হতে পারে না— ঐ একটুখানি গল্পের প্রলোভন থাকাতেই ওর উপর লোকের দৃষ্টি পড়ে। একথা আমি নিশ্চিত জানি প্রবাসীতে কোনো লেখা বের হলে যত লোক পড়ে সবুজপত্রে তার শিকিও পড়ে না— সেজন্যে আক্ষেপ করে আর কি করব? ও কাগজের সম্পাদক এবং প্রকাশকের বিনা সম্মতিতে তোমাদের ত কিছু করবার নেই। আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমরা যে প্রস্তাব করেছ সেটা যথাস্থানে উত্থাপন কোরো।[৮৮]

পত্রিকায় গান প্রকাশ করতে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ বোধ করতেন না, কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল প্রবাসী-কে সাহায্য করার আগ্রহে তিনি নিজেই প্রস্তাব করেছেন: 'আমি ইতিমধ্যে প্রায় গোটা কুড়িক গান লিখেছি। সেইগুলি ক্রমে ক্রমে তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি— সেগুলোর প্রতি আর কারো কোনো দাবিদাওয়া নেই। তার মধ্যে একটা ত তুমি হস্তগত করেইচ।' এই একটি গান 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। কার্তিক ও অগ্র-সংখ্যায় ছাপা হয় আরও গান।

কিন্তু একটি ধাঁধার সমাধান করা কঠিন। সম্ভবত ভাদ্র মাসের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে লিখেছিলেন: 'আজ যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা লেখা প্রমথকে পাঠালুম। সেটা সবুজপত্রে হয়ত দিতে প্রমথর দ্বিধা হতেও পারে সে অবস্থায় ওটা প্রবাসীতে দিয়ো। কিন্তু দেরি কোরো না— কারণ ওটা পরসংখ্যাতেই বের হওয়া চাই।'[৮৯] এটি কোন্ রচনা? এরূপ কোনো রচনা এইসময়ে সবুজ পত্র বা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়নি। 'যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা লেখা' বলতে রবীন্দ্রনাথ যদি 'মা মা হিংসীঃ' রচনাটি বুঝিয়ে থাকেন, সেটি মুদ্রিত হয়েছিল আশ্বিন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি 'মা মা হিংসীঃ' ও 'পাপের মার্জনা' উপাসনায়, 'পাড়ি' কবিতায় ও 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' গানে। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে তীব্র ভাষারূপ পেয়েছে 9 Sep [বুধ ২৩ ভাদ্র] শ্রীমতী সেমুরকে লেখা একটি পত্রে:

In Europe the War-fiend is abroad. The chained barbarism in the heart of the Western Civilisation, fed in secret with the life-blood of alien races, has snapped its chain at last, springing at the throat of its own master. Greed of Empire, worship of force, cruel exploitation of the helpless have had the sanction of science in the West, but the time is ripe when God shall assert his own and man shall learn once again that his best instincts are based on Eternal truth and not upon any doctrine of science.[৯০]

3 Sep [১৭ ভাদ্র] জে.ডি. অ্যান্ডারসন তাঁকে লিখলেন:

What a change has come over Cambridge— over the world, since I last wrote to you! The quiet lawns and gardens you know and love...are now covered with hospital tents. ...this is result of foolish and wicked teachings of German professors, historians, philosophers—of Nietzsche and Jreitschke and won men like Mommsen and Rudolph Euqen [sic]. ...Just before the war broke out, I sent a copy of your Gitanjali to Mme. Gilson, a Belgian writer of great personal and literary charm, ...She promised me that she would show your book to Maeterlinck. Well, poor Belgium cannot think of poetry or philosophy now.

অ্যান্ডারসনের পরবর্তী চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১৮ আশ্বিন [সোম 5 Oct] এই পত্রের উত্তর দেন। পত্রটি এখনও পাওয়া যায়নি, পেলে তাঁর মনোভাব আরও স্পষ্ট করে জানা যেত। কিন্তু অ্যান্ডারসনের উত্তরের ভাবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধবাজদের নিন্দা করলেও সাধারণভাবে জার্মান-জাতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করা অন্যায় বলে জানিয়েছেন এবং ইংরেজ শাসকদেরও প্রশংসা করেননি।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির বিস্তার, নূতন নূতন ভাষায় তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ ও সর্বোপরি বই বিক্রি থেকে আয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। আষাঢ়-সংখ্যা প্রবাসী-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'তে 'কবিতার আদর' শিরোনামায় লেখা হয়:

আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানীর সভাপতি জর্জ ব্রেট বলিয়াছেন যে বর্তমান সময়ে সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্যে কবিতারই বিক্রী বেশী। ...ব্রেট বলেন, যাঁহার খাঁটি কবিপ্রতিভা আছে, তাঁহার

এখন যত শ্রোতা জুটিবে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও তত বেশী শ্রোতা কোন সাহিত্যিকের জুটে নাই। অন্যান্য গ্রন্থকারের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম করিয়া বলেন "যে-সব উপন্যাসের কাট্‌তি খুব বেশী, ইঁহার কাব্যগ্রন্থের বিক্রয় তার চেয়েও বেশী। তাঁহার "Gardener"-এর বিক্রী আমেরিকাতেই এক লক্ষের উপর হইয়াছে। লোস এঞ্জেলীস সহরের একজন পুস্তক বিক্রেতাই ঐ বহি ৫০০ খানা বিক্রী করিয়াছে। টেনিসনের খ্যাতি প্রতিপত্তি যখন চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল, তখন তাঁহার এক একখানি নুতন কাব্যগ্রন্থ বাহির হইবামাত্র ইউরোপ আমেরিকা উভয় মহাদেশে কথা-প্রসঙ্গের বিষয় হইয়া উঠিত। তাহার পর কাব্যগ্রন্থের বিক্রী কখনও বর্তমান সময়ের মত হয় নাই।"[৯১]

The Modern Review [June/605]-তেও এইরকম বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল, সেখানে একটু অতিরিক্ত কথা আছে: 'Today a real poet can no longer lament the fact that he can not extract a living from verse. Those threadbare days are gone,' শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী-তে জানানো হয়েছে: 'রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি আট লক্ষের উপর বিক্রী হইয়াছে।'

ফরাসি, সুইডিশ, ডাচ, ডেনিশ ও জার্মান ভাষায় তাঁর যে গ্রন্থগুলি অনূদিত হয়েছিল, অনুমান করা যায়, তাদেরও বিক্রি এইরূপই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে বিক্রয় অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যেও বিভিন্ন ভাষায় নূতন অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু শান্তির পরিবেশে অবশ্যই তা বহুগুণিত হত। আরও ক্ষতি হয়েছে অন্য দিক দিয়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ডাঃ আদেন-কে লিখেছিলেন যে, তখনই য়ুরোপে যাওয়ার জন্য তিনি অন্তরের আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন না— কিন্তু একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, যুদ্ধ শুরু না হলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ভিতরের চাঞ্চল্য তাঁকে য়ুরোপে নিয়ে যেত, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আহ্বান এলে তো কথাই ছিল না। এবং সেক্ষেত্রে য়ুরোপ তাঁকে পেত কবি হিসেবে— সে কবি মিস্টিক বা রোম্যান্টিক যাই হোক-না কেন। কিন্তু যুদ্ধশেষে তিনি যখন ইংলন্ডে ও য়ুরোপে গেলেন, তখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় ইংলন্ডে তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন না, আর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ তাঁকে কবি ও ব্যক্তি-রূপে না দেখে দেখল 'saint' বা খ্রিস্টীয় অনুষঙ্গে 'Wise Man of the East' রূপে— যা অনেক বুদ্ধিজীবীর মনে একধরনের বিরূপতাও জাগিয়ে তোলে। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে যথাস্থানে আরও আলোচনা করব।

এখানে য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-গ্রন্থের সমকালীন অনুবাদের বিষয়টি আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য উপযুক্ত তথ্যের অভাবে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।

জার্মান ভাষায় Marie Luise Gothein-কর্তৃক *Gitanjali* অনুবাদের কথা আমরা আগেই বলেছি। Hans Effenberger *The Gardener* অনুবাদ করলেন *Der Gartner* নামে। ইনিই *The Crescent Moon* অনুবাদ করেন *Der Zunehmende Mond. Mutter und Kind* নামে কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয় 1915-এ। Elisabeth Wolff-Merck-কর্তৃক অনুদিত *Chitra* অবশ্য 1914-এই প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 1918-এর আগে আর-কোনো রবীন্দ্র-গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখ্য, এলিজাবেথ হলেন গ্রন্থগুলির প্রকাশক Kurt Wolff-এর পত্নী।

চেক ভাষায় 1914-এই F. Balej-কৃত *Gitanjali*-র অনুবাদ *Gitandaali (Obet pisne*) নামে প্রকাশিত হয়। * এই বছরে Zatisi-অনূদিত *Chitra*-ও প্রকাশিত হয়।

ডেনিশ ভাষায় *Gitanjali* অনুবাদ করেন Louis V. Kohl [1914]। তিনিই *The Gardener* অনুবাদ করেন *Blormsternes beyogter* [1914] নামে।

ইতালিয়ান ভাষায় *Gitanjali Gitanjali (Offerta di canti)* [1914] নামে অনূদিত হয়, অনুবাদক Arundel del Re। Mammole Zamboni-কৃত *II Giardiniere,* Clary Zannoni Chauvet-কৃত *La Luna Crescenta* এবং Aug. Carelli-কৃত *Sadhana* 1915-এ প্রকাশিত হয়।

রুশ ভাষায় রবীন্দ্র-গ্রন্থের অনুবাদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। ননাবেল প্রাইজ ঘোষিত হবার আগেই Oct-Nov 1913-এ L.V. Khavkina-কৃত *Gitanjali*-র অনুবাদ *Gitanjali. Pesennye zhertvoprinosheniya* নামে *Severaye zapiski* পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এরপর 1914-এ গ্রন্থাকারে প্রাকাশিত হয় একই বছরে N.A. Pusheshnikov-কৃত *Gitanjali. Zhertvennye pesnopeniya*! Yu. Baltrushaitis-কৃত *Zhertvopesni. (Gitanjali)* প্রকাশিত হয় একই বছরে। S. Tatarinova গ্রন্থটি অনুবাদ করেন *Gitangale. Pesni, prinosimye v dar* [1914] নামে। *Prinosheniya v pesnyakh* নামে A.S. Sludsky-র তর্জমাও ঐ বছরে প্রকাশিত হয়। এদের অনেকগুলির এক বা একাধিক পুনর্মুদ্রণ হয় একই বছরে। 1914-এ *The Gardener*-এর অনুবাদক N.A. Puseshnikov এবং V.G. Tardov। M. Likiardopulo অনুবাদ করেন *The Crescent Moon, Sadhana* অনুবাদ করেন V. Pogossky এবং A.F. Gretman ও V.S. Lempitsky। *Chitra, The King of the Dark Chamber, The Post Office, Glimpses of Bengal Life*-এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় 1915-এ।*

যুদ্ধের মধ্যেও কোনো-কোনো ভাষায় কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হলেও যুদ্ধশেষে এই ব্যাপারে নূতন গতি সঞ্চারিত হয়।

আশ্বিন ১৩২১-এ সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সুচিটি এইরূপ:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৮৩৬ *শক [৮৫৪-৫৫ সংখ্যা]:*

১০৫-০৭ 'মা মা হিংসীঃ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৯০-৯৩

১১৭-১৮ 'পাপের মার্জ্জনা' দ্র ঐ ১৬। ৪৯৪-৯৬

ভারতী আশ্বিন ১৩২১ [৩/৮ ৬]:

'রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনা' [পৃ ৬১৭-১৯]-বিষয়ক প্রতিবেদনের অন্তর্গত হয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন ৬১৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২১ [১/৪/১ ৬]:

৬৩৩ 'হাতের লেখা' ['লিখব তোমার রঙীন পাতায় কোন বারতা?']

৬৮৪ 'গান' ['বাধা দিলে বাধবে লড়াই'] দ্র গীত ১। ১১২

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২১ [/২ ৩-৪]:

৩৪-৩৫ 'এই লভিনু সঙ্গ তব' দ্র স্বর ৪০

৩৭-৩৮ কীর্তনের সুর/ রূপক/ খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে দ্র স্বর ৩৩

৪৪-৪৫ 'তুই কেবল থাকিস সরে সরে' দ্র স্বর ৪০

৪৯ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে

৫৩-৫৪ 'তোমার কাছে শান্তি চাব না' দ্র স্বর ৩৯

এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম গানগুলির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী। অশোকা দেবী দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপি করেন।

সবুজ পত্র, আশ্বিন১৩২১ ১৩২১ [।১ ৬]:

৩৫৫-৬৮ 'আমার জগৎ' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৪১১-১৯

৩৬৯-৯২ 'শেষের রাত্রি' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৭৮-৯২

পাণ্ডুলিপিতে গল্পটির নাম ছিল 'পাঁচ রাত্রি'।

The Modern Review, October 1914 [Vol.XVI, No.4]:

424-31 'Eyesore' XLII-XLV

গীতালি-র গানের ধারা শুরু হয়েছিল ৪ ভাদ্র, আর ৩১ ভাদ্রের মধ্যে ৪১টি গান বা কবিতা লেখা হয়ে গিয়েছিল। আশ্বিন মাসেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। ৭ আশ্বিন [বৃহ 24 Sep] বিদ্যালয়ে পূজাবকাশ শুরু হয়, সেইদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আরও ৯টি গান রচনা করেন:

১ [শুক্র 18 Sep] 'দুঃখ যদি না পাবে তো' দ্র গীতালি ১১। ২৪৭-৪৮ [৪৩]; গীত ১। ৯১; স্বর ৪২।

১["] 'না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন' দ্র ঐ ১১। ২৪৮ [৪৪]; গীত ১। ২২৮; স্বর ৪৪।

১ সন্ধ্যা ["] 'তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে' দ্র ঐ ১১। ২৪৮-৪৯; গীত ১। ৩৫-৩৬; স্বর ৪৩।

প্রথম দুটি গান শান্তিনিকেতনে ও শেষেরটি সুরুলে রচিত আর একটি গান 'দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন' [দ্র গীতালি-সং ১১। ৩০১ (৯৯); গীত ১। ২৪০; স্বর ৩৩] গীতালি-তে স্থান পায়নি। পাণ্ডুলিপিতে রচনার তারিখ '৩০ ভাদ্র' লিখে কেটে '১ আশ্বিন' বসানো হয়েছে। পাণ্ডুলিপির ক্রমে এটি রচিত হয় 'দুঃখ যদি না পাবে তো' গানের আগে।

২ [শনি 19 Sep] 'না গো, এই যে ধুলা আমার না এ' দ্র ঐ ১১। ২৪৯ [৪৬]; গীত ২। ৫৬২-৬৩; স্বর ৪৩।

পাণ্ডুলিপিতে এর পরে 'ওগো, আপন রসে মাতে কারা' [দ্র গীতালি-সং ১১। ৩০২ (১০)] এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখে কেটে দিয়েছেন।

২ অপরাহ্ন ["] 'এই কথাটি ধরে রাখিস' দ্র ঐ ১১। ২৫০ [৪৭]; গীত ১। ৮৬; স্বর ৪৪।

২" ["] 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন' দ্র ঐ ১১। ২৫১-৫২ [৪৮]; গীত ১। ৭০-৭১; স্বর ৪৪।

৭ [বৃহ 24 Sep] 'ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে' দ্র ঐ ১১। ২৫১-৫২ [৪৯]; গীত ১। ১৩০-৩১; স্বর ৪৩।

ইত্যবসরে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 'গান' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 23 Sep [বুধ ৬ আশ্বিন]। গ্রন্থটির বিবরণ:

[আখ্যাপত্র:]গান/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল্য এক টাকা

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/ শ্রী প্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত/ ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস/ ২।২ ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ কান্তিক প্রেস/ ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [বিজ্ঞপ্তি]+১৬৮+১১ [সূচি]; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০।

গ্রন্থটিতে ২৪০টি গান আছে, তার মধ্যে ৩৪টি জাতীয় সংগীত। এখানে পূর্ববর্তী 'গান' গ্রন্থটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দ্বিতীয় ভাগটিকে 'ধর্ম্ম সঙ্গীত' আখ্যা দেওয়া হয়। এই ভাগে প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করেন: 'এই সংস্করণে "গান" গ্রন্থের সঙ্গীতগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ সঙ্গীতের খণ্ডটির নাম হইয়াছে "গান"।' 'ধর্ম্ম সঙ্গীত' প্রকাশিত হয় 27 Dec [১২ পৌষ]। সম্ভবত ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ বইটি সম্পর্কে বিবিধ নির্দেশ দিয়ে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'বোধ হচ্চে যেন প্রজাপতির নির্বন্ধের একটা ছাড়া আর কোনো গান গানের বইয়ে স্থান পায়নি। জানিনে পরে সেগুলো যাবে কিনা। এবারকার প্রুফে কেবল "কেন সারাদিন ধীরে ধীরে" এই গানটাই দেখলুম।'[৯২] এরপর তিনি বইটির পৃষ্ঠা উল্লেখ করে পাঁচটি গানের প্রথম ছত্রগুলি উদ্ধৃত করেন। এছাড়া তিনি সদ্যোরচিত তিনটি গানও লিখে পাঠান— 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়', 'দুঃখের বর্ষায় চক্ষের জল যেই নামল' ও 'তোমার রঙীন পাতায় লিখ্‌ব প্রাণের কোন্ বারতা'।

ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র উদ্ধৃত করি, গীতাঞ্জলি-র আলোচনা করার পক্ষে পত্রটি মূল্যবান। জনৈক সমালোচক আসামের শিলচর থেকে প্রকাশিত 'সুরমা' সাপ্তাহিক পত্রের ১৩ ও ২০ মাঘ ১৩২০-সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি'-শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে 'আমার মাথা নত করে দাও হে' গানটি অবলম্বন করে যে কটু সমালোচনা লেখেন, উপেন্দ্রকুমার কর তার প্রত্যুত্তরে ' "গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা/ (প্রতিবাদ)' নামে ১০৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে ৭ আশ্বিন তার একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ১০ আশ্বিন [রবি 27 Sep] লেখেন:

> বস্তুত এই গানগুলির মধ্যে আমার জীবনের বিকাশ ব্যক্ত হইতেছে। সেই বিকাশের মধ্যে যে পরিমাণ অসম্পূর্ণতা আছে নিঃসন্দেহই এই গানগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ থাকিয়া যাইতেছে। যাঁহারা জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই অসম্পূর্ণতা ধরা পড়িবে বই কি— তাহা লইয়া আমি ক্ষোভ করিতে চাই না। বিশেষত এই সকল গান লইয়া আমি লোকের প্রশংসা লাভ করিতে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছুক নহি বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে— এটুকু বলিতে পারি সেই লোকমুখের প্রশংসা দ্বারা আমি মূল্য শোধ করিয়া লইতে চাই না— এই গানগুলি আমারই জীবনের পাথেয়— এগুলি আর কেহই যদি গ্রহণ না করেন তথাপি আমার ইহা কাজে লাগিতেছে সেই আমার লাভ।[৯৩]

এই বক্তব্য আমরা 'গীতালি' গীতিগুচ্ছ সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে মনে করতে পারি।

বিদ্যালয়ে ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ ২১ আশ্বিন [বৃহ ৪ Oct] পর্যন্ত এখানেই থেকে যান। তিনি রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে সুরুলে বাস করছিলেন। তাঁরা পূজাবকাশ চাঁদিপুরে অবস্থিত পিয়ার্সনের বাংলোয় ও পুরীতে কাটানোর জন্য সুরুল ত্যাগ করলে রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে চলে আসেন ৯ আশ্বিন অপরাহ্নে। এই পর্বে রচিত গান বা কবিতার সংখ্যা ৩৭টি:

৮ প্রভাত [শুক্র 25 Sep] ‘মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে’ দ্র গীতালি ১১। ২৫২ [৫০]; গীত ১। ২১-২২; স্বর ৪৩।

৮ সন্ধ্যা [”] ‘খুশি হ তুই আপন মনে’ দ্র ঐ ১১। ২৫৩ [৫১]। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির প্রথম স্তবকের পাঠটি কিছু ভিন্ন দ্র গ্রন্থপরিচয় ১১। ৫০০।

একই দিনে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর মানসিক অবস্থার চিত্রটি পাওয়া যায়: ‘সৃষ্টি যে ভাঙাগড়ার নৃত্য ভাঙনও যে সৃষ্টিরই অঙ্গ। আমার উপর দিয়ে কিছুকাল থেকে ভাঙার মার চলেছে বটে কিন্তু সে যে নতুনকে গড়ে তোলবার জন্যে সুতরাং এ মারকে মাথা পেতে নিতেই হবে। আমার জন্যে ভয় করবেন না।’[৯৪]

৯ প্রভাত [শনি 26 Sep] ‘সহজ হবি সহজ হবি’ দ্র ঐ ১১। ২৫৩-৫৪ [৫২]; গীত ১। ৮৫-৮৬; স্বর ৪৪।

৯ অপরাহ্ন [”] ‘ওরে ভীরু, তোমার হাতে’ দ্র ঐ ১১। ২৫৪-৫৫ [৫৩]; গীত ১। ১০৫; স্বর ৪৩।

এদের মধ্যে প্রথম গানটি সুরুলে ও শেষের গানটি শান্তিনিকেতনে রচিত।

১১ [সোম 28 Sep] ‘চোখে দেখিস, প্রাণে কানা’ দ্র ঐ ১১। ২৫৫ [৫৪]।

১৩ [বুধ 30 Sep] ‘অগ্নিবীণা বাজাও তুমি’ দ্র ঐ ১১। ২৫৬ [৫৫]; গীত ১। ৭৩; স্বর ৪৪।

১৪ [বৃহ 1 Oct] ‘আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো’ দ্র ঐ ১১। ২৫৬-৫৭ [৫৬]; গীত ১। ২০৪-০৫; স্বর ৪৪।

১৫ [শুক্র 2 Oct] ‘আমার বোঝা এতই করি ভারী’ দ্র গীতালি-সংযোজন ১১। ৩০২ [১১]। সম্পূর্ণ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থভুক্ত করেননি।

এই কদিনের রচনা কৃচ্ছ্রাতার কারণটি জানা যায় *29 Sep [মঙ্গল ১২ আশ্বিন] কার্সিয়াঙে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্র থেকে: ‘মোটের উপর আমি ভাল ছিলুমনা— ঠিক কবিতা লেখবার মত মনটা তাজা ছিলনা তাই কিছু লেখা হয় নি। এখন ভাবের স্রোত ভাঁটার মুখে আছে— আবার যদি স্রোত ফেরে ত দেখা যাবে। ইতিমধ্যে একটা গল্প লেখায় হাত দিয়েছি।’[৯৫] গল্পটি হল ‘অপরিচিতা’ [দ্র সবুজ পত্র, কার্তিক। ৪২১-৪৩; গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৯৩-৩০৭]। রবীন্দ্রজীবনী-কার গল্পটিকে ‘শেষের রাত্রি’ [দ্র সবুজ পত্র, আশ্বিন। ৩৬৯-৯২; গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৭৮-৯২] বলে মনে করেছেন।[৯৬] কিন্তু আশ্বিন-সংখ্যা সবুজ পত্র যে ১২ আশ্বিনের পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে গেছে, তা ঐ তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রে রমাপ্রসাদ চন্দ ও মহীতোষকুমার রায়চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয়ে মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। আরও একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন তিনি— প্রমথ চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ডরুজকে লিখিত পত্রে [শেষোক্ত দুটি চিঠির কথা আমরা একটু পরেই উল্লেখ করব] যে ‘মনের অন্ধকার ও অবসাদের কথা’ আছে, তা তিনি গীতালি-র কবিতা ও গান ‘ভালো’ করে পড়েও তার সন্ধান পাননি: ‘দুই-একটি গানের মধ্যে দুঃখের কথা যাহা আছে সে তো অন্যপর্বের গানের মধ্যেও পাই, এ ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু নাই। সুতরাং যে মানুষ আত্মখণ্ডন করিয়া মৃত্যুকামনা করিতেছেন, সমস্তকে অন্ধকার দেখিতেছেন, তিনি যখন সুরের সন্ধান পান, তখন দেখি তাঁহার অন্যপ্রকার রূপ। তাই মনে হয়, গানের রবীন্দ্রনাথ ও ব্যবহারিক রবীন্দ্রনাথ যেন দুই জগৎ হইতে কথা বলিতেছেন, কেহ কাহাকেও যেন

চেনেন না।’[৯৬] কিন্তু গীতালি-র এই সময়ের কবিতা ও গানগুলি সত্যই ‘ভালো’ করে পড়লে এমন মনে হওয়ার কথা নয়। সাহিত্য-আলোচনা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত, পাঠককে আমরা এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের ‘এ আমির আবরণ’ [১৩৮৭] গ্রন্থের ‘আপন হতে বাহির হয়ে’ [পৃ ৫২-৬৬] প্রবন্ধটি পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ মুখের বাঁ দিকে ও কানের neuralgia-র ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন, সেকথা আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডে বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৬। ৭৫-৭৬]। এর পরেও মাঝে মাঝে ব্যথাটি দেখা দিত, কিছুদিন আগেও এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন সেকথা জানা যায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি তারিখহীন [? ৮ আশ্বিন] চিঠিতে। ডাক্তারের ঔষধে পীড়ার উপশম হয়, কিন্তু ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় nervous breakdown দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন সুচিকিৎসক, সুতরাং রোগের লক্ষণ ও ঔষধের প্রতিক্রিয়া বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। মেটিরিয়া মেডিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত পত্রে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন:

> ...এর সব লক্ষণই আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবেনা, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ;— অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা। তার পরে রামগড়ে যখন ছিলুম তখন থেকে আমার Conscienceএ কেবলি ভয়ঙ্কর আঘাত করচে যে বিদ্যালয় জমিদারী সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্ত্তব্য আমি কিছুই করিনি— আমার উচিত ছিল নিঃসঙ্কোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা; সেইটে যতই হচ্ছিল না ততই নিজের উপর এবং সংসারের উপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার idealকে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আবার নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। মনের মধ্যে এই রকম সুগভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বলেই আমি যাদের খুব ভালবাসি তাদেরই সম্বন্ধে যত রকম মন্দ এবং অকল্যাণ আমার কল্পনায় বারম্বার তোলাপাড়া করেছে কোনোমতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি। ...এরকম একান্ত মূঢ়ের মত মনের ভাব আমার কোনোকালেই ছিলনা। আমি বরঞ্চ স্বভাবতই নিরুদ্বিগ্ন স্বভাবের। তোদের কারো জন্যে কখনো মিছিমিছি ভাবি নি। ...আজকাল একেবারে আমার স্বভাবের উল্টো চালে চল্‌চি— তোদের দিনরাত্রি এমন করে আঁকড়ে ধরে আছি যা অন্যায় এবং হাস্যকর। সেজন্যে নিজের পরে অশ্রদ্ধাই হচ্চে। ...কাল সন্ধ্যার সময়ে ক্ষণকালের জন্য এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলোর আবির্ভাব দেখ্‌তে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই ভয়ঙ্কর মোহজাল থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব। ...এরকম একেবারে উল্টোমানুষ যে কি রকম ক’রে হতে পারে এ আমার একটা নতুন Experience—সমস্তই একেবারে দুঃস্বপ্নের ঘনজাল। তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব— এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।[৯৭]

গীতালি-র কবিতা ও গানের মধ্যে এই মানসিক সংকট, যন্ত্রণা ও উত্তরণের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। উত্তরণের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৫ আশ্বিন ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: ‘আমার বিরহ মিলনের পালা চলিতেছে— এখন গান শেষ হইয়া গিয়া একটা ভাল রকম বোঝাপড়া হইয়া গেলে নিষ্কৃতি পাই। মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাগিদ আসিতেছে।’[৯৮] এরপরেই 4 Oct [রবি ১৭ আশ্বিন] অ্যান্ডরুজকে লিখলেন: ‘It seems as though I am coming out of the mist once more, and I am trying to throw off my shoulders the burden that has been oppressing me all these days. As my mind feels lighter, I have rightly earned my freedom./ We have all come to Santiniketan from Surul; and this change has done me good.’[৯৯] 7 Oct তাঁকেই লেখেন: ‘My period of darkness is over once again. It has been a time of very great trial to me, and I believe it was absolutely necessary for my emancipation. I know that I am being lifted from the sphere where I was before; and it is the

loneliness of the new situation and the cry of the old life that is still troubling me. But I have glimpses of the ineffable light of joy, which I am sure will not fail me.'[৯৯]

১৬ আশ্বিন [শনি 3 Oct] রবীন্দ্রনাথ লেখেন ৯টি গান বা কবিতা:

'তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি' দ্র গীতালি ১১। ২৫৭ [৫৭]; গীত ১। ১০৭; স্বর ৪৪।

'প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে' দ্র ঐ ১১। ২৫৮ [৫৮]।

'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু' দ্র ঐ ১১। ২৫৮-৫৯ [৫৯]; গীত ১। ৭২; স্বর ৪৩।

'আমার আর হবে না দেরি' দ্র ঐ ১১। ২৫৯ [৬০]; গীত ১ । ২২১-২২; স্বর ৪২।

সন্ধ্যা 'ঐ-যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার' দ্র ঐ ১১। ২৫৯-৬০ [৬১]।

রাত্রি 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো' দ্র ঐ ১১। ২৬০-৬১ [৬২]; গীত ৩। ৮৫৪; স্বরলিপি নেই।

রাত্রি 'এদের পানে তাকাই আমি' দ্র ঐ ১১। ২৬১ [৬৩]।

রাত্রি 'হিসাব আমার মিলবে না তা জানি' দ্র ঐ ১১। ২৬২ [৬৪]।

রাত্রি 'আশীর্বাদ' ['এই আমি একমনে সঁপিলাম তারে'] দ্র ঐ ১১। ২১৭। এই কবিতাটি অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে দ্র গ্রন্থপরিচয় ১১। ৫০২-০৩। এখানে লেখা হয়েছে: "স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গীতালি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত, এবং গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত 'আশীর্বাদ' কবিতাটি তাঁহাদের উদ্দেশেই রচিত"— এর পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে উপহার দেবেন বলে গানগুলি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে নকল করিয়ে নেন।[১০০]

১৭ আশ্বিন [রবি 4 Oct]ও ৬টি কবিতা বা গান রচিত হল, এদের মধ্যে প্রথম চারটি প্রভাতে ও শেষ দুটি সন্ধ্যায় লেখা:

"মেঘ বলেছে 'যাব যাব' " দ্র গীতালি ১১ ২৬২-৬৩ [৬৫]; গীত ১। ২৩৩; স্বর ৪৩

'কাণ্ডারী গো, যদি এবার' দ্র ঐ ১১। ২৬৩ [৬৬]।

'ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে' দ্র ঐ ১১। ২৬৪ [৬৭]।

এই কবিতাটির সঙ্গে Ms.229 পাণ্ডুলিপিটির পাতাও ফুরিয়ে গেছে। খাতাটি রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন শিলাইদহে ১৫ চৈত্র ১৩১৮ [28 Mar 1912] গীতিমাল্য-র ৪-সংখ্যক কবিতা 'স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি' দিয়ে, তারপর ইংলন্ড ও আমেরিকা ঘুরে শেষ হল এই ১৭ আশ্বিন ১৩২০ [4 Oct 1914] তারিখে। প্রায় সম্পূর্ণ গীতিমাল্য ও গীতালি-র অর্ধেকেরও বেশি কবিতা এই খাতায় লিখিত হয়েছে, আরও কিছু কবিতা ও গান এবং কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদেরও বাহন এই খাতাটি।

এইদিনই রবীন্দ্রনাথকে আর-একটি খাতা তুলে নিতে হল, এটির রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহণ-সংখ্যা Ms.131। 'রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ নির্মীয়মাণ তালিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে [কার্তিক ১৩৮৯] পাণ্ডুলিপিটির বিবরণ এইরকম: 'Bound volume. 19 x 12.3 cm. Total pages 176. Written pages 131. ...Contents: গীতালি..., ফাল্গুনী..., বলাকা..., শোধবোধ...'। উল্লেখ্য, 'শোধবোধ [1926] নাটকের সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপির কোনো সম্পর্ক নেই। লেখবার পদ্ধতিটি বিশেষত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ খাতাটির সোজা দিক থেকে প্রেসকপির মতো পাতার একদিকে গীতালি-র গানগুলি লেখা শেষ করে ৩ কার্তিক [20 Oct] বলাকা-র ৬-সংখ্যক কবিতা 'ছবি' লেখা শুরু করেন একই পদ্ধতিতে খাতাটি উলটিয়ে নিয়ে—গীতালি-র গান অংশে পৌঁছে আবার খাতাটি সোজা

করে নিয়ে খালি পৃষ্ঠাগুলিতে বলাকা-র আরও কবিতা লেখা হতে থাকে। খাতাটি তিনি পরিত্যাগ করেন ফাল্গুনী-র ষোলোটি গান লেখার পর। লেখা হয়েছে কপিয়িং বা লেড পেনসিলে।

এই পাণ্ডুলিপিতে ১৭ আশ্বিন [4 Oct]-এ লেখা বাকি তিনটি রচনা হল:

'তোমার ভুবন মর্মে আমার লাগে' দ্র গীতালি ১১। ২৬৪-৬৫ [৬৮]।

'তোমার কাছে এ বর মাগি' দ্র ঐ ১১। ২৬৫ [৬৯]; গীত ১। ১২; স্বর ৪৪।

'আপন হতে বাহির হয়ে' দ্র ঐ ১১। ২৬৬ [৭০]; স্বর ৪৩।

১৮ আশ্বিনের [সোম 5 Oct] রচনা দুটি, একটি প্রভাতে ও অপরটি সন্ধ্যায় লেখা:

'এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে' দ্র ঐ ১১। ২৬৬-৬৭ [৭১]; গীত ১। ৮৫; স্বর ৪৪।

'ওগো আমার হৃদয়বাসী' দ্র ঐ ১১। ২৬৭ [৭২]।

১৯ আশ্বিন [মঙ্গল 6 Oct] রচিত হয় ৬টি কবিতা বা গান; প্রথমটি প্রভাতে, শেষ-দুটি রচনার সময় সন্ধ্যা ও রাত্রি:

'পুষ্প দিয়ে মার যারে' দ্র ঐ ১১। ২৬৭-৬৮ [৭৩]; গীত ১। ২৩২-৩৩; স্বর ৪২।

'আমার সুরের সাধন রইল পড়ে' দ্র ঐ ১১। ২৬৮-৬৯ [৭৪]।

'কূল থেকে মোর গানের তরী' দ্র ঐ ১১। ২৬৯ [৭৫]; গীত ১। ১২; স্বর ৩৪।

'ঘরের থেকে এনেছিলেম' দ্র ঐ ১১। ২৭০ [৭৬]।

'সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে' দ্র ঐ ১১। ২৭০ [৭৭]।

'বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ' দ্র ঐ ১১। ২৭১ [৭৮]; গীত ১। ৮৫; স্বর ৪২।

২০ আশ্বিন [বুধ7 Oct] রচনার সংখ্যা ২টি, দুটিই প্রভাতে লেখা:

'তোমায় সৃষ্টি করব আমি' দ্র ঐ ১১। ২৭২ [৭৯]।

'সারা জীবন দিল আলো' দ্র ঐ ১১। ২৭২-৭৩ [৮০]; গীত ১। ১৪৭-৪৮; স্বর ৪৩।

২১ আশ্বিন [বৃহ ৪ Oct] রচিত হয় চারটি কবিতা:

'সরিয়ে দিয়ে আমার ঘরের' দ্র ঐ ১১। ২৭৩-৭৪ [৮১]।

'ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে' দ্র ঐ ১১। ২৭৪ [৮২]।

'আমি পথিক, পথ আমারি সাথি' দ্র ঐ ১১। ২৭৫ [৮৩]।

'বৃন্ত হতে ছিন্ন করি শুভ্র কমলগুলি' দ্র ঐ ১১। ২৭৫-৭৬ [৮৪]।

—এদের মধ্যে শেষ তিনটি কবিতার পাণ্ডুলিপির পাঠ অনেকাংশে ভিন্ন দ্র গ্রন্থপরিচয় ১১। ৫০০-০২।

গীতালি-র কবিতাগুলি কপি করে নেওয়ার জন্য চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এইসময়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> যখন গীতালির গান নকল করছিলাম সেই সময় একদিন বন্ধুবর অসিতকুমার আমাকে বললেন— চলো গয়া বেড়িয়ে আসি। অসিতের প্রস্তাব শুনে রবিবাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ও যেতে প্রস্তুত হলেন। শেষে কবিও যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং ক্রমে আমাদের দল বেশ পুষ্ট হয়ে উঠল, শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও মীরা দেবীও চললেন।[১০১]

রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন: 'কিছুদিন থেকে মনে মনে ভাবছিলুম বুধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারাও সেখানে যাবার আয়োজন করচে তাই এক সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেছি। ওরা হয় ত দুচার

দিনেই ফিরে আসবে। আমি কত দিন কোথায় থাকব এখনো ঠিক করিনি। হয় ত বা হরিদ্বারেও যেতে পারি।'[১০২] হরিদ্বারে আর্যসমাজ-পরিচালিত গুরুকুল বিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ তিনি পেয়েছিলেন, তাই অ্যান্ডরুজকে লিখেছেন [6 Oct]: 'I may draft on to Hardwar or to other more impossible places.'[১০৩] অবশ্য সেখানে যাওয়ার কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

গয়ায় তখন ঔপন্যাসিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থাকতেন, রবীন্দ্রনাথ সদলে তাঁর অতিথি হন। মানসী-র 'সাহিত্য সমাচার' [কার্তিক। ৪৬০]-এ লিখিত হয়: 'বিগত ২২শে আশ্বিন শুক্রবার কবিবর রবীন্দ্রনাথ গয়া গমন করেন। সেখানে চারিটি দিন বুদ্ধ গয়ার মহান্ত মহারাজের অতিথি থাকিয়া ২৫শে তারিখে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। গয়ায় অবস্থানকালে তিনি পাঠাগার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্থানীয় "দ্বিজেন্দ্রলাল-লাইব্রেরী" এবং "মনুলাল লাইব্রেরী" পরিদর্শন করিয়াছিলেন।' পত্রিকাটির ৪৪০ পৃষ্ঠায় '২২শে আশ্বিন (১৩২১) তারিখে গয়া "দ্বিজেন্দ্র লাল লাইব্রেরী" গৃহে কবিবরের অভ্যর্থনা উপলক্ষে, লেখক কর্ত্তৃক পঠিত অভিনন্দন' পাদটীকা-সহ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বাগত' কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ চারুচন্দ্র দিয়েছেন। কিন্তু তিক্ততর অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল!

২৩ আশ্বিন [শনি 10 Oct] বুদ্ধগয়ায় অবস্থানকালে তিনি পাঁচটি কবিতা বা গান লেখেন:

'বাজিয়েছিলে বীণা তোমার' দ্র গীতালি ১১। ২৭৬ [৮৫]।

'আবার যদি ইচ্ছা কর' দ্র ঐ ১১। ২৭৭ [৮৬]; গীত ১। ২৩২; স্বর ৪৩।

'অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে' দ্র ঐ ১১। ২৭৭-৭৮ [৮৭]; গীত ১। ২৩২; স্বর ৪৩।

'যে দিল ঝাঁপ:ভবসাগর-মাঝখানে' দ্র ঐ ১১। ২৭৮ [৮৮]।

'সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল' দ্র ঐ ১১। ২৭৯ [৮৯]। এটি সন্ধ্যায় লেখা।

২৪ আশ্বিন [রবি 11 Oct]ও লিখিত হল চারটি গান বা কবিতা; এদের প্রথমটি প্রভাতে রচিত:

'এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো' দ্র ঐ ১১। ২৭৯-৮০ [৯০]; গীত ১। ১৩০; স্বর ৪৪।

'তোমার কাছে চাইনে আমি' দ্র ঐ ১১। ২৮০ [৯১]।

'এখানে তো বাঁধা পথের' দ্র ঐ ১১। ২৮১ [৯২]।

'যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে' দ্র ঐ ১১। ২৮১-৮২ [৯৩]।

এইদিন 'রবিবার' তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন: 'চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব মঙ্গলবারে পৌঁছিব সেখানে চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে।'[১০৪] আরও বিস্তারিতভাবে পরিকল্পিত ভ্রমণসূচি জানিয়েছেন ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদকে একটি তারিখহীন পত্রে:

> আমি নগেন মীরা খোকাকে নিয়ে বুধগয়ায় এসেছি। এখান থেকে রাজগৃহ ও বরাবর পাহাড় দেখে এলাহাবাদে যাবার ইচ্ছা আছে। আমি হয় এলাহাবাদ নয় বেনারস থেকে দুটো বোট ভাড়া করে শিলাইদহ পর্য্যন্ত গঙ্গা বেয়ে যেতে চাই। তুমি এখন থেকে বোটের জোগাড় করে রাখতে পার? যদি এলাহাবাদে যাই কাউকে আমাদের কথা বোলো না। আমি কোনো অভ্যর্থনার হাঙ্গামের মধ্যে কোনোমতেই যেতে রাজি নই।[১০৫]

গয়া থেকে দুটি স্টেশন দূরে বেলা-র নিকটে বরাবর পাহাড়ের তিনটি চূড়া— 'মাঝের পাহাড়টির উপর কিয়দ্দূর উঠিলে, প্রায়ান্ধকার কতকগুলি গুহা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ কোনও সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে

বাস করিতেন। গুহাগুলির নির্ম্মাণ কৌশল দর্শকগণকে চমৎকৃত করে। গুহার দেওয়াল— সেই পাহাড়ের গা — আশ্চর্য রকম পালিস করা— কাচের ন্যায় মসৃণ।' চারুচন্দ্র লিখেছেন: 'একদিন নন্দলাল বলে এক ভদ্রলোক এসে বরাবর পাহাড় দেখে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে লাগলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে তিনি সেখানকার এক জমিদারের প্রধান কর্মচারী, তিনি সেখানে থাকবার তাঁবু যানবাহন আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন, কবি শুধু কষ্ট করে গিয়ে দেখে আসবেন বৌদ্ধ আমলের গিরিগুহা।' রবীন্দ্রনাথ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দুঃখজনক ভ্রমণের একটি বিস্তৃত বিবরণ দেন 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে' [দ্র মানসী, মাঘ। ৬৯৮-৭১৬] প্রবন্ধে। ২৫ আশ্বিন [সোম 12 Oct] সকালে যাত্রা শুরু হয়— রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন সতীশচন্দ্র, চারুচন্দ্র, অসিতকুমার ও ছাত্র ত্রিগুণানন্দ রায়। মীরা দেবী ও নীতীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় নগেন্দ্রনাথ আসতে পারেননি। গয়া থেকে বেলার পথে রেলগাড়িতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন 'পথে পথেই বাসা বাঁধি' [দ্র গীতালি ১১ । ২৮২ (৯৪)]। বেলা স্টেশনে দেখা গেল, পালকি তখনও আসেনি। চারুচন্দ্র প্রভৃতি একটি হাতিতে চড়ে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমাণ রবীন্দ্রনাথ গান লেখেন 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে' [দ্র গীতালি ১১। ২৮৩; গীত ১। ২২২; স্বর ৪৩]। সতীশচন্দ্র দুটি পালকি সংগ্রহ করে এনে তাঁকে নিয়ে সাড়ে ন'টা নাগাদ বরাবর পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁবু বা খাদ্যদ্রব্য কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না। সতীশচন্দ্র লিখেছেন: 'প্রায় ১ টার সময় বরাবর পাহাড়ের পাদমূলে আমার পাল্কী নামিল। বাহির হইয়া দেখিলাম, রবিবাবু গাছের ছায়ায় একখানি পাথরের উপর বসিয়া হতাশ ভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন।' ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ে চড়ার পরিশ্রম বাঁচিয়ে গুহা না দেখেই প্রত্যাবর্তন করেন। আসাযাওয়ার সময়ে 'পাল্কি-পথে'ই তিনি একটি কবিতা ও একটি গান লেখেন:

'জীবন আমার যে অমৃত' দ্র গীতালি ১১। ২৮৩-৮৪ [৯৬]।

'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' দ্র ঐ ১১। ২৮৪-৮৫ [৯৭]; গীত ৩। ৮৫৪-৫৫; স্বর ৪৪।

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় একটু কাঁপা কাঁপা হাতের লেখায় পালকির দোলা অনুভব করা যায়।

সন্ধ্যাবেলায় সকলে বেলা স্টেশনে ফিরে আসেন। চারুচন্দ্র লিখেছেন:

কবির সমস্ত দিন স্নান হয় নি, রৌদ্রে পথে যাতায়াতে ও বিরক্তিতে তাঁর চেহারা অত্যন্ত ম্লান ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি স্টেসনের একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত প্লাটফর্মের উপর পায়চারী কঁরে বেড়াতে লাগলেন। ...আমাকে নিকটে দেখে বল্‌লেন— "জীবনে দুঃখ পাওয়ার দরকার আছে।"/ আমি তাঁর কথা সমর্থন ক'রে কি বল্‌তে গেলাম। তিনি সে কথা গ্রাহ্য না ক'রে দুঃখ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা ক'রে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। আমি বুঝলাম, ঐ যে দার্শনিকতা তা কেবল নিজের বিরক্ত মনকে সান্ত্বনা দেবার ও রুষ্ট মনকে শান্ত করবার উপায় মাত্র, তাঁর স্বগত, আমাকে উপলক্ষ ক'রে নিজেকে বলা।[১০৬]

'রেল-পথে বেলা হইতে গয়ায়' ফেরার সময়ে ট্রেনেও একটি গান রচিত হয় 'পথের সাথি, নমি বারম্বার' [দ্র গীতালি ১১। ২৮৫ (৯৮); গীত ১। ২২২-২৩; স্বর ৪২]— পাণ্ডুলিপিতে গানটির একটি স্বতন্ত্র পাঠ পাওয়া যায় দ্র গ্রন্থপরিচয় ১১। ৫০২।

গয়া থেকে অন্যেরা ফিরে গেলেন, রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ আশ্বিন [মঙ্গল 13 Oct] এলাহাবাদে এসে সত্যপ্রসাদের জামাতা প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪১, জর্জ টাউনের বাড়িতে ওঠেন। এখানে সত্যপ্রসাদের কন্যা নাতিনী-স্থানীয়া শান্তার সেবাযত্নে তাঁর কয়েকটি দিন আনন্দে কেটেছিল। শান্তার

অকালমৃত্যুর [৮ ফাল্গুন ১৩২২: 20 Feb 1916] পরে সত্যপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করে লেখেন:

আমার মনে এই একটি কথা চিরদিন থাকবে যে, ঠিক পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগেই আমি যে তার পুণ্যহস্তের সেবা গ্রহণ করেছিলুম তার মূল্য নেই। তার সেই সেবাসুধাধারার সেচনে সেই কয়দিনে বহুকাল পরে আমার মধ্যে আশ্চর্য্য কবিত্বের বিকাশ ঘটেছিল। সেই সময়ে "ছবি" "তাজমহল" প্রভৃতি যেসব কবিতা লিখেছিলুম তা পড়ে পাঠকরা বিস্মিত হয়েছিল। এমন একটি গভীর আনন্দ হৃদয়ের মধ্যে পেয়েছিলুম যে আমার ভিতরে যেন একটি অকালবসন্তে যৌবনের পূর্ণ কবিত্ব আবার তেমনি প্রাচুর্য্যের সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। আমার জীবনে কল্যাণী লক্ষ্মীর সেই সেবামৃতের প্রভাব সেই কয়দিনের কবিত্বে স্থায়ী হয়ে রইল— আমি নিশ্চয় জানি আমাদের সাহিত্যেও সেগুলি স্থায়ী হয়ে থাকবে।

গত বছরে বিলেত থেকে ফেরার সময়ে তিনি এলাহাবাদের পথে কলকাতায় আসতে পারেন ভেবে সত্যপ্রসাদ তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। এবারে এলাহাবাদ-বাসীরা সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। রবীন্দ্রনাথকে অন্তত তিনটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল।

২৭ আশ্বিন [বুধ 14 Oct] বিকেলে তিনি ৩, স্ট্যানলি রোডে অবস্থিত স্টুডেন্টস্' স্পোর্টিং ক্লাবে উপস্থিত হন। 16 Oct *The Leader* পত্রিকায় লিখিত হয়:

The renowned poet was given a fitting and enthusiastic reception by the young men of Allahabad, large numbers of whom are members of this club. The distinguished visitor was pleased with what he saw and wrote favourable remarks in the visitor's book which he opened, expressing his satisfaction at his having been afforded an opportunity of seeing for himself how well managed and useful an institution the club was. He then gave a short address to the young men full of sound advice and expressed in his characteristic style, radiant with spiritual truths of inspiration towards all that is great and good in life. After the party had been photographed by Mr. M.L. Vishwakarma, the gathering dispersed. ... The poet went back from the Club accompanied by Major B.D. Basu, I.M.S.(retired). the President of the Students' Sporting Club, who was all along present.

২৯ আশ্বিন [শুক্র 16 Oct] সন্ধ্যায় ম্যাকডোনাল্ড হিন্দু বোর্ডিং হাউসের বোর্ডারদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়। Muir Central College-এর অধ্যক্ষ Mr.Dunn সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ সুন্দরলাল, অধ্যক্ষ Janvier, Mr. Moody, সি.ওয়াই চিন্তামণি, ব্রহ্মানন্দ সিন্‌হা, ডাঃ এস্. এস্. নেহেরু, আই.সি.এস., অধ্যক্ষ সঞ্জীব রাও, শ্রীবেণীমাধব, অধ্যাপক তারাচাঁদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'The distinguished guest was received by the Hon. Dr. Sunderlal, and Principal Dunn and others and was conducted to his seat amidst loud and continuous applause and showering of flowers.' সভাপতি বলেন, 1912-এ ছুটিতে ইংলন্ডে থাকার সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হন—'He did not think that the reading of any book ever had such effect on him as the reading of *Gitanjali.* ...Mr.Dunn liked to express the reverence that he felt for the poetry of their distinguished visitor.' রবীন্দ্রনাথ উত্তর বলেন:

If I believe you I am a poet and poets as a race, you know, are proverbially vain, and I think I have a wholesome proportion of vanity in my constitution. But I know my limitations. I am no speaker and for humanity's sake I am not going to inflict a speech upon you. I have a most healthy and natural dread of appearing before public and I had taken some precaution before coming to this town of avoiding it, with what success is evident to you. Public meetings have their uses to society and ther are some mental powers that need public applause and recognition for their vigorous growth. But the power of verse making is not one of those. It is irresistible. It is like a cyclone and other natural catastrophe, needing no particular attention or encouragement from outside.[১০৭]

এ ছাড়া তিনি ৪ কার্তিক [বুধ 21 Oct] সন্ধ্যায় স্থানীয় ইন্ডিয়ান ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। *The Leader* [23 Oct] লেখে:

The members of the Indian Club were 'at home' to Dr. Rabindranath Tagore on Wednesday evening. There was a good gathering and among those present were the hon. Pandit Madan Mohan Malaviya, the hon. Dr. Sunder Lal, Mr. Justice Chamier, Dr. Satish Chandra Banerji, Mr. Justice Rafiq, hon. Motilal Nehru, Nawab Abdul Majid, Mr. Daniels, Mr. Fremantle, Mr. Crosthwaite, Mr. Knox, Mr. D.R. Ranjit Singh, Mr. Lalit Mohan Banerji and Rai Bahadur G.N. Chakravarti. The distinguished guest was introduced to the gentlemen present by Mr. Durga Charan Banerji. Refreshments to Indians and Europeants were provided.

ইন্ডিয়ান প্রেসের প্রুফরীডার পণ্ডিত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে[১০৮] এলাহাবাদে আসার পরের দিনই [২৭ আশ্বিন বুধ 14 Oct] রবীন্দ্রনাথ প্রেসে গিয়ে চিন্তামণি ঘোষকে অনুরোধ করেন, সাত দিনের মধ্যে একটি কবিতার বই ছাপিয়ে দিতে— অভাবিত তৎপরতায় তিন দিনের মধ্যে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। নয়নচন্দ্রের বিবরণ হয়তো ঠিক, কিন্তু বর্ণনাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে তিনি অন্তত 'বার'গুলি যে বানিয়ে লিখেছেন তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত গীতালি-র সব কবিতা লেখা হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রের তৈরি-করা প্রেসকপিটি মুদ্রণের জন্য প্রকাশকের হাতে তুলে দেন। একটি তারিখহীন পত্রে [?৩ কার্তিক মঙ্গল 20 Oct, পত্রটি কলকাতায় পৌঁছনোর তারিখ 22 Oct] তিনি চারুচন্দ্রকে লেখেন: 'গীতালির প্রুফ দেখা হয়ে গেছে। অনেক বদল করেছি। কিছু বাদ পড়েছে— ততোধিক বেড়ে গেছে। সম্প্রতি কবিত্বের নেশা খুব জমেছিল।'[১০৯]

'গীতালি' এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসে ছাপা বলে তার প্রকাশের তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে পাওয়া যাবে না। অনুমান করা যায়, কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই [Oct 1914] বইটি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। মূল্যবান ডবল ক্রাউন কাগজে মুদ্রিত ১০+১১৮ পৃষ্ঠার বইটির বিবরণ:

[অর্ধ-আখ্যাপত্র:] গীতালি

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/ এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস/ ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস,/ ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্—কলিকাতা/ এলাহাবাদ— ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে/ অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[আখ্যাপত্র:] **গীতালি/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রকাশক/ ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ/ ১৯১৪/ মূল্য এক টাকা**

গীতালি-র শেষ কবিতা ‘এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে’ এলাহাবাদে রচিত হয় ৩ কার্তিক [মঙ্গল 20 Oct] প্রভাতে। এইদিন রাত্রেই রচিত হয় ‘ছবি’ [‘তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা’] কবিতা [দ্র সবুজ পত্র, অগ্র। ৫১৭-২২; বলাকা ১২। ১০-১৪ (৬)]। বলাকা-র প্রথম পাঁচটি কবিতা ইতিপূর্বেই রচিত হলেও বলাকা-র বিশিষ্ট তত্ত্ব ও ছন্দ এই কবিতাটিতেই প্রথম প্রকাশিত হল। ছন্দের মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় সন্ধ্যাসংগীত-এ, পংক্তির সুনিয়মিত গঠন ভাঙার চেষ্টা ছিল ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ [প্রভাতসংগীত] ও ‘নিস্ফল কামনা’য় [মানসী]। ‘ছবি’তে এই মুক্তি আরও প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন:

মানসীর যুগের ছাঁদন-বাঁধন ভাঙবার চেষ্টা এতকাল মনে চাপাই ছিল। সবুজপত্রের দাবীর চোটে আবার এতদিনে এই ছাঁদন-বাঁধন ভেঙে নুতুন পথে যাত্রার জন্য উন্মুখ হলাম। সেই যাত্রাতেই আবার নতুন করে সকলকে ডাক দিলাম। মুক্ত পথের যাত্রা— তার জন্য যে ডাক তার মধ্যেও ছন্দ হওয়া চাই মুক্ত।[১১০]

ক্ষিতিমোহন সেন জানিয়েছেন, ‘তাঁরই পরলোকগতা পত্নীর ছবি’ দেখে এই কবিতার ভাব রবীন্দ্রনাথের মনে আসে।[১১১] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সেই মত।[১১২] কিন্তু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছেই শুনেছিলেন যে, ছবিটি কাদম্বরী দেবীর,[১১৩]—রবীন্দ্রজীবনী-কার এই অভিমতের সমর্থক।[১১৪] আমাদের এ বিষয়ে বলবার কিছু নেই।

চারুচন্দ্রকে লেখা উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানান: ‘এখনো প্রয়াগে। কাল দিল্লি যাব।’ অ্যান্ডরুজ তখন চিকিৎসার জন্য দিল্লির সেন্ট স্টিফেন হসপিটালে ছিলেন, তাঁকে দেখার জন্যই এই দিল্লি যাত্রা। তবে ৪ কার্তিক [বুধ 21 Oct] রওনা হয়ে তিনি কবে অ্যান্ডরুজকে দেখতে গিয়েছিলেন, বলা শক্ত। কারণ অ্যান্ডরুজ 22 Oct তাঁকে লেখেন:

I have great joy here in the Hospital this morning: for Mahatmaji came in unexpectedly to see me with his good honest face and his big warm heart, and told me all his difficulties with Govt. officials etc. ...—My Phoenix boys are being shadowed by the Police,—a truly maternal welcome on landing in this Motherland!... Oh how I wish you had been here this morning with Mahatmaji! I feel like Panchak that, if only I can bring you together, then my cup of happiness will be full![১১৫]

—অর্থাৎ এই চিঠি লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। অথচ দেখা যে হয়েছিল, সেকথা জানা যায় 3 Nov-এর চিঠিতে: ‘And your visit to Delhi was worth to me all the medicine in the world।’[১১৬]

উক্ত পত্রে ‘মহাত্মাজি’ বলতে সম্ভবত হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ[1857-1926]-কে বোঝানো হয়েছে। এই চিঠিতে যে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে, রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-বিদ্যালয়ের

সঙ্গে গান্ধীজির সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারে তার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিপূর্ণ স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ধর্ম, নীতি ও সাধারণ শিক্ষার আদর্শ নিয়ে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যখন পাকাপাকিভাবে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেন, তখন এই বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র ভারতে চলে আসেন। তাঁরা প্রথমে এসে ওঠেন গুরুকুল বিদ্যালয়ে। তাঁদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে যে সমস্যার কথা শ্রদ্ধানন্দ অ্যান্ডরুজকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে তিনি তার সমাধান করেন শান্তিনিকেতনকে তাঁদের আশ্রয়স্থল নির্বাচিত ক'রে। নভেম্বরের শুরুতেই* যে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন, তা জানা যায় 10 Nov [২৪ কার্তিক] পিতামাতাকে লেখা মারাঠি ছাত্র শ্যামকান্ত সরদেশাইয়ের পত্রে।[১১৭] রবীন্দ্রজীবনী-সহ বহু গ্রন্থে নভেম্বরের শেষভাগে তাঁদের আশ্রমে আসার কথা। লিখিত হয়েছে।

দিল্লিতে রবীন্দ্রনাথ সেন্ট স্টিফেন'স্ কলেজ পরিদর্শন করেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় *The Ashran,* Jan 1915-সংখ্যায় প্রকাশিত 'Rabindra Nath Tagore at the St. Stephen's College' [pp. 17-21] শীর্ষক প্রতিবেদনে; এতে প্রদত্ত তারিখগুলি অবশ্যই ভুল, 'বার' গুলি সঠিক হলে তারিখগুলি হবে 24-25 Oct [৭-৮ কার্তিক]:

Rabindranath Tagore visited the college on Saturday, the 3rd October. The students had just a brief glimpse of him. As he did not speak, the students arranged to have a meeting of their own Sunday the 4th noon. It was simple, short, but delightful function. The College Hall rang with cheers and the aisle was thick with rose petals which were showered on the poet as he passed on from the porch to the dias. In reply to a few words of welcome from the Principal, after apologising for having to speak in that difficult language, the poet said how delighted he was to be among them, for he loved all students.

...He felt that Indian students everywhere had no consciousness of the fact that they were Indian students. They thought that they belonged to a caste or creed or province. The fact of their living in India did not make them Indian nor of being born of Indian parents within India's geographical boundaries. What would make them Indian would be if they were true to the spirit of India's greatest and best men, who have dreamed of the oneness of India. This had been so from olden times. But it was sufficient to mention the names of Ramayana, Kabir, Nanak to illustrate his point.

Now Indian unity seems an impossibility, because of diversities of race, language and Creed. And yet India's greatest men have always dreamt of it. European savants think that an Indian Nationality is a fiction. And yet it is true that India has a mission to the world in the Scheme of Providence, it is certain that she has to find her work through overcoming the difficulties that beset her realising her unity. ... The very difficulties obstructing the realisation of Indian Unity emphatically point out what the peculiar mission of India is in the world.

—রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি আজকের দিনের ভারতীয় ছাত্রদের কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ দিল্লি থেকে আগ্রায় আসবেন জেনে সেখানকার সেন্ট জন'স্ কলেজের Rev. A.W. Davies তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা না হওয়ায় 26 Oct তাঁকে লেখেন: 'I am writing now to ask whether you can spare time to give to the staff and students of St. John's College the great privilege and pleasure of welcoming you at the College opening tomorrow morning. We regularly assemble for prayers at 10 o'clock and it would give the students and ourselves great satisfaction if you consent to receive an address from the college at this time.' রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠানটির কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

তিনি ৯ কার্তিক [সোম 26 Oct] আগ্রায় এসে আনন্দমোহন বসুর জামাতা অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ নাগের আতিথ্য গ্রহণ করেন। 'একজন প্রবাসী' তাঁর আগ্রা-বসবাসকালীন কিছু ঘটনার বিবরণ 'আগরায় রবীন্দ্রনাথ' [দ্র ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২১। ১৬২-৬৩]-শীর্ষক রচনায় প্রদান করেছেন:

অবশেষে ২৬এ অক্টোবর ...রবীন্দ্রনাথ আগরায় এসে পদার্পণ করলেন। ...কবিবর ...নাগ-বাবুর জামাতা আগরা কলেজের অধ্যাপক যুবক নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও মাননীয় বৃদ্ধ [অধ্যাপক] নীলমণি [ধর] বাবুর সহিত ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বসলেন।/ পরদিন অনেক স্বীকার-অস্বীকারের পর কবি বাঙ্গলা লাইব্রেরীতে পায়ের ধুলো দিতে স্বীকার করলেন। ...দিন স্থির হল, ৩০এ অক্টোবর শুক্রবার, অপরাহ্ন ৫টায়, তাঁর অভ্যর্থনা করা হবে।

এইবার অভ্যর্থনা। যথাসময়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল, বাঙ্গালার কবি বাঙ্গালা লাইব্রেরীতে প্রবেশ করলেন। দু'চার মিনিট মিষ্ট মধুর আলাপ করলেন। তারপর সভাস্থলে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলেন।/ নীলমণি বাবু সভাপতি হলেন। ...অক্ষয় বাবু এরূপে আগরা-প্রবাসী বাঙ্গালীগণের পক্ষ থেকে "অভিনন্দন উপহার" ও সাহিত্যরথী অতিথি রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা শেষ ক'রে আসন পরিগ্রহ করলেন। এবার আগরার বঙ্গমহিলাগণের প্রতিনিধিত্ব ল'য়ে হরপ্রসাদ বাবু অবতীর্ণ হলেন। কৃষ্ণবাবু সাহিত্য-সমিতির পক্ষ থেকে ...অগ্রসর হয়ে এলেন।

এবার কবির পালা। কবি অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠলেন। তিনি কাতরভাবে বললেন যে, তাঁর মত কোণের মানুষকে টেনে এনে লোকের মধ্যে কেন এ অপদস্ত করা। তাঁর কাণে তাঁরই সুখ্যাতি ঢুকান', এটা যে কতদূর কষ্টকর, তা তিনি বুঝতে পারেন না। তারপর তিনি বললেন যে, এসব ব্যবস্থা দেখে, কা'কেও কিছু না ব'লে, তিনি পালিয়ে যাবেন, স্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসী বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা কঁ'রে তাঁর সব কথা রটিয়ে দিয়ে, তার এই দুর্দ্দশা করলেন। ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো বন্ধুকে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করবেন না। ...তারপর কবিবর বললেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করায়, তাঁর গৌরবের বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হওয়ায়, তিনি আরাম পাচ্ছেন।

...সভা ভঙ্গ হল। কবি ডাক্তার বাগচী মহাশয়ের বাড়ী হয়ে একটা কার্পেটের কারখানায় গেলেন, সেখান থেকে নাগ মহাশয়ের বাড়ী গেলেন। ...তিনি আগরা থেকে ভাল কারিকর নিয়ে গিয়ে তাঁর বোলপুরের স্কুলে কার্পেট-বোনা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করবেন ব'লে নাকি মনস্থ করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের 'Agra, Oct.31' তারিখ-চিহ্নিত সংবাদদাতার বিবরণ *The Amrita Bazar Patrika* [2 Nov]-য় মুদ্রিত হয়:

Doctor Rabindra Nath Tagore was pleased to pay a visit to the Agra Bengali Library yesterday morning and received three different welcome addresses from the Agra Bengalis generally the ladies of Agra and the Banga Sahitya Samity. He was delighted with the Library. The proceedings concluded with a short neat speech from the honoured guest. On his way back he visited Dr. Bagchi's place and the Kunzru Datatreya Carpet Factory.

এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম আগ্রা-ভ্রমণ, সুতরাং তাজমহল অবশ্যই দেখেছিলেন; এই দর্শন কাব্যরূপ পেল পরদিন ১৪ কার্তিক [শনি 31 Oct] এলাহাবাদে ফিরে রাত্রিকালে লেখা 'এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান' [দ্র সবুজ পত্র, অগ্র। ৫৫১-৫৮, 'তাজমহল'; বলাকা ১২। ১৪-২০ (৭)] কবিতায়; প্রভাতকুমার-

কথিত “ ‘শা-জাহান’ কবিতা ...আগ্রায় না গিয়াই লেখা”[১১৮] কথাটি ঠিক নয়। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটি শুরু হয়েছে মুদ্রিত কবিতার ১৭শ ছত্র থেকে, অবশ্য পাঠান্তরে:

হায় রে হৃদয়
তোমারে যে নিত্য ছুটে যেতে হয়,
নাই যে সময়, নাই নাই
অশান্ত জীবনস্রোতে ভাসিছ সদাই ইত্যাদি।

আরও বহু পরিবর্তন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে কবিতাটির ভাব ও রূপ-দেহ গড়ে উঠেছে। প্রায় দু'মাস পরে ৫ পৌষ [20 Dec] পুনর্বার এলাহাবাদেই তাজমহল দর্শনের স্মৃতি মন্থন করে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি কবিতা লেখেন।

১৪ কার্তিক পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খোলে। রবীন্দ্রনাথও দু'একদিনের মধ্যেই এলাহাবাদ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ‘সৃষ্টির ক্রিয়া’ [দ্র তত্ত্ব, অগ্র। ১৩৭-৩৯, ‘মন্দিরের উপদেশ’; শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৯৬-৫০০] ভাষণটি তারিখ-চিহ্নিত নয়, কিন্তু এটি সম্ভবত ১৮ কার্তিক [বুধ 4 Nov] মন্দিরে কথিত হয়েছিল। নিজেকে ও জগৎকে সত্য করে জানার জন্য মানুষ যে সমস্ত অনুষ্ঠান রচনা করেছে, সেগুলি তাকে মুক্তি না দিয়ে কীভাবে খণ্ডিত করছে এইটিই ছিল ভাষণের মূল কথা:

মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে— এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে, কত অন্যায়, কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে। মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎরূপকে ব্যক্ত করবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে।

মানবধর্মকে নষ্ট করবার এইসব আয়োজন থেকে মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে তিনি বললেন: ‘আমি সত্য, আমি সত্য— এই কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ হোক। জাতীয়তার আবরণ, বিশেষ ধর্মের গণ্ডি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা— এ সমস্ত থেকে মুক্তিলাভ করি।’ কিছুদিন পরে এই আহ্বান নিয়ে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন।

কার্তিক ১৩২১-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

প্রবাসী, কার্তিক১৩২১ [১৪/২/১]:

১-৩ ‘শরতের গান’

১ ‘আলো যে/ যায়রে দেখা’ দ্র গীতালি ১১। ২২৩ [৫]

১-২ ‘তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে’ দ্র ঐ ১১। ২২৯ [১৫]

২ ‘আমার গোপন হৃদয় প্রকাশ হল’ দ্র ঐ ১১। ২৩২ [১৯, ‘হৃদয় আমার প্রকাশ হল’]

২ ‘শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি’ দ্র ঐ ১১। ২৩৭ [২৬]

২ ‘কোন বারতা পাঠালে মোর পরানে’ দ্র ঐ ১১। ২৪২ [৩৫]

২ ‘তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে’ দ্র ঐ ১১। ২৪৮-৪৯ [৪৫]

২-৩ ‘আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো’ দ্র ঐ ১১। ২৫৬-৫৭ [৫৬]

৩ 'চরম নমস্কার' ['ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার'] দ্র ঐ ১১। ২৫৯-৬০ [৬১]

'শেষের দান' ['ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে'] দ্র ঐ ১১। ২৬৪ [৬৭]

১৭ ['শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে'] দ্র ঐ ১১। ২২৮ [১৩]

সবুজ পত্র, কার্তিক ১৩২১ [১/৭]:

৪১৯-২০ 'সন্ধ্যার যাত্রী' ['মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে'] দ্র গীতালি ১১। ২৯২-৯৩ [১০৭]

৪২১-২৩ 'অপরিচিতা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ২৯৩-৩০৭

৪৪৪ 'শেষ প্রণাম' ['এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে'] দ্র গীতালি ১১। ২৯৪ [১০৮]

The Times, 26 Oct 1914:

9 'The Trumpet' দ্র *Fruit-Gathering*, No.35

'শঙ্খ' কবিতার এই অনুবাদটি কোনো মন্তব্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে প্রেরণ করেন, রোটেনস্টাইন এটি টাইম্‌স্‌-এ পাঠিয়ে 27 Oct প্রাপ্তিস্বীকার করে পত্র দেন। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে শিরোনাম লিখিত কবিতাটির টাইপ- করা কপি রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে আছে।

The Modern Review, Nov 1914 [VOL.XVI, No.5]:

479-85 'Eyesore' XLVI-XLIX

The Ashram, Oct-Nov 1914 [VOL.II, Nos.3-4]:

1-3 'The Crossing' ['The Boatman is out crossing the wild sea at night'] *Fruit-Gathering*, No.41

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের হস্তলিখিত এই মাসিকপত্রে 'পাড়ি' কবিতার অনুবাদটি প্রথম প্রচারিত হয়।

বিধুশেখর শাস্ত্রী স্ব-গ্রাম মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রাচীন প্রথায় টোল খুলে সংস্কৃত-শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি মডার্ন রিভিয়্যু-র Oct-সংখ্যায় 'The Hindu University: Its Conversion into a "Gurugriha" '[pp.411-13]-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রাচীন আদর্শে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষার রীতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। প্রবন্ধটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ২১ কার্তিক [শনি 7 Nov] তাঁকে লেখেন:

...মডার্ণ রিভিয়ুতে আপনার লেখাটি পড়িয়াছি— হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে সে কথা আপনার অগোচর নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে লেখালেখি করিয়া কোনো ফল হইবে না— খুব ছোটো করিয়াও যদি কোথাও কাজ আরম্ভ করিতে পারেন তবেই আপনার মত যে সত্য তাহা সপ্রমাণ হইবে। যাহারা সাধারণের কাছ হইতে ভিক্ষা লইয়া কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় তাহারা নূতন পথে চলিতে সাহস করেনা কারণ তাহাদিগকে সকলের মন জোগাইতে হইবে। যদি কাহারো দিকে না তাকাইয়া দুঃসাহসের তাড়নায় একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন তবেই ভালো— নহিলে আপনার কথা কেহ শুনিবে না এবং আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।[১১৯]

এই ধারণা নিয়েই তিনি নিজে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন— কিন্তু আপোষ করে নয়, নিজের আদর্শের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরে বিশ্বভারতী স্থাপনার সময়েও তিনি একই ধারণার বশবর্তী থেকেছেন।

আশ্রমে এসে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হলেন। নিয়মানুবর্তিতা ও সরল জীবনযাত্রার পক্ষপাতী তিনিও ছিলেন, কিন্তু ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর প্রসন্ন সমর্থন পায়নি— বস্তুত আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ নিয়েই তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কথাই তিনি 15 Nov [২৯ কার্তিক] কলকাতা থেকে আন্ডরজকে লিখলেন: 'What little I have seen of the Phoenix boys they are very nice, but it is a pity to be so completely nice. They have discipline where they should have ideals. They are trained to obey which is bad for a human being, for obedience is good, not because it is good in itself but because it is a sacrifice. Those boys are in danger of forgetting to wish for anything, and wishing is the best part of attainment. However they are happy, though they have no business to be happy.'[১২০] কিন্তু এই সমালোচনায় আন্ডরুজ ব্যথা পেতে পারেন ভেবে 18 Nov [২ অগ্র] তাঁর আগের বক্তব্যের একটু সংশোধন করেন: 'I had been somewhat unfair to the Phoenix boys in my letter to you. Since then I have been able to come closer to them and I think they are very lovable, though I cannot get rid of my misgivings about their system of training.'[১২০]

শান্তিনিকেতনে আসার কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা রওনা হন। 'রবিবার' [*8 Nov: ২২ কার্তিক] তিনি চারুচন্দ্রকে লেখেন: 'কলিকাতায় আজ রওনা হব অতএব যদি জোড়াসাঁকোয় আস্‌তে পার তবে মোকাবিলা হওয়া অসম্ভব নয়।'[১২১] 10 Nov কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লিখেছেন: 'দুপুরে রথীবাবুর কাছে telephone-এ জানলাম কবি কলকাতায় সপ্তাহখানেক থাকবেন। তাঁর শরীর ভাল।'[১২২] ২৬ ও ২৭ কার্তিক তাঁর অনেকগুলি পত্র প্রেরণের হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে; ২৬ কার্তিকের [12 Nov] পত্র: 'Macmillan Co. লণ্ডন, আয়ার্লণ্ড ১খান ও রথেনস্টাইন ১ খান', ২৭ কার্তিকের পত্রগুলি 'দত্তাত্রেয়, অজিতকুমার, সুরেনবাবু মহাশয়, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র ঘোষ, সুধাকান্ত রায়, অবিনাশ কাব্যপুরাণতীর্থ, মোহিনীসুন্দরী দেবী'কে লেখা হয়— অধিকাংশ পত্রই পাওয়া যায়নি, তবে অজিতকুমারকে লিখিত পত্রটি হয়তো শনাক্ত করা যায়। অজিতকুমার এইসময়ে মহর্ষির জীবনচরিত রচনার আয়োজন করছিলেন, সেইজন্য রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মহর্ষির পত্র ও হিসাবের খাতার খোঁজ করাতে রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে তাঁকে লেখেন:

> রাজনারায়ণবাবুর চিঠি খোঁজবার জন্যে সুরেনকে তাড়া দিয়েছি। ...হিসাব পত্রের খাতা অনেক আছে কিন্তু এখানে বসে থেকে তার থেকে তারিখ উদ্ধার করা ছাড়া উপায় নেই। সে খাতার বোঝা ত শান্তিনিকেতনে চালান করা সম্ভব। ...
>
> আমি বোটে যাব ভেবেছিলুম কিন্তু এবারকার দুর্ভিক্ষের দিনে সেখানে অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে পড়তে হবে ভয়ে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি। রামগড়ে আমাদের বিদ্যালয়ের যে শাখা বিস্তার করবার কথা হচ্চে তারই পরামর্শের জন্যে এখানে আবদ্ধ আছি নইলে এতদিনে ওখানেই ফিরে যেতুম। যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা করব।[১২৩]

হয়তো উক্ত জীবনচরিতের প্রয়োজনেই সুরেন্দ্রনাথ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লেখা হয়েছিল।

রামগড়ে বিদ্যালয়ের শাখা বিস্তারের প্রসঙ্গটি কিছুটা অস্পষ্ট, কারণ এই পরিকল্পনার কথা অন্য কোনো সূত্রে জানা যায়নি। তবে রুগ্ন ছাত্র-শিক্ষকদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কোনো উপযুক্ত জায়গা সন্ধানের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেককে বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন, এটিও হয়তো সেইরূপ ভাবনারই একটি প্রকাশ। অবশ্য

এইসময়ে তিনি আবার রামগড়ে যাওয়ার আয়োজন করছিলেন। 15 Nov [রবি ২৯ কার্তিক] তিনি অ্যান্ডরুজকে লেখেন:

Ramgarh is said to be not unfavourable for wintering; and this it is that has induced me to try to go there for quiet during the next few months till it becomes decently warm and comfortable. Whatever may happen, I must remain beyond the reach of correspondence. I shall start from Bolpur, where I am going tonight, on the 18th of November Wednesday by Bombay Mail. Rathi will accompany me and possibly বউমা। I shall escape 7th Paus, 11th Magh, the invitation to Theistic Conference and such other evils.[১২৪]

'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমনোপলক্ষে ব্যয়' হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি উক্ত তারিখেই শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন। কালিদাস নাগ 16 Nov ডায়েরি-তে লিখেছেন: 'জোড়াসাঁকোতে এসে রথীবাবুর সঙ্গে দেখা— বল্লেন তিনি কাল চলে গেছেন, আমরা দুই একদিনেই রামগড় যাচ্ছি।'[১২৫] কিন্তু পরিকল্পনার কিছু বদল ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ দুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে ১ অগ্র [মঙ্গল 17 Nov] রাত্রে কলকাতায় ফিরে পরের দিন অ্যান্ডরুজকে লিখলেন: 'I am starting for Ramgarh to-night and don't know when I shall be back. I shall rely upon my জীবন-দেবতা to fix dates for me. I hope he will allow me to stay in the hills till the snows melt and the streams run towards the plains.'[১২৪] কিন্তু তাঁর জীবনদেবতা অন্যরকম ভেবেছিলেন। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় রামগড়ে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ায় তিনি এলাহাবাদে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে ঘটনাচক্রে আগ্রাতে উপস্থিত হন। 'Monday'[১৪ অগ্র: 30 Nov] অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'The Himalayas did not give me a warm enough reception this time and our parting was cold and cheerless. The situation of our house is not at all favourable for wintering. We do not have the afternoon sun on that side, and a chill gloom settles on it before it is evening.' পরবর্তী ঘটনার বিবরণ আছে 5 Dec [শনি ১৯ অগ্র]-এর চিঠিতে: "We found the train overcrowded at Kathgodam the school children from Nainital going home. So we took this side track to Agra. This was our first concession to *Maya*, the spirit of mischief that leads one from straight paths of deviations. Being his first visit to Agra Rathi took three days to explore the town and its environments catching tourist fever in the process.'[১২৪] এইসব চিঠি থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ১১ অগ্র [শুক্র 27 Nov] নাগাদ আগ্রাতে আসেন এবং সেখান থেকে ১৫ অগ্র [মঙ্গল 1 Dec] ভোরে জয়পুর রওনা হন। তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল একাই এলাহাবাদে চলে আসবেন, কিন্তু জয়পুর পরিদর্শনে তিনি সঙ্গে থাকলে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় রথীন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গী হবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে অগত্যা তাঁকে সম্মত হতে হয়। সেখানে তাঁরা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক সুবোধচন্দ্র মজুমদারের অতিথি হন। সেখান থেকে আগ্রা ফিরে আসেন ১৮ অগ্র [শুক্র 4 Dec] রাত্রে। জয়পুর-ভ্রমণ তাঁর ভালো লাগেনি, সেকথাই অ্যান্ডরুজকে লিখেছেন পরের দিন: 'This Jaipur trip has been a failure simply because we put at the house of-a man we know and he tried to make it

evident that our visit was to him and not to Jaipur. He screened us in from every thing that belonged to the place, only giving an occasional airing, scaring away others who were more eager and more competent than he was to help us in our mission.' রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রামগড়ে আরও কিছু জমি সংগ্রহ করবেন, সেই উদ্দেশ্যেই অ্যান্ডরুজ এলাহাবাদে গিয়েছিলেন; সেখানে গবর্মেন্ট হাউস থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন [23 Nov]: 'I came here to stay with Sir James Meston to try to settle up about the plateau above Ramgarh, as that is always the best way to do with busy people and I am most anxious we should get it. I think we shall do so, though the Forest people are great sticklers. But L.Gs are omnipotent despots, and I am sure we shall win.'[১২৫] সেই কারণেই এলাহাবাদে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আগ্রায় ফিরেই সংবাদপত্র থেকে জানতে পারেন যে, অ্যান্ডরুজ এলাহাবাদ ত্যাগ করেছেন। খবরটি ভুল হতে পারে এই আশায় তিনি 5 Dec-এর পত্রটি এলাহাবাদের ঠিকানাতেই পাঠিয়ে লেখেন: 'We are trying to get the day train tomorrow in order to reach Allahabad the same evening but I am afraid we shall not get it and it will not be possible for us to come to Allahabad before Monday morning.'[১২৪]

এই পত্র অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ২১ অগ্র [সোম 7 Dec] এলাহাবাদে পৌঁছন— কিন্তু তখন অ্যান্ডরুজ সেখানে ছিলেন না। ফলে কয়েকদিন পরেই তিনি দিল্লি যাত্রা করেন। *10 Dec [বৃহ ২৪ অগ্র] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আজ একবার দিল্লিতে যাচ্চি তার পরে খুব সম্ভব বোটে বেরব— তার পরে কখন কোথায় গিয়ে পৌঁছব কিছুই ঠিক নেই।'[১২৬] সম্ভবত এইদিনই [পোস্টমার্ক: 11 Dec] প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন: 'কাল রাত্রে সবুজপত্র পাওয়া গেল। ...কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি— বের্গসঁর ফিলজফির লাইনে — স্থিতি নেই বল্লেই হয়— যাকে বলে গড়ানে পাথর, রোলিং ষ্টোন্, সবুজ সামগ্রী কিছুই জমা করবার মত অবকাশ ঘটেনি। কোনোমতে টুক্‌রো সময়গুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে ফকিরের কাঁথার মত করে আমার এবারকার গল্পটা ['জ্যাঠামশায়'] সেরেছি। ...যুদ্ধের সম্বন্ধে তোমার লেখাটি ['বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান সভ্যতা'] ভালো লাগ্‌ল— ও সম্বন্ধে আমার মনে যে সমস্ত কথা এসেছে হয় ত ছোটখাটো আকারে লিপিবদ্ধ করে তোমার সম্পাদকী দপ্তরে রওনা করে দিতে পারি।'[১২৭] সম্ভবত এর পরেই তিনি 'লড়াইয়ের মূল' [দ্র সবুজ পত্র, পৌষ। ৫৮২-৮৬; কালান্তর ২৪। ২৬৯-৭২] প্রবন্ধটি লিখে পাঠিয়ে দেন। দিল্লি থেকে ফিরে এসে 'শনিবার' [৪ পৌষ: 19 Dec] তাঁকে লেখেন:

> একদিন প্রাতঃকালে এলাহাবাদ থেকে দিল্লিতে যাবার বিষম ব্যস্ততার মধ্যে সেই লেখাটা তাড়াতাড়ি লিখে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তার পরে এ কথা আমার মনে হয়েছে যে ওটার মধ্যে দু চার জায়গায় একটু নরম তুলি বুলিয়ে কড়া রংগুলোকে কিছু ফিকে করে দিলে আর কোনো গোল থাকে না। তোমারও যখন সেই মত তখন এক কাজ কোরো লেখাটার যে যে অংশে কাঁটাখোঁচা আছে একটু চিহ্নিত করে শান্তিনিকেতন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো— আমি কিছু বাড়িয়ে কমিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব— তার পরেও যেটুকু অধিকমাত্রায় বেমোলায়েম ঠেকবে তার উপরে দুই এক দফা তোমার সম্পাদকী র‍্যাঁদা চালিয়ে দিয়ো।[১২৮]

তুলি কতটা বোলানো হয়েছিল জানা নেই, কিন্তু পত্রিকায় বা গ্রন্থে মুদ্রিত মোটামুটি নিরীহ প্রবন্ধটি সম্পর্কে লেখক ও সম্পাদক উভয়েরই কিছু দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করা যায় সম্ভবত Control of the Press— The Indian Naval and Military News (Emergency) Ordinance of 1914'-এর কথা ভেবে। প্রুফ

সংশোধন করার পরেও পরিবর্ত-প্রবন্ধ 'খৃষ্টধর্ম্ম' পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে লেখেন: 'যদি "লড়াইয়ের মূল" প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকে ওটা থাক্, ও আমি ইংরেজিতে লিখব তাহলে কোনো হাঙ্গাম থাকবে না।'[১২৯] আবার তাঁকেই একটি বেতারিখ পত্রে লেখেন: 'প্রুফ যেদিন পেয়েছি সেইদিনই পাঠিয়েছি— বিশেষ কোনো পরিবর্তন করিনি— কেবল ছাপার ভুল সেরে দিয়েছি।'[১৩০]

অগ্রহায়ণ ১৩২১-এ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনা-সূচিটি এইরূপ:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্র ১৮৩৬ শক [৮৫৬ সংখ্যা]:

১৩৭-৩৯ 'মন্দিরের উপদেশ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৯৬-৫০০ ['সৃষ্টির ক্রিয়া']

১৩৯-৪০ 'নূতন গান ও স্বরলিপি'/ 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নাম্‌ল' দ্র স্বর ৪৩

১৪১-৪২ " / 'আমার সকল রসের ধারা' দ্র স্বর ৪৩

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাসী, অগ্র ১৩২১ [১৪/২/২]:

১০৩-০৯ 'গীতিগুচ্ছ'

এই গুচ্ছে গীতালি-র ২৪টি গান মুদ্রিত হয়; ১০৩ 'দুঃখের বরষায়'; ১০৩ 'আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি'; ১০৪ 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল'; ১০৪ 'আমি যে আর সইতে পারিনে'; ১০৪ 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার'; ১০৪-০৫ 'আগুনের পরশমণি'; ১০৫ 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে'; ১০৫ 'ঐ যে কালো মাটির বাসা'; ১০৫ 'যে থাকে থাক্‌না দ্বারে'; ১০৫-০৬ 'শুধু তোমার বাণী নয় গো'; ১০৬ 'মোর মরণে তোমার হবে জয়'; ১০৬ 'না বাঁচাবে আমায় যদি'; ১০৬ 'মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল'; ১০৬-০৭ 'সামনে এরা চায় না যেতে'; ১০৭ 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে'; ১০৭ 'এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন'; ১০৭ 'তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে'; ১০৭-০৮ 'তোমার অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে'; ১০৮ 'কাণ্ডারী গো/ এবার যদি এসে থাক কুলে'; ১০৮ 'মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই'; ১০৮ 'আমার সুরের সাধন'; ১০৮-০৯ 'পুষ্প দিয়ে মারা যারে'; ১০৯ 'এবার কূল থেকে মোর গানের তরী'; ১০৯ 'তোমার কাছে এ বর মাগি'।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, অগ্র ১৩২১ [২/৫]:

৬৩-৬৪ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ মরি ও কাহার বাছা

সবুজ পত্র, অগ্র ১৩২১ [১/৮]:

৫১৭-২২ 'ছবি' ['তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা'] দ্র বলাকা ১২। ১০-১৪ [৬]

৫২৩-৫০ 'জ্যাঠামশায়' দ্র চতুরঙ্গ ৭। ৪২৯-৪৬

৫৫১-৫৮ 'তাজমহল' ['এ কথা জানিতে তুমি...'] দ্র বলাকা ১২। ১৪-২০ [৭]

The Modern Review, Dec 1914 [VOL.XVI, No.6]:

543 'Poems'

'Thou hast come again to me' *Poems*/80, No.55

'I know that the flower one day shall blossom' দ্র ঐ / *78*, No.53

'I know at the dim end of some day' দ্র *Fruit-Gathering*, No.52

641-52 'Eyesore' XL-LIII

অনুবাদগুলির মূল যথাক্রমে 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে', 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' ও 'জানি জানি গো দিন যাবে'।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে দূরে থাকলেও বিদ্যালয়ের ভাবনা সবসময়েই রবীন্দ্রনাথের মন অধিকার করে ছিল। তিনি দূরে থাকছিলেন, তাও অনেকটা বিদ্যালয়েরই কারণে। জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো বিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে আত্মশক্তির উদ্‌বোধন চাইতেন। অথচ তিনি তাঁদের মধ্যে থাকলে সকলেই আদেশ-উপদেশের জন্য তাঁরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন, যা তিনি পছন্দ করতেন না। ছাত্রশাসনতন্ত্র ছাড়া অধ্যাপকদের নিজস্ব ও পারস্পরিক সমস্যা মীমাংসা করার জন্য অধ্যক্ষসভা ছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকলে এইসব সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব পড়ত তাঁর উপর, পারস্পরিক দোষারোপ ছিল অনিবার্য— তাছাড়া তাঁর সঙ্গলাভের জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতারও অভাব ছিল না। ২৪ ফাল্গুন ১৩১৫ [7 Mar 1908] তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন:

> ...শৃঙ্খলার অভিব্যক্তি বিদ্যালয়ের ভিতর থেকে সহজভাবে উঠচে না। এবং এই সহজভাবের বাধা আমার অস্তিত্ব। বিদ্যালয়ের কতকটা তার নিজের কতকটা আমার। যদি বিদ্যালয় আমার মুখের দিকে কিছুমাত্র না তাকিয়ে নিজের অভ্যন্তরের তত্ত্বটিকে নিজের জোরেই আকার দিতে থাকে তাহলে ওর দুর্ব্বলতা সমস্ত চলে যায়। আমার কি মত, আমি কি বলব, আমি কি চাই এই প্রশ্নটা বিদ্যালয়ের সকল ব্যবস্থার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ব্যাধির মত রয়ে গেছে। কোনটা যে তোমরা করচ এবং কোনটা আমি করচি তা বোঝা যায় না বলে তোমরা পরস্পর সম্পূর্ণ মিলে বিদ্যালয়ের কাজ সম্পন্ন করচ না। যখনি নিশ্চয় জানবে বিদ্যালয় তোমাদেরই তখনই ওর কাজ ঠিকভাবে চলবে।[১৩১]

এই কারণেই তিনি 15 Nov [২৯ কার্তিক] অ্যান্ডরুজকে লিখেছিলেন: It is wicked of me to be away when you are returning to the Asram after your illness; but I feel that you will have a better opportunity of coming closer to the boys and teachers if I am not there, and that will compensate you for my absence.'[১৩২]

নোবেল প্রাইজের অর্থের সুদ বিদ্যালয়ের অর্থাভাব অনেকটা মোচন করেছিল, ইংরেজি গ্রন্থের রয়্যালটি থেকে অধ্যাপকদের বাসস্থান বা রান্নাঘর ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থাও হয়েছিল— কিন্তু আরও অর্থের দাবীও বাড়তে থাকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 12 Nov [২৬ কার্তিক] অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'I know these school financial difficulties are good for us, but I must have strength enough to extract good. ... The whole Asram must rouse itself from its passive inanity and be ready to meet the danger, ...Even the little boys should not be kept entirely ignorant of our difficulties. They should be proud of the fact that they also bear their own share of the responsibility.'[১৩৩] কিন্তু ছাত্রেরা যখন নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথই তাতে *বাধা দিয়েছেন।*

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে পাটের দর পড়ে যাওয়াতে বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, তীব্র অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ে পূর্ববঙ্গের ছাত্রই বেশি, পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়ে তারা এই কষ্ট প্রত্যক্ষ করে ২২

কার্তিক নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় মিলিত হয়ে এর প্রতিকারার্থে একটি রিলিফ ফান্ড গঠন করে। *The Modern Review*[Dec/ 667-67]-তে 'A Noble Example' শিরোনামে লেখা হয়:

The boys of Babu Rabindranath Tagore's school at Bolpur have opened a relief fund. They have invited subscriptions to their fund, to be sent to Mr. W.W. Pearson, Santiniketan P.O. In addition to what the boys can personally contribute, they have in a body resolved to save Rs. 40 a month not consuming sugar. This amount will go to the relief fund. By not consuming ghee for three months they will be able to contribute Rs. 500 to their relief fund.

খবরটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আগ্রা থেকে অ্যান্ডরুজকে লেখেন [5 Dec]: 'I am surprised to read in the Modern Review that our Bolpur boys are going without their sugar and ghee in order to open a relief fund. Do you think this is right?'[১৩৪] একই কথা এলাহাবাদ থেকে নগেন্দ্রনাথকে লেখেন *16 Dec [বুধ ১ পৌষ]:

কাগজে দেখলুম আমাদের ছেলেরা ঘি ও চিনি ছেড়ে দিয়েছে। এই হচ্চে সাহেবী ছেলেদের নকল। এরকম নকল খুব সহজ। একথা মনে রেখো ছেলেরা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে স্বাধীন নয়। এ সম্বন্ধে কোন্‌টা ত্যাগ করবে এবং কোন্‌টা রাখবে সে তাদের হাতে নেই। ওরা যদি বলে বসে আমরা কিছুকাল পড়া ত্যাগ করে বই কেনা বন্ধ কর্‌ব এবং সেই টাকা দান করব সে যেমন তাদের অধিকার বহির্ভূত— ঘি চিনি খাব না বলাও ঠিক তেমনি। তারা আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও আমাদের কর্ত্তব্য হচ্চে তাদের বাধা দেওয়া। ওরা মাছ মাংস খায় না, দুধ অতি সামান্যই পায়— ঘি চিনি ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সৎপস্থা হচ্চে না খেয়ে টাকা বাঁচানো নয় কাজ করে টাকা রোজগার করা। কুয়ো খুঁড়ুক, রাজমজুরের কাজ করুক, জল তুলুক, সাতই পৌষের কাজে লাগুক, সেই পুকুরের গর্ত্ত বুজিয়ে দিক, বাসন মাজুক— এতে ওদের অকৃত্রিম উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাবে— এতে কোনো দিকেই ওদের কোনো অনিষ্ট নেই।[১৩৫]

ছাত্ররা এই নির্দেশ অনুসারেই কাজ করে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিল।

নগেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কৃষিতত্ত্ব শেখাচ্ছিলেন। নিতান্ত পুঁথিপড়া বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের পরামর্শ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ *10 Dec [বৃহ ২৪ অগ্র] এলাহাবাদ থেকে তাঁকে লেখেন: ইতিমধ্যে তুমি যদি গান্ধির দল এবং আমাদের ছেলের দল নিয়ে বেশ একটু ভালো রকমের সবজির ক্ষেত করে তুলতে পারো সেটা সকল রকমেই বিদ্যালয়ের কাজে লাগবে। অর্থাৎ আহার ঔষধ দুই হবে। যদি ওখানকার জমিতে ছেলেদের কিছু উৎপন্ন করাতে পার তাতে তাদের অনুরাগ শিক্ষা শ্রদ্ধা এবং আনন্দ হবে। শিক্ষার স্বাভাবিক প্রণালীই এই। ...ওরা ভয় পাচ্ছে আরম্ভ খুব বড় রকম হয়ে শেষ রক্ষা না হয়। তার চেয়ে আমাদের স্কুল যেমন করে আরম্ভ হয়েছিল— অর্থাৎ খুবই ছোটোভাবে, বিশ্বের লোকের অবিশ্বাস ও বিদ্রুপের মুখে—তেমনি করে আরম্ভ কর। ...যেদিন জমিতে রীতিমত ফসল ফলাতে পারবে সেইদিনই কৃষিবিদ্যালয়ের সত্যকার পত্তন হবে।[১৩৬]

এই চিঠিতে তিনি সন্তোষচন্দ্রের ডেয়ারি সম্পর্কে নিষ্ঠার অভাবের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু যাঁকে লিখছিলেন তিনিও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন না— ফলে তাঁর সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হয়েছে। অথচ তাঁর পরিকল্পনা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ছিল!

উক্ত *16 Dec-এর পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'দুই তিনদিন এলাহাবাদে আছি— তারপরেই বেরিয়ে পড়ব— কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই।' এর আগে একাধিক চিঠিতে তিনি বোটে করে পদ্মায় যাওয়ার কথা

লিখেছেন। কিন্তু পরিকল্পনার বদল হল। একটি তারিখহীন [৪ পৌষ শনি 19 Dec] পত্রে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখলেন: 'কাল এলাহাবাদ ছেড়ে সোমবার প্রাতে বোলপুর পৌঁছব।'[১৩৭] তার আগে ৩ পৌষ রাত্রে তিনি 'হে বিরাট নদী' [দ্র সবুজ পত্র, পৌষ। ৫৭৭-৮১, 'চঞ্চলা'; বলাকা ১২। ২০-২৩ (৮)] কবিতাটি লিখলেন। পরদিন এটি কপি করে পিছনের পৃষ্ঠায় মণিলালকে লেখেন: '...এই কবিতার একটা প্রুফ অবিলম্বে সেখানে পাঠাবে। জিনিষটা কি কারো বোধগম্য হবে? একবার সম্পাদককে দেখিয়ে নিয়ো— যদি মনে কর এটা হেঁয়ালি তা হলে নির্ব্বাসন করে দিয়ো।'[১৩৮] একই কথা লিখেছেন প্রমথ চৌধুরীকে: ' "চঞ্চলা" নামক এক কবিতা মণিলালকে পাঠিয়েছি— যদি সেটা অচলা হয় তাকে ঝেড়ে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা কোরো না।'[১৩৯]

৫ পৌষ [রবি 20 Dec] প্রভাতে এলাহাবাদ ত্যাগ করার আগে রবীন্দ্রনাথ 'কে তোমারে দিল প্রাণ' [দ্র সবুজ পত্র, পৌষ। ৫৮৭-৮৯, 'তাজমহল'; বলাকা ১২। ২৩-২৫ (৯)] কবিতাটি লেখেন।

৬ পৌষ সকালে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] শান্তিনিকেতনের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় চারটি ভাষণ দেন। 'প্রাতঃকালের উদ্বোধন' [তত্ত্ব, মাঘ। ১৬৭-৬৮; শান্তিনিকেতন ১৬। ৫০০-০১, 'দীক্ষার দিন']-এ মহর্ষির দীক্ষাদিনের মাহাত্ম্য স্মরণ করে তিনি বললেন: 'এই আশ্রম তাঁর সেই দীক্ষাদিনটিরই বাইরের রূপ। কারণ এখানে কর্মে দীক্ষা, শিক্ষায় দীক্ষা, শিক্ষকতায় দীক্ষা— সেই অমরজীবনের দীক্ষা। সেই পরম দীক্ষার মন্ত্রটি এই আশ্রমের মধ্যে রয়ে গেছে।' 'প্রভাতের উপদেশ' [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ১৬৮-৬৯; শান্তিনিকেতন ১৬ । ৫০২-০৪, 'আরও']-এ তিনি 'আরো চাই যে, আরো চাই গো' গানটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে য়ুরোপের মহাযুদ্ধকে স্মরণ করলেন, কিন্তু অমানবিক সেই যুদ্ধের মধ্যেও আদর্শবাদী কবি মানবের উত্তরণের আশা ব্যক্ত করতে ভুললেন না:

> একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন আমরা আনন্দোৎসব করছি, তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে। সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখছে— কী প্রলয়ের বিভীষিকা! সেখানে এই বিভীষিকার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে— সেখানে ইতিহাসের ডাক এসেছে, সেই ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। কে ভুল করেছে, কে ভুল করেনি— এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী, সে-কথা দূরের কথা। কিন্তু ইতিহাসের ডাক পড়েছে— সে ডাক জার্মান শুনেছে, ইংরেজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে— তা হবে না, ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এতদিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন— এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না। যেমনি এই হুকুম পৌঁছেছে, অমনি কামানের গোলা দুই পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। ...কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে।

'সায়ংকালের উদ্বোধন' [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ১৬৯-৭০; শান্তিনিকেতন ১৬ । ৫০৪-০৬, 'আবির্ভাব'] 'তুমি যে এসেছ মোর ভবনে/ রব উঠেছে ভুবনে' গানটি অবলম্বনে কথিত। একই ভাবে 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে' গানটি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'সায়ংকালের উপদেশ' [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ১৭০-৭১; শান্তিনিকেতন ১৬। ৫০৭-০৮, 'অন্তরতর শান্তি']-টি প্রদান করেন।

৮ পৌষ আশ্রমের বার্ষিক সভা ও ৯ পৌষ পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মরণ সভা হয়, এগুলিতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলেও তাঁর কার্যকর কোনো ভূমিকার কথা জানা যায় না। ১০ পৌষ [শুক্র 25 Dec] খ্রিস্ট-জন্মদিনে মন্দিরে তিনি যে উপাসনা করেন, সেটি 'খৃষ্টধর্ম্ম' নামে সবুজ পত্র-এর জন্য লিখে দেন [দ্র

সবুজ পত্র, পৌষ। ৫৯০-৯৫; খৃষ্ট ২৭ । ৪৯৭-৫০০]। অ্যান্ডরুজ, স্টপফোর্ড ব্রুকের মতো খ্রিস্টানকে দেখে খ্রিস্টধর্মের যে মহিমা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বিলেত থেকে ফেরার পথে জাহাজে দুই খ্রিস্টান মিশনারির আচরণ তাতে আঘাত করেছিল— সেই ইতিহাস আমরা পূর্বে বিবৃত করেছি। ভারতে মিশনারিদের কীর্তিকলাপ তার অজানা ছিল না। 'খৃষ্টধর্ম' প্রবন্ধের সূচনা হয়েছে সেই তিক্ততা দিয়ে:

খৃষ্টান খৃষ্টধর্মকে নিয়ে যখনই অহংকার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম নয়, যা তার আপনি। এই জন্য সে যখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষুকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার জেগে ওঠে— এবং যে অহংকার অহংকৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, সাম্প্রদায়িক অহংকার কেবল খ্রিস্টধর্মের একচেটিয়া নয়, আদি ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীও তা থেকে মুক্ত নয় ['আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' প্রবন্ধ স্মরণীয়]। সেইজন্য তিনি এর পরেই বললেন:

এই জন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানের হাত থেকে খৃষ্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।/ আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খৃষ্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব— খৃষ্টানের জিনিস বলে নয়, মানবের জিনিস বলে।

১০ পৌষ সম্ভবত প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন 'হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে' [দ্র সবুজ পত্র, মাঘ। ৬৬২-৬৪; 'উপহার'; বলাকা ১২। ২৫-২৭ (১০)]। রবীন্দ্রজীবনী-কার যথার্থই কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গভীরু নিরাসক্ত মনের আভাস অনুভব করেছেন।[১৪০] অ্যান্ডরুজ 15 Dec লিখেছিলেন: 'I can see so clearly now....how I should have done injury to your love for me also if you had not been so firm and true and patient and gentle with me. I did not understand you, though you were trying so hard to explain yourself to me and what you really wanted from me. For now I see that you were really asking all the while for something far deeper and truer and more manly from me than the weak, emotional and almost selfish love which I was offering.'[১৪১] প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ 18 Dec [শুক্র ৩ পৌষ] এলাহাবাদ থেকে তাঁকে লিখেছিলেন:

I do not know how to heal the hurts that painfully surprise my friends when in their intercourse with me they stumble against fences that can never be removed. Surely you know by this time that I have something elusive in me, which eludes myself not less than others. Because of this element in my nature, I have to keep my environments free and open, fully to make room in my life for the Undreamt-of who is expected every moment. Believe me, I have a strong human sympathy, yet I can never enter into such relations with others as may impede the current of my life, which flows through the darkness of solitude beyond my ken. I can love, but I have not that which is termed by phrenologists "adhesiveness"; or to be more accurate, I have a force acting in me, jealous of all attachments, a force that tries to win me for itself, for its own hidden purpose.[১৪২]

—এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি একদা নিত্যকৃষ্ণ বসুর দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন দ্র রবিজীবনী ৪। ২৮-২৯। 'উপহার' কবিতায় এই আত্মবিশ্লেষণই কাব্যরূপ পেয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

26 Dec [শনি ১১ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি ভাষান্তরিত করেন Ms.131-এর 126 পৃষ্ঠায়: 'Oh, the Shantiniketan, the Darling of our hearts'; এটি 'This song is sung in chorus in Bengali by the boys of the Santiniketan school' টীকা-সহ 'Santiniketan' শিরোনামে Feb 1915-সংখ্যা *The Modem Review* [p.137]-তে মুদ্রিত হয়।

১২ পৌষ তিনি খ্রিস্ট-জন্মদিনের ভাষণটির কাব্যরূপ দিলেন 'হে মোর সুন্দর' [দ্র সবুজ পত্র, মাঘ। ৬৯৪-৯৭, 'বিচার'; বলাকা ১২। ২৭-৩০ (১১)] কবিতায়। কবিতাটি 'Judgement' নামে অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে উপহার দেন [দ্র *Letters to a Friendl* 52-53; *Fruir-Gathering*, No.36]।

১৩ পৌষ [সোম 28 Dec] 'তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে' [প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২২। ৬৮৩, 'দেওয়া নেওয়া'; বলাকা ১২। ৩০-৩২ (১২)] কবিতাটি লিখিত হয়। 29 Dec রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I send you the translation of a poem of mine suggested by the letter I got from Rachel. It gave me the right perspective and I saw all the simple things of the world in their proper significance in spite of the din and smoke of this terrible war.'[১৪৩] মেরী লাগো মনে করেছেন, কবিতাটি হল 'The Freedom of Separation'—বলাকা-র ২২-সংখ্যক 'যখন আমায় হাতে ধরে' কবিতাটির অনুবাদ; কিন্তু উক্ত কবিতাটি লেখা হয় ১৯ মাঘ [2 Feb 1915]। আমাদের মনে হয়, পত্রে উল্লিখিত অনুবাদটি হল 'Time after time I came to your gate with raised hands' [দ্র *Fruit Gathering*, No.28]—'দেওয়া নেওয়া' কবিতাটিরই অনুবাদ, এটির প্রতিলিপি রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে রক্ষিত আছে। রাচেলের পত্রটি শনাক্ত করা যায়নি।

১৩ পৌষ রবীন্দ্রনাথ একটি গানও রচনা করেন: 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' দ্র গীত ২। ৩০৬; স্বর ১।

কিন্তু এইসব লেখালেখির মধ্যেও সবুজ পত্র-এর জন্য গল্প লেখার তাগিদ তাঁর মনে ছিল। চতুরঙ্গ-এর প্রথম অধ্যায় 'জ্যাঠামশায়' অগ্র-সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি [Ms.150 (i)] ছোটো রুলটানা নোটবুকের [১৫.৫x১৪.২ সে.মি.] এক পৃষ্ঠায় লেখা; লিখিত পৃষ্ঠা ৩৭, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ৩৬ পর্যন্ত সংখ্যা-চিহ্নিত। প্রেসের কালির চিহ্ন ও বর্জিত অংশ দেখে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ এটি লেখার পরেই সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রেরণ করেছেন। গল্পটি লেখা হয় এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের সময়ে— এলাহাবাদ থেকে তিনি একটি তারিখহীন [৩ কার্তিক: 20 Oct] পত্রে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'এতদিনে সবুজপত্রের জন্যে গল্প লিখতে সুরু করেছি। কবে শেষ হবে জানিনে।'[১৪৪] উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি দার্শনিক Auguste Comte [1798-1857]-এর Positivism বা ধ্রুবদর্শন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য [1840-1932] ও অন্যান্য কয়েকজন বাঙালি মনীষীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রিপন কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত [1875-1936] কৃষ্ণকমলের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সেগুলি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকার অগ্র ১৩১৭-সংখ্যা থেকে প্রকাশ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এগুলির পাঠক ছিলেন, ১৪ পৌষ ১৩১৮ তিনি বিপিনবিহারীকে লেখেন: 'আপনার পুরাতন প্রসঙ্গগুলি খুব ভাল লাগিয়াছে, সেগুলি প্রকাশের যোগ্য সন্দেহ

নাই। ...কৃষ্ণকমলবাবু প্রবীণ পণ্ডিত, তিনি লেখেন না, এই জন্য তাঁহার মত ও স্মৃতি আপনি যেমন করিয়া আদায় করিয়াছেন তাহা না করিলে পাওয়াই যাইত না।'[১৪৫] এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২০ বঙ্গাব্দে। এমন হতে পারে জ্যাঠামশায়ের চরিত্র চিত্রণের সময়ে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল, অবশ্য পটভূমি রচনাতেই তা সীমাবদ্ধ থেকেছে।

চতুরঙ্গ-এর দ্বিতীয় অংশ 'শচীশ' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন অনেক পরে। সম্ভবত ১১ পৌষ [26 Dec] তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'এ জায়গাটা লেখার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। গল্পে একটু হাত দিয়েছি মাত্র — যদি দু চার দিনে শেষ করতে পারি চেষ্টা করব। কিন্তু বলা যায় না। এখানে নিরন্তর বাধা।'[১৪৬] তাঁকেই আরও একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন: 'শান্তিনিকেতন থেকে গল্প লেখবার জন্যে কাল সুরুলে পালিয়ে এসেছি — খুব সম্ভব পর্শু শেষ করতে পারব।'[১৪৭] বড়ো মাপের [২৭.৫x২৪ সে.মি.] কাগজ ভাঁজ করে দুটি ভাঁজেই ১২টি পৃষ্ঠায় এই অংশটি লেখা; প্রেসের কালির চিহ্ন ও বর্জিত অংশের বাহুল্য থেকে বোঝা যায়, মূল পাণ্ডুলিপিটিই সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রেরিত হয়েছিল। এই অংশটি লিখতে গিয়েই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের পরিকল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে ওঠে। 8 Jul [২৪ আষাঢ়] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'বড় উপন্যাস লিখ্‌তে বসতে ভয় হয়— একেবারে মনের এপার ওপার জুড়ে সাহিত্যের বেড়-জাল ফেলবার মত উৎসাহ আমার নেই— এখন ডাঙার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষেপনা জাল ফেলি— দুটো একটা যা ওঠে সেই যথেষ্ট।'[১৪৮] চতুরঙ্গ-তে সামান্য কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষেপনা জাল'ই ফেলেছেন, কিন্তু সমকালীন রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির কৌশল ব্যবহার করে তিনি চরিত্রগুলির জীবননাট্যের পরিণতিও এখানে আভাসিত করে তুললেন। আমাদের ধারণা, চতুরঙ্গ-এর পাশাপাশি 'সামঞ্জস্য' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৯৪-৫০৬] প্রবন্ধ ও 'অচলায়তন' নাটকটি পাঠ করলে পাঠক উপকৃত হবেন।

'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' অংশদুটি একই মাপের কাগজ ভাঁজ করে ডানদিকের অর্ধে লিখিত হয়। কিন্তু একটানা লিখে রবীন্দ্রনাথ গল্পটি শেষ করেছিলেন বলে মনে হয় না। অজিতকুমারকে একটি তারিখহীন পত্রে তিনি লেখেন: 'সুরুলে গল্প লিখতে এসেছি— সবুজ ধরণীর সঙ্গে নীলাকাশের মিলন গানে মন এমনি মজে উঠেছে যে লেখা কঠিন হল।'[১৪৯] পুনশ্চ ২৪ পৌষ [8 Jan] তাঁকেই লেখেন: 'পৌষ না যেতেই বসন্ত এসে পৌঁচেছে। আমাকে তাতেই কিছু উতলা ও অলস করে তুলেছে। সবুজ পত্রের জন্যে এতদিনে একটা গল্প লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি'[১৫০] —-এখানে 'শচীশ' অংশের কথাই বলা হয়েছে। একটি বেতারিখ পত্রে তিনি মণিলালকে লেখেন: 'আজ সুধাকান্তের হাতে গল্পটা পাঠিয়ে দিলুম। গল্পটা নেহাৎ ছোট নয়। এবার সবুজপত্রকে নিতান্ত তেঁতুলপত্র হলে চলবে না— কচুপত্র হতে হবে।'[১৫১] 'শচীশ' অংশটি পত্রিকার ২৬ পৃষ্ঠা [পৌষ। ৬১৭-৪২] অধিকার করে। কিন্তু গল্প লেখায় তাঁর অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন পত্রটির পরবর্তী অংশে: 'এবারে গল্প বাদ দৈব ঠিক করেছিলুম— তোমরা যে রকম গোলমাল করতে লাগলে শেষকালে থাক্‌তে পারলুম না।' সম্ভবত ২৪ পৌষ তাঁকে লেখেন: 'গল্পটা ভাল লেগেছে, খুসি হলুম। কিন্তু আবার একটা এখনি লিখ্‌তে বসতে হবে মনে করলে সে খুসির অনেকখানি উবে যায়।'[১৫২]

অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কিছু বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। আর্থিক ও অন্যান্য কারণে বিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে গৃহসমস্যার জন্য স্ত্রী- কন্যাকে গিরিডি পাঠাতে বাধ্য হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ ছিলেন, আরও আঘাত এল অপ্রত্যাশিত ভাবে। একটি তারিখহীন পত্রে তিনি স্ত্রী লাবণ্যলেখাকে জানান:

এন্‌ড্রুজ বরাবর আমায় কি রকম ভালবাসা দেখিয়ে এসেছেন তা তো তুমি জান। কিন্তু এখানে তিনি আসবার পরেই আমি তাঁর ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলুম। তিনি বাংলা শেখা নিয়ে ও গল্পগুচ্ছ অনুবাদ করা নিয়ে মহা ব্যস্ত— আমি ভেবেছিলুম যে তাই জন্যে বোধহয় তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাননা। কিন্তু তা যে নয় তা আমার একটু একটু মনে হয়েছিল। হঠাৎ যখন সুরুলে যাবার ও প্রতিমাকে পড়াবার প্রস্তাব হল তখন এন্‌ড্রুজ তাতে খুব উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করলেন— আমি তাতে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কারণ পিয়ার্সন তাতে এত দুঃখিত হয়েছিলেন অথচ এন্‌ড্রুজ এত খুসী এটা আমার একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল। আমি কি তখন জানি যে তিনি প্রতিদিন আমাকে বিদ্যালয় থেকে সরাবার জন্য গুরুদেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্ছেন। তিনি গুরুদেবকে ক্রমাগত বোঝাচ্ছিলেন যে আমার সাহিত্যানুরাগই অত্যন্ত প্রবল, আমি সে জন্যে পড়াতে বা বিদ্যালয়ের কষ্টসাধ্য কাজ করতে চাই না— পড়ানো ফাঁকি দিই— ইত্যাদি ইত্যাদি। ...আমি অবশ্য গুরুদেবকে তখনি লিখলাম যে আমাকে বিদ্যালয় থেকে সরাবার ইচ্ছা হলে স্পষ্ট বলাই ভাল— সুরুলে একটা অজুহাত ক'রে পাঠানো কেন? আমার কাছে সাহিত্য প্রিয় না বিদ্যালয় প্রিয় তা নিয়ে আমার তর্ক করতে ইচ্ছা নেই— অতএব যেদিন আমায় জানাবেন যে তোমায় চাই না, সেদিনই চলে যাব। গুরুদেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও তারপর হয়ে গিয়েছে— আমি বলেছি— আমি হতভাগ্য— অযোগ্য আমায় যদি আপনি ভুল বুঝবেন এই সম্ভাবনাই থাকে তাহলে আমায় বিদায় করে দিন। তিনি শুধু বললেন— আমি ভুল বুঝেছিলুম।[১৫৩]

এই ঘটনা নিয়ে পিয়র্সন, কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায় ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষোভের কথাও অজিতকুমার লিখেছেন। পত্রটি সম্ভবত পূজাবকাশের পূর্বে ভাদ্র মাসে লেখা। ছুটির পর অজিতকুমার স্ত্রীকে লেখেন: 'এটা স্থির হয়ে গেছে যে ৭ই পৌষের পর থেকে আমি কলকাতায় গিয়ে মহর্ষির জীবনী লিখব। ...তার পর যদি যুদ্ধ থামে বিলেতে যাব— না থামলে অপেক্ষা করব। পরে যাব।'[১৫৩]

অজিতকুমার রবীন্দ্র-সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সহ-সম্পাদক ছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি এই দায়িত্ব ত্যাগ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে তাঁকে লেখেন:

ক্ষিতি [ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ] লিখেচে যাতে তত্ত্ববোধিনী তুমি চৈত্র পর্যন্ত চালাও সেই বন্দোবস্ত করতে। পৌষের বক্তৃতাগুলোয় মাঘের কাগজ ত ভরেই যাবে। তারপরে কেবল ফাল্গুন চৈত্র। আমার এই মনে হয় যে যে তিন বছর তোমার হাতে পত্রিকা আছে এই তিন বছরের যে একটি বিশিষ্ট হয়েছে সেটা কেবল দুই মাসের জন্যে ভঙ্গ করা উচিত হবে না। এ তিন বছরের পত্রিকা অনেকেই বিশেষ যত্নে রক্ষা করবে। এমন স্থলে শেষ দুই মাসের কাগজে বরঞ্চ বিশেষ একটু দীপ্তি থাকাই উচিত।

কোনোমতে এই দুই মাস ভরিয়ে দাও। তারপরে আমিও এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি নেব।[১৫৪]

একথা খুবই সত্য, রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত চার বছরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [১৩১৮-২১] পত্রিকাটির সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে— তার মধ্যে শেষ তিন বছর তিনি ছিলেন সম্পূর্ণতই অজিতকুমারের উপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর দায়িত্ব ত্যাগের সংকল্প অন্যদের জানাননি, তাই চৈত্র-সংখ্যার সঙ্গে সংলগ্ন একটি শ্লিপে কর্মাধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ঘোষণা করেন: 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা/ আগামী বৈশাখ মাসে ৭৩ বৎসরে পদার্পণ করিবে।/ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...আগামী বৎসরের প্রথম হইতে নূতন উদ্যমে পত্রিকাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা হইতেছে।' কিন্তু বৈশাখ ১৮৩৭ শক-সংখ্যাতেই জানানো হয়: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান শুক হইতে পত্রিকা সম্পাদন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।' পরিবর্তে সম্পাদক হন সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

অজিতকুমার বিদ্যালয় ত্যাগ করলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি। বিষয়ানুসারে বিভক্ত করে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি গদ্যগ্রন্থাবলী-র ষোলোটি খণ্ডে [১৩১৪-১৫] এবং শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্যত্র কথিত বা পঠিত ভাষণগুলি 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালায় [১-১৩ ভাগ ১৩১৫-১৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত] প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এর পরে লিখিত প্রবন্ধাবলি সংকলনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব দিতে চাইলেন অজিতকুমারকে। ২৪ পৌষ [শুক্র 8 Jan 1915] তাঁকে লিখলেন:

"শান্তিনিকেতন" ও "বিলাতের পত্রে"র সম্পাদকতা তুমি করলে আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার করবার সময় হবে না। Essayগুলোও ত ছাপতে হবে? বইটার নাম কি দেবে? "আলোচনা" নাম দেওয়া যেতে পারে। ও নামে আমার একখানা বই ছিল সে নাম সমেত সে বই নাম-রূপের অতীতলোকে প্রমাণ করেছে অতএব পুনরায় ও নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভারতী ও প্রবাসীগুলো তোমাকে পাঠাতে লিখে দিলুম।[১৫৫]

এই পাঠানোর কথা তিনি লিখেছেন মণিলালকে: 'অজিত আমার "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থাবলী ও "বিলাতের পত্র" ইত্যাদির সম্পাদকতার ভার নিয়েছে। তুমি একবার আমাকে ভারতী ও প্রবাসীর Cuttings পাঠিয়েছিলে সেটা কোনোখানেই খুঁজে পাচ্চিনে। অজিতের লিষ্ট পাঠালুম। ঐ অনুসারে লেখাগুলো সংগ্রহ করে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবে?'[১৫৬]

পরে একটি তারিখহীন পত্রে তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'Essayগুলো "সঞ্চয়" নামে বের ক্লরে দিতে পার। কিম্বা সংগ্রহ কিম্বা "আহরণ"। অন্য নামগুলো তুমিই দিয়ো ভাল হোক মন্দ হোক কোনো নালিশ করব না। Essayগুলো কি দুই ভাগে ভাগ করবার মত যথেষ্ট হবে তাহলে তাই কোরো নইলে একখানা বইতেই চালিয়ে দিয়ো।'[১৫৭] 'সঞ্চয়' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্যগ্রন্থ ১৩২৩ [1916] বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এটিতে প্রধানত তাঁর ধর্মমূলক রচনাগুলি তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী ও সবুজ পত্র থেকে সংকলিত হয়। একই সালে প্রকাশিত 'পরিচয়' গ্রন্থের 'Essay'-জাতীয় রচনাগুলিও এই তিনটি পত্রিকাতেই মুদ্রিত হয়েছিল। অথচ পূর্বোল্লিখিত পত্রগুলিতে অজিতকুমারকে ভারতী ও প্রবাসী পাঠাননার কথা ছিল। 'বিলাতের পত্র' বহুকাল পরে ১৩৪৬ [1939] বঙ্গাব্দে সংক্ষিপ্ত ও 'পরিবর্তিত, আকারে 'পথের সঞ্চয়' নামে প্রকাশিত হয়। 'শান্তিনিকেতন'-এর আরও চারটি ভাগ [১৪-১৭] প্রকাশিত হয় ১৩২২-২৩ [1915-16] বঙ্গাব্দে, কিন্তু বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবের পরবর্তী কোনো ভাষণ এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অবশ্য অন্তর্বর্তী কালে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণও বাদ পড়ে গিয়েছিল, এইরূপই একটি ভাষণ হল 'আত্মসম্পদ্'— '১৯শে পৌষ [3 Jan 1915]—রবিবার— আশ্রমের মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সার মর্ম্ম [দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২১৩-১৪; শান্তিনিকেতন ২ (১৩৮২-সং)। ২৮১-৮৩]। ছাত্রদের উদ্দেশ করেই এই ভাষণ— নিজের মধ্যেই যে সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে সত্যসাধনার দ্বারা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টাতেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা, এই কথাটি তিনি তাঁর উপদেশে ব্যক্ত করেছেন।

পৌষ ১৩২১-এ সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৩৬ শক [৮৫৭ সংখ্যা]:

১৫৭-৫৮ 'নূতন গান ও স্বরলিপি' ['শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু'] দ্র স্বর ৪৩।

গানটির স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, পৌষ ১৩২১ [২/৬]:

৮১-৮২ পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই দ্র স্বর ৪০

৮২-৮৪ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ রাঙা-পদ-পদ্ম যুগে দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটির স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী-কৃত।

সবুজ পত্র, পৌষ ১৩২১ [১/৯]:

৫৭৭-৮১ 'চঞ্চলা' ['হে বিরাট নদী'] দ্র বলাকা ১২। ২০-২৩ [৮]

৫৮২-৮৬ 'লড়াইয়ের মূল' দ্র কালান্তর ২৪। ২৬৯-৭২

৫৮৭-৮৯ 'তাজমহল' ['কে তোমারে দিল প্রাণ'] দ্র বলাকা ১২। ২৩-২৫ [৯]

৫৯০-৯৫ 'খৃষ্টধর্ম্ম' দ্র খৃষ্ট ২৭। ৪৯৭-৫০০

৬১৭-৪২ 'শচীশ' দ্র চতুরঙ্গ ৭। ৪৪৭-৬০

উল্লেখ্য, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 9 Jan [২৫ পৌষ]।

পৌষ মাসের শেষ কয়েকটি দিনে সুরুল বাসকালে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন:

২৬ [রবি 10 Jan] 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে' দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২। ৬১৪ ['মাধবী']; বলাকা ১২। ৩৪ [১৪]।

২৭ [সোম 11 Jan] 'বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি' দ্র সবুজ পত্র, ফাল্গুন ১৩২২। ৬৮৭-৮৯ ['রূপ']; বলাকা ১২। ৩৫-৩৭ [১৬]। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটি 'এই যে নগর/ এ ত নহে ইষ্টক প্রস্তর' ছত্র-দুটি দিয়ে সূচিত হয়েছিল।

২৭ ["] 'মোর গান এরা সব শৈবালের দল' দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২২। ২২ ['আমার গান']; বলাকা ১২। ৩৪-৩৫ [১৫]। গ্রন্থে কবিতাটি আগে মুদ্রিত ও সেইরূপ সংখ্যা-চিহ্নিত হলেও পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে বলা যায়, এটি 'বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি' কবিতাটির পরে লেখা। মাঘ ১৩২৯ [Feb 1923]-তে 'বসন্ত' গীতিনাট্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির একটি সংগীত-রূপ রচনা করেন দ্র গীত ২। ২৭২, স্বর ৬।

২৮ [মঙ্গল 12 Jan] 'হে ভুবন/ আমি যতক্ষণ' দ্র মানসী, আষাঢ় ১৩২২। ৪৮৫ ['প্রেমের পরশ']; বলাকা ১২। ৩৭-৩৮ [১৭]।

২৯ প্রাতঃকাল [বুধ 13 Jan] 'যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি' দ্র সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২২। ২৬৯-৭০ ['যাত্রা']; বলাকা ১২। ৩৮-৩৯ [১৮]।

২৯ প্রাতঃকাল ["] 'আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে' দ্র ভারতী, আশ্বিন ১৩২২। ৫২১-২২ ['জীবন মরণ']; বলাকা ১২। ৩৯-৪০ [১৯]।

২৯ ["] 'আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি' দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২। ৭৯ ['যাত্রাগান']; বলাকা ১২। ৪১ [২০]। কবিতাটি কলকাতা যাওয়ার পথে 'রেলগাড়িতে লেখা। এটিতে তিনি সুরও দেন দ্র গীত ১। ১২৯-৩০; স্বর ৫৬।

এই কলকাতা যাত্রার কথা ২৭ পৌষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা পত্রে আছে: 'বুধবার রাত্রে কলিকাতায় যাইব— আপনার পটলডাঙ্গার বাসার সমস্যা ভেদ করিতে পারিব না। আমি লিভিংষ্টোন্ নই আমি যৎসামান্য

কবি মাত্র, ইহা মনে রাখিবেন।'[১৫৮]

'জিজ্ঞাসা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠিয়ে ৯ অগ্র [25 Nov] রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'কর্ম্মকথা' [১৩২০] গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চেয়েছিলেন,[১৫৯] তখন তিনি উত্তর ভারতে। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে ২২ পৌষ [রবি 27 Dec] তাঁকে লেখেন:

আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়— আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর। আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলে হয়ত মঙ্গলই হয়— কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ত বাধা নাই। এত কথা বলিতেছি তার কারণ এই যে, প্রতিকুলতা চারিদিকেই তজ্জনী তুলিয়াছে, বুঝিতেছি যে দেশের লোককে আমি ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিয়াছি— সেটা যদি দোষের হয় তবে তাহা আমার বুদ্ধিরই দোষ, হৃদয়ের দোষ নহে— আপনি জানেন আমি দেশের লোককে ভালই বাসি— সেই জন্যই আমি তাহাদের ভাল চাই— ভাল কথা চাই না।[১৬০]

আবেগের এই অভিমানী প্রকাশ সম্ভবত চিত্তরঞ্জন দাস-সম্পাদিত নারায়ণ-এর প্রথম সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল-রচিত 'মৃণালের কথা' পাঠ করে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও হয়তো তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের নিন্দা করবার একটি অদ্ভুত কৌশল তখন প্রচলিত হয়েছিল। স্পষ্টভাবে তাঁর নিন্দা না করে চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির প্রভূত প্রশংসা করার ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে তার সঙ্গে তুলনীয় নয়, এই জাতীয় মন্তব্য ছিল সেই কৌশলের একটি অঙ্গ। অ-নামা এক লেখক ফাল্গুন-সংখ্যা নারায়ণ-এ 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে 'শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার' ও 'ভালবেসে সখি! নিভৃত যতনে' গান-দুটি উদ্ধৃত করে লেখেন: 'বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুটি কবিতা সে রাজ্যেরই নয় — সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে [পৃ ৩০৯]।' মাঘ-সংখ্যায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখলেন: 'কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া অনন্তের কি মহিমা অনুভব করিয়া তেরো বৎসর বয়সে 'কাব্যি' লিখিবার কি পণ করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস সতের দিন সাড়ে একুশ ঘন্টা পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন [পৃ ২২০]।' এগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত রচনা থেকে উদ্ধৃত, কিন্তু আগে প্রকাশিত রচনাতেও এমন উদাহরণের অভাব নেই। এবং এগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন কেবল তাঁর অনুরাগীরাই নন, অনেক সময়ে বিরোধীরাও। এই কারণেই রামেন্দ্রসুন্দরের 'স্নিগ্ধ' অনুযোগের উত্তরে তিনি ২৭ পৌষ লেখেন:

আমার শেষ চিঠিখানির সুরের মধ্যে কিছু রুদ্ররসের আমেজ দিয়াছিল না কি? বোধ হয় সেটা করুণ রসেরই ছদ্মবেশ মাত্র— সূর্য্যাস্তকালের মেঘের মত, বাহিরে দেখিতে আগুনের রং কিন্তু একটু আঁচড় কাটিলেই অশ্রুবাষ্প বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কিছু দীর্ঘকালের মত সমুদ্র পাড়ি দিবার আয়োজন করিতেছি বোধ করি তাই মনের ভিতরটা কিছু আর্দ্র অবস্থায় আছে— দেশকে গভীরভাবে ভালবাসি বলিয়াই এই রকম সময়টায় অনেকদিনের রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে অভিমানের কথাগুলো কিছু আতপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাই আপনার চিঠিতে নিজেকে বোধ করি ঠিক সামলাইতে পারি নাই।[১৬১]

এই চিঠিতে যে 'কিছু দীর্ঘকালের মত সমুদ্র পাড়ি দিবার আয়োজন'-এর কথা আছে, সেটি এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বাইরের কারোর কাছে প্রকাশ করলেন। কিছুদিন থেকেই তিনি মানসিক অস্বাস্থ্য ও তজ্জনিত শারীরিক অবসাদে পীড়িত হচ্ছিলেন। আর সেই কারণেই অনবরত জায়গা বদল করে চলছিলেন অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে গিয়ে মনকে শান্ত করার চেষ্টায়। এলাহাবাদ থেকে বোটে করে দীর্ঘ নদীপথে ভ্রমণের পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন, যা কার্যকর হয়নি— সেইটিই এখন সমুদ্রপাড়ি দেবার ভাবনায় পরিণতি পেল। পারিবারিক মহলে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছিল, তা জানা যায় 17 Dec [২ পৌষ] এলাহাবাদ থেকে শ্রীমতী

সেমুরকে লেখা রথীন্দ্রনাথের চিঠিতে: 'We have been seriously thinking of going to America again, this time via China and Japan.'[১৬২] আরও বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন শ্রীমতী মুডিকে 20 Jan [৬ মাঘ]:

How would you have liked if on a bright summer morning we dropped in to see you at your home in Chicago bringing greetings from India?... We have been travelling about a great deal in our own country for the last two or three months—but Father's restless spirit couldn't be content with that. ...So we booked our passage for a tour round the world, starting this time with the Far East & moving on towards the West. ... We will begin with our own south coast—the Deccan... and board the steamer at Colombo for Singapore and Java. Java has a special attraction for us. ...From Java we will go to Japan. ... We shall not omit China, of course, but our plan is to spend a long time in a leisurely way in the Hawaiian Islands, Father is so fascinated by reading of their entrancing beauty.[১৬২]

এই ভ্রমণের আয়োজন ও মাঘোৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ ২৯ পৌষ [বুধ 13 Jan] রাত্রে কলকাতা আসেন। পরের দিন* কালিদাস নাগ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন; এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

...মাঘোৎসবে এবার গা-ঢাকা দেবেন ঠিক করেছিলেন— পারলেন না— কাজ সেরে ফাগুন মাসে চীন, জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেখতে বার হবেন। পশ্চিম হয়েছে, এবার পূর্ব— ...কবি বললেন "এখন ইচ্ছা করে এমন একজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই যে তার যৌবন দিয়ে আমার যৌবনের অভাবটা পূরণ করে আসবে— দিনুর সঙ্গে মেলে— কিন্তু ওর চেয়ে কম বয়সের আর কাউকে পেলুম না— তা ছাড়া আমার গানগুলি ও ছাড়া আর কেউ তো তুলে নিতে পারেনা"। এই কথা থেকেই কাল বোলপুর থেকে আসবার পথে গাড়ীতে যে গান বেঁধেছেন সেটি দুজনে গেয়ে আমাদের শুনালেন।[১৬৩]

পরের দিন [১ মাঘ শুক্র 15 Jan] সকালেও কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তিনি মেটারলিঙ্কের mysticism নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেন তা খুবই মূল্যবান [দ্র বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ। ১৭২-৭৪]। এর পরে দিনেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এলে 'মাঘোৎসবের গান বাছা হয়ে গেল— তার পর বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ নিবারণের চাঁদার জন্যে একদিন 'রাজা' বা 'অচলায়তন' অভিনয় করা হবে ঠিক করা হল। কবি মহা উৎসাহে এ বিষয় কথা কইলেন এবং নিজে কোন ভূমিকায় নামবেন বলেন। তাঁর চীন ভ্রমণের পূর্বেই এই অভিনয় করার কথা হল— ইতিমধ্যে একদিন 'রাজা' পড়বেন এ অভিপ্রায়ও জানালেন।'[১৬৪] এইসব ভাবনা শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

৬ মাঘ [বুধ 20 Jan] বিকেলে মহর্ষির একাদশ মৃত্যু-সাম্বৎসরিক পালিত হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসরে জোড়াসাঁকো— প্রাণকৃষ্ণ [আচার্য] আচার্য্য, বেশ জমেছিল— কবির শরীর খারাপ নামতে পারেন নি— জ্যোতি বাবু ও সত্যেনবাবু ছিলেন।'[১৬৫]

৮ মাঘ [শুক্র 22 Jan] রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখলেন: 'ওরে তোদের ত্বর সহে না আর' দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২। ৯৮ ['অগ্রণী'; বলাকা ১২। ৪২ [২১]। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কবিতাটির মানসিক সূচনা ২৯ পৌষ শান্তিনিকেতন [তিনি লিখেছেন, 'এলাহাবাদ'] থেকে কলকাতা আসার পথে; রেললাইনের দু'ধারে বুনো গাছে ফুলের সমারোহ দেখে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গী চারুচন্দ্রকে বলেন:

দেখ, কবে বসন্ত আসিবে তাহার খবর লইয়া এই-সব বসন্তের দূত আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহারা দু-দিন বাদেই ঝরিয়া মরিয়া যাইবে, ইহাদের সঙ্গে বসন্তের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। ইহারা যে বসন্তের আগমনী তাহাদের রূপে গন্ধে মধুতে গাহিয়া যাইতে পারিল এই আনন্দেই তাহারা অকাল মরণ বরণ করিয়া লইতেছে হাসিমুখেই। ইহাদের সম্বর্ধনা করিয়া আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।[১৬৬]

চারুচন্দ্র অবশ্য তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় এর একটু ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন।[১৬৭] ক্ষিতিমোহন সেন জানিয়েছেন, ট্রেনেই রবীন্দ্রনাথ ভাবটিকে গানের রূপ দিতে চেয়েছিলেন— একটুখানি রূপ পেয়েছিল: 'সাঁঝ না হতে জ্বাল্‌লি আকাশ-দীয়া', কিন্তু ব্যাঘাত পড়ায় আর অগ্রসর হয়নি; শেষে মাঘোৎসবের গোলমালের মধ্যে 'যতটা সম্ভব মনের ভিতর দিয়ে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে উৎসবের আগেই লিখে ফেলা গেল। সুর হারিয়ে ফেললেও সুরের অনুকরণে এই কবিতাটি লেখা।'[১৬৮]

১১ মাঘ [সোম 25 Jan] সকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ও সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কাজ করেন। 'প্রাতঃকালের উদ্বোধন' [দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮৩-৮৪; শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৫২-৫৪, 'সৌন্দর্যের সকরুণতা'] ও 'প্রাতঃকালের উপদেশ' [দ্র ঐ। ১৮৪-৮৭; ঐ ১৬। ৪৫৫-৬০, 'অমৃতের পুত্র'] ভাষণের সময়ে ছ'টি গান গাওয়া হয়: (১) আলো যে যায় রে দেখা (২) আমারে দিই তোমার হাতে (৩) ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে (৪) এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে (৫) না বাঁচাবে আমায় যদি (৬) সহজ হবি, সহজ হবি। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'এমন উদ্বোধন কখনও শুনিনি— বাস্তবিক প্রাণের উদ্বোধন, প্রেমের উদ্বোধন'।

'সায়ংকালের উদ্বোধন' [দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮৯-৯১; শান্তিনিকেতন ১৬ । ৪৬০-৬৪, 'যাত্রীর উৎসব'] ও 'সন্ধ্যার উপদেশ' [দ্র ঐ। ১৯১-৯৩; ঐ ১৬ । ৪৬৪-৬৭, 'মাধুর্যের পরিচয়']-এর মাঝে মাঝে দশটি গান গাওয়া হয়: (১) মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ' (২) তুমি যে এসেছ মোর ভবনে (৩) একহাতে ওর কৃপাণ আছে (৪) তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে (৫) আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে (৬) মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে (৭) শুধু তোমার বাণী নয়গো (৮) আমার সকল রসের ধারা (৯) মোর মরণে তোমার হবে জয় (১০) শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'এবার ১১ই মাঘ রাত্রে খুব ভীড় হয়েছিল— আমরা কোথাও স্থান পেলাম না— শেষে আশুর সঙ্গে বাড়ী ভিতরে খড়খড়ের ঘরে স্থান পাওয়া গেল'।

'যাত্রীর উৎসব' ভাষণটি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি, এখানেও তিনি মাঘোৎসবকে যাত্রীর উৎসব বলে অভিহিত করে বললেন:

সম্প্রদায় আপনার বাইরে আসতে চায় না সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশমান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান, সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়। ...যে চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে। যে চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনার সম্প্রদায়কে পাচ্ছে। ...

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। ...সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব— মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর— এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না? ...রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন; বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে।

দুঃখের বিষয়, কথাগুলি কেবল বইয়ের পাতাতেই আবদ্ধ হয়ে আছে, ফলে বিভিন্ন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সাম্প্রদায়িক হিংসাকে বারেবারেই জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

'12th Magh Morning' রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'It was a very severe strain on me yesterday but it was wanted of me and I am glad that I was not allowed to avoid it to follow my personal inclination.'[১৬৯]

মাঘোৎসবের পরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন, দুদিন বালিগঞ্জে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতেও যান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 27 Jan [১৩ মাঘ] ডায়ারিতে লেখেন: 'রবি এসেছিলেন', 30 Jan [শনি ১৬ মাঘ] লেখেন: 'আজ রবি, প্রতিমা, রথি, বিবি, প্রমথ, নলিনী, সতী এখানে মধ্যাহ্ন [য] ভোজন করলে— বকুলতলায় খাওয়া হল— রবির ছবি আঁকলুম।'

১৪ মাঘ [বৃহ 28 Jan] রথীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ বিবাহবার্ষিকী সমারোহে পালিত হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'আজ রথীবাবুর বিবাহ দিন— Mayo হয়ে অজিতদার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত— অনেক রাত পর্য্যন্ত গান বাজনা হোল— ইন্দিরা, সরলাদেবী এসেছিলেন— তাঁদের গান, নাটোরের পাখোয়াজ শোনা গেল। তারপর ষোড়শোপচারে খাওয়া সেরে রাত ১২টা বাড়ী ফেরা গেল।'[১৭০] ক্যাশবহিতে হিসাব লেখা হয়েছে: '১৪ মাঘ উৎসব উপলক্ষে খাওয়ান ও বাটী সাজান প্রভৃতি যে সমস্ত খরচ হয় তাহার ব্যয় ...২৬৫/৬'। আর-একটি হিসাবে অনুষ্ঠানটিকে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণের আয়োজনও চলছিল। জমিদারি ও পারিবারিক অর্থ-সংক্রান্ত হিসাবনিকাশও করতে হচ্ছিল। এই কাজ করতে গিয়ে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে ৪ মাঘ [সোম 18 Jan] একটি কটু পত্র লিখতে হয় রবীন্দ্রনাথকে, যেটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি [দ্র রবিজীবনী ৬। ৪৮২]— নানা ধরনের আর্থিক অসদাচরণের অভিযোগ আছে চিঠিটিতে। অন্য অভিযোগেরও ইঙ্গিত আছে, যা স্পষ্ট করে লিখেছিলেন একটি অপ্রকাশিত পত্রে। এখানে লিখলেন:

> আমাদের সঙ্গে তোমার ব্যবহারে কি অর্থে কি ধর্ম্মে তোমাকে প্রাণপণ যত্নে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। রথী তোমাকে যতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস এবং যে পর্য্যন্ত সহ্য করেছে জগতে তার তুলনা নেই। সেই বিশ্বাসের মহাঋণ যে পর্য্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ মাত্রায় শোধ না করবে সে পর্য্যন্ত তুমি নিজেকে ক্ষমা বা শ্রদ্ধা করতে পারবে না।[১৭১]

নগেন্দ্রনাথের আয় তখন মাসোহারার ৩০০ টাকা মাত্র; সুতরাং টাকা উশুলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে সেখান থেকেই। ফাল্গুনের প্রথম দিকে লিখিত একটি পত্রে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ: 'বিদ্যালয়ের কাছে তোমার দেনা ১০০০০ টাকা'-স্থির করা গেল। এই টাকার সুদ শতকরা ৬ টাকা ধরে দিলে মাসে পঞ্চাশ টাকা হয়। গোপালকে বলে দিলুম তোমার ৩০০ টাকার থেকে পঞ্চাশ বিদ্যালয়কে নিয়মিত পাঠাতে। ...রাঁচির জমি যদি বিক্রি কর কিম্বা রথীকে transfer করে দাও তাহলে ঐ টাকাটা বাদ যাবে।[১৭২]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কৃষিবিদ্যা শেখানোর দায়িত্ব নগেন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই কাজ তাঁর ভালো লাগছিল না। কাজেই তাঁর চাকুরি সংগ্রহের জন্যও রবীন্দ্রনাথকে চেষ্টা করতে হয়েছে।

জাপানে দোভাষীর কাজ ও অন্যান্য সহায়তার জন্য জাপানি পণ্ডিত Rikhang N. Kimura [1882-25 Nov 1965]-র সঙ্গে তাঁর কথা চলছিল। * 28 Jan [১৪ মাঘ] কিমুরা তাঁকে লেখেন: 'আপনার নিকট বিদায় লইয়া আসার পর আমার কয়েকটী কথা মনে হইয়াছে। সেগুলি অকপটে আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি, —যদি কোনো ত্রুটী হয় মার্জ্জনা করিবেন।' এরপর তিনি কতকগুলি শর্তের উল্লেখ করেন। প্রত্যুত্তরে ১৬ মাঘ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানান:

...জাপানে আমাদের অবস্থান কালে আমাদের একজন সহায় প্রয়োজন হইবে অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে থাকিলে আনন্দের বিষয় হইবে। জাপানী জাহাজে যদি আমাদের যাওয়া হয় তবে আপনার জাহাজ ভাড়া দুইশত টাকা, অন্য জাহাজ হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া আপনাকে দিতে সম্মত আছি। জাপানে যতদিন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকিবেন আপনার আহার্য্য ও অন্যান্য খরচের জন্য মাসে একশত টাকা দিতে স্বীকার করিলাম।

এইখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। আপনাকে কতদিন আমাদের সঙ্গে রাখিতে পারিব তাহার কোনো সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। তাহা আমার শক্তি ও সুবিধার উপর নির্ভর করিবে।[১৭৩]

তাঁর জাপান-যাত্রা বিলম্বিত হয়। তাই 18 Feb [বৃহ ৬ ফাল্গুন] কিমুরাকে লেখেন:

Instead of starting for Japan immediately my intention is to wait a few months longer, meanwhile sending you there to make necessary preparations. I want to know Japan in the outward manifestation of its modern life and in the spirit of its traditional past. I also want to follow the traces of ancient India in your civilisation and have some idea of your literature if possible. I doubt not that you will be able to help me. I must ask you to protect me, while I am there, from pressure of invitation and receptions and formal meetings.[১৭৪]

20 Apr [৭ বৈশাখ ১৩২২] কিমুরা টোকিয়ো থেকে তাঁকে লেখেন: ‘I have left Calcutta on 26.2 and...arrived at Kobe on the 27th of March, being away eight years.’ জাপানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের ভূমিকা রচনার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বৎসরাধিক পরে তিনি সেখানে গেলে কিমুরা তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

জাপানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য যোগাযোগের কথাও এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। ২ মাঘ [16 Jan] ক্যাশবহিতে ‘জাপানে পত্র’ লেখার হিসাব পাওয়া যায়। তার আগে তিনি ম্যাকমিলানকে লেখেন [? 28 Dec]: ‘Two Japanese writers have sent to me direct asking for permission to publish translations of Sadhana. ... One of them would wish to publish translations of other works also.’ বিখ্যাত জাপানি কবি Yone Noguchi [1875-1947] 5 Feb [২২ মাঘ] টোকিয়োর নিকটবর্তী নাকানো থেকে তাঁকে লেখেন: ‘I am so often told of you while I was in London some months ago; how often I thought of you, and wished to know your personality. Now I am at home again, and still more think of you.’ নোগুচি তাঁর কয়েকটি বইও তাঁকে পাঠিয়ে দেন; রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসংগ্রহে তাঁর *From the Eastern Sea* [1903] ও *The Pilgrimage* [1912] বই-দুটি দেখা যায়।

ক্লান্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি-স্মরণসভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাই প্রকৃতির চিকিৎসার জন্য তিনি শিলাইদহে যাওয়ার সংকল্প করে 29 Jan [শুক্র ১৫ মাঘ] অ্যান্ডরুজকে লিখলেন: ‘I don’t like to frighten you with news of my ill-health, but it must be given to justify my absence from the Asram. I feel that I am on the brink of a breakdown. I must take a flight to the solitude of the Padma leaving Rathi and Bowma to make arrangements for our departure. I need rest and the nursing of Nature.’[১৭৫] মার্চের প্রথমে জাহাজ ছাড়বে, এই খবর জানিয়ে তিনি লেখেন: ‘Can you get for me a letter from Lord Hardinge which will be needed in my travels?’ লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিচয়-পত্র পাওয়া না গেলেও লর্ড কারমাইকেলের কাছ থেকে তা সংগৃহীত হয়েছিল।

অ্যান্ডরুজও অসুস্থ ছিলেন; তাঁকে 31 Jan [রবি ১৭ মাঘ] লিখলেন: 'I hear that you are really ill. This won't do. Come to Calcutta. Consult some doctor; and if he recommends, come to Shileida, where I am going to-morrow morning. I dare not go to Bolpur. I have reached such a sublime depth of tiredness.'[১৭৬]

রবীন্দ্রনাথ ১৮ মাঘ সকালে শিলাইদহ যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে সম্ভবত পরের দিনই রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'এখানে আসবামাত্রই আমার সেই অসহ্য ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা দূর হয়ে গেছে। এমন সুগভীর আরাম আমি অনেক দিন পাই নি। এ জিনিষটি খুঁজতেই আমি দেশদেশান্তর ঘুরতে চাচ্ছিলুম কিন্তু এ যে এমন পরিপূর্ণভাবে আমার হাতের কাছেই আছে সে আমি জীবনের ঝঞ্ঝাটে ভুলেই গিয়েছিলুম।'[১৭৭]

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'শিলাইদহে কবির সঙ্গে এবার আসিয়াছেন তিনজন শিল্পী। নন্দলাল বসু ...মুকুলচন্দ্র দে ...ও সুরেন্দ্রনাথ কর'।[১৭৮] তথ্যটি ঠিক নয়। এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী *Letters to a Friend* [pp.54-55] গ্রন্থে উদ্ধৃত অ্যান্ডরুজকে লেখা 1 Feb 1915 তারিখ-চিহ্নিত একটি চিঠি: 'I am living in a boat here in a lovely spot. Mukul, Nandalal and another artist are my companions.' পত্রটি আসলে 10 Feb 1916 [২৭ মাঘ ১৩২২] তারিখে লিখিত। নন্দলালের আঁকা অনেকগুলি সমসাময়িক তারিখ-চিহ্নিত চিত্র দেখা যাবে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির প্রতিধ্বনি শোনা যায় 3 Feb [বুধ ২০ মাঘ] অ্যান্ডরুজকে লেখা চিঠিতেও: 'Directly I reached here I came to myself, and now healed. The cure for all these illness of life is stored in the inner depth of life itself, the access to which becomes possible when we are alone. This solitude is a world in itself, full of wonders and resources unthought of. It is so absurdly near, yet so unapproachably distant.'[১৭৯] অ্যান্ডরুজও শিলাইদহে গিয়েছিলেন, 'শুক্রবার' [২২ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লেখেন: 'এন্ড্রুজ কাল হঠাৎ বৈশাখী ঝড়ের মত এসে পড়ে আজ ঝড়ের মত চলে যাচ্চেন।'[১৮০]

শিলাইদহে এসে বারো দিনের অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথ বারোটি কবিতা লেখেন:

১৯ রাত্রি [মঙ্গল 2 Feb] 'যখন আমায় হাতে ধরে' দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন। ৫৮৫ ['মুক্তি']; বলাকা ১২। ৪৩-৪৪ [২২]। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটি শুরু হয়েছিল অন্যভাবে; 'যখন তোমার আদর পেয়েছিলেম/ ভয়ে ছিলেম আদর কখন্ হারাই।'

২০ মাঘে [বুধ 3 Feb] রচিত কবিতার সংখ্যা তিনটি:

'কোন্ ক্ষণে/ সৃজনের সমুদ্রমন্থনে' দ্র সবুজ পত্র, ফাল্গুন। ৭৫৮-৫৯ ['দুই নারী']; বলাকা ১২। ৪৫ [১৩]।

'স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই' দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন। ৫৯৪ ['স্বর্গ']; বলাকা ১২। ৪৬ [২৪]।

'যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল' দ্র সবুজ পত্র, ফাল্গুন। ৮০৪ ['এবার']; বলাকা ১২। ৪৭ [২৫]।

২২ মাঘে [শুক্র 5 Feb] দুটি কবিতা লেখা হল:

'এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়' দ্র সবুজ পত্র, ফাল্গুন। ৮০৫ ['আবার']; বলাকা ১২। ৪৭-৪৮ [২৬]।

'আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা' দ্র ভারতী, আষাঢ় ১৩২২। ৩৭০ ['রাজা']; বলাকা ১২। ৪৮-৪৯।

২৪ মাঘ [রবি 7 Feb] 'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান' দ্র ভারতী, চৈত্র ১৩২২। ১১১৩-১৪ ['দেনাপাওনা']; বলাকা ১২। ৪৯-৫০ [২৮]। পরবর্তী কালে কবিতাটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

সেদিন সকাল বেলা একটি গরীব স্ত্রীলোক নদীতীর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সঙ্গে ক'টি ছেলেপিলে। বড় একটির মাথায় বেশ একটি বোঝা। তার চেয়ে ছোটটি সামান্য কিছু হাতে করে নিয়েছে। দুইটি শিশু এমনি সাথে সাথে হেঁটে চলেছে। একটি অতি-ছোট্ট শিশু রয়েছে তার কোলে। নানা দুশ্চিন্তাভারে মনটা সেদিন বড় ভারাক্রান্ত ছিল। হঠাৎ মনে হল— এই যে দুঃখভার, এই তো আমার গৌরব। বড় সন্তানের মাথাতেই তিনি বোঝা চাপান। ছোটকে তিনি কোলে করে নেন। মানুষ তাঁর বড় সন্তান, তাঁর কাছে তাঁর অনেক দাবী। ছোটর কাছে তাঁর কিছুই দাবী নেই।[১৮১]

২৫ [সোম 8 Feb] 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা' দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২২। ২৩-২৪ ['তুমি-আমি']; বলাকা ১২। ৫০-৫১ [২৯]।

২৬ [মঙ্গল 9 Feb] 'এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো' দ্র সবুজ পত্র, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২। ৩৫৭-৫৮ ['অজানা']; বলাকা ১২। ৫২-৫৩ [৩০]।

২৭ মাঘে [বুধ 10 Feb] রচিত কবিতার সংখ্যা তিনটি:

'নিত্য তোমার পায়ের কাছে' দ্র ভারতী, চৈত্র ১৩২২। ১১৮৪ ['পূর্ণের অভাব']; বলাকা ১২। ৫৩ [৩১]।

'আজ এই দিনের শেষে' দ্র ভারতী, শ্রাবণ ১৩২২। ৩২৯ ['সন্ধ্যায়']; বলাকা ১২। ৫৪ [৩২]।

'জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও' দ্র প্রবাসী, চৈত্র। ৬০১ ['প্রেমের বিকাশ']; বলাকা ১২। ৫৫ [৩৩]। এটি এই পর্বের শেষ কবিতা।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী' গঠনের প্রস্তাব নিয়ে অনেকদিন ধরেই কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। 'প্রচার ও সেবা' বিষয়ে ১২ মাঘ মঙ্গল 26 Jan] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটি আলোচনা সভা আহূত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আলোচনার অবতারণা করেন ও পরে সেবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকেই কিছু-কিছু বলেন। 'তন্মধ্যে ইহা প্রস্তাবিত হয়, যে লোকহিতসাধন বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য; ইহার অনুষ্ঠান এখনই এই স্থানেই আরম্ভ হউক; চাঁদা সাপ্তাহিক অন্যূন এক আনা নির্দ্ধারিত হউক; আর সভায় যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একটি মণ্ডলী গঠিত করিয়া কার্য্যারম্ভ হউক। ...পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সকলের অনুমোদনে এই মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবক [ডাঃ মৈত্র] ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন ও সভায় উপস্থিত ৪৬ জন লোকের মধ্যে ৪২ জন এই শুভকার্য্যে উৎসাহিত হইয়া মণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী গঠিত হয়।'[১৮২]

'জনসাধারণের অবগতি ও এই কার্য্যে তাঁহাদের যোগদান প্রার্থনা করিবার জন্য' একটি উদ্বোধনী সভার আয়োজন করা হয়। ডাঃ মৈত্র মৌখিক আলোচনায় ৩ ফাল্গুন [সোম 15 Feb] এই সভা হবে বলে জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানালে তিনি সম্মত হন, সেইজন্য রথীন্দ্রনাথকে শিলাইদহ থেকে লিখেছিলেন: 'দুঃখ হচ্চে বক্তৃতা দিতে আবার আমাকে ১৪ই তারিখে এখান থেকে চলে যেতে হবে।' কিন্তু মুদ্রিত আমন্ত্রণ-পত্র

পৌঁছলে তিনি দেখলেন, সভাটি ১ ফাল্গুন [শনি 13 Feb] আহূত হয়েছে। অর্থাৎ শিলাইদহ ছেড়ে তাঁকে আগেই রওনা হতে হবে। তাই আক্ষেপ করে রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন: 'ডাক্তার মৈত্র আমার ছুটির মেয়াদ থেকে আরো দুদিন কেটে নিলেন। তিনি ঠিক করেছেন শনিবারে সভা করবেন— তাহলে আমাকে শুক্রবারে ছাড়তে হবে। আজ শুক্রবার। আমার কেবল ছ'টা দিন হাতে রইল।' এই আক্ষেপ ডাঃ মৈত্রের কাছেও জানান ২১ মাঘের [বৃহ 4 Feb] পত্রে:

আমি যে একদিন হাটের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছি যে, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' সে কথাটা বুঝি কিছুতেই আপনারা কানে তুলবেন না? আপনি যাই বলুন আমি একটি অক্ষরও লিখতে পারব না ...সেদিন আমাকে মাচার উপরে দাঁড় করিয়ে দেবেন, ভাল মন্দ মুখ দিয়ে যা বেরয় তাই বলে খালাস হব— আমার বাক্য মানস সরোবর থেকে সাদা রাজহাঁসের মত আকাশে ছুটে চলবে— ছাপার কালীতে কালো হয়ে দাঁড় কাকের মত ছাদের উপর দল বেঁধে পাড়ার কানে তালা ধরিয়ে দেবে না। ...আপনার ডাক কোনো মতে এড়াতে পারলুম না বলেই ধরা দিলুম, কাজের ডাক আমার চিত্তে পৌঁছয় নি...

ভেবেছিলুম রবিবার রাত্রে ছেড়ে সোমবার পৌঁছব কিন্তু আমার ছুটির মেয়াদ থেকে দু-দুটো গোটা দিন আপনার সার্জারির ছুরি চালিয়ে একেবারে গোড়া ঘেঁষে ছেঁটে ফেল্লেন? ...তাছাড়া বক্তৃতার সঙ্গে একটা কবিতা জুড়তে হবে এ আপনার কি রকম ফরমাস? এ বসন্তকালে কি এই রকমের ভয়ঙ্কর অসবর্ণ বিবাহ আপনারা ব্রাহ্মমতে পছন্দ করলেন? কিন্তু এ ঘটকের দ্বারা এমন অধম হবে না। আমার শক্তি নেই।[১৮৩]

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, ডাঃ মৈত্রের বন্ধুত্বের খাতিরেই তিনি মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হতে সম্মত হয়েছিলেন— নইলে সভা করে লোকহিতের পরিণতি তিনি স্বদেশী সমাজ, জাতীয় ভাণ্ডার প্রভৃতির সময় থেকেই দেখে আসছিলেন।

২৯ মাঘ [শুক্র 12 Feb] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ত্যাগ করেন। এখানে অবস্থান-কালেই চতুরঙ্গ-এর 'শ্রীবিলাস' অধ্যায়টি লেখা হয়, কিন্তু তথ্যাভাবে সঠিক সময়টি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

মাঘ ১৩২১-এ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি এইরূপ:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮৩৬ শক [৮৫৮ সংখ্যা]:

১৬৭-৬৮ 'প্রাতঃকালের উদ্বোধন' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৫০০-০১ ['দীক্ষার দিন']

১৬৮-৬৯ 'প্রভাতের উপদেশ' দ্র ঐ ১৬ । ৫০২-০৪ ['আরও']

১৬৯-৭০ 'সায়ংকালের উদ্বোধন' দ্র ঐ ১৬। ৫০৪-০৬ ['আবির্ভাব']

১৭০-৭১ 'সায়ংকালের উপদেশ' দ্র ঐ ১৬। ৫০৭-০৮ ['অন্তরতর শান্তি']

প্রবাসী, মাঘ ১৩২১ [১৪/২/৪]:

৩৮৯ 'গান' ['পোহাল পোহাল বিভাবরী'] দ্র গীত ২। ৪৯৩

৪৭৫-৭৬ 'স্বরলিপি' [ঐ] দ্র স্বর ১৬

স্বরলিপিটি দিনেন্দ্রনাথের করা। এছাড়া ৪৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় পৌষ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত 'শুধু তোমার বাণী' গানের স্বরলিপিটি উদ্ধৃত হয়।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, মাঘ ১৩২১ [২/৭]:

৯১-৯৩ কর্ণাটি ঝিঁঝিট-ঢিমেতেতালা/ বড় আশা করে দ্র স্বর ৮

৯৭ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ দেখ, হো ঠাকুর বলি এনেছি মোরা দ্র স্বর ৪৯

৯৯-১০০ কে গো অন্তরতর সে দ্র স্বর ৪০

প্রথম গানটির 'স্বরলিপি ও স্বরসন্ধি' রচনা করেন অশোকা দেবী ও শেষ গানটির স্বরলিপি-কর্ত্রী ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, মাঘ১৩২১ [১/১০]:

৬৬২-৬৪ 'উপহার' ['হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে'] দ্র বলাকা ১২। ২৫-২৭ [১০]

৬৬৫-৯৩ 'দামিনী' দ্র চতুরঙ্গ ৭ । ৭৬১-৭৭

৬৯৪-৯৭ 'বিচার' ['হে মোর সুন্দর'] দ্র বলাকা ১২। ২৭-৩০ [১১]

The Modern Review, February 1915 [Vol. XVII, No.2]:

137 'Santiniketan' ['Oh, The Santiniketan, the darling of our hearts']

'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটির অন্য-একটি অনুবাদ *Collected Poems* [1936] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১ ফাল্গুন [শনি 13 Feb] বিকেল ৫টায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্‌বোধন সভা আহূত হয়।

দ্বাদশ শতাধিক লোক এই সভায় যোগদান করেন। তন্মধ্যে নারীগণের সংখ্যা তিন শতের অধিক হইবে। প্রথমে ও শেষে সেবা ভাবোদ্দীপক তিনটী সঙ্গীত গীত হয়। ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে মাননীয় স্যার এস্, পি, সিংহ, শ্রীযুক্ত এস, আর দাস, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল (বটকৃষ্ণ পাল কোংর), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার, হরিধন দত্ত, ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, রেভাঃ বি, এ, নাগ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম,এ, এম,বি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সকলের সমর্থনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি কর্ত্তৃক একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর কার্য্যারম্ভ হয়।[১৮৪]

কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'প্রথমে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করলেন, তারপর আমাদের গান "আনন্দ ধ্বনি জাগাও" তারপর রামানন্দবাবুর বক্তৃতা, পরে হীরেনবাবু [দত্ত], ব্রজেনবাবু [শীল], শেষে কবি। ...শেষে ঝুনুর [সাহানা গুপ্ত] গান "তোমারি সেবক কর হে" এবং আমাদের শেষ গান "দুয়ারে দাও মোরে" [রাখিয়া নিত্যকল্যাণ কাজে হে]।'[১৮৫]

তিনি লিখেছেন, অনুষ্ঠানের শেষে 'Mayoতে কবি এলেন, "ও মোর দরদিয়া" গাওয়ালাম।'

রবীন্দ্রনাথের 'কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম ফাল্গুন-সংখ্যা সবুজ পত্র [পৃ ৭৬০-৬৮]-তে 'কর্ম্মযজ্ঞ' [দ্র কালান্তর ২৪। ৩৮৭-৯২] নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বললেন, আজকের সভা আশার আমন্ত্রণ মাত্র। আগেকার অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নবতম চেষ্টায় যে প্রাণের পরিচয় আছে সেইটিই আশার সম্বল। এখন খুঁজে বের করতে হবে পূর্বতন চেষ্টাগুলি ব্যর্থ কোন্ দুর্বলতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেই দুর্বলতাকে শনাক্ত করেছেন: 'যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েছি সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যে-সব দেশ বড় আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখি নি। ...কর্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে; কর্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম বক্তৃতায় কর্তব্যের একটি বৃহৎ তালিকা পেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, কাজের ক্ষেত্রটি প্রথমে ছোটো করেই গ্রহণ করা ভালো— 'সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোটো হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না'। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন, য়ুরোপে বৈজ্ঞানিক নিয়মের

জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ বৃদ্ধিকেই উন্নতিসাধন বলা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মত দৌরাত্ম্য আর-কিছুই হতে পারে না। ...কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টোদিক থেকে মরছি— আমরা সয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি। আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না, পরিবার পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা, সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের দেশে দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান, দারিদ্র্য।' তাই কর্ম্মযজ্ঞে তিনি দেশের যৌবনকে আহ্বান করলেন। দুর্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেছে— কাজই পারে এই ভাবাবেশ থেকে উদ্ধার করতে, 'কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।'

২ ফাল্গুন [রবি 14 Feb] সকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি সাহিত্য-আসর বসল। রথীন্দ্রনাথ এই আসরের একটি বিবরণ ডায়ারিতে লিখে রেখেছিলেন:

> ...গল্প শোনবার জন্যে মণিলাল সকলকে খবর দিয়েছিল তাই আজ সকালে সত্যেন্দ্র দত্ত, ধীরেনবাবু, দ্বিজেন বাগচী, সুরেশ বন্দ্যো, চারু বন্দ্যো, অজিতবাবু প্রভৃতি ও গগনদাদারা দোতলার ঘরে বসে আড্ডা করলেন। বাবা ব্রজেন্দ্র শীলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাই প্রথমে তাঁর নতুন কবিতাগুলো পড়তে লাগলেন। বললেন কিছুদিন আগে রমণীমোহন ঘোষ তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে আপনাকে তো আবার সেই সাধুভাষায় ফিরে যেতে হল— সেটার তখন কিছু প্রতিবাদ করেন নি— কিন্তু মনে মনে ছিল যে এখন যে নতুন ছন্দ ব্যবহার করছেন তাতে সহজ বাংলা ভাষায় লিখতে চেষ্টা করবেন। এবারে শিলাইদায় গিয়ে 'মুক্তি' কবিতা সেই প্রথম চেষ্টা। প্রথমটায় একটু শক্ত ঠেকেছিল কিন্তু একবার একটা করতে তার পর সহজেই আসতে লাগল। বরঞ্চ দেখলেন এইরকম ভাঙা ছন্দে সহজ ভাষাই ঠিক খাটে। সত্যেন্দ্র দত্তও তাই বললেন। বাবা বললেন উনি ইচ্ছা করে কোথাও কোথাও দু-একটা অক্ষর কম দিয়েছেন— যাতে একটা লাইনের ঝোঁকটা আর একটা লাইনের উপর গিয়ে পড়ে থেমে না যায়।[১৮৬]

(এখানে একটি কথা উল্লেখ্য। রথীন্দ্রনাথের বিবরণে 'মুক্তি' কবিতার উল্লেখ দেখে প্রকাশক ডায়ারির এই অংশটির শিরোনাম দিয়েছেন: 'পলাতকা ও চতুরঙ্গ প্রসঙ্গ'— কিন্তু উল্লেখটি বলাকা-র 'মুক্তি' ['যখন আমায় হাতে ধরে', ২২-সংখ্যক] কবিতা প্রসঙ্গে, পলাতকা-র 'মুক্তি' কবিতা তখনও লেখা হয়নি। 'মুক্তি' ও 'স্বর্গ' কবিতা দুটি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছিলেন: 'আমি যেভাবে ছেদ প্রভৃতি দিয়েছি সেই ভাবেই ছাপিয়ো। চল্‌তি ভাষায় লেখা ভাঙা ছন্দ পড়তে পদস্খলন হয় না ত? লেখক স্বয়ং তো দিব্য আরামে পড়তে পারেন— কিন্তু পাঠকের উপরে ভরসা হয় না।'[১৮৭]) এর পর রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> নতুন যা কবিতা জমেছে তাতে একটা বই হবার মতো হয়েছে। বইটার কী নাম হবে তাই নিয়ে আলোচনা হল। বাবা প্রথমে suggest করলেন 'শৈবাল'— সেটা কারো তত পছন্দ হল না— তখন বললেন 'স্রোতের শেওলি' কি রকম হয়। সেটাতেও কেউ কেউ আপত্তি করলেন যে বৈষ্ণব কাব্যের association এসে পড়বে। তার পর suggest করলেন 'ঝরনা'—কেউ মনে করলেন সেই নামে অন্য বই থাকতে পারে— কেউ বললেন ওটাতে source suggest করে— গতি তত নয়। তার পর হঠাৎ গগনদাদা বললেন 'পাগলঝোরা' নাম দিলে কেমন হয়— সেইটা বলতেই সকলের খুব পছন্দ হল ও তাই সাব্যস্ত হল। একটু পরে গল্প আরম্ভ হতেই ব্রজেন্দ্র শীল এলেন। ইতিমধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় এসেছিলেন। গল্পটা সবুজ পত্রে 'জ্যাঠামহাশয়' থেকে যে তিনটে series বেরিয়েছে তারই শেষটা— এবার শ্রীবিলাসের সম্বন্ধে। সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শুনলেন— গল্পটাতে শিলাইদায়ের গন্ধ খুব। সেখানকার ভাঙা নীলকুঠি, বালির চর প্রভৃতির বর্ণনা চমৎকার। ...এই চারটে গল্পের কী নামকরণ হবে তা নিয়েও আলোচনা হল। 'চারজনা', 'চতুষ্টয়', 'চতুষ্কোণ', 'শচীশ', 'দামিনী', 'শ্রীবিলাস' প্রভৃতি অনেক রকম suggested হল। শেষটা— 'চতুরঙ্গ' কে বলাতেই সকলের একবাক্যে পছন্দ হল— বাবারও এটা একবার আগে মনে হয়েছিল।[১৮৮]

এর পরেও রবীন্দ্রনাথকে কয়েকদিন কলকাতায় থাকতে হয়। এর কারণটি অ্যান্ডরুজকে লিখেছেন 18 Feb [বৃহ ৬ ফাল্গুন]: 'Waiting for Lord Carmichael, hoping to see him tomorrow./Calcutta will keep

me till Sunday. I do not hope to free myself from its clutches before that though I shall try. Anyhow, Monday will see me in Bolpur, somewhat feeble and worn-out, unfit to be trusted with any responsibility.'[১৮৯] সম্ভবত লর্ড কারমাইকেলের আগ্রহেই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। শিলাইদহ থেকে একটি তারিখহীন [?২৭ মাঘ] চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'গবর্ণর ১৯শে তারিখে আসবেন তার পরে দু চারদিন বাদে বোধহয় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে,...Gourlay-র initialটা কি ঠিক বোঝা যাচ্চে না— বোধ হয় W.R.— তাই না? যাই হোক্ তোকে চিঠি পাঠাই তুই তার ঠিকানায় রওনা করে দিস্।'[১৯০] Gourlay ছিলেন গবর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারি— তাঁর চিঠিতেই হয়তো গবর্নরের ইচ্ছা জানানো হয়েছিল। এবিষয়ে কোনো চিঠিই রক্ষিত হয়নি, সুতরাং নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কী উদ্দেশ্যে এই সাক্ষাৎকারের আয়োজন হয়। যাই হোক, সাক্ষাতের সময়ে লর্ড কারমাইকেলকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিদর্শনের আমন্ত্রণ করেন ও তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আর-একটি ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, যার সঙ্গে উক্ত সাক্ষাৎকারের সম্পর্ক থাকতেও পারে। দিল্লির ভাইসরয় লজ থেকে এক ব্যক্তি [স্বাক্ষরটি পড়া যায়নি] 16 Feb [মঙ্গল ৪ ফাল্গুন] একটি 'Private' চিঠিতে অ্যান্ডরুজকে লেখেন:

A suggestion was made to the Viceroy some little time ago that it would be an appropriate and graceful act on the part of His Majesty to confer a Knighthood upon Rabindranath Tagore in recognition of the name he has established in India & Europe & of his genius as a poet—The Viceroy would be very happy indeed to make a recommendation in this sense, if he thought that Rabindranath would appreciate the honor, but he hesitates to do so, because he has just a shade of doubt whether Rabindranath would do so.

So he has asked me to write and entrust to you the delicate task of sounding Rabindranath on the subject—you are so close a friend of his that I feel sure you will be able to elicit from him his real feeling in the matter....

P.S. An early answer would greatly oblige.[১৯১]

লর্ড হার্ডিঞ্জ ঠিকই ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে রাজি করানো সহজ ছিল না— সেইজন্য অ্যান্ডরুজ ও হয়তো লর্ড কারমাইকেলেরও সাহায্য নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পরে তিনি বাংলা সফরে এসে ২০ ফাল্গুন [বৃহ 4 Mar] রবীন্দ্রনাথকে ব্যারাকপুরে আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথ ১৬ ফাল্গুন দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন: 'আগামী বৃহস্পতিবারে বারাকপুরে ভাইসরয়ের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সে নিমন্ত্রণে আমি যেতুম কারণ, লর্ড হার্ডিঙ্গের পরে আমার ভক্তি আছে।/ কিন্তু ইতিমধ্যে আমার স্কন্ধে কবিতা ভর করেছেন। ...ভাইসরয়কে লিখে দিলুম আমি এখানকার কাজে আছি অতএব দুঃখের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি।'[১৯২] কিন্তু উপরোধ রবীন্দ্রনাথ প্রায় কোনোক্ষেত্রেই এড়াতে পারেননি, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পঞ্চম জর্জের জন্মদিন 3 Jun 1915 [২০ জ্যৈষ্ঠ]-এ তাঁকে নাইটহুডে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মানে তাঁর কোনো শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি, কিন্তু এই পর্বেই সেটি এড়াতে পারলে 1919-এ প্রত্যাখ্যান-জনিত জটিলতা সৃষ্টি হত না।

অথচ নাইটহুডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টান্তও সামনে ছিল, কয়েক মাস আগে গোপালকৃষ্ণ গোখলে অনুরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৯২ক] সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের প্রতি লর্ড হার্ডিঞ্জের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল—তিনি নোবেল প্রাইজ ঘোষণার আগেই তাঁকে Poet Laureate of Asia' অভিধায় উল্লেখ করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৬। ৪৮৪]। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সরকারি কর্মচারীদের পুত্ররা পড়তে পারবে না, এই সাকুর্লার তাঁর নির্দেশেই প্রত্যাহৃত হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ঠিক এই পারস্পরিক শ্রদ্ধার কারণেই হার্ডিঞ্জ তাঁকে নাইটহুডে সম্মানিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভাবলে বোধ হয় ভুল হবে। কারণ, 'in recognition of the name he has established in India & Europe & of his genius as a poet' নাইটহুড দিতে হলে আগের বছর 3 June 1914-এই সেটি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন ইংরেজ শাসকদের এতখানি বদান্য হবার গরজ ছিল না। বর্তমান বৎসরে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি অন্যরূপ গ্রহণ করেছিল। আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করে ভারতবাসীকে তুষ্ট করার এই সুক্ষ্ম সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস। গোখলে এই ফাঁদে পা দেননি চতুর রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য। কিন্তু হার্ডিঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধা ও অ্যান্ডরুজের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের চাতুর্য বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, সেই সন্দেহ হার্ডিঞ্জের মনে ছিল বলেই 'the delicate task of sounding Rabindranath' অ্যান্ডরুজের উপর অর্পিত হয়েছিল। অ্যান্ডরুজও 'বন্ধু' হার্ডিঞ্জের চাতুর্য বুঝতে পারেননি।

ইতিমধ্যে গান্ধীজি পত্নী কস্তুরবাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন ৫ ফাল্গুন [বুধ 17 Feb] সন্ধ্যায়। তাঁদের অভ্যর্থনার বিস্তারিত বিবরণ আশ্রমের ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী 'Arrival of Mr & Mrs. Gandhi at Bolpur' [*The Ashram*, Jun-Jul 1915/ 2-9] ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী 'আশ্রমে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ [য] করমচঁদ গান্ধী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী' [দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ১৯৯-২০১] প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩]।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। 18 Feb তিনি অ্যান্ডরুজকে লিখেছেন: 'I hope Mr. and Mrs. Gandhi have arrived in Bolpur, and Santiniketan has accorded them such a welcome as befits her and them. I shall convey my love personally to them when we meet.' কিন্তু এইবারে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি। গোপালকৃষ্ণ গোখলের মৃত্যুর [৭ ফাল্গুন শুক্র 19 Feb] সংবাদ পেয়ে পরদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে গান্ধীজি সস্ত্রীক পুনা যাত্রা করেন।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরেন ১০ ফাল্গুন [সোম 22 Feb]। সম্ভবত এর পরেই তিনি গান্ধীজিকে তাঁর প্রথম চিঠিটি লেখেন:

Dear Mr. Gandhi

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India has given me great pleasure—and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you

for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the *Sadhana* of both of our lives./ Very sincerely yours[১৯৩]

সম্ভবত ১২ ফাল্গুন [বুধ 23 Feb] তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'দ্বিপু তোর জন্যে ভারি ব্যস্ত। গভর্ণর আসবে তার পরামর্শ করতে চায়। এখানকার টাকাকড়ির সুব্যবস্থা করতে হবে। আজই আমি সুরুলে যাচ্চি। ক্লান্ত হয়ে আছি।'[১৯৪]

১২ ফাল্গুন থেকেই দেখা যায়, তাঁর লেখনীতে গানের ধারা নেমেছে। এক্ষেত্রে যে তাগিদ কার্যকর হয়েছিল, সেটি তিনি বর্ণনা করেছেন ১৬ ফাল্গুন [রবি 28 Feb] ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা চিঠিতে। ডাঃ মৈত্র ২৩ ফাল্গুন [রবি 7 Mar] বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি লেখেন:

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার স্কন্ধে কবিতা ভর করেছেন। আমার আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই ধরেছে বসন্তউৎসবের উপযোগী একটি ছোট নাটক রচনা করে দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছি এবং সুরুলের নির্জ্জন ঘরে লিখতে বসে গেছি। গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন্‌গুন্‌ করতে লেগে গেছে। ইতিমধ্যে বুধবারে যদি এখান থেকে বেরতে হয় এবং তার পরে আপনার রবিবার সারতে হয় তাহলে আমার রসের যজ্ঞ ভঙ্গ হবে। আমার লেখাটার গোটা চার পাঁচ কচি ডাল বেরতেই তাকে একেবারে ছাগলে খাওয়ার মত দশা করবে। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হতে পারে কিন্তু কবির পক্ষে সেটা উপাদেয় নয়।[১৯৫]

আগেই বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার [২০ ফাল্গুন] লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁকে ব্যারাকপুরে আহ্বান করেছিলেন।

সুরুলের বাড়িতে ১২ ফাল্গুন [বুধ 24 Feb] রাত্রি থেকে রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনী-র গান লেখা আরম্ভ করেন। গানগুলি লেখা হয়েছে গীতালি-বলাকা-র পাণ্ডুলিপি Ms.131-এ— মোট ১৬টি গান এখানে পাওয়া যায়। নাটকের পাণ্ডুলিপিটি [Ms.121] আলাদা, বড়ো মাপের [২৮.২x২৫.২ সে.মি.] রুল-টানা কাগজের মাঝামাঝি ভাঁজ করে বাম অর্ধে কপিয়িং ও সাধারণ পেনসিলে ৪৩টি পৃষ্ঠায় লেখা। মীরা দেবী-কৃপালনী-সংগ্রহে আর-একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়— এটিতে রুলটানা ফুল্‌স্‌ক্যাপ মাপের কাগজের ১৪টি পাতা ভাঁজ করে বাম অর্ধে উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা হয়েছে। চারটি দৃশ্যে বিভক্ত নাটকটির চারটি গীতি-ভূমিকা সহ এটিতে গান আছে মোট ২৯টি, এদের মধ্যে ১৬টির স্থান-কাল-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় Ms.131-এ— এগুলির কালানুক্রমিক ও পৃষ্ঠানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল, শেষ দুটি ছাড়া বাকিগুলি সুরুলে রচিত:

১২ রাত্রি [বুধ 24 Feb] 'ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া' দ্র ফাল্গুনী ১২। ১০১, প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা, বেণুবনের গান; সবুজ পত্র, চৈত্র। আ; গীত ২। ৫০৮;

১২ রাত্রি [ঐ] 'ছাড় গো তোরা ছাড় গো' দ্র ঐ ১২। ১১২-১৩, দ্বিতীয় দৃশ্য, শীতের বিদায়-গান, উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান; ঐ, চৈত্র। ঊ,ঋ; ঐ ২। ৪৯৭।

১৩ ফাল্গুন [বৃহ 25 Feb] আটটি গান রচিত হয়:

প্রভাত 'আমরা নূতন প্রাণের চর' দ্র ঐ ১২। ১১৩, দ্বিতীয় দৃশ্য, নবযৌবনের গান; ঐ, চৈত্র। ঊ-ঋ; ঐ ২। ৪৯৭;

'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি' দ্র ঐ ১২। ১২৩, তৃতীয় দৃশ্য, বসন্তের হাসির গান; ঐ, চৈত্র। ঋ-[ঋৃ ; ঐ ২। ৫৯৯;

‘এই কথাটাই ছিলেম ভুলে’ দ্র ঐ ১২। ১২৯-৩০, চতুর্থ দৃশ্য, নূতন আশার গান; ঐ, চৈত্র। [দীর্ঘ]৯-এ; ঐ ২। ৫৩৭; প্রথম ছত্রটির উপরে রবীন্দ্রনাথ তালের চিহ্ন দিয়েছেন;

‘আমরা খুঁজি খেলার সাথী’ দ্র ঐ ১২। ১১২, দ্বিতীয় দৃশ্য, দুরন্ত প্রাণের গান; ঐ, চৈত্র। উ; ঐ ২। ৬০০; প্রথম ছত্রটির উপর তালের চিহ্ন;

‘এবার তো যৌবনের কাছে’ দ্র ঐ ১২। ১৩০-৩১; চতুর্থ দৃশ্য, বোঝাপড়ার গান; ঐ, চৈত্র। এ-ঐ; ঐ ২। ৫৩৭; পৃষ্ঠার বাম কোণে লেখা: ‘জাগ জাগরে/ জাগ সঙ্গীত’— প্রাথমিক সুর সম্ভবত এই গানটির সুরের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল;

‘আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে’ দ্র ঐ ১২। ১৪৪-৪৫, চতুর্থ দৃশ্য, উৎসবের গান; ঐ, চৈত্র। ও-ঔ; ঐ ২। ৫১১;

‘বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম’ দ্র ঐ ১২। ১২৯, চতুর্থ দৃশ্য, প্রত্যাগত যৌবনের গান; ঐ, চৈত্র। ৯-[দীর্ঘ]৯; ঐ ২। ৫৩৬;

রাত্রি ‘আকাশ আমার ভরল আলোয়’ দ্র ঐ ১২। ১০২, প্রথম দৃশ্য, পাখির নীড়ের গান; ঐ, চৈত্র। ই; ঐ ২। ৫০৮; গানটির শীর্ষে লেখা: ‘ছায়ানট’।

১৪ প্রভাত [শুক্র 26 Feb] ‘আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি’ দ্র ঐ ১২। ১২৩-২৪, তৃতীয় দৃশ্য, আসন্ন মিলনের গান; ঐ, চৈত্র। ঋ-ৃ-৯; ঐ ২। ৪৯৮।

১৫ রাত্রি [শনি 27 Feb] ‘এতদিন যে বসেছিলেম’ দ্র ঐ ১২। ১৩১, চতুর্থ দৃশ্য, নবীন রূপের গান; ঐ, চৈত্র। ঐ-ও; ঐ ২। ৫১০।

২০ রাত্রি [শনি 4 Mar] ‘তোমায় নতুন করেই পাব বলে’ দ্র ঐ ১২। ১৩১, চতুর্থ দৃশ্য, বাউলের গান; ঐ, চৈত্র। ৮৬০-৬১; ঐ ১। ২৪; পৃষ্ঠার বাম কোণে লেখা: ‘আমি/ সকল নিয়ে/ বসে আছি’।

২১ প্রাতে [বৃহ 5 Mar] ‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম’ দ্র ঐ ১২। ১৩৮-৩৯, চতুর্থ দৃশ্য; ঐ, চৈত্র। ৮৫৪-৫৫; ঐ ১। ১১০।

২৩ ফাল্গুন [রবি 7 Mar] ‘রেলপথে’ দুটি গান লিখিত হয়:

‘ওগো নদী, আপন বেগে’ দ্র ঐ ১২। ১০২-০৩, প্রথম দৃশ্য, ফুলন্ত গাছের গান; ঐ, চৈত্র। ঈ; ঐ ২। ৫৭৯; পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির অংশগুলি জুড়ে একটি নকশা তৈরি হয়েছে;

‘চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে’ দ্র ঐ ১২। ১১৭-১৮, দ্বিতীয় দৃশ্য; ঐ, চৈত্র। ৮২৭-২৮; ঐ ১। ২২৬।

উক্ত গান-দুটি পৃষ্ঠানুক্রমে সাজানো, কিন্তু আমাদের অনুমান, ‘ওগো নদী, আপন বেগে গানটিই পরে রচিত হয়— ‘চলি গো’ গানটি লেখার পরেই পাণ্ডুলিপির সবগুলি পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়ে গেলে 137 পৃষ্ঠার নীচে অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘ওগো নদী’ গানটি লেখেন।

চৈত্র-সংখ্যা সবুজ পত্র-তে প্রকাশের সময় মূল ‘ফাল্গুনী’ নাটকটির সূচনায় একটি ‘ভূমিকা’ [পৃ ৮০৭-০৮] ছিল [দ্র গ্রন্থপরিচয় ১২। ৫৯৮-৯৯]; এটির নীচে স্থান-কাল মুদ্রিত হয়: ‘সুরুল/ ২০ ফাল্গুন। ১৩২১’— এর থেকেই অনেকে অনুমান করে নিয়েছেন, নাটকটি এইদিনই সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সেটি ঠিক নয়। Ms.121 ও মীরা দেবী-কৃপালনী-সংগ্রহের ফাল্গুনী-র পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শেষোক্ত পাণ্ডুলিপিটিই

পূর্ববর্তী, এখানেও ২১ ফাল্গুনে রচিত ‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম’ গানটি আছে, কিন্তু ‘চলি গো’ গানটি নেই — Ms.121-এ ‘চলি গো’ গানটি নব-রচিত কিছু সংলাপ-সহ স্বতন্ত্র কাগজে লিখে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ২১ ফাল্গুন [শুক্র 5 Mar] নাটকের প্রাথমিক খসড়াটি সম্পূর্ণ হয়েছিল বলা চলে। এইদিন রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন:

ছেলেগুলো বড্ড তাগিদ করছিল তাই বসন্ত উৎসব লিখতে বসেছিলুম। এখন আমার শান্তিপর্ব লেখবার বয়স, কিন্তু বাঁদরগুলোর জ্বালায় পরলোকের চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি। লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। মঙ্গলবার কলকাতায় যাব— বুধ বৃহস্পতিবার নাগাদ একটা বৈঠক করে শোনাব। ...লেখাটা মাজাঘষায় ব্যস্ত। অন্য কিছুতে মন দেওয়া অসম্ভব।[১৯৬]

তিনি রথীন্দ্রনাথকে একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন: ‘আমার নাটকটা আজ লেখা হয়েছে। এইবার একবার revise করতে হবে।’[১৯৭] এই পত্রটিও সম্ভবত ২১ ফাল্গুনে লেখা। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: “নাটক রচনা শেষ হয় ৪ মার্চ। পরদিন আশ্রমবাসীদের নিকট পড়িয়া শুনাইলেন। উহা তখন ‘বসন্তোৎসব’ নামেই পঠিত হয়।”[১৯৮] সম্ভবত নাটক-পাঠের তারিখটি হবে 6 Mar [শনি ২২ ফাল্গুন]।

ফাল্গুনী-তে পুর্বোল্লিখিত ১৬টি গান ছাড়া আরও ১৩টি গান আছে। মীরা দেবী-কৃপালনী-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিতে গানগুলিতে কাটাকুটির পরিমাণ দেখে মনে হয়, এগুলি নাটক রচনার সময়েই রচিত অর্থাৎ এদের রচনাকাল ১২-২১ ফাল্গুন। গানগুলি হল:

‘ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে’ দ্র ফাল্গুনী ১২। ১০৩-০৪; সবুজ পত্র, চৈত্র। ৮০৯; গীত ২। ৫০৯-১০;

‘মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ’ দ্র ঐ ২। ১০৬-০৭; ঐ, চৈত্র। ৮১৩-১৫; ঐ ২। ৬০০;

‘আমাদের পাকবে না চুল গো—মোদের’ দ্র ঐ ১২। ১০৮; ঐ, চৈত্র । ৮১৭; ঐ ২। ৫৯৫;

‘আমাদের ভয় কাহারে’ দ্র ঐ ১২। ১১১; ঐ, চৈত্র। ৮২২; ঐ ২। ৫৯৫;

‘আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে’ দ্র ঐ ১২। ১১৫; ঐ, চৈত্র। ৮২৩-২৪; ঐ ১। ২২৬;

‘ভালো মানুষ নই রে মোরা’ দ্র ঐ ১২। ১২০-২১; ঐ, চৈত্র। ৮৩৪; ঐ ২। ৫৯৪;

‘মোরা চলব না’ দ্র ঐ ১২। ১৬২; ঐ, চৈত্র। ৮৪০; ঐ ৩। ৮০০;

‘ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে’ দ্র ঐ ১২। ১২৮; ঐ, চৈত্র। ৮৪৩; ঐ ১। ২৫;

‘তুই ফেলে এসেছিস কারে’ দ্র ঐ ১২। ১৩৩; ঐ, চৈত্র। ৮৪৬; ঐ ২। ৩৯৩-৯৪;

‘আমি যাব না গো অমনি চলে’ দ্র ঐ ১২। ১৩৪; ঐ, চৈত্র। ৮৪৭; ঐ ২। ৩১৬; প্রথম পাণ্ডুলিপিতে গানটির পাঠ ভিন্নতর: ‘আমি বিদায় নিয়ে যাব না গো চলে’ [দ্র গ্রন্থপরিচয় ১২। ৬০০, এই পাঠটিই রবীন্দ্রনাথ Ms.121-এ কপি করে বর্তমান পাঠটি তৈরি করেন;

‘সবাই যারে সব দিতেছে’ দ্র ঐ ১২। ১৩৫; ঐ, চৈত্র। ৮৪৮-৪৯; ঐ ১। ১৯০;

‘বসন্তে ফুল গাঁথল আমার’ দ্র ঐ ১২। ১৩৬; ঐ, চৈত্র। ৮৫০-৫১; ঐ ২। ৫১০;

‘হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে’ দ্র ঐ ১২। ১৪০; ঐ, চৈত্র। ৮৫৬-৫৭; ঐ ১। ১৫৫।

গোখলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ৮ ফাল্গুন [20 Feb] গান্ধীজি পুনায় চলে গিয়েছিলেন, তিনি আবার শান্তিনিকেতনে এলেন ২২ ফাল্গুন [শনি 6 Mar]। এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য:

৩]। ফাল্গুনী-র পাণ্ডুলিপিতে দেখি, কলকাতায় যাওয়ার সময়ে ট্রেনপথে ২৩ ফাল্গুন [রবি 7 Mar] রবীন্দ্রনাথ 'ওগো নদী আপন বেগে' ও 'চলি গো, চলি গো' গানগুলি রচনা করেন। কিন্তু গান্ধীজি ৪ Mar ডায়ারিতে লিখেছেন: 'Gurudev left for Calcutta. Had a talk with Andrews about his conduct.' তাঁর দেওয়া তারিখটি সম্ভবত ঠিক নয়। তাঁর ডায়ারির শেষ বাক্যটি থেকে মনে হয়, গান্ধীজির অনেক কথা ও কাজ হয়তো রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেনি। এর পরে তিনি যেদিন ফিরে আসেন [২৭ ফাল্গুন বৃহ 11 Mar] সেইদিন রাত্রেই গান্ধীজি রেঙ্গুনের পথে কলকাতা যাত্রা করেন, স্টেশনে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের কথাবার্তার সামান্য বিবরণই রক্ষিত হয়েছে। গান্ধীজি লিখেছেন:

> আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেই রান্না করে তবে ভাল হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদের হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজের হাতে রান্না করার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই সকল কথা আমি শিক্ষকদের জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভাল মনে হইল। ...এই বিষয়টি [সম্বন্ধে] রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি রাজী হন তবে এ পরীক্ষা তাহার নিজের খুব ভাল লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন — ইহার মধ্যেই স্বরাজের চাবিকাঠি রহিয়াছে।[১৯৯]

গান্ধীজির ডায়ারি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ 7 Mar [রবি ২৩ ফাল্গুন] প্রদত্ত হয়েছিল।[১৯৯ক] আত্মশক্তির চর্চা রবীন্দ্রনাথের সমাজ-দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। তরকারির বাগান করা, আশ্রমের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপদেশ তিনি বহুদিন থেকেই দিয়ে আসছিলেন। বিদ্যালয়ে অর্থাভাব ছিল, সুতরাং পাচক-ভৃত্যের ব্যয় কমে গেলে তাঁর খুশি হবারই কথা। কিন্তু শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তাও তিনি মানতেন। তাই বিদ্যাশিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষতি করে এইসব শ্রমসাধ্য কাজে ছাত্র ও শিক্ষকেরা ব্যাপৃত থাকবেন, প্রসন্নমনে এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। কিন্তু তবু পরীক্ষামূলকভাবে তিনি এতে সম্মতি দেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন:

> শান্তিনিকেতনের পাকশালায় ও ভোজনগৃহে তখন পর্যন্ত হিন্দুসমাজের জাতিবিচার মানিয়া চলা হইত। কবির সহিত কথাবার্তায় এই আলোচনাটি উঠে; গান্ধীজি বলেন যে তাঁহার মতে আশ্রমের সকলে সমানভাবে থাকিবে, আহারে বিহারে অশনে আসনে কোনোপ্রকার পার্থক্য থাকা উচিত নহে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা পৃথক্ পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিত, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে ছাত্রদের কখনো কোনো উপদেশ দিতেন না, ছাত্রেরা নিজ নিজ অভিভাবকের নির্দেশানুসারে পঙ্‌ক্তিবিচার করিত। গান্ধীজি বলিলেন, এভাবে পৃথক পঙ্‌ক্তি ভোজন করা আশ্রমধর্ম-বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেন যে, তিনি কোনোদিন ছাত্রদের ধর্ম বা সমাজ-বিষয়ক মত সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ করেন নাই। জোর করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহারা নিয়ম পালন করিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা তাহাদের অন্তরে গাঁথা হইয়া যাইবে না। যে জিনিস অন্তর হইতে গৃহীত হয় না, তাহা বাহিরের চাপে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। সেইজন্য তিনি বাহির হইতে নৈতিক চাপের পক্ষপাতী নহেন।[২০০]

কিন্তু কষ্টস্বীকারেরও একটা মোহ আছে, নূতনত্বের আকর্ষণ তো আছেই। তাই জগদানন্দ রায়, শরৎকুমার রায়, কালীমোহন ঘোষ ও আরও কয়েকজনের আপত্তি[২০১] সত্ত্বেও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সন প্রভৃতির উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিকালে 10 Mar [বুধ ২৬ ফাল্গুন] থেকে আশ্রমে নূতন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। তৎকালীন ছাত্র প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন: 'এই ব্যবস্থার ফলে আশ্রমে ছাত্রজীবনের সত্যযুগ আরম্ভ হইয়া গেল। সব কাজই ছেলেরা আরম্ভ করিল এবং এই-সব অত্যাবশ্যক কাজের চাপে পড়াশুনার অবান্তর উপলক্ষটা যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল তাহা আর নজরে পড়িল না।'[২০২] দু'মাসের

মধ্যেই এই অবাস্তব উৎসাহ প্রশমিত হয়। পরে প্রতি বছর 10 Mar তারিখটিকে গান্ধী-পুণ্যাহ নাম দিয়ে এক হাস্যকর প্রথা পালন করা হয়, এটি বিশ্বভারতীতে একটি বাড়তি ছুটির দিন।

'ফাল্গুনী' রচনায় ব্যস্ত বলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর অধিবেশনে যেতে চাননি। কিন্তু নাটকটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখ ২৩ ফাল্গুন [রবি 7 Mar]-ই তিনি কলকাতা যাত্রা করেন। রেলপথে তিনি দুটি গান লেখেন, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। মণ্ডলীর সাধারণ সভায় বর্ধমানাধিপতি বিজয়চন্দ মহাতাবকে সভাপতি করে যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথকে তার অন্যতম সহ-সভাপতি মনোনীত করা হয়।

'ফাল্গুনী' পড়ে শোনাবার আয়োজন হয় ২৬ ফাল্গুন [বুধ 10 Mar]। তখনও নাটকটির নাম 'বসন্তোৎসব', এর পাঠ উপলক্ষে যে সমারোহপূর্ণ ব্যবস্থাদি করা হয়, ক্যাশবহিতে তাকে 'বসন্তোৎসবের খরচ' নামে অভিহিত করা হয়েছে— মোট ব্যয় ১০২ ৩, যার মধ্যে সদয় মালীকে '২৬শে ফাল্গুন। বসন্তোৎসবের ফুল ও সাজান' বাবদ ২৮ টাকা, সামিয়ানা, চট, বিচালি ইত্যাদি খরচও আছে; আরও একটি হিসাবও উদ্ধারযোগ্য: '২৬শে ফাল্গুন তারিখে যে উৎসব হয় সেই সময় ক্রান্তি সিংএর পাগড়ির রং বসন্তি রং রঞ্জিত থাকায় ভুলক্রমে তাহা উৎসবের কাপড় জ্ঞানে ছিঁড়িয়া ফেলা হয় এজন্য তাহার মূল্য দেওয়া যায় ২ ॥' । এর থেকে উৎসবের চেহারাটি খানিকটা স্পষ্ট হতে পারে।

কালিদাস নাগ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ডায়ারিতে লিখেছেন:

সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় হাজির ৭ ॥ থেকে ৯॥ নতুন গান ও নাটিকা শোনা গেল— প্রথম গানের ভিতর দিয়ে যেন হু হু করে বসন্তের বাতাস ছুটে এল—ক্রমে২ ঋতুরাজ তাঁর বর্ণ গন্ধ গীতে, যেন মূর্ত্তিমান হয়ে উঠলেন— প্রতিদিনের তুচ্ছতা দীনতা ভুলে গিয়ে ভাবলুম, আমি স্বভাবের শিশু, প্রাণ ভরে খেলা করছি— আমার জন্যই এই শত শত আনন্দের আয়োজন। একদল ছেলে মেতে বেড়াচ্ছে, তাদের দলে যেন মিশে গেছি— এই নবীনদের পিছনে যে প্রবীণের দল হিসেব করে পা ফেলছেন, তাঁদের পিছে হাততালি দিচ্ছি— কি মুক্তি! কি স্ফূর্ত্তি।। উৎসাহে সেই আদ্যিকালের পাকা বুড়োটাকে ধরে বসন্তোৎসবের মধ্যে আনতে ছুটেছি, হঠাৎ বুক দমে গেল— পথকে সন্দেহ, পথপ্রদর্শকের সঙ্গে এগিয়ে চলায় সন্দেহ— পাব যদি ত হারাই কেন? ফুটব যদি ত ঝরে পড়ি কেন? বাঁচব যদি ত মরি কেন? আবার আলো, আশা, আনন্দ, প্রাণ ভরে দিলে— এমনি হাসিকান্নার গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে আজ স্নান করলুম।[২০৩]

11 Mar [বৃহ ২৭ ফাল্গুন] সকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে ঘন্টা-দুয়েক থাকেন, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' ও 'ফাল্গুনী' নিয়ে আলোচনা করেন।[২০৪] তিনি লিখেছেন: '[রবীন্দ্রনাথ] আজ বোলপুর যাচ্ছেন।'

শান্তিনিকেতনে এসে পাকশালার নূতন ব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র ধরনের; এই সময়ে তিনি রথীন্দ্রনাথকে একটি তারিখহীন চিঠিতে লিখলেন:

তুই এখন আস্‌তে পারলিনে তাতে আমি খুসি হলুম। কারণ এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত নিয়ে একটা ভারি গোলমাল চল্‌চে। ছেলেরা গান্ধির উপদেশে নিজেরাই রাঁধবার ভার নিয়ে কাজটা চালিয়ে দিচ্ছে। এই নিয়ে সত্য মিথ্যা নানা কথা ও উত্তেজনার উৎপত্তি হয়েছে। এর মধ্যে তুই এসে পড়লে আবার একচোট আলোচনা আন্দোলনের ধুম পড়ে যেত। কাজটা দুঃসাধ্য অথচ আরম্ভ হয়ে গেছে। এতে আমাদের আর্থিক সমস্যা এবং নানা সমস্যার মীমাংসা হল। সকলের চেয়ে, এতে ছেলেদের শিক্ষা হবে এবং এতদিন পরে আমাদের আশ্রমের ভাবটি পুরোপুরি জাগবার আয়োজন হবে। ছেলেদের সকলেই উৎসাহী, শিক্ষকদের কেউ কেউ নারাজ। তোকে নিজের দলে পাবার জন্যে অনেকে উৎসুক এমন অবস্থায় তোর দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। কিছুদিন চুপ করে থাকলেই সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যে জটিলতা ঢের আছে কিন্তু সে সমস্ত আপনিই মিটে যাবে— আমরা ধৈর্য্য ধরে চুপ করে থাকতে পারলেই কোনো মুস্কিল থাকবে না।[২০৫]

মুশকিল দেখা দিয়েছিল পড়াশুনার ক্ষেত্রেই, এবং সেই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আপোষ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

গান্ধীজিও মতাদর্শের এই সংঘাতের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। সেই কারণেই তিনি আবার শান্তিনিকেতনে এলেন 31 Mar [বুধ ১৭ চৈত্র] রাত্রে। রবীন্দ্রনাথ তার আগের দিনই সেখানে আসেন। পরবর্তী দুদিনে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়। 3 Apr [শনি ২০ চৈত্র] গান্ধীজি ডায়ারিতে লিখেছেন: 'Last meeting with boys with Gurudev as Chairman. Kept Maganlal and Ramdas at Bolpur to help in the kitchen. Left for Hardwar with the rest.' এদিনই ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গান্ধীজির সঙ্গে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে হরিদ্বার রওনা হন। কিছুকাল গুরুকুল বিদ্যালয়ে অবস্থানের পরে আমেদাবাদের নিকট কোচরাবে [Kochrab] সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে ফিনিক্স বিদ্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

ফাল্গুন ১৩২১-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফালুন ১৮৩৬ শক [৮৫৯ সংখ্যা]:

১৮৩-৮৪ '১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উদ্বোধন' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৫২-৫৪ ['সৌন্দর্যের সকরুণতা']

১৮৪-৮৭ '১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উপদেশ' দ্র ঐ ১৬। ৪৫৫-৬০ ['অমৃতের পুত্র']

১৮৭-৮৮ 'সঙ্গীত' [৬টি গান]

১৮১-৯১ '১১ই মাঘের সায়ংকালের উদ্বোধন' দ্র ঐ ১৬। ৪৬০-৬৪ ['যাত্রীর উৎসব']

১৯১-৯৩ '১১ই মাঘ সন্ধ্যার উপদেশ' দ্র ঐ ১৬। ৪৬৪-৬৭ ['মাধুর্যের পরিচয়']

১৯৩-৯৫ 'সঙ্গীত' [১০টি গান]

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১ [১৪/২/৫]:

৫৮৫ 'মুক্তি' ['যখন আমায় হাতে ধরে'] দ্র বলাকা ১২। ৪৩ [২২]

৫৯৪ 'স্বর্গ' ['স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা, ভাই'] দ্র ঐ ১২। ৪৬ [২৪]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩২১ [২/৮]:

১০৬-০৭ নয় এ মধুর খেলা দ্র স্বর ৪০

১১২ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ নিয়ে আয় কৃপাণ

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, ফাল্গুন ১৩২১ [১/১১]:

৭২৯-৫৭ 'শ্রীবিলাস' দ্র চতুরঙ্গ ৭। ৪৭৮-৯৬

৭৫৮-৫৯ 'দুই নারী' ['কোন্ ক্ষণে/ সৃজনের সমুদ্রমন্থনে'] দ্র বলাকা ১২। ৪৫ [২৩]

৭৬০-৬৮ 'কর্ম্মযজ্ঞ' দ্র কালান্তর ২৪। ৩৮৭-৯২

৮০৪ 'এবার' ['যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল'] দ্র বলাকা ১২। ৪৭ [২৫]

৮০৫ 'আবার ['এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়'] দ্র ঐ ১২। ৪৭-৪৮ [২৬]

লর্ড কারমাইকেলের শান্তিনিকেতন-পরিদর্শনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছিল ৬ চৈত্র [শনি 20 Mar]। কলকাতা থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ তারই আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ব্যাপারটিকে 'কারমাইকেলের হাঙ্গাম' বলে অভিহিত করে *15 Mar [১ চৈত্র] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'আমি রাজঅভ্যর্থনার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে আছি।'[২০৬] আর-একটি তারিখহীন পত্রে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'লর্ড কারমাইকেলের জন্যে একটা বড় ছাতা রাখার বোধ হয় দরকার হতে পারে। কারণ তখন রৌদ্রের সময়। যদি ইস্কুল দেখতে বেরন তাহলে ত ছাতা ধরবার দরকার হবে।'[২০৭] আর-একটি তারিখহীন পত্রে লিখেছেন: 'তুই লিখেচিস পার্সেল পোষ্টে এখানে চাঁদোয়া মছলন্দ আসন প্রভৃতি পাঠালি। লোকের হাত দিয়ে পাঠানোই কি ভাল ছিল না। ...মোটর গাড়ি এখানে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। লাটসাহেবেরা নিজের দুখানা মোটর সঙ্গে আনবেন।/ Uniformগুলো যেন সময়মত পাওয়া যায়।'[২০৮]

কারমাইকেলকে অভ্যর্থনার জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন:

> আম্রকুঞ্জে একটি বেদি নির্মিত হয়; উহা এখনো 'কারমাইকেল বেদি' নামে পরিচিত। এই সময়ে মন্দিরে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়; মন্দিরের প্রবেশপথে দুইপার্শ্বে ছত্র পাদুকাদি রাখিবার জন্য দুইটি ঘর ছিল; ঘরের সম্মুখে কোরিন্থিয়ান স্টাইলে নির্মিত দুইটি স্তম্ভে 'ব্রাহ্মধর্মের বীজ' খোদিত দুইটি প্রস্তর-ফলক ছিল; মন্দির হইতে বাহির হইলে সে দুইটি লেখা চোখে পড়িত। ঘর দুইটি ভাঙিয়া ও স্তম্ভ দুইটি নিশ্চিহ্ন করিয়া প্রস্তর ফলক দুইটি প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে স্থাপিত হয়, তদবস্থায় উহা আজও দেখা যায়। ছাতিমতলায় মহর্ষির বেদি বলিয়া যে আসন ছিল তাহার সম্মুখে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' খোদিত শ্বেতপাথরের একটি খিলান ছিল, সেটি সেখান হইতে উঠাইয়া কারমাইকেল বেদির সম্মুখে স্থাপিত করা হইল; সেটি এখন নাই।[২০৯]

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা লিখেছেন: 'লর্ড কারমাইকেলের আগমন উপলক্ষে আম্রকুঞ্জে শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের ছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, শরদিন্দু [নন্দী], দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মণি গুপ্তকে নিয়ে আমগাছের গোড়ায় পদ্মের পাপড়ির নক্‌শায় আলপনা কেটে কাঁকর দিয়ে সাজানো হয়। অর্ধচন্দ্রাকার সিমেন্ট বেদী তৈরি হয় অসিতকুমারের নির্দেশে।'[২১০] অসিতকুমারও তাঁর 'রবিতীর্থে' গ্রন্থে [পৃ ১১৭-১৮] অলংকরণের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়ে তরুণ শিল্পী সন্তোষ মিত্র, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল দে-রও নাম করেছেন। তাছাড়া তিনি লিখেছেন পা-দানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য আলপনা-দেওয়া চন্দ্রপিঁড়ি এবং মানপত্র ও তার আধার তৈরির বিস্তৃত বিবরণ।

লর্ড কারমাইকেল পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিয়মিত সফরসূচি অনুসারে 18 Mar বাঁকুড়া ভ্রমণ করে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার Mr. Lees, চীফ সেক্রেটারি Mr. Cummings ও অন্যান্য কর্মচারী-সহ পরের দিন সকালে সিউড়ি পৌঁছন। সেখান থেকে ৬ চৈত্র [শনি 20 Mar] সকালে তাঁরা বোলপুরে আসেন। এখানকার কর্মসূচির বিবরণ পাওয়া যায় *The Amrita Bazar Patrika* [22 Mar]-য়:

> Burdwan Mar 20. ... This morning an early start was made. The party breakfasted in a tent at Bolpur station, then motored to the "Santi Niketan" of Dr. Rabindra Nath Tagore. After spending an hour with Dr. Tagore and the teachers and the boys, Their Excellencies returned to the train at Bolpur station.

অসিতকুমার লিখেছেন:

লর্ড কারমাইকেলকে যথাসমাদরে অভ্যর্থনা করার পর ছাতিমতলার বেদীতে রবিদা তাঁকে নিয়ে গেলেন। তখন উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের রাজনৈতিক অপরাধে বাঙলার গভর্ণমেন্ট নানা স্থানে বন্দী করে রেখেছিলেন। রবিদা তার প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে তীব্র ভাষায় লাটসাহেবকে যখন বলতে আরম্ভ করেছেন তখন প্রাইভেট সেকরেটারী মিষ্টার গুরলে সাহেব ঘড়ি দেখিয়ে জানালেন লাটসাহেবকে যে তাঁর ফেরবার সময় হয়েছে। রবিদার কথার জবাব পর্যন্ত গভর্ণরকে দিতে দিলেন না প্রাইভেট সেক্রেটারী। আশ্রম থেকে যাবার সময় লাটসাহেব আলপনা দেওয়া চন্দ্রপিঁড়িটা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবিদাদা নির্ভীকভাবে সত্য প্রচার করতেন। বৃটিশ তাঁকে কবি বলেই সম্মান দিত, তাই জেলে দেয়নি।

কলকাতায় পাঠের পর 'বসন্তোৎসব' নাটকের নূতন নামকরণ হয় 'ফাল্গুনী'। স্থির হয়, চৈত্র-সংখ্যা সবুজ পত্র কেবল এই নাটকটি নিয়েই প্রকাশিত হবে। পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মবকাশের পূর্বেই নাটকটি অভিনয়ের কথা ভাবেন। শুরু হয় প্রুফের জন্য তাগিদ। কারমাইকেল আসার আগেই রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'মণিলালকে প্রুফ পাঠাবার তাড়া লাগাস।' প্রুফ পেয়ে সংশোধন ও সংযোজন করে একটি তারিখহীন পত্রে মণিলালকে লেখেন: 'আজকের ডাকে ফাল্গুনীর প্রুফ পাঠালুম। বদলগুলো ভালো করে মিলিয়ে ঠিক করে নিয়ো। আমাকে সংশোধিত প্রুফ খানদশেক পাঠাতে হবে নইলে অভিনয় করা কঠিন। শীঘ্রই পাঠিয়ো। সময় যাচ্চে। ছুটির জন্যে মন উতলা হয়ে আছে।'[২১১] *24 Mar [বুধ ১০ চৈত্র] তাঁকে পুনরায় লিখলেন: 'তুমি ত আচ্ছা লোক। কই ফাল্গুনীর প্রুফ? সময় যে চলে যাচ্ছে। কবেই বা আখড়া বসাব? সকলে মিলে তোমাকে মনে মনে কড়া কথা শোনাচ্চি। তাতে তোমার কোনো অনিষ্ট হচ্ছে না কিন্তু আমাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্চে।'[২১২] পত্রিকাটি বেরোতে কিছু দেরি হয়েছিল। 'মঙ্গলবার' [*6 Mar: ২৩ চৈত্র] মণিলালকে লিখেছেন: 'আজ পর্যন্ত সবুজপত্র পাইনি। বোধ হয় ডাকঘরের ডাকাতিতে মারা গেছে। রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠালে হয় ত পেতেও পারি।'[২১৩] কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই প্রুফ পৌঁছে রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আশ্রমের নাট্যঘরে নাটকটি অভিনীত হয় ১২ বৈশাখ ১৩২২ [রবি 25 Apr 1915] তারিখে।

চৈত্র ১৩২১-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩৬ শক [৮৬০ সংখ্যা]:

২০১-০৪ 'কর্ম্মযজ্ঞ' দ্র কালান্তর ২৪। ৩৮৭-৯২

২১৩-১৪ 'আত্মসম্পদ্' দ্র শান্তিনিকেতন ২ [১৩৮২]। ২৮১-৮৩

প্রবাসী, চৈত্র১৩২১ [১৪/২/৬]:

৬০১ 'প্রেমের বিকাশ' ['জানি আমার পায়ের শব্দ'] দ্র বলাকা ১২। ৫৫ [৩৩]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, চৈত্র ১৩২১ [২/৯]:

১২৭-২৮ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ কি দোষে বাঁধিলে আমায় দ্র স্বর ৪৯

১২৯-৩১ কর্ণাটী খাম্বাজ-তাল ফের্তা/ আজি শুভদিনে পিতার সদনে দ্র স্বর ৪৫

১৩৩-৩৫ আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে দ্র স্বর ৩৮

শেষ গানটির স্বরলিপি ইন্দিরা দেবীর করা, দ্বিতীয় গানটির 'স্বরলিপি ও স্বরসন্ধি' রচনা করেন প্রতিভা দেবী।

সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২১ [১/১২]:

অ-ঔ বসন্তের পালা/ ভূমিকা দ্র গ্রন্থপরিচয় ১২ ৫৯৮

৮০৭-০৮ ফাল্গুনী/ ভূমিকা দ্র ঐ ১২। ৫৯৮-৯৯

৮০৯-৬৩ ফাল্গুনী দ্র ফাল্গুনী ১২। ১০৩-৪৪

'বসন্তের পালা' অংশটি হরিদ্রাবর্ণের পাতলা কাগজে ছাপা। চারটি দৃশ্যের 'গীতি-ভূমিকা'র ১২টি ও 'উৎসবের গান'টি এই অংশে মুদ্রিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী-র বর্তমান সংখ্যাটির পর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা-ভার ত্যাগ করেন।

১৪ চৈত্র [রবি 28 Mar] বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর তৃতীয় সভায় যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় যান। 'কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'সন্ধ্যায় রামমোহন লাইব্রেরীতে হিতসাধনমণ্ডলীর বক্তৃতা— P.C. Roy, কবি, ইত্যাদি শিক্ষা প্রসঙ্গ করলেন— সন্ধ্যাটি বেশ কাটল।'[২১৪] রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি বৈশাখ ১৩২২-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১৫-২০] 'পল্লীর উন্নতি' [দ্র পল্লীপ্রকৃতি ২৭। ৫১৫-২৩] নামে মুদ্রিত হয়। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি সত্যকথা ঈষৎ কঠিনভাবে উচ্চারণ করেন। 'শিক্ষার হের-ফের', 'হিন্দুবিবাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধ-পাঠ ও দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া, ন্যাশনাল ফান্ডের পরিণতি প্রভৃতির উল্লেখ করে দেশীয় রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব প্রসঙ্গে তিনি বললেন: 'দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই।' এর জন্য যুবকদের নিন্দা না করে তাদের সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করাই উচিত।

এই অধিবেশনে গ্রামের উন্নতি বিষয়ে কিছু বলার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হয়েছিল। শহরের মানুষ হয়েও গ্রামের বিষয়ে তাঁর বলবার অধিকার আছে, এই দাবী জানিয়ে তিনি বললেন: 'কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা, সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।'

'স্বদেশী সমাজ'-এর প্রস্তাব করে তিনি বুঝেছিলেন, 'কথাটা যাঁরা মানছেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না, আর যাঁরা মানছেন না তাঁরা উদ্যম-সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়।' সেইজন্য নিজের জমিদারিতে তিনি গ্রামোন্নয়নের কাজে নেমেছিলেন। 'আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।' এই কারণেই তিনি কয়েকজন যুবকের সাহায্য নিয়ে তাঁদের বলেছিলেন, গ্রামের লোকের সঙ্গে মিলে যেতে। কিন্তু তা হয়নি, সেইজন্যই সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর তিনি যা বলেন, কয়েকমাস আগে 'লোকহিত' প্রবন্ধে তা সবিস্তারে লিখেছিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন:

আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এই কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য।

অকস্মাৎ পল্লীর হৃদয়ে প্রবেশ করা দুরূহ। কিন্তু শিক্ষকতা বা চিকিৎসা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব নিয়ে ক্রমশ পল্লীর চিত্তকে উদ্‌বোধিত করা সম্ভব বলে তিনি যুবকদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু এই আহ্বানের পরিণতি আগের থেকে কিছু আলাদা হয়নি। তাই কিছুদিন পরেই তিনি আবার নিজের জমিদারিতে কাজের সূত্রপাত করেন, 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠায় তার বহুবিকশিত রূপ দেখা যায়।

এই ভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ ১৬ চৈত্র [মঙ্গল 30 Mar] কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে সুরুলের বাড়িতে ওঠেন। এইদিন ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায়: 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন উপলক্ষে ব্যয়'। ২১ চৈত্র [রবি 4 Apr] এখানেই লেখেন বলাকা-র এই পর্বের শেষ কবিতা: 'আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে' [দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২। ৫৩৩, 'খোলা জানালায়'; বলাকা ১২। ৫৫-৫৬ (৩৪)]। এই কবিতাটিও Ms.131-এ লেখা, অনেক খুঁজে খাতার মধ্যবর্তী অংশে দুটি খালি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছিল। এইটিই সেই 'সাদারঙের কবিতার খাতা', যা ভ্রমক্রমে কলকাতায় ফেলে এসেছিলেন বলে মাসের প্রথমদিকে ব্যস্ত হয়ে অনেক চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। এই কবিতাটি Ms.131 পাণ্ডুলিপির শেষ কবিতা।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। ব্রিটিশ রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস *The Spirit of Man* নামে একটি সংকলন প্রকাশ করার সংকল্প নিয়ে *Gitanjali থেকে* তিনটি কবিতা [Nos. 67, 92, 31] ও *One Hundred Poems of Kabir* থেকে ন'টি কবিতা [Nos, 3, 4, 9, 32, 34, 37, 43, 56, 76] সামান্য 'verbal alterations'-সহ অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন [চিঠিটি রক্ষিত হয়নি]। সংকলনে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না, বস্তুত এরূপ অনুমতি 14 Jan [৩০ পৌষ] তিনি এডোয়ার্ড টমসনকে দিয়েছিলেন: 'As Macmillans are your publishers it will be easy for you to get permission from them to use some of my poems for your Selection. As for myself I gladly give you my permission.'[২১৫] কিন্তু ব্রিজেসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এত সরল ছিল না, তিনি কবিতাগুলির ভাষাগত সংস্কার করতে চেয়েছিলেন বলে। তবু রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ভদ্রতাবোধ প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে তাঁকে বাধা দিয়েছে। তাই আপত্তিটি তিনি জানালেন 22 Mar [সোম ৮ চৈত্র], কিন্তু যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে একটু ঘুরিয়ে:

I feel flattered when you wish to include some of my things in the anthology you are compiling. So far as I am concerned you are at liberty to choose the poems you want from my works and from my translation of Kabir's poems. But, I am afraid, the right to give you permission rests with my publishers, who, I am sure will not refuse you.

As for rewriting the rhythms of my translations, I assure you, I can have no personal objection because it is not possible for me to have a real critical apprehension of the musical value of English words or their arrangements and I cannot but be grateful for any help I get from such masters of word-music in English as you are. But as the Gitanjali poems have already become popular, any alteration in their rhythm is likely to be unwelcome to the readers familiar with them. The sample you have sent me, I feel, is beautiful. But with things one has grown to love one does not tolerate any change even for the better. That is my experience. However in this matter also, I am sure, I have no other option but to rely upon my publishers and their authority.[২১৬]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র এক বিপুলপরিমাণ চিঠি-চালাচালির সূত্রপাত ঘটাল। *Gitanjali* ইয়েট্সের দ্বারা পুনর্লিখিত, ভ্যালেন্টাইন চিরোল কলকাতায় এদেশবাসীর মধ্যে এমন অপপ্রচার করছেন এই কথা রবীন্দ্রনাথের কানে আসার পরই তিনি রোটেনস্টাইন ও স্টার্জ মুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ব্রিজেসের প্রস্তাব তাঁকে সেই কথা মনে করিয়ে দিল। ব্রিজেসকে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন সৌজন্য বজায় রেখে, কিন্তু 4 Apr [রবি ২১ চৈত্র] বন্ধু রোটেনস্টাইনকে লেখা পত্রে তিনি উষ্মা গোপন করেননি:

I got a letter from Dr Bridges with his own version of a Gitanjali poem. I cannot judge it. But since I have got my fame as an English writer I feel extreme reluctance in accepting alterations in my English poems by any of your writers. I must not give any reasonable ground for accusing me,—which they do,—of reaping advantage of other men's genius and skill. There are people who suspect that I owe in a large measure to Andrews' help for my literary success, which is so false that I can afford to laugh at it. But it is different about Yeats. I think Yeats was sparing in his suggestions— moreover, I was with him during the revisions. But one is apt to delude himself, and it is very easy for me to gradually forget the share Yeats had in making my things passable. Though you have the first draft of my translations with you I have unfortunately allowed the revised typed pages to get lost in which Yeats pencilled his corrections. Of course, at that time I never could imagine that anything that I could write would find its place in your literature. But the situation is changed now. And if it be true that Yeats' touches have made it possible for Gitanjali to occupy the place it does that must be confessed. At least by my subsequent unadulterated writings my true level should be found out and the faintest speck of lie should be wiped out from the fame I enjoy now. It does not matter what the people think of me but it does matter all the world to me to be true to myself. This is the reason why I cannot accept any help from Bridges excepting where the grammar is wrong or wrong words have been used. My translations are frankly

prose, —my aim is to make them simple with just a suggestion of rhythm to give them a touch of the lyric, avoiding all archaisms and poetical conventions.[২১৭]

এটি পড়লেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কতখানি বিরক্তি গোপন করে ব্রিজেসকে সৌজন্যপূর্ণ পত্রটি লিখেছিলেন। কিন্তু ব্রিজেস এত সহজে দমবার পাত্র ছিলেন না— বিশেষত তিনি যখন ব্রিটিশ 'রাজ'কবি, আর রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের একজন প্রজামাত্র! এই মন্তব্য আমাদের উত্তেজনা-প্রসূত বিষোদগার নয়, ব্রিজেসের বহু চিঠিতে অনুরূপ মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে— এবং 'রাজ'কবির অহমিকাকে তৃপ্ত করতে রোটেনস্টাইন বা ইয়েট্সের মতো রবীন্দ্র-বন্ধুরাও তাতে তাল মিলিয়েছেন!

রবীন্দ্রনাথ পূর্বোদ্ধৃত পত্রের পুনশ্চ অংশে লিখেছিলেন: 'Andrews does not admire the alterations made by Bridges but that does not affect me. In fact I am not so much anxious about mutilations as about added beauties which I cannot claim as mine.' অ্যান্ডরুজ পরের দিনই [5 Apr] রোটেনস্টাইনকে লেখেন:

The poet has shown me his letter to you and I agree fully that Bridges must not be allowed to 'improve' his work. There is the striking contrast between Yeats & Bridges. The former never put in his own work. I remember him flashing out the words "Improve Tagore's English! I should like to see the man who could do it." And on another occasion when I had altered the word 'coy' he got quite angry at my presumption. This was the spirit of Yeats all through. But Bridges is different. His version of 'Thou art the sky' is no longer the Poet's English. ...And I am sure Yeats himself would be the last man in the world to wish it reopened. I can imagine him quite firing up if it were![২১৮]

কিন্তু প্রয়োজনে ইয়েট্স্ কতখানি ডিগবাজি খেতে পারেন অ্যান্ডরুজের তা জানা ছিল না!

ব্রিজেসের হস্তকণ্ডুয়নের জন্য রোটেনস্টাইনও কিঞ্চিৎপরিমাণে দায়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁকে সদ্যোরচিত কবিতার অনুবাদ পাঠাচ্ছিলেন,* ছেদচিহ্ন ও ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন করে দেওয়ার অনুরোধ জানালেও [দ্র *Imperfect Encounter*/ 190, No.93, 9 Feb 1915] অন্যধরনের সংস্কারের অনুমতি তিনি কাউকে দেননি। তবু রোটেনস্টাইন দুটি কবিতা ['Judgement', 'Summer's Pioneer'] ব্রিজেসকে পাঠিয়ে দেন। ব্রিজেসের প্রস্তাবিত সংকলনের জন্যই তিনি এগুলি পাঠিয়েছিলেন, ভাষা-সংস্কারের অনুরোধও তিনিই করেন [অ্যান্ডরুজ 17 Apr তাঁকে লেখেন: 'Do not for a moment think that the Poet was really troubled hurt by what you did in asking Bridge**s** to correct his rhythm.']। 'Judgement' কবিতাটির বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেও দ্বিতীয়টি ব্রিজেসের পছন্দ হয়, তিনি 12 Mar রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I should like to have the other in my book.' কিন্তু তিনি তা করেননি, কিন্তু প্রয়োজনমতো তথ্যটি ব্যবহার করতে ভোলননি— 8 Jun স্যার ফ্রেডারিক ম্যাকমিলানকে লেখেন: 'The other day when two of his latest poems, very beautiful ones, were printed in the Times, they were sent to me by his

friends with a request that I would touch them up before publication. I of course refused to deal with them without Tagore's authorizations.'[২১৯]

রবীন্দ্রনাথের 22 Mar-এর চিঠি ব্রিজেস 19 Apr [৬ বৈশাখ ১৩২২] সকালে পেয়ে সেইদিনই রোটেনস্টাইনকে তার বিষয়বস্তু জানিয়ে লিখলেন: 'If I may not deal with the English of the Gitanjali poems, I shall not use them, and I shall therefore ask only permission to use the one [*Gitanjali,* No.*67*], of which Tagore speaks in his letter.'[২২০] *Gitanjali-র জনপ্রিয়তা* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দাবীও তাঁর কাছে অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়েছে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন: 'I am pretty sure that the Gitanjali poems will not gain more appreciation in England than they have already. If they are to extend their popularity nothing could help them more than their recognition in such a book as I propose to bring out.' অতঃপর এই ঘোষণা তিনি প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই করেছেন। তাঁর অনুমান, কবীর অনুবাদের সময়ে রবীন্দ্রনাথ মূল হিন্দি অনুসরণ করেননি—পক্ষান্তরে তিনি অনুবাদগুলি সংশোধন করে লিখবেন 'by collation with the original in the B[ritish]. Museum.' প্রকাশক ম্যাকমিলানকে বাজিয়ে দেখার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তিনি রোটেনস্টাইনকেই মনোনীত করেন।

রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কথা জানা সত্ত্বেও রোটেনস্টাইন ব্রিটিশ রাজকবির অহমিকার সম্মান রাখতে আসরে নামলেন। 30 Apr [১৭ বৈশাখ] ব্রিজেসের ছন্দোবোধ ইত্যাদির প্রশংসা করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন: 'I hope you will be able to come to some understanding with him, for it would be a pleasure to us lovers of Indian literature to find an ample place for your work in his anthology. He is an overbearing & masterful man, but a real poet & has a noble vision.'[২২১] একই ধরনের সার্টিফিকেট তিনি আবার দেন 12 May [২৯ বৈশাখ]-র পত্রে: 'I consider Bridges, although pedantic & a little overbearing, one of noblest & sincerest men living.'[২২২]

ম্যাকমিলানকে বাজিয়ে দেখার ভার ব্রিজেস তাঁর সংকলনের প্রকাশক Longmans Green & Co ও Sir Lauder Brunton-এর উপরেও দিয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাকমিলান স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন, অনুমতি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু 'the extracts must be given in the language of Tagore himself' —কবীর-অনুবাদের সংশোধনেও তাঁদের আপত্তি নেই 'provided that no references to Tagore & Underhill are included in the book.' কিন্তু ব্রিজেস আশা ছেড়ে দেননি, তিনি লেখেন [8 Jun: ২৫ জ্যৈষ্ঠ]: 'I am sure that a conversation between us wd clear up the difficulties.' আর-একটি কৌশল তিনি চালু করেছিলেন, নাম করে বা না করে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের নিন্দা প্রচার করা। এর আগে 19 Apr তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন: 'I have heard [Sir Walter] Raleigh run it down in his public lectures.' উক্ত পত্রে ম্যাকমিলানকেও লেখেন: 'Moreover his English versions are received in this country with the apology that they are only translations and are accepted with this

allowance.’ তিনি একধরনের নাটকও করছিলেন বিভিন্ন ব্যক্তিকে পরিবর্তিত পাঠটি পড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত পাঠের তুলনামূলক নিকৃষ্টতার পক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

রোটেনস্টাইনের 12 May-র পত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, ম্যাকমিলান ব্রিজেসের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি— তাই নিশ্চিন্ত হয়ে 19 Jun [শনি ৪ আষাঢ়] ব্রিজেসকে লেখেন: ‘I am sorry to find that my publishers did not see their way to grant you permission to include in your anthology the Gitanjali poem in its altered form. My hesitation is chiefly owing to my sentiment of gratitude to Yeats who edited these forms and I feel it would be showing want of loyalty to him if I allowed any alterations in any of them. At least I ought to be quite certain that he approves of it.’[২২৩] ইয়েট্‌সের প্রসঙ্গ প্রথম তুলেছিলেন অ্যান্ডরুজ 5 Apr রোটেনস্টাইনকে লেখা চিঠিতে, রোটেনস্টাইন ব্রিজেসকে সেকথা জানিয়ে 30 Apr রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: ‘I have written him that since Yeats went over the original translations, you naturally feel it would appear ungracious to him to allow any other hand to touch what he has passed & in some measure himself perfected, & he is apparently not able himself to agree.’[২২৪] ব্রিজেস সঙ্গে সঙ্গেই ইয়েট্‌সের শরণাপন্ন হন। রাজকবির মহিমা রক্ষার্থে তার পূর্ব-আচরণ ভুলে গিয়ে 31 Jul [১২ শ্রাবন] ইয়েট্‌স্ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: ‘He [Bridges] tells me now that Macmillan has showed him a letter from you refusing, lest I should be offended to allow him to make those changes. ...I should be sorry to prevent Robert Bridges from making the slight changes he wishes.’ তারপর রোটেস্টাইনের মতোই ব্রিজেসকে সার্টিফিকেট দিয়ে লেখেন: ‘He is at moments a most admirable poet and always the chief scholour [sic] in English style now living. ...I have the same mother tongue as he has, but I would be grateful should he care to revise a poem of mine and certainly I would be ashamed if consideration for my revision should keep you from accepting his.’[২২৫] এই চিঠি পাওইয়ার আগেই 13 Aug [২৮ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথ ম্যাকমিলানকে লিখেছিলেন: ‘If my instinct is right then I think the version of translations that are already before the public should never be published in altered forms—otherwise they would loss all idea of finality and many a reader’s mind would be exercised in trying to improve them.’ কয়েকদিন পরে 19 Aug [২ ভাদ্র] একই কথা আরও বিস্তারিতভাবে লেখেন ব্রিজেসকে: ‘I think there is a stage in all writings where they must have a finality in spite of their shortcomings. Authors have their limitations and we have to put up with them if they give us something positively good. If we begin to think of improvement there is no end to it and differences of opinion are sure to arise.’ 20 Aug পত্রাংশটি উদ্ধৃত করে তিনি রোটেনস্টাইনকে প্রস্তাব দিলেন: ‘Why doesn’t Dr. Bridges try to translate some of my poems directly from the original with the help of his Bengali friends in Oxford.’ এই প্রস্তাবের কথা 13 Aug ম্যাকমিলানকেও তিনি লিখেছিলেন। শাহিদ সোহ্‌রাবর্দির মতো ‘orientalist’এর সাহায্য গ্রহণের কথা ব্রিজেস স্বয়ং ম্যাকমিলানকে জানিয়েছিলেন।

কিন্তু ইয়েট্‌সের 31 Jul-এর চিঠি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের আর-কোনো উপায় রইল না। 31 Aug [১৪ ভাদ্র] তিনি ম্যাকমিলানকে লিখলেন: 'I am just in receipt of a letter from Yeats, strongly recommending me to allow Dr. Bridges to use in his anthology the Gitanjali poem with the alterations. As I feel I cannot refuse Yeats. I shall be happy if you see your way to granting his request and send your permission to Dr. Bridges.'[২২৬] রবীন্দ্রনাথ অনুমতি দিয়েছিলেন *Gitanjali*-র একটি কবিতার জন্য ['the Gitanjali poem'], কিন্তু এরই ভিত্তিতে ব্রিজেস গ্রন্থটির আরও দুটি কবিতার অংশ ও কবীর-অনুবাদ থেকে প্রার্থিত আটটি কবিতার জায়গায় ন'টি কবিতার অংশবিশেষ যথেচ্ছ সংস্কার-সহ প্রকাশ করেন [1916] । কবীর সম্পর্কে তিনি টীকায় লেখেন: 'I thank Messrs. Macmillan for permission to use this book, with liberty to make the slight changes which for sake of diction or rhythm I wished to introduce. No changes was made without reference to the original, of which there was fortunately a copy in private hands in Oxford: the text not being accessible in the British Museum or Bodleian Libraries.' *Gitanjali-র* No.67 ও অন্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে তিনি লেখেন: 'These are his own prose translations into English of his original Bengali poems. I have to thank him and his English publisher for allowing me to quote from his book, and in the particular instance of this very beautiful poem, for the author's friendliness in permitting me to shift a few words for the sake of what I considered more effective in rhythm or grammar.' সোহ্‌রাবর্দির কাছেও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন পারসিক কবি Tahir-এর কবিতা অনুবাদ প্রসঙ্গে: 'In all my Oriental quotations I owe everything to my friend Hasan Shahid Suhrawardy for putting his taste and wide learning at my disposal. The choice of this and of some other pieces is due to him; and I worked on his admirable English translations under his guidance, having myself no knowledge of any Oriental language.'

ইতিবৃত্তটি এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু বিস্তৃত পত্রালাপ থেকে আরও-কিছু অংশ উদ্ধৃত না করলে কুশীলবদের মনস্তত্ত্বটি সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কবিতাটি [No.67] ব্রিজেসের খুবই ভালো লেগেছিল, তাই এটিকে বাদ দিলে তাঁর সংকলন অসম্পূর্ণ থাকবে বলে মনে করেছিলেন; এমন-কি 22 Jul স্যার ফ্রেডারিককে এ-কথাও লেখেন: 'Meanwhile my book is going to press and if at the last moment I find the poem prohibited, it can be deleted and a blankspace left where it shd be.' কিন্তু নাছোড়বান্দা ব্রিজেস রবীন্দ্রনাথের 'ঔদ্ধত্যে' উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 28 Apr রোটেনস্টাইনকে লেখা চিঠিতে: 'Tagore showed such evident reluctance that when I read his letter I determined to let him have his way. But I thought I wd give myself another chance.'

নাটকের চরিত্রেরা রবীন্দ্রনাথের উপরে আরও বিরক্ত হচ্ছিলেন, তিনি প্রসঙ্গটিতে অ্যান্ডরুজকে নাক গলানোর সুযোগ করে দিচ্ছিলেন ভেবে। তাঁদের ভাবনা অন্যায্যও ছিল না। রোটেনস্টাইনকে লেখা অ্যান্ডরুজের 5 Apr-এর চিঠি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এরপর কলেরার মারাত্মক আক্রমণ থেকে উদ্ধার পেয়ে 16 Jun সিমলা থেকে তিনি লঘু ভঙ্গিতে রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I wanted *so much* to tell you

not to trouble in the slightest any more about the Bridges incident. It all passed over like a summer cloud & the sun was shining again. ...There was nothing— here never had been anything— in the Poet's mind... concerning you, or concerning the action you took. That was only amusement with him.'[২২৭] পত্রটি পড়ে রোটেনস্টাইন মজা পাননি, 28 Jul রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে তিনি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন।[২২৮] তাঁর বিরক্তি আরও তিক্তভাবে প্রকাশিত হয় 20 Jul ব্রিজেসকে লেখা পত্রে: '[Tagore] is I think under the influence of an English missionary, sweet and well meaning enough, but without any sense of literature and very little of the masculine side of life. He flatters the sentimental side of Tagore, and does not understand the more natural and humourous side of his nature—the best side, in fact.'[২২৯] উত্তেজনার সঙ্গে লেখা হলেও এখানে তিনি আশ্চর্য যাথার্থ্যে অ্যান্ডরুজের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি চিঠিতে অ্যান্ডরুজের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু আর-এক মিশনারি এডোয়ার্ড টমসন ব্রিজেসের কাছে নামটি প্রকাশ করে লেখেন: '[Tagore] has been annexed as a private possession by C.F. Andrews, late of Delhi.'[২২৯] ইয়েট্স্‌ও জানতেন অ্যান্ডরুজ তাঁর 'Introduction' ও তাঁর মনোনীত *Gitanjali*-র পাঠ-সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন, তাই নির্দ্বিধায় ব্রিজেসকে জানান: 'Andrews is the mischief-maker.' ব্রিজেসও 28 Sep রোটেনস্টাইনকে লেখা পত্রে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি: '...I have no scruple in doing a good service to Tagore against his will—or perhaps against Mr. Andrews' will.' ব্যঙ্গটি অবশ্য শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেই আঘাত করেছে। পরেও বিভিন্ন ব্যাপারে অ্যান্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের স্বনির্বাচিত অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করেছেন, যা প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুদের তাঁর প্রতি বিরূপ করে তুলেছে।

অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথের মূল পাঠ ও ব্রিজেস-কৃত রূপান্তরিত পাঠের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন [দ্র খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে। ২২১-৩০], কৌতূহলী পাঠক এই আলোচনাটি পড়ে নিতে পারেন।

ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে প্রধানত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের নাটক এই বৎসরেও মাঝে মাঝে অভিনীত হয়েছে। ২৪ বৈশাখ [বৃহ 7 May] বিশিষ্ট অভিনেত্রী নরীসুন্দরীর সাহায্যরজনীতে 'Rabindranath's Green Tragedy' রাজা ও রানী স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়— বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন: কুমারসেন — ক্ষেত্রমোহন মিত্র, বিক্রমদেব— কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, দেবদত্ত— পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য ও সুমিত্রা— সুশীলাবালা। নাটকটি আবার অভিনীত হয় 21 Jun [রবি ৭ আষাঢ়]।

রবীন্দ্রনাথের গল্প 'শাস্তি'কে 'অভিমানিনী' নামে নাট্যরূপ দেন রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার থিয়েটারে নাটিকাটির প্রথম অভিনয় হয় ৩০ জ্যৈষ্ঠ [শনি 13 Jun] অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাটক 'বড় ভালবাসি'র সঙ্গে। অমৃতবাজার পত্রিকা-র বিজ্ঞাপনে লেখা হয়: 'Followed by an adaptation from one of the beautiful stories of Poet Laurate [sic] Robindra Nath Tagore/ AVIMANINI/ A faithful picture of rural life!!/ A correct Photo of village Society!/ Chandara - Kusum Kumari./ Radha - Mrinalini./ Lalita - Nari Sundari.' রমাপতি দত্ত লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প অবলম্বনে অমরেন্দ্রনাথ ও

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অভিমানিনী' নামক একখানি নাটিকার প্রথম অভিনয় হয়। তাহাতে হাঁদুবাবু [মন্মথনাথ পাল] ছিদাম, ক্ষেত্র[মোহন মিত্রী]বাবু দুখীরাম, কাশী[নাথ চট্টোপাধ্যায়]বাবু রামলোচন, ধীরেন[মুখোপাধ্যায়]বাবু সিভিল সার্জ্জেন, কুসুমকুমারী চন্দরা, নরীসুন্দরী ললিতা ও মৃণালিনী রাধা সাজেন। অভিমানিনীর দ্বিতীয়াভিনয় রজনী [20 Jun: ৬ আষাঢ়] হইতে। অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিদামের অংশ গ্রহণ করেন।"[২৩০] কিন্তু 4 Jul [শনি ২০ আষাঢ়] চতুর্থ অভিনয়রজনীতে হাঁদুবাবু ছিদামের ও কুঞ্জলাল চক্রবর্তী দুখীরামের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটিকাটি এর পরেও অভিনীত হয় 11 Jul, 18 Jul, 29 Jul, 1 Aug, 5 Aug, 20 Sep, 27 Sep [রবি ১০ আশ্বিন]।

এরপরে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পটিকে নাট্যরূপ দেন 'অকলঙ্ক শশী' নামে। এটি স্টারে প্রথম অভিনীত হয় ১৪ কার্তিক [শনি 31 Oct]। রমাপতি দত্ত 'প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গর তালিকা দিয়েছেন: 'জয়গোপাল দত্ত— অমরেন্দ্র, দুর্লভ— কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদার— কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, মধু ডাক্তার— হীরালাল দত্ত, ম্যাজিষ্ট্রেট— ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারিণীবাবু— মিঃ [তারকনাথ] পালিত, ইন্সপেক্টর হারাণবাবু— মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), হরিশ ডাক্তার— লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, শশী— কুসুমকুমারী, তারা— বসন্তকুমারী, সুবাসিনী— মৃণালিনী।'[২৩১] অমৃতবাজার পত্রিকা[30 Oct]-র বিজ্ঞাপনটি এইরূপ:

Grand opening performance of our drama-/tist Babu Ramlal Banerjee's another new/ drama - adopted from a storiette of Dr. Rabindranath's the world's poet - /AKALANKA SHASHI/ or /THE PEERLESS MOON./ A domestic tragedy in three Acts./ Full of - Lively repartees, not ill-natured-/sublime pathos, calling forth tears/ from within rocks adamantine./ Oh woman who art purer than purity, and saintlier than Angels - the true emblem/ of Divinity upon Earth - but for thy self-/immolation in the causes of Humanity, would/ God's world have endured a day!

এর পরে বিস্তৃত চরিত্রলিপি দেওয়া হয়েছে [হরিশ ডাক্তারের চরিত্রভিনেতার নাম লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী]।

নাটকটি ২১ কার্তিক [শনি 7 Nov] ও ২৮ কার্তিক [শনি 14 Nov] পুনরভিনীত হয়। কিন্তু এরপর একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

বিলাত যাবার সময় এখানে তাঁর গ্রন্থাদির প্রকাশ এবং বিক্রয়াদির পর্য্যালোচনা-ভার রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যান বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে, তখন এখানে তাঁর কটি ছোট গল্পের নাট্যরূপায়ণ চললো কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। ১৯১১ সালে আমি তার 'মুক্তির উপায়' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলুম— 'দশচক্র' নামে তার অভিনয় বেশ জমেছিল। তাই দেখে ষ্টার থিয়েটারের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের আরো দুটি গল্প নাট্যরূপায়িত করে মঞ্চস্থ করেন। সে-নাট্যরূপায়ণে গল্পের চরিত্রগুলি বিকৃতি লাভ করে। তখন কপিরাইট নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন না। ...কাজেই রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নেবার কথা থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ চিন্তাও করেননি। কিন্তু গল্পের বিকৃতি ঘটার জন্য মণিলাল সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এটর্ণি মিত্র এ্যাণ্ড সর্ব্বাধিকারীর ফার্ম থেকে নোটিশ দিয়ে সে-অভিনয় বন্ধ করিয়েছিলেন।[২৩২]

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ের নামেই 'উকিলের চিঠি' আসে ২ অগ্র [বুধ 18 Nov]; দুজনেই উত্তর পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে। ২ অগ্র অমরেন্দ্রনাথ যে-চিঠিটি লেখেন, তার কিছু অংশ 'চোখের বালি' অভিনয়-প্রসঙ্গে আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি [দ্র রবিজীবনী ৫। ২১২]। বর্তমান প্রসঙ্গে তিনি লেখেন:

ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের "গল্পগুচ্ছান্তর্গত" দুইটি ক্ষুদ্র নাটক আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম গল্পটি (দালিয়া) যখন নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ['জীবনে মরণে'] অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়,— সে সময় বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে — আপনার সম্মতি গ্রহণের জন্য আমি আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আপনিও আনন্দের সহিত আমাকে উক্ত গল্পটি নাটকাকারে অভিনীত ও প্রকাশিত করিবার সম্মতিপত্র দিয়াছিলেন।— সে আজ ঠিক তিন বৎসরের কথা। ...অতঃপর "শাস্তি" নামক আপনার আর একটি ছোট গল্পের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া "অভিমানিনী" নামে আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক অভিনয় করি। সে আজ তিন চারি মাসের কথা। এ সময়েও আপনার পক্ষ হইতে কোনওরূপ আপত্তি উঠে নাই। সর্ব্বশেষে গত তিন সপ্তাহ যাবৎ "দিদি" নামক গল্পের ছায়ামাত্র অবলম্বনে "অকলঙ্ক শশী" নামক ক্ষুদ্র নাটক অভিনীত হইতেছে, —অবশ্য আপনার পূর্ব্বানুগ্রহের বিশ্বাসবর্ত্তিতায়। কোনখানিই এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই— ...অদ্য প্রাতঃকালে শ্রদ্ধাস্পদ এটর্ণী শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মিত্র মহাশয়ের অফিস হইতে একটি "তীব্র বাণ" আসিয়া আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে। তাহার কারণ এই— আমি আপনার "দিদি" নামক গল্প নাটকাকারে অভিনীত করিয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি। ..."অকলঙ্ক শশীর" অভিনয় বন্ধ করা যদি আপনার যথার্থই অভিপ্রেত হয় —তবে এক রাত্রিও অভিনয় করিব না। এবং এই সঙ্গে সঙ্গে আমার আরও একটু জানা প্রয়োজন যে, আপনার "রাজা রাণী" প্রভৃতি আর আর যে সকল গ্রন্থ অভিনীত হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও হইতেছে সেই সকলেরও অভিনয় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিব কি না। ...[২৩৩]

চিঠিটির উপরে 'Replied' লেখা, সুতরাং উত্তর অবশ্যই দেওয়া হয়েছিল— কিন্তু সেটি পাওয়া যায়নি। উত্তরটি নিশ্চয়ই অনুকূল ছিল, কারণ নাটকটির অভিনয় অব্যাহত থাকে। ৩ অগ্র রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিঠির বিষয় এই যে, তিনি 'অমর বাবু [দ্বারা] অনুরুদ্ধ' হয়েই গল্পগুলির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। নাটিকাগুলি মুদ্রিত হয়নি, সুতরাং বলা সম্ভব নয় গল্পের চরিত্রগুলি কতটা বিকৃতি লাভ করেছিল।

লন্ডনে 9 Jun [মঙ্গল ২৬ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্র-নাটকের একটি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়: 'The Indian Art and Dramatic Society...variety entertainment given at the Grafton Galleries on June 9th...songs from Tagore's "Gardener" by Miss Xenia Beaver... The chief item, however, in the programme was the presentation of the play "The Maharani of Arakan", which was well received by the audience.'[২৩৪]

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

লন্ডনে থাকার সময়ে 1912-এ রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে ৮০০০ টাকার হ্যান্ডনোটে সুরুলের বাগান ও বাড়ি ক্রয় করেছিলেন, সেকথা আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডে উল্লেখ করেছি। তার পরেই বাড়িটির ব্যাপক সংস্কার আরম্ভ হয়। বর্তমান বৎসরের ৯ ভাদ্র [26 Aug 1914] বাড়িটির সম্পূর্ণ মূল্য শোধ করা হয়। কিন্তু তার আগেই নববর্ষের দিনে [মঙ্গল 14 Apr] সুরুলে রথীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথের সামনে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে বেদির উপরে বসিয়ে ক্ষিতিমোহন সেন বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকেরা সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু অসময়ে বৃষ্টি আসায় উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, এই বাড়িতে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে রথীন্দ্রনাথ কৃষি-বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করবেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁর সেই ইচ্ছা সফল হয়নি। সুরুলে যাওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। ফলে তাঁরা সেখানকার বাস ত্যাগ করেন। এরপর বেশ কয়েক বৎসর নানাভাবে ব্যবহৃত হওয়ার পর 1922-তে এখানে শ্রীনিকেতন পল্লীচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

পাঠকের স্মরণ আছে, রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকটি স্কেচ রোটেনস্টাইনকে দিয়ে অনুমোদিত করে বিলাতের বিখ্যাত টাইপোগ্রাফার Emery Walkerকে দেওয়া হয়েছিল তার থেকে প্লেট প্রস্তুত করার জন্য। গত বছর ফাল্গুন মাসে তার প্রুফ আসে। বর্তমান বৎসরে ২০ জ্যৈষ্ঠ [3 Jun]। তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ Rothensteinকে Proof-এর প্রাপ্তিসংবাদ দিলুম।' কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বইটি প্রকাশিত হয় 1915-এর শেষদিকে, যদিও রোটেনস্টাইনের ভূমিকা-সংবলিত *Twenty-Five Collotypes from the Original Drawings of Jyotirindranath Tagore গ্রন্থটিতে* মুদ্রিত প্রকাশ-সাল 1914।

প্রতিভা দেবী ১৩১৮ সালে ৪৭ বালিগঞ্জে নিজ বাড়িতে 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' নামে একটি সংগীত-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৬। ২৮৬]। কিন্তু সেখানে *The Bengalee* [21 Feb 1912] অবলম্বনে প্রতিষ্ঠার তারিখ 15 Dec 1912 [২৯ অগ্র ১৩১৮] বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তথ্যটি ঠিক নয়। শ্রাবণ ১৩২১-সংখ্যা আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা-য় [পৃ ৩] লেখা হয়েছে, পত্রিকাটি 'গত বৎসর ৩০শে শ্রাবণ [15 Aug 1913] রাখী পূর্ণিমার দিন প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহারই দুই বৎসর পূর্ব্বে এই প্রশস্ত শুভদিনেই সঙ্গীতসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।' অর্থাৎ এর প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ হবে ২৪ শ্রাবণ ১৩১৮ [9 Aug 1911]। বর্তমান বৎসরে 5 Aug [বুধ ২০ শ্রাবণ] সঙ্গীতসঙ্ঘের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগীতোৎসব হয়। রবীন্দ্রনাথের 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটি ঐক্যতানে গীত হয়।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে War Relief Fund গঠিত হয়েছিল। এই ফান্ডে দান করার জন্য সংগীত সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ২২ অগ্র 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়। আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা [অগ্র। ৭১] 'সংবাদ' দেয়:

> বিগত ৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার চৌরঙ্গীস্থিত "থিয়েটার রয়াল" ভবনে বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয় হয়। সঙ্গীত সঙ্ঘের ছাত্র, ছাত্রী ও সভ্যগণ মিলিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল সস্ত্রীক অভিনয় দর্শনার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন। কুচবিহারের মহারাজা ও মহারাণী, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, নাটোরের মহারাজা ও মহারাণী, দিঘাপতিয়ার রাজা ও রাণী, সন্তোষ ও ময়মনসিংহের রাজা প্রমুখ বিশিষ্ট গণ্যমান্য অনেকেই অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঙ্গালয়ে যতলোকের স্থান হইতে পারে ততগুলি মাত্র টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল। সুতরাং স্থানাভাব হেতু অভিনয় দর্শনে অনেককেই হতাশ্বাস হইতে হইয়াছে। ...অপরাহ্ন ৫ টা হইতে আরম্ভ হইয়া আড়াই ঘন্টা কাল অভিনয় হইয়াছিল।

দিনেন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সাজেন যথাক্রমে সুজাতা ঠাকুর ও অরুণা বেজবরুয়া। বনদেবীর ভূমিকায় ছিলেন সুরমা, সুনীতি, কল্যাণী, দীপ্তি, রত্নাবলী, মেধা, অপর্ণা, অলকা, মঞ্জুশ্রী ও সুজাতা— প্রায় সকলেই ঠাকুর বা চৌধুরী পরিবারের কন্যা। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী *The Statesman* [9 Dec] থেকে দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন:

> The mounting of the piece by the Sangit Sangha was charming. Probably their conception owed a good deal to English influences. The forest was the forest of Mr. Oscar Ashe's "Midsummer Night's Dream" and robbers, in the blue and red of the French soldier, might have stepped straight off the boards of the Lyceum at Christmas time after a performance of "Ali and the Forty Thieves".[২৩৫]

ইন্দিরা দেবী লিখেছেন: 'সেবার বনদেবীদের সব সবুজ রঙের পোশাক ও লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে সেই পুরনো বাস্তব নকলের পরিচয় দিয়েছিলুম।'[২৩৬] স্টেটসম্যানের বর্ণনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, এই অভিনয়ে য়ুরোপীয় মঞ্চসজ্জার চূড়ান্ত অনুকৃতি ঘটেছিল। সাড়ে চার হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হয়, খরচ বাদ দিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকার উপর যুদ্ধফাণ্ডে প্রদত্ত হয়।

৭ মাঘ [21 Jan 1915] সঙ্গীতসঙ্ঘের পারিতোষিক বিতরণের অনুষ্ঠানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। দীর্ঘকাল পরে কলকাতায় এসে তিনি এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগের বিবরণ আমরা জীবনকথা অংশে দিয়েছি। ৩ ফাল্গুন [সোম 15 Feb] ভারতীয় সংগীত সমাজ তাকে সংবর্ধনা দেয়।

মাঘ মাসে অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অলোকেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ইরাবতী দেবীর কন্যা পারুলের সঙ্গে। ২০ মাঘ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ অলোকের গায়ে হলুদ উপলক্ষে মধ্যাহ্নভোজনের [য] নিমন্ত্রণে আমি ও শ্যামাচরণ গিয়েছিলুম। যতী ও জলধর সেন এসেছিল— "ভারতবর্ষের" জন্য আমার গানের ছবিগুলি নিয়ে গেলেন।'

বর্তমান বৎসরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকারী ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। এঁরা বৎসরের শেষে এই দায়িত্ব ত্যাগ করলে সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ যুগ্ম-সম্পাদক হন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ও ব্রহ্মসংগীতের বিশিষ্ট স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন ৮ পৌষ [23 Dec 1914] পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১ ভাদ্র [18 Aug] ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায়: 'ব° শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়/ মঁহর্ষিদেবের ছবি আঁকার জন্য ক্যান্‌ভাস্ খরিদ বাবদে দেওয়া যায় ৬\' —বিশিষ্ট শিল্পী যামিনী রায়ের [1889-1972] আঁকা এই ছবিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিনের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
> অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
> অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
> ভয়ংকরী।...
> স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
> ঘটেছে সংগ্রাম— প্রলয়মন্থনক্ষোভে
> ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
> পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।...

চৌদ্দ বৎসর আগের বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণা যতটা সত্য ছিল, বর্তমান বৎসরে য়ুরোপে তা সত্যতর হয়ে উঠল। শিল্পবিপ্লবের ফলে শক্তিমান হয়ে অনেক য়ুরোপীয় জাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্যবাদী লালসায়, অন্য দেশের সম্পদ লুঠ করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলার উদগ্র বাসনায়। স্প্যানিশ, ফরাসি, ডাচ, বেলজিয়ান ও সর্বোপরি ইংরেজরা সমস্ত পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল, স্বভাবতই ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে জাতিগুলির মধ্যে সংঘর্ষও হত। কিন্তু অন্য কয়েকটি য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের, বিশেষত জার্মানির, ঘুম ভেঙেছিল দেরিতে— ততক্ষণে পৃথিবীর ভাগাভাগি প্রায় সম্পূর্ণ। সুতরাং তার লড়াই শুরু হল য়ুরোপের মাটিতেই— অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিগুলিকে পর্যুদস্ত করে তাদের ভাগ ছিনিয়ে নেওয়ার অদম্য লোভে। ধীরে ধীরে যুদ্ধের আয়োজন তারা সম্পূর্ণ করে তুলছিল। ইংলন্ডের শিল্পোন্নয়নের গতি তখন মন্দীভূত। সেই সুযোগে জার্মানি সুলভে পণ্য প্রস্তুত করে তখন বিশ্বের বাজারের অনেকটাই দখল করেছে। তাছাড়া সে গড়ে তুলেছিল এক সুবিশাল নৌবাহিনী, যার ফলে সমুদ্রে ব্রিটেনের আধিপত্য তখন তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। তাই ভিতরে ভিতরে য়ুরোপে সেই সময়ে সশস্ত্র শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজন ছিল একটি অজুহাতের। 28 Jun [রবি ১৪ আষাঢ়] তারা সেই সুযোগ পেয়ে গেল সেরাজেভো শহরে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক Franz Ferdinand-এর সস্ত্রীক আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

অস্ট্রিয়ার শ্লাভ অধিবাসীরা সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি চেয়ে কতকগুলি সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে তুলেছিল। যুবরাজ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী বলে তাঁকেই হত্যার ষড়যন্ত্র করে তারা। ফার্ডিনান্ড ও তাঁর স্ত্রী সোফি বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো পরিদর্শনে এলে এইরূপ একটি দলের স্কুল-পড়ুয়া তরুণ সদস্য। Gavrilo Princip-এর গুলিতে তাঁরা নিহত হন। এই ঘটনার জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে অস্ট্রিয়া এগারোটি দাবি-সংবলিত চরমপত্র প্রেরণ করে 23 Jul [৭ শ্রাবণ]। সার্বিয়া তার মধ্যে নয়টি দাবি মেনে নেয়, কিন্তু তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে অন্য দুটি দাবি বিবেচনার জন্য কোনো তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতার প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি 28 Jul 1914 [মঙ্গল ১২ শ্রাবণ] সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে তার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করে। এর বিরুদ্ধে রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করলে জার্মানি 1 Aug [শনি ১৬ শ্রাবণ] রাশিয়া ও 3 Aug তার মিত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বস্তুত জার্মানির ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল 1906-এ পূর্বতন সেনাধ্যক্ষ Graf Alfred von Schlieffen-এর দ্বারা। সেটিকে রূপ দিলেন বর্তমান সেনাপতি Graf Helmuth Jahannes von Moltke (Junior)। নিরপেক্ষ বেলজিয়ামের সীমানা লঙঘন করে জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হলে পূর্বচুক্তি অনুসারে গ্রেট ব্রিটেন নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থাতেই 4 Aug [মঙ্গল ১৯ শ্রাবণ] জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে বাধ্য হল। তবে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধপ্রস্তুতি গড়ে ওঠার আগে ক্ষুদ্র বেলজিয়াম Liege-এর যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ Leman-এর বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গে জার্মানিকে 6 Aug থেকে 13 Aug পর্যন্ত আটকে রাখে। সেই অবসর কাজে লাগিয়ে মিত্রবাহিনী নিজেকে সংগঠিত করে তোলে। বেলজিয়ামের এই বীরত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

যুদ্ধের শুরুতে আমেরিকা, স্পেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, রুমানিয়া, আলবেনিয়া ও গ্রিস নিরপেক্ষ থাকলেও ক্রমে এই যুদ্ধে জাপান, চীন, ইতালি, রুমানিয়া, পর্তুগাল ও আমেরিকা ইঙ্গ-ফরাসি পক্ষে এবং তুরস্ক ও বুলগেরিয়া জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। জার্মানির পরিকল্পনা ছিল ঝটিকাগতিতে আক্রমণ করে অল্পদিনেই য়ুরোপকে পদানত করবে। তাদের সেই উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছিল। পূর্ব-ফ্রন্টে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানি আগস্টের শেষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। পশ্চিম ফ্রন্টেও সেপ্টেম্বরের গোড়ায় সে ফ্রান্সের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে প্যারিসের খুবই কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু এর পরেই ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী কঠিন প্রতিরোধ রচনা করতে সমর্থ হয় এবং জার্মানি দুটি ফ্রন্টে যুদ্ধ করার অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ করতে গিয়ে জার্মানি সৈন্য ও সমরোপকরণ সরবরাহের পথটি মসৃণ রাখতে পারেনি। ফলে মাটিতে গর্ত করে ট্রেঞ্চ-যুদ্ধের সূত্রপাত হল। ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে-যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হবে বলে জার্মানি পরিকল্পনা করেছিল, সেই যুদ্ধ প্রলম্বিত হল চার বছরেরও বেশি। এই যুদ্ধে ব্যাপকভাবে উড়োজাহাজ ও সাবমেরিনের ব্যবহার হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উপকূলে যুদ্ধ বিস্তারলাভ করে। য়ুরোপের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

তুরস্ক 5 Nov যুদ্ধ ঘোষণার আগেই তার হাবভাবে শঙ্কিত হয়ে অ্যাংলো-পারসিয়ান অয়েল কোম্পানির পাইপলাইন রক্ষার জন্য একটি ভারতীয় ব্রিগেড প্রেরিত হয় ও তারা ইউফ্রেটিস নদীর মুখে আবাদান দ্বীপ অধিকার করে। তুরস্ক যুদ্ধঘোষণা করলে ভারত সরকার আরও দুটি ব্রিগেড সেখানে পাঠিয়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করে ও মেসোপটেমিয়ায় [বর্তমান ইরাক] পৌঁছে যায়। তুরস্কের উপর চাপ সৃষ্টি করতে ব্রিটিশ ও ফরাসি নৌবাহিনী দার্দানেলিস প্রণালীতে আক্রমণ চালায়, কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের পরেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই দূর প্রাচ্যে জার্মান-অধিকৃত উপনিবেশগুলি মিত্রবাহিনী দখল করে নেয় ও জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলিও বিধ্বস্ত হয়। কেবল একটি জার্মান জাহাজ Emden তার দুঃসাহসিক ক্যাপ্টেন Muller-এর চাতুর্যে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করে; Sep 1914-এ মাদ্রাজ বন্দরে গোলা বর্ষণ করে অনেকগুলি তেলের ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দেয়; ১৩টি ব্রিটিশ বাণিজ্যপোত, একটি রাশিয়ান ক্রুজার ও একটি ফরাসি ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দিয়ে এমডেন এই অঞ্চলের নৌবাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে; শেষে অতিরিক্ত সাহস দেখাতে গিয়ে 9 Nov একটি অস্ট্রেলিয়ান ক্রুজারের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর এই অঞ্চলে মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত আর দেখা যায়নি।

ইতিমধ্যে ভারতে দেশীয় রাজনীতি চলেছিল তার নিজস্ব রীতিতে— নিয়মতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক ধারা বেয়ে। তবে য়ুরোপীয় যুদ্ধ দুটি ধারাতেই নূতন গতি সঞ্চারিত করল।

সামান্য অজুহাতে ইংরেজ সরকার বালগঙ্গাধর টিলককে 23 Jul 1908 ছ'বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। মেয়াদশেষে তিনি মুক্তি পেলেন 18 Jun [8 আষাঢ়] তারিখে। সুরাটের যজ্ঞভঙ্গ ও কংগ্রেস থেকে চরমপন্থীদের বহিষ্কারের ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে একটি বন্ধ্যাদশা দেখা দিয়েছিল। টিলকের কারাদণ্ড, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায়ের নির্বাসন, ব্রিটিশভারতের বাইরে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে অরবিন্দের যোগসাধনা প্রভৃতি কারণে দেশীয় রাজনীতি তখন অনেকটা গতিহীন হয়ে পড়েছিল। নরমপন্থী

কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণের মনে আর আগ্রহ সঞ্চার করতে পারছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে টিলকের কারামুক্তি একটি বিশেষ ঘটনা বলে গণ্য হতে পারে।

ভারতবর্ষ ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। 5 Aug ভাইসরয় ভারতে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য The Indian Naval and Military (Emergency) Ordinance of 1914 জারি হয়। উদ্দেশ্য ছিল, কেবল সরকার-সমর্থিত যুদ্ধের সংবাদ প্রচার করা ও মিত্রবাহিনীর পরাজয়-সংক্রান্ত খবর চাপা দেওয়া। 18 Mar 1915 [৪ চৈত্র] ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রায় কোনো আলোচনা ছাড়াই Defence of India Act পাশ করা হয়। এই আইনে কেবলমাত্র সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখা, অন্তরীণ ইত্যাদি দমনমূলক ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করার নামে শাসনকর্তারা এই আইনের বলে দেশে রাজকীয় সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

Dec 1914-এ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতসম্রাট তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়। যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য অজস্র রিলিফ ফান্ড খোলা হয় ও দেশীয় রাজন্যবর্গ, ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতির মধ্যে অর্থসাহায্যের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এমন-কি অকারণে কারারুদ্ধ চরমপন্থী নেতা লোকমান্য টিলকও ঘোষণা করেন, ব্রিটেনের এই দুর্দিনে ভারতবাসীর কর্তব্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। গান্ধীজি তখন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপাত-জয় লাভ করে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য লন্ডনে ছিলেন। 13 Aug তিনি ও সরোজিনী নাইডু 'to tender unconditional service to Empire' একটি সার্কুলার প্রচার করেন। রণক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গড়ার জন্যও তিনি পরিশ্রম করতে থাকেন। দেশে ফিরে এসে তিনি যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্যের জন্য সেনা সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হন। নেতাদের গোপন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজের এই দুঃসময়ে সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ তারা যুদ্ধশেষে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবে।

জার্মানি যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে, তখন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছাড়া যুদ্ধ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আর কোনো বাহিনী ছিল না। ফলে সামান্য কিছু সৈন্য ভারতে রেখে সেনাবাহিনীর বৃহদংশই ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। তার পরিমাণ হল আশি হাজার ব্রিটিশ ও দু'লক্ষ তিরিশ হাজার ভারতীয় সেনা। অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, কয়েক সপ্তাহ ভারতে অবস্থিত সৈন্যসংখ্যা মাত্র পনেরো হাজারে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই এই ঘাটতি মেটানো এবং য়ুরোপে ও অন্যত্র আরও সেনা প্রেরণের জন্য সৈন্যবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করতে গিয়ে জবরদস্তি শুরু হয়। অত্যাচার আরম্ভ হয় যুদ্ধের জন্য অর্থসাহায্য আদায় করতে গিয়েও। ফলে পাঞ্জাব ও অন্যত্র বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে।

এই আগুনে ইন্ধন জোগায় 'কোমাগাটা মারু' জাহাজের ঘটনা। বহুদিন ধরেই ভাগ্যান্বেষী জাপানি, চীনা ও ভারতীয়েরা আমেরিকা ও কানাডায় বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কানাডার য়ুরোপীয় অধিবাসীরা ব্যাপারটি পছন্দ করছিল না। তাদের চাপে সেখানকার সরকার এশীয়দের সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে বাধানিষেধ আরোপ করতে থাকে। এরই প্রতিবাদে বাবা গুরদিৎ সিং নামক সিঙ্গাপুর-বাসী একজন শিখ ব্যবসায়ী 'কোমাগাটা মারু' নামের একটি জাহাজ ভাড়া করে ৩৫১ জন শিখ ও ২১ জন পাঞ্জাবি মুসলমানকে নিয়ে 4 Apr 1914 হংকং থেকে কানাডা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে 23 May ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছন। কানাডা

সরকার যাত্রীদের নামতে বাধা দিলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারের জিদই বজায় থাকে, জাহাজটি ভারত অভিমুখে রওনা হয় 23 Jul তারিখে। 26 Sep [শনি ৯ আশ্বিন]* জাহাজটি কলকাতার কাছে বজবজে পৌঁছলে ভারত সরকার সমস্ত যাত্রীকে স্পেশাল ট্রেনে সোজা পাঞ্জাবে যাওয়ার আদেশ দেয়। যাত্রীরা এই নির্দেশ অমান্য করে পদব্রজে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। সরকারি হিসাব অনুসারে, আঠারো জন শিখ ও দুজন সরকারি অফিসার এই সংঘর্ষে নিহত হয়। অনেকে গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু গুরদিৎ সিং ও তাঁর ২৯ জন সঙ্গীকে ধরা যায়নি। ঘটনাটি যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করলে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি সমস্ত ঘটনাটির পিছনে আমেরিকার গদর পার্টির হাত আছে বলে অনুমান করে। পরবর্তীকালে গুরদিৎ সিং বিষয়টি অবলম্বনে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে সরকারি বিবরণকে অসত্য আখ্যা দেন।

জার্মানির সঙ্গে ইংলন্ডের যুদ্ধ শুরু হলে দেশে ও বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র— এই তত্ত্ব মেনে তাঁরা জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে থাকেন। আমেরিকায় বহুদিন ধরেই প্রবাসী ভারতীয়রা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। এরই পরিণতি হয়েছিল লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে 1913-এ গদর [বিদ্রোহ] পার্টির প্রতিষ্ঠায়। 1 Nov 1913 দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গদর' প্রকাশিত হয়— পত্রিকাটি বেরোত হিন্দি, গুরুমুখি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায়। এঁদের প্রচারে, বিশেষত আমেরিকা-প্রবাসী শিখদের মধ্যে, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করার সংকল্প গড়ে উঠতে থাকে। কোমাগাটামারু ঘটনার অব্যবহিত পরে বহু প্রবাসী শিখ এই উদ্দেশ্যে ভারতে ফিরে আসেন।

জার্মানিতে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান গবর্মেন্টের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ শক্তিকে ভিতর থেকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে জার্মানি অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে তাঁদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। শ্যামদেশ, জাভা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দক্ষিণ-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা কমে যাওয়ায় এখানকার বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। অরবিন্দ ঘোষ-পরিচালিত বিপ্লবীরা আন্দামানে নির্বাসিত হলে, চরমপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়— সেটি পূর্ণ করেছিলেন যে-সব নেতারা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন [1880-1915] ও রাসবিহারী বসু [1885-1945]। যতীন্দ্রনাথ বাংলায় একটি সুসংগঠিত দল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এই সময়ে সংঘটিত অনেকগুলি রাজনৈতিক ডাকাতির পিছনে তাঁর মস্তিষ্কই সক্রিয় ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হল 26 Aug 1914 প্রসিদ্ধ অস্ত্রব্যবসায়ী রডা কোম্পানির আমদানি করা ৫০টি মাউসার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার রাউন্ড কার্তুজ চুরির ঘটনা। এর মধ্যে একটি বড়ো অংশ পুলিশের হাতে পড়লেও পরবর্তীকালে অনেকগুলি বৈপ্লবিক সংঘর্ষে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। জার্মানির কাছ থেকে যে-সব অস্ত্র আসার কথা ছিল, তার সাহায্যে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করার পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু কোনো অস্ত্রই এসে পৌঁছয়নি, ফলে অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিতে 9 Sep 1915 উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালামের অসম যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

রাসবিহারীর কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তরভারত। 23 Dec 1912-এ দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তার পিছনে প্রধান মস্তিষ্ক ছিল রাসবিহারীর। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গদর বিপ্লবীরা ভারতে ফিরে এলে তিনি বেনারসের শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, গদর পার্টির বিষ্ণু গণেশ পিংলে প্রভৃতির

সহযোগিতায় সারা ভারতে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। বিভিন্ন সামরিক ছাউনিতে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে তাঁরা যোগসূত্র গড়ে তোলেন। ঠিক হয়, 21 Feb 1915 [রবি ৭ ফাল্গুন] এই অভ্যুত্থান হবে। কিন্তু কৃপাল সিং নামক পুলিশের এক গুপ্তচর বিপ্লবীদের সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস করে দিলে অভ্যুত্থানের তারিখ এগিয়ে আনা হয় 19 Feb-তে। এই সংবাদও গবর্মেন্ট জানতে পারে ও সমস্ত সন্দেহভাজন রেজিমেন্টগুলিকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয় ও বিপুলসংখ্যক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। রাসবিহারী ও পিংলে পালাতে সমর্থ হন, কিন্তু মীরাটের ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে গিয়ে পিংলে 23 Mar পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। ১৪৭ জনকে স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার করে ২৮ জনকে ফাঁসি ও ৯০ জনকে দ্বীপান্তর বা বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বলা চলে, সশস্ত্র

The passengers on the "Komagata Maru" who were being repartriated by the Government of India arrived in the Hooghly on Saturday evening September 26th.—

The number of Sikhs arrested— now amounts to nearly 120 of these 16 are killed and the remainder are either arrested or in hospital. —অন্যত্র সিডিশন কমিটির রিপোর্টের অনুসরণে তারিখটি 29 Sep বলে উল্লিখিত হয়েছে।

ট্রাইবুনালে বিচার করে ২৮ জনকে ফাঁসি ও ৯০ জনকে স্বীপান্তরে বা বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বলা চলে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগটি এইভাবে ব্যর্থ হল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৎসরের একটি বিশেষ ঘটনা হল, দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে 9 Jan 1915 [শনি ২৫ পৌষ] গান্ধীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে তিনি ভারতীয়দের জন্য যেসব সুযোগসুবিধা আদায় করেছিলেন, তার জন্য তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের আগেই দেশের মানুষের শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই বোম্বাইতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেখানে ও অন্যত্র বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। কলকাতাতেও 13 Mar [শনি ২৯ ফাল্গুন] কাশিমবাজারের মহারাজার প্রাসাদে তাঁকে জনসংবর্ধনা দেওয়া হয়। 31 Mar কলেজ স্কোয়ারে ছাত্রদের একটি সভায় তিনি সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করার জন্য তাদের উপদেশ দেন।

19 Feb 1915 [শুক্র ৭ ফাল্গুন] পুনায় নরমপন্থীদের অন্যতম নেতা ও গান্ধীজির রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের মৃত্যু হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

রবীন্দ্রনাথ গত বৎসরে নববর্ষের দিনটিতে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন, সুতরাং আশ্রমে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এবারে ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে মন্দিরে উপাসনার মাধ্যমে তিনি নববর্ষের সূচনা করলেন। এইদিনই সুরুলের বাড়িতে রথীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ হল, যে-অঞ্চলটিকে রবীন্দ্রনাথ আর কিছুদিন পরেই 'শ্রীনিকেতন' নামে অভিহিত করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গান্ধীজিকে সাহায্য করার জন্য অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সন ১৭ অগ্র ১৩২০ [3 Dec 1913] শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। সেখানকার কাজ শেষ করার পর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অসুস্থ পিতাকে সঙ্গদানের জন্য অ্যান্ডরুজ ইংলন্ডে যান, পিয়র্সন আশ্রমে ফিরে

আসেন ১৭ চৈত্র [31 Mar 1914]। অ্যান্ডরুজ ফেরেন বর্তমান বৎসরের ৬ বৈশাখ [19 Apr]। রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

বিশিষ্ট শিল্পী নন্দলাল বসু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন ১২ বৈশাখ [25 Apr]। তাঁকেও বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়।

এবারে বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মবকাশ আরম্ভ হয় ১৫ বৈশাখ [মঙ্গল 28 Apr]। তার দুদিন আগে ১৩ বৈশাখ [রবি 26 Apr] 'অচলায়তন' অভিনীত হয়। ৩১ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত অবকাশের পর ১ আষাঢ় [সোম 15 Jun] আবার ক্লাশ শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ অনেক আগে থেকেই আশ্রমে বহু অতিথিকে আকর্ষণ করে আনছিল। নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হওয়ার পর তা বহুগুণ বর্ধিত হল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নীলমণি চক্রবর্তী আসাম অঞ্চলে খাসিয়াদের মধ্যে অনেক কাজ করছিলেন। তাঁর সূত্রেই দুটি খাসিয়া বালক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ সম্মতি দেন। একটি অনাথ বালক বিনা বেতনে ভর্তি হয়। গ্রীষ্মের ছুটির পর ৩০ জন ছাত্র না এলেও নূতন ২৪টি ছাত্র ভর্তি হয়, তার মধ্যে ৩ জন গুজরাটি। সেই কারণেই নূতন ঘর তৈরি করার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। ২৭ জ্যৈষ্ঠ জগদানন্দ রায়কে 'বিদ্যালয়ের বাড়ী প্রস্তুত জন্য ২০০্' দেওয়ার হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'আশ্রম-কথা'য় জানানো হয়েছে: 'আশ্রমের নূতন রান্নাবাড়ি ও ভোজনালয়ের গাঁথনি সুরু হইয়াছে— আশা করা যাইতেছে তাহা পূজার ছুটির মধ্যে সমাপ্ত হইবে।'

১৩ শ্রাবণ [বুধ 29 Jul] বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসাংবৎসরিক উপলক্ষে শরকুমার রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। কয়েকটি ছাত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার অনেকগুলি বিভিন্ন হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাতে মন্দিরের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলেন। এই ভাষণটি অনুলিখিত না হওয়ায় প্রকাশিত হয়নি।

২০ শ্রাবণ [বুধ 5 Aug] রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রে 'বাগান' পত্রিকার পঞ্চম বার্ষিক জন্মোৎসব হয়। 'সভার বেদি প্রভৃতি আয়োজন বৈদিক প্রথানুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল। শঙ্খধ্বনি, চন্দন, তিলক, ধূপধুনা প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত সভাগৃহ একটি গভীর ও পূত ভাব ধারণ করিয়াছিল।' ১৫ ভাদ্রে [মঙ্গল 1 Sep] 'বীথিকা'-র চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসবেও 'বিজাতীয় অনুকরণ টেবিল চেয়ারকে বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের দেশীয় প্রথানুসারে মৃত্তিকা-বেদি আলপনা, চন্দন, ধূপ, ধূনা, পদ্ম, পদ্মপর্ণ প্রভৃতি আমাদিগের দেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক চিহ্নগুলিকে বরণ' করে নেওয়া হয়েছিল। কালীমোহন ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। তিনি একটি 'সাহিত্য-সভা'য় 'জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য ও পল্লীসমূহের কি অবস্থা' বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই ধরনের সামাজিক কাজ সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁরই উৎসাহে কালিদাস দত্ত, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, সুশীলচন্দ্র সেন প্রমুখ ছাত্রগণ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে যোগ রাখতেন। কালীমোহন ঘোষের প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। অজিতকুমার চক্রবর্তী, শরৎকুমার রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির এইরূপ অনেক পঠিত প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছে।

ছাত্ররা পার্শ্ববর্তী গ্রামে একটি সাঁওতাল বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র 'আশ্রম-সংবাদ'-এ লেখা হয়েছে:

সাঁওতাল বিদ্যালয়ের কার্য্য একরূপ মন্দ চলিতেছে না। সামনে বর্ষাকাল আসিতেছে। সেই সময়ে পড়াইবার অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সেইজন্য একখানি গৃহ তুলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। আশা করা যাইতেছে ছুটির মধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইবে। এ কাজে যে যে মহাত্মাগণ কৃপা করিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আর-একটি দানের সংবাদ পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়; 'শ্রদ্ধাস্পদ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যালয়কে একটি বহুমূল্য অণুবীক্ষণ দান করিয়াছেন। তাহার সমস্ত সরঞ্জাম সমেত প্রায় তিন হাজার টাকা দাম হইবে।'

এবারে পূজাবকাশ শুরু হয়েছিল ৭ আশ্বিন [বৃহ 24 Sep], বিদ্যালয় খোলে ১৩ কার্তিক [শুক্র 30 Oct]। ছুটির আগে 'শারদোৎসব' অভিনীত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে এই অভিনয় সম্ভব হয়নি। অবশ্য অ্যান্ডরুজের পরিচালনায় শেক্স্‌পিয়রের *A Midsummer Night's Dream* নাটকটির দুটি দৃশ্য অভিনীত হয়। অ্যান্ডরুজ এই বিষয়ে 14 Aug [২৯ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'We are very busy practising for Midsummer Night's Dream. Narabhup is Bottom. Susil (with his beard coming) is Thisby, Hemanta Peter Quince. The little boys are the fairies. It will take up a lot of time but I think it is worth doing.'[২৩৭]

সমকালীন ছাত্র কালীপদ রায় লিখেছেন, অ্যান্ডরুজ তাঁদের দিয়ে *The Merchant of Venice*ও অভিনয় করেছিলেন। তিনি লিখেছেন:

আমাদের মত ছোট ছোট ছেলেদের তিনি কি পরিশ্রম করেই না এই অভিনয় শিখিয়েছিলেন। ...এই অভিনয়ে শাইলকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আমার সহপাঠী বন্ধু উত্তর কালের স্বনামধন্য সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। ব্যাসানিয়োর ভূমিকায় ছিলেন আমার অপর সহপাঠী... ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন। পোরসিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন তখনকার দিনে আমাদের আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মিস্ বিদ্যুৎপ্রভা দত্ত। আমারো একটা ছোট্টো ভূমিকা ছিল—গ্রাসিয়ানোর। বিশীকে শাইলকের ভূমিকাটি শেখাবার সময় দেখেছিলাম এন্ড্রুজ সাহেবের অসীম ধৈর্য এবং অভিনয় করার শক্তি। অভিনয়ে তাঁর ঈশ্বর দত্ত এক ক্ষমতা ছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। যতদূর মনে পড়ে ১৯১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে পৌষ উৎসবের কেবল পরেই খৃষ্ট উৎসবের [১০ পৌষ: 25 Dec] রাত্রিতে নাট্যঘরে মহা সমারোহে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয়ে গেল। অভিনয়টি খুব ভাল ভাবে উৎরে যাবার পর এন্ড্রুজ সাহেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই রাত্রে একসঙ্গে চার পাঁচটি শিশু অভিনেতাদের বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।[২৩৮]

দুঃখের বিষয়, এই অভিনয়ের সংবাদ আর-কোথাও পাওয়া যায়নি— এমন-কি অন্যতম প্রধান। অভিনেতা প্রমথনাথও এর কোনো স্মৃতিচারণ করেননি।

এই বৎসরে বহু দেশীয় ও বিদেশী অতিথি আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। ৩০ আষাঢ় এসেছিলেন মিশরীয় কবি Wedih El Boustany, যাঁর কথা আমরা আগেই বলেছি। ভাদ্র মাসে হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয় থেকে একজন অধ্যাপক আশ্রমে এসে চারদিন এখানকার কাজকর্ম দেখেন। তাঞ্জোর থেকে আসেন দুজন। পূজাবকাশের পরে লন্ডন মিশনারি কলেজের অধ্যক্ষ Mr. Warren বিদ্যালয় দেখে যান। 'কার্য্যবিবরণী'তে জানানো হয়েছে— দিল্লি কলেজের অধ্যাপক লরেন্স ও ইয়ং, হাজারিবাগ কলেজের অধ্যাপক টমসন, স্কটল্যান্ডের শিক্ষক ম্যাকডোনাল্ড, বাহা ধর্মপ্রচারিকা মিসেস স্টানার্ড, বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের ধর্মপাল ও পুর্ণানন্দস্বামী এবং আমেরিকার মিঃ মার্শাল আশ্রম-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

20 Mar 1915 [শনি ৬ চৈত্র] বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেল সস্ত্রীক আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। কোনো বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষের এইটিই প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন। এর পর প্রায় প্রত্যেক গবর্নর এখানে এসেছেন।

কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা গান্ধীজি ও তাঁর পত্নী কস্তুরবার আগমন। ঘটনাটি ছাত্র ও শিক্ষকদের এতটাই আলোড়িত করেছিল যে, অনেকেরই স্মৃকিথায় প্রসঙ্গটি বিবৃত হয়েছে। সমকালেই অন্তত দুজন ছাত্র সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী যথাক্রমে বাংলায় ও ইংরেজিতে এই বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লেখেন— প্রথমটি ছাপা হয় চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'আশ্রমে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ [য] করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী' নামে [পৃ ১৯৯-২০১] ও দ্বিতীয়টি বেরোয় হস্তলিখিত *The Ashram [Jun-Jul 1915/pp.2-9]-এ।*

তাঁদের আসার অনেক আগেই মগনলাল গান্ধীর অধিনায়কত্বে গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ষোলোজন ছাত্র হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয় হয়ে 4 Nov [বুধ ১৮ কার্তিক] শান্তিনিকেতনে পৌঁছন। গান্ধীজির দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষকেরা অবহিত ছিলেন। ফিনিক্সের ছাত্রদের সরল ও কঠোর জীবনযাত্রাও তাঁদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। সুতরাং 15 Feb গান্ধীজির টেলিগ্রামে যখন জানা গেল, তাঁরা 17 Feb [বুধ ৫ ফাল্গুন] শান্তিনিকেতনে আসছেন—তখন তাঁদের যথোচিত অভ্যর্থনা করার জন্য সকলের মধ্যে 'আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল। আশ্রমের ছাত্রদল অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে, তাঁহার অভ্যর্থনা যাহাতে সুচারুরূপে ও ভারতীয় রীত্যনুসারে হয়, তাহার আয়োজন করিতে লাগিল। অভ্যর্থনার পূর্ব্বদিন রাত্রি ১২ ॥ ও তৎপূর্ব্ব দিন রাত্রি ১০ ॥ পর্য্যন্ত ছেলেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করিবার জন্য শ্রম করিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে ছিলেন না, তাই অন্যান্য শিক্ষকেরাই সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। অ্যান্ডরুজ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার বর্ধমানে গিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। একদল ছাত্র বোলপুর স্টেশনে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। গাড়ি থাকলেও গান্ধীজি ছাত্রদের সঙ্গে হেঁটে শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রথমেই তাঁরা যান নিচু বাংলায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর, সুধাকান্ত লিখেছেন:

> তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আশ্রমের নূতন তৈয়ারী পথের মাথায় একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করা হয়। তথায় তাঁহাকে যথারীতি পুষ্প চন্দনাদির অর্ঘ্য দানান্তে রণ করা হয়। এই সময় ভারতীয় বাদ্য যন্ত্রের (এসরাজ ও সেতার) সহিত আশ্রমের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী গান করিয়াছিলেন। প্রথম কুট্টীম অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে দ্বিতীয় কুট্টীমে প্রবেশ করিলে— সেখানে তাঁহাদের চরণ ধৌতার্থে সলিল নীত হয়। এই কুট্টীমে ...শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও অন্যান্য উপস্থিত মহিলাগণ, গান্ধীপত্নীকে হিন্দু রীতি অনুসারে যথাযোগ্য দ্রব্য দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। এই স্থান হইতে অবশেষে তাঁহারা আশ্রমের "অন্তঃতোরণে" আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তোরণের সম্মুখে উত্তর অংশে, একটি মৃত্তিকার পদ্মপুষ্পকার আসন তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই আসনটিও বৈদিক যুগের অভ্যর্থনাকালীন আসনের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আসনের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিকের কোণে যথারীতি চারিটি কদলি বৃক্ষ ও আম্রপল্লবআচ্ছাদিত চারিটি মৃন্ময় জলকুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঐ আসনে উপবিষ্ট গান্ধী ও তাঁহার পত্নীর সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপের চারিটি বরণডালাও রক্ষা করা হইয়াছিল। এই খানে, মহিলাবর্গের তরফ হইতে একটি বালিকা উপস্থিত অতিথিদ্বয়কে পুষ্প মাল্য দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া গান্ধী পত্নীর ললাটে সিন্দুর পরাইয়া দিল।

প্রত্যেক তোরণে অতিথিদ্বয় উপস্থিত হলে ক্ষিতিমোহন সেন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও বাংলায় তার অনুবাদ করে তাঁদের সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন, দুজন মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক রাজঙ্গম ও দত্তাত্রেয় সেগুলি অনুবাদ করছিলেন গুজরাটি ভাষায়। শেষোক্ত অনুষ্ঠানেও তাঁরা অনুরূপ পাঠ করেন। দিনেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে ছাত্ররা গান করে। সর্বশেষে অসিতকুমার হালদার একটি সুন্দর ছবি তাঁদের উপহার দেন। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে গান্ধীজি

দেশীয় রীতি অনুসারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। রাত্রের ভোজের খরচ বহন করেন গান্ধীজির সঙ্গী লালুভাই।

গান্ধীজির ইচ্ছা ছিল কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে অন্যত্র যাবেন। গান্ধীজির চিঠিতে দেখা যায়, তিনি অ্যান্ডরুজের কাছ থেকে 'গুরুদেব' শব্দটি সংগ্রহ করে চিঠিপত্রে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। লন্ডনে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়েই তিনি বাংলাভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেছিলেন। 4 Dec 1914 [১৮ অগ্র] এই খবর দিতে গিয়ে তিনি মগনলালকে লেখেন:

I have a very sweet letter from Mr. Andrews. He says that Gurudev also, on his part, will be very happy to have you all in Santiniketan. He adds that your presence there will help to remove whatever unhealthy caste distinctions still remain and that, on the whole. your visit will certainly benefit Santiniketan. It is up to you all to see that it does.[২৩৯]

এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, এখানে তিনি কিছু কার্যকর ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 20 Feb [শনি ৮ ফাল্গুন] সকালেই খবর এল, আগের রাত্রে তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলে পরলোকগমন করেছেন। শোকপ্রকাশের জন্য বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে গান্ধীজির সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। নেপালচন্দ্র রায় সংক্ষেপে গোখলের জীবনকাহিনী বিবৃত করার পর গান্ধীজি একটি ভাষণ দেন। তারপরেই তিনি সস্ত্রীক পুনা রওনা হন।

এরপর, গান্ধীজি যদিও ডায়ারিতে লিখেছেন, তিনি 5 Mar শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর আগমন ও সাক্ষাৎকার ঘটে 6 Mar [শনি ২২ ফাল্গুন]। কারণ, তাঁর ডায়ারি অনুসারেই 4 Mar রাত্রে বোম্বাই ত্যাগ করে পরের দিন তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

গান্ধীজি ডায়ারিতে লিখেছেন, 5 Mar, 6 Mar ও 7 Mar তিনদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কী কথাবার্তা হয়েছিল, তার কোনো বিবরণ তিনি লিখে রাখেননি। শেষোক্ত দিনে তিনি লিখেছেন: 'Went to Gurudev's place with Andrews. ...Lecture by Gurudev.' গান্ধীজি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ 8 Mar কলকাতা যাত্রা করেন। এই তারিখ সম্পর্কে আমাদের সংশয় পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। এইদিন রাত্রে গান্ধীজি শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিক্ষা- বিষয়ে আলোচনা করেন। পরের দিন লিখেছেন: 'Went round with Sanitary Committee. No end of filth.' 10 Mar [বুধ ২৬ ফাল্গুন] লিখলেন: 'Talk with teachers. Meeting with boys. Started experiment in self-cooking. ... Lecture in temple in the evening.' অ্যান্ডরুজ, পিয়র্সন, নেপালচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বাবলম্বনের এই নূতন পদ্ধতির সাগ্রহ সমর্থক হলেও কেউ-কেউ এর বিরোধী ছিলেন। বিরোধের নমুনা পরের দিনই দেখা গেছে। গান্ধীজি লেখেন [11 Mar]: 'Hot words between Andrews & Sarod Babu [শরকুমার রায়]. Andrews apologized.' শিক্ষক প্রমদাঞ্জন ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

···রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মীর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে এন্ড্রুজের একটু বিতর্ক হয় এবং এন্ড্রুজের আচরণে কর্মীটি অপমানিত বোধ করেন এবং প্রতিবাদ করেন। ব্যাপারটার কথা শুনলেও কেউ তার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি। কেননা সেটা গুরুতর কিছু ছিল না। কিন্তু শিক্ষকগণ দেখে বিস্মিত হলেন কিছু পরেই এন্ড্রুজ লিখিত ভাবে সেই কর্মীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং সকল শিক্ষককে তাঁর পত্রখানা দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। ...

এই প্রসঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভায় গান্ধিজী এণ্ড্রুজ সম্বন্ধে শিক্ষকদের যা বলেছিলেন তা-ও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন এণ্ড্রুজ সাহেব অতি উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ, তার ফলে সময় সময় অসুবিধা হবে এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে।[২৪০]

গান্ধীজি বুঝছিলেন, তার শিক্ষাদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাদর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে।। তাই ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের খরচের দায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপর না চাপিয়ে তিনি মারাঠি শিক্ষক দত্তাত্রেয় বালকৃষ্ণ কালেলকারের কাছ থেকে দুশো টাকা নিয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যয়নির্বাহার্থে অ্যান্ডরুজের হাতে দিয়ে রাত্রের ট্রেনে কলকাতা যাত্রা করেন। আমরা আগেই বলেছি, স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

রেঙুন থেকে কলকাতায় ফিরে এসে 31 Mar [বুধ ১৭ চৈত্র] রাত্রে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে আসেন। যাদব নামের একটি ছাত্র তখন খুবই অসুস্থ। পরদিন সকালে গান্ধীজি সেই ছাত্রটিকে দেখতে যান। এর মধ্যে স্বাবলম্বনের আদর্শ মানতে গিয়ে অ্যান্ডরুজ মানসিক এবং শারীরিক ভাবেও অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গান্ধীজি ডায়ারিতে লিখেছেন: 'Saw Andrews' miserable position. Meeting with Gurudev.' 2 Apr লিখলেন: 'Talk with Gurudev about Andrews and then with the teachers. Finally with Andrews in the presence of the teachers.' পরের দিন ২০ চৈত্র [শনি 3 Apr] রান্নাঘরের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য মগনলাল ও পুত্র রামদাসকে সেখানে রেখে অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে তিনি হরিদ্বার রওনা হন। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় গান্ধীজি ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁর শেষ বক্তব্য প্রকাশ করেন।

স্বাবলম্বনের আদর্শ ভিতর থেকে যেমন আঘাত পাচ্ছিল, বাহির থেকেও তেমনই বাধা আসতে শুরু করল। অভিভাবকেরা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁদের সন্তানেরা পড়াশুনা ছেড়ে রান্না, বাসন-মাজা ইত্যাদি কাজে রত হয়েছে— তখন নানা অজুহাতে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে শুরু করলেন। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা লিখেছেন:

কোনো ছাত্র বোধ হয় তার মাকে লিখেছিল— আজকাল আমরা শান্তিনিকেতনে রান্না শিক্ষা করছি। উত্তরে মা নাকি লিখেছিলেন পড়া ছেড়ে যদি রান্নাই শিখতে হয়, বাড়িতে চলে এসো, আমার কাছে আরো ভালো রান্না শিখতে পারবে। আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কাছে বহু অভিভাবকের পত্র এল এই বলে যে তাঁদের ছেলেদের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হবেন। গুরুদেব এই-সব কারণেই খুবই চিন্তিত হলেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজি বিশেষ কাজের জন্য অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁর ছাত্ররাও এখানে আর রইলেন না। ধীরে ধীরে পুরনো ঠাকুর চাকরেরা আবার এসে রান্নাঘর দখল করল, আমাদের রান্নার ব্যাপারও চুকে গেল।[২৪১]

গ্রীষ্মকাশের পর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। খাওয়ার সময়ে জাতিবিচারের প্রথাও আবার ফিরে আসে। স্বাবলম্বনের আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা আর না হলেও জাতিবিচারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সংগ্রাম হয়েছে। এবং ফতোয়া জারি না করেই এই কুপ্রথা ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী থেকে লোপ পেয়েছে।

১৩২০-২১ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষাবর্ষের শেষে তখন ছাত্রসংখ্যা ১৬৭, পূর্ববৎসরের তুলনায় ২২ জন কম। এর কারণ নূতন ছাত্র ভর্তি না করা। তা সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্যাশ্রম তখনই একটি আন্তঃপ্রাদেশিক রূপ লাভ করে। কার্যবিবরণীতে এর একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে: কলকাতা ৩৩, ঢাকা ১৪, ময়মনসিংহ ১২, পাবনা ৯, শ্রীহট্ট ৯, নদীয়া ৬, বর্ধমান ৫, বাখরগঞ্জ ৪, ২৪ পরগনা ৪, মুর্শিদাবাদ ২, খুলনা ২, যশোহর ২, মেদিনীপুর ১, মালদহ ১, হুগলি ১, জলপাইগুড়ি ১, চট্টগ্রাম ১, ত্রিপুরা ৩১, উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব ৭, দার্জিলিং ও নেপাল ৪, আসাম ৪, ভাগলপুর ৩, গুজরাট ৩, বোম্বাই ২, ছোটোনাগপুর ২, জয়পুর (রাজপুতানা) ২, মাদ্রাজ ১, সিন্ধু ১। এই হিসাবের মধ্যে হয়তো ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও ধরা হয়েছে,

কিন্তু ভাদ্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তেই তিনজন গুজরাটি ও একটি খাসিয়া ছাত্রের ভর্তি হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। তাছাড়া মারাঠি ভীমরাও শাস্ত্রী ছাড়াও চিন্তামণি শাস্ত্রী ও রাজাঙ্গম আয়ারের যোগদানের সংবাদও সেখানে আছে। লেখা হয়েছে: 'তাঁহাদিগের মধ্যে একজন সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রী। তিনি ছাত্রদিগের সহিত সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন। অন্য জন ছাত্রদিগের সহিত একঘরে গৃহের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষরূপে বাস করিতেছেন। তিনি ছাত্রদিগের দৈনিক নিয়ম পালন ও কাজকর্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।'

এই বৎসর বিদ্যালয়কে কয়েকটি বিয়োগব্যথা সহ্য করতে হয়। কার্যবিবরণীতে 'প্রিয়দর্শন' প্রিয়ভাষী আশ্রমশিশু শ্রীমান্ অমৃতলাল' ও প্রাক্তন শিক্ষক সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। সত্যজ্ঞানবাবু যখন সংকটাপন্ন পীড়ায় নিঃসহায় অবস্থায় কলকাতায় ছিলেন, তখন আশ্রমের কিছু প্রাক্তন ছাত্র 'নিজেদের স্বাস্থ্য ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তাঁর সেবা করেছিলেন। 'মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীমান্ অমৃতলাল রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া কেবল আশ্রমের কথা বলিয়াছিল এবং মৃত্যুর সময়ে সে। আশ্রমের উপাসনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল'।

আর-একটি মৃত্যুকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন পিয়র্সন তাঁর *Shantiniketan* [1916] গ্রন্থটি যাদবের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করে। একাদশবর্ষীয় যাদব নিম্নশ্রেণীর ছাত্র হয়েও তার মেধা ও প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের উৎসাহ দিয়ে পিয়র্সনের নজর কেড়েছিল। সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন ভাবা যায়নি সেই অসুখ মারাত্মক হয়ে উঠবে। কিন্তু পীড়া সংকটজনক হয়ে পড়লে তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্ট্রেচারে শুইয়ে বড়ো ছেলেরা যখন তাকে স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ চেতনা পেয়ে জিদ ধরে যেন কিছুতেই তাকে আশ্রম থেকে নিয়ে না যাওয়া হয়। তার উত্তেজনা দেখে ভয় পেয়ে আবার তাকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনা হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'যাদবের পীড়ার সময় কবির অনুরোধে কলিকাতা হইতে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য আসিয়া কয়েকদিন আশ্রমে থাকিয়া যান (৩০ মার্চ-১০ এপ্রিল ১৯১৫)।'[২৪২] রবীন্দ্রনাথ 30 Mar [১৬ চৈত্র]-ই কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরেন— হয়তো তিনি ডাঃ আচার্যকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। পরদিন রথীন্দ্রনাথ একজন নার্সকে নিয়ে আসেন— সেও হয়তো চিকিৎসারই কারণে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে 10 Apr [শনি ২৭ চৈত্র] টাইফয়েড রোগে যাদবের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর বিবরণ পিয়র্সন লিখেছেন প্রায় কবির ভাষায়: 'An hour or two before he died I was sitting by his side and he said in Bengali in a voice weak and full of pathos, "The flower will not blossom." I whispered to him, "Don't be afraid, for the flower will blossom." চিতাগ্নিতে তার দেহ সমর্পনের পর 'as the flames crept slowly upwards I knew that for us at least his little life had blossomed and left a fragrance behind which would never fade.' এর পর থেকেই পিয়র্সন সংকল্প নেন শান্তিনিকেতনে একটি আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তুলবেন। 1916-এ আমেরিকায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ফোটোগ্রাফ বিক্রি করে তিনি এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা চালান। *Shantiniketan* বইটির লভ্যাংশও তিনি এই তহবিলে দান করেন। তাঁর শুভসংকল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পরবর্তীকালে আশ্রমের হাসপাতালটি তাঁর নামেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই অকালমৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় রোটেনস্টাইনকে লেখা অ্যান্ডরুজের 17 Apr 1915 [৪ বৈশাখ ১৩২২]-এর চিঠিতে: 'We have been through a great sorrow— the death

of one of the dearest of our little schoolboys. The poet's grief has been intense, though he has said but little. But it brought back to his own memory the greatest sorrow of his own life—the death of Shomi his youngest child.'

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের একটি জনহিতৈষী চরিত্র ছিল, একটি বিশেষ ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের দরুন পাটের দর পড়ে যাওয়ায় পাটচাষ-নির্ভর পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র পূর্ববঙ্গবাসী হওয়ায় 'দেশবাসীর সেই ভীষণ অবস্থা আলোচনা ও সেই বিষয়ে আমাদের কি করণীয়—তাহা বিচার করিবার নিমিত্ত' নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ২২ কার্তিক [8 Nov] একটি সভা হয়, তাতে পিয়র্সন, শরকুমার রায় ও কালীমোহন ঘোষ ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে একটি সাহায্য-তহবিল খুলে। দান-সংগ্রহের জন্য পিয়র্সনের নামে জনসাধারণের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। ছাত্রেরা ঠিক করে, চিনি ব্যবহার না করে তারা প্রতি মাসে ৪০্ টাকা ও ঘি না খেয়ে তিন মাসে ৫০০্ টাকা এই তহবিলে দান করবে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। তখন ছাত্রেরা শারীরিক পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থ দান করে। এর জন্য তারা পৌষ উৎসবের সময়ে স্টেশনে কুলির কাজও করেছিল।

আশ্রমের শিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল শিক্ষামূলক ভ্রমণ। এই বৎসর অধ্যাপকদের পরিচালনায় ছাত্রেরা পরেশনাথ পাহাড়, ঝরিয়ার কয়লাখনি, বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণ, পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখে আসে।

আশ্রমের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলির কথা আমরা আগেও বলেছি। বর্তমান বৎসরেও পত্রিকাগুলি যথাযথভাবে 'প্রকাশিত' হয়েছে। শান্তি, বাগান, বীথিকা, প্রভাত প্রভৃতি পত্রিকার অনেকগুলি খণ্ড রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। *The Ashram* নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা অ্যান্ডরুজের উৎসাহে গত বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু উৎসাহের অভাবে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা Aug 1914 থেকে এটি আবার চালু হয় প্রতাপচন্দ্র দাসের সম্পাদনায়। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ এখানেই প্রথম বেরোয়। এই বর্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাটি হল সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থটির পিয়র্সন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'The Gift to the Guru'— Aug 1915-এ অনুবাদটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর *Shantiniketan* [1916] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

১ চিঠিপত্র ৬ । ৬৩, পত্র ২৭

২ *Imperfect Encounter*[1972], ed. Mary M. Lago 151, No. 75

৩ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ [হুটন লাইব্রেরি, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি]

৪ র-মূল

৫ 'শ্রীনিকেতন স্মৃতি'; সন্তোষকুমার মিত্র ফাইল, রবীন্দ্রভবন

৬ চিঠিপত্র ৫। ১৭৫, পত্র ২৩

৭ ঐ ৫। ১৭৪, পত্র ২২

৮ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৪, পত্র ১৯

৯ চিঠিপত্র ১২। ৪৯-৫০, পত্র ৪১

১০ তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ। ৪৩

১১ ঐ, শ্রাবণ। ৮৫

১২ Imperfect Encounter/ 164-65, No. 81

১৩ শান্তি, বৈশাখ। ২৯-৩২

১৪ ড পঞ্চানন মণ্ডল: ভারতশিল্পী নন্দলাল ১ [১৩৮৯]। ৩৭৯-৮০

১৫ ঐ ৩৮০

১৬ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর: পিতৃস্মৃতি [১৩৭৮]। ১৩৪

১৭ চিঠিপত্র ১২। ৪৮, পত্র ৪০

১৮ ঐ ৫। ১৭৫, পত্র ২৩

১৯ সীতা দেবী: পুণ্যস্মৃতি [১৩৭১]। ৭১-৭২

২০ প্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন [১৩৯৩]। ৭৪

২১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা [১৩৯৩]। ৩৪২

২২ দেশ, সাহিত্য ১৩৭২। ৩৪-৩৫, পত্র ১

২৩ Krishna Kripalani: *Rabindranath Tagore: A Biograph*y [1980]/247

২৪ Ibid/ 250-51

২৫ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ [1986, অতঃপর 'বিশ্বপথিক' নামে অভিহিত]। ১২৩

২৬ র-মূল

২৭ *V.B.Q., Aug-Oct 1943/ 161*

২৮ *Letters to a Friend* [1929]/ 40

২৯ Ibid/ 41

৩০ Ibid/ 42

৩১ Ibid/ 35-36

৩২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২৮, পত্র ৩২

৩৩ চিঠিপত্র ২। ২৮-২৯, পত্র [১০]

৩৪ বিশ্বপথিক। ১২৫

৩৫ *Letters to a Friend/ 42*

৩৬ *V.B.N.,* Dec 1969/ 160, No. 47.

৩৬ক দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৪, পত্র ২০

৩৭ *Letters to a Friend*/ 44

৩৮ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২৮-২৯, পত্র ৩৩

৩৯ উত্তরা, মাঘ ১৩৩৮। ২২৩-২৪

৪০ অসিতকুমার হালদার: রবিতীর্থে। ৫২

৪১ Tagore Family Papers, Document No. 114

৪২ *V.B.Q.*, Aug-Oct 1943/ 161

৪৩ রবিতীর্থে। ১২৮

৪৪ র-মুল

৪৫ মুকুল দে, 'চিত্রশিল্পে কবিগুরুর দান': কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৮ । ৮২৮

৪৬ চিঠিপত্র ৫। ১৭৬-৭৭, পত্র ২৪

৪৭ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ [শ্রাবণ ১৩৯১]। ২২, পত্র ১৯

৪৮ *Imperfect Encounter*/ 166, No. 83

৪৯ চিঠিপত্র ৫। ১৭৮-৭৯, পত্র ২৫

৫০ দ্র শচীন্দ্রনাথ অধিকারী: রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ । [১৩৮০]। ১১৪-১৫

৫১ *The Religion of Man* [1932] 177-78

৫২ চিঠিপত্র ৫। ১৭৯-৮০, পত্র ২৬

৫৩ বিজয়া, কার্তিক ১৩২০ । ১৬৩

৫৪ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ। ১৫৪-৫৫

৫৫ ঐ, আষাঢ়। ২২৮, ২৩১-৩২

৫৬ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ। ১৯৮

৫৭ ঐ। ১৯৯-২০০

৫৮ চিঠিপত্র ৫। ১৮৮, পত্র ৩৩

৫৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অস্বাক্ষরিত খসড়া

৬০ দ্র *Imperfect Encounter*/ 173

৬১ Ibid/ 170, No. 87

৬২ Ibid/ 170-71, No. 87

৬৩ র-মুল

৬৪ ঐ

৬৫ দ্র তত্ত্ব, শ্রাবণ। ৮৫

৬৬ র-মূল
৬৭ তত্ত্ব, ভাদ্র। ১০২-০৩
৬৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১১, পত্র ১৪
৬৯ ঐ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৫, পত্র ২১
৭০ চিঠিপত্র ৫। ১৮৩, পত্র ২৯
৭১ ঐ ৫। ১৮১, পত্র ২৭
৭২ ঐ ৫। ১৮৪, পত্র ২৯
৭৩ ঐ ৫। ১৮৬, পত্র ৩১
৭৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১১, পত্র ১৪
৭৫ বিশ্বপথিক। ১৩৬
৭৬ ঐ। ১৩৬-৩৭
৭৭ দ্র ঐ। ১৪৪-৪৫
৭৮ ঐ। ১৪২-৪৩
৭৯ *V.B.N.,* May 1970/ 323, No. 52
৮০ র-মূল
৮১ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৬, পত্র ২২
৮২ ক্ষিতিমোহন সেন: বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা [৫ম সং]। ২২
৮৩ ঐ। ১০৩
৮৪ *Letters to a Friend*/ 46
৮৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [১৩২২]। ১১৪-১৬
৮৬ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪৭৩
৮৭ দ্র ঐ। ৫১৭
৮৮ দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৫৬
৮৯ ঐ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৬, পত্র ২২
৯০ র-প্রতিলিপি
৯১ সোমেন্দ্রনাথ বসু: সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। প্রবাসী [1976]। ১২-১৩-তে উদ্ধৃত
৯২ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৬, পত্র ২৩
৯৩ র-মূল
৯৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১১, পত্র ৩২
৯৫ চিঠিপত্র ৫। ১৮৮, পত্র ৩২

৯৬ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪৭৬

৯৭ চিঠিপত্র ২। ২৮-৩১, পত্র [১০]

৯৮ দেশ, ২৭ অগ্র ১৩৯৩। ১৭, পত্র ৩৮

৯৯ *Letters to a Friend*/ 47

১০০ দ্র রবিরশ্মি ২। ৪৯০

১০১ ঐ ২। ৪৯৩

১০২ চিঠিপত্র ৩। ২০, পত্র ১০

১০৩ র-প্রতিলিপি

১০৪ চিঠিপত্র ১২। ৫১, পত্র ৪৩

১০৫ র-মূল

১০৬ রবিরশ্মি ২। ৪৯৫

১০৭ *The Leader*, 18 Oct 1914

১০৮ দ্র নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: 'ইন্ডিয়ান প্রেস ও কবি রবীন্দ্রনাথ', তরুণ রবি [1961]। ১৩৭-৪৪

১০৯ দেশ, ১৮ ফান ১৩৯১। ১৩, পত্র ৫৭

১১০ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। ৪৩

১১১ দ্র ঐ। ৬৮

১১২ দ্র রবিরশ্মি ১। ১৮৩

১১৩ দ্র 'কবিকথা': বি. ভা, প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। ১৪৮

১১৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪৮০

১১৫ V.*B.N.*, Oct-Nov 1979/ 75-76, No. 60

১১৬ Ibid, July 1971/ 4, No. 61

১১৭ দ্র File: Shamkanto Sardesai, Rabindra-Bhavana

১১৮ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪৮০

১১৯ দেশ, শারদীয় ১৩৬০। ৪-৫

১২০ র-প্রতিলিপি

১২১ দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৪, পত্র ৫৮

১২২ বিশ্বপথিক। ১৫৮

১২৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২৯, পত্র ৩৪

১২৪ র-প্রতিলিপি

১২৫ বিশ্বপথিক। '১৬০

১২৫ক V.*B.N.*, Aug 1971/ 24, No. 63
১২৬ দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ৫৩, পত্র ৯
১২৭ চিঠিপত্র ৫ । ১৮৯-৯০, পত্র ৩৪
১২৮ ঐ ৫। ১৯১-৯২, পত্র ৩৫
১২৯ র-প্রতিলিপি
১৩০ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৬, পত্র ২৪
১৩১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮ । ১১, পত্র ১
১৩২ *Letters to a Friend*/ 49
১৩৩ Ibid/48
১৩৪ Ibid/49
১৩৫ দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ৫২-৫৩, পত্র ৮
১৩৬ ঐ। ৫৩, পত্র ৯
১৩৭ র-প্রতিলিপি
১৩৮ র-মূল
১৩৯ চিঠিপত্র ৫। ১৯২, পত্র ৩৫
১৪০ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪৮৮
১৪১ *V.B.N.*, Aug 1971/ 25, No. 64
১৪২ *Letters to a Friend*/ 50-51; প্রথমাংশ র-প্রতিলিপি
১৪৩ *Imperfect Encounter*/ 175, No. 90
১৪৪ দেশ, ১৮ ফান ১৩৯১। ১৩, পত্র ৫৭
১৪৫ দীপান্বিতা সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্রসঙ্গ-প্রসঙ্গ [১৩৯১]। ৯৭
১৪৬ র-মূল, 'খৃষ্টধর্ম্ম' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির পিছনে লেখা
১৪৭ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৬, পত্র ২৪
১৪৮ চিঠিপত্র ৫। ১৮০, পত্র ২৬
১৪৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ৩০, পত্র ৩৬
১৫০ ঐ। ৩০, পত্র ৩৫
১৫১ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৬-২৭, পত্র ২৫
১৫২ ঐ। ২৭, পত্র ২৬
১৫৩ মূল পত্র স্বর্গীয়া অমিতা ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত
১৫৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮ । ৩০, পত্র ৩৬

১৫৫ ঐ। ৩০, পত্র ৩৫
১৫৬ ঐ, শারদীয় ১৩৭৩ । ২৭, পত্র ২৬
১৫৭ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৮। ৩৩-৩৪, পত্র ৩৩
১৫৮ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৫। ২০, পত্র ৩৫
১৫৯ দ্র ঐ। ২৬-২৭, পত্র ৭
১৬০ ঐ। ১৯-২০, পত্র ৩৪
১৬১ ঐ। ২০, পত্র ৩৫
১৬২ র-মূল
১৬৩ বিশ্বপথিক। ১৭১
১৬৪ ঐ। ১৭৪
১৬৫ ঐ। ১৭৫
১৬৬ রবিরশ্মি ২। ২১২
১৬৭ দ্র ঐ ২। ৪৯৭
১৬৮ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। ১৫৯
১৬৯ র-প্রতিলিপি
১৭০ বিশ্বপথিক। ১৭৭
১৭১ দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ৫২, পত্র ৬
১৭২ ঐ। ৫২, পত্র ৭
১৭৩ র-প্রতিলিপি
১৭৪ Stephen N. Hay: *Asian Ideas of East and West* [1970] 53
১৭৫ *Letters to a Friend*/ 53
১৭৬ ঐ / 54
১৭৭ চিঠিপত্র ২। ২১, পত্র [৭]
১৭৮ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪৯৪-৯৫
১৭৯ *Letters to a Friend*/ 55
১৮০ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪ । ৩, পত্র ৫
১৮১ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। ১৭৫
১৮২ বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলী, পুস্তিকা সংখ্যা ১/ /
১৮৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯ । ১২, পত্র ১৬
১৮৪ বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলী, পুস্তিকা সংখ্যা ১/ ২/+

১৮৫ বিশ্বপথিক। ১৭৯

১৮৬ পিতৃস্মৃতি। ২৮০

১৮৭ দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৪, পত্র ৬০

১৮৮ পিতৃস্মৃতি। ২৮০-৮১

১৮৯ *Letters to a Friend*/ 55

১৯০ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। ৭৭, পত্র ১

১৯১ র-মূল

১৯২ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫। ৬০, পত্র [৫]

১৯২ক দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 29 Jul 1914

১৯৩ রবীন্দ্রবীক্ষা ২৬ [পৌষ ১৩৯৮]। ১১, পত্র ১

১৯৪ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। ৭৮, পত্র ২

১৯৫ ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫। ৬০, পত্র [৫]

১৯৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮ । ৩০-৩১, পত্র ৩৭

১৯৭ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। ৭৮, পত্র ৩

১৯৮ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫০৪

১৯৯ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত-অনূদিত আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ, গান্ধী-রচনাসম্ভার ১ [১৩৭৬]। ৩৯৩-৯৪

২০০ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫০০

২০১ দ্র Suhrit Kumar Mukhopadhyay, 'Memoirs of the Phoenix School at Santiniketan': *V.B.N.*, Oct 1969/97

২০২ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। ৯৮

২০৩ বিশ্বপথিক। ১৮২-৮৩

২০৪ দ্র ঐ। ১৮৩-৮৭

২০৫ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। ৭৯, পত্র ৫

২০৬ চিঠিপত্র ৫ । ১৯৫, পত্র ৩৮

২০৭ ঐ ২। ২৫, পত্র [৯]

২০৮ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। ৭৯, পত্র ৪

২০৯ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫০৫

২১০ ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা: স্মৃতিপটে [১৩৯৮]। ৪৮

২১১ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৭, পত্র ২৭

২১২ ঐ। ২৭, পত্র ২৮

২১৩ ঐ। ২৭, পত্র ২৯

২১৪ বিশ্বপথিক। ১৯১

২১৫ র-প্রতিলিপি

২১৬ ঐ

২১৭ *Imperfect Encounter/* 195, No. 96

২১৮ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

২১৯ ব্রিজেস-সংগ্রহ, ব্রিটিশ লাইব্রেরি

২২০ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

২২১ *Imperfect Encounter/* 198' No. 98

২২২ Ibid/ 202, No. 99

২২৩ র-প্রতিলিপি

২২৪ *Imperfect Encounter/* 197, No. 98

২২৫ র-মূল

২২৬ ম্যাকমিলান-সংগ্রহ, ব্রিটিশ লাইব্রেরি

২২৭ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

২২৮ দ্র *Imperfect Encounter/* 208, No. 103

২২৯ Ibid/ 182, note 9

২৩০ রমাপতি দত্ত: রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ [১৩৪৮]। ৫০৬-০৭

২৩১ ঐ। ৫১১

২৩২ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্র-স্মৃতি [১৩৬৪]। ১৪০-৪১

২৩৩ র-মূল

২৩৪ *The Amrita Bazar Patrika,* 1 Jul 1914

২৩৫ রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী: রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া। ৩৪-৩৫ [পরে গ্রন্থটি ‘রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ’ নামে উল্লিখিত হবে]।

২৩৬ ইন্দিরা দেবী: রবীন্দ্রস্মৃতি [১৩৮০]। ৩৮

২৩৭ *V.B.N.,* May 1970/ 324, No. 52

২৩৮ ‘শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এন্ড্রুজ সাহেব’: *C.F. Andrews Centenary Volume*l 53

২৩৯ *Collected Works of Gandhi,* Vol. XII [1964]/ 558

২৪০ প্রমদারঞ্জন ঘোষ; আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন [১৩৭১]। ১৫০

২৪১ ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা: স্মৃতিপটে [১৩৯৮]। ৪৩

২৪২ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫০৬ পাদটীকা ২

* চিঠিপত্র ৫। ১৭৬-৭৭, পত্র ২৪-এ 'পোস্টমার্ক। ৬ জুলাই, ১৯১৪' উল্লেখ করা হয়েছে— সেটি ভুল; খামে 'RAMGARH 3 JU 14 NAINITAL' মোহর দেখা যায়।

* সম্পূর্ণ আলোচনাটি শোভন বসুর 'বিদ্যালয়ে সংগীতচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ' [দ্র ড উজ্জ্বলকুমার মজুমদার-সম্পাদিত 'রাতের তারা দিনের রবি' (১৩৯৫)। ৫০৩-১০] প্রবন্ধের উপরে ভিত্তি করে লিখিত। তিনিই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য লেখ্যাগার থেকে মূল চিঠিটির প্রতিলিপি ও আনুষঙ্গিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে এনেছেন।

* গ্রন্থটি তখনই প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অসম্মতি ছিল। *The Nation*-এ নাটকটি মুদ্রণের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি 2 Apr [১৯ চৈত্র ১৩২০] ম্যাকমিলানকে লেখেন: 'As to the offer of fifteen pounds to publish the "King of the Dark Chamber" I do not think this play lends itself for publication in a magazine. I shall send the manuscript of the above play as Soon as I have done the revision.' কিন্তু ম্যাকমিলান এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির জন্য অপেক্ষা না করেই রোটেনস্টাইনের কাছ থেকে পাওয়া প্রথম খসড়ার কপি অবলম্বনে বইটি ছেপে দেয়। বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ 23 Jul [৭ শ্রাবণ] আর্নেস্ট রীজকে লেখেন:

Macmillans in their eagerness to publish my works never waited for my final permission oe for the mss. which I have with me containing corrections and alterations. They got hold of an earlier mss. which I had left with Rothenstein. What is worse, they did not know that the translation was done by Kshitish Chandra Sen— an Indian student studying in Cambridge when I was in England. In fact, it was the draft, hurriedly done in the hope of its being thoroughly revised by myself. I cabled to Macmillans, as soon as I got the copies of this book, to make correct announcement. I do not know what they have done. Can you advice me and help in this matter? I was under the impression that this drama was going to be published in the winter season and I had the mss. in my hand and never thought of the one left with Rothenstein I was doing things in my usual leisurely manner.

[পত্রটি কল্যাণ কুণ্ডুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

* চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গানটির পাঠান্তরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন দ্র রবিরশ্মি ২। ৪৯১-৯২

* রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদটি সম্পর্কে 2 Apr [১৯ চৈত্র ১৩২০] ম্যাকমিলানকে লেখেন: 'I have received a letter from Dr. F. Balej of Austria, Vienna 111/4 Kleistgasse 6/20 asking for permission to translate the Gitanjali into Czech. I understand he wrote to you for your permission some months ago, but having got no reply from you, has in anticipation of your sanction already brought out the book as "the arrangements for its translation were too far advanced." If other arrangements have not already been made for the Czech translation I hope you will have no objection to give him the required permission.'

* এই আলোচনার তথ্য নিম্নোক্ত তিনটি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত:

Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation by Dr. Martin Kampchen [1991]/ 123 *Tagore Centenary Exhibition 1961*. Published by Lalit Kala Akademi/ 60-66

Tagore, India and Sovier Union: A Dream Fulfilled by Dr. A.P. Gnatyuk-Danil'chuk [1986]/ 107-09

* K.P. Goswami-সংকলিত *Mahanma Gandhi: A Chronology*[1971] গ্রন্থে লেখা হয়েছে: 'Nov4. ...Phoenix Party arrived at Shantiniketan from Kangri Gurukul.' [p.61]

* কালিদাস নাগ তারিখ দিয়েছেন 16 Jan, হবে 14 Jan; তাঁর ডায়েরি-তে Jan 1915-এর অন্যান্য তারিখ নিয়েও সংশয়িত হওয়ার কারণ আছে।

* কিমুরা 1908-এ ভারতে আসেন। চট্টগ্রামে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা করে তিনি 19১১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Oriental Studies বিভাগে ভর্তি হন। 1914-এ সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে শিলালিপি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। দ্র ড কাজুও আজুমা, 'আর কিমুরার কথা': উজ্জ্বল সূর্য [সুবর্ণরেখা, ১৪০৩]। ৩২-৫৩

* এই বিষয়ে 13 Apr রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'You know I want to send you my poems because I love you to read them and to think that I think of you and the very least of all because I want them published.'

* তারিখটি *The Amrita Bazar Patrika* [2 Oct]-র 'Kornagatu's Return' সংবাদ থেকে সংগৃহীত:

প ঞ্চ প ঞ্চা শ   অ ধ্যা য়

১৩২২ [1915-16] ১৮৩৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চপঞ্চাশ বৎসর

নববর্ষের দিনটিতে [বুধ 14 Apr 1915] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন, সুতরাং নিয়মানুযায়ী অবশ্যই প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা করে নববর্ষকে বরণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার অনুলিপি কোথাও রক্ষিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-শিক্ষকদের তাগিদে 'ফাল্গুনী' রচনা করেছিলেন। সবুজ পত্র-তে কপি দেওয়ার পর থেকেই তিনি নাটকটির রিহার্সালের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সময়েও তিনি সেই কাজে ব্যাপৃত। ৪ বৈশাখ [শনি 17 Apr] অজিতকুমারকে লেখেন: 'ফাল্গুনীর মায়া কাটিয়ে পালিয়েছ— তুমি এখন তুলট কাগজের মোহে আবদ্ধ— তোমার আশা ত্যাগ করা গেছে। আমাদের এখানে সর্দ্দারের অভাব নেই— যদি অভিনয়ের সময় উঁকি মেরে যেতে পার তাহলে দেখবে কারো জন্যে কোনো শূন্য স্থান থাকেনা।'[১] সর্দারের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি অজিতকুমারের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু মহর্ষির জীবনচরিত রচনায় ব্যস্ত অজিতকুমার শান্তিনিকেতনে এসেও এই অভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেননি— পত্রটির মধ্যে সেই ক্ষোভ ও অভিমান অনুভব করা যায়।

অভিনয়টি হয় বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হওয়ার পূর্বে ১২ বৈশাখ [রবি 25 Apr] তারিখে। রবীন্দ্রজীবনী- কার লিখেছেন: "ঈস্টারের ছুটিতে 'ফাল্গুনী' অভিনয় হইল (৪ এপ্রিল ১৯১৫। ২১ চৈত্র ১৩২১ রবিবার)।"[২] তথ্যটি ঠিক নয়। এই অভিনয়ের অন্যতম দর্শক ছিলেন কালিদাস নাগ। তিনি ডায়ারিতে লিখেছেন, 24 Apr '১১।। টার গাড়ীতে— চারু, অমল [হোম], সত্যেন [দত্ত] প্রভৃতি এবং হাবলা ও ছেলেরা, তাছাড়া তাতা [সুকুমার রায়], টুলু, ঊষা, ঝুনু, শান্তা, সীতা প্রভৃতি সব এক সঙ্গে যাওয়া গেল, খুব মজা করতে২।'[৩] এইদিন রাত্রে ভীমরাও শাস্ত্রীর পরিচালনায় নাট্যঘরে একটি হাস্যরসাত্মক সংস্কৃত নাটিকা ও পরে খোলা মাঠে একটি আইরিশ নাটিকার অভিনয় হয়।

১২ বৈশাখ সকালে 'সকলে মিলে ছোট ছেলেদের ইংরাজী অভিনয় দেখতে যাওয়া গেল— বেশ লাগল — এটি ছেলেদের জন্যে কবি লিখেছেন।'[৪] সম্ভবত 'King and Rebel' নাটিকাটির কথা এখানে বলা হয়েছে — এর আর-একটি অভিনয়ের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি [দ্র রবিজীবনী ৬। ৪৮৯]। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'বিকালে কবি একজন মারাঠী বীণকার সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে দ্বিজেনমামা, গিরিডী থেকে

ফিরেছেন— সারা বিকেল বীণা শোনা— দেশ, মুলতান, খাম্বাজ, পিলু, পূরবী রাগিণীর আলাপ, আজ শোনা গেল— কান যেন জুড়িয়ে যায়'।[৪]

সন্ধ্যায় নাট্যঘরে 'ফাল্গুনী' অভিনীত হয়। অভিনয় শুরু হবার আগে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে এসে শ্রোতাদের উদ্দেশে যা বলেন, তাঁর পরিবর্তিত নাট্যভাবনার পরিচয় হিসেবে তা খুবই মূল্যবান। পৌষ ১৩০৯-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি মঞ্চসজ্জার বাহুল্য বর্জন করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এর পরে শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে অনেকটা বাস্তব কারণেই মঞ্চসজ্জা সরলীকৃত হয়ে আসে। 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে সেই সরলতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই ইঙ্গিতময় করে তোলা হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন:

আমার এই নাটিকাটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে যাচ্ছি— আমার এখনকার মনের ভাবটি ঠিক বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে আমি যেন কন্যাদায়গ্রস্ত। নিজের লেখার উপর কবির অপত্যস্নেহ স্বাভাবিক, সেই জন্যেই কন্যা সম্প্রদানের দিনে আমি কতকটা বিচলিত হয়েছি— আমার কন্যাটি আপনাদের কাছে কিরকম ভাবে গৃহীত হবে। সম্প্রদানের মন্ত্রে, আমরা সকলে জানি, কতকগুলি গুণ কন্যাতে বর্ত্তমান আছে বলে পিতাকে স্বীকার করতে হয়— অলঙ্কারভূষিতা, অর্থযুক্তা (আচারিণী) ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথমটি আমি পূরণ করবার স্পর্দ্ধা রাখিনি। আমি আমার কন্যাকে সম্পূর্ণ নিরাভরণা করে আপনাদের সামনে এনেছি এবং যেহেতু অলঙ্কার মাঙ্গলিক হিসাবে প্রয়োজন, তখন বরপক্ষ থেকে আপনারাই তা দেবেন। দ্বিতীয় প্রয়োজনটি পূরণ করিনি বল্লে সত্য হবে না। অর্থ আমি কন্যার সঙ্গে যৌতুক দিয়েছি, সেটি আপনাদের আশানুযায়ী কিনা বুঝতে পারিনা— বোঝবার দরকার বোধও করি না। আমি আমার জীবনের সঞ্চয় থেকে আমার কন্যাটিকে কিছু দিয়েছি— তাতে আপনারা তৃপ্ত হবেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমার সাধ্যমত অর্থ আমি দিয়েছি— বেশী দাবী করা বৃথা। জীবনে মধ্যে২ অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং তার জবাব নিজেকে নিজে দিতে হয়েছে। সেই সব সমস্যা, তার পূরণের জন্য সংগ্রাম এবং শেষ মীমাংসা আমার লেখায় রেখে গেছি। সকল বিষয়ে সকলের সঙ্গে মিলবে সেটি সম্ভবও না সঙ্গতও না, তাই আমি কাহারো অতৃপ্তিতে অস্থির হইনা। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা নিজের মত মীমাংসা করে যাবে, এইটেই জীবনের ধর্ম।

...সম্প্রদানের আয়োজন নিয়ে কিছু বলবার আছে। নাটকের অনেক সরঞ্জামের দাবি আমি পূরণ করতে পারিনি—কতকটা ইচ্ছা করেও করিনি। দৃশ্যপট, concert, যবনিকা প্রভৃতি সব বাদ দিয়েছি। এই যে গাছের ডাল কেটে কৃত্রিম বন তৈরী হয়েছে— এটাও আমার ইচ্ছা ছিলনা, এই সব সরঞ্জাম দর্শকদের অনেক সাহায্য করে সন্দেহ নেই— কিন্তু এই সাহায্যে সম্প্রতি এমনি বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে যে দর্শকদের কল্পনা নাকি প্রায় লোপ হবার দাখিল হয়েছে। নাট্যকারের লেখার যদি প্রাণ থাকে তাহলে দর্শকবৃন্দের কোন বাধাই থাকা উচিত নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি কল্পনা করে নিতে— আশা করি এক্ষেত্রে আপনারা তাই করবেন— এটি আমার বিনীত নিবেদন।[৫]

সবার অভিনয় কালিদাস নাগের ভালো লাগেনি— 'অভিনয় করছি, এই জ্ঞানটা অভিনেতাদের পুরোমাত্রায় থাকলে যে সব দোষ দেখা দেয়, সেগুলি সব বেরিয়ে পড়ল। Over actingএতে ভারি খারাপ হল। তৃতীয় অঙ্ক—সন্দেহ—আর এক দোষে ভাল হল না। যাঁরা নেমেছেন তাঁদের জীবনে সন্দেহ এ পর্য্যন্ত সত্য হয় নি, অথচ সেই ভাবটিকে মূর্ত্তি দেবার ভার তাঁরা নিয়েছেন।' অবশ্য 'দিনুবাবু এবং ছোট ছেলেদের গান' ও গলা মাঝে মাঝে কর্কশ বা বেসুরো হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের গান ও অভিনয় তাঁর ভালো লেগেছিল। রবীন্দ্রজীবনী-কার অভিনেতাদের তালিকা দিয়েছেন: "জগদানন্দ রায় 'দাদা', ক্ষিতিমোহন সেন 'চন্দ্রহাস', শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়... 'সর্দার', শরৎকুমার রায় 'মাঝি', কালিদাস বসু 'কোটাল', সন্তোষ মিত্র 'অনাথ কলু' এবং দিনেন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি 'ঘরছাড়া' নবযৌবনে'র দলে নামেন।"[৬] সীতা দেবী লিখেছেন:

'ফাল্গুনী' অভিনয় জমিয়াছিল খুব। রঙ্গমঞ্চ তো ফুলে পাতায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল, দুই ধারে ছিল দুইটি দোলনা। 'ওগো দখিন-হাওয়া, ও পথিক হাওয়া' গানটি যখন হইল তখন দুইটি ছোট ছেলে এই দুইটি দোলনায় বসিয়া মহানন্দে দোল খাইতে খাইতে গান আরম্ভ করিল। সঙ্গী তাহাদের অনেকগুলিই ছিল, তাহারা স্টেজে দাঁড়াইয়া গান করিতেছিল। ঐ ছেলে দুইটির ভিতর একটি সন্তোষবাবুর ভাগিনেয়, ডাকনাম 'বুনী' [প্রসুনকুমার সেন], আর-একটি ছেলের নাম সমরেশ [সিংহ]। পাখির কাকলিতে যেমন বনস্থল প্রতিধ্বনিত হয়, বালকদের গানেও তেমনি নাট্যঘরখানি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।[৭]

অতিথিরা পরের দিন ১৩ বৈশাখও [সোম 26 Apr] শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কালিদাস নাগ দিনটির বিবরণ দিয়েছেন: 'সকালে সুরুল যাত্রা— কবির নিমন্ত্রণ, সারাদিন সেখানে কাটল, সুন্দর বাড়ী— সেখানে সেই বীণকারটির সঙ্গে বেশ আলাপ হল। বিকালে আশ্রমে ফিরে আসা। দিনুবাবুর সঙ্গে গল্প। জানলুম এই ছুটিতে তিনি কবির সব গানের স্বরলিপি বার করবেন— তিন অধ্যায়ে বসন্ত, শরৎ ও বর্ষা— ভারি আনন্দ হল।/ রাতে দ্বিজেনঠাকুরের বাঙ্গলায় নিমন্ত্রণ— সেখানে দিনুবাবু মেয়েদের গান শেখাচ্ছিলেন।'[৮] ভোররাত্রের ট্রেনে তিনি, সুকুমার রায় ও তাঁর স্ত্রী, সাহানা গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৫ বৈশাখ [বুধ 28 Apr] বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার পরেও কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে থেকে যান। ১০ বৈশাখ [শুক্র 23 Apr] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'কোনো ভদ্রলেখকের পক্ষে বারো মাসে বারোটা করে গল্প লেখা কি সম্ভব, না উচিত? ...এ রকম নিয়ত রচনা করে যাওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ— ফুল ফোটার এবং ফল ধরার ঋতু আছে— প্রকৃতির সবুজপত্রে বারোমেসে লিপিকর ক'টা আছে? যাই হোক্, মণিলালের সঙ্গে তাক্রার করে পেরে উঠবনা। একটা গল্প লিখ্তে লাগব।'[৯] নির্জন শান্তিনিকেতনে তিনি এই 'গল্প' রচনায় নিমগ্ন হলেন। এই গল্পটিই হল 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস— যার প্রথম কিস্তি বৈশাখ ১৩২২-সংখ্যা সবুজ পত্র-তে [পৃ ১-২১] মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভ্যাসানুযায়ী প্রতি মাসে উপন্যাসটির কিস্তি লিখে পাঠাতেন— কোনো খসড়া বা আলাদা করে প্রেসকপি প্রস্তুত করেননি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো উপন্যাসের এগারোটি কিস্তি একত্রিত করে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়; মণিলালের পুত্র মোহনলালের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তার উপরে স্বাক্ষর করে দেন: 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ৩ নভেম্বর ১৯২৭/ ঘরে বাইরে'। রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত পাণ্ডুলিপিটির সংগ্রহণ-সংখ্যা Ms.359; 28 x 25.5 cm মাপের রুল-টানা কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা পাণ্ডুলিপির ২১২ পৃষ্ঠার মধ্যে ২০৮ পৃষ্ঠা লিখিত। রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি কিস্তি পাঠাবার সময়ে পৃষ্ঠাগুলি ১-আদিক্রমে সংখ্যা চিহ্নিত করেছেন— পরে প্রতিটি পৃষ্ঠা ক্রমানুসারে সংখ্যা-চিহ্নিত হয়।

ঘরে-বাইরে চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু তিনি এটি আরম্ভ করেছিলেন সাধুভাষায়: 'জীবনের একএকটা পর্ব্বে ভাগ্যক্রমে একএকবার বাঁশি শোনা যায়। প্রথম বাঁশি শুনিয়াছিলাম আমার মায়ের মধ্যে। সেই ভোরবেলাকার শিশিরে ধোওয়া সুরটি অনেক দিন পরে আজ মনে পড়িল' —কিন্তু এই তৃতীয় বাক্যটি শেষ করার আগেই 'পড়িল' কেটে লেখেন 'পড়চে' ও দ্বিতীয় বাক্যে পূর্ব-লিখিত 'শুনিয়াছিলাম' কেটে 'শুনেছিলুম' করেন, তার পরের অংশ চলিত ভাষাতেই লেখা। কিন্তু একে ভাষারীতির পরিবর্তন মনে করলে ভুল হবে। ডায়ারি-জাতীয় লেখা বলেই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চিন্তায় চলিত রীতি গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যেব ভাষা হিসেবে চলিত রীতি গ্রহণে তিনি যে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত, তার প্রমাণ 'সোনার কাঠি' [সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ] প্রবন্ধটি চলিত ভাষায় লেখার পর 'ছবির অঙ্গ' [ঐ, আষাঢ়], 'কৃপণতা' [ঐ, ভাদ্র-আশ্বিন], 'শরৎ' [ঐ] প্রভৃতি প্রবন্ধ তিনি সাধুভাষাতেই লিখেছেন। 'সোনার কাঠি'ও ভাষণ-জাতীয় প্রবন্ধ বলে মনে করার কারণ আছে।

হিতসাধনমণ্ডলীর কাজকর্ম হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশী যুগের অভিজ্ঞতা জাগিয়ে তুলেছিল। কিছুদিন আগেই ১৪ চৈত্র ১৩২১ [28 Mar] বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর তৃতীয় সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'একদিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে

লাগাতে পারলুম না।' ভাষণটি 'পল্লীর উন্নতি' নামে বৈশাখ-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। বলা চলে, সেই ব্যর্থতার কারণই কাহিনীর রূপ ধরে 'ঘরে-বাইরে'তে অনুপ্রবিষ্ট হল।

সম্ভবত ঘরে-বাইরে-র কপির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আর-একটি রচনা প্রেরণ করেন। জনৈক কলেজ-ছাত্রের 1890-91 সময়কালে লিখিত ডায়ারির কয়েকটি পৃষ্ঠা তাঁর হাতে আসে। এরই মধ্যে চারদিনের ডায়ারি [13 Aug 1890, 15 May 1891, 18 May 1891, 21 May 1891] সম্পাদকের দপ্তরে পাঠিয়ে তিনি ভূমিকা-স্বরূপ কয়েকটি কথা লিখে দেন। উল্লিখিত 'পল্লীর উন্নতি ভাষণের' মধ্যেই তিনি বাঙালি যুবকদের কর্মপন্থা নির্ণয়ের অসুবিধা সম্পর্কে আললাচনা করেছিলেন; এখানেও সেই প্রসঙ্গটি তুলে লিখলেন:

> নবযৌবনের প্রথম আবেগে কিছু একটা করিবার জন্য যখন আমাদের মধ্যে বেদনা জাগে;[য] অথচ যখন কিছু একটা করিবার অভিজ্ঞতাও নাই উপকরণও নাই, কেবলমাত্র করিবার উদ্যম আছে,— সেই সময়ে নূতন সাঁতার শেখার হাত পা ছোঁড়ার মত আমাদের কথা এবং কাজে আতিশয্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই সময়ে আমরা পরের নকল করিতে যাই, আপনাকে অন্য কেহ বলিয়া কল্পনা করি, এবং এতদিনের মুখস্ত করা পুঁথির তালে পা ফেলিতে গিয়া পদে পদে বেতালা হইয়া উঠি।
>
> অন্য দেশের যুবকদের সামনে হাজার রাস্তা খোলা আছে। জীবনের ক্ষেত্র কোথায় তাহা তাহাদিগকে খুঁজিতে হয় না। আর এক মস্ত সুবিধা এই যে, যাহারা ভাবিয়াছে, বুঝিয়াছে, পাইয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা চারিদিকেই। তাই ভাব, কথা ও কাজের ওজন বুঝিতে দেরি হয় না। অযথা বাড়াবাড়ি করিতে গেলে চারিদিকেই ঠেকিতে হয়। আমাদের দেশে, যৌবনের উদ্যম বিধাতা দিয়াছেন, কিন্তু কাজের পন্থা মানুষে তৈরি করে নাই। কি সমাজতন্ত্রে, কি রাজতন্ত্রে, আমাদের চেষ্টার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহাতে বুদ্ধি এবং শক্তি খাটাইবার জায়গা পাই না। সমাজে হাজার বছরের পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া কিছুই করিবার নাই, সমাজের বাহিরে কেবল গোটাকতক চাকরির পথ আমাদের অভ্যস্ত পথ। তাই আমাদের দেশ প্রৌঢ়দেরই পক্ষে সুখের; —বাঁধা অভ্যাসের আরামের মধ্যে গট্ হইয়া বসিয়া সমস্ত নবীনতার চাঞ্চল্যকে ধিক্কার দিবার পক্ষে এ দেশের হাওয়া অনুকুল। জগতের নিয়মে যৌবনটা এ দেশেও আসে, কিন্তু কোথায় যে তার স্থান তাহা খুঁজিয়া পায় না। বুঝিতে পারে সে ভুল করিয়াছে। তাই যত শীঘ্র পারে বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় থাকে।
>
> এই ডায়ারি পড়িলে বুঝিতে পারিব যুবকের যে শক্তি স্বভাবতঃই বাহিরের দিকে সার্থকতা খোঁজে, তাহা প্রতিহত হইয়া নিজের মধ্যে কেবলই পাক খাইয়া বেড়াইতেছে। নিজেকে নানা দিকে নানা চেষ্টায় যাচাই করিয়া নিজের দর বুঝিবার উপায় নাই বলিয়া যৌবনের উদ্যম আত্মপরিচয়ের অস্পষ্টতার মধ্যে বিকার পাইতে থাকে। আমাদের দেশের যৌবনের মনস্তত্ত্বের সেই আভাস অকৃত্রিম আকারে পাওয়া যাইবে বলিয়া সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করিলাম।[১১]

পথভ্রষ্ট এই যৌবনের মনস্তত্ত্ব অন্য আর-এক রূপে ঘরে-বাইরে উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে।

বৈশাখ ১৩২২-এ নিম্নোক্ত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়:

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২ [১৫/১/১]:

১৫-২০ 'পল্লীর উন্নতি' দ্র পল্লীপ্রকৃতি ২৭। ৫১৫-২৩

৭৯ 'যাত্রাগান' ['আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি'] দ্র বলাকা ১২। ৪১ [20]

৯৮ 'অগ্রণী' ['ওরে তোদের ত্বর সহে না আর'] দ্র ঐ ১২। ৪২ [২১]

৯৯-১০০ 'স্বরলিপি' ['ওগো দখিন হাওয়া'] দ্র স্বর ৭

'প্রবাসীর জন্য লিখিত' এই স্বরলিপিটি দিনেন্দ্রনাথ-কৃত।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২২ [২/১০]:

১৩৮-৪০ বেদগান/ যদি ঝড়ের মেঘের মত ধাই

১৪৯-৫০ 'বাল্মীকি প্রতিভার গান/ এ কেমন হল মন আমার দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটি 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিব' বেদমন্ত্রটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ— দুটি গানেরই স্বরলিপি প্রতিভা দেবীর করা।

সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২২ [২/১]:

১-২১ 'ঘরে-বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮। ১৪১-৫৩

২২ 'আমার গান' ['মোর গান এরা সব শৈবালের দল'] দ্র বলাকা ১২। ৩৪-৩৫ [১৫]

২৩-২৪ 'তুমি-আমি' ['যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা'] দ্র ঐ ১২। ৫০-৫১ [২৯]

২৫-২৬ 'ডায়ারি' [রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা]

2 May [রবি ১৯ বৈশাখ] কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'কবি আজ এলেন'[১২]— রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসার তারিখ কেবল এই উল্লেখ থেকেই জানা যায়। 3 May তিনি লেখেন: 'রথীবাবুর কাছে জানলুম কবি ২/৩ দিন মাত্র আছেন।'[১৩] ২১ বৈশাখ সকালে তিনি জোড়াসাঁকোয় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে 'ফাল্গুনী' সম্পর্কে নানা লোকের বিরূপ সমালোচনার কথা তুললে তিনি বলেন:

> এতে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছে, বিরক্ত হচ্ছো, আমিও এক সময় হয়েছি, কিন্তু এখন আর হইনা— এক সময় বিশ্বাস করতুম লেখালেখি করতে২ ক্রমশঃ সাধারণের কলাবোধ মার্জিত হয়ে উঠবে— সহানুভূতি গভীর হবে— কিন্তু এখন সেই আশা ছেড়ে দিয়েছি— এখন বুঝেছি বিদ্রোহ ও সহানুভূতি পাশাপাশি আমাকে ঘিরে থাকবে এইটাই সত্য— আপনার যা কিছু দেব, সেটি কেউবা আদর করে নেবে, কেউবা উপেক্ষা করবে— তাই বরাবর পেয়ে এসেছি— লেখকের একটা মস্ত সান্ত্বনা এই যে, তাকে লেখবার সময় কে কিরকম ভাবে গ্রহণ করবে এটা ভেবে মাথা ঘামাতে হয় না— গাইতে ইচ্ছা হলে গেয়ে যে তৃপ্তি, কান্না পেলে কেঁদে যে শান্তি, ঠিক তেমনি একটা কিছু লেখক তার লেখার ভিতর দিয়ে নিজের উদ্বেলিত হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করে পায়— তার মাইনে সে ঐখানে পেয়ে যায়— তারপর কি উপরি পাওনা পরে জোটে না জোটে তা কপালের উপর নির্ভর করে।[১৩]

এরপর তিনি সর্দার ও চন্দ্রহাস চরিত্র-দুটি ব্যাখ্যা করেন [দ্র বিশ্বপথিক। ২০৪-০৬]।

উল্লিখিত অভিমানের কথা রবীন্দ্রনাথ ২৪ বৈশাখ [শুক্র 7 May] কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকেও লিখেছেন: 'অনেকদিন পরে আপনার খবর পাইয়া খুসি হইলাম। কিছুদিন সহরে থাকিব— অবকাশ পাইলে আসিবেন।/ আমার লেখায় বস্তু নাই দেশে এই রব উঠিয়াছে। ভালই হইল। বস্তুর লোভ যাঁহাদের বেশি তাঁহারা আমার দরজায় ভিড় করিবেন না।'[১৪]

২৫ বৈশাখ [শনি 8 May] রবীন্দ্রনাথ ৫৪ বৎসর পূর্ণ করে ৫৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। কালিদাস নাগ তাঁর জন্মোৎসবের বিবরণ ডায়ারিতে লিখে রেখেছিলেন:

> দুপুরে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত— সকলে মিলে কবির জন্মোৎসব করা যাবে— সত্যেন দত্ত, দ্বিজেন বাগচী প্রভৃতি কবিতা পড়লেন— দিনুর গান, সুকুমারের হাসির পালা— খাওয়া ইত্যাদি হতে বিকাল পর্য্যন্ত কাটল— তারপর সন্ধ্যায় উপরে মেয়ে-পুরুষ সব একত্র হয়ে কবিকে সম্বর্দ্ধনা — কবি এই উপলক্ষে কলা-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য একটি কেন্দ্র তাঁর বাড়ীতেই স্থাপন করলেন ও আনন্দের উৎস রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের দেশের কি দুর্গতি হয়েছে বললেন— তারপর অবনী ঠাকুর হাসির অভিনয় করে পালা শেষ করলেন...।[১৫]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ফুল-ফোটানো আবহাওয়া এই/ করলে কে গো সৃষ্টি' ['পরমান্ন': 'বিদায়-আরতি] কবিতাটি পাঠ করে অলংকৃত বইয়ের আকারে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী-পঠিত কবিতাটি 'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে' নামে আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী [পৃ ২৬৭]-তে মুদ্রিত হয়। ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৪৪৬] লিখিত হয়, অবনীন্দ্রনাথ 'কলির ভগীরথ' অর্থাৎ 'নূতন অবতার' [দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৩৪৬-৫১] প্রহসনটি অভিনয় করেন।

উল্লিখিত 'কলা-বিজ্ঞানের চর্চ্চার...কেন্দ্র' প্রসঙ্গে হস্তলিখিত 'শান্তি' পত্রিকার আশ্বিন-সংখ্যায় লেখা হয়: 'গুরুদেব কলিকাতায় কলা ও শিল্পের উন্নতির জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি নিজের বাটি দান করিয়াছেন ইহার নাম হইয়াছে কলাভবন।' এইটিই পরবর্তীকালে 'বিচিত্রা' নামে পরিচিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ 27 Apr [১৪ বৈশাখ] এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন রোটেনস্টাইনকে: 'Work is going very slow here, so I am thinking of starting a sort of art club in my uncle's House making Rathi take charge of it. We are going to begin in a very small way at first— just a place for meeting the artists and exhibiting their work, gradually we will try to develop our club into a regular Home for artists.'[১৬] মেরী লাগো ভুল করে লিখেছেন: 'The "sort of art club" became the Indian Society for Oriental Arts'— কিন্তু এখানে 'বিচিত্রা'র কথাই বলা হয়েছে, Indian Society for Oriental Arts স্থাপিত হয় 1907-এ।

রবীন্দ্রনাথ 19 Jun [শনি ৪ আষাঢ়] পিয়র্সনকে লেখেন: I am trying to start a model school in our Jorasanko house where rational methods will be followed and board of examiners defied. If it is successful it will be an object lesson to our Bolpur school. We shall keep you in the advisory board— for you will be able to help it when in course of time it shows any sign of ossification.[১৭] পিয়র্সন তখন, রামগড়ে বাস করছিলেন, 28 Jun [১৩ আষাঢ়] জোড়াসাঁকোয় ফিরে তিনি নগেন্দ্রনাথকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তৃত খবর দেন:

The Model School will open on July 1st and there will be 22 boys mostly relatives. The fee will be Rs.35/- without food and Ajit will be the first head master!

There are music and drawing classes and there will also be eventually some industrial classes in such subjects as carpentry, pottery etc. They want to get an English lady or gentleman to teach English.

Sarat Babu has also been offered a post either as a Mathematical Teacher in the Model School or as an accountant here. ...Jotin Babu also will teach.[১৮]

রবীন্দ্রনাথ 7 Jul [বুধ ২২ আষাঢ়] উক্ত ইংরেজ শিক্ষক সম্পর্কে অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'We are in want of a teacher whose mother tongue is English and who is not too expensive for us. We tried Y.W.C.A. and other likely places but without success. Do you know anybody you can recommend? The condition is that she or he does not know our vernaculars and is amiable to our Indian children.'[১৮] 9 Jul নগেন্দ্রনাথকে লেখা পিয়র্সনের চিঠি থেকে জানা যায়, বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে: 'The School at Jorasanko is going strong and Gurudev is himself teaching from 11 to 5 every day so I hear!'[১৮] 12 Jul [সোম ২৭ আষাঢ়] কালিদাস নাগ লিখেছেন:

সকালে রথীবাবু telephone করলেন— আজ সন্ধ্যা ৭টায় বৈঠক বসবে। নিমন্ত্রণ— কলেজের পর গেলুম— কবি শিল্প সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়লেন— তারপর বৈঠকের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত হল— গান হল— প্রতি শনিবার নিমন্ত্রণ— ...বিচিত্রার প্রথম বৈঠক।[১৯]

'বিচিত্রা' নামটির প্রথম উল্লেখ এখানেই পাওয়া গেল। অবশ্য 'প্রতি শনিবার' বৈঠক বসেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি 'ছবির অঙ্গ' নামে আষাঢ়-সংখ্যা সবুজ পত্র-তে মুদ্রিত হয়, এটির সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

জন্মোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় কাটান দেশভ্রমণের ব্যবস্থাদি করার জন্য। 9 May [রবি ২৬ বৈশাখ] সকালে কালিদাস নাগ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন; এবারেও 'ফাল্গুনী'র বিষয়ে আলোচনা হয় [দ্র বিশ্বপথিক। ২০৯-১০]। 'তারপর তাঁর জাপান যাওয়ার কথা উঠল— চারিদিক থেকে বাধা আসছে অথচ তিনি একেবারে কৃতনিশ্চয়'। এই যাত্রা প্রসঙ্গে 12 May [বুধ ২৯ বৈশাখ] তিনি পিয়র্সনকে লেখেন: 'I am leaving for Ceylon tomorrow night, possibly for a further voyage. So I must take my leave from you and tell you that your beautiful life has helped me in my journey towards শান্তং শিবং and আনন্দরূপং and that I have very deep love for you'[২০] পরদিন। অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'Before I take my leave I must tell you how your love has made my life richer and I count it as one of the gains of my life that will abide. Have faith in my love when I am away and silent.'[২১] পূর্বোল্লিখিত চিঠির 'tomorrow night' কথাটি কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, কেননা পরের দিন ৩০ বৈশাখ ডাঃ নীলরতন সরকারের ভাগিনেয়ী সুরীতি দেবীকেও লিখেছেন: 'আমি কাল রাত্রের গাড়িতে কলম্বোর দিকে যাচ্ছি। সেখান থেকে খুব সম্ভব হয় পূর্বে নয় পশ্চিমে চলে যাব।'[২২]

কিন্তু তাঁকে যাত্রাপথ বদল করতে হল। শান্তিনিকেতন থেকে খবর এল, অ্যান্ডরুজ সেখানে এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন। খবর পেয়েই ৩১ বৈশাখ [শুক্র 14 May] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন রওনা হন— এইদিন 'বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন ব্যয় ১খান weekend ticket প্রথম শ্রেণীর' হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। ১ জ্যৈষ্ঠ 'ডাক্তার বাবু কানাইলাল গুপ্ত বোলপুরে এন্ড্রু সাহেবের পীড়া হওয়ায় তাহার বোলপুর গমনের পাথেয়' ও 'ডা° দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ২য় শ্রেণীর weekend' হিসাব থেকে জানা যায়, তাঁদেরও চিকিৎসার্থে আহ্বান করা হয়েছিল। 16 May [রবি ২ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনকে লেখেন: 'The day I was about to leave Calcutta for a course of wandering life I got the news that Andrews had been attacked with Cholera. So I have come to Bolpur and I am glad that the worst is over and he is fairly convalescent. Dr. Maitra is with me and he assures me that there is no more cause for anxiety for Andrews.'[২৩] ১০ জ্যৈষ্ঠ [সোম 24 May] তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'এন্ড্রুজ বেঁচে উঠেচে। কাল কলকাতায় গিয়ে একটা nursing Homeএ কিছুকাল আশ্রয় নিয়ে বললাভের চেষ্টা করবে।'[২৪] সম্ভবত এইদিনই [পত্রে আছে '১৮ই'] ডাঃ মৈত্রকে লেখেন: 'তাহলে Wood Streetই ঠিক থাক। সোম কিম্বা বুধ এই তিনদিনের কোন একদিনে এন্ড্রুজের রথযাত্রা হবে। সেই রকম কথা বলে রাখবেন।'[২৫] তিনি অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'আমি হয় ত মঙ্গলবার রাত্রে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছব।' এই পত্র অনুযায়ী তিনি হয়তো ১১ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 25 May] রাত্রেই অ্যান্ডরুজকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছন। 'May 1915' লেখা একটি পত্রে তিনি পিয়র্সনকে জানান: 'Andrews has recovered from his illness. He was face to face

with death and I am sure this will help him in his spiritual Sadhana. He is living in a Nursing Home in the Wood Street gaining strength.'[২৬]

কয়েকদিন উড স্ট্রীটের নার্সিংহোমে থেকে অ্যান্ডরুজ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য জুন মাসের গোড়ায় সিমলা যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁকে দেখতে উড স্ট্রীটে যেতেন। অ্যান্ডরুজ তারই স্মৃতিচারণ করে 15 Jun [মঙ্গল ৩২ জ্যৈষ্ঠ] সিমলা থেকে লেখেন: 'Do you remember those radiantly sunny visits you used to pay me in that bare room in Wood St.? They used to light up the very bare walls themselves for me for the rest of the day.'[২৭]

অ্যান্ডরুজের অসুস্থতার জন্য দক্ষিণভারতামুখী যাত্রা বাতিল হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সিমলা রওনা হওয়া পর্যন্ত কলকাতাতেই কাটান। এর মধ্যে কালিদাস নাগ দুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। 30 May [রবি ১৬ জ্যৈষ্ঠ] তিনি ডায়ারিতে লেখেন:

সকালে রথীবাবুকে phone করছি হঠাৎ কবি receive করেছেন, 'আমি রথীবাবুর বাবা—আমার নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', আমি ত চম্‌কে গেছি—তাঁর খবর নিয়ে সকালে দেখা করতে গেলুম—বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সাহিত্য, শিল্প ও ব্রজেনবাবুর মেয়ের [সরযূবালা দাসগুপ্তা] লেখা নিয়ে অনেক কথা হল—একদিন কবি আলিপুরে আসবেন বল্‌লেন।[২৮]

2 Jun [বৃহ ১৯ জ্যৈষ্ঠ] তিনি লিখেছেন: 'সকালে phone করে কবির মুখে জানলুম, তিনি এখনও আছেন, ...পথে ঘণ্টা-দুই কবির কাছে টহল দিয়ে যাওয়া গেল—অনেক কথা হল, বিশেষ করে ইতিহাসে economic factor কতটা বলবান ও বিবেচ্য সে সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানলুম।'[২৯]

পরদিন 3 Jun [শুক্র ২০ জ্যৈষ্ঠ] সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে প্রদত্ত 'Birthday Honours'-এর তালিকা 'RABINDRANATH TAGORE, Esq.,/ Of Bolpur, Bengal'-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করে তাঁকে নাইটহুডে ভূষিত করার সংবাদ ঘোষিত হয়। 'May 1915' তারিখ দিয়ে Viceregal Lodge/ Simla থেকে স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জ সংবাদটি তাঁকে আগেই জানিয়েছিলেন:

Dear Sir Rabindranath Tagore

I have much pleasure in informing you that, upon my recommendation, the King Emperor has been pleased to confer a Knighthood upon you as a mark of His Majesty's appreciation of your literary talents.

Yrs. Sincerely

Hardinge of Penhurst[৩০]

কিন্তু এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে যে সার্টিফিকেটটি প্রেরিত হয়, তাতে সাহিত্যিক প্রতিভার কোনো উল্লেখ নেই। সেটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

George the Fifth by the Grace of God

of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the seas

King Defender of the faith do all to whom these presents shall come Greeting
Know Ye that We of Our especial grace certain Knowledge and mere motion Have given and granted and by these Presents Do give and grant unto Our trusty and well beloved Rabindranath Tagore, Esquire of Bolpur, Bengal, the degree title honour and dignity of a Knight Bachelor together with all rights precedences privileges and advantages to the same degree title honour and dignity belonging or appertaining In Witness where of We have caused these our letters to be made patent Witness Ourself at Westminster the eighteenth day of June in the sixth year of Our reign

By Warrant Under the Kings Sign Manual

Muir Mackenzie

[মধ্যযুগীয় ইংরেজিতে হাতে-লেখা এই প্রশস্তি ঠিক পড়া গেছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।]

এই খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ ও বিদেশ থেকে অজস্র অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রাম ও চিঠি আসা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথও উত্তর দিতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েন। কয়েকদিন পরে 19 Jun [শনি ৪ আষাঢ়] পিয়র্সনকে লেখেন: 'Letters letters everywhere never a moment to think. I am thanking, right and left, day and night, till my heart becomes black with ingratitude.'[৩১] অবশ্য কারও-কারও অভিনন্দনে একটু বাদী সুর লেগেছিল। 4 Jun নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লেখেন: 'অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। কলিকাতায় ফিরিয়া অন্য কথা লিখিব।'[৩২] একই দিনে ভাগিনেয়ী স্বয়ংপ্রভার স্বামী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করেন: 'From harassment by the C.I.D, to such a distinction, clearly shows a change in the policy of the government.' 3 Jun ব্যোমকেশ চক্রবর্তী লেখেন: 'Shall I congratulate or condole with you; whichever you please'।[৩২] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 16 Aug 1919 অমল হোমকে একটি পত্রে লেখেন: 'নারায়ণের সময় সি আর দাশ [চিত্তরঞ্জন দাশ] একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ-সাহেব কেঁদেছিলেন।'[৩৩] ড রাসবিহারী ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই নাইটহুডে ভূষিত হন; এ বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় টীকায় লেখে [5 Jun]: 'We must, however, confess that the old familiar names Dr. Rash Behari and Rabi Babu sound sweeter in our ears than Sir Rashbehari and Sir Rabindra Nath.'

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং ভ্রমণে যান। 4 Jun [শুক্র ২১ জ্যৈষ্ঠ] কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'দ্বিজেনমামা রবিবার কবির সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ যাচ্ছেন—এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছেন'।[৩৪] ২৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 6 Jun] ক্যাশবহির হিসাব: 'দার্জিলিং গমন উপলক্ষে ৫ খান ৩৩/° হিঃ (Return) ১৬৬/°' —রবীন্দ্রনাথ এইদিনই যাত্রা করেন, সঙ্গী হন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি। রবীন্দ্রজীবনী-কার

লিখেছেন: 'তাঁহারা উডল্যাণ্ড হোটেলে উঠিলেন। এই সময়ে সেখানে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন। বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একদিন কবিকে সরকারী প্রাসাদে অনুষ্ঠিত তিব্বতী নাচ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, আর-একদিন ভোজে নিমন্ত্রণ করেন লেডি কারমাইকেল। এই-সব আদর-আপ্যায়ন ছাড়া আছে হোটেলে লোকসমাগম।'[৩৫] তিনি তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি—কিন্তু ভ্রমণের সময় নির্দেশ করেছেন Nov 1914, যা ঠিক নয়। নাইটহুডের সঙ্গে এই ভ্রমণের কোনো যোগ আছে কিনা বলার উপায় নেই, সংবাদপত্রে এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ পাইনি। তবে নাইটহুড ঘোষণার পরেই বাংলার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিঙে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বিব্রত হয়েছিলেন। 15 Jun সেখান থেকে অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'I am in Darjeeling— I wish I were anywhere else. I try to convince myself I should not be here if I were not wanted.'[৩৬] কলকাতায় আসার পর 19 Jun পিয়র্সনকে লেখেন: 'I fled into the fastness of the hills to find that Father Himalaya cannot protect him whom fate has chosen as its victim.'[৩৭]

ক্যাশবহিতে ৪ আষাঢ় [শনি 19 Jun]-এর হিসাবে দেখা যায়: 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়দিগের দারজিলিং হইতে বাটী আসিবার সময়ে শিয়ালদহ হইতে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মালপত্র আনিবার গাড়ী ভাড়া'—কিন্তু 20 Jun কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'দুপুরে ঊষা telephone করলেন। পরশু [18 Jun] তাঁদের বাড়ী কবিকে নিয়ে আড্ডা জমেছিল— আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন কিন্তু বাইরে ছিলুম বলে জানতে পারিনি— সেদিনের সব খবর দিলেন এবং তাঁদের যে নতুন শিল্প-সাহিত্য চর্চ্চার মন্দির প্রতিষ্ঠা কবি করে দিচ্ছেন, তার সম্বন্ধে কথা হল'। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তার আগেই কলকাতায় ফিরেছিলেন, হিসাবটি পরে লেখা হয়।

কলকাতায় থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপের বিবরণ যথেষ্ট নয়। ৬ আষাঢ় [সোম 21 Jun] ক্যাশবহির হিসাবে দেখি: 'বঃ কানাইলাল গুপ্ত শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়কে দেখিতে আসার ফি বাবদ ২'। 22 Jun কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'সকালে...কবির সঙ্গে দেখা করলুম— বালিগঞ্জ যাচ্ছিলেন— বেশী কথা হলনা।'[৩৮] 23 Jun তিনি লেখেন: 'কবি আজ বোলপুর গেলেন'— কিন্তু ক্যাশবহিতে 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমনের ব্যয়'-এর হিসাব পাওয়া যায় 24 Jun [বৃহ ৯ আষাঢ়], তাঁর সহযাত্রী হন রমণীরঞ্জন রায়, মুকুল দে ও ভৃত্য উমাচরণ। 24 Jun-ই তিনি অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'I am in Santiniketan just now' —মুদ্রিত পত্রের 30 Jun তারিখটি ঠিক নয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ [২/১১]:

১৫৪-৫৫ প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে দ্র স্বর ৪০

১৬২-৬৩ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ আরে, কি এত ভাবনা দ্র স্বর ৪৯

১৬৩-৬৬ মিশ্র কাওয়ালি/ জনগণমন অধিনায়ক দ্র স্বর ১৬, ৪৭

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেছেন ইন্দিরা দেবী। 'জনগণমন' গানটির স্বরবিতান-এ মুদ্রিত স্বরলিপিটি দিনেন্দ্রনাথের করা হলেও এই প্রথম প্রকাশিত স্বরলিপিটি আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা-র কার্যাধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রলাল গাঙুলির করা। তিনি পাঁচটি স্তবকেরই স্বরলিপি করেন।

সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ [২/২]:

৬৯-৭৯ কবির কৈফিয়ৎ' দ্র সাহিত্যের পথে ২৩। ৩৬৮-৭৪

৮০-১০৩ 'ঘরে বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮ । ১৫৩-৬৭

১৩২-৩৮ 'সোনার কাঠি' দ্র পরিচয় ১৮। ৫২১-২৪

আমাদের মনে হয় 'ফাল্গুনী' প্রকাশের পর বিভিন্ন মহলে যে-সব বিরূপ আলোচনা চলছিল, কবির কৈফিয়ৎ প্রবন্ধটি তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। 4 May [২১ বৈশাখ] ও 9 May [২৬ বৈশাখ] কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ও তাঁর কাছ থেকে 'ফাল্গুনী'র তত্ত্বব্যাখ্যা শুনতে চান। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

"ফাল্গুনী"র সম্বন্ধে নানা কথা উঠছে জানি— তার তত্ত্ব নিয়ে অনেক তর্ক উঠবে তা বুঝেছিলুম। আমি যদি তর্ক শাস্ত্রের সব নিয়ম বজায় রেখে কারণের পর কারণ পুঞ্জীভূত করে তার জবাব দিতে যাই এবং যুক্তির খড়্গে সব সমালোচনার জাল ছিন্ন করি তবুও যাঁরা বুঝছেন না তাঁদের বোঝাতে পারব না, কারণ যুক্তির দৌড় ত মাথা পর্য্যন্ত, সেত হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেনা। তার সাহায্যে দর্শনকে বোঝানো যায়, কাব্যকে নয়। কবি সত্যকে এমন একটি জায়গা থেকে দেখেন, সেখানে তত্ত্ববোধ নয় রসবোধই নিয়ে যেতে পারে।[৩৯]

হয়তো এই আলোচনাই তাঁকে প্রবন্ধটি লিখতে প্রবৃত্ত করেছিল।

'ঘরে-বাইরে'র বর্তমান কিস্তিতে স্বদেশী যুগের রাজনীতির প্রসঙ্গ প্রথম এল বিমলার জীবনে 'বাইরে'র আবির্ভাবের সূত্র ধরে। সম্ভবত এই অংশটি অ্যান্ডরুজের অসুস্থতার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, পরে এই প্রসঙ্গেই তাঁকে লেখেন:

আপনি আমার জন্যে কোনো ভয় রাখবেন না। সত্য না বল্লে নয়— খুব স্পষ্ট করেই বলা চাই। এবার আমার জীবনের সব ক'টা পালের উপরে নিন্দা গ্লানি লাঞ্ছনার ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে এপারের ঘাট থেকে আমার নৌকো বিদায় নিয়ে তুফানের উপর পাড়ি মারবে আমার কাপ্তেনের যদি এই মৎসব হয় তবে আমার কাপ্তেনের জয় হোক্— আমি পিছপা হবনা।[৪০]

'সোনার কাঠি' প্রবন্ধটি সম্ভবত কোনো সভায় পাঠের উদ্দেশ্যে লিখিত। উল্লেখ্য, সবুজ পত্র-তে বর্তমান প্রবন্ধটির পূর্বেই প্রমথ চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত' শীর্ষক একটি রচনা মুদ্রিত হয় [পৃ ১২১-৩১]; সেখানে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য ['দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতের সর্বনাশ সাধন করেছেন']-এর সমালোচনায় তিনি বলেন, য়ুরোপীয় সংগীতের সংযোগ ঘটিয়ে 'আমাদের রাগরাগিণী 'দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বেঁকেচুরে গেলেও ভেঙ্গেচুরে যায়নি।' রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধের শেষে লেখেন: 'দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।' দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের বিরোধের ইতিবৃত্তটিই ইতিহাসে গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ মনোভাবটিও সেখানে স্থান পাবার যোগ্য। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি সংবাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: 'D.L. Roy Memorial Fund. —Dr. Ravindranath Tagore, Sir Gooroodass Banerjee and Rajah Resecase Law have paid Rs.100 Rs.15 and Rs.20 respectively in aid of the above fund.'[৪১] দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরনে ২ জ্যৈষ্ঠ [রবি 16 May] মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামমোহন লাইব্রেরির একটি সভায় প্রমথ চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করেন, রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

গ্রীষ্মাবকাশে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কিছু পরিবর্তন ঘটছিল। মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় পাটচাষীদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কমছিল, অথচ ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য আবাসস্থল, পাকশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণের ব্যাপক আয়োজন অপরিহার্য হওয়ায় বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তখন সংকটের মুখে। ফলে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করতে হয়। যাঁরা বাদ যান, তাঁদের মধ্যে বালকৃষ্ণ দত্তাত্রেয় [কাকাসাহেব কালেলকর] আছেন জেনে রামগড় থেকে পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন 10 May [২৭ বৈশাখ]; নিজের আবেগ ও দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি লেখেন:

If I believed that Dattatreya's leaving us was inevitable I would accept his decision without a murmur. But I do not believe it to be so. I do not know what reasons he has given to you for concluding that his work must be elsewhere, but I can guess, knowing the history of the last two months, what must be the root cause of his decision. No teacher was so devoted to the ideals of the asram as you teach them, no teacher showed such devoted service, and the fact that he quickly won the love of the boys shows that he came not as a বিদেশী as a friend and comrade. ... To allow him to leave us is to acknowledge failure, which we must never do. If the asram has no place for him then we must try and make it a place where he will feel at home. To acquiesce in losing him would be a confession that the asram is provincial and narrow. ...Let the idea, which you have suggested before, be carried out and let the asram be re-formed. ...Dismiss us all, close the asram till November "for necessary repairs and re-building", and then when you re-open it you will find that those boys will return who are really wedded to your ideals and those teachers who feel the overpowering sense of devotion to the ideal will take up the work again with renewed courage.[৪২]

সহকর্মীদের সম্পর্কে পিয়র্সনের সন্দেহের মনোভাবে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। 16 May [২ জ্যৈষ্ঠ] তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, আর্থিক কারণে দত্তাত্রেয়কে বিদায় দেওয়া হয়নি। অধ্যক্ষসভা তাঁর পরিবর্তে শরৎকুমার রায়কে বিদায় দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের পক্ষে দত্তাত্রেয়র নিজমুখে কথিত প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ছিল না। এর পরে তিনি লেখেন: 'You know how deeply I love you and I earnestly hope you will not take it amiss when I say that the growing feeling of distrust towards your colleagues in the ashram is leading you astray from the path of charity and love. ...We are quite at liberty to disapprove some of the actions of our friends but it should be the very last thing to distrust their good faiths.'[৪৩] এই চিঠি পিয়র্সনকে শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল।

অবশ্য শরৎকুমার রায়কেও চলে যেতে হয়। মে মাসের শেষদিকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনকে জানান: 'There are going to be some changes in our school. I have asked Binode

doctor to leave us and also Sharat Babu —Rajendra, the storekeeper, is going —and among the minor changes you will find me leaving the Ashram for an indefinite period.'[৪৪]

এইটিই লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব আশ্রম থেকে দূরে থাকতে চাইছিলেন। সিংহল ও তার পরে আরও দূরে কোথাও যাত্রার সংকল্প নিয়ে কলকাতা ত্যাগের মুখে অ্যান্ডরুজের অসুস্থতার সংবাদে তিনি ভ্রমণ স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেও তার মনের চাঞ্চল্য থেকেই গিয়েছিল। প্রায় একমাস কলকাতায় থেকে ৯ আষাঢ় [বৃহ 24 Jun] শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি দেখলেন, ছাত্রদের অনেকেই তখন ফেরেনি, আশঙ্কা ছিল অনেকেই হয়ত ফিরবে না—ফলত বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট আরও বেড়ে যাবে। এইসব বিবরণ দিয়ে উক্ত দিনে তিনি অ্যান্ডরুজকে লিখেছেন নিজের মানসিক অবস্থার কথা: 'As for myself, I have the call of the open road, though most of the roads are closed. I am in a nomadic mood, but it is becoming painful to me for want of freedom. I am carrying, as it were, my tents on my back, instead of living in them.' এর পরেই তিনি লেখেন: 'Possibly my life is on the eve of another bursting of its pods and scattering of its seeds; there is that continual urgency in my blood, the purpose of which is hidden.'[৪৫]

সরকারী মহল থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল: 'The Government of India have enquired whether you are likely to be in England in the near future to receive the honour of Knighthood by accolade.'[৪৬] কিন্তু জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে য়ুরোপীয় জলপথ বিপদসংকুল হয়ে পড়ায় তখন ইংলন্ডে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। অর্থাভাবে জাপানে যাওয়ার পথও রুদ্ধ। এই আর্থিক অবস্থার চিত্রটি পাওয়া যায় জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা ১২ আষাঢ়ের [রবি 27 Jun] পত্রে:

> আজ নয় মাস বিরাহিমপুর থেকে টাকা আসেনি এবারেও সেখানে আউষ ও জলি সমস্ত বন্যায় ডুবে গেছে খাজনা বন্ধ। ব্যাঙ্কের দেনার শেষ সীমায় এসেছি— বড়দাদাকে আমাদের যে মাসহারা দিতে হয় তাও দিতে পারিনি। কোথাও যাবার ইচ্ছা ছিল পাথেয় জুটল না, তাই বসে আছি। বিদ্যালয়ের খাবার ঘর ও হাঁসপাতাল তৈরি ও মেরামত আরম্ভ হয়েছে— টাকার অভাবে দেরি হয়ে যাচ্চে— ছেলেদের নিয়ে ভারি মুফিলে পড়া গেছে। ৫০০ টাকা ধার করে দিয়েছি আর ধার করতে সাহস হচ্ছে না কারণ নিজেদের সংসার খরচের টাকা কতদিনে এষ্টেট্ থেকে পাব জানিনে।[৪৭]

আর্থিক কারণ ছাড়াও জাপান সম্পর্কে তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হচ্ছিল। জার্মানির বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে 23 Aug 1914 তারিখে এবং এই সুযোগে চীনের সান্টুন প্রদেশে জার্মানীর অধিকৃত অংশ দখল করে নেয়। যুদ্ধের ডামাডোলে পশ্চিমী শক্তিগুলির দৃষ্টি য়ুরোপে সীমাবদ্ধ থাকায় জাপান তার সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় চীনের কাছে একুশ দফা দাবি পেশ করে। রবীন্দ্রনাথ জাপানের এই মতিগতি লক্ষ্য করে বিরক্ত হচ্ছিলেন। সেই কথাই লিখলেন 2 Jul [শুক্র ১৭ আষাঢ়] রোটেনস্টাইনের স্ত্রী অ্যালিসকে: 'I was planning to go Japan but the spirit of the Modern Japan repels me. Politics is selfish and hateful and full of lies in most countries but Japan is all politics without any redeeming features and it should be shunned by all poets.'[৪৮] জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন অ্যান্ডরুজকে 12 Jul [সোম ২৭ আষাঢ়], প্রসঙ্গত ইংলন্ড সম্পর্কে তাঁর মনোভাবটিও লক্ষণীয়:

I gave up Japan but Japan is insistent. Preparations have been made for my visit and I had a deputation of Japanese gentlemen yesterday asking me to stick to my promise. I feel I am bound by my promise. But I am almost sure that Japan has eyes upon India. She is hungry —she is munching Corea [sic], she has fastened her teeth upon China and it will be an evil day for India when Japan will have opportunity. I feel we are spiritually nearer Europe, so with all our outer differences we have a deeper kinship with her which keeps up our hope against all odds of coming to real mental understanding with her which will make our relations more human and less official. But Japan is the youngest disciple of Europe— she has no soul— she is all science— and she has no sentiment to spare for other people than her own. If ever things go wrong with England everything is beautifully made ready for Japan — for India is a toothsome morsel of predigested food thoroughly made into a pulp. Of course you think that God is sure to side with you and things can never go wrong with England because you are strong in money and material and also in justice and humanity. But this moral self-satisfaction is the strongest sign of your weakness. Where your heart is obviously and almost necessarily callous you are accumulating wrongs without knowing it and everyday they are making towards upsetting your balance. It is difficult for you to realize that you have played the part of Germany to us not in a concentrated form as it is going on in Europe' but in small beaurocratic quantities spread over a larger area of time and space. You shall have to account for it but it will be of very little benefit to India when your day of reckonings come, for she is taking centuries for her own accounts to settle and the day does not seem to be near at hand when she will have her release. But of all her misfortunes, coming of Japan into India will be the greatest if it ever occurs, for Japan is Asia and Europe combined—so we shall have a monster whose teeth are European and whose apparatus of digestion is Asiatic.[৪৯]

—পত্রটি পতিসর যাওয়ার পথে ট্রেনে লেখা।

এইরূপ মনোভাব সত্ত্বেও জাপানি অনুরাগীদের অনুরোধে তিনি পরের মাসে জাপানে যেতে রাজি হন। অ্যান্ডরুজকে উক্ত পত্রেই তিনি লেখেন: 'The steamer is to sail about the 7th of the next month.' শুধু জাপান নয়, একই যাত্রায় তিনি জাভাতেও যেতে চাইলেন। তাঁর মনে আগ্রহটি জাগে আকস্মিকভাবে। অ্যান্ডরুজকে একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন: 'I have had a pamphlet sent to me by a distinguished American artist who spent three years of his life in Bali, an island near Java. Some remnant of old India remains stranded in that lonely place for centuries. Its voice comes to me across the sea mingled with the murmur of lovely palm groves. Why not pay a visit to that prisoner

of time and see if it has a language that I dinily understand?'[৪৯ক] [পত্রটি 'সাগরিকা' কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয়।] এর পরেও বেশ কয়েকটি চিঠিতে তাঁর জাভা-যাত্রার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর জাপান যাওয়া হয় বটে, কিন্তু জাভা-বালির দ্বীপময় ভারতে যাওয়ার জন্য আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করতে হয় [১৩৩৪: 1927]।

ভ্রমণের পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কয়েকদিন পরে শিলাইদহে গিয়ে প্রজাদের আর্থিক অবস্থা দেখে 18 Jul [রবি ২ শ্রাবণ] রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন: 'তুই কাওয়াগুচিকে ডাকিয়ে বলিস্ আমাদের financeএর ভবিষ্যৎ যে রকম দেখচি তাতে আমার বই বিক্রির টাকা হাতে না পেলে আমি কিছুই ঠিক করতে পারব না। অর্থাৎ কি পরিমাণে টাকা ম্যাকমিলান পাঠাবে সেটা নিশ্চিত না দেখে আগেভাগে দেনা করে বিদেশে গিয়ে তোদের ও নিজেকে মুষ্কিলে ফেল্‌তে চাইনে।'[৪৯] কাওয়াগুচিকে লেখা একটি চিঠিও তিনি এই পত্রের মধ্যে পাঠিয়ে দেন। দুদিন পরেই আবার রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'কাওয়াগুচির হাত থেকে নিষ্কৃতি নিতে হবে। তার প্রধান কারণ প্রজাদের অবস্থা বড় খারাপ— তাতে আমার মনটা ব্যথিত হয়ে আছে— যথাসাধ্য এদের সাহায্য চেষ্টা করা উচিত— এখন এদের অনাহারের মুখে ফেলে রেখে কিছুতেই জাপানে চলে যেতে মন সরচেনা। দ্বিতীয়ত কাওয়াগুচির সঙ্গে এক জাহাজে শরৎদাস [শরচ্চন্দ্র দাস, 1849-1917] যাবে— এ আমার seasickness-এর চেয়েও নিদারুণ। একা কাওয়াগুচিই যথেষ্ট, তার উপরে শরৎদাস আমার সইবে না। অতএব এবার জাপান রইল।'[৫০]

শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানকার কাজকর্মে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতে পারছিলেন না। আর্থিক সংকটে ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছিল, তিনি আরও কমিয়ে দিতে চাইছিলেন। পিয়র্সন 28 Jun নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Gurudev is anxious to reduce the numbers at Shantiniketan still further and suggests getting rid of the 2nd 3rd &-one section of the 4th groups!'[৫১] গ্রীষ্মাবকাশের পরে গান্ধীজি-প্রবর্তিত স্বাবলম্বন-রীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তার কিছু জের থেকে যায়। 4 Jul [১৯ আষাঢ়] পিয়র্সন লিখেছেন: 'The boys are going to help in the bazzaring to prevent cheating by the servants, and two boys will go to Bolpur every market day. Two boys will also stay in the kitchen every day to see that everything goes well there. So the boys will do something./ Sudhakanta has had two strikes with the servants and has dismissed two or three of them, as well as the two water-drawers.'[৫১] ছুটির পর 'ব্যবস্থাবিভাগের ও আর্থিক ব্যবস্থার ভার' সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর উপর অর্পিত হয়।

কিন্তু গান্ধী-রীতির এই নিয়মতান্ত্রিকতার বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের আদর্শের বিরোধী ছিল, তারই দ্বন্দ্বে শান্তিনিকেতনে তাঁর মন টিকল না— তাই ১৫ আষাঢ় [বুধ 30 Jun] সুচারু দেবীকে লেখা পত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিচিত্রা-স্কুলের কাজকর্মে মনোনিবেশ করেন। এ-বিষয়ে নগেন্দ্রনাথকে লেখা পিয়র্সনের 9 Jul-এর চিঠি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি; তিনি লেখেন, এই বিদ্যালয় 1 Jul [বৃহ ১৬ আষাঢ়] শুরু হয় ও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শিক্ষকতা করছেন। পিয়র্সনের কাছ থেকে এইসব সংবাদ পেয়ে 5 Jul [সোম ২০ আষাঢ়] অ্যান্ডরুজ তাঁকে লেখেন: 'I heard from Willie today that you are in Calcutta, engaged in many plans. I am afraid this means

another self-denial and postponement of your inner longing to become free.'[৫২] প্রত্যুত্তরে 7 Jul রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে দীর্ঘ পত্রটি লিখলেন তাতেই দুটি শিক্ষাদর্শের পার্থক্য ও শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর দূরে থাকার কারণটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

Once I give form to my thought, I must free myself from it. For the time being, it seems to me that I want absolute freedom to create new forms for new ideas. ... You will have heard about my plans from Pearson. I am seeking my freedom by surrendering my ideas into the hands of a new bondage. In Santiniketan, some of my thoughts have become clogged by accumulations of dead matter. I do not believe in lecturing, or in compelling fellow-workers by coercion; for all true ideas must work themselves out through freedom. Only a moral tyrant like Gandhi* can think that he has the dreadful power to make his thoughts prevail by means of subjection. It is absurd to imagine that you must create slaves in order to make your ideas free. ...There are men who make idols of their ideas, and sacrifice humanity before their altars. But in my worship of the idea I am not a worshipper of Kali.

So the only course left open to me, when my fellow-workers fall in love with the form and cease to have complete faith in the idea, is to go away and give my idea a new birth and create new possibilities for it. This may not be a practical method, but possibly it is the right one.[৫৩]

অ্যান্ডরুজই ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসার মূলে ছিলেন, আমেদাবাদে গিয়ে সেই ছাত্রদের পুনরায় দেখে ফিজি-যাত্রার সময়ে জাহাজ থেকে লেখেন [Sep 1915]: 'My visit to Ahmedabad showed me clearly that while the short stay of the Phoenix boys with our boys was a good thing, yet a prolonged stay would have been quite impossible. Jagadananda and Nepal Babu's ideas of discipline form a contrast and balance to your own, but they have none of these *radically* wrong ideas behind them. And Mr. Gandhi's despotism is all the more dangerous because he is a 'moral tyrant' as you called him in one of your letters to me.'[৫৪]

অবশ্য কলকাতার নূতন কাজও রবীন্দ্রনাথকে বেঁধে রাখতে পারেনি। 11 Jul [রবি ২৬ আষাঢ়] তিনি অ্যান্ডরুজকে লিখলেন:

I shirk my duties in order to create works that eat up all my time; and then I suddenly leave my work and try to elope with unmitigated indolence.

I shall be floating on the Padma before the next week is out, and shall forget to imagine that my presence in the Council of Creation is imperatively necessary for the betterment of Humanity. ...Therefore my duty is to start things and then leave them. Unless I leave them

and keep at a distance, I cannot help them in maintaining their ideal character. ...The kind of work that I can do in a particular sheme requires freshness of mind more than perseverance. Therefore there must be a break before I resume my duties.[৫৫]

পত্রে তিনি লিখেছিলেন সপ্তাহ-শেষের আগে তিনি পদ্মার অভিমুখে যাত্রা করবেন, কিন্তু পরের দিনই [?] তাঁকে আমরা রেলওয়ে ট্রেনে ভ্রমণরত অবস্থায় অ্যান্ডরুজকে লিখতে দেখি: 'I am writing this in the railway train on my way to the village Patisar where I am going.'[৫৬] এই চিঠির পরবর্তী অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

যাওয়ার আগে তিনি ২৭ আষাঢ় [সোম 12 Jul] সন্ধ্যায় বিচিত্রা-ক্লাবের উদ্বোধনী সভায় যোগ দেন। অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁদের শিল্পীছাত্রদের কাজকর্ম দেখে রথীন্দ্রনাথের মনে এই ক্লাবের ভাবনা এসেছিল। তিনি লিখেছেন: "কিছুদিন পরে ধারণা হল যে, এই শিল্পপ্রতিভার ধারাকে একটা প্রতিষ্ঠানের বাঁধাধরা রাস্তায় নিয়ন্ত্রিত না করলে তার অনেকটাই অপচয় হবে। তার ফলে 'বিচিত্রা ক্লাব' ...গগনদারা এ কাজে আমায় অকুণ্ঠ সহায়তা করেছিলেন।" উদ্বোধনী সভার বর্ণনায় তিনি লেখেন:

ক্লাবের প্রথম অধিবেশন বসেছিল লালবাড়িতে। অনেক মান্যগণ্য সদস্য সেদিন উপস্থিত ছিলেন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন এই অধিবেশনের সভাপতি। ক্লাবের নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন সুরেনদা— অবশ্য যে ক্লাবে চাঁদা দেবার ব্যাপারে কোনোপ্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল না তার আবার নিয়মতন্ত্র কী! ক্লাবের প্রতীকচিহ্নরূপে 'বিচিত্রা' কথাটা নন্দলাল বসু মহাশয় ভারি সুন্দর অক্ষরে কুঁড়েঘরের ধাঁচে এঁকে দিয়েছিলেন। এই অধিবেশনের শেষ দিকে বাবা তাঁর অপ্রকাশিত রচনা থেকে পড়ে শোনালেন। অধিবেশন শেষ হল, সদস্যেরা দোতলা থেকে নেমে একতলার খাবার ঘরে জমায়েত হলেন, সেখানে বিরাট এক ভোজের ব্যবস্থা। চৈনিক প্যাগোডায় যেমন লাল ও সোনালি রঙের প্রাবল্য, সেইরকম রঙের সংযোগে গৃহসজ্জা। ক্লাব যতদিন টিকেছিল ততদিন নিত্যনূতন গৃহসজ্জায় খাবার ঘর সাজানো হত ও আহার্যবস্তুরও বৈচিত্র্যবিধান হত।[৫৭]

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে সম্ভবত 14 Jul [বুধ ২৯ আষাঢ়] অ্যান্ডরুজকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি থেকে জানা যায়, 'বিচিত্রা'র উদ্বোধনী সভা হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে:

We had a most interesting meeting— boys & girls— at Gagan Babu's house where we laid the foundation of a Saturday Club at Jorasanko where the select few, members of one intellectual orchestra will meet, talk, discuss but not fight. The Poet read out to us (it was then 9.30 p.m.) one of his finest productions, a short introductary essay on Art with special reference to painting— taking a Sanskrit sloka as his text. I was pressed to stay back when all had left at 10.0 & the Poet, Rathi, his wife & I had dinner together & talked about his going to Japan.[৫৮]

নন্দলাল বসু এই ক্লাবের প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। ক্লাবটির পুরো নাম ছিল: The Bichitra Studio for Artists of the Neo-Bengal School, 'বিচিত্রা' নামকরণ রবীন্দ্রনাথের করা। নন্দলাল বলেছেন:

অবনীবাবু হলেন ফার্স্ট মাস্টার। গগনবাবু হলেন ডিরেক্টার। হাইকোর্টের জজ স্যার জন উড্রোফ, ব্যবসায়ী এন্ ব্লান্ট্ আর এস্, মূলার সাহেব হলেন ভিজিটর। ফাউন্ডেশন্ মেম্বার হলুম আমি, অসিত আর মুকুল। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন সেক্রেটারী আর ট্রেজারার। ...

দিনের বেলায় সকালে বিকালে ক্লাস চলতো 'বিচিত্রা'য়। ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা দেবী, অলকেন্দ্রের স্ত্রী [পারুল], সমরেন্দ্রনাথের ছেলে 'গবা' ওরফে ব্রতীন্দ্রনাথ, গগনবাবুর ছেলেমেয়েরা— কণকেন্দ্র[য], নবেন্দ্র, হাসি, পূর্ণিমা, সুধীন্দ্রনাথের কন্যা রমা, এণা, অলকেন্দ্রের ভাই 'কোকো' সব ছিলেন ছাত্রছাত্রী। বার থেকে আসতেন নীলরতনবাবুর তিন মেয়ে— নলিনী, অরুন্ধতী আর মীরা। আরও দু'একজন।

'বিচিত্রা'— নামের সীল্ এঁকেছিলুম আমি পল্লী-কুটিরের আদর্শে। ...বিচিত্রার সময়ে 'কবির কলম' এঁকেছিলুম আমি— ঐ সময়ে ওখানে কবি যত রকম কাজের কথা ভেবেছিলেন সেগুলোর প্রতীক এঁকে। বিচিত্রার আমন্ত্রণ-লিপিতে এই 'কবির কলম' আর 'বিচিত্রা'-সীল্ ছাপা থাকতো দুদিকে। এক পয়সার ডাক টিকিট লাগিয়ে সেই চিঠি সভ্যদের ঠিকানায় পাঠানো হতো। ওখানে ফর্ম্যাল্ সভ্য কেউ বোধহয় ছিলেন না। সবাই আসতেন অন্তরের তাগিদে।[৫৯]

কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'কবি শিল্প সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়লেন।' প্রবন্ধটি হল 'ছবির অঙ্গ' [দ্র সবুজ পত্র, আষাঢ়। ১৭৯-৯-২; পরিচয় ১৮। ৫১২-২০]। রবীন্দ্রভবনে এর পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে [Ms.362], রুল-টানা কাগজ ভাঁজ করে বাঁদিকে লেখা দশটি পৃষ্ঠা; মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে মেলালে বোঝা যায়, প্রুফে বেশ-কিছু সংযোজন হয়েছে। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২১-সংখ্যা ভারতী-তে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় ষড়ঙ্গ-বিষয়ে চারটি প্রবন্ধ লেখেন, বর্তমান রচনাটি তারই ভিত্তিতে লেখা— প্রবন্ধটির ভিতরেই তার স্বীকৃতি আছে: 'আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি।' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি চিত্রশিল্পকে কাব্যশিল্পের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। 'বিচিত্রা'র কর্মসূচিতে চিত্র ও সাহিত্য সমন্বিত হয়েছিল, প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ উভয়কে একসূত্রে গ্রথিত করে প্রকাশ করলেন।

আষাঢ় মাসে তাঁর নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

মানসী, আষাঢ় ১৩২২ [৭/১/৫]:

৪৮৫ 'প্রেমের পরশ' ['হে ভুবন/ আমি যতক্ষণ'] দ্র বলাকা ১২। ৩৭-৩৮ [১৭]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২২ [২/১২]:

১৮১ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ দ্র স্বর ৪৯

১৮২-৮৩ হেরি অহরহ তোমারি বিরহ দ্র স্বর ৩৭

শেষ গানটির স্বরলিপিকার সম্ভবত ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২২ [২/৩]:

১৩৯-৬০ 'ঘরে বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে' ৮ । ১৬১-৮১

১৬১ 'বেদনা' ['বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা'] দ্র গীত ২। ৩০৬

১৬২-৬৩ 'যৌবনের পত্র ['পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে'] দ্র বলাকা ১২। ৩২-৩৩ [১৩]

১৭৯-৯২ 'ছবির অঙ্গ' দ্র পরিচয় ১৮। ৫১২-২০

আষাঢ়ের সবুজ পত্র প্রকাশে দেরি হয়েছিল। *18 Jul [রবি ২ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে লেখেন: 'আজ শ্রাবণের ২রা কিন্তু আষাঢ়ের সবুজপত্র এখনো পেলুম না কেন? ...বৈশাখ সংখ্যা থেকেই আমাকে পাঠিয়ো নইলে গল্পের জোড় মেলাতে পারব না—আমার স্মরণশক্তির দশা ত জানই।'[৬০]

The Nation, 26 June 1915:

421 'The Freedom of Separation' ['You took me by the hand'] দ্র *Fruit-Gathering*, No. 10

রবীন্দ্রনাথ ২৮ আষাঢ় [মঙ্গল 13 Jul] দুপুরের ট্রেনে শিলাইদহ যাত্রা করেন। ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র পূর্বোদ্ধৃত পত্রে লেখেন: 'I went to the Railway station with him and at this very hour yesterday was taking

leave of the Poet at Sealdah station. Only I accompanied him & he travelled alone to his zamindari by the 12.40 a.m. train.' ট্রেন থেকে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে একটি পত্র লেখেন, তাতে তারিখ দিয়েছেন 12 Jul ও লিখেছেন যে, তিনি পতিসর যাচ্ছেন— কিন্তু দুটিতেই ভুল আছে। 16 Jul [শুক্র ৩১ আষাঢ়] তাঁকেই লেখা চিঠিটির ঠিকানা শিলাইদহ, তার আগের দিন 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের নিকট সিলাইদহে এক পত্র' প্রেরিত হয়েছে। অ্যান্ডরুজকে লিখেছিলেন, 7 Aug নাগাদ তিনি জাপান রওনা হবেন। কিন্তু শিলাইদহে এসে প্রজাদের দুরবস্থা দেখে লিখলেন:

But since I came here I find this year is not going to be a prosperous one for us especially as there has been a further prohibition in the Jute exportation. Last year the rent we realised was small and it was largely supplemented by borrowed money. So this year our capacity for raising loans will be limited, so I must not launch myself into an expensive schemes of travels till I have a better prospect before me than now.[৬১]

—একই কথা *18 Jul [রবি ২ শ্রাবণ] রথীন্দ্রনাথকে[৬১] ও 22 Jul [বৃহ ৬ শ্রাবণ] রোটেনস্টাইনকেও[৬২] লেখেন তিনি।

কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে বিরক্তি ও কলকাতার পরিশ্রম থেকে দূরে এসে তাঁর মনে মুক্তির হাওয়াও লেগেছে। অ্যান্ডরুজকে উক্ত পত্রে লেখেন: 'In the meanwhile I am floating my dreams, as the children do their paper boats, on this wide expanse of green, gold and blue.' রবীন্দ্রনাথকেও উল্লিখিত পত্রে লিখেছেন:

অনেকদিনের পরে জলের ধারা ও সবুজ মাঠের সংস্রব ও নির্জ্জন পেয়ে আমি যেন নিজের সত্যকে আবার ফিরে পেয়েছি— এইখানেই সুদীর্ঘ কাল পড়ে থাকতে ইচ্ছা করচে। নিভৃতে প্রকৃতির হাতের শুশ্রূষা আমার পক্ষে একান্ত দরকার— সেইজন্যেই জীবনের ও সংসারের সমস্ত জঞ্জাল ছিন্ন করে ফেলে সুদূরে পালাবার জন্যে ক্রমাগতই আমার মন এত ছট্‌ফট্ করছিল। আমার পক্ষে কোনো অপরিচিত সুদূর দেশের শান্তি হয় ত নিরতিশয় আবশ্যক বলেই এই জাপান প্রভৃতিতে যাওয়ার প্রস্তাব এত বারম্বার নানা বাধাসত্ত্বেও ঘুরে ঘুরে আস্‌চে। সংসারের সঙ্গে জড়িত হয়ে লড়াই করবার বয়স আমার আর নেই— জীবনকে ত্যাগ করে যাবার পূর্ব্বে তাকে পরিপূর্ণ করে সুডোল করে নেওয়াই এখন আমার দরকার।[৬৩]

জাপান যাবার ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার পর তিনি অন্য বিষয়ে মন দিতে পারলেন। রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন: 'যদি শিলাইদহে কিছু দীর্ঘকাল থাকা আমার দরকার হয় তাহলে কিছু বই চাই— এবার খুব কম বই এনেছি।' বই যা এনেছিলেন, তার অধিকাংশই জীবন-রহস্যের সঙ্গে যুক্ত। একটি তারিখহীন [? ৪ শ্রাবণ: 20 Jul] চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Unconscious memory আর Halden's Life and Personality বই দুটো নিখিলের হাত দিয়ে ফেরৎ পাঠাচ্ছি। Halden-এর বইটা প্রমথর— পড়ে দেখিস তোর ভাল লাগবে।'[৬৪] এর আগে তাঁকে যে-বইগুলি পাঠাতে লেখেন সেগুলি হল: Viscount Halden's *The Pathway to Reality* 2 Vols., *The Interpretation of Radium*, by Frederick Soddy এবং *Recent Advances in the Study of Variation, Heredity and Evolution* by Robert H. Lock— এই বইগুলিও একজাতীয়।

'গল্পের জোড়' মেলানোর জন্য মণিলালের কাছে সবুজ পত্র-এর বৈশাখ থেকে আষাঢ় সংখ্যাগুলি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেগুলি পাওয়ার পর তিনি শিলাইদহে বসেই ঘরে-বাইরে-র শ্রাবণ-কিস্তি লিখে

ফেলেন। উল্লেখ্য, তিনি কিস্তিটি শুরু করেছিলেন যেখানে, পরে ননকু দরোয়ান-প্রসঙ্গে চারটি পৃষ্ঠা লিখে তার আগে সংযোজিত করেন।

শিলাইদহে এসে প্রজাদের দুর্দশা দেখে তার মন ব্যথিত হয়েছিল। এই সূত্রে বহুদিন পরে প্রজাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল। ইতিপূর্বে তিনি বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগনায় গ্রামোন্নয়নের জন্য হিতৈষী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নোবেল প্রাইজ হিসেবে পাওয়া টাকার বৃহদংশই তিনি কৃষিব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন প্রজাদের হিতার্থে। কিন্তু অনেকদিন তাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। সেই সুযোগ এল এইবার শিলাইদহে এসে। 23 Jul [শুক্র ৭ শ্রাবণ] তিনি অ্যান্ডরুজকে লিখলেন:

After long years I have come among my tenants; and I feel, and they also, that my presence was needed. It was a great event of my life when I first dwelt among my own people here, for thus I came into contact with the reality of life. For in them you feel the barest touch of humanity. ...I must confess that I have been neglecting these people, while I was away from them in Santiniketan, and I am glad that I am now with them once more, so that I may be more actively mindful of them. I am afraid my life at the Asram was at last making me into a teacher, which was unsatisfactory for me, because unnatural. But one has to be a helper to be a real man; for then you share your life with your fellow-beings and not merely your ideas.[৬৫]

শিলাইদহে বাস করার সময়ে তিনি কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়াস করেছিলেন। পরে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথকে তিনি শিলাইদহে পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায় শেখা কৃষিবিদ্যা কাজে লাগানোর জন্য। বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি এখনও অবহিত: 'We all hope that here, at this very point, Science in the end will help man. She will make the necessitiies of life easily accessible to every man, so that humanity will be freed from the tyranny of matter which now humiliates her.'[৬৫] কিছুদিন আগে হিতসাধন-মণ্ডলীর ভাষণে তিনি বাঙালি যুবকদের আহ্বান করেছিলেন পল্লীগঠনের ভার গ্রহণের জন্য। কয়েকমাস পরে কয়েকজন যুবক —অতুলচন্দ্র সেন, উপেন্দ্র ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু— তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন। এঁদের নিয়ে তিনি আর-একবার কর্মযজ্ঞে নিমগ্ন হন। আমরা যথাস্থানে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করব।

বিচিত্রার কাজ শুরু করে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চলে এসেছিলেন, সুতরাং তার কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। উদ্বোধনী অধিবেশনেই ঠিক হয়েছিল, প্রতি শনিবার ক্লাবের বৈঠক বসবে। ১ শ্রাবণ [শনি 17 Jul] কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'বাড়ী ফিরতে রাত হল, আজ আর বৈঠকে যাওয়া হল না।'[৬৬] পরদিন রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে লিখলেন: 'বৈঠক কেমন চল্‌চে? প্রথম শনিবার ত উৎরে গেছে। আহারই বা কেমন জমল, আলাপই বা কেমন? ...তোমাদের ইস্কুলমাষ্টারি কি রকম চল্‌চে? কনক কাজে লেগে গেছে?'[৬৭] একই দিনে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'তোদের ক্লাব এবং ইস্কুল কি রকম চলচে। বিচিত্রার কাজ যাতে বেশ ভাল রকম এগোয় সে জন্যে ভাবিস্— ক্রমে ওটাকে নিবে যেতে দিস্ নে।'[৬৮] পরবর্তী বৈঠক শনিবারে না

হয়ে রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়। 22 Jul [৬ শ্রাবণ] কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'কবি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন, আগামী রবিবার, ৯ই শ্রাবণ বৈঠক।'[৬৯] রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে, সুতরাং আমন্ত্রণটি সম্ভবত রথীন্দ্রনাথই করেছিলেন। কিন্তু তিনি আকস্মিকভাবে অধিবেশনের দিনই কলকাতায় চলে আসেন। 25 Jul [রবি ৯ শ্রাবণ] কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'বিকালে বিচিত্রার বৈঠকে যাওয়া— সকলে বসে Art সম্বন্ধে কথা বার্তা হচ্ছে এমন সময় কবি উপস্থিত— তখন ভবিষ্যৎ যুগ সম্বন্ধে প্রমথবাবু যে কথা তুলেছিলেন কেউ২ তার প্রতিবাদ করায় কবি সমন্বয় করে দিলেন— এই সম্পর্কে রামমোহন রায় সম্বন্ধে কবির অভিমত ভারি sobre, sane এবং historical বলে বোধ হল।'[৭০]

রবীন্দ্রনাথ এবারে পক্ষকাল কলকাতায় থেকে ২৪ শ্রাবণ [সোম 9 Aug] শান্তিনিকেতন রওনা হন; উক্তদিন ক্যাশবহির হিসাব 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুর গমনের ব্যয় প্রথম শ্রেণী' থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

এর মধ্যে 1 Aug [রবি ১৬ শ্রাবণ] বিচিত্রার বৈঠকের বিবরণ দিয়েছেন কালিদাস নাগ: 'বিকালে বৈঠকে যাওয়া— আজ art সম্বন্ধে আলোচনা— কবি lead করলেন— বেশ জমেছিল।'[৭১] পরের দিনও তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন: 'সকালে কবির সঙ্গে দেখা করে বিপিন পালের সমালোচনা সম্বন্ধে কথা হল।'[৭১] বিপিনচন্দ্রের সমালোচনা সম্ভবত কোনো দৈনিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

পরের সপ্তাহে ২২ বা ২৩ শ্রাবণ [শনি-রবি 7-8 Aug] বিচিত্রার বৈঠক বসে, কিন্তু কালিদাস নাগ ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি— সেই কারণে তাঁর ডায়ারিতে বৈঠকটির কোনো উল্লেখ নেই, অন্য-কোনো সূত্রেও সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৫ শ্রাবণ [শনি 31 Jul] বিচিত্রার আদর্শে গঠিত 'মণ্ডা ক্লাব'-এর উদ্বোধনী সভা হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন: "অজিতদার [চক্রবর্তী] বাড়ী আমাদের 'মণ্ডা ক্লাবে'র উদ্বোধন করে রাত ১০টায় বাড়ী ফেরা।"[৭১] ক্লাবটির নামেই প্রকাশ, সোমবারে অধিবেশনের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠাতাদের মনে ছিল—কিন্তু বিচিত্রার মতোই তার অধিবেশন বসেছে সুবিধা-মতো অন্যান্য বারেও। বিচিত্রার অনেক সদস্য এই ক্লাবের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকতেন। প্রধানত তরুণদের নিয়ে গঠিত এই ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায়শই আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় [9 Jul: ২৫ আষাঢ় ১৩২৪], রবীন্দ্র-সংবর্ধনা [4 Jul 1917: ২০ আষাঢ় ১৩২৪ এবং 22 Apr 1918: ৯ বৈশাখ ১৩২৫] মণ্ডা ক্লাবের রবীন্দ্র-প্রীতির নিদর্শন।

শ্রাবণ ১৩২২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, শ্রাবণ ১৩২২ [৩৯/৪]:

৩২৯ 'সন্ধ্যায়' ['আজ এই দিনের শেষে'] দ্র বলাকা ১২। ৫৪ [৩২]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২২ [৩/১]:

২-৪ বেদগান/ইমনকল্যাণ-টিমেতেতালা/ তমীশ্বরাণাং পরমং

৪-৫ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ ব্যাকুল হয়ে বনে বনে দ্র স্বর ৪৯

৯-১০ দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার দ্র স্বর ৪০

১২-১৩ অসীম ধন ত আছে তোমার দ্র স্বর ৪০

বেদমন্ত্রটিতে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি করেন প্রতিভা দেবী। শেষ দুটি গানের স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২২ [২/৪]:

২০৩-৩৮ 'ঘরে বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮। ১২১-২০৩

২৬২-৬৮ 'টীকা টিপ্পনী'

২৬৯-৭০ 'যাত্রা' ['যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি'] দ্র বলাকা ১২। ৩৮-৩৯ [১৮]

সবুজ পত্র-তে রবীন্দ্রনাথই প্রথম 'টীকা টিপ্পনী' সংযুক্ত করলেন স্ব-সম্পাদিত ভারতী [১৩০৫]-র রীতিতে। এখানে দুটি বিষয়ে টিপ্পনী যুক্ত হয়েছে। এই সংখ্যাতেই বীরবল [প্রমথ চৌধুরী] 'সাহিত্যে খেলা' [পৃ ২৫৪-৬২] প্রবন্ধে সাহিত্যের জনশিক্ষকতা সংক্রান্ত সমকালীন বিতর্ক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। ...কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেই তাঁর প্রথম টিপ্পনীটি রচনা করেছেন, এটি 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান পাবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

> আনন্দের কারবার তাদেরই, অন্তরের মধ্যে যাদের উৎস; মনোরঞ্জনের কারবার তাদেরই, বাইরের পরেই যাদের একমাত্র ভরসা। লোকে যা শুন্‌তে চায় তারা তাই শুনিয়ে গুজরান চালায়। লোকের মত, লোকের পছন্দই তাদের নিক্তি, তাদের কষ্টিপাথর।
>
> রামায়ণ পড়ে দেখলে যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত খাঁটি কবিকে দেখা যায়— উত্তরকাণ্ডে মেকি ধরা পড়ে। কেননা উত্তরকাণ্ড লোকরঞ্জনের কাণ্ড। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র দশমুখকে ভয় করেন নি বলে সীতা উদ্ধার করতে পেরেচেন, আর উত্তরকাণ্ডে দুর্ম্মুখকে ভয় করেচেন বলে সীতাকে হারিয়েচেন। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র গুহক, বানর, বিভীষণের মিতা; উত্তরকাণ্ডে তিনি শূদ্রক তপস্বীকে বধ করলেন; কেননা সেখানে তাঁর আদর্শ লোকধর্ম্মের বন্ধনে, নিত্য-ধর্ম্মের আনন্দে নয়। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র বীর, উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্র ভীরু।
>
> উত্তরকাণ্ডের কবি লোকশিক্ষা দিতে বসেছিলেন— অর্থাৎ লোকে যেটাকে ভালো বলে, সেইটেই লোকের কানে ভালো বলা তাঁর কাজ হয়েছিল। ...রামায়ণের আনন্দই হচ্চেন সীতা, তিনি সত্য, তাঁর সতীত্ব আমরা জীবনে দেখেচি,— সেই আনন্দকে বধ করেছেন উত্তরকাণ্ডের লেখক, কারণ সতীত্বকে তিনি লোকশ্রুতির মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, এই আনন্দকে বধ করাটাই বাহাদুরী— আমরাও আজ পর্য্যন্ত তাই নিয়ে বাহবা দিয়ে আস্‌চি। কারণ ভীরুতাকেই পৌরুষ বলে না চালাতে পারলে আমাদের সান্ত্বনা নেই, আমরা, যা সত্য তাকে মান্‌তে পারচিনে বহুর শাসনে, তাই যা মানচি তাকেই সত্য বলচি জগঝম্প বাজিয়ে। তার কারণ আমরা আজ কাব্যের ভিতরে নেই, আমরা কাব্যের বাইরে; আমরা উত্তরকাণ্ডে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা বা লোকশিক্ষার অভাব নিয়ে যাঁরা অভিযোগ করছিলেন এখানে প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই সমালোচনার উত্তর দিলেন।

'টীকা টিপ্পনী'র দ্বিতীয় অংশটি শিক্ষা-বিষয়ক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অধিবেশনে ইংরেজ-সদস্য Dr. E.R. Watson 3 Jul [শনি ১৮ আষাঢ়] একটি প্রস্তাব আনেন: 'That the Senate views with alarm the rapid increase in the percentage of passes in the University Examinations, especially the Matriculation and the B.A. Examinations, which have taken place in recent years and desires an immediate enquiry to be held as to its cause and significance.' এই প্রস্তাবের পিছনে বাঙালি পরীক্ষকদের প্রতি কটাক্ষ ও শিক্ষা-সংকোচনের অভিলাষ লক্ষ্য করে সিনেটে ও অন্যত্র তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, ইংলন্ডের ও এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করে এইধরনের সমালোচনা করা উচিত নয়। ইংলন্ডে ন্যূনতম শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে বলেই উচ্চশিক্ষায় আদর্শের সূক্ষ্মতার

প্রতি দৃষ্টি দেওয়া গেছে, কিন্তু এদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন নেই তাই মোটা প্রয়োজনের তাগিদে আদর্শকে কিছুটা খাটো না করে উপায় নেই। তিনি লিখেছেন:

> কিন্তু আমরা, যারা আমাদের দেশের প্রয়োজন বুঝি— ইচ্ছা করচি বাংলা দেশের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে মোটামুটি পাস-করা ছেলে অজস্র ছাড়িয়ে [য] যাক্। কেরানিগিরি করবার জন্যে নয়— বিশ্বের সঙ্গে দেশের একটা সাধারণ যোগের রাস্তা খুলে দেবার জন্যে— যে রাস্তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের ঘরে ঘরে একদিন সর্ব্বজগতের পণ্য কিছু কিছু এসে পৌঁছতে পারবে; শিক্ষার প্রাণস্রোত আমাদের সমস্ত দেশের নাড়ির মধ্যে সঞ্চার করে দেবার জন্যে, যাতে- করে কেবল দু-দশ জন লোকের নয়, সমস্ত দেশের চিত্ত জাগরুক হয়ে ওঠে।

অ্যান্ডরুজ সিমলা থেকে 3 Aug [১৮ শ্রাবণ] লর্ড হার্ডিঞ্জকে লেখা একটি চিঠির কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন:

> He has asked me to see him again and again and the last time the talk was chiefly about the students of Calcutta. He was very anxious about them, and I assured him that their hearts were most open and generous but that the atmosphere of espionage and distrust under which they were living and the continual meddling of the police in their private life made them rightly rebellious. I upheld them for being so; and said very strongly that I felt with them. At this he rose and closed the talk, saying that he was tired of having complaints against the police: the people never helped them, etc. I felt regretful that I had not explained myself better and wrote this letter.[৭২]

রবীন্দ্রনাথও বাঙালি ছাত্রদের উপর পুলিশের অত্যাচার বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন, তাই 5 Aug [বৃহ ২০ শ্রাবণ] উত্তরে লিখলেন: 'Government has more sympathy for the Police than for us— because Police is an institution like itself whereas we are no more than individuals. I freely admit that it is extremely difficult for Government, which is a machine, to give individual his due but we must not accept this state of things as final.'[৭৩] অবশ্য ব্যক্তি হিসেবে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাই প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন, ড জগদীশচন্দ্র বসু পক্ষকাল আগে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে এসে তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়েছেন। অ্যান্ডরুজ তাঁর এই মনোভাবের কথা জানতেন, তাই হার্ডিঞ্জের পত্র উদ্ধৃত করে 12 Aug [২৭ শ্রাবণ] তাকে লেখেন:

> He says "You are right in thinking my whole sympathy is with the Bengali lads, wishing to keep them straight. There is nothing in the world I dislike so much as persecution, especially of the young, and of all persecutions I have ever seen I believe Police persecution in India to be one of the worst."[৭৪]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানতেন, এই ব্যক্তিগত মহানুভবতা শাসননীতিতে প্রতিফলিত হবে না। কয়েকমাস পরে অন্য প্রসঙ্গে লিখিত 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' [সবুজ পত্র, চৈত্র। ৭৪৩-৬৪] প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে তাঁর মনোভাব ব্যাখ্যা করেন।

পিয়র্সনের শরীর শান্তিনিকেতনে ভালো যাচ্ছিল না। সেইজন্য তিনি গ্রীষ্মাবকাশটি নগেন্দ্রনাথ ও মীরা দেবীর সঙ্গে রামগড় পাহাড়ে কাটিয়েছিলেন। ছুটির শেষে শান্তিনিকেতনে এসে তিনি পুনরায় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলেন। 5 Aug [বৃহ ২০ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'Dr. Maitra has given some injection to Pearson, and he is feeling so well that it makes one nervous lest he have another relapse through carelessness. I shall accompany him to Bolpur when he goes there, spending there a week before I come back for my tour in Shilida.'[৭৫] 10 Aug পিয়র্সন নগেন্দ্রনাথ লেখেন: at startet Can: 'I had one more injection yesterday and came here last night with Gurudev.'[৭৫] কিন্তু এখানে এসেও তিনি পিয়র্সনকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন; ৩০ শ্রাবণ [রবি 15 Aug] নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'এখানে এসে অবধি পিয়ার্সন এ পর্য্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে পারেননি। ইঞ্জেক্‌শন নিয়ে তাঁর পেটের গোলমাল সেরেচে কিন্তু শরীর ভেঙেই আছে। জ্বর হয়েছিল— জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু সুস্থ হতে পারেননি। উনি বলচেন শিলাইদহে যাবেন— সেখানে হয়ত নদীতে ভাল থাকবেন।'[৭৬]

এবারে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় সম্পর্কে পূর্বের অনাগ্রহ অনেকটা কাটিয়ে ওঠেন। 12 Aug [২৭ শ্রাবণ] অ্যান্ডরুজ তাঁকে লেখেন: 'Willie tells me that you are very happy again and have lost your tiredness and are full of fun with him.'[৭৭] 17 Aug [৩২ শ্রাবণ] নগেন্দ্রনাথকে একটি কারণ জানান পিয়র্সন: 'The iron beams etc which were bought for the new kitchen have at last been sold for Rs. 6,500 which is a great relief to Gurudev, as the school debt was getting very heavy.'[৭৮] কলকাতায় ফিরে আর-একটি কারণের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন মীরা দেবীকে লেখা ৯ ভাদ্রের পত্রে: 'কিছুকাল বিদ্যালয়ে থেকে নিজে ক্লাস নিয়ে আমি ওখানকার অধ্যয়ন প্রণালীর সুর আবার একবার কষে বেঁধে দিয়ে এলুম। এই অল্প কয়দিনের মধ্যে ছেলেদের এত উন্নতি হয়েচে যে মাষ্টারদের চোখ ফুটেচে। আবার ছুটির আগে একবার গিয়ে পরীক্ষা করে নেব।'[৭৯]

কিন্তু কিছু অতৃপ্তিও ছিল। *18 Aug [বুধ ১ ভাদ্র] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন: 'এখানে এসে গল্পটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাব ভেবেছিলুম— সে হলনা। এখানে এলেই কাজের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে যাই— লেখায় মন দিতে পারি নে। গল্পটাকে ওর অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত যতক্ষণ না পৌঁছে দিতে পারি ততক্ষণ মনটা ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। সংসারে বাস্তবের অভাব নেই তার উপরে আবার এই সব অবাস্তবের বোঝা।'[৮০] শান্তিনিকেতনে ঘরে-বাইরে-র কিস্তি লেখা সম্ভব হয়নি, শিলাইদহে গিয়ে সেটি রচিত হয়।

20 Aug [শুক্র ৩ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখেন:

A spirit of restlessness is upon me and I have been longing to get away somewhere. I think it is my effort to get out of my outer skin which has grown dry and dead. I must feel myself afresh in a fresh sky. I am too much with men here who want me for various purposes. ...Really one can give more when one is asked less. To be useful you have to adapt yourself to others and thus you kill your own truth. It is a fearful wastage.[৮১]

—কিন্তু এই কথা বলেও তিনি নানাবিধ দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ইতিমধ্যে তাঁর দুটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। 7 Aug [শনি ২২ শ্রাবণ] তিনি এই বিষয়ে ম্যাকমিলানকে লিখেছিলেন: 'Two of my Mss. are ready, one containing Lyrics of love and life and the other poems of the Gitanjali type. They are respectively named Lover's Gift, and Fruit Gathering— I shall send them to you if you think that the present time is not unfavourable for their publication.'[৮২] একই খবর 20 Aug রোটেনস্টাইনকে দিয়ে লেখেন: 'This-time I shall have to brave the risk of publishing them with all their imperfections unaltered, except errors of grammar and idiom.'[৮৩] 31 Aug [মঙ্গল ১৪ ভাদ্র] তিনি ইয়েট্‌স্‌কে লেখেন: 'I am arranging to send you typescript copies of two of my books of translations for your criticism, ...I think you will find in them better mastery of your language which I owe to your guidance.' মেরী লাগো চিঠিটির উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন: 'Tagore, expressing increased confidence in his command over English usage, sent copies also to Yeats.'[৮৪] নিজের ইংরেজি-জ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো অহংকৃত ধারণা ছিল না— বস্তুত জামাতা নগেন্দ্রনাথ একটি স্কুলপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধনের জন্য তাঁর কাছে পাঠালে তিনি ২০ শ্রাবণ [বৃহ 5 Aug] লেখেন: 'আমি নিজে কোনোমতে অন্যমনস্ক হয়ে ইংরেজি লিখে ফেলি কিন্তু ইংরেজির গলদ আমার চোখে পড়ে না— অর্থাৎ ভেবেচিন্তে কিছু করতে গেলেই বাধা লাগে। আমি যেটুকু ইংরেজি জানি সে অজ্ঞানে। সজ্ঞানে নয়।'[৮৫] এমন-কি 13 Aug [শুক্র ২৮ শ্রাবণ] ম্যাকমিলানকেও লেখেন: 'Though I have ventured to write English, and so far have had the good luck to be appreciated by your readers it is a subconscious process with me'. এ সত্ত্বেও তিনি যখন অপরিবর্তিত আকারে নিজের ইংরেজি রচনা ছাপাতে মনস্থ করেন, তখন তার কারণ 'increased confidence' নয়, চিরোলের নিন্দাবাদ ও ব্রিজেসের অভব্যতাই তার কারণ। উল্লেখ্য, বহুবিধ উপরোধের কাছে নতিস্বীকার করে ইয়েট্‌স্‌কে লেখা উক্ত চিঠিতেই তিনি ব্রিজেসের সংস্কার মেনে নেন: 'I feel now I ought to allow him to make use of my poem as he wished— especially after your recommendation.' ইয়েট্‌স্‌ খোঁচাটি নিঃশব্দে হজম করেননি, বহুদিন মনে রেখে *Oxford Book of Modern Verse* [1936]-এ ব্রিজেসের পাঠটিই সংকলন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ * 18 Aug [১ ভাদ্র] প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'আমি খুব সম্ভব কাল কলকাতায় যাব'— কিন্তু তাঁর যাওয়া হয়নি। আর-এক উপরোধে তিনি কলকাতায় এলেন ৮ ভাদ্র [বুধ 25 Aug]। পরদিন তিনি মীরা দেবীকে লিখেছেন: 'কাল আনন্দমোহন বসুর মৃত্যুবাসরের স্মরণসভায় আমাকে বোলপুর থেকে টেনে নিয়ে এল। ওভারটুন হলে সভা— ঠাসাঠাসি লোকের ভিড়— দরজা ঠেলাঠেলি মারামারি গোলমাল— কি ভাগ্যি আমার বক্তৃতার সময় চুপচাপ ছিল— কিন্তু এই ভাদ্রমাসের গরমে দেড়ঘণ্টাকাল কি করে যে এই ভিড় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহ্য কষ্টস্বীকার করলে আমি ভেবে আশ্চর্য্য হই।'[৮৬] 25 Aug কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ Ananda mohan Anniversary উপলক্ষ্যে রবিবাবুর বক্তৃতা— Y.M.C.A. Hall, খুব ভিড়, জায়গা পেলুম না।'[৮৭] আনন্দমোহন বসুর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলেজ স্ট্রীটের ওভারটুন হলে

রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায়, *The Amrita Bazar Patrika* [27 Aug]-র বিবরণ অনুযায়ী, জগদীশচন্দ্র বসু, নীলরতন সরকার, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বি. এল. চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর প্রস্তাবে ও প্রমথনাথ তর্কভূষণের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি পদে বৃত হবার পর সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আনন্দমোহন-স্মরণে লিখিত একটি কবিতা পাঠ করেন। ডাঃ রামকৃষ্ণ আচার্যের প্রবন্ধ পাঠের পর 'The President then stood up amidst loud cheers and delivered his thoughtful and sentimental speech of which the subject matter was the abandonment of narrowness of our mind and adoption of high ideals whether coming from away or home.' ভূপেন্দ্রনাথ বসু-উত্থাপিত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণের পর সভা শেষ হয়।

Indian Messenger [29 Aug/ 420] পত্রিকায় ভাষণটির একটি দীর্ঘতর বিবরণ মুদ্রিত হয়:

Sir Rabindra Nath struck a profound note of humanity. India's soul is ever-living and responsive— responsive to all the waves of influences of other types of civilisation and other forms of religions and spiritual life, assimilating them in order to evolve a new order out of itself. Many great souls of India from Raja Ram Mohun Roy have worked in the measure of their powers in order to bring about this call of the new age. Mr. Bose was sensitively responsive to this call of the new age and would look at all the questions from the vantage-ground of a larger humanity with a larger outlook. Every time the President had the occasion to see him, there was talk only about the country and her needs, which ended with an appeal to him to compose and sing such songs as would be on the lips of all in even the remotest corners of the country to stir them to a new life and to pour a new spirit into their hearts.

১১ ভাদ্র [শনি 28 Aug] বিচিত্রার একটি বৈঠক হয়। কালিদাস নাগ লেখেন: 'সন্ধ্যায় সকলে জোড়াসাঁকোয় জমা গেল— কবি তার 'রাজার' প্রথম পাণ্ডুলিপিখানি পড়লেন— কিছু২ নুতন[য] পাওয়া গেল।'[৮৮] দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী কাজ শুরু করেছিল; কালিদাস নাগ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: '2nd batch of workers পাঠান হয়েছে —টাকা খুব দরকার— কবি reading দিয়ে কিছু টাকা তুলে দিতে রাজী হয়েছেন।'[৮৮] এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় না।

দীর্ঘকাল সিমলায় কাটিয়ে অ্যান্ডরুজ শান্তিনিকেতন হয়ে ৯ ভাদ্র [বৃহ 26 Aug] কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। ইতিমধ্যেই তিনি ফিজি দ্বীপে ভারতীয় কুলিদের চুক্তিদাস প্রথা রোধ করার সংকল্প নিয়ে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। চুক্তিদাস ও ভারতীয় নারীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা জানিয়ে তিনি 5 Jul [২০ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: '...the burden of the indentured coolies in all their misery came upon me ...An intense longing came upon me to start out at once and see it all and I even tried to find a steamer that would take me.'[৮৯] এই বিষয়ে তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গেও কথা বলেন। 9 Aug [২৪ শ্রাবণ] তিনি আবার লেখেন: 'A dread surmise has come to me again

and again that I might have to go to Fiji after all, but it does not loom above the horizon yet ...and to go there all alone ...I could hardly face that at present!'[৯০] দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ফিজিতেও তিনি পিয়র্সনকে সঙ্গী করে নেন— 28 Aug [১১ ভাদ্র] পিয়র্সন নগেন্দ্রনাথকে জানান: 'I'm going to the Fiji Islands with Andrews to see what can be done to do away with the Indenture system. We leave by a boat from Colombo on September 26th.'[৯১] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে অ্যান্ডরুজ নিশ্চয়ই এইসব পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ পতিসর ও শিলাইদহ পরিদর্শনের জন্য রওনা হন— তারিখটি নির্ধারণ করা যায়নি। *18 Aug [১ ভাঁদ্র] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'আমিও শীঘ্রই আর একবার শিলাইদহ ও পতিসরে গিয়ে বিভাগের কাজকর্ম পরিদর্শন ও আলোচনা করবার সংকল্প করেচি। বিভাগটাকে সচল ও সফল করবার দিকে আমার একটু বিশেষ ঝোঁক আছে।' কালীগ্রাম পরগনা ঘুরে শিলাইদহে এসে 'বুধবার' [২২ ভাদ্র: 8 sep] তাঁকেই লেখেন: 'কালিগ্রাম ও বিরাহিমপুরে যাতে বিভাগের কাজে কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা না থাকে আমি সেইজন্যে বিশেষভাবে লেগেছি। এ পর্য্যন্ত যে সব অনিয়ম ও নিষ্ফলতা ঘটেচে সে কেবল যোগ্য লোকের অভাবে। আমি কিছুতেই আর সে রকম ঘট্‌তে দেব না। ...আমি এবার কালিগ্রামে প্রত্যেক বিভাগে ঘুরেচি'।[৯২] এর পরে তিনি কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে নানাবিধ প্রস্তাব করেছেন।

এই ভ্রমণ ও কাজকর্মের মধ্যেই তিনি 'ঘরে-বাইরে'-র কিস্তি লিখে ফেলেন; উক্ত পত্রেই লেখেন: 'ভাদ্র কিস্তির "ঘরে বাইরে" রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে কাল মণিলালের কাছে পাঠিয়েচি। ...আমি এ যাত্রায় এখানে এসে কিছুমাত্র ছুটি পাইনি— দিনরাত টোঁটোঁ এবং বক্‌বক্‌ করতে হয়েচে।'

শিলাইদহে এসে তিনি পল্লী-উন্নয়নের ভাবনা ও কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন; 7 Sep [মঙ্গল ২১ ভাদ্র] অ্যান্ডরুজকে সেখানে আহ্বান করে যে পত্রটি লেখেন, তার প্রকৃত মূল্য এই দিক দিয়েই। সরকারি কৃষিবিভাগে জামাতা নগেন্দ্রনাথের কর্মসংস্থান নিয়ে তিনি ও অ্যান্ডরুজ উভয়েই সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন:

You know how anxious I feel about Nagendra's getting appointment in his own line. It is not simply for Nagendra's sake. Since I have been touring this time in villages I have been feeling strongly the need of an Indian in some responsible position in the agriculatural department in Bengal. Our peasants are still going by their habits in the production of crops and the resources of the soil are not being fully worked out. They don't grow potatoes where potatoes have never been grown though conditions are favourable in this place. Vegetable gardening, however profitable, is altogether neglected simply because of their inertia. What is needed is a man in authority going about the country talking to the cultivators, giving them advice and taking care that his advice is followed. Pamphlets about manuring and other agricultural subjects should be written in simple Bengali and distributed in village centres. This was my idea when I sent Rathi to study agriculture. I hoped I should be able to prove that it was in our power to look after our country's good outside the Government. I have to

confess my failure but the need is still there to thoroughly rouse our cultivators to get what they can from the soil, to try intensive culture and some modern methods of cultivation suitable for this country. The Agricultural department want men who not only have sympathy for the people but can talk and write in this language. This department so long has not been in real touch with the peasant population of the country and this makes me wish all the more strongly that Nagen should be successful in getting the post of the Deputy Director of Agriculture which has fallen vacant and which is not altogether beyond the aspiration of an Indian candidate.[৯৩]

রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে কৃষিজীবী মানুষের সমস্যার কথা জানতেন ও তার প্রতিকারের পন্থা নিয়ে ভেবেছেন, এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। দেশোদ্ধারব্রতী রাজনৈতিক নেতারা এর সামান্য শতাংশও বোধ করতেন কিনা সন্দেহ।

শিলাইদহ থেকে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ২৪ ভাদ্র [শুক্র 10 Sep]। আগের দিন তিনি মীরা দেবীকে লেখেন: 'এবার কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুর ঘুরে কাল কলকাতায় ফিরে যাচ্চি। সেখানে দুই একদিন থেকেই বোলপুরে যাব— বোলপুরে এবার শারদোৎসব হবার কথা আছে— হয়ে উঠবে কিনা জানিনে।'[৯৪]

২৫ ভাদ্র [শনি 11 Sep] তিনি বিচিত্রার বৈঠকে যোগ দেন; কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'কবি এসেছেন— প্রমথবাবু বিচিত্রায় প্রসঙ্গ তুলেছেন— শেষ হল না— আগামী শনিবার হবে'।[৯৫]

অ্যান্ডরুজ শিলাইদহে না গিয়ে রাঁচি গিয়েছিলেন; সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গেই ২৮ ভাদ্র [মঙ্গল 14 Sep] শান্তিনিকেতনে আসেন। ফিজির উদ্দেশে তাঁরা সেখান থেকে রওনা হন ৩০ ভাদ্র [বৃহ 16 Sep] তারিখে । 15 Sep পিয়র্সন তাঁদের ভ্রমণসূচি নগেন্দ্রনাথকে লিখে পাঠান: 'I start on my journey to-morrow night going direct to Bombay via Calcutta and sailing from thence for Colombo....We sail from Bombay in the P & O "Medina" on September 22nd [বুধ ৫ আশ্বিন].'[৯৬] বিদায়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে রোমান হরফে গায়ত্রী মন্ত্র ও তার ইংরেজি অনুবাদ লিখে দেন, দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগেও তিনি অনুরূপভাবে দুটি মন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। অ্যান্ডরুজ এই ক'টি দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন 5 Oct [১৮ আশ্বিন] জাহাজ থেকে লেখা পত্রে:

I cannot be too glad that I came back to Bolpur for those last two days with you. In Calcutta I had received from you all the fun and laughter I needed to take with me to keep life sweet and wholesome and I knew and felt once more your tenderness also,— especially on that first afternoon when I came in by the afternoon train and stayed with you till tea time, talking over the past and hearing your thoughts about the mystery of suffering in God. But in those last two days at Shantiniketan I felt your tendemess and goodness still more deeply,— Amidst all your own tiredness you were giving us your ownself at such cost,— And we received, both of us, that message from you which we each needed; and I had a sense of completeness of preparation which I had not in my earlier parting from you, and to Willie this sense of completeness was the same. The text from the Upanishad 'Anandadhyeam khalvimani bhutani jayante' has been with me most of all up to the present while watching the laughter of the sea each day. The Gayatri mantram I still find more difficult; but I will rely on my dream, in which you initiated me as a Brahman, and will learn its inner meaning soon![৯৭]

—স্বপ্নবৃত্তান্তটি অ্যান্ডরুজ বর্ণনা করেছেন 'Novara' জাহাজে লিখিত একটি তারিখহীন পত্রে [দ্র *V.B.N.,* Jun 1972/ 276, No.91]।

বিদায় দেওয়ার পরের দিন 17 Sep [শুক্র ৩১ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে একটি চিঠি লিখলেন অদ্ভুত এক অনুরোধ জানিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সিন্ডিকেটের নির্দেশে রেজিস্ট্রার আগামী শীতে কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান করে একটি পত্র দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

Will you send me a draft letter of decent refusal, just saying how honoured I feel by their invitation, but how sorry I am to have to refuse it owing to the extreme uncertainty of my movements specially in the coming winter when I am almost sure to be absent. You know how stupid I am in writing formal letters and I feel afraid of seeming rude when I donot mean it. These are things that cause me to regret my obscurity when thrived wonderfully in the atmosphere of neglect.[৯৮]

—খ্যাতির বিড়ম্বনায় পর্যদস্ত এই ব্যক্তি-মানবের চকিত উদ্ভাসটি আমাদের চমৎকৃত করে!

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শক [৮৬৫ সংখ্যা]:

৯১-৯৫ 'পল্লীর উন্নতি' দ্র পল্লীপ্রকৃতি ২৭। ৫১৮-২৩

৯৭ 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' ['কে বসিলে আজি'] দ্র স্বর ৪৫

'বৈশাখের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত' 'পল্লীর উন্নতি' প্রবন্ধটির প্রথমাংশ শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। স্বরলিপিটি কাঙ্গালীচরণ সেন-কৃত।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২২ [৩/২]:

১৮-১৯ আমার হিয়ার মাঝে দ্র স্বর ৪১

২১-২৪ ওগো শেফালি বনের মনের কামনা দ্র স্বর ৫০

২৭-২৮ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ ছাড়ব না ভাই দ্র স্বর ৪৯

প্রথম দুটি গানের স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২ [২/৫-৬]:

২৮১-৩১৫ 'ঘরে-বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮। ২০৩-২৫

৩৪৬-৫৬ 'কৃপণতা' দ্র পরিচয় ১৮। ৫২৫-৩১

৩৫৭-৫৮ 'অজানা' ['এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো'] দ্র বলাকা ১২। ৫২-৫৩ [৩০]

৩৫৯-৬৪ 'শরৎ' দ্র পরিচয় ১৮ । ৫৩৮-৪১

৩৭৭-৮৪ 'স্ত্রীশিক্ষা' দ্র শিক্ষা র°র° ১৪ [প.ব. ১৩৯৮]। ৩৭০-৭৪

'কৃপণতা', 'শরৎ' ও 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধগুলির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে আছে [Ms.362]; 'শরৎ' প্রবন্ধের শীর্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'যদি মণিলাল/ চলে গিয়ে থাকে। এই লেখা কাত্তিক প্রেসে/ পাঠাতে হবে।/ ভাদ্র

আশ্বিনের সবুজপত্রের/ জন্য।/ একবার প্রুফ পেলে/ ভাল হয়।' 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটির শীর্ষেও তিনি লিখেছেন: 'ভাদ্র আশ্বিনের/ সবুজপত্রের জন্য।/ প্রুফ কাপির সঙ্গে। মিলাইয়া ম্যানেজার/ দেখিয়া দিবেন। আমাকে/ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই'।

কালিদাস নাগের ডায়ারি থেকে জানা যায়, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্যোগে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে তাঁরা অনেকেই এইসময়ে চাঁদা সংগ্রহে ব্যাপৃত; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এবিষয়ে কথা হয়: 'কবি reading দিয়ে কিছু টাকা তুলে দিতে রাজী হয়েছেন'। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 'কৃপণতা' প্রবন্ধটি লিখিত। দেশের কাজে অর্থসাহায্যে অনেকের কার্পণ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, এর মূল রয়েছে আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক সামাজিক গঠনে। তিনি অবশ্য এখানে সমস্যার প্রকৃতিটিই বিশ্লেষণ করেছেন, সমাধানের কোনো পথ নির্দেশ করেননি।

'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটি শ্রীমতী লীলা মিত্রের একটি পত্রের উপরে টীকা-টিপ্পনী রূপে গণ্য হতে পারে। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে তিনি লেখেন, স্ত্রীলোকের জন্য এমন শিক্ষারই আয়োজন করতে হবে যাতে তাঁরা পুরুষের সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী ও সুখে দুঃখে সহচরী হয়ে সংসারপথে তার প্রকৃত সহযাত্রী হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠির মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে লেখেন:

> যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে— শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই। ... বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?

একশ্রেণীর মেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, পুরুষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিতান্ত গায়ের জোরেই মেয়েদের উপর আনুগত্য চাপিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একথা মানেননি। তিনি বলেন, মা-হওয়া স্ত্রী-হওয়া মেয়েদের স্বভাব, ভালোবাসার টানেই তারা এইসব কর্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে— দাসীত্বের দায়ে নয়। এই সুযোগে পুরুষ যখন তাদের উপর অত্যাচার করে তখন তারা পৌরুষের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়— আমাদের দেশে তার দৃষ্টান্ত খুবই সুলভ— কিন্তু একথা মানতে হবে, মেয়েরা আপন স্বভাবগুণেই সমাজে এই ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করেছে, বাইরের কোনো অত্যাচার তাদের বাধ্য করেনি। পক্ষান্তরে সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে বেশি। কর্মক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হলে সহযাত্রী হওয়ার পথে বাধা থাকবে না।

ভারতী, আশ্বিন ১৩২২ [৩৯/৬]:

৫২১-২২ 'জীবন মরণ' ['আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে'] দ্র বলাকা ১২। ৩৯-৪০ [১৯]

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২২ [১৫/১/৬]:

৬৮৩ 'দেওয়া নেওয়া' ['তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে'] দ্র বলাকা ১২। ৩০-৩২ [১২]

প্রবাসী-র বৈশাখ ১৩২২-সংখ্যা থেকে 'হারামণি' নামক একটি বিভাগের প্রবর্তন হয় 'অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান সংগ্রহ' করে প্রকাশ করার জন্য। এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটি দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি ও গগনেন্দ্রনাথের আঁকা একটি কাল্পনিক বৃদ্ধ বাউল ও তার নবীন চেলার রঙিন চিত্র-সহ প্রকাশিত হয়। গানটির পাঠ অসম্পূর্ণ ছিল বলে সরলা দেবী-সংগৃহীত ও ভাদ্র ১৩০২-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত পাঠটি অবলম্বনে

সম্পূর্ণ পাঠ ছাপা হয় জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায়। বিভাগটি জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে ক্ষিতিমোহন সেন, প্রফুল্লকুমার চৌধুরী, কিরণচাঁদ দরবেশ, সতীশচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেকেই বাউল ও গ্রাম্যগীতি প্রেরণ করতে থাকেন, কখনও-কখনও বিতর্কও সৃষ্টি হয় পাঠ বা রচয়িতার পরিচয় নিয়ে। এরপর আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তে ৬টি 'লালন ফকিরের গান' মুদ্রিত হল, 'সংগ্রহকর্ত্তা— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। শিলাইদহে জমিদারি পরিচালনার কাজে অবস্থানের সময়ে তিনি লালন ফকিরের ব্যক্তিজীবন, তাঁর ধর্মমত ও তাঁর রচিত পদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩। ১৩৯-৪১]। অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের প্রতি আগ্রহ পোষণ করেছেন [দ্র 'বাউলের গান।/ সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা': ভারতী, বৈশাখ ১২৯০]। এই সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধেই তিনি যে-কোনো সম্প্রদায়ের গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীত সংগ্রহের জন্য পাঠককে আহ্বান করেন ও ঐ রচনাতেই নিজের সংগৃহীত তিনটি গান ছাপিয়ে দেন। পরেও নানা সময়ে তিনি এই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, প্রবাসী-র 'হারামণি' বিভাগ তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণাতেই খোলা হয়েছিল— কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে তার কোনো চিঠি এখনও পাওয়া যায়নি।

যদিও রবীন্দ্রনাথের আগে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, সতীশচন্দ্র দাস প্রমুখ অনেকেই লালন ফকিরের গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন, তবু অন্য অনেক বিষয়ের মতো রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ নিয়েই আলোচনা হয়েছে বেশি, তা কমার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত তার কারণও আছে। লালন-শিষ্যদের অনেকেরই অভিযোগ ছিল, 'সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের রবিবাবু মশায় লইয়া গিয়াছেন', এবং অনেক প্রার্থনা সত্ত্বেও তা তিনি ফেরৎ দেননি। এমন অভিযোগও তাঁরা করেছেন, 'গীতাঞ্জলি' রচনার মূলে লালনের খাতার প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে বহুদিন ধরেই লালন-গীতির অনুলিপি করা দুটি খাতা ছিল [Mss. 138A (i), 138A (ii)]— এর কোনো-কোনো পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরও আছে। ড সনৎকুমার মিত্র তাঁর 'লালন ফকির: কবি ও কাব্য' [১৩৮৬] গ্রন্থে এই খাতার গানগুলি মুদ্রিত করেছেন— কিন্তু প্রবাসী-তে সংকলিত মাত্র ৮টি পদ এই খাতায় পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ড শক্তিনাথ ঝা 'ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল ও শিল্প' [1995] গ্রন্থে কৃষ্ণ কৃপালনীর কাছে সংরক্ষিত আর-একটি খাতা অবলম্বনে লালন-গীতির যে সংকলন প্রকাশ করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত ২০টি গানই আছে। ড ঝা সিদ্ধান্ত করেছেন, জনৈক জগৎ বিশ্বাস-কর্তৃক ১২৯৯ সালে অনুলিখিত এই খাতাটি অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ পদগুলি সংকলন করেন। যেহেতু খাতাটি রবীন্দ্রনাথের নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনীর কাছে ছিল এবং এতে কোনো ব্যক্তির হস্তাক্ষরে 'MS of Baul Songs/ (collected by Tagore?)/ rare' লেখা আছে, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিকও নয়। ড ঝা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে জানিয়েছেন, খাতাটি অন্তত ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়াতেই ছিল, পরবর্তী কোনো সময়ে এটি রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে ও তিনি এটি অবলম্বনে প্রবাসী-তে 'লালন ফকিরের গান' সংকলন করেন। ড ঝা-র সৌজন্যে বর্তমানে খাতাটি রবীন্দ্রভবনে এসেছে [Ms. 480]। যদিও পূর্ববর্তী খাতাগুলির মতো এই খাতাটিতে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর দেখা যায় না, তবুও ড ঝা-র সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অসুবিধা নেই। তবে প্রবাসী-র পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বানান ও কোনো-কোনো স্থানে ভাষা বা শব্দেরও পরিবর্তন করেছেন— কিছু পাঠ মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই। সুতরাং তিনি অন্য-কোনো পাঠ পর্যালোচনা করেছিলেন কিনা, এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২ [৩/৩-৪]:

৩১-৩২ ওদের সাথে মেলাও দ্র স্বর ৪১

৩৩-৩৪ তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে দ্র স্বর ৪

৩৪-৩৬ মেঘের কোলে রোদ হেসেছে দ্র স্বর ৫০

৪৩ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ রাজা মহারাজা কে জানে স্বর ৪৯

৪৫-৪৬ রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী দ্র স্বর ৪১

৪৭-৪৯ জানি জানি গো দিন যাবে দ্র স্বর ৪১

৪৯-৫১ ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু দ্র স্বর ৪৩

'তোমারি গেহে' গানটির স্বরসন্ধি ও স্বরলিপি রচনা করেন অশোকা দেবী, বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়া অন্য গানগুলির স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী।

মীরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'বোলপুরে এবার শারদোৎসব হবার কথা আছে'— ১ আশ্বিন [শনি 18 Sep] ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়কেও শান্তিনিকেতন থেকে লেখেন: 'ছুটির পূর্ব্বে ছেলেরা এখানে শারদোৎসব অভিনয় করতে চায় তাই আমাকে ব্যস্ত করে তুলেচে।'[৯৮] 23 Sep [বৃহ ৬ আশ্বিন] অ্যান্ডরুজকে লিখলেন: 'I am going on with the rehearsal, and rather like it. For it gives me opportunity to come close to the little boys, who are a perpetual source of pleasure to me:'[৯৯] রেভারেন্ড টমসনকে 18 Sep লিখেছিলেন: 'Our school closes on 11th October— you won't find me here if you come after that.'[১০০] অভিনয় হত সাধারণত ছুটির দু'একদিন আগে— কিন্তু তিনি অভিনয় অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি। উক্ত 23 Sep-ই টমসনকে লিখলেন: 'Tomorrow I shall be starting for Calcutta where I have an engagement on Monday.'[১০০] সেখান থেকেই ১৪ আশ্বিন [শুক্র 1 Oct] তিনি কাশ্মীর রওনা হন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের কথা চলছিল অনেকদিন ধরে— রোটেনস্টাইনের এ বিষয়ে আগ্রহ ছিল, ম্যাকমিলানও এর জন্য তাঁকে চাপ দিচ্ছিলেন। বাধা দেওয়া সত্ত্বেও রজনীরঞ্জন সেনের অনুবাদ প্রকাশ ও আমেরিকায় বসন্তকুমার রায়ের অননুমোদিত অনুবাদ ছাপা হওয়ার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথও তাই চাইছিলেন। 1914-এর গোড়ায় তিনি ভেবেছিলেন, অ্যান্ডরুজ বিদেশ থেকে ফিরে আশ্রমের কাজে যোগ দিলে তাঁর সাহায্যে অন্যের অনূদিত গল্পগুলির সংস্কার ও নূতন কিছু গল্পের অনুবাদ করে তিনি একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে পারবেন। তখন টমসন কয়েকটি গল্প অনুবাদ করতে চাইলে তিনি এই কারণেই তাঁকে নিরস্ত করেন। অ্যান্ডরুজ আসার পর কাজ কিছুটা এগিয়েছিল। কিন্তু তার পরে উভয়েরই অস্থিরচিত্ততার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। আলোচ্য সময়ে ম্যাকমিলানের কাছ থেকে আবার তাগিদ আসায় তিনি 18 Sep [১ আশ্বিন] টমসনকে লিখলেন: 'It will be a great help to me if you can translate some of my short stories— for Macmillans are pressing me for them. Some I have got ready but more is required.'[১০০] টমসনের সম্মতি পেয়ে 23 Sep তাঁকে জানালেন: 'The following stories have been

translated:- কাবুলিওয়ালা, জয়পরাজয়, দৃষ্টিদান, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, আপদ, জীবিত কি মৃত [য], ঠাকুর্দ্দা, আষাঢ়ে গল্প, বৈষ্ণবী [বোষ্টমী] (from সবুজপত্র)। Please make your own selection, for it is difficult for me to know which of my things will be palatable to English taste.'[১০০] 27 Sep [সোম ১০ আশ্বিন] কলকাতা থেকে তাঁকে লিখলেন: 'You are right in your criticism of মেঘ ও রৌদ্র। I haven't got my books about me so I can not be positive, but is it impossible to leave out the first two incidents only keeping the last one for the sake of the story?'[১০০] এর থেকে মনে হয়, টমসন 'মেঘ ও রৌদ্র' অনুবাদ করার কথা ভেবেছেন ও রবীন্দ্রনাথ গল্পটির অঙ্গচ্ছেদের কথা মেনে নিয়েছেন। এর পরে তিনি লেখেন: 'I shall be glad if you try ক্ষুধিত পাষাণ। Some of my manuscripts are in Bolpur—however I shall try to send you a copy of my translation of "জয় পরাজয়"।'[১০০] টমসন-কৃত 'সুভা'-র অনুবাদ পেয়ে পরের দিনই [28 Sep] তাঁকে লিখলেন: 'Your translation of সুভা is beautifully done, the spirit of the original being well preserved in the English rendering. I am highly satisfied with it.'[১০০] 'মধ্যবর্তিনী' গল্প অনুবাদের কথাও হয়তো টমসন লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখলেন: 'মধ্যবর্ত্তিনী I leave myself but do you think it will be acceptable in its English rebirth? If you have time and the mood please read some of my longer stories, such as সমাপ্তি, অতিথি, ডাক্তারবাবু [?নিশীথে] and others and select those you like best.'[১০০] এরপর তিনি আবার লেখেন 19 Dec [রবি ৩ পৌষ]: 'Just got a letter from Macmillans. They want my stories without delay, for there are rumours of the appearance in the United States of a volume of unauthorised translations. They are glad to learn from you your willingness to help in this work.... Will it be possible for you to get ready some of my stories in English soon?'[১০০] ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের দ্বারা কৃত কয়েকটি অনুবাদও তিনি টমসনকে পাঠিয়েছিলেন ভাষা-সংস্কারের জন্য। 5 Jan 1916 [২০ পৌষ] তাঁকে লিখলেন: 'I have promised Macmillans some stories by the next mail. If you send me some of Suren's translations revised I shall be able to redeem my words. ...I send you some more of my stories translated by various hands.'[১০০] 13 Jan [২৮ পৌষ] লিখলেন: 'Thanks. I have got your version of জীবিত ও মৃত and sent it to Macmillans.'[১০০]

এই বিষয়ে তিনি ম্যাকমিলানের সঙ্গেও পত্রালাপ করছিলেন; 15 Nov [২৯ কার্ত্তিক] লেখেন: 'Translating my prose stories into English is a difficult task for me but having them translated by others is hardly satisfactory. I am waiting to take up this work when I shall be able to leave India for a while and be comparatively free from demands of my countrymen for original Bengali works. One story I have already translated myself and a few others from other sources are waiting for my revision.'[১০১] 31 Dec [১৫ পৌষ] লিখলেন:

I tried to have my stories translated by others but they did not satisfy me. I tried one myself but I have very little time for any translation work while in India, and I doubt whether I have sufficient command of English to do it well. Rev. Thompson has promised to help me and he has already translated one which I like very much. However, I shall send you some stories by the next mail— but please consider them carefully rejecting them if they are not up to the mark according to your critic.[১০১]

'Translated from the original Bengali by various writers' পরিচিতি-সহ রবীন্দ্রনাথের তেরোটি গল্পের অনুবাদ *Hungry Stones and other Stories* নামে 1916-এর শরৎকালে প্রকাশিত হয়। 'Preface'-এ লেখা হয়:

The stories contained in this volume were translated by several hands. The version of *The Victory* is the author's own work. The seven stories which follow it were translated by Mr. C.F. Andrews, with the author's help. Assistance has also been given by Rev. E.J. Thompson, Panna Lal Basu, Prabhat Kumar Mukerji and the Sister Nivedita.

এর থেকে জানা যায়, 'Once there was a King' ['অসম্ভব কথা'] 'The Home-coming' ['ছুটি'], 'My Lord, the Baby' ['খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'], 'The Kingdom of Cards' ['একটি আষাঢ়ে গল্প'], 'The Devotee' ['বোষ্টমী'], 'Vision' ['দৃষ্টিদান'], 'The Babus of Nayanjore' ['ঠাকুর্দা'], রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে অ্যান্ডরুজ অনুবাদ করেন। 'The Cabuliwallah' নিবেদিতা-কৃত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'We crown Thee King' ['রাজটীকা'] ও 'The Renunciation' ['ত্যাগ'] অনুবাদ করেন, 'The Hungry Stones' ['ক্ষুধিত পাষাণ'] অনুবাদ করেছিলেন পান্নালাল বসু। 'Living or Dead?' ['জীবিত ও মৃত'] যদিও 23 Sep-এর তালিকায় আছে, তবুও 13 Jan-এর চিঠিতে টমসনের অনূদিত পাঠটি ম্যাকমিলানকে পাঠানোর উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় তাঁর অনুবাদটিই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। 'Subha' পরবর্তী সংকলন *Mashi and other Stories* [1918]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। সুরেন্দ্রনাথ-কৃত 'The Castaway' ['আপদ'] টমসনের দ্বারা পরিবর্ধিত ও সংস্কৃত হলেও গ্রন্থটিতে কোনো স্বীকৃতি-মূলক ভূমিকা সংযোজিত হয়নি।

কিন্তু এর ফলে টমসন যে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ সেকথা একবারও চিন্তা করেননি। অনুবাদকের নাম প্রকাশ সম্পর্কে তিনি 24 Feb 1916 [১২ ফাল্গুন] টমসনকে লেখেন: 'Of course, I will insist upon the translator's names being published with my stories— is there the slightest chance of their being omitted.'[১০২] ক্ষিতীশচন্দ্র সেন-সংক্রান্ত ঘটনার পর তাঁর এবিষয়ে বোধহয় অধিকতর সচেতন থাকা উচিত ছিল। উপরে উদ্ধৃত ম্যাকমিলানকে লেখা তাঁর চিঠিতে [31 Dec 1915] দেখা যায়, গল্পগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তিনি প্রকাশককে সমর্পণ করেছিলেন। ম্যাকমিলান উক্ত বিষয়ে টমসনকে যা লিখেছিলেন, টমসন তা উদ্ধৃত করেন বন্ধু P.C. Lyon-কে লেখা 4 Jun 1916 [২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩]-এর চিঠিতে:

As to Sir R.T.'s stories, we submitted them by the author's express wish, to a thoroughly competent literary critic, who found that they need v. thorough revision before they cd. be printed, & this being so we do not feel that it wd. be desirable to insert the names of the translators, much of whose work has had to be drastically altered. If the author approves, a short preface might mention the names of those who have assisted him, but this we shall leave to his judgement.[১০৩]

—প্রথম সংকলনটিতে তবু একধরনের স্বীকৃতি আছে, দ্বিতীয়টিতে তাও নেই!

সুতরাং টমসনের ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল; তিনি সেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্ত্রী Theodosia-কে লেখা 24 Sep 1920 [৮ আশ্বিন ১৩২৭]-এর পত্রে:

As to Macmns. you know the story. How, 5 years ago, they alleged an American pirated edn. was comg. out, so worried Tag[ore]. He asked me to revise his stories ...I said I wd., on 3 conditns. 1, that he come up to Bankura, & so fulfil a promise he had broken time out of reckong. 2, that he take a sheer rest (he said he was going to have a breakdown, if he did the work himself; & he looked jolly ill). 3, that he did the decent thing, since the translators were gettg. nix [nothing], they shd. at least have their work acknowledged. ... Well, he never came to B'kura, but broke his word at the last minute; he used the time I set free to write a long, new novel. I don't think there was deliberate budmashi; it's just his unconscious way. ...I wrote to Macmns., at his suggestn., about their mentiong. the names. ...Havg. got the stories, they said ... they needed 'drastic revisn.' therefore it wasn't proposed to mention the names of those who had 'assisted the author'. ...They made a song about Andrews' help in *Hungry Stones* (he knowg. *no* Bengali) but ignored me, didn't even send a copy.[১০৪]

লক্ষণীয়, টমসন এখানে রবীন্দ্রনাথের আচরণ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তাঁকে দুষ্টবুদ্ধির দায়ে অভিযুক্ত করেননি। ম্যাকমিলান বা অ্যান্ডরুজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অবশ্য অনুকূল নয়। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের হয়ে অ্যান্ডরুজই অনেক সময়ে ম্যাকমিলানের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন।

অন্তর্বর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন বাঙালি কবির কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে দেখা যায়। ফিজি-যাত্রী পিয়র্সনকে তিনি 23 Sep [বৃহ ৬ আশ্বিন] লেখেন: 'I send you two pieces of translation I have done from Satyendra Datta, and with them my love.'[১০৫] এর পর 'A Posy' ['My flowers were like milk and honey and wine'] 'Champa' ['I opened my bud when April breathed her last'] অনুবাদ-দুটি প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পরে এগুলি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে লেখেন: 'সত্যেন্দ্র দত্তের দুটো কবিতার তর্জ্জমা করে একজন আমার ডেস্কের উপর রেখে গেছে— কোনোমতেই আত্মপরিচয় দিতে চায় না— সেইজন্যেই তার নাম ফাঁস করতে পারলুম না, মনে দুঃখ রইল। যদি Modern Reviewতে চলে

তাহলে অনুবাদকের উৎসাহ বাড়তে পারে।’[১০৬] পরে ‘আনুমানিক ২০শে আশ্বিন’ [*9 Oct] শ্রীনগর থেকে রামানন্দকে লেখেন:

...আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শান লাগিয়া ঈর্ষ্যার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রের পক্ষেও ভালো হইবে না, আমার পথও কণ্টকিত হইবে। তা ছাড়া কর্ম্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে— অনেক বন্ধু ও অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন— সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অবন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে।[১০৭]

এইজন্যই মডার্ন রিভিয়্যু-র Nov 1915 [pp.560-61]-সংখ্যায় অনুবাদগুলি ‘Translated by a Poet’ পরিচয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে *Lover's Gift & Crossing* [1918] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে অনুবাদকের পরিচয়টি অবশ্য গোপন থাকেনি।

এইরূপ অনুবাদকের কাজ তিনি আরও কিছুদিন করেছিলেন। *24 Oct [রবি ৭ কার্তিক] শ্রীনগর থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন:

অশোকগুচ্ছ ঘেঁটে ঘেঁটে দুটো কবিতা তর্জ্জমার মত পাওয়া গেল। দ্বিজুরায়ের মন্দ্রের কবিতা ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার মত শক্তি আমার নেই। অর্থাৎ ওতে যে রকম ইংরেজির দরকার আমার বিদ্যেয় তা কুলোবে না। একটা একটু সুরু করেছিলুম কিন্তু এমন ঠেকে গেল যে ঠেলে তুল্‌তে পারলুম না। তাই দ্বিজুরায়ের “আলেখ্য” থেকে একটা কবিতা তর্জ্জমা করলুম, আরো অন্তত একটা করতে পারলে খুসি হতুম কিন্তু শক্তি নেই। আর দু চারজন আধুনিক কবির কাব্য পাঠালে না কেন? অন্তত আমার উচিত হবে তাদের কিছু তর্জ্জমা করা— নইলে তারা পীড়া বোধ করবে।[১০৮]

এই চিঠির সঙ্গে তিনি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ‘অশোকগুচ্ছ’ থেকে দুটি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আলেখ্য’ থেকে একটি কবিতার অনুবাদ পাঠিয়ে দেন। ‘The Young Mother’ নামে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটি এবং ‘The Maiden's Smile’ ও ‘My Offence’ নামে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা-দুটির অনুবাদ অনুবাদকের নাম-সহ মডার্ন রিভিয়্যুর যথাক্রমে Dec 1915 [p.680] এবং Mar 1916 [p.345]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। তাঁর কৃত দেবেন্দ্রনাথের আর-একটি কবিতার তর্জমা “The Unnamed Child’ নামে পত্রিকাটির Apr 1916 [p.498]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত পত্রে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: ‘দ্বিজুরায়ের কবিতা তুমি নিজে তর্জ্জমা করবার চেষ্টা কোরো— তোমার কলমে হয়ত আস্‌তে পারে।’ পরে ২০ কার্তিক [শনি 6 Nov] তাঁকেই লেখেন:

তোমাকে গোটাকতক ইংরেজি তর্জ্জমা পাঠিয়েছি। তোমার কাজে লাগ্‌বে কি না জানিনে। ...যদি আর কোনো কবির কোন কবিতা তর্জ্জমা করাতে চাও তাহলে ফর্‌মাস কোরো। আমার যেটুকু পুঁজি তার দ্বারা সকল রকমের তর্জ্জমা আমার হাতে আসে না। যেগুলো Lyrical সেইগুলোই কতকটা পারি— কিন্তু জিনিষটা যথার্থ ভালো হলেই তর্জ্জমাও ভালো হয় সে কথা বলাই বাহুল্য— নইলে অনেক মস্‌লা মেশাতে হয়। তুমি নিজে কতকগুলো তর্জ্জমা করবার চেষ্টা করে দেখো।[১০৯]

একটি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে [Ms.77] অনুবাদগুলির খসড়ার সন্ধান মেলে। এটি একটি রুল-টানা এক্সারসাইজ বুক। প্রথম পাতাটি সম্ভবত গোড়ায় ফাঁকাই ছিল, পরে রবীন্দ্রনাথ দুটি আলাদা পেনসিলে দুটি স্ফুলিঙ্গ-জাতীয় কবিতা লেখেন: ‘হেথায় আকাশ সাগর ধরণী’ [দ্র স্ফুলিঙ্গ (১৩৯৭)। ৪২০] ও ‘রবি যায় পশ্চিমের সমুদ্রে পার/পূর্ব্ব দিগন্তের পানে রাখি নমস্কার’— হয়তো 1916-এ জাপান থেকে আমেরিকা যাত্রার সময়ে লেখা। তৃতীয় পৃষ্ঠাতেই ‘From Satyendra Dutt's Harvest of Flowers’ [‘ফুলের ফসল’, ১৩১৮] ‘A Posy’ [‘তোড়া’: ‘দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে’] ও চতুর্থ পৃষ্ঠায়। ‘Champa’ [‘চম্পা’: ‘আমারে ফুটিতে হ’ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে’] কবিতা-দুটি অনূদিত হয়। সপ্তম থেকে একাদশ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে

অনুবাদ করেন দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ' থেকে 'যুবতীর হাসি' ও 'সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান' এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' থেকে 'নূতন মাতা' কবিতাগুলি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতাও তিনি অনুবাদ করেন, সেগুলি সম্প্রতি রবীন্দ্রবীক্ষা-২৯ [শ্রাবণ ১৪০৩]-এ প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চম-ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় তিনি অনুবাদ করেন 'মেঘনাদ বধ' [১২৬৭] চতুর্থ সর্গ থেকে 'ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে ...রাজীব; নয়নমণি' [১১৮-৫৬ ছত্র] অংশটি। অনুবাদটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

Like a pair of doves, nestling in the leafy seclusion of an ancient tree, the lord of forest, we dwelt in the depth of the Panchavati grove, whose peaceful solitude was like a shadow of paradise thrown upon the earth Lakshman, full of watchful wisdom, and ready service gathered fruits and flowers from the ever-renewing stores of the forest. My lord would go out hunting, though with merciful reluctance, for his heart, as is known to the world, is full of compassion for all living creatures.

এছাড়াও ষষ্ঠ ও সপ্তম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' [১২৭৩] থেকে 'পরিচয়' ['যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে'] ও 'কবিবর আল্‌ফ্রেড্ টেনিসন্' ['কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে'] সনেট-দুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এগুলি তিনি কেন প্রকাশ করেননি বলা শক্ত।

এইসব অনুবাদ-কর্ম সম্ভবত কোনো বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ— যার সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। হয়তো আধুনিক বাংলা কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে একটি সংকলন প্রকাশের কথা ভাবা হচ্ছিল। উল্লেখ্য, কয়েক বছর পরে বাঙালির লেখা ইংরেজি কবিতার একটি সংকলন *The Bengali Book of English Verse* [1918] নামে Theodore Douglas Dunn-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দেন।

এরই মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি অন্তত পনেরোটি বৈষ্ণব কবিতা অনুবাদ করেন। তাছাড়া কয়েকটি বাউল গানও যে অনূদিত হয়েছিল, সেকথা জানা যায় 5 Oct [১৮ আশ্বিন] জাহাজ থেকে লেখা অ্যান্ডরুজের চিঠিতে: 'It was almost wonderful still to me to find this very thing in your reading of those Baul songs which you had translated. ... Willie has brought a typed copy of your Vaishnav translations, but I cannot feel it equally in those.'[১১০] বৈষ্ণব কবিতার অনুবাদগুলি করা হয় Ms.1-এ বলাকা, গীতালি প্রভৃতির কবিতা অনুবাদের সঙ্গে। এক্সারসাইজ বুকের মাপের [20.5x16 cm.] খাতায় লিখিত এই অনুবাদগুলির সূচনা হয়েছিল ২০ মাঘ ১৩২১ [3 Feb 1915] তারিখে লেখা 'যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল' [বলাকা ২৫] কবিতার অনুবাদ 'The boisterous spring, who once came into my life' [*Lover's Gift*, No. 33] দিয়ে। পাণ্ডুলিপির ৬৮ পৃষ্ঠায় জ্ঞানদাসের 'হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়ে' পদটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন, এর পর ৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সাতটি পৃষ্ঠায় ১৫টি পদ অনূদিত হয় [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১১। ২৯-৪২]; এর মধ্যে পাঁচটি *The Fagirive* [1921] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

বাউল গানের অনুবাদগুলি করা হয় Ms.138 (i)-এ; একটি সাদা এক্সারসাইজ বুকের ডান দিকের পৃষ্ঠায় কোনো ব্যক্তি [?ক্ষিতিমোহন সেন] কালিতে দশটি বাউল গান লিখে দেন, রবীন্দ্রনাথ বাঁ দিকের পৃষ্ঠায়

পেনসিলে তার সাতটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন— এর মধ্যে ছ'টি *The Fugitive*-এ ও একটি *Creative Unity* [1922]-তে মুদ্রিত হয় দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ [১৩৯১]। ৪৪-৫০।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গানও রচনা করেন। আমরা আগেই বলেছি, Ms.131 পাণ্ডুলিপিতে তিনি গীতালি, বলাকা ও ফাল্গুনী-র গান ও কবিতা রচনা করছিলেন— ২১ চৈত্র ১৩২১ [4 Apr 1915] বলাকা-র ৩৪-সংখ্যক কবিতা 'আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে' লেখার পর খাতাটি পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আর-একটি খাতা সংগ্রহ করতে হয়। এটি হল লন্ডনের John Walker & Co. Ltd-প্রস্তুত The Pall Mall Note Book No.3 [মাপ 22.2x16.8 cm.] —রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহণ-সংখ্যা 111— মোট ১৬৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ৯৯ পৃষ্ঠা লিখিত। ১৩২২ বঙ্গাব্দের প্রথম পাঁচ মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গদ্যলেখক ও অনুবাদক। তাই গান বা কবিতা লেখার জন্য খাতার দরকার হল ভাদ্র মাসের শেষে শান্তিনিকেতনে এসে। 'ভাদ্র/ শান্তিনিকেতন' স্থান-কাল চিহ্নিত প্রথম রচনাটি হল একটি গান: 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে' দ্র গীত ২। ৩৮৮; স্বর ১৬।

আশ্বিন মাসে, সম্ভবত প্রথম দিকেই, রচিত হল আরও চারটি গান:

'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' দ্র গীত ২। ২৯৯; স্বর ১১।

'তোমার নয়ন আমায় বারে বারে' দ্র ঐ ১। ৮; ঐ ৪৩।

'কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল দ্র ঐ ২। ৪৮৮; ঐ ১১, ১৬।

'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে' দ্র ঐ ২। ২৭৪; ঐ ১৬।

প্রবাসী-র দপ্তরে এই চারটি গান পাঠিয়ে একটি তারিখহীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লেখেন: 'চারটি গান পাঠাই— যদি প্রকাশের ভার নাও তবে নামকরণেরও ভার নিতে হবে।'[১১১] এর মধ্যে দুটি গান ['কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ' ও 'তোমার নয়ন আমায়'] পত্রিকাটির কার্তিক-সংখ্যায় ও অপর দুটি অগ্র-সংখ্যায় নাম-সহ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ৭ আশ্বিন [শুক্র 24 Sep] শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসেন। পরদিন সন্ধ্যায় বিচিত্রা-র বৈঠক বসেনি। এই সুযোগে কালিদাস নাগ তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ লাভ করেন। তিনি লিখেছেন: 'আমি একেবারে কাজের কথা পাড়লুম— প্রথমতঃ এখনকার সমালোচকের দল যেসব charges কবির নামে এনেছেন সেগুলির একটি তালিকা দিলুম এবং জিজ্ঞাসা করলুম,— "এ সম্বন্ধে আপনি কি জবাব দেন— আপনার সঙ্গে আপনার সমালোচকদের সম্পর্ক কি রকম দাঁড়িয়েছে? কি রকম সম্বন্ধইবা দাঁড়ান উচিত ছিল— লেখকের প্রতি সমালোচকের কি রকম ভাব হলে সমালোচনা যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করে তোলে?" '[১১২] নিজের জীবনের বিভিন্ন পর্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দেন [দ্র বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ। ২৩৮-৪৬]। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'সন্ধ্যাটি কবির সঙ্গে কাটল— তাঁর জীবনের মূল সূত্রটি যেন ধরিয়ে দিলেন।'

১০ আশ্বিন [সোম 27 Sep] বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে রাজা রামমোহন রায়ের ৮২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা ও সংগীতের ['ভাব সেই একে'] পর ব্যারিস্টার প্রশান্তকুমার সেন রামমোহনের জীবন ও বাণী সম্পর্কে ভাষণ

দেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে যা বলেন, তার সঙ্গে কালিদাস নাগের কাছে বর্ণিত জীবনকথার বিশ্লেষণের মিল আছে। তিনি বলেন: 'এ পর্যন্ত আমরা তাঁর স্মৃতিসভায় কেউ তাঁর রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজসংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক-একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুকরো টুকরো করে কোনো মহৎচরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সংগীতের মতো বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না।' 'ভাব সেই একে'— এই সংগীতেই তাঁর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা যেন ধরা পড়েছে।

বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণের সারমর্ম প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবনী-তে মুদ্রিত মর্ম প্রবাসী-র কার্তিক-সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গ'তে 'নব্য ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়' নামে উদ্ধৃত হয় [পৃ ১৬]— এইটিই তত্ত্ববোধিনী-র কার্তিক-সংখ্যায় 'রাজা রামমোহন রায়' [পৃ ১৩৬-৩৭] এবং ভারতপথিক রামমোহন রায় [পৃ ৭৭-৮০] গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। *The Modern Review* [Nov/ 566] 'The Indian Messenger has given a better summary (in translation) of Sir Rabindranath Tagore's Bengali address on Raja Rammohun Roy than any that appeared in any of the dailies' টীকা-সহ ভাষণটির সারমর্ম মুদ্রিত করে। ভাষণটি *The Indian Messenger* [10 Oct/ 484-85]-এ 'Sir Ravindranath at the last Rammohan Meeting' শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

জামাতা নগেন্দ্রনাথের জন্য সরকারি কৃষিবিভাগে একটি পদ সংগ্রহ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। বাংলার গবর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারি W.R. Gourlayর সঙ্গে কথা বলে ১৩ আশ্বিন [বৃহ 30 Sep] তিনি নগেন্দ্রনাথকে লেখেন:

> পর্শু Gourlayর সঙ্গে তোমার বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা হল। সে বল্লে Imperial Service India Governmentএর হাতে নেই। যদি তুমি Secretary of Stateএর কাছে দরখাস্ত কর সে দরখাস্ত এখানকার গভর্মেন্টের হাতে আসবে। গভর্মেন্ট কখনই কোনো outsiderকে recommend করবে না। যদি কোনো ভারতবর্ষীয়কে এই কাজ দেয় তবে এমন কাউকে দেবে যে গভর্মেন্ট সার্ভিসে আছে, নইলে সেই অন্যায় নিয়ে একটা মহা গোলমাল পড়ে যাবে— অতদূর পর্য্যন্ত গভর্মেন্ট সহজে যেতে চায় না। আমিই বা বল্‌ব কি করে, বল্লেই বা ফল কি হবে?[১১৩]

কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীর ভ্রমণের আয়োজন করছিলেন। 30 Sep [বৃহ ১৩ আশ্বিন] কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'সকাল সকাল বেরিয়ে জোড়াসাঁকো গেলুম— কবি কাল (শুক্রবার) কাশ্মীর যাচ্ছেন — দেখা করবার জন্য— তিনি বেরিয়েছিলেন। রথীবাবুর যোগাড়-যন্ত্র দেখছি এমন সময় কবি এলেন— রামমোহন রায় এবং 'ঘরে বাহিরে' উপলক্ষে অল্প কথায় খুব দরকারি কথা হল।'[১১৪] এইদিন রবীন্দ্রনাথ টমসনকে একটি পোস্টকার্ডে লেখেন: 'My address/ Rabindranath Tagore/ C/o Dr. Jagadish Ch. Chatterjee/ Srinagar/ Cashmere.' দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, ইনি কিছুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতন এসে শৈবদর্শন বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন; এঁর সঙ্গে এসেছিলেন একজন সংস্কৃতভাষী কাশ্মীরী অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত— 'তিনিই কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। শ্রীনগরের পাদমূলে বিতস্তানদীবক্ষে টিকারীর মহারাজার 'পরীস্থান' নামক গৃহনৌকাখানি কবির জন্য নির্দিষ্ট হয়।'[১১৫]

রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীর-ভ্রমণের ইতিবৃত্তটি উপযুক্ত তথ্যের অভাবে খুবই অসম্পূর্ণ। অ্যান্ডরুজ তাঁকে লেখা একটি চিঠি কপি করে রেখেছিলেন [Ms.87], তা থেকে জানা যায়, ডাকঘর-এর ইংরেজি-অনুবাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন:

Rathi & Pratima have suddenly decided to accompany me to Kashmir. They will stay with me a very short time, leaving me in Devabratta's charge. I am going to reserve a first class carriage & there will be no trouble. Rathi will look after the arrangement of conveyances from Pindi to Shrinagar. You can absolutely trust him. We have friends here who know Kashmir almost as well as their own birthplace. Rathi is going to see them & advices & helps will be forthcoming. As for Devabratta's being shadowed and bothered by the C.I.D. people, — that would add piquancy to our adventure. I want some such expeiences to complete my record. ...If you think that it would be absolutely unsafe for Devabratta to come with me unless some special protection is handy I shall not take him with me but keep Rathi with me until I find my own way.

—তাঁদের জন্য চারটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেনা হয়েছিল, চতুর্থটি হয়তো দেবব্রতর জন্য।

১৪ আশ্বিন [শুক্র 1 Oct] রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীরের উদ্দেশে রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হন। এইদিন ক্যাশবহিতে ভ্রমণ-সংক্রান্ত অনেকগুলি হিসাব পাওয়া যায়: 'চারিখানি ১ম শ্রেণীর টিকেট রাওয়ালপিণ্ডি পর্য্যন্ত ১২৯৶° হিসাবে ৫১৬৶° তৃতীয়শ্রেণী রমণীবাবু ও উমাচরণ ২৮৶°, 'কাশ্মীর যাইবার সময় দাদাবাবু নগদ লয়েন ১০২০্'। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সহযাত্রী হন, ১১ আশ্বিন তাঁর নামে ৫০০ টাকা জমা করা হয়; যাত্রার দিন তাঁর বাবদ হিসাবে লেখা হয়: 'সুট খরিদ ৫০্ টিকেট খরিদ দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬৪ ।৶° । ১৯ কার্তিক [শুক্র 5 Nov] তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন; ক্যাশবহিতে লেখা হয়: 'মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ফেরৎ দেন দং ১৯এ কার্ত্তিক ১৭৫্'; বকেয়া দেনা মেটানো হয় ২২ কার্তিক: 'বাবু সুসেন মুখোপাধ্যায় ইন্‌শিওর যোগে কাশ্মীরে পাঠানো যায় ১০০০্'। রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, প্রতিমা দেবীর ভগ্নী কমলা দেবী ও তাঁর স্বামী হেমচন্দ্র মজুমদার তাঁদের সহযাত্রী হয়েছিলেন।

১০ আশ্বিন [বৃহ 7 Oct] রবীন্দ্রনাথ শ্রীনগর থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন; 'কাশ্মীরে আসিয়া পড়িয়াছি— বোধ করি ভালই লাগিবে। এ পর্য্যন্ত গিরিরাজের সঙ্গ পাইবার অবকাশ পাই নাই— সম্মান সৌজন্যের ব্যূহ যদি ভেদ করিতে পারি তবে কিছু আনন্দ সঞ্চয় করিব বলিয়া আশা করিতেছি।'[১১৬] একটি তারিখহীন চিঠিতে মীরা দেবীকে লিখিত বর্ণনাটি বিস্তৃততর:

দেশটা দেখ্‌তে ভাল কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভাল করে চেয়ে দেখবার সময় পেলুম না— লোকজনের উৎপাত, অভ্যর্থনার বিড়ম্বনায় আমার দিন বেজায় গোলমালে কেটে যাচ্চে— আমি একটু শান্তির জন্যেই এখানে এসেছিলুম কিন্তু বিধাতা তার পরিবর্ত্তে খ্যাতি দিলেন। এখানকার পথটা লম্বা এবং দুর্গম—রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছে আমার ও বৌমার শরীর খারাপ হয়ে একদিন পড়ে থাকতে হল, তার পরে এখানে পৌঁছে শরীরটা ভাল আছে কিন্তু লোকের ভিড়ে অস্থির আছি। দুখানা বোট নিয়ে আমরা বিতস্তা নদীর উপরে আছি। ...আমি ঠিক করেছি কাল আমার বোটে করে একলা কিছুদূরে চলে যাব— রথীরা সহরে কিছুকাল থাকতে চায়, বোধহয় দোকানবাজার ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে আছে। ...এখানেও খুব উজ্জ্বল রৌদ্র— যত ঠাণ্ডা হবে গুজব শুনেছিলুম তার কিছুই নয়। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গরম কাপড় পরতে একটু কষ্টই হয়।[১১৭]

শ্রীনগর থেকে লেখা সব চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লোকজনের ভিড় ও তজ্জনিত বিশ্রামের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু 10 Oct [রবি ২৩ আশ্বিন] রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মুডিকে লিখেছেন: 'Father is very happy here. We shouldn't be back home till about December.'[১১৮] অবশ্য নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন।

কাশ্মীরে রবীন্দ্রনাথের সভা বা সংবর্ধনা সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংবাদ এখনও সংগ্রহ করা যায়নি। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'শ্রীনগরে মহীদল কলেজের অভ্যর্থনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাকার আয়োজনকারীদের অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তী।'[১১৯]

শ্রীনগরে রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ সেনের দুটি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, *24 Oct [রবি ৭ কার্তিক] প্রমথ চৌধুরীকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বিষয়টি জানা যায় [এগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি]। এই দিনই তিনি Ms.111-এ একটি গান লেখেন: 'তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলছল' দ্র গীত ৩। ৮৯৭; স্বর ১৬। এইটিই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে বলাকা-র ৩৫-সংখ্যক কবিতায় ['আজ প্রভাতের আকাশটি এই' দ্র বলাকা ১২। ৫৬-৫৭; মানসী, মাঘ। ৬১৩, 'মানসী'] পরিণত হয়। পাণ্ডুলিপিতে যে পাতায় গানটি লেখা হয়, তার বাঁদিকের পৃষ্ঠাতে [[p.10] এটির ইংরেজি অনুবাদও করা হয়: 'The morning with its virgin gold veiled in a mist of dew' —এটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

৯ কার্তিক [মঙ্গল 26 Oct] রবীন্দ্রনাথ মার্তণ্ড মন্দির দেখতে যান। সেখানে অবস্থানকালে একটি গান রচনা করেন: 'আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায়' দ্র গীত ১। ৪২-৪৩, স্বর ১৬। পাণ্ডুলিপির 13 পৃষ্ঠায় গানটির খসড়া রচনা করে কেটে দিয়ে বাঁদিকের 12 পৃষ্ঠায় বহু পাঠান্তর-সহ গানটির বর্তমান রূপ লিখিত হয়েছে।

এরপর 15-17 পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে বিখ্যাত কবিতা 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' দ্র বলাকা ১২। ৫৭-৫৯ [৩৬]; সবুজ পত্র, কার্তিক। ৪১৮-২১, 'বলাকা'। এই কবিতাটির নামেই কাব্য-সংগ্রহটির নামকরণ করা হয়। পাণ্ডুলিপিতে স্থান-কাল নির্দেশিত হয়েছে 'কার্ত্তিক শ্রীনগর' বলে; অনুমান করা যায়, অক্টোবর মাসের বাকি দিনগুলির [27-31 Oct: ১০-১৪ কার্তিক] মধ্যে কবিতাটি লিখিত হয়। ১৯ কার্তিক রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। কবিতাটি রচনার উপলক্ষ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> কাশ্মীরে শ্রীনগরে কার্তিকের নির্মল আকাশ। পদ্মার মত ঝিলম নদী আমার পায়ের তলায়। সন্ধ্যাবেলায় ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। বোটের ছাদে বসে আছি। নদীর স্রোত কালো হয়ে গেছে, ওপারে জমাট অন্ধকার, চারিদিক নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। এমন সময় বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।[১২০]

এই ঘটনার অভিঘাতেই কবিতাটি লিখিত হয়।

কাশ্মীরে দুজন কাশ্মীরী কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত দুটি আলোকচিত্রে: '[Rabindranath] with Poet Mehrur—of Kashmir' [Rfr.79] ও 'Father with a Kashmiri Poet at Srinagar/ P.N. Maitra, P.M.G. with his back to the picture' [Rfr. 758]।

১৯ কার্তিক [শুক্র 5 Nov] কলকাতায় ফিরেই রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লেখেন:

আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার ত কিছুমাত্র ভাল লাগল না— আমি যেখানেই যাই কেবলি গোলমাল— লোকজনের উৎপাত থেকে একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই। শ্রীনগরে নৌকোয় ছিলুম— কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাইনি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। ...যা হোক্ কাশ্মীরটা না দেখলে মনে একটা আক্ষেপ থেকে যেত সেইটে কেটে গেল এইটুকুই যা লাভ।[১২১]

পরদিন ২০ কার্তিক তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন: 'ফিরে এসেচি। কাশ্মীরে খুব যে আরামে ছিলুম তা নয়। একেবারে পেট ভরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি। এক লাইন লিখ্‌তে পারিনি, অথচ আজ হল ২০ কার্ত্তিক। দুই এক দিনের মধ্যেই শিলাইদহে যাবার ইচ্ছা আছে— নইলে লেখাও হবেনা, শ্রান্তিও শরীর মনে জড়িয়ে থাক্‌বে। ...আমার মুস্কিল, আমি এক গল্প ফেঁদে বসে আছি, তাকে খামকা মাঝখানে ফেলে দিয়ে দৌড় মারবার জো নেই। ওর অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত খাট বইতে হবে।'[১২২] কার্তিকের সবুজ পত্র তখনও প্রকাশিত হয়নি, 'ঘরে-বাইরে'র কার্তিক-কিস্তিও লেখা বাকি— উদ্বেগ সেই কারণেই।

২৩ কার্তিক [মঙ্গল 9 Nov] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যান। কিন্তু তার আগেই কলকাতায় লিখলেন দীর্ঘ কবিতা 'দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন', দ্র বলাকা ১২। ৬০-৬৪ [৩৭]; প্রবাসী, পৌষ ১৩২২। ২৩৩-৩৪ ['ঝড়ের খেয়া']। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, শেষ স্তবকটির আগেই তিনি স্থান-কাল লিখেছিলেন— 'মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে' স্তবকটি পরবর্তী সংযোজন।

এইদিনই শিলাইদহ থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন: 'কাশ্মীর থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে একবার পদ্মাতীরে বিশ্রাম করতে এলুম। এমন শান্তি ও সৌন্দর্য্য আর কোথাও নেই— সেটুকু ফিরে অনুভব করবার জন্যে মাঝে মাঝে দূরে যাওয়া দরকার।'[১২৩] *12 Nov [শুক্র ২৬ কার্তিক] মীরা দেবীকে লেখেন: 'আমার সেই ছাদের ঘরে একলাটি বসে উত্তর দিকের খোলা দরজার ভিতর দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে দূরে পদ্মার জলরেখা এবং চরের গাছের শ্রেণী দেখতে পাচ্চি— ভারি ভাল লাগচে।'[১২৪]

এখানে ঘরে-বাইরে-র কার্তিক-কিস্তি লিখে পাঠানোর পর একটি তারিখহীন পত্রে মণিলালকে জানান: 'যদি প্রুফ দেখা শেষ হয়ে না থাকে তাহলে "ঘরে বাইরে" যেখানে যেখানে "শরৎকাল" আছে সেটাকে "হেমন্ত" করে দিয়ো। নইলে ভুল হবে। যদি ছাপা হয়ে থাকে তাহলে কথাই নেই।'[১২৫] সংশোধনটি করা সম্ভব হয়েছিল।

কার্তিক ১৩২২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৩৭ শক [৮৬৭ সংখ্যা]:

১৩৬-৩৭ 'রাজা রামমোহন রায়' দ্র ভারতপথিক রামমোহন রায় [১৩৭৯]। ৭৭-৮০

'গত ১৩ই আশ্বিনের সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত' রামমোহন-মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কথিত সভাপতির অভিভাষণের সারমর্মটি প্রবাসী কার্তিক-সংখ্যাতেও মুদ্রিত হয়।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২২ [১৫/২/১]:

১ 'পথভোলা' ['কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল'] দ্র গীত ২। ৪৮৮

১ 'ডাক' ['তোমার নয়ন আমায় বারে বারে'] দ্র ঐ ১। ৮।

১৬ 'বিবিধ প্রসঙ্গ': 'নব্য ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়' দ্র ভারতপথিক রামমোহন রায়। ৭৭-৮০

সবুজ পত্র, কার্তিক ১৩২২ [২/৭]:

৪১৮-২১ 'বলাকা' ['সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'] দ্র বলাকা ১২। ৫৭-৫৯ [৩৬]
৪২২-৬১ 'ঘিরে-বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮। ২২৫-৫০

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছিলেন কেবল বিশ্রামের জন্যই নয়, অন্য গুরুতর প্রয়োজনও ছিল। আমরা আগেই বলেছি, তিনি আরও-একবার পল্লীসংগঠন কাজে মনোযোগী হয়েছিলেন। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীতে তাঁর 'পল্লীর উন্নতি'-শীর্ষক ভাষণটি ক্ষিতিমোহন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বাগনান উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতুলচন্দ্র সেনকে উদ্বুদ্ধ করে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বিশ্বেশ্বর বসু ও তাঁর বন্ধু উপেন্দ্র ভদ্র তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। অতুলচন্দ্র পূজাবকাশে পতিসরে গিয়ে সেখানকার কাজকর্ম দেখে এসে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলে তিনি শ্রীনগর থেকে তাঁকে লেখেন: 'তোমার চিঠি পেয়ে মনের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করচি। আমি আর বেশি বিলম্ব করব না। হয়ত ১০। ১২ নবেম্বরের মধ্যেই ফিরব। এখান থেকে আর দু তিন দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে তোমাদের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী আনুপূর্ব্বিক ঠিক করে রেখো। বিশুকে বিস্তারিত সমস্ত লিখেছি, দেখা হলে আললাচনা করা যাবে।'[১২৬] হয়তো এই কারণেই তিনি আকস্মিকভাবে কলকাতায় ফিরে তার অব্যবহিত পরেই শিলাইদহে রওনা হন। ২৩ কার্তিক সেখানে গিয়ে সন্তোষচন্দ্রকে লেখেন:

আমি আবার একবার পল্লীর কাজে লেগেছি। এবার পতিসার প্রধানভাবে কাজের ক্ষেত্র করা গেছে।

বিশুর দলবল আমার সাহায্যে লেগেচে— বোধ হচ্চে এবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। তারা পর্শু এখানে আসবে তখন ওদের সঙ্গে সমস্ত কার্যপ্রণালী পাকা করে নেব। ওরা ইতিমধ্যে ছুটির সময় পতিসারে গিয়ে সব দেখে শুনে খুশি হয়ে এসেচে। ডাক্তার মিস দত্ত সেখানে কাজে যোগ দিতে রাজি। ...সেখানে একটি ধানভানা কল স্থাপন করা যাচ্চে। তা ছাড়া একটা এন্ট্রেল, দুটো মাইনর ও বহুতর পাঠশালার ভার এরাই গ্রহণ করবে। ক্রমে ওখানে আমাদের ছাত্ররা যারা সক্ষম কাজের ভার নিতে পারবে। কালীমোহনকে এই খবরটা দিয়ে সে খুশি হবে। আমি দীর্ঘকাল ভদ্রসন্তানদের শিক্ষা নিয়ে হাবুডুবু খেয়েছি। এবার চাষাদের সেবায় মন দিতে হবে। বোধ হয় এখানে অনেক সহজে অনেক বেশি ফল পাব। ... একটা কথা সাবধান—এ খবর যেন হঠাৎ সঞ্জীবনী কিম্বা কোনো খবরের কাগজে উঠে না পড়ে। অন্তত ১০ বছরকাল নীরবে কাজ করতে হবে। [১২৭]

সাত বছর আগে কালীমোহন ঘোষ নিজেই এই কাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন, সেই কারণেই খবরটি পেয়ে তাঁর খুশি হওয়ার কথা। ৩০ কার্তিক তাঁকেই লিখলেন:

আমি সম্প্রতি পল্লীর কাজে মন দিয়াছি। এতদিন পরে এ কাজটি অগ্রসর হইবার পথে দাঁড়াইল বলিয়া আশা হইতেছে। একদিকে পতিসরের প্রজা ও জমিদারে মিলিয়া বৎসরে এগারো হাজার টাকা এই হিতৈষীফণ্ডের আয় করিয়া তুলিয়াছে অন্যদিকে আপনিই উদ্যোগী ও সাধক লোক জুটিয়া যাইতেছে। এখানকার এই সৃষ্টিকার্য্যে আমার মনটাকে অত্যন্ত টানিতেছে— কেননা [এখানে] আমাদের দেশের সমস্ত সমস্যা একত্রে আছে — হিন্দু মুসলমান নমঃশূদ্র ওখানকার অধিবাসী, শিক্ষা নাই, কৃষি ছাড়া ব্যবসায় নাই, সে কৃষিও কেবল ধানের, সামাজিক অবস্থা শোচনীয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা ভালমত নাই, পথঘাট দুর্গম, সকলেই মহাজনের কাছে ঋণী— সকল দিক দিয়াই ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের সম্বন্ধে আমাদের সত্যকার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি নাই— এই সকল কাজের দ্বারা সেই দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়— আমাদের চেষ্টা সফল হইবে কি না জানি না কিন্তু আমাদের চেষ্টাই মূল্যবান। আমরা পনেরো বৎসর শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিয়াছি— এখানে যদি দশ বৎসর আমরা নিরন্তর কাজ করিতে পারি তবে আমাদের এই চেষ্টার উদ্যম সমস্ত দেশে সঞ্চারিত হইবে। ...পতিসরের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিবার জন্য ক্ষিতিমোহনবাবুর ভ্রতুষ্পুত্র অতুল, এবং বিশুর বন্ধু উপেন ভদ্র এখানে আসিয়াছে— আজ সন্ধ্যায় আমার শ্যালক নগেন্দ্রও আসিবে। [১২৮]

সজনীকান্ত দাস এই কর্মযজ্ঞের একটি বিস্তৃত তথ্যনির্ভর বিবরণ দিয়েছেন 'রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ' [দ্র রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য। ৭৭-৮০] প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন: 'কবিনির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত পাঁচটি: (১) যথাযোগ্য চিকিৎসাবিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, (৩) পাবলিক ওয়ার্কস্ অর্থাৎ কূপ খনন,

রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, (৪) ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা, ও (৫) সালিশীবিচারে কলহের নিষ্পত্তি।'

১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম উভয় পরগনাতেই এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৬ । ২০-২১]। এবারে তাঁর লক্ষ্য নির্দিষ্ট করলেন কেবল কালীগ্রামে। পতিসর কৃষিব্যাঙ্কেই নোবেল প্রাইজের টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে সেখানেই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি ছিল। প্রয়োজন ছিল প্রকৃত কর্মীর। সেই নিঃস্বার্থ কর্মীগোষ্ঠীর সহায়তা পাওয়াতেই কাজ সহজ হয়েছে।

শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথের পতিসরে যাওয়ার কথা ছিল। 25 Nov [বৃহ ৯ অগ্র] তিনি টমসনকে লেখেন: 'I am just now engaged at the next instalment of a story for some paper, making up for the lost time at Kashmir. When I am done with it I shall have to go to a place in Rajshahi where I have started some schools for the villagers.'[১২৯] কিন্তু তা সম্ভব হল না। ১৩ অগ্র [সোম 29 Nov] অতুলচন্দ্র সেনকে লিখলেন:

হঠাৎ আমার অন্যত্র ডাক পড়েছে। কলকাতায় এক জায়গায় আমি বক্তৃতা করতে প্রতিশ্রুত ছিলুম সে কথা কিছুই মনে ছিল না, কিন্তু যাদের কাছে আমি প্রতিশ্রুত তাদের স্মরণশক্তি আমার চেয়ে প্রবল তাই যেতে হচ্চে। তার পরে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে, সেটি কোনো একটি সভায় পাঠ করতে হবে। কোনো ফল হবে কিনা জানিনে কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কাজ করবার উপদেশ আছে— অন্তত একটা ফল পাবার আশা আছে। সেটা হচ্ছে গালি।[১৩০]

শিলাইদহে অবস্থানকালে বিশ্রাম ও গঠনমূলক কাজকর্ম ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের রচনাকার্যের পরিমাণ কম নয়। একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি মণিলালকে লেখেন: 'আমি অঘ্রাণের লেখা শেষ করে নিয়ে তবে কলকাতায় যাব। ...অঘ্রাণের জন্যে একটা প্রবন্ধ লেখা হয়ে গেছে। এবার "ঘরে বাইরে"র অঘ্রাণ কিস্তি হলেই হয়।'[১৩১]

প্রবন্ধটি হল অগ্র-সংখ্যাতে মুদ্রিত 'টীকাটিপ্পনী' [পৃ. ৫১৯-২৮]। রচনাটির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে আছে [Ms.363 (i)] —মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে মেলালে বোঝা যায়, প্রুফে কিছু-কিছু সংযোজিত হয়েছে।

ঘরে-বাইরে ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার সময়েই বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এক মহিলা সমালোচনা-সূত্রে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তাঁর চিঠিতে ঠিকানা না থাকায়, রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন এই রচনা-মারফৎ।

পত্রলেখিকার প্রথম প্রশ্ন, উপন্যাসটি লেখার উদ্দেশ্য কী। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। ...ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালোমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের।' একথা ঠিকই যে, পাঠকের হৃদয়ভাবের সঙ্গে লেখকের হৃদয়ভাবের বিরোধ ঘটলে গল্পের খাতিরেও পাঠকের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রসানুভূতি দাবি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন একেবারে শেষে এবং সেইটিই আসল কথা।

আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তা হলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি। দুঃখ পাই তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার সকলের চেয়ে বেদনার বিষয় এই যে, যা সত্য মনে করি তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখিকার মতো অনেক সরল, শ্রদ্ধাবান, স্বদেশবৎসল ও সকরুণ হৃদয়ে বেদনা দিয়েছি। সে আমার দুর্ভাগ্য, কিন্তু সে আমার অপরাধ নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাব নিয়ে সমকালে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এই উপন্যাসে অনেক ঘটনাই চিত্রিত হয় স্বদেশী আন্দোলন কালে স্বীয় জমিদারিতে সংঘটিত বহুবিধ অনাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। বাস্তব ঘটনা থেকে চোখ ফিরিয়ে ভাবলোকে অধিষ্ঠানের ফলে সেই সময়ে অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে তথ্যবিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন, এখনও করেন আদর্শবাদের পরকলায় সত্যদৃষ্টিকে আবৃত করে। কিন্তু স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনে অসাধারণ আত্মত্যাগ ও কষ্টবরণের পাশাপাশি নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও অর্থ-লোলুপতার যে দৃষ্টান্তগুলি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া সত্যেরই অপলাপ। আজও এই পাপগুলি সমস্ত জনকল্যাণমুখী কর্মযজ্ঞগুলিকে কলুষিত করে চলেছে।

ঘরে বাইরে-র অগ্র-কিস্তি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 'শিক্ষার বাহন' [দ্র সবুজ পত্র, পৌষ। ৫২৯-৫৫; পরিচয় ১৮। ৪৯৭-৫১২] প্রবন্ধটিও লেখেন। ডাঃ ওয়াটসন শিক্ষার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরীক্ষাপদ্ধতি কঠোর করার প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ 'টীকাটিপ্পনী'তে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। বিহার প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্নর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করতে গিয়ে অট্টালিকাদি শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন জেনে তিনি এই প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি নিজে শান্তিনিকেতনে মাঠের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন— অনাড়ম্বরতাই তার বৈশিষ্ট্য। এই কারণে ছোটো লাটের মন্তব্যটিতে তিনি পীড়া বোধ করেছেন।

অবশ্য এটি প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হিসেবে ড আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিতকে আহ্বান করে আনছিলেন, সিনেট হলে প্রদত্ত এই বক্তৃতাগুলিতে জনসাধারণেরও প্রবেশাধিকার ছিল। ড দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে এই রীতি অব্যাহত রাখেন। 27 Aug [১০ ভাদ্র] সিন্ডিকেট রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জানালেন বর্তমান প্রবন্ধে:

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন পাশের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরে ল্যাঙটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,— এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

বিদ্যাশিক্ষার সেই বড়ো কারখানায় 'এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল' জুড়ে দেওয়ার জন্যও তিনি আশুতোষের প্রশংসা করেছেন। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার এই ক্ষেত্রটি প্রসারিত করার সুপারিশ করলেন। 'শিক্ষার হের-ফের' [১২৯৯] প্রবন্ধের সময় থেকেই তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার উপযোগিতা বিষয়ে প্রচার চালিয়ে আসছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তার কার্যকারিতাও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। ইংরেজি ভাষাশিক্ষা বিষয়ে তাঁর কোনো বিরোধিতা ছিল না, এখানেও তা করেননি। কিন্তু ভাষাশিক্ষায় স্বভাবতই অপটু যে ছাত্রদলের সাক্ষাৎ তিনি পনেরো বছর বিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতায় পেয়েছিলেন, প্রধানত তাদের এবং বৃহত্তর ইংরেজি-না-জানা আগ্রহী জনসাধারণের কথা ভেবেই

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের অঙ্গনের শিক্ষাকে বাঙালির জিনিস করে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন এখানে। তাঁর আশা: 'এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। ...এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে।'

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ২৪ অগ্র [শুক্র 10 Dec] রামমোহন লাইব্রেরিতে পাঠ করেন।

এছাড়া শিলাইদহে দুটি কবিতা লিখিত হয়। ১২ অগ্র [রবি 28 Nov] লেখা হয় 'সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী' [দ্র বলাকা ১২। ৬৪-৬৫ (৩৮); সবুজ পত্র, অগ্র। ৪৬৩-৬৪, 'নূতন বসন']।

পরের দিন ১৩ অগ্র তিনি লিখলেন একটি ফরমায়েশি কবিতা 'যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে' [দ্র বলাকা ১২। ৬৫-৬৬ (৩৯); সবুজ পত্র, পৌষ। ৬০৭, 'শেক্‌স্‌পিয়র']; তিনি বলেছেন: 'Shakespeareএর মৃত্যুর পর তিনশ' বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এক উৎসবের আয়োজন হয়। প্রফেসর গোলাঙ আমাকে এই স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষ্যে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁকে এই বাংলা কবিতা পাঠাই। সুদূর দেশের শ্রদ্ধার সেই উপহার সাদরে গৃহীত হয়।'[১৩২]

রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির একটি ইংরেজি গদ্যানুবাদও পাঠিয়ে দেন, তার প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি: 'When by the far-away sea your fiery disk appeared from behind the unseen, O poet, O sun, England's horizon felt you near her breast, and took you to be her own.' সমগ্র কবিতাটি *A Book of Homage to Shakespeare* [1916] গ্রন্থে [pp.320-21] মুদ্রিত হয় [দ্র বলাকা-গ্রন্থপরিচয় ১২। ৫৯৩]।

অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়:

প্রবাসী, অগ্র ১৩২২ [১৫/২/২]:

১২৯ 'নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা' দ্র গীত ২। ২৯৯

১২৯ 'রাতে ও সকালে' ['কাল রাতের বেলা'] দ্র ঐ ২। ২৭৪

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, অগ্র ১৩২২ [৩/৫]:

৫৮-৫৯ ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার দ্র স্বর ৪০

৬৩ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, অগ্র ১৩২২ [২/৮]:

৪৬৩-৬৪ 'নূতন বসন' ['সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী'] দ্র বলাকা ১২। ৬৪-৬৫ [৩৮]

৪৬৫-৯৬ 'ঘরে-বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮। ২৫০-৬৯

৫১৯-২৮ 'টীকাটিপ্পনী' দ্র ঐ [গ্রন্থ-পরিচয়] ৮। ৫২১-২৬

The Modern Review, December 1915 [Vol. XVIII, No.6]:

680 'The Young Mother' ['Come moon, come down, kiss my darling in the forehead') দ্র *Fruit-Gathering*, No.50

এটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আলেখ্য[১৩১৪]-র অন্তর্গত 'নূতন মাতা' কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ কৃত-অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথ ১৩ অগ্র [সোম 29 Nov] অতুলচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন, 'কলকাতায় এক জায়গায়' তিনি প্রতিশ্রুত বক্তৃতা দিতে যাবেন। তিনি কবে কলকাতায় আসেন ও [২৪ অগ্রহায়ণের আগে] কোথায় বক্তৃতা দেন, জানা যায়নি— তবে ১৬ অগ্র [বৃহ 2 Dec] তিনি কলকাতায় ছিলেন, তা জানা যায় ক্যাশবহিতে 'খোদ বাবু মহাশয়ের জন্য গাড়ীভাড়া ১৬ অগ্রহায়ণ' হিসাব থেকে। তাছাড়া এইদিন তিনি শিলাইদহের কোনো কর্মচারীকে একটি চিঠি লেখেন [দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৮২। ৬৯]।

এর পরেই তিনি হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য ঘাটশিলা ভ্রমণ করতে যান। ২৭ অগ্র [শুক্র 3 Dec] ক্যাশবহির হিসাবটি এইরকম: 'দং ১৭ অগ্রহায়ণ খোদ বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বধুমাতা প্রভৃতি ঘাটশীলা গমন করেন তাহার ব্যয় টীকিট খরিদ ৫ খান ১ম শ্রেণীর ৬৩ ০ হিঃ ৩৩ ০ ইন্টার ১—৩ তৃতীয় ১.../ পূজনীয় বাবু মহাশয়ের নিকট নগদ দেওয়া যায় ৮৫'। এই হিসাবের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় ২০ অগ্র [সোম 6 Dec]: 'ইহার মধ্যে ৪৬। ০ টাকা ঘাটশীলা হইতে ২০ অগ্রহায়ণ আসিয়া ফেরত দেওয়ায় ঐ তারিখ জমা করা যায়।' এই দুটি হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী ও আরও তিনজনকে নিয়ে ভৃত্যাদি সহ ১৭ অগ্র ঘাটশিলা যান ও ২০ অগ্র কলকাতায় ফিরে আসেন। 19 Dec [রবি ৩ পৌষ] তিনি টমসনকে লেখেন: 'I tried a short trip to Ghatshila and I came back ill and tired.' বহুকাল পরে 'বিজয়াদশমী ১৩৪২' [২০ আশ্বিন: 7 Oct 1935] তিনি কালিদাস নাগের কাছে এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেছেন: 'অনেকদিন পূর্ব্বে ও অঞ্চলে গিয়েছিলুম— একটি ছবি মনে আছে, ছোটো বড়ো নানা উপলে বিভক্ত সুবর্ণরেখা নদী বয়ে চলেছে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তগামী সূর্যের ম্লান ধূসর আলোয় একদল বক বসে আছে নদীবক্ষের মধ্যে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপরে— প্রাণবান করেছে তারা সন্ধ্যার শান্তিকে।'[১৩৩] এর আগে 26 Jun 1935 [১১ আষাঢ় ১৩৪২] তাঁকেই লেখেন: 'এক সময়ে সেখানে বাসা বাঁধবার কথা মনে এসেছিল, ঘটে উঠল না।'

মুকুল দে এই ভ্রমণ সম্বন্ধে বলেছেন:

> আমি ঘাটশিলায় থাকতে থাকতেই একবার গুরুদেব প্রতিমা বউঠান, রমা, এনা, এদের নিয়ে ঘাটশিলায় আসেন। ডাকবাংলোয় উঠেছিলেন। আমিই ব্যবস্থা করেছিলাম— বাবা [পুলিশ ইনস্পেক্টর কুলচন্দ্র দে] সেই সময় গুরুদেবের জন্যে প্রচুর কৈ মাছ, ডিম, মুরগি ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন। ...ঘাটশিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গুরুদেব মুগ্ধ হয়ে যান। সুবর্ণরেখার মতো নদী, পার্বত্যটিলার বক্রতা, বিস্তীর্ণ ধানখেত, আকাশে উড়ে-যাওয়া বকের পাঁতি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতেন। তিনদিন মাত্র ছিলেন ওখানে, তার মধ্যেই ঠিক করে ফেললেন এখানে একটা বাড়ি করে মাঝে মাঝে এসে থাকবেন। কার্যগতিকে পরে আর অবশ্য তা সম্ভব হয় নি।[১৩৪]

8 Dec [বুধ ২২ অগ্র] অমৃতবাজার পত্রিকায় জানানো হয়: 'Sir Rabindra Nath Tagore Kt. will deliver a lecture on Educational problem in India (Shikshar Bahan) in the Hall of the Rammohun Library on Friday the 10th instant at 6 p.m. Admission will be reserved and free cards which may be had from the Library in the morning from 7 a.m. to 9 a.m.' 10 Dec-এর সংবাদে অতিরিক্ত তথ্য আছে: 'Dr. B.N. Seal presides.' ভাষণটি পৌষ-সংখ্যা সবুজ পত্র-তে [পৃ ৫২৯-৫৫] মুদ্রিত হয়। সভাপতির অভিভাষণে ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যা বলেন, সেইটিও 'শিক্ষাবিস্তার' নামে পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় [পৃ ৬০৮-১৪] প্রকাশিত হয়।

পরের দিন ২৫ অগ্র [শনি 11 Dec] ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানটির বিস্তৃত প্রতিবেদন মুদ্রিত হয় *The Indian Messenger* [Vol. XXXIII, No, 51, 19 Dec, p.

606] পত্রিকায়: 'The boarders of the Brahmo Samaj Hostel for Girls were eagerly looking forward to the day which was fixed, in the programme of the Hostel Union, for an address by Sir Rabindranath Tagore. It came off on the 11th instant and the members of the Union had an opportunity of welcoming in their midst the premier poet of Modern India.' বাল্যস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বললেন, শৈশব থেকেই প্রকৃতি কেমন করে তাঁর মন ভুলিয়েছিল। বিদ্যাশিক্ষার সময়ে মেয়েদের সঙ্গে তাঁর ভাগ্যবিনিময়ের ইচ্ছা হত— মনে হত মেয়েদের জীবনের সবটাই সহজের সুরে বাঁধা, আর যত নিপীড়ন যত নিয়মবিধি সবই ছেলেদের জন্য— এই অবিচার ও বৈষম্যের প্রতিকার হওয়া দরকার! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে। মায়ের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে দিদিদের ও পরিবারের অন্য মেয়েদের অপর্যাপ্ত স্নেহ তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে— নারীহৃদয়ের অতলস্পর্শী মমতা, অক্লান্ত ধৈর্য ও চরম আত্মবিলোপকে তিনি পূজা করার সুযোগ পেয়েছেন। পাশ্চাত্যদেশে নারীর অধিকার নিয়ে যে-সব আন্দোলন দেখা দিচ্ছে তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য কেবল শারীরিক নয়, আন্তরিক।

In the pursuit of ideals— in the struggle for existence— in the engrossment of work, a man forgets his immediate environments— he is incapable of looking at individuals— he dashes onward. But the infinite patience for going into details— the eager looking after individual needs— the never-drying fountain of sweetness are unmistakably the characteristics of a woman. In the fullness of the heart a woman talks— much as the brook warbles— her garrulous nature, her happy-go-lucky ways— her vivacity are indeed, expressions of her vitality. They are realities that cannot be denied— that cannot be dispensed with —nay— they are the very pulse and throb of life. Sir Rabindranath thought it was not desirable to have this difference removed and he hoped that the high ideal of a true woman would never be lost sight of.

ভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান করেন ও নিজের কবিতা পড়েন। যাওয়ার আগে তিনি আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

এইসময়ে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের মৃত্যু হয়। ২৭ অগ্র [সোম 13 Dec] বন্ধুর স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। পৌষ-সংখ্যা ধৰ্ম্মতত্ত্ব-তে [পৃ ২৭২] লিখিত হয়: '১৩ই ডিসেম্বর বালিগঞ্জে স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার লোকেন্দ্র নাথ পালিতের পরলোক গমন উপলক্ষে প্রার্থনাদি হয়। ভাই প্রমথলাল সেন ইংরাজীতে প্রার্থনা ও কিছু পাঠ করেন। কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা সঙ্গীত করেন। স্বদেশী ও ইংরেজ অনেকেই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন।'

রামমোহন মৃত্যুবার্ষিকী ও কাশ্মীরযাত্রা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা এসেছিলেন ৭ আশ্বিন [শুক্র 24 Sep]। তারপর দীর্ঘ প্রায় তিন মাস পরে তিনি সেখানে যান ১ পৌষ [শুক্র 17 Dec]। 'গত

১লা পৌষ বাবু মহাশয়ের ও মাইসোরের সেক্রেটারির বোলপুর গমনকালে বর্দ্ধমান ষ্টেসনে জলখাবার ও অন্যান্য খরচ' হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

পৌষ ১৩২২-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল:

প্রবাসী, পৌষ ১৩২২ [১৫/২/৩]:

২৩৩-৩৪ 'ঝড়ের খেয়া' ['দূর হতে শুনিস কি মৃত্যুর গর্জ্জন'] দ্র বলাকা ১২। ৬০-৬৪ [৩৭]

এই সংখ্যার ২৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায় 'হারামণি' পর্যায়ে ৫টি 'লালন ফকিরের গান' মুদ্রিত হয়, 'সংগ্রহকর্ত্তা— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। গানগুলি হল: (১) এমন মানব-জনম আর কি হবে (২) মন আইন-মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি? (৩) সে লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে (৪) আমি একদিননা না দেখিলাম তারে (৫) হতে চাও হুজুরের দাসী।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, পৌষ ১৩২২ [৩/৬]:

৬৮-৬৯ কেন চোখের জলে দ্র স্বর ৪১

৭৮-৭৯ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ কাজ কি গোলমালে দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, পৌষ ১৩২২ [২/৯]:

৫২৯-৫৫ 'শিক্ষার বাহন' দ্র পরিচয় ১৮। ৪৯৭-৫১২

৫৭১-৬০৬ 'ঘরে-বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮। ২৭০-৯২

৬০৭ শেকস্‌পিয়র' ['যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে'] দ্র বলাকা ১২। ৬৫-৬৬

শেষ কবিতাটি '(কবির মৃত্যুর তিনশো বছর পরের স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষ্যে)' টীকা-সহ মুদ্রিত হয়।

৭ পৌষ [বৃহ 23 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমের ২৫শ সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। 'শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রাতঃকালের উপাসনা পরিচালনা করেন। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আচার্য্যের কার্য করেন। ...সন্ধ্যাকালের উপাসনায় কলিকাতা হইতে আগত অতিথিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।'[১৩৫] রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলেখন কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

৯ পৌষ [শনি 25 Dec] রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লেখেন:

> ৭ই পৌষের উৎসব বেশ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারি এই উৎসবে আমাদের প্রয়োজন আছে— এতে সম্বৎসরের স্নান হয়। পুরোনো ছাত্র এবার অনেক জমেচে। দেবল বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। ...এরা সবাই মিলে কাল ৮ই পৌষে আশ্রমসঙেঘর একটা উৎসব করলে। আজ সকালে পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের শ্রাদ্ধসভা ছাতিমতলায় হল।[১৩৬]

এই চিঠিতেই তিনি লেখেন: 'ভেবেছিলুম ৭ই পৌষ সেরেই পতিসরের কাজ দেখতে যাব। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বরে গবর্মেন্ট হাউসে আমাকে নিমন্ত্রণ করেচে'— কাটাতে অনেক চেষ্টা করেও হল না। তাই বোধ হচ্চে দিনদশেক এই রকম গোলেমালে কেটে যাবে। ভাল লাগ্‌চে না। একটু বিশ্রাম করতে চাই সে আমার কপালে নেই।' ক্লান্তির কথা ১২ পৌষ [মঙ্গল 28 Dec] কাদম্বিনী দত্তকে লেখা চিঠিতেও আছে:

কাজ করিবার ক্ষমতা এখনো আছে অথচ কাজ করিবার উপকরণগুলো অনেকটা জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে সেইজন্যে ফুটো নৌকো বাহিবার কাজটা বেশি ক্লান্তিকর হইয়াছে— অথচ সকলেরই দাবী মিটাইতে হয়, কেননা এখনো একেবারে ফতুর হই নাই— তাই আমার অবস্থা সেই ধনীর মত যার একদিকে কিছু ধন আছে আর একদিকে ঋণও প্রচুর— তার পক্ষে হাল ছাড়িয়া দেওয়াও শক্ত, হাল ধরিয়া থাকাও সহজ নয়। এই সকল কারণেই এক-একবার মনে করি বহু দূরে চলিয়া যাইব— কিন্তু সে সব চেষ্টা মিথ্যা। মনিবের কাছে ছুটি মঞ্জুর না হইলে ঘরেও ছুটি নাই বাহিরেও ছুটি নাই।[১৩৭]

এই চিঠিতেই তিনি জানান: 'কাল কলিকাতায় যাইব'; এর থেকে অনুমান করা যায়, ১৩ পৌষ [বুধ 29 Dec] তিনি কলকাতায় আসেন। পরদিন 30 Dec তিনি গবর্মেন্ট হাউসে লর্ড কারমাইকেলের আমন্ত্রণ রক্ষা করেন।

31 Dec [শুক্র ১৫ পৌষ] রোটেনস্টাইন ও ম্যাকমিলানকে তিনি দুটি চিঠি লেখেন। দুটিতেই ছোটোগল্পের ইংরেজি অনুবাদের প্রসঙ্গ আছে। ম্যাকমিলানকে লেখেন, আগামী মেলেই কয়েকটি অনুবাদ পাঠাবেন; কিন্তু রোটেনস্টাইনকে লেখেন দ্বিধার কথা:

Macmillans are urging me to send them some translations of my short stories but I am hesitating for the reason that the beauty of the originals can hardly be preserved in translation. They require rewriting in English, not translating. That can only be done by the author himself— but I do not have sufficient command of English to venture to do it. So while I am vacilating some of my countrymen in America are trying to publish unauthorised translations. I don't mind being robbed in money but the robbery is of a more serious kind, and I have not the power to stop them.[১৩৮]

Max Beerbohm-এর ভূমিকা-সহ রোটেনস্টাইনের *Six Portraits of Sir Rabindranath Tagore* কিছুদিন আগে ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি কপি পেয়ে এই পত্রেই লেখেন: 'Your book containing six portraits of mine has delighted my heart. Your love is there in those sketches, and that is what makes them so valuable to me. It is a lasting memorial of our friendship.'

30 Dec [বৃহ ১৪ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ টমসনকে লিখেছিলেন: 'Starting for the sandbanks of the Padma tomorrow night.'[১৩৯] কিন্তু তা সম্ভব হল না। বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী বা সোশ্যাল সার্ভিস লীগ প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ব্যাপক সেবাকার্য শুরু করেছিল। চাঁদাও তোলা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' অভিনয় দেখিয়ে টাকা তোলার প্রস্তাব দিলে গগনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সোৎসাহে সমর্থন করেন। পরামর্শাদির পর শিলাইদহে যাওয়ার বদলে রবীন্দ্রনাথ ১৯ পৌষ [মঙ্গল 4 Jan] রাত্রে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। 5 Jan টমসনকে লিখলেন: 'I came here last night and am already up to my neck in the rehearsals and other matters.'[১৩৯] একই দিনে মীরা দেবীকে লেখেন বিস্তৃত আকারে:

ভেবেছিলুম বোটে কিছুদিন পদ্মায় ভেসে ভেসে বেড়াব। কিন্তু আমার কুষ্টিতে বিশ্রাম লেখে না। বাঁকুড়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তারই সাহায্যের জন্য ১৬ই মাঘে আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের কলকাতায় ফাল্গুনী করাবার চেষ্টা চলচে— সেইজন্যে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে

আসতে হয়েচে। ...এবার ফাল্গুনীর আয়োজনটা বোধ হয় বেশ ভালই হবে। আমাদের উঠোনেই ষ্টেজ হবে। সাজসজ্জা আলো Scene প্রভৃতির ত্রুটি হবে না— তারপরে ছেলেদের গান প্রভৃতি ত আছেই গগনরা তার ভার নিয়েছেন। যাতে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা ওঠে তার চেষ্টা করতে হবে।[১৩৯]

শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনী-র অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গগনেন্দ্রনাথকে লেখা পাঁচটি [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪ (১৩৯২)। ৩৭-৪২] ও রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি [দ্র চিঠিপত্র ২। ২৪]। তারিখহীন পত্রে এই ব্যস্ততার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। গগনেন্দ্রনাথকে অভিনয়-সংক্রান্ত নানাবিধ নির্দেশ দিতে গিয়ে লিখেছেন:

ফাল্গুনী সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত delicate— ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আস্‌বে তারা একেবারেই আগাগোড়া এ জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় সুরু হওয়ার পরে প্রোগ্রাম পড়বারও সময় থাকবেনা। কেননা একবারও যবনিকা পড়বেনা। তাই গোড়ায় খুব ছোট্ট একটা কিছু যদি করা যায় তাহলেও চলে— তাহলে অন্তত লোকজনের আনাগোনাটাও তার উপর দিয়ে কেটে যায়।[১৪০]

এই ভাবনা থেকেই পরের চিঠিতে লিখলেন:

ফাল্গুনীটা এতই ছোট যে যারা দশটাকা দিয়ে আসবে তারা দুঃখিত হবে। ওর সঙ্গে একটা ফাউ না দিলে কি চল্‌বে? না হয়, বৈকুণ্ঠের খাতাটা জুড়ে দাও না। বহুবিবাহটা ছোট আছে ধাঁ করে মুখস্থ হয়ে যাবে— চারু, দ্বিজেন বাগচি, সুরেশ, মণিলাল প্রভৃতিকে এতে লাগিয়ে দাও না। নিতান্তই যদি না পার— আমার additionওয়ালা বইটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো— দেখি যদি এখানে কোনোরকম করে করে-তুল্‌তে পারি। আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত— তবু তোমরা যখন আমাদের পরিত্যাগই করলে তখন একবার প্রাণপণে চেষ্টা করব আত্মশক্তিতে কি করতে পারি। অজিত সোমবারে [২৫ পৌষ: 10 Jan] আস্‌বে তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো।[১৪১]

গগনেন্দ্রনাথদের ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছিল 14 Jan [২৯ পৌষ]। সেই কারণে তাঁরা ব্যস্ত থাকবেন বলে অভিনয়ে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়, এই কথা জানালে রবীন্দ্রনাথ উক্ত চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। 'বহুবিবাহ' নামে তাঁর কোনো নাটিকা নেই, এটি 'বশীকরণ' [১৩০৮, ব্যঙ্গকৌতুক ৮। ৩৬৫-৮৪] নাটিকার নামান্তর। পৌষোৎসবের পরে কোনো সময়ে সুরুলে বনভোজনের আসরে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্ররোচনায়' একজন ছাত্রের অনুরোধে নাটিকাটি পাঠ করেন। 'ফাল্গুনী'র সঙ্গে ছোটো একটি নাটক অভিনয়ের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় তিনি 'বশীকরণ' নাটিকাটিতে কিছু সংলাপ জুড়ে দিয়ে একধরনের প্রাসঙ্গিকতা সৃষ্টি করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— 'additionওয়ালা বই' বলতে এটিকেই বোঝানো হয়েছে [দ্র ফাল্গুনী-গ্রন্থপরিচয় ১২। ৬০৫-০৬]। কালিগ্রাম পরগনায় পল্লীসংস্কারকার্যের ভারপ্রাপ্ত উপেন্দ্রনাথ ভদ্রের কাছে বইটি ছিল [বর্তমানে এটি রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহ-ভুক্ত, সংগ্রহণ-সংখ্যা Ms. 389]। তাঁর কাছ থেকে শুনে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন:

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হাতে 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইখানি দিয়া বলিলেন, এইবার কলকাতায় যাও। জুড়ে দিয়েছি 'বশীকরণ'কে 'ফাঙ্গুনী'র সঙ্গে। অবনকে গিয়ে দেখাও। স্টেজটা নতুন করে এইভাবে তৈরি করতে হবে, তুমি বুঝে নাও।

এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি কাগজে কম্‌বাইণ্ড স্টেজটি আঁকিয়া দেখাইয়া দিলেন। 'বশীকরণ' নাটিকাটির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে ২২ এবং ৪৯ এই দুই বাড়ি লইয়া এই নাটকের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি বাড়িকে একটি প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে রাখিয়া পথের মাঝখানে 'ফাঙ্গুনী'র মঞ্চ স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।[১৪২]

এই নাটিকাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো। মনোরমাকে একটি কথা বলতে হয়নি— সে audienceএর দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে —গোঁফদাড়ি থাকলেও ক্ষতি হবে না— নেপথ্য থেকে

একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে।'[১৪৩] রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'যদি বশীকরণ হয় তাহলে অজিতকে মাতাজি সাজালে চল্‌বে।'[১৪৪] অর্থাৎ পুরুষরাই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করবেন, এমন পরিকল্পনাই নেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এজন্য একটি প্রোগ্রাম বা 'নাট্যবিষয়সার'ও প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেন [দ্র ফাল্গুনী-গ্রন্থপরিচয় ১২। ৬০৪-০৫]। এতে পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায়, ১ম ও ৩য় দৃশ্যকে একটি দৃশ্যে পরিণত করা হয়েছে। Ms.133-চিহ্নিত একটি খাতায় সম্ভবত রথীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে একটি তালিকা দেখা যায়, সেখানে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মেয়েদেরই চিহ্নিত করা হয়েছে:—'অন্নদা-দীনু/ আশু-তপন বাড়ীওয়ালা-রথী/ মাতাজি-এণা/ বাড়ীওয়ালী-শোভনাদিদি বা করুণা/ শ্যামাসুন্দরী-প্রতিমা/ চাকর-পচা' —এটি পরবর্তী কোনো অভিনয়ের পরিকল্পনাও হতে পারে।

কিন্তু স্ত্রীভূমিকায় পুরুষের অভিনয় নিয়েই সংশয় ছিল। সেই কারণে বৈকুণ্ঠের খাতা-র কথাও ভাবা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আর যাই কর বৈকুণ্ঠের খাতায় মণিলালকে অবিনাশ করোনা— ও acting করতে পারে না। হয় রথীকে নয় দ্বিজেন বাগচি প্রভৃতি কাউকে ধোরো। সুকুমার [রায়] অজিতের কাছে বলেচে যে সে বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার সাজতে রাজি।'[১৪৫]

কিন্তু এই পরিকল্পনারও বদল করতে হল। গগনেন্দ্রনাথকে লিখলেন:

আমিও সে কথা ভাবছিলুম। বৈকুণ্ঠের খাতার সঙ্গে ফাল্গুনীকে জুড়ে দিলে বড্ড বড় হবে। তা ছাড়া দুটোর মধ্যে মিল থাক্‌বে না তাই ভাবচি ফাল্গুনীরই একটা introductionগোছের Scene জুড়ে দেব— সেটা ছোট হবে— তাতে মেয়ে থাকবে না— আর যারা দেরিতে আসবে তাদের disturbanceটা ঐটের উপর দিয়েই যাবে। এটা রাজা ও রাজসভাসদদের ব্যাপার হবে। একটু কাপড়-চোপড় হয়ত বেড়ে যাবে— কিন্তু এর অভিনয় তোমাদেরই ঘাড়ে ফেল্‌ব। কাল থেকে লিখতে সুরু করব।[১৪৬]

এর ফলেই রচিত হল ফাল্গুনী-র 'সূচনা' 'বৈরাগ্য সাধন'। এর পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে আছে [Ms.36]। বড়োমাপের [28x23.5 cm] রুলটানা ৭টি কাগজ ভাঁজ করে পাতার এক পৃষ্ঠায় উভয় ভাঁজে এটি লিখিত হয়। নাটিকাটির শেষাংশ ['কবি তাহলে প্রস্তুত হও গে। ... থেকে শেষ পর্যন্ত] পাণ্ডুলিপিতে নেই— সংশোধন-সংযোজন কিছু থাকলেও তার পরিমাণ কম। উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপির 'রুস-সম্রাটের দূত' মুদ্রিত পাঠে 'চীন-সম্রাটের দূত'-এ পরিণত হয়েছে।

দর্শকদের কাছে বিক্রয় করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রোগ্রামের একটি খসড়া করেছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। ফাল্গুনী-র তাৎপর্য নিয়ে পাঠকসমাজে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, সেই কারণে ব্যক্তিগত আলোচনায় ও চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। কলকাতার দর্শকসমাজে নাটকটি পরিবেশন করার আগে তিনি তাই বিষয়টি নিয়ে প্রথমাবধি ভাবিত ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

অভিনয় হবার দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তাহলে সেটাতে করে বিজ্ঞাপনও হবে শ্রোতাদের বোঝবারও সুবিধা হতে পারবে। এটা ভেবে দেখো। প্রোগ্রামের নাম দিয়ো 'নাট্যবিষয়সার'। দাদার চৌপদীগুলো প্রোগ্রামে ছাপানো থাক্‌লে মন্দ হয় না। যে-যে দৃশ্যে তাঁর যে-যে চৌপদী আছে সেই-সেই দৃশ্যের গানগুলি যেমন ছাপা হবে অমনি তারই সঙ্গে দাদার চৌপদী এই heading দিয়ে চৌপদীগুলোও ছাপিয়ে দিয়ো। তার কারণ চৌপদীগুলো stageএ প্রথমটা শোনবামাত্রই তার মানে বোঝা যায় না।[১৪৭]

বাংলা প্রোগ্রামটি আমরা দেখিনি, সুতরাং বলা সম্ভব নয় নির্দেশগুলি প্রতিপালিত হয়েছিল কিনা। ইংরেজ দর্শকদের জন্য ইংরেজি প্রোগ্রামের ব্যবস্থাও করা হয়। সময়াভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বাংলা প্রোগ্রামটি

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক বন্ধু মনোমোহন ঘোষ[1869-1924]কে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়ার কথা লেখেন। কিন্তু কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি, তাই পরবর্তী একটি চিঠিতে লেখেন:

কাল সন্ধেবেলায় তোমার টেলিগ্রাফের তাড়া পেয়ে কালই লিখে ফেলেচি। সংক্ষেপ হলে চল্‌বেনা— কাজেই একটু ফলিয়ে ছেলেদের গানগুলো তর্জ্জমা করে একটু বেশ পড়বার যোগ্য করে তুল্‌তে হল। এর প্রুফটা একবার মনোমোহন ঘোষকে দেখিয়ে নিয়ো। ...প্রোগ্রামটা ইংরেজ মহলে আগে থেকে বেচতে পারলে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগতে পারে কি বল?...

ইংরেজি Synopsisটা তোমরা সংক্ষেপ কোরোনা— ওটা এইরকম বড় হওয়াই চাই।

রামানন্দবাবুকে দিলে তিনি ছাপিয়ে দিতে পারেন— তার পরে না হয় তিনি Modern Reviewতে ছাপিয়ে দেবেন।[১৪৮]

ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে ছাপা ১৬ পৃষ্ঠার আট আনা দামের একটি ইংরেজি প্রোগ্রাম রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। মলাটে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট একটি বালকের রঙিন ছবি ও রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে 'বাঁকুড়ার/ নিরন্নদের জন্য/ অন্নভিক্ষাকল্পে/ ফাল্গুনী/ অভিনয়/ মাঘ/ ১৩২২' মুদ্রিত হয়। ভিতরে 'The Cycle of Spring' আখ্যায় রবীন্দ্রনাথ রচিত বৈরাগ্য-সাধন ও ফাল্গুনী-র কাহিনীসার প্রদত্ত হয়; প্রথমাংশটি নিশ্চয়ই পরে সংযোজিত হয়েছিল। চরিত্র-পরিচয়, প্রতিটি দৃশ্যের কাহিনী- সংক্ষেপ ছাড়া গীতি-ভূমিকার ১২টি গান ও দাদার শেষ চৌপদীটির ['সূর্য এল পূর্বদ্বারে তূর্য বাজে তার'] ইংরেজি অনুবাদ পুস্তিকাটিতে আছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা-প্রবণতার নিদর্শন হিসেবে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

PHALGUNI:/A play, in which it is conclusively proved to the satisfaction of sundry and all that the New is the repetition of the Old: the first scene of which is named Outburst, the second Search, the third Doubt, and the last Discovery. Each scene is approached through a musical prelude./ *Dramatis Personae*/ A BAND OF YOUTHS Seekers of the secret of life./ CHANDRAHAS the favorite of the party who represents the charm of life./ THE LEADER The life-impulse./ DADA(Elder Brother) The wise man of the party. He checks and controls and is the spirit of prudence./ BAUL The blind singer, seer of life in its truth, undistracted by eye-sight./ — / HEARALDS OF SPRING: flowers, young leaves and birds represented by boys and girls.

এটি Feb 1916-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তেও [pp.204-07] মুদ্রিত হয়।

আইরিশ কবি, শিল্প-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ James H. Cousins [1873-1955] 15 Jan [শনি ১ মাঘ] চিত্রপ্রদর্শনী দেখার জন্য জোড়াসাঁকোয় আসবেন ও তিনি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎপ্রার্থী, গগনেন্দ্রনাথের পত্রে একথা জেনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'যদি এখানকার রিহার্সাল ব্যাপারে কিছু ছুটি করে নিতে পারি তাহলে Cousinsকে দেখাও দেব, দেখেও আসব।'[১৪৯] এই কারণে ও বৈরাগ্য-সাধন-এর রিহার্সালের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ২৯ পৌষ [শুক্র 14 Jan]। কালিদাস নাগ এইদিন ডায়ারিতে লেখেন: 'জোড়াসাঁকো এলুম— কবি এসেছেন— 'ফাল্গুনী'র ভূমিকা লেখা হয়েছে শোনালেন— মুশকিল! আমায় কবিশেখরের ভূমিকা নিতে অনুরোধ করলেন।'[১৫০] 16 Jan [রবি ২ মাঘ] তিনি লিখেছেন: 'জোড়াসাঁকো গেলুম— আজ rehearsal, কবি ডেকেছেন—কবিশেখরের ভূমিকা সুকুমারবাবু এবং আমি trial দেব ঠিক

হল।'[১৫০] কিন্তু শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ভূমিকাটি গ্রহণ করেন; কালিদাস নাগ 18 Jan লেখেন: 'আজ দুপুরে কবির সঙ্গে দেখা হলো— তিনিই 'বৈরাগ্য সাধনে' কবির ভূমিকায় নামতে রাজি হয়েছেন'।[১৫০]

15 Jan [শনি ১ মাঘ] সকালে জোড়াসাঁকোয় কাজিন্‌স্ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি লিখেছেন: "—Next morning [15 Jan] I was taken to the Tagore mansion by Sir John [Woodroffe] to see the art work that was being carried on in it.—It was Rabindranath, majestically refined and gentle, in a fawn cloak from neck to feet,— had, he said, come specially from Santiniketan to greet a fellow-countryman of Yeats who had prefaced 'Gitanjali'."[১৫১] অ্যানি বেসান্তের *New India* পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে কাজিন্‌স্ কয়েকমাস পূর্বে ভারতে আসেন ও ইয়েট্‌সের বন্ধু পরিচয় দিয়ে পত্রিকাটির Nov 1915-সংখ্যা রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করলে তিনি 14 Nov [২৮ কার্তিক] শিলাইদহ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। উভয়ের দীর্ঘকালীন সম্পর্কের এইটিই সূচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ফাল্গুনী-র অভিনয় দেখে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু মাদ্রাজের মদনাপল্লীতে থিওজফিক্যাল কলেজের অধ্যাপক কাজিন্‌স্ ততদিন থাকতে পারেননি। ১৮ মাঘ [1 Feb] তাঁকে রেজিস্টার্ড পোস্টে একটি অভিনয়পত্রী প্রেরণ করা হয় এবং 9 Feb [২৬ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন: 'And now my only complaint against you is that you could not be present on the occasion. We missed your possible enjoyment of the performance and felt sorry.'[১৫২]

13 Jan [২৮ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে টমসনকে লিখেছিলেন: 'I don't exactly know when the date of the performance of Phalguni has been fixed. I believe some day on 29th and 30th this month. Try to secure a ticket now, for it will be difficult to get one a few days hence.'[১৫৩] কিন্তু সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই অভিনয়-সংক্রান্ত খবর ও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। 8 Jan [শনি ২৩ পৌষ] *The Statesman* পত্রিকায় Sir Rabindranath Tagore as a Dramatist/Coming Performance of 'Phalguni' শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়ে পরদিন 9 Jan অভিনয়ের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়। অন্যান্য পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, 17 Jan [সোম ৩ মাঘ] অমৃতবাজার পত্রিকা-য় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করছি:

DRAMATIC PERFORMANCE/ OF/ *Sir Rabindra Nath Tagore's/* LATEST MUSICAL PLAY/ PHALGUNI/ In aid of the Distress in/ BANKURA/ ON/ Saturday, the 29th January/ at 9-15 p.m./ AT/ 6, Dwaraka Nath Tagore's Lane, Jorasanko./SIR RABINDRANATH HIMSELF/ IN THE LEADING ROLE./Prices: Rs. 15, 10 and 5 (all reserved)/ Special seats for Ladies only: Rs. 5(reserved) Rs. 3 (unreserved)./ Tickets to be had at (1) 6, D.N. Tagore's Lane, Jorasanko; (2) Indian Publishing/ House, 20 Cornwallis St.; (3) Messrs. Bevan and Co and (4) Dr. D.N. Maitra/ Mayo Hospital— where places may be seen, and English and Bengali synopses of/ Play may be had.

—লক্ষণীয়, বিজ্ঞাপনে একদিন অভিনয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ও বৈরাগ্য সাধন-এর প্রসঙ্গ নেই। উল্লেখটি দেখা যায় পত্রিকাটির 25 Jan [মঙ্গল ১১ মাঘ]-সংখ্যায়:

...preceded by a curtain-raiser/ VAIRAGYA SADHAN/ (a new unpublished dramatic piece by the/ Poet)/ acting by Sir Rabindra Nath Tagore, Messrs Gaganendranath, Abanindranath, Dinendra/nath Tagore and other members of the family./.../ Curtain rises at 9-15 p.m. sharp. It is particularly requested that seats should be taken before 9-15 p.m. after which doors will opened only between the acts....

রবীন্দ্রনাথ ৫ মাঘ [বুধ 19 Jan] অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখেন: 'ফাল্গুনী অভিনয়ের হাঙ্গামে বড় ব্যস্ত আছি। ২৯শে এবং ৩০শে জানুয়ারী এই দুই দিন অভিনয় হবে। আপনারা আসতে পারলে খুব খুশী হই। ২৯শে তারিখের টিকিটগুলি সমস্তই বিক্রি হয়ে গেছে, অতএব আসেন তো ৩০শে আসবেন।'[১৫৪] কিন্তু পুনরভিনয় 30 Jan হয়নি, হয়েছিল 31 Jan [সোম ১৭ মাঘ]। 28 Jan *The Amrita Bazar Patrika*-য় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়:

A Special Matinee performance/ of/ SIR RABINDRA NATH/ TAGORE'S/ PHALGUNI/ AND/ VAIRAGYA SADHAN ON/ Monday, the 31st January at 5-30 P.M./...Cast characters etc. everything will be/ exactly the same as in the last night, Only/the prices have been reduced for the be-/nefit of the students and others./ Prices: Reserved: Rs.3 and Rs.2./ (Rs.2 for students only/ Special seats for Ladies: Reserved Rs.3./ Unreserved Rs.2./ Boxes: Rs.20 only.

—ছাত্রদের সুবিধার জন্যই হয়তো রাত্রি ৯-১৫-র জায়গায় সন্ধ্যা ৫-৩০ সময় নির্ধারিত হয়েছিল।

পতিসরের উদ্দেশে যাত্রা করার মুখে ফাল্গুনী অভিনয়ের সিদ্ধান্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়, কিন্তু সেখানকার কাজের ভাবনা তাঁর মন অধিকার করে ছিল। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, তিনি ৫ মাঘ বীরেশ্বর নাগ, নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও অতুলচন্দ্র সেনকে তিনটি চিঠি পাঠিয়েছেন, ৭ মাঘ পুনরায় অতুলচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথকে চিঠি পাঠাবার হিসাব পাওয়া যায়। সব চিঠিগুলি পাওয়া যায়নি। ৬ মাঘ [বৃহ 20 Jan] অতুলচন্দ্রকে লেখেন: 'তোমার অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলাম।/ তোমাদের হিসাবের খাতা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়ো অর্থাৎ যাহাতে কাজের অঙ্গ কোনোমতে অসম্পূর্ণ না হয় সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ...হিসাব সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি রাখিলে সেই ছিদ্র দিয়া নৌকাডুবি হইতে পারে। আসল কাজটা যে তোমরা করিয়া তুলিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই।'[১৫৫] ১১ মাঘ [মঙ্গল 25 Jan] তাঁকে লেখেন: 'আমি কয়েকটি ওলাওঠার ওষুধের বাক্স শীঘ্র পাঠাইতেছি এবং যদি হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার পাঠাইতে পারি চেষ্টা দেখিব।'[১৫৫]

টমসনকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মাঘোৎসব ও ফাল্গুনী-অভিনয়ের পরে তিনি বাঁকুড়ায় যাবেন। প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতার কথা টমসনের জানা ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরী

তখন ওয়েসলিয়ান কলেজে পড়ছেন, টমসন তাঁকে দিয়েও চাপ সৃষ্টির প্রয়াস করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১০ মাঘ [সোম 24 Jan] মনোরঞ্জনকে লেখেন: 'বাঁকুড়ায় যাইব স্থির ছিল কিন্তু পতিসরে আমি যে পল্লীর কাজ ফাঁদিয়াছি সেখানে কাজের গোলমাল বাধিয়াছে। শীঘ্র না গেলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে।'[১৫৬] একই তারিখে টমসনকেও লেখেন:

We have our performance next Saturday night so it will not be possible for me to start for Bankura the same evening. We are going to have another performance the Monday following.

I started a village Union work some years ago— it is passing through a crisis owing to some misunderstanding between the village committee and the villagers. But for this performance I should be there this moment. I dare not postpone my visit there a day longer than I can help. So I have to put off all my plans for some time.[১৫৭]

অন্য কাজের মধ্যে ছিল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সংগীত-বিষয়ক একটি বক্তৃতা দেওয়া। এবিষয়ে তিনি ২০ পৌষ [*5 Jan] মীরা দেবীকে লিখেছিলেন: 'এখানে এসেই হিন্দু য়ুনিভার্সিটির তরফ থেকে এক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল— সেখানে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে 'সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ কি না' এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ পেয়েচি। একবার ভাবলুম কাটিয়ে দেব কিন্তু এখানে সকলেই পীড়াপীড়ি করে ধরলেন যে, এই সুযোগে এই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে অনেক লোক জমা হবে তাঁদের অনেকের কানে উঠবে। আজ সকালে ধাঁ করে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসে আছি।'[১৫৮] বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুতর ছিল— গত বছর এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা-অধিকর্তা Hornell-এর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। গগনেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Hindu Universityর জন্যে Music সম্বন্ধে শীঘ্র একটা Lecture লিখ্‌তে বস্‌তে হবে— কলকাতায় গেলে লেখা ত হবে না। ৯ই মাঘের পূর্ব্বেই যদি লেখা শেষ করতে পারি তবেই রক্ষা পাব।'[১৫৯] কিন্তু 'বৈরাগ্য সাধন' লেখা, কাজিন্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রিহার্সালের জন্য কলকাতায় যাওয়া প্রভৃতি কারণে লেখাটি আরম্ভই করা যায়নি— পতিসরে যাওয়ার তাগিদে অভিনয়ের পরেও লেখা সম্ভব ছিল না বলে সম্মতিটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

টমসন ও মনোরঞ্জনকে পূর্বোদ্ধৃত পত্র-দুটি পাঠানোর পরেও তাগিদ অব্যাহত থাকলে ঈষৎ বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ ১৩ মাঘ [বৃহ 27 Jan] মনোরঞ্জনকে পতিসরের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লেখেন:

এ কথা মনে রাখিয়ো আমি বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম— যে কাজের মধ্যে যাইতেছি তাহা আরামের নহে কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক— বাঁকুড়ায় যাওয়ার আবশ্যকতা সে জাতীয় নহে। অতএব আমার প্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তিকে আমি শিরোধার্য্য করিয়াই মঙ্গলবার দিনে পতিসরে চলিয়া যাইব। সে জায়গা মনোরম নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, নির্জ্জন নয়, সেইজন্যই মন সহজেই সেখানে না যাইবার ছুতা খোঁজে— ইহার উপরেও তোমরা যদি সামান্য কারণে উপদ্রব করিতে চাও তবে তাহাতে আমার বোঝা বাড়াইয়া আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে। তোমরা আমাকে চেন, অতএব আমার উপর এই বিশ্বাস স্থির রাখিয়ো যে, আমি দেহমনকে সামাজিক দায়িত্ব হইতে যেটুকু বাঁচাইয়া চলি তার কারণ আলস্য নয়, তার কারণ, আমার উপর কাজের ভার আছে সে কাজ আমাকে নির্ব্বাহ করিতেই হইবে।[১৬০]

৬ মাঘ [বৃহ 20 Jan] জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির স্মরণসভা হয়; কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকার কথা জানা যায় না।

১১ মাঘ [মঙ্গল 25 Jan] মহর্ষিভবনে ষড়শীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনায় 'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই জ্বলন্ত ভাষায় উদ্বোধন সমাগত উপাসকমণ্ডলীর কর্ণে বহুকাল ধরিয়া বাজিতে থাকিবে নিঃসন্দেহ। তিনি "সম্বন্ধ ও বন্ধন" বিষয়ে অতীব মনোজ্ঞ একটী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।'[১৬১] অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপর দায়িত্ব ছিল ভাষণের অনুলেখন নেওয়ার, কিন্তু অসুস্থতাবশত তিনি আসতে না পারায় বক্তৃতাটি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় ভাষণের 'সারমর্ম্ম'টি প্রদত্ত হয়:

> যদি কোন কিছু আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু আমরা সেটীকে বাঁধিতে না পারি, তবেই তাহা আমাদিগের পক্ষে বন্ধন। কিন্তু যেখানে দুইটী বস্তু পরস্পরকে বাঁধিতে পারে, তখন তাহা সম্বন্ধ নাম পায়। এই সম্বন্ধকে কিছুতেই বন্ধন বলা যাইতে পারে না। পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ, বন্ধুর সহিত বন্ধুর সম্বন্ধ, এগুলি সম্বন্ধ, এগুলিকে কিছুতেই বন্ধন বলা যাইতে পারে না। এই সম্বন্ধ বন্ধনে পুত্রের যেমন কর্ত্তব্য আছে, পিতারও তেমনি কর্ত্তব্য আছে; স্ত্রীর যেমন কর্ত্তব্য আছে, স্বামীরও তেমনি কর্ত্তব্য আছে। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যে বলিয়া গিয়াছেন "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", তাহা এই সম্বন্ধকে বন্ধন মনে করিয়াই বলিয়াছিলেন। সে কথা মোটেই ঠিক নহে। এই সম্বন্ধকে বন্ধন ভাবিয়া কাটাইবার চেষ্টাতেই নানা গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। বন্ধনকে আমরা কাটিতে পারি, কিন্তু সম্বন্ধকে পারি না। ঈশ্বরের সহিত সংসারের যে সম্বন্ধ, তাহাও সম্বন্ধ— তাহা বন্ধন নহে। সেখানে আমাদিগেরও যেমন তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তাঁহারও তেমনি আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। তিনি করুণার বন্ধনে স্নেহের বন্ধনে আমাদিগকে তাঁহার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন এবং আমরাও প্রীতি দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে এই যে আমাদের সম্বন্ধ, ইহারই অনুশীলনে মানবজন্মের সার্থকতা, ইহারই পূর্ণ উপলব্ধিতে মনুষ্যের দেবত্ব।[১৬২]

'রবীন্দ্র বাবু বেদী হইতেই দুইটী সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনের মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতাধ্যাপক [ভীমরাও শাস্ত্রী] গুটী দুই সঙ্গীত করিয়া উপাসকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিয়ন্তৃত্বে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অবশিষ্ট গীতগুলি অতি সুন্দরভাবে গান করিয়াছিলেন— তাহা অতি মধুর হইয়াছিল।' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় প্রাতঃকালীন উপাসনায় গীত ছ'টি 'নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত' উদ্ধৃত হয়: (১) মন জাগো মঙ্গল লোকে (২) মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের (৩) রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে (৪) নিশিদিন মোর পরাণে (৫) চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে (৬) আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও। এদের মধ্যে প্রকৃত 'নূতন' গান দুটি, যাদের রচনাকাল জানা যায়নি:

'রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে' দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২০৫-০৬; গীত ১। ২১৪; স্বর ২৭। মূল গান: 'মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম' দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩২।

'নিশিদিন মোর পরাণে' দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২০৬; গীত ১। ১৭১; স্বর ২৭। মূল গান: 'উন সন জায় কাহোরি' দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৮।

কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'জোড়াসাঁকো এসে কবির উপাসনায় যোগ দিলুম— ঠিক আমার যে জিনিস শোনা উচিত ছিল শুনলুম।'[১৬৩]

সায়ংকালীন উপাসনায় 'রবীন্দ্র বাবু চিন্তামণি [চট্টো°] বাবুকে সঙ্গে লইয়া বেদী অধিকার করেন। রবীন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক আবেগময়ী ভাষায় জনসঙ্ঘকে উদ্বোধিত করেন'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় তাঁর ভাষণের সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র থেকেই যুদ্ধের খবর তিনি নিয়মিত পাচ্ছিলেন— কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতির যেসব সংবাদ ইংলন্ডের বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছিল, তার থেকেই যুদ্ধের ধ্বংস ও বীভৎসতার রূপটি তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠছিল। সায়ংকালীন উপাসনায় একেই বিষয় করলেন তিনি:

পৃথিবীর যেমন গতি আছে মনুষ্যসমাজেরও সেইরূপ একটী গতি আছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমরা সেই গতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইউরোপ গত দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া তাহার রাজশক্তির প্রভাব। চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। এই রাজশক্তি বিস্তার করিতে গিয়া ইউরোপ যে প্রকার পীড়ন বিস্তার করিয়াছে, সে তাহা অনেককাল বুঝিতে পারে নাই। ব্যাঘ্র যখন অন্য প্রাণীর প্রাণ হরণ করে, তখন সে হিংসার অর্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু দুই ব্যাঘ্র যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখনই হিংসার বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে। সেইরূপ যখন বিজিতজাতি বিজেতার অক্ষুণ্ণ তেজ নীরবে সহ্য করে, তখন সেই বিজিত জাতি আপনাকে দলিত ও পীড়িত বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকে বটে, কিন্তু সেই দলন ও পীড়নের ভাব বিজেতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান মহাসমর বিজেতাকেও পীড়নের মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা উপলব্ধি করিবার অবসর প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে। জয় পরাজয়ের পর্য্যায়ক্রম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যখন এই দলন ও পীড়নের যাতনা ইউরোপের দেশ ও জাতিসমূহকে গভীরভাবে স্পর্শ করিবে, তখনই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটী গভীর আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়া পড়িবে। এই যে ভীষণ সমর, যাহার বহ্নিকণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ঈশ্বরের রাজ্যে নিরর্থক হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে এই মহাসমরের অবসানেই হউক অথবা এইরূপ আরও দুই একটী ভীষণ বিপ্লবের পরেই হউক, সমস্ত জগতে এমন এক শান্তির রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা সুদুর ভবিষ্যতেও অটল অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, যাহা চুর্ণ বিচুর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।[১৬৪]

আগে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু এখন সেই ভেদ ক্রমশই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। একই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সকলেই স্বীকার করে নিতে শিখেছে। 'সমস্ত জগৎ হইতে একটী মহা বিশ্বজনীন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান— এই বিজিত জাতির মধ্যে যাহার পুনরভ্যুত্থান দেখা দিয়াছে, তাহাই অচির ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। ...প্রাতঃসুর্য্যের অরুণ কিরণে পূর্ব্বদিক আলোকিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু যখন সেই সূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে সমুদিত হইবে তখন উহার দীপ্তিতে সমগ্র পৃথিবী দীপ্তিময় হইয়া উঠিবে।'[১৬৫]

কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'জোড়াসাঁকো এলুম— গান, উপাসনা— কবি আজ একেবারে prophetic vein-এতে ছিলেন,/ কবি সারাদিন ঋষির মতো জ্বলছেন।' টমসন এই উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন: 'The Jorasanko house was packed to the side-rooms and verandas; he sat in the far midst, absorbed in meditation, a rapt praying figure, the mind giving out from all its depths and powers.'[১৬৬]

এই উপাসনায় সাতটি গান গাওয়া হয়: (১) এই ত তোমার আলোক-ধেনু (২) অগ্নিবীণা বাজাও তুমি (৩) আঘাত করে নিলে জিনে (৪) অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো (৫) মেঘ বলেছে যাব যাব (৬) ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার (৭) সারা জীবন দিল আলো।

১৫ মাঘ [শনি 29 Jan] জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রাঙ্গণে আটচালা বেঁধে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে ফাল্গুনী অভিনীত হল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন:

কল্পলতার ডাল নুইয়ে ধরে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য চয়ন ক'রে রঙ্গমঞ্চটি সাজানো হয়েছে। রঙ্গতোরণের একদিকের স্তম্ভে আঁকা রয়েছে জলাভাবে শুষ্কপ্রায় "পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী।" অন্যদিকের স্তম্ভে লীলা-হিল্লোলিত দিঘির নীল জলে সদ্য-ফোটা শতদল পদ্ম। তোরণের মাথায় মরালের শ্রেণী, শুষ্কতার দিক পরিহার ক'রে পরিপূর্ণতার দিকে সোৎসাহে ছুটে চলেছে। ...

এইবার অভিনয়ের এবং রঙ্গ-সজ্জার কথা। সাজ-সজ্জায় বিশেষ কোনো যুগের বা বিশেষ কোনো জাতের হুবহু অনুকরণ করা হয় নি, আর দৃশ্যপট যা' দেখানো হ'য়েছে তা ভূগোল-পরিচয়ের কোনো পর্য্যায়ের সঙ্গেই মেলে না। তা' হলেও বেশ সুন্দর এবং ভাবদ্যোতক। নীল রঙের পর্দ্দায় সবুজের আভা— আকাশে এবং অরণ্যে মিলে-মিশে যেন নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। গোটা কত তারা দেখা যাচ্চে। হর-শিরস্থিত চন্দ্রকলার মত একটুখানি চাঁদও দেখা দিয়েচে। দু-একটা গাছের ডাল মাথার উপর ঝুঁকে রয়েছে, তার একটাতে একটি ঝুল্‌নো বাঁধা। দু'একটি লতা লতিয়ে উঠ্‌চে, উঁচুনীচু জায়গার ফাঁকে-ফাঁকে তৃণমঞ্জরী বসন্তের হাওয়ায় রঙীন্ হয়ে উঠেচে।[১৬৭]

বৈরাগ্য-সাধন অভিনয়ের জন্য একই মঞ্চের বাঁদিকে একটি রাজসভা গড়ে তোলা হয়— 'রাজসভা যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা শূদ্রকের রাজসভার মত মনে হইতেছিল।'[১৬৮] বাংলা নাটকে বিস্তৃত

মঞ্চনির্দেশ না থাকলেও বর্তমান অভিনয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এর ইংরেজি অনুবাদ *The Cycle of Sprthg*-এ নির্দেশ দেওয়া হয়:

The stage is on two levels: the higher, at the back, for the Song preludes alone, concealed by a purple curtain; the lower only being discovered when the drop goes up. Diagonally across the extreme left of the lower stage is arranged the king's court, with various platforms, for the various dignitaries ascending to the canopied throne. The body of the stage is left free for the "Play" when that develops.

মূল নাটকের সুরুতেও মঞ্চনির্দেশ আছে:

The purple secondary curtain goes up, disclosing the elevated rear stage with skyey background of dark blue, on which appear the horn of the crescent moon and the silver points of stars. Trees in the foreground, with two rope swings entwined with garlands of flowers. Flowers everywhere in profusion. On the extreme left the mouth of a dark cavern dimly seen.

১-সংখ্যক টীকায় নির্দেশ দেওয়া হয়: 'Neither the secondary curtain nor the drop is again used during the play. The action is continuous, either on the front stage, or on the rear stage, the latter being darkened when not actually in use.'

এর পরেও নানাবিধ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— মনে হয় যেন বর্তমান অভিনয়ে ব্যবহৃত মঞ্চনির্দেশ অবলম্বনেই এগুলি লিখিত হয়। স্বভাবতই শান্তিনিকেতন-অভিনয়ের মঞ্চসজ্জার সঙ্গে এবারের সজ্জার পার্থক্য ছিল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'মঞ্চসজ্জা তৈরি করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর। ইতস্তত বাস্তবের ছোঁয়া থাকলেও, চেষ্টা ছিল সে সজ্জা ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে নাটকের তাৎপর্য তুলে ধরা। শান্তিনিকেতনে প্রকৃতি-পরিবেশ রচনার একটা বাস্তবানুগ প্রচেষ্টা ছিল, এবার তা থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হল।'[১৬৯] বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে ফাল্গুনী-র মঞ্চসজ্জা যুগান্তকারী বলে গণ্য হতে পারে।

বৈরাগ্য-সাধন-এ অভিনয় করেছিলেন:— মহারাজা: গগনেন্দ্রনাথ, মন্ত্রী: সমরেন্দ্রনাথ, বিজয়বর্মা: উইলিয়ম পিয়র্সন, চীনসম্রাটের দূত; নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, শ্রুতিভূষণ: অবনীন্দ্রনাথ, প্রতিহারী: চারুচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিশেখর: রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তিনি শিল্পী-ছাত্র মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকে নিজের চেলা সাজিয়ে মঞ্চে নামিয়েছিলেন।[১৭০]

ফাল্গুনী-র অভিনয়ে ছিলেন: অন্ধ বাউল: রবীন্দ্রনাথ, দাদা: জগদানন্দ রায়, চন্দ্রহাস: ক্ষিতিমোহন সেন, সর্দার: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [রবীন্দ্রজীবনী-কার], লক্ষ্মীছাড়ার দল: দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, সন্তোষকুমার মিত্র, ভীমরাও শাস্ত্রী, নরভূপ রাও, জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী; শীত ও বসন্ত: রথীন্দ্রনাথ, মাঝি: কালিদাস বসু, কোটাল: অসিতকুমার হালদার, বালকগণ: সমরেশ [সিংহ], শশধর [সিংহ], অনাদি [দস্তিদার], নিখিল [মুখো°], সঞ্জীব [চৌধুরী], বিমল, অসিত, নৃপেন্দ্র [সেন], নরেন্দ্র, প্রসূন [সেন], অশোক, সুশীল [চক্রবর্তী], শিবদাস, জ্যোতিশ্চন্দ্র [রায়], সর্বেশ [মজুমদার], বীরেন্দ্র

[সেন], ধীরানন্দ [রায়], সচ্চিদানন্দ [রায়], কমল মিত্র। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, সুরেন্দ্রনাথের কন্যা মঞ্জুশ্রী ও আরও কয়েকটি ছোটো মেয়ে অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন, *The Cycle of Spring*-এ 'আকাশ আমায় ভরল আলোয়' গানটি নৃত্যরতা বালিকাদের গাওয়া। রবীন্দ্রভবনে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে ছাপা চরিত্রলিপির একটি টাইপ-করা প্রতিলিপি আছে, সেইটি থেকেই আমরা উপরোক্ত তালিকা প্রস্তুত করেছি।

কলকাতার দর্শকদের উপর ফাল্গুনী-অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া বিমিশ্র ধরনের হয়েছিল। মোটামুটি সকলেরই ফাল্গুনী-র চেয়ে বৈরাগ্য-সাধন-এর অভিনয় ভালো লেগেছিল। সীতা দেবী লিখেছেন: " 'বৈরাগ্যসাধন' অবশ্য চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দিল, কর্ণকেও পুলকিত করিল কম নহে; কিন্তু 'ফাল্গুনী'র অভিনয় শান্তিনিকেতনে যেমন দেখিয়াছিলাম, এখানে তেমন যেন দেখিলাম না। বালকেরা আর তত প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে পারিল না। দোলনাও তেমন সতেজে দুলিল না।'[১৭১]

The Bengalee [30 Jan]-তে লিখিত হয়:

The performance from beginning to end is free and bold. The prelude is particularly well-acted. One can at once recognise the veterans there and the difference in the style of acting is too apparent when "Phalguni" commences. The excellent elocution and the irresistable force of delivery at once betrays the author in the Court Poet inspite of his make-up to hide himself from the audience. The Court-Pandit is particularly appreciated. ...and it is our pleasure to see that he is quite original in his rendering of comic parts. The roles of the vacillating King and his innocent and well-wishing ministers were interprated by Mr. Gaganendranath and his brothor ...we believe that they have surpassed their previous record.

We must say that after the exquisite performance of these veterans the young members of "Phalguni" were at great disadvantage with the only exception of Mr. Dinendranath Tagore whose manly voice and simple and natural acting appealed to the audience....

The performance of "Phalguni" shows occasional signs of amateurishness. But the shortcomings have been drowned in a whirl of music. Specially when the blind singer comes out with his stately figure a sudden thrill is sent through the audience. The dramatic motif crystalises at the appearance of the blind singer. The author has taken upon himself the most difficult role of the opera. ...The dialogue with the blind singer-is carried on in a great style of mystic art which is the latest feature of the poet.

এই প্রতিবেদনে ঈষৎ সমালোচনার সুর লাগলেও মোটামুটি তা প্রশংসামূলক। কিন্তু একই সংখ্যায় 'RABINDRANATH'S/ PHALGUNI/ (Notes and Impression —by/ Jitendralal Banerjee)' নামে যে রচনাটি মুদ্রিত হয়, তাতে এখানে-ওখানে কিঞ্চিৎ প্রশংসা বিতরিত হলেও সামগ্রিকভাবে নিন্দাই তার মূল সুর। নাটক ও প্রস্তাবনা সমালোচকের ভালো লাগেনি— বিশেষত প্রস্তাবনাটি: 'It is the poet's 'apologia' for "Phalguni", his answer by anticipation to his critics; and its inclusion is a blunder. For

one thing, the prologue strikes a false note, it is not simply slight, it is most trivial and it makes one think as if the play itself were to be a kind of comic interlude.' অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় তাঁর ভালো লেগেছে, কিন্তু শ্রুতি-নির্ভর হওয়ার জন্য গগনেন্দ্রনাথের অভিনয় তাঁকে খুশি করতে পারেনি; রবীন্দ্রনাথের অভিনয় ভালো হলেও চরিত্রকল্পনাটিই ত্রুটিপূর্ণ— 'We don't want the poet to justify himself and that is what he seeks to do— with unfortunate results.' ফাল্গুনী-তে অভিনয়ের সুযোগই অল্প, তবু জগদানন্দ রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী ভালো অভিনয় করেছেন, দিনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত চরিত্র পাননি— চন্দ্রহাস ও সর্দারের চরিত্রায়ণ হতাশাজনক।

দর্শকদের সম্পর্কে জিতেন্দ্রলালের মন্তব্য সবচেয়ে কঠোর: 'The audience, in short, was a motor car audience— plutocratic, cool, indifferent, not intellectual or even critical— a motor car audience is seldom that— but difficult, unresponsive. ...they were anxious to preserve their dignity whatever happened. Every one was on his good behaviour and every one was dull.'

রবীন্দ্রনাথ রচনাটি পড়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। ২০ মাঘ [বৃহ 3 Feb] তিনি অমল হোমকে লেখেন: 'তোমাদের বেঙ্গলীতে ফাল্গুনীর যে আলোচনা বেরিয়েছে কেউ কেউ আমাকে বলচেন তা নাকি অজিতের লেখা। লেখাটা অজিতের, মতটা ব্রজেন্দ্রবাবুর, এমন কথাও উঠেছে। বিশ্বাস করতে পারচিনে।.../ পুনশ্চ— এই মাত্র সুরেন দাসগুপ্ত এসেছিল। তার কাছে খবর পাওয়া গেল যে লেখাটা জিতেন বাঁড়ুয্যের। মিথ্যে রটনায় আমাদের কী আনন্দ কী আনন্দ দিবারাত্র।'[১৭২] কিন্তু মিথ্যা রটনার সুযোগ কোথায় ছিল বলা দুষ্কর— রচনাটি তো লেখকের নাম-সহ মুদ্রিত হয়েছিল! তবে টমসনের পছন্দ হয়েছিল সমালোচনাটি, তিনি তাঁর গ্রন্থ *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist* [1979, p. 240]-তে জিতেন্দ্রলালের রচনা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উক্ত সমালোচনাকে ব্যঙ্গ করেছেন 'শহরে "ফাল্গুনী" ' [দ্র ভারতী, ফাল্গুন। ১০৯৮-১১১০] প্রবন্ধে:

> এই অভিনয়ের টিকিট-বিক্রীর টাকায় যে শুধু বাঁকুড়া-বাসীর অন্ন-দুর্ভিক্ষের কতকটা উপশম হবে তা' নয়, এর শিল্প-সৌন্দর্য্যে অনেক রসপিপাসু বঙ্গবাসীর অনেকদিনের রসের তৃষ্ণা এবং অন্তরের দুর্ভিক্ষেরও মোচন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ...অবশ্য দু'একজন খবরের কাগজের কাগ্‌জী সাহিত্যিক ভোঁতা পাণ্ডিত্য প্রকাশ ক'রে দশের মুখে হাত চাপা দিয়ে সত্য-গোপনের ব্যর্থ চেষ্টাও করেছেন। ...ওদিকে এক-আধজন মেকী দার্শনিক নাকি গভীর দার্শনিকতার ভাণ ক'রে বল্‌ছেন, কবির যথার্থ কাজ হ'চ্চে কাব্য-কমলের কমলে-কামিনীকে দিয়ে হাতী গেলানো, তা যখন হয়নি তখন ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যাই হোক্, তাঁরা যাই বলুন আর খবরের কাগজে যতই কালি ছড়ান্, দু'একটা মলিন কাগজের বাদুড়ের ডানায় সূর্য্য ঢাকা পড়বে না। বেশীর ভাগ লোকের মতে "ফাল্গুনী" আনন্দের মহাসমুদ্র, উৎসবের চিরন্তন উৎস।

গগনেন্দ্রনাথের অভিনয়েরও তিনি প্রশংসা করেছেন:

> এঁর চাল, চলন, হাসি, এমন কি প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত রাজোচিত হয়েছিল। এঁর রঘুবংশের রাজাদের মত লীলাকমল ঘোরানো, এঁর ধাতুদর্পণে বারবার পাকাচুল দেখা, লক্ষ্মীছাড়ার দলের অভিনয়-কালে আনন্দে অধীর হ'য়ে দাড়িয়ে উঠে 'সাধু' 'সাধু' শব্দে এঁর ফুল বর্ষণ করা যে দেখেছে,— জীবনে কখনো সত্যিকারের রাজা না দেখ্‌লেও তার সেদিন রাজা দেখা হয়েছে।

টিকিট বিক্রির দায়িত্ব ছিল রথীন্দ্রনাথের উপর। প্রথম দিন ভালো বিক্রি না হওয়ায় তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের দিয়ে কৌশলী প্রচারে দ্বিতীয় দিনের সমস্ত টিকিট বিক্রয় করে ফেলেন, 'অভিনয়ের সন্ধ্যায়

কেউ কেউ একশো টাকা দিল কেবল দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখবার জন্য'।[১৭৩] প্রবাসী-তে আয়ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়:

দর্শকশ্রোতাদিগের নিকট টিকিট বিক্রয় করিয়া ৭৯৪৯ এবং নাট্য দুটির চুম্বক বিক্রয় করিয়া ২২২, মোট ৮১৭১ টাকা আয় হইয়াছে। এই সমস্ত টাকাই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দেওয়া হইবে। অভিনয় উপলক্ষে যে নগদ ১০৩০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সমস্তই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন। বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত বৌবাজার ষ্ট্রীটের এন্ এণ্ড এন্ ঘোষ বিনামূল্যে করিয়া দিয়াছিলেন, মিঃ জে এফ মদন বিনাভাড়ায় কিছু রঙ্গমঞ্চের সরঞ্জাম ধার দিয়াছিলেন, বেভান কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস বিনা পারিশ্রমিকে টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন, মিঃ আব্দুল খালেক কিছু সাজসজ্জা বিনা ভাড়ায় দিয়াছিলেন, ইউ রায় এণ্ড সন্স্ বিনা লাভে নাট্যদুটির বাংলা চুম্বক সমস্তটি এবং ইংরেজী চুম্বকের মলাটটি ছাপিয়া দিয়াছিলেন, জাপানী মালী মিঃ কাসাহারা রঙ্গমঞ্চ সাজাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, ঈশ্বরীপ্রসাদ, অসিতকুমার হালদার, এবং 'বিচিত্রা'র আরও কোন কোন চিত্রকর দৃশ্যপটগুলি আঁকিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান মুকুলচন্দ্র দে চুম্বকটির মলাটের চিত্রটি আঁকিয়াছিলেন।[১৭৪]

ফাল্গুনী-অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া' [1995] গ্রন্থের ১২০-৩৭ পৃষ্ঠায়, আগ্রহী পাঠক সেখানে আরও অনেক তথ্যের সন্ধান পাবেন।

টমসন প্রথম দিনের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন:

I saw him next day, when he was to return with me to Bankura. But his nervous energy was drained. When the mood held him, he had daemonic vigour; but it ebbed suddenly and completely. Press-notices had begun, and he was discourged by the play's mixed reception; two days after, he was on the edge of collapse. He cancelled his arrangements, and fled from Calcutta to the wild ducks and reedbeds of Shileida, where he rested.[১৭৫]

—কিন্তু অভিনয়ের আগেই রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়া যাওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করেছিলেন। সেই ক্ষোভেই টমসন ভুলে গিয়েছিলেন, ফাল্গুনী আরও একদিন অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বিরুদ্ধ সমালোচনায় পীড়িত হয়েছিলেন, ক্লান্তিও ছিল, কিন্তু তাঁর শিলাইদহ-যাত্রাও পুর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল।

2 Feb [বুধ ১৯ মাঘ] কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'জোড়াসাঁকো গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করলুম—'ফাল্গুনী'র সমালোচনা নিয়ে অনেক কথা হল— কাল ভোরে শিলাইদহ যাচ্ছেন।'[১৭৬]

3 Feb [বৃহ ২০ মাঘ] শিলাইদহ পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে লিখলেন: 'Coming away from Calcutta, I have come to myself. Every time it is a new discovery to me.'[১৭৭] পত্রটির অপ্রকাশিত অংশে আছে: 'I am sure you have got the report of our performance, I think our expectation was more than realised. It was feast of colour and sound and movements. Our boys did marvels as usual.' অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনায় যে তিনি নিরুৎসাহ হননি, পত্রটিকে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

'শুক্রবার' [*4 Feb] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন: 'অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলুম বলে পতিসরে না গিয়ে শিলাইদহে এসে পড়েচি। কয়েকদিন জিরিয়ে নিয়ে পতিসরে যাওয়া যাবে।'[১৭৮] পতিসরে তখনই যাওয়া হয়নি — শারীরিক বিশ্রামের সঙ্গে মানসিক বিশ্রামের আশায় তিনি তখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গ কামনা করেছেন;

গত একমাস সংগীত ও শিল্পের যে মহোৎসবের মধ্যে ছিলেন, শিলাইদহেও সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সরস্বতী পুজোর [২৫ মাঘ] সময়ে প্রমথ চৌধুরীর আসবার কথা ছিল, রথীন্দ্রনাথকে একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন: 'মণিলাল যদি আসে ত বেশ হয়। অবন এলে কথাই ছিল না।/ নন্দলাল কিম্বা মুকুলকে আনতে পারলে বেশ হয়— আমার ইচ্ছা শিলাইদহের অনেকগুলো ছবি আঁকা হয়ে থাকে।'[১৭৯]

নন্দলাল বসু সম্ভবত ২১ মাঘ [শুক্র 4 Feb] শিলাইদহে পৌঁছন— শচীন্দ্রনাথ অধিকারী-প্রণীত 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তাঁর এইদিনে আঁকা 'নিমাই ঠ্যাঁটা'র স্কেচ দেখা যায় পৃ ৯৬]। নন্দলাল বলেছেন: 'পদ্মার পরিবেশ দেখবার জন্য কবি আমাদের ডাকলেন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। গেলুম আমি, সুরেন কর আর মুকুল দে। সুরেন আগেই গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে। ...কুঠির হাটের ঘাটে নেমেই দেখি, কবি স্বয়ং এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে।'[১৮০] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লিখিত বিবরণ ভিন্নতর; একটি তারিখহীন পত্রে তিনি পিয়র্সনকে লেখেন:

You will be amused to learn that I have attracted a band of youths seeking adventures in this inaccessible corner of the world. They are Mukul, Nandalal and Suren. Suddenly I heard their cry yesterday morning while busy at my desk— they seemed to be thrown up by the staircase from some mystery land down below into the region of light. They said "Here we are!" and I said "Here I am." I find these young fellows don't take my heavy age at all seriously— and the mischief is that I have got in the habit of forgetting my arithmatic with regard to my age. ...I was fairly on my way to a dignified old age when I got stranded in the island of Phalguni where I must be content to grow grey with youthfulness. However, these three beggars will not return home empty-handed when they go from here.[১৮১]

10 Feb [বৃহ ২৭ মাঘ] তিনি অ্যান্ডরুজকেও লেখেন: 'I am living in a boat in a very lovely spot. Mukul, Nandalal and another artist are my companions. Their enthusiasm of enjoyment adds to my joy. Every little thing comes to them as a surprise and thus their fresh minds come to my service, bringing to my notice afresh things that I have been getting into the habit of ignoring.'[১৮২] সম্ভবত ২৬ মাঘ রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'তিনজন artist খুব আনন্দে আছে।'[১৮৩]

নন্দলালের আনন্দ ও নূতন শিল্পদীক্ষার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁরই জবানীতে:

আমাদের হলো হাতে-কলমে নেচার-স্টাডির সেই হাতে-খড়ি। আগে ছবি আঁকতুম শাস্ত্র পুরাণ পড়ে। অবনীবাবু পণ্ডিত রেখে পড়াতেন। আইডিয়া পেতুম তখন বই থেকে। কিন্তু এখানে গুরুমশাই হলেন পদ্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তার ব্যাখ্যাতা স্বয়ং বিশ্বকবি। ...

চলন্ত বোটে সভা বসত তাঁর। পদ্মার শাখায় শাখায় ডিহিতে ডিহিতে নোঙ্গর পড়তো। দেখতে আসত গ্রাম থেকে— সে কত লোক। পাড়ে ভিড় লেগে যেত। কতো স্কেচ করেছি সে সময়ে— বোটের কাছে চরের ওপর শান্ত শিষ্ট মুসলমান প্রজা সব বাবু-মশায়কে দেখবে বলে বসে দাঁড়িয়ে আছে। ...

আমাদের জীবনে গ্লিম্পস্ দিয়ে গেলেন তিনি। তাই পাথেয় হয়ে রইল সারা জীবনের। আমাদের কাছে তিনি কল্পলোকের দরজা খুলে দিয়েছেন। গান কবিতা শিল্প যাই বলো সব হয়েছে প্রকৃতি থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশদেখা চোখ নিয়ে আমাদের মন্ত্র দিলেন সেই প্রকৃতিকে তার মর্মস্বরূপে দেখবার।[১৮৪]

ড পঞ্চানন মণ্ডল জানিয়েছেন, শিলাইদহের বিভিন্ন দৃশ্য ও চরিত্র অবলম্বনে আঁকা নন্দলালের আঠারোটি স্কেচ শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বিভিন্ন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে, যার সময়সীমা 1916-এর 4 Feb থেকে 14 Apr পর্যন্ত অর্থাৎ দুমাস দশ দিন। 'কিন্তু শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় বলেন,— সেবারে শিলাইদহে ওঁরা দশ পনের দিনের বেশি ছিলেন না।'[১৮৫] নন্দলাল বলেছেন, র[রথীন্দ্রনাথ]-বাবুর আগমনের পর রবীন্দ্রনাথ বোটে করে তাঁদের কুঠিবাড়ির ঘাটে পৌছে দেন। রথীন্দ্রনাথ ৮ ফাল্গুন [রবি 20 Feb] শিলাইদহ ত্যাগ করেন ও রবীন্দ্রনাথ পরদিন পতিসর অভিমুখে রওনা হন, সুতরাং শিল্পীত্রয় তার পূর্বে শিলাইদহ ছেড়ে আসেন বলে অনুমান করা যায়।

পতিসরের পল্লীসংগঠন কাজের সুব্যবস্থা করার জন্য বাঁকুড়া না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের পরেই শিলাইদহ রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু ক্লান্তি তাঁকে দীর্ঘকাল সেখানেই বেঁধে রেখেছে। জমিদারির কাজও কিছু করছিলেন। ২১ মাঘ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন: 'এখানে চুঁয়োপাড়ার প্রজারা বিষম কান্নাকাটি করচে। দূরে থাকলে প্রজাদের দুঃখ আমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না— যেটা পৌঁছয় সে হচ্চে খাজনা। দূরে থাকার অন্যায় হচ্চে এই। যাই হোক ১৪৫ ধারায় এদের চাষের জমি, এদের ফসল প্রভৃতি আবদ্ধ হয়ে এরা যে কষ্টে পড়েছে তার কি উপায় হতে পারে ভেবে দেখো।'[১৮৬] ২৮ মাঘ প্রজা তোরাপালী মণ্ডলের দরখাস্তের উপর নিজে মন্তব্য করেছেন: 'জলি জমি যাহা ভোগ করিতেছে তাহা কায়েমি স্বরূপে দেওয়া যায়'।[১৮৭] পতিসরের ভাবনাও মনে ছিল। 'সোমবার' [?২ ফাল্গুন] অতুলচন্দ্র সেনকে লিখেছেন:

আমি পতিসরে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বে তুমি ওখানকার ক্ষেত্রটি দখল করে বসবে এইটে হলেই সুন্দর হয়। কেননা আমি মাঝখানে পড়ে যা কিছু করব সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে না। আমার মন জোগাবার জন্যে কিম্বা আমার হুকুমে যা হবে সেটা হয়ত একেবারে অন্তরের জিনিস হবে না— এবং তার থেকে ঈর্ষ্যা বিরোধের সৃষ্টি হতেও পারে। আমরা যে পক্ষে থাকি সে পক্ষের প্রতি অন্য সকলে অনেক সময় বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে— তার প্রধান কারণ ক্ষমতানাশের আশঙ্কা। ...তোমরা একবার ওখানকার হৃদয় অধিকার করে দাঁড়ালেই আর কোনো ভয় থাকবে না। সে তোমরা নিশ্চয় পারবে আমি জানি। সেই পারাটা তোমাদের নিজের কৃতিত্বে হলেই তোমাদের যথার্থ জয় হবে।[১৮৮]

৬ ফাল্গুন [শুক্র 18 Feb] নেপালচন্দ্র রায়কে লিখলেন: 'কাল পতিসরে যাচ্চি। এ চিঠি পাওয়ার পর আমার চিঠি কেবলমাত্র দিন দুই পতিসরে পাঠিয়ে তার পর কলকাতায় পাঠাবেন। পতিসরে বেশিদিন থাকা হবে না। বিদ্যালয়ের ছেলেরা আমার মন টান্‌চে।'[১৮৯] যত বড় কর্মীই হোন্-না-কেন, এই হচ্চে কবিমনের বৈশিষ্ট্য। বিদ্যালয়ে নিয়মনীতির আতিশয্যে পীড়িত হয়ে বেশ কয়েকমাস তিনি শান্তিনিকেতন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অভিনয়ের সূত্রে মাসখানেক ছাত্রদের সংস্পর্শে কাটিয়ে তাদেরই সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্মের ডাককে লঘু করে দেখছেন তিনি।

যাই হোক, উক্ত তারিখে পতিসর যাওয়া হয়নি। ৮ ফাল্গুন [রবি 20 Feb] অতুলচন্দ্রকে লিখলেন:

আমি পর্শু রেলযোগে যাবার উদ্যোগ করছিলেম এমন সময় খবর এল পিয়ার্সন আমার এখানে আজ রাত্রের গাড়িতেই আসচেন। তাই ঠিক করেছি কাল তাঁকে নিয়ে বোটে করে ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে রেলে করে যাব। তাঁর শরীর খারাপ বলেই তিনি একটু বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী।

তা হলে বোধ হয় মঙ্গল কিম্বা বুধবারে গিয়ে পৌঁছব, যদি পিয়ার্সন যেতে পারেন ত ভালই— তিনি খুসি হয়ে আসবেন। ওখানে গিয়ে সব কথা পাকা করে আসা যাবে।

প্রজাদের ডেকে তোমার যা বোঝাবার বুঝিয়ে রেখো— আমি গিয়ে উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত করে আসব।[১৯০]

অন্যান্যবার শিলাইদহে গিয়ে তাঁর রচনাস্রোতে প্লাবন দেখা দেয়। কিন্তু এবারে তা হয়নি। 'বুধবার' [*23 Feb: ১১ ফাল্গুন] পতিসর থেকে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'বিবিকে বোলো এবারে আমার শরীর অত্যন্ত বেশি অবসন্ন ছিল। অন্যান্য বারে যেমন শিলাইদহে আসবামাত্র আমার লেখার বাঁধ আপনি ভেঙে যায় এবারে তা হয়নি। অনেক ধীরে ধীরে কোনোমতে ঘরে বাইরে লিখে তার পরে জড়তার ভারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে আছি। এবার আমার সাহিত্যের শাখায় ভালো করে বসন্তের মুকুল ধরল না।'[১৯১] শিলাইদহে ঘরে-বাইরে-র শেষ কিস্তি লেখা ছাড়াও তিনটি কবিতা লেখেন তিনি:

৭ ফাল্গুন [শনি 19 Feb] 'এইক্ষণে/ মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে' দ্র সবুজ পত্র, ফাল্গুন। ৭২৬-২৭ ['চেয়ে দেখা']; বলাকা ১২। ৬৬-৬৭ [৪০]।

৮ [রবি 20 Feb] 'তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান' দ্র মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ। ১৩২৩। ২৪৯-৫০ ['অপমানিত]; বলাকা ১২। ৬৯-৭০ [৪২]।

৮ [ঐ] 'যে-কথা বলিতে চাই' দ্র সবুজ পত্র, চৈত্র। ৭৯৬ ['যে কথা বলিতে চাই']; বলাকা ১২। ৬৭-৬৯ [৪১]।

শেষ দুটি কবিতা পাণ্ডুলিপির ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

শিলাইদহে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পারিবারিক সমস্যা নিয়েও বিব্রত ছিলেন। আমরা আগেই বলেছি, জামাতা নগেন্দ্রনাথের জন্য তিনি সরকারি কৃষিবিভাগে একটি উপযুক্ত চাকুরি সন্ধান করছিলেন। এই চেষ্টার সূত্রে নগেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পুনায় গিয়ে একটি বাংলো ভাড়া করে ছিলেন। কিন্তু স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা না হওয়ায় নগেন্দ্রনাথ বাসা ছেড়ে দেন। অ্যান্ডরুজ ফিজি থেকে ফেরার পথে ৬ মাঘ [20 Jan] মীরা দেবীকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করেন। মীরা দেবী তখন সন্তানসম্ভবা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট করে *9 Feb [বুধ ২৬ মাঘ] তাঁকে লেখেন:

> ...আপাতত তোর সঙ্গে ডাক্তার মিস্ [বিদ্যুৎপ্রভা] দত্তকে থাক্‌তে লিখে দিয়েছি— সে দুই একদিনের মধ্যেই বোলপুরে যাবে— সে লোকটি অল্প বয়েস, খুব ভাল, তোর সঙ্গে তার প্রাণের বন্ধুত্ব হতে কিছুমাত্র দেরি হবে না। কমলের সে খুব বন্ধু— ডাক্তারও সে ভাল। তোর হেমলতা বৌঠানকে তুই বেশ ভালই জানিস্ তাঁর সম্বন্ধে তোকে সাবধান করে দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি mischief করবার চেষ্টা করবেনই— অর্থাৎ সত্য মিথ্যা নানা কথা তোর কানের কাছে ফুসলে তোর মন খারাপ করে দেবার চেষ্টা করবেন— তাতে লেশমাত্র যেন বিচলিত না হোস্।[১৯২]

সম্ভবত একই দিনে তিনি প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবীকে নিয়ে রথীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে আসার আহ্বান জানিয়ে লেখেন:

> হেমলতা বৌমার একটা চিঠি তোকে দেখ্‌তে পাঠাই। এ চিঠি নিয়ে কোনো আন্দোলন করিস্ নে— কেননা এটা প্রাইভেট চিঠি। এর মধ্যে কতটা সত্য আছে তাও জানি না— তবে কিনা এক এক সময় হঠাৎ এক-একটা সর্ব্বনাশের ঢেউ কোথা থেকে এসে পড়ে— সামলে ওঠবার পূর্ব্বেই কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়— সেইজন্যেই যদি কোথাও বিপদের সূত্রপাত হয়ে থাকে তবে প্রথম থেকেই সাবধান হতে বলি। মোটের উপর জোড়াসাঁকোয় আমি মনের মধ্যে বড়ই একটা অস্বাস্থ্য অনুভব করি— সেখানকার হাওয়া আমাকে কিছুকাল থেকে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়— গৃহস্থের ঘরের মর্ম্মের মধ্যে যে জিনিসটি অমৃতের মত, তার অভাব আমাকে আঘাত করে।[১৯৩]

হেমলতা দেবীর পত্রটি পাওয়া যায়নি, তাই সমস্যার প্রকৃতিটি সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়। তবু আমরা চিঠিগুলি উদ্ধৃত করলাম জোড়াসাঁকো তথা শান্তিনিকেতনের পারিবারিক চিত্রটি সম্পর্কে একটু আভাস দিতে। হেমলতা দেবী বহুদিন ধরেই শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন। নিরন্তর মেয়েলি কথা-চালাচালি তাঁর স্বভাবের অঙ্গ ছিল, যা বহু মনোমালিন্যের কারণ। দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা দেবীও সেখানে ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বভাব

ছিল ভিন্নতর। সকলকে নিয়ে মিলেমিশে আনন্দে তিনি জীবনযাপন করতেন, তাঁকে নিয়ে তাই কোনো সমস্যা ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী দেবীও তখন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। কোনো সমস্যা ছিল না মজলিসি স্বভাবের এই মেয়েটিকে নিয়েও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেহলির নিচের তলায় থাকতে দিয়েছিলেন, তাই মীরা দেবী পুত্র-সহ শান্তিনিকেতনে আসায় স্থানসংকুলানের সমস্যা দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের ধারণা হচ্ছিল, কনিষ্ঠা কন্যার দায় তাঁকেই বহন করতে হবে— তাই তাঁর জন্য একটি পৃথক বাসস্থানের কথা ভাবতে হল। এসম্পর্কে তাঁকে একটি তারিখহীন পত্রে লিখেছেন:

কোনও একটা বিশেষ কিছু ঘটেছে বলে তোকে আলাদা বাড়িতে স্বতন্ত্র হতে বলচি একথা ঠিক নয়। বিশেষ কারণ ঘটলে তখন সেটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায়। আমি নিজে যতদূর সম্ভব রথীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকি তার কারণ এ নয় ওদের সঙ্গে কোনো বিরোধ আছে কিন্তু খুব আত্মীয় হলেও পরস্পরের মধ্যে একটা ফাঁক থাকা উচিত— সেটা স্বাস্থ্যকর, শান্তিকর। নিজে স্বাধীন থাকলে অন্যকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়।

তোর জন্যে একটা পাকা বাসস্থান এই বেলা ঠিক করে দিয়ে সেটাকে তোর সম্পূর্ণ দখলে দিয়ে যেতে চাই। তুই যে ভাব্‌চিস যখনি দরকার হবে তখনি পাওয়া যাবে সেটা মস্ত ভুল। যখন সুবিধা ঘটেছে তখনি সেই সুবিধাটা নেওয়া সহজ। যখন সুবিধা চলে যাবে তখন যদি প্রয়োজন এসে পড়ে তাহলেই ভাবনা ধরিয়ে দেবে এবং এখন যেটা অল্পের মধ্যে হয়ে যাবে তখন সেটা বহু চেষ্টা ও বহুব্যয়ে করতে হবে।[১৯৪]

নগেন্দ্রনাথকেও তিনি এই বিষয়ে লিখেছেন ২১ ফাল্গুন [শনি 4 Mar] শান্তিনিকেতন থেকে।[১৯৫] দেহলি বাড়িতেই তিনি মীরা দেবীকে থাকতে বলেছিলেন পড়াশুনো লোকজন ডাক্তার ইত্যাদি সুবিধার জন্য। কলকাতায় মহর্ষিভবনের তেতালার ঘর তিনি তাঁদেরই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তবে সেখানে থাকা সম্পর্কে তার যে আপত্তি ছিল রথীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রেই তা প্রকাশিত হয়েছে। সুরুলের বাড়িও তাঁদের দেওয়ার কথা ভেবেছেন, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন রথীন্দ্রনাথ আপত্তি করতে পারেন ভেবে। রথীন্দ্রনাথ অবশ্য আপত্তি করেননি, কিন্তু নগেন্দ্রনাথই কলকাতায় থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন।

৯ ফাল্গুন [সোম 21 Feb] রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনকে নিয়ে বোটে করে পতিসর রওনা হন। নানাবিধ যানবাহনে সেখানে পৌঁছে তিনি ১১ ফাল্গুন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখেন: 'আমি ঘুরতে ঘুরতে পাতিসর নামক একটি ছোট্ট গ্রামে এসে পড়েচি —এখানে নদীটিও ছোট্ট—একটি ছোট্ট বোটে আমি এবং পিয়ার্সন। একটুখানি কাজও আছে।/ এই কাজ সেরেই আস্‌চে হপ্তার গোড়াতেই যাব কলকাতায়— সেখানে দুচার দিন কাটিয়েই বোলপুরে গিয়ে উঠব।'[১৯৬] 28 Feb [সোম ১৬ ফাল্গুন] এখানকার অভিজ্ঞতার কথা পিয়র্সন লিখেছেন নগেন্দ্রনাথকে:

I have not been very well and come away to Shilidah with Gurudev for a change. Then we come on to Potisar where we have been nearly a week. It has been a delightful experience to be living on the boat with him and to see him with his tenants who love him so deeply.

...I have translated with Gurudev শেষের রাত্রি and it will appear in "The Modern Review" as "Mashi".[১৯৭]

—অনুবাদটি পিয়র্সনের নামেই Apr 1916 [pp. 377-83]-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত হয়।

পতিসরে হিতৈষী ফান্ডের সুব্যবস্থা করা ও তাঁর পাঠানো কর্মীদের সঙ্গে প্রজাদের সুসম্পর্ক স্থাপন করা রবীন্দ্রনাথের এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর কাজকর্মের বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

প্রজারা তাঁকে ভালোবাসতেন, তাঁর হিতাকাঙক্ষা সম্পর্কে তাঁদের কোনো সন্দেহ ছিল না— তবু সব-কিছু ঠিকঠাক চলেনি। 24 Feb [বৃহ ১২ ফাল্গুন] তিনি অ্যান্ডরুজকে লেখেন: 'I have my work here, but it is play as well. It does not savour of office and officials; it has its humour and some amount of pathos. It is almost like painting a picture.'[১৯৮] এই 'humour' ও 'pathos'-এর ইঙ্গিত আছে পতিসর ত্যাগের প্রাক্কালে ১৬ ফাল্গুন [সোম 28 Feb] অতুলচন্দ্র সেনকে লেখা পত্রে:

তুমি এন্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টার রূপে মাসিক আশি টাকা বেতন পাইবে স্থির হইয়াছিল এইজন্য বেতন সম্বন্ধে প্রজাদিগকে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। এন্টেন্স স্কুল উঠিয়া যাওয়াতেই এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইল। সাধারণ ফণ্ড হইতে পঞ্চাশ ও ষ্টেট হইতে ত্রিশ টাকা বেতন স্থির করিলাম। কারণ, সাধারণ ফণ্ডে মাসিক আশি টাকার ভার কিছুতেই সইবে না। একথা লইয়া প্রজাদের মধ্যে কিছু আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু অন্য উপায় নাই। যদি বিদ্যালয়ের কোনো একটা ভার গ্রহণ করিয়া কতকটা ব্যয়ভার লাঘব করিতে পার তবে মন্দ হয় না। ...এই জন্যই আমি মনে করি যে, যদি স্কুল প্রভৃতি সংক্রান্ত কোনো একটা কাজে স্বতন্ত্র নিযুক্ত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে সাধারণ কার্য্যে যোগ দিতে পার তবে অধিক ফল পাইবে এবং সগৌরবে ও সবলে কাজ করিতে পারিবে। নতুবা প্রজাদের কাছে কিছু কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেই হইবে। সম্পূর্ণ সময় যদিবা না দিতে পার সম্পূর্ণ জোর দেওয়া আরো অনেক বেশি আবশ্যক। সাধারণের কাজ মনিবের কাজ না হওয়া উচিত। তোমার মাসিক বেতনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অদ্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম।[১৯৯]

কিন্তু কেবল মাসিক বেতনের লোভেই এই আদর্শবাদী যুবক বাগনান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করে সুদুর পতিসরে যাননি, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শান্তিনিকেতনে ফিরেই ২১ ফাল্গুন। [শনি 4 Mar] তাঁকে লেখেন:

সমস্ত হৃদয়মন উৎসর্গ করিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লও তাহা হইলেই সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে। টাকা সম্বন্ধে তখনি মনে খটকা বাধিবে যখনি মন বিমুখ হইবে। অবশ্য কর্ত্তব্য সাধন করিতে বসিলে সকলের মন পাওয়া যায় না এবং মন যোগাইবার দিকেই দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না কিন্তু ওখানকার লোকদের স্পষ্ট বুঝিতে পারা দরকার হইবে যে তুমি অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহাদের সেবায় তোমার পরিপূর্ণ শক্তি পরিপূর্ণ আনন্দে কাজ করিতেছে। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত ছোট কথা সুদুরে চলিয়া যাইবে। অতএব কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, একদিন তোমার পূর্ণ তুমি অধিকার করিয়া বসিতে পারিবে।'[২০০]

শিলাইদহে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন, দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাচ্ছেন। এবিষয়ে ৬ ফাল্গুন নেপালচন্দ্র রায়কে লিখেছিলেন: 'দিনু চলে যাচ্ছে শুনে আমার মন বড় ব্যথিত হল। দিনুর জন্যে এবং আমার বিদ্যালয়ের জন্যে। ওর দ্বারা বিদ্যালয়ের একটা খুব বড় উপকার হয়েচে সেটা আনন্দের দিক। ও যদি নিতান্তই আশ্রম ত্যাগ করে তা হলে ওর জায়গায় আমাকেই ভর্ত্তি হতে হবে। কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে, ওর মত শক্তি আমার নেই— তবু যে পদ খালি হল তার উমেদার রইলুম।'[২০১] দিনেন্দ্রনাথের দানকে তিনি স্বীকৃতি দিলেন পতিসরে ১৫ ফাল্গুনে [রবি 27 Feb] লেখা ফাল্গুনী-র উৎসর্গ-পত্রে:

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর/ তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের/ এবং সেই সঙ্গে/ সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী/ আমার সকল গানের ভাণ্ডারী/ শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে। এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।/ ১৫ ফাল্গুন/ ১৩২২

গ্রন্থটি ছাপা হয় এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে, সেই কারণেই বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে এর প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায় না। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র:

ফাল্গুনী/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশক/ ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ। ১৯১৬/ মূল্য বারো আনা।

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রাপ্তিস্থান—/ ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ/ ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্/ ২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রী কলিকাতা/Printed and published by Apurvakrishna Bose,/ At the Indian Press,—Allahabad.

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ ['উৎসর্গ']+৮৪।

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮৩৭ শক [৮৭০ সংখ্যা]:

১৯৪-৯৫ 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি'/ মিশ্র মল্লার-রূপক/ চলেছে তরণী প্রসাদপবনে দ্র স্বর ৮

স্বর্গত কাঙালীচরণ সেন এটির স্বরলিপিকার।

মানসী, মাঘ ১৩২২ ৭/২/৬]:

৬১৩ 'মানসী' ['আজ প্রভাতের আকাশটি এই'] দ্র বলাকা ১২। ৫৬-৫৭ [৩৫]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, মাঘ ১৩২২ [৩/৭]:

৮৪-৮৫ আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ দ্র স্বর ৪১

৯৪ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ হায় কি দশা হল আমার দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটির স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২২ [২/১০]:

৬১৭-৪৭ 'ঘরে-বাইরে' দ্র ঘরে-বাইরে ৮ । ২৯২-৩১১

৬৪৮-৬৫ 'বৈরাগ্য সাধন' দ্র ফাল্গুনী ১২। ৮৭-১০০ ['সূচনা']

বীরবল 'শিক্ষার নব আদর্শ' [পৃ ৬৮১-৮৬] প্রবন্ধে 'শিক্ষার বাহন' সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রবাসী-র 'হারামণি' [পৃ ৪০৪-০৫] বিভাগে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত' ৬টি 'লালন ফকিরের গান' সংকলিত হয়: (১) বেদে কি তার মরম জানে (২) পাগল দেওয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই (৩) কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে (৪) দেখনারে ভাবনারে ভাবের কীর্ত্তি (৫) খুঁজে ধন পাই কি মতে (৬) আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা। এইটিই শেষ কিস্তি, এরপর রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালন ফকিরের গান আর প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন রচনায় তিনি লালনের গানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

The Times, 28 January 1916:

'The Oarsmen' দ্র *Fruit Gathering,* No. 84

31 Dec 1915 [শুক্র ১৫ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ এটি পাঠিয়ে ম্যাকমিলানকে লেখেন: 'I send herewith a translation of a Bengali poem of mine about the war,— please have it published in some of your papers if you think it proper.'[২০২]

The Modern Review, February 1916 [VOL XIX, No. 2]:

137-42 'My Reminiscences' 4-7

175 'Ahalya' দ্র *Poems/* 21-23, No. 7

204-07 'The Cycle of Spring'

ফাল্গুনী-র রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'Synopsis'টি এখানে মুদ্রিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩৭ শক [৮৭১ সংখ্যা]:

২০৫-০৬ ‘রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে’ দ্র গীত ১। ২১৪

২০৬ ‘নিশিদিন মোর পরাণে’ দ্র ঐ ১। ১৭১

এ ছাড়াও পূর্বপ্রকাশিত আরও এগারোটি গান ‘নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত’ আখ্যায় মুদ্রিত হয়।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩২২ [৩/৮]:

৯৬-৯৭ তোমায় আমায় মিলন হবে বলে দ্র স্বর ৪১

১০৪-০৫ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ এত রঙ্গ শিখেছ কোথা দ্র স্বর ৪৯

ইন্দিরা দেবী প্রথম গানটির স্বরলিপি করেছেন।

সবুজ পত্র, ফাল্গুন ১৩২২ [২/১১]:

৬৮৭-৮৯ ‘রূপ’ [‘বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি’] দ্র বলাকা ১২। ৩৫-৩৭ [১৬]

৬৯০-৭২৫ ‘ঘরে-বাইরে’ দ্র ঘরে-বাইরে ৮। ৩১১-৩৪

৭২৬-২৭ ‘চেয়ে দেখা’ [‘এইক্ষণে/ মোর হৃদয়ের প্রান্তে...’] দ্র বলাকা ১২। ৬৬-৬৭ [৪০]

ঘরে-বাইরে এই সংখ্যাতেই সমাপ্ত হয়।

The Modern Review, March 1916 [VOL. XIX, No. 3]:

285-90 ‘My Reminiscences’ 8-11

342-45 ‘Phalguni’

345 ‘The Maiden’s Smile’ দ্র *Lovers’s Gift,* No. 21

345 ‘My Offence’।

শেষোক্ত দুটি রচনা দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা ‘যুবতীর হাসি’ ও ‘সোহাগিনী, ইথে তোর এত অভিমান’-এর রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ [দ্র চিঠিপত্র ৫। ২০১-০২]।

28 Feb [সোম ১৬ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ আত্রাই থেকে অ্যান্ডরুজকে শান্তিনিকেতনে স্বাগত জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠান: ‘Poet Bauls greetings. Pearson eating like ostrich. Arriving Calcutta Tuesday.’ উল্লেখ্য, এর পর 9 Jul 1917-এর আগে অ্যান্ডরুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি; তাঁকে লেখা অ্যান্ডরুজের 5 Nov 1915-এর চিঠির পরবর্তী পত্রের তারিখ 14 May 1917— যা প্রায় অবিশ্বাস্য! অবশ্য অন্তর্বর্তীকালে অ্যান্ডরুজ অনেকটা সময় রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যেই কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এর প্রধান কারণ সম্ভবত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর কর্তৃক চিঠিপত্র খুলে দেখা —অ্যান্ডরুজের বহু চিঠিই যে তারা খুলে দেখেছে তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু আপত্তিকর কিছু না পেলে তারা আবার চিঠিটি বন্ধ করে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিত। এক্ষেত্রে কী হয়েছে বলা মুশকিল।

‘১৭ই রোজ খোদ বাবু মহাশয়ের শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে আসার’ গাড়িভাড়ার হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 29 Feb] কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এর পরেই ১৯ ফাল্গুন [বৃহ 2 Mar] তিনি শান্তিনিকেতনে যাত্রা করেন। কিন্তু কয়েকদিন সেখানে থেকে আবার কলকাতায় আসেন [তারিখটি জানা যায়নি]। ২৭ ফাল্গুন [শুক্র 10 Mar] শান্তিনিকেতনে গিয়ে পুনরায় কলকাতায় আসেন ৩০ ফাল্গুন [সোম 13

Mar]—'খোদ বাবু মহাশয় ২৭শে ফাল্গুন বোলপুর যাওয়া কালীন ও ৩০শে ফাল্গুন তথা হইতে আসা কালীন খরচের' হিসাব থেকে এই তথ্যগুলি জানা গেছে। কিন্তু কীসের জন্য এই ঘনঘন গতায়াত— সেকথা জানা নেই। হিতসাধন মণ্ডলীর স্থায়ী সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁকে বারবার অনুরোধ করছিলেন ও রবীন্দ্রনাথ তা প্রতিহত করছিলেন; এই যাতায়াত মণ্ডলীর কোনো সভার জন্য কিনা বলার মতো তথ্য পাওয়া যায়নি।

২৯ ফাল্গুন [রবি 12 Mar] শান্তিনিকেতনে তিনি একটি কবিতা লেখেন: 'ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে' দ্র ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩। ২৯-৩০ ['পথের প্রেম']; বলাকা ১২। ৭০-৭৩ [৪৩]।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক Edward Farley Oaten-এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ছাত্রদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তিনি 10 Jan [সোম ২৫ পৌষ] তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কিছু ছাত্রের প্রতি কটূক্তি করলে কলেজের সব ছাত্র পরদিন ক্লাশ বয়কট করে। ছাত্রেরা ও অধ্যাপক ওটেন দুঃখপ্রকাশ করায় তখনকার মতো অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলেও পরের মাসেই ওটেনের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে 15 Feb [মঙ্গল ৩ ফাল্গুন] একদল ছাত্র তাঁকে প্রহার করে। গবর্মেন্টি কলেজ বন্ধ করে দিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের আগেই সুভাষচন্দ্র বসু, অনঙ্গমোহন দাম ও সতীশচন্দ্র দে-কে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা-হয় এবং কমলাভূষণ বসুকে এক বছরের জন্য তাঁর পুরোনো ক্লাশেই রেখে দেওয়া হয় [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২]।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' প্রবন্ধটি রচনা করলেন দ্র সবুজ পত্র, চৈত্র। ৭৪৩-৬৪; শিক্ষা ২৮। ৩৮৮-৪০০]। দীর্ঘকাল বিদ্যালয় পরিচালনা করে ছাত্র-মনস্তত্ত্ব তিনি ভালোই বুঝতেন, সেইজন্য তাঁর প্রবন্ধে ছাত্রদের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। বয়ঃসন্ধির কালেই ছেলেরা কলেজে যায়, 'তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। ...তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। ...এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। ...এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়।' একথা বিদেশের ছাত্রদের পক্ষে যেমন, বাঙালি ছাত্রদের পক্ষেও তেমনই সত্য। সেইজন্য যাঁরা ছাত্রদের জন্য কঠোর শাসনপ্রণালী প্রণয়ন করার প্রস্তাব করছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি: 'ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। ...ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। ...ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।'

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ অধ্যাপকদের পক্ষে বাঙালি ছাত্রদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করাও শক্ত— কারণ তাঁরা তো কেবল শিক্ষক নন, রাজশক্তিকেও তাঁরা বহন করে চলেন— সেইজন্যই সর্বদা ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করে চলা তাঁদের পক্ষে দুরূহ। কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপারটা রাজা-প্রজার সম্পর্ক নয়, তার মূল আরও গভীরে। একশো বছরের ইংরেজি শিক্ষা নূতন প্রাণের জন্ম দিয়েছে, সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা অন্নপানীয়ের দাবি জানালে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। সেইজন্যই ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের হৃদয়ের যোগ হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।'

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজ ও বাঙালির অন্তরের মিলন। এই আকাঙক্ষাতেই তিনি রথীন্দ্রনাথদের গৃহশিক্ষক লরেন্সকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পক্ব ইংরেজ লরেন্সের পিত্তাধিক্য ঘটেছিল, শিশু ছাত্রদের জাতি তুলে গালি দেওয়ায় তারাও তাঁর ক্লাশ বর্জন করে— বাধ্য হয়ে লরেন্সকে বিদায় দিতে হয়। তাঁর স্থানে এসেছেন অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সন— 'আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। ...ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন্-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজ-বিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন।'

*19 Mar [রবি ৬ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন; 'ছাত্রশাসনটা ইংরেজি করা হয়েচে— Modern Reviewতে যাবে। Lord Carmichaelকে পাঠিয়েছিলুম—তাতে কিছু ফল হয়েছে বলে খবর পেয়েচি। কিন্তু শুনচি আশু মুখুজ্জে বিশেষ কারণে বিরুদ্ধপক্ষ নিয়েচেন— তা যদি সত্য হয় তাহলে শিশুপালবধ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবেনা— দ্বাপরযুগে কৃষ্ণভক্তিতে সেটা ঘটেছিল কলিযুগে সেটা ঘট্‌বে গোরার ভক্তিতে। দুঃখ করে কি করব? মরে তারাই যাদের মরণদশা। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।'[২০৩] ইংরেজি প্রবন্ধটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি লেখেন: 'আমি ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা বাংলা হইতে ইংরেজি করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলাম এন্ড্রুজ লিখিয়া লইতেছিলেন। তারপরে সেইটেকে দুরস্ত করিয়া তিনি লিখিয়া দিলে আমি আবার তাহার উপর কিছু কারিগরি করিয়া তবে জিনিসটা দাঁড়াইয়াছে।'[২০৪] প্রবন্ধটি 'Indian Students and Western Teachers' নামে মডার্ন রিভিয়্যু-র Apr 1916 [pp.416-22]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন কিছু ছাত্রের উপর শাস্তির আকারে প্রতিশোধ নেওয়া হবেই, কিন্তু সেই শাস্তি যাতে লঘু হয় সেই উদ্দেশ্যে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর মতামত প্রকাশ করেন — একই কারণে মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত প্রবন্ধটির কপি 24 Mar [১১ চৈত্র] রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়ে লেখেন [লক্ষণীয়, পত্রিকাটি তখনও প্রকাশিত হয়নি, কয়েকজনকে পাঠানোর উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির কয়েকটি বিশেষ কপি ছাপিয়ে নিয়েছিলেন]:

This will speak for itself. War is everywhere. Differences require constant adjustments, differences of interests, of races, of positions. This gives rise to fightings in all stages of the history of Man. So please consider the present fight between our students and their European Teachers— the subject matter of this paper— as the manifestation of the same force, though in a much feebler degree, as the war that is going on in Europe.[২০৫]

—রোটেনস্টাইন এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি।

প্রায় পুরো চৈত্র মাসটি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কাটান। ঘরে-বাইরে লেখা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, সাময়িক তাগিদে লেখা 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' ও চিঠিপত্র লেখা ছাড়া রচনাকার্যও নেই। এরই মধ্যে ৪ চৈত্র [শুক্র 17 Mar] লিখলেন কবিতা 'যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে' দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৩। ১ ['যৌবন']; বলাকা ১২। ৭৪-৭৫ [৪৪]। এটি বলাকা-র উনশেষ কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

চৈত্র মাস। বছর শেষ হয়ে এল। দু'বছর পূর্ণ হচ্চে। সবার তাগিদে বইটা শেষ করবার ঝোঁক হল। তাই যে-সুর দিয়ে আরম্ভ সেই সুরেই ফিরে গেলাম। গানকে তো শেষকালে সেই আদি ধুয়াতেই নিয়ে যেতে হবে। তাই নবীন ও যৌবনের দিকে চেয়ে যৌবনের শেষ বাণী বলে সমাপ্ত করতে চাইলাম।[২০৬]

'চতুরঙ্গ' সবুজ পত্র [অগ্র-ফাল্গুন ১৩২১]-তে মুদ্রিত হয়েছিল চারটি চরিত্রের নামে। উপন্যাসটি একটি বিশেষ রীতিতে লেখা। কিন্তু প্রথম থেকেই গঠনরীতির বৈশিষ্ট্যটি তাঁর মনে স্পষ্ট ছিল না। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ রচনাটিতে ব্যাপক সংস্কার করেন। সংস্কারের কার্যটি ঠিক কোন্ সময়ে করা হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলার মতো তথ্য নেই। তবে অনুমান করা যায়, কাজটি এই সময়েই করা হয়— এর আগে এতখানি নিশ্চিন্ত সময় তাঁর কাছে সুলভ ছিল না।

চৈত্র মাসের শেষে তাঁর মনে সুরের ধারা নামল। গানগুলি যেন চলার গান। ২১ চৈত্র [সোম 3: fi] তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

শীঘ্র দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাব। প্রথমে পিঠাপুরমের ওখানে নিমন্ত্রণ আছে। তারপরে মৈসূর প্রভৃতি দুই এক জায়গায় যাবার আহ্বানও আছে ইচ্ছাও আছে। ...আমেরিকা থেকে আমাকে ডাকাডাকি করচে— যদি মন লাগে ও সব দিকে সুবিধা বুঝি তাহলে আর কলকাতায় না ফিরে কলম্বো দিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়তেও পারি। ...যদি যাই এন্ড্রুজও যাবে— তুমিও যদি যেতে ইচ্ছা কর তাহলে কলম্বো থেকে জাভা ও নিয়ুজীলণ্ড হয়ে কালিফর্ণিয়ায় গিয়ে উঠ্‌ব। ...যতই দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারচি সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ এক জায়গার সঙ্গে নয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা এবং চেষ্টা এবং আয়োজন সত্ত্বেও আমাকে কোনো ছোটো বন্ধনের মধ্যে বিধাতা স্থির থাক্‌তে দিচ্ছেন না। অতএব বেরিয়ে পড়া যাক্।[২০৭]

এই বেরিয়ে পড়ার সুর লেগেছে সমকালীন গানগুলিতে। ২১ চৈত্র তারিখেই তিনি লেখেন: 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' দ্র গীত ২। ৫০৬-০৭; গীতপঞ্চাশিকা [১৩২৫]; স্বর ১৬। পাণ্ডুলিপিতে [Ms.111] দেখা যায়, তিনি গানটি প্রথমে বসন্ত, মল্লিকা ও মঞ্জরীর সংলাপের আকারে লিখেছিলেন।

'তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক' [দ্র গীত ২। ৫২৮; স্বর ১৬] গানটিও সম্ভবত এই সময়েই লেখা। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, খাতাটি উল্‌টিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা শুরু করে প্রথমেই সংলাপের আকারে 'আমি পথভোলা...' গানটি লিখে পৃষ্ঠার নিচে 'তুমি কোন্ পথে...' গানটির সূচনা করে পরের পৃষ্ঠায় শেষ করেন; কোনো গানেই রচনা-কালের উল্লেখ নেই— 'আমি পথভোলা...' গানটি পুনরায় 53/55 পৃষ্ঠায় লেখার সময়ে তারিখ দেন: '২১ ×ফাল্গুন× চৈত্র ১৩২২/শান্তিনিকেতন'। এর থেকেই আমরা 'তুমি কোন্ পথে...' গানটির রচনা-কাল অনুমান করেছি।

২৫ চৈত্র [শুক্র 7 Apr] 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানটি লেখা হয় দ্র গীত ২। ৫৪৮-৪৯; স্বর ১৬।

২৬ চৈত্র [শনি 8 Apr] লিখিত হয় দুটি গান:

'এই তো ভালো লেগেছিল' দ্র গীত ২। ৫৪৯-৫০; স্বর ১৬— শেষ স্তবকটি তারিখ লেখার পর সংযোজিত।

'তরীতে পা দিই নি আমি' দ্র গীত ২। ৫৫৭-৫৮; স্বর ১৬।

২৭ চৈত্র [রবি 9 Apr] 'তোমার হল শুরু' দ্র গীত ২। ৫৬৯; স্বর ১৬। গানটি শুরু হয়েছিল অন্যভাবে: 'তোমরা যখন করলে সুরু/ পিছন হতে ডাকে কারা/ আমি করে দিলেম সারা'।

২৮ চৈত্র [সোম 10 Apr] 'গানের সুরের আসনখানি' দ্র গীত ১। ১৫; স্বর ১১, ১৬।

একই দিনে লিখিত হয় 'আমারে বাঁধবি তোরা' দ্র গীত ২। ৫৭০; স্বর ১৬।

২৯ চৈত্র [মঙ্গল 11 Apr] দুটি গান লেখা হয়:

'ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে' দ্র গীত ২। ৫৭০; স্বর ১৬।

'না হয় তোমার যা হয়েছে তাই হল' দ্র গীত ২। ৫৬৮; স্বর ১৬।

৩০ চৈত্র [বুধ 12 Apr] 'ওরে আমার হৃদয় আমার' দ্র গীত ২৭৩-৭৪; স্বর ১৬।

৩১ চৈত্র [বৃহ 13 Apr] 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না' দ্র গীত ২। ৫৬৯; স্বর ১৬।

এই বর্ষশেষের সন্ধ্যায় তিনি অবশ্যই মন্দিরে উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু তার কোনো অনুলেখন রাখা হয়নি।

২১ চৈত্র [সোম 3 Apr] রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, আমেরিকা থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। এই বিষয়েই একটি তারিখহীন চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন:

> আমেরিকা থেকে লেকচার দেবার জন্যে আমাকে ১২ হাজার ডলার offer করে একটা টেলিগ্রাফ করেছে। আমি উত্তরে লিখেছি যে আমেরিকায় গিয়ে আমার প্ল্যান ঠিক করব। বুঝতে পারছি ওখানে গেলে খরচের জন্যে আমাকে ভাবতে হবেনা তাই যাওয়া ঠিক করেচি। এন্ড্রুজকেও নিতে হবে নইলে আমার পক্ষে ঝঞ্ঝাট পোয়ানো বড় শক্ত হবে। প্যাসিফিক দিয়ে যেতে হবে অতএব জাপানের রাস্তাই সস্তা ও সহজ। অতএব জাপানী জাহাজে শীঘ্র আমাদের berth ঠিক করবার জন্যে খবর নিস্। পয়লা বৈশাখের পরদিনেই আমি এখান থেকে ছাড়ব। সেই যে সব জাহাজে ২০০ টাকায় কামরা পাওয়া যায় তারি খোঁজ করিস।[২০৮]

আর-একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন: ‘গুর্‌লের কাছে শীঘ্র আমার দুটো ছোট ফোটোগ্রাফ পাসপোর্টের জন্যে পাঠাতে ভুলিস্ নে। যাতে আমার সামনের মুখ আছে এমন একটা দিস্। আমেরিকার offer গ্রহণ করে আজ টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি। সেখান থেকে শীঘ্রই পথ খরচের টাকা আসবে।’[২০৯]

ঘটনাটির সূত্রপাত হয় 2 Apr [রবি ২০ চৈত্র], সেদিন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে Keedick Agency নামক একটি প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠায়: ‘Will give you ten thousand dollars for forty lectures in America next winter and two thousand for transportation from and to India and railroad expenses in America. Cable answer to Keedick New York. Keedick’. [মূল টেলিগ্রামগুলি পাওয়া যায়নি, অ্যান্ডরুজ 2 Jun 1916 জাপান থেকে নিউ ইয়র্ক ম্যাকমিলানের কর্তা জর্জ ব্রেটকে সমস্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের কপি পাঠান, তার থেকেই এগুলি জানা সম্ভব হয়েছে।] রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে লেখেন: ‘Making own arrangements after arriving America.’ 8 Apr [২৬ চৈত্র] কীডিক লেখে:

Successful tour demands three months advance booking with committees and preliminary publicity in magazines and newspapers. Have booked such for all famous people who have lectured in America last ten years including Shackleton, Baden Powell, Mont..[?], Amundsen, Stefansson. Cant you give answer now? When do you reach America? Keedick.

রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি এইরকম: ‘Reaching America September with Secretary via Japan. Accept offer. Three thousand transportation expenses needed. Wire amount Thomas Cook Calcutta if agreed.’ 18 Apr [৫ বৈশাখ ১৩২৩] কীডিক এর উত্তর দেয়: ‘Will pay three thousand immediately after first lecture, advance payment not customary. My offer is for exclusive management your lectures America and contingent upon this country being at peace this Fall. Better for business you arrive early October.’ ‘Visit uncertain, decided make own arrangements’— রবীন্দ্রনাথের জবাব পেয়ে কীডিক সুর নরম করে টেলিগ্রাম করে 30 Apr: ‘Will guarantee you twelve thousand and transportaton in United States for lectures regardless whether this country is at peace or war. All additional lectures at the same rate. Three thousand after first lecture. No lecture in America ever successful without experienced manager. Please reconsider.’ এই কেব্‌লের উত্তর দেওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথের হয়নি, তিনি পরের দিনই জাপান যাত্রার উদ্দেশ্যে জাহাজে ওঠেন।

যাই হোক্, সে অনেক পরের কথা। এখন যাত্রার আহ্বান পেয়েই রবীন্দ্রনাথের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যদিও কীডিক এজেন্সির শর্ত পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি, তবু তিনি যে ভ্রমণের আয়োজন শুরু করে দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথকে লেখা দুটি পত্রেই তা বোঝা যায়। এর পরেই তিনি ৩০ চৈত্র [বুধ 12 Apr] প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন: ‘আমি সমুদ্রপারের আয়োজন কর্‌চি। কিছুদিন থেকে মনটা একদিকে ক্লান্ত অন্যদিকে চঞ্চল— বোধ হয় একবার পারাপার করে এলে আবার কিছুকাল স্থির হয়ে বস্‌তে পারব।’[২১০] 13 Apr [বৃহ ৩১ চৈত্র] টমসনকে লিখলেন: ‘The day after tomorrow I go to Calcutta— and then to the South, and then

— I know not where, possibly, across the Pacific. For sometime past I have been feeling restless. It is the migratory instinct in me. I have a meeting place on the other side of the sea and I feel homesick for the wide world.'[২১১]

রবীন্দ্রজীবনে বর্তমান বৎসরের একটি বিশিষ্টতা আছে— সেটি হল গ্রন্থপ্রকাশের স্বল্পতা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থই এই বৎসর প্রকাশিত হয়, সেটি হল শান্তিনিকেতন ১৪শ খণ্ড। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ:

শান্তিনিকেতন (চতুর্দ্দশ)/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/ বোলপুর/ ১৯১৫/ মূল্য। আনা

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রাপ্তিস্থান—/ ইণ্ডিয়ান্ প্রেস,—এলাহাবাদ/ ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্/ ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে/ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+১১৭

সূচি: ১। সুন্দর ২। বর্ষশেষ [১৩১৭] ৩। নব বর্ষ [১৩১৮] ৪। বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা ৫। সত্য বোধ ৬। সত্য হওয়া ৭ । সত্যকে দেখা ৮ । শুচি ৯। বিশেষত্ব ও বিশ্ব

গ্রন্থটি এলাহাবাদে মুদ্রিত বলে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে এর প্রকাশ-তারিখ পাওয়া যায় না।

ইতিপূর্বে ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি কাব্যেরই নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। 1914-এ রামগড়ে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তারই শর্ত মেনে গ্রন্থগুলি ছাপা শুরু হয়। চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলেও নাটকগুলি-সহ 'কাব্যগ্রন্থ' কয়েকটি খণ্ডে মুদ্রণের আয়োজন হয়। নামটি এক থাকলেও মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থ' থেকে এর পরিকল্পনা ভিন্নতর। মোহিতচন্দ্র কবিতাগুলি সাজিয়েছিলেন বিষয়-অনুসারে, এবারে কাব্য ধরে কালানুক্রমে সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা হল। রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকা লেখেন 'আশ্বিন ১৩২১'-এ, কিন্তু প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 1915-এ অর্থাৎ পৌষ ১৩২১-এর পরবর্তী সময়ে— এলাহাবাদে ছাপা বলে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে এদের উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'য় লেখেন:

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিষেরই একটা আরম্ভ ত আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্ব্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে— গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর,— নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালো মন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়— অথচ সত্যকে পাইবার পূর্ব্বেই তাহার কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া থাকে; সেই কর্ম্মের মধ্যে আবর্জ্জনার ভাগই বেশি থাকে।

মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জ্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যভাণ্ডারে আবর্জ্জনাগুলাকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।

অতএব সন্ধ্যা-সঙ্গীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্ত্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সে জন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলি অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলিকা হইতে বাহির হইবার পথে আসিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে অস্ফুটতা জড়িত হইয়া রহিল তাহা মোচন করিবার উপায় নাই। ত্যাগ করিতে হইলে অধিকাংশই ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ নির্বাসন দণ্ড দিবার মেয়াদ এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই আমার কাব্যসংগ্রহে এমন অনেক রচনা স্থান পাইল যাহারা কেবলমাত্র পরিত্যক্ত নদীপথের নুড়িগুলির মত পথের ইতিহাস নির্দ্দেশ করিবে কিন্তু রসধারাকে রক্ষা করিবে না।

'কাব্যগ্রন্থ' ষষ্ঠখণ্ড পর্যন্ত 1915-এ প্রকাশিত হয়। সবগুলিরই আখ্যাপত্র ও মুদ্রণ-সংক্রান্ত বিবরণগুলি একই রকম বলে এখানে আমরা কেবল প্রথম খণ্ডের বিবরণটি উদ্ধৃত করছি:

[অর্ধ-আখ্যাপত্র:] কাব্যগ্রন্থ/ প্রথম খণ্ড

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রাপ্তিস্থান—/ ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ/ ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস/ ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।/ Printed and Published by Apurvakrisna Bose/ at the Indian Press, Allahabad.

[আখ্যাপত্র:] **কাব্যগ্রন্থ/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রথম খণ্ড/ প্রকাশক/ ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ। ১৯১৫**

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+২ [ভূমিকা]+ ৬ [সূচি]+৩৫৮

এই খণ্ডে সন্ধ্যা-সঙ্গীত [পৃ ১-৭৫], প্রভাত-সঙ্গীত [পৃ ৭৭-১৭৯], ছবি ও গান [পৃ ১৮১-২৬১], প্রকৃতির প্রতিশোধ [প ২৬৩-৩২৪] ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী [পৃ ৩২৫-৫৮] গ্রন্থগুলি সংকলিত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+৮ [সূচি]+৪৩৮। কড়ি ও কোমল [পৃ ১-১৭৮] এবং মানসী' [পৃ ১৭৯-৪৩৮] এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+৪ [সূচি]+৩৭৩। সোনার তরী [পৃ ১-২২৩] ও চিত্রা [পৃ ২২৫-৩৭৩] এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+১৪ [সূচি]+৪৬৪। চৈতালি [পৃ ১-৮৭], কল্পনা [পৃ ৮৮-২২১], ক্ষণিকা [পৃ ২২৩-৪১৯] ও কণিকা [পৃ ৪২১-৬৪] এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+২ [সূচি]+৪৪৮। চিত্রাঙ্গদা [পৃ ১-৬৬], মালিনী [পৃ ৬৭-১৩২], বিদায়-অভিশাপ [পৃ ১৩৩-৫৪], নাট্য কবিতা [গান্ধারীর আবেদন ১৫৭-৮৮, সতী ১৮৯-২০৫, নরক-বাস ২০৬-১৯, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ ২২০-৩২, লক্ষ্মীর পরীক্ষা ২৩৩-৩১০] এবং কথা ও কাহিনী [পৃ ৩১১-৪৪৮] এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [সুচি]+৩৬২। রাজা ও রাণী [পৃ ১-২০৭] ও বিসর্জ্জন [পৃ ২০৯-৩৬২] এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থ-এর আরও চারটি খণ্ড 1916-এ প্রকাশিত, এর মধ্যে দু-একটি খণ্ড হয়তো ১৩২৩ বঙ্গাব্দেই প্রকাশিত হয়— আমরা এই চার খণ্ডের বিবরণ এখানে দিয়ে আলোচনাটি সমাপ্ত করছি:

সপ্তম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+১০ [সূচি]+৪২৩। নৈবেদ্য [পৃ ১-১২০], খেয়া [পৃ ১২১-২৬৫], স্মরণ [পৃ ২৬৭-৩০১] ও উৎসর্গ [পৃ ৩০৩-৪২৪] এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+১০ [সূচি]+৪৬৮। শিশু [পৃ ১-১২৭], শারদোৎসব [পৃ ১২৯-২০৬], ডাকঘর [পৃ ২০৭-২৭০] ও গীতাঞ্জলি [পৃ ২৭১-৪৬৮] এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

নবম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+১২ [সূচি]+৭৬০। এই সুবৃহৎ খণ্ডে মুদ্রিত হয় রাজা [পৃ ১-১৪৩], অচলায়তন [পৃ ১৪৫-২৬৯], গীতি-মাল্য [পৃ ২৭১-৪১১], গীতালি [পৃ ৪১৩-৫৩৯], ফাল্গুনী [পৃ ৫৪১-৬৩৮] ও বলাকা [পৃ ৬৩৯-৭৬০]।

দশম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪+৩২৫+৩৮ [সূচি]। 'গান' নামে অভিহিত এই খণ্ডে বাল্মীকি-প্রতিভা [পৃ ৩-৩২], মায়ার খেলা [পৃ ৩৩-৭৬], বিবিধ-সঙ্গীত [১২০টি, পৃ ৭৭-১৫২], জাতীয় সঙ্গীত [৩০টি, পৃ

১৫৩-৮৭], ধর্ম্ম সঙ্গীত [২২০টি, পৃ ১৮৯-৩২০] এবং বিবাহ সঙ্গীত [৭টি, পৃ ৩২১-২৫] বিভাগে মোট ৪৯২টি গান সংকলিত হয়।
চৈত্র ১৩২২-এ নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, চৈত্র ১৩২২ [৩৯/১২]:

১১১৩-১৪ 'দেনা-পাওনা' ['পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান'] দ্র বলাকা ১২। ৪৯-৫০ [২৮]

১১৮৪ 'পুর্ণের অভাব' ['নিত্য তোমার পায়ের কাছে'] দ্র ঐ ১২। ৫৩ [৩১]

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ [১৫/২/৬]:

৫৩৩ 'খোলা জানালায়' ['আমার মনের জানলাটি'] দ্র বলাকা ১২। ৫৫-৫৬ [৩৪]

৬১৪ 'মাধবী' ['কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে'] দ্র ঐ ১২। ৩৪ [১৪]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, চৈত্র ১৩২২ ২/৯]:

১২৩-২৪ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ অহো আস্পর্দ্ধা একি তোদের দ্র স্বর ৪৯

সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২২ [২/১২]:

৭৪৩-৬৪ 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' দ্র শিক্ষা ১৩৭৯]। ১৫৮-৭০; র°র° ১৪ [প.ব.]। ৩৭৪-৮২

৭৯৬-৯৭ ['যেকথা বলিতে চাই'] দ্র বলাকা ১২। ৬৭-৬৯ [৪১]

পত্রিকাটি অস্বাভাবিক দ্রুততায় 16 Mar [বৃহ ৩ চৈত্র] প্রকাশিত হয়, হয়ত 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' প্রবন্ধটি প্রকাশের জন্যই এই দ্রুততা।

The Modern Review, April 1916 [VOL. XIX, No. 4]:

361-67 'My Reminiscences' 13-14

377-83 'Mashi'/ 'Translated from the Bengali of Sir Rabindranath Tagore by W.W. Pearson

416-22 'Indian Students amd Western Teachers' (Translated from Bengali)

'Mashi' 'শেষের রাত্রি' গল্পের পিয়র্সন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ। প্রবন্ধটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৫ চৈত্র [মঙ্গল 28 Mar] রামানন্দকে লেখেন: 'ছাত্রশাসনের ইংরেজিটা যে তর্জ্জমা সে কথা বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না — কেন না ইংরেজিতে কিছু কিছু বদল আছে— এবং রচনাটি প্রায়শই আমার।'[২১২]

বর্তমান বৎসরে বিদেশে রবীন্দ্র-নাটকের দুটি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। 8 Jun [মঙ্গল ২৫ জ্যৈষ্ঠ] কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগে 'the Indian Dramatic Society gave a "Costume recital" of *Malini* at Grafton Galleries in London, for the benefit of wounded Indian soldiers.' —মনে রাখা দরকার, তখনও *Malini* প্রকাশিত হয়নি।

দ্বিতীয় অভিনয়টি হয় 10 Mar 1916 [শুক্র ২৭ ফাল্গুন], এইদিন স্টকপোর্ট গ্যারিক সোসাইটি *Chitra* অভিনয় করে। চরিত্রাভিনেতারা ছিলেন: Madana: Dorothy Agnes Gibson; Vasanta: Winifred Audrey Gibson; Chitra: Emilie T. Sunderland; Arjuna: G. Leigh Turner; Villager: Dorris Matthew—

Ross Hills নাটকটি প্রযোজনা করেন। *Manchester Evening News* 'Another Garrick Triumph' শিরোনাম দিয়ে অভিনয়টির বর্ণনায় লেখে:

...No scenery is used; the exquisite poetry of the Hindoo masterpiece needs no artificial aids to assist the imagination. Cool and restful dark green curtains, a couple of vague formless green seats, warm soft lighting effects, with at times the plaintive music of Samisam and tom-tory and the distant chiming of temple bells, seemed to create an atmosphere of mysticism eminently suitable to the story of "Chitra".

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

এই বৎসর জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারকে কয়েকটি মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হয়।

পাঠক জানেন, রবীন্দ্রনাথের ন'দাদা বীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল উন্মাদরোগে পীড়িত ছিলেন। ২৭ বৈশাখ [সোম 10 May] তাঁর জীবনাবসান হয়।

৮ শ্রাবণ [শনি 24 Jul] হেমেন্দ্রনাথের চতুর্থা কন্যা মনীষা দেবীর স্বামী ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিলঙে জীবনাবসান হয়। তিনি পত্নী, দুই পুত্র ও তিন কন্যাকে রেখে যান।

৮ ফাল্গুন [রবি 20 Feb] সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবীর অকালমৃত্যু হয় বসন্তরোগে।

ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষেরও এই বৎসরে জীবনাবসান হয়। মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলা সেন দুটি শিশুকন্যা রেখে যক্ষ্মারোগে মারা যান ১৭ শ্রাবণ [2 Aug]। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের মৃত্যুর সঠিক তারিখটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি, তাঁর স্মরণসভা হয় ২৭ অগ্র [সোম 13 Dec 1915]— সুতরাং এর কয়েকদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এর কয়েকদিন বাদেই তাঁর আর-এক বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পরলোকগমন করেন ৪ পৌষ [সোম 20 Dec]। নববিধান সমাজের বিশিষ্ট নেতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের মৃত্যু হয় ২০ মাঘ [বৃহ 3 Feb 1916]।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ রাঁচিতে বাড়ি করেছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় অনেকটা সময় কাটালেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রধানত রাঁচিতেই থাকতেন। তাঁর টানে তখন অনেকেই রাঁচি যেতে আরম্ভ করেন। তিনি ডায়েরি রাখতেন। সেই ডায়েরির কোনো সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও সেগুলি বিচিত্র ধরনের তথ্যে পূর্ণ। এর থেকেই আমরা জানতে পারি, ২২-২৩ ভাদ্র [8-9 Sep] অ্যান্ডরুজ তাঁর কাছে কাটিয়েছেন। ৬ কার্তিক [23 Oct] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ সকালে শরৎ[কুমার চক্রবর্তী], বেলা, বেণী হঠাৎ motorএ করে Hazaribagh থেকে এসে উপস্থিত— কাল সকালে যাবে।' বেলা বা মাধুরীলতা ও তাঁর স্বামী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখলেও ঠাকুরপরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, এই ঘটনা তারই নিদর্শন। এর কয়েকদিন পরেই ১০ কার্তিক দিনেন্দ্রনাথ পত্নী

কমলা দেবীকে নিয়ে রাঁচি যান, ফেরেন ১১ অর্থ [27 Nov]। পরের দিনই যান সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু ও আরও অনেকে।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা-র প্রতিষ্ঠা এই বৎসরের একটি বিশেষ ঘটনা। নন্দলাল বসু জানিয়েছেন, এর পুরো নাম ছিল The Bichitra Studio for Artists of the Neo-Bengal School —সংক্ষেপে এটি 'বিচিত্রা' নামেই পরিচিত, নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ। গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় ২৭ আষাঢ় [সোম 12 Jul]। বিচিত্রা একটি মডেল স্কুল হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল। ইংরেজি, অঙ্ক প্রভৃতি সাধারণ কিছু শিক্ষার সঙ্গে সংগীত ও চিত্রকলার চর্চাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। পিয়র্সন নগেন্দ্রনাথকে লিখিত 28 Jun-এর পত্রে উদ্দেশ্যটির বর্ণনা করেছেন এইভাবে: 'There are music and drawing classes and there will also be eventually some industrial classes in such subjects as carpentry, pottery etc.' এটি নিতান্ত কথার কথা ছিল না— চিত্রকলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুলচন্দ্র দে, অসিতকুমার হালদার মাসিক ষাট টাকা বৃত্তিতে নিযুক্ত হন। নারায়ণ কাশীনাথ দেবল লন্ডনে ভাস্কর্যকলা শিক্ষা করে আশ্বিন মাসে দেশে ফেরেন। তাঁকে ভাস্কর্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়। K. Kasahara নামক একজন জাপানি তক্ষণশিল্পীর নাম এই সময়কার ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়— কিন্তু ছুতোরমিস্ত্রীর কাজ শেখার জন্য কোনো ছাত্র পাওয়া গিয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে রথীন্দ্রনাথ পরে এই বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিচিত্রা-র ছাত্রছাত্রী ও সংগঠন সম্পর্কে নন্দলালের উক্তি আমরা জীবনকথা অংশে উদ্ধৃত করেছি।

আয়োজনটি হয়েছিল ভালোভাবেই। এটিকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর লালবাড়ির একতলায় একটি লাইব্রেরিও তৈরি করা হল। ঠাকুরপরিবারের অনেকের সংগ্রহেই অনেক মূল্যবান বই অযত্নে নষ্ট হচ্ছিল, সেইগুলিকে একত্রিত করা হল বিচিত্রা লাইব্রেরিতে। বিচিত্রার বিচিত্র কার্যকলাপের বিবরণ রথীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সকালে এটি হত কলাভবন, সন্ধ্যায় লাইব্রেরি ছিল লোক জমায়েত হবার কেন্দ্র, আর সপ্তাহে একদিন এটি পরিণত হত আর্টিস্ট লেখক ও সংগীতজ্ঞের সামাজিকতা চর্চার কেন্দ্রে। প্রায়ই অভিনয় ও গানবাজনার জলসার আয়োজন হত। আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সুচনা হয়েছিল বিচিত্রা-র উদ্যোগে, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> ...বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে ভালো ভালো কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা তার অন্যতম। একজন উৎসাহী যুবক নিযুক্ত হলেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে আলপনা, ছুঁচের ফোঁড়ের রকমারি কাজ, মাটির বাসন, বাঁশ ও বেতের ভালো ভালো কাজের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য। পরে কিছু কিছু আলপনার নকশা, ছেলেভুলানো ছড়া ও পল্লীগ্রামের ব্রতকথা— অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' বইয়ে একত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।[২১৩]

এই কাজে সহায়তা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অজিতকুমার চক্রবর্তীকে চিঠি লেখেন, শিলাইদহ ও পতিসর থেকে নিজেই কিছু নমুনা সংগ্রহ করে আনেন।

জামাতা নগেন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিব্রত অবস্থা অব্যাহত ছিল। অমিতব্যয়ী এই যুবক নির্দিষ্ট মাসোহারায় সন্তুষ্ট ছিলেন না— জমিদারির আয় সংকুচিত হওয়ায় তাঁর অতিরিক্ত অর্থের প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মেটানোও শক্ত ছিল, একে প্রশ্রয় দিতেও তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, সুরুলের বাড়িতে থেকে নগেন্দ্রনাথ সেখানকার জমিতে চাষবাস করবেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী নগেন্দ্রনাথের এই জীবন পছন্দ হয়নি। তখন রবীন্দ্রনাথ রামগড়ের পাহাড়ে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর জন্য সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেই পথও প্রশস্ত ছিল না।

বাংলার গবর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারি W.R. Gourlayর সঙ্গে কথা বলে ১৩ আশ্বিন [30 Sep] তিনি নগেন্দ্রনাথকে যা লিখেছিলেন, তা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। অ্যান্ডরুজও এই বিষয়ে বিলেতে ইন্ডিয়া অফিসে লেখালেখি করছিলেন। তাঁরই পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে পুনায় Dr Mann-এর কাজে যোগ দিতে লেখেন। নগেন্দ্রনাথ সেই পরামর্শ শুনেছিলেন। সপরিবারে পুনায় গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে কয়েকমাস তিনি সেখানে অবস্থান করেন; কিন্তু উপযুক্ত চাকুরি সংগ্রহ করতে পারেননি। ইতিমধ্যে মীরা দেবী সন্তানসম্ভবা হলে অ্যান্ডরুজ ও কৃতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে নিয়ে ৬ মাঘ [20 Jan 1916] পুনা ত্যাগ করেন। আরও কয়েকমাস পুনা ও হায়দ্রাবাদে থেকে নগেন্দ্রনাথও ফিরে আসেন। মীরা দেবীর থাকার ব্যবস্থা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বিব্রত ছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকো বাড়ির তেতালার ঘরটি তাঁদের ছেড়ে দেন। শান্তিনিকেতনে দেহলি বাড়ির একতলা বা সুরুলে যাতে তাঁরা থাকতে পারেন সেকথাও তিনি চিন্তা করেছেন।

এবারে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ এককভাবে, এতদিন তিনি যুগ্মভাবে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করলে সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ যুগ্ম-সম্পাদক হন। এইসব দায়িত্ব পেয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ ও ফাল্গুন-সংখ্যায় 'আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ রচনায় তিনি তাঁর পরিকল্পনা বিবৃত করেন। এরই ভিত্তিতে ১৫ ফাল্গুন [27 Feb 1916] সকালে সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সভায় মণ্ডলী সংগঠন-সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা হয়। এই সভার ও বর্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজের একটি লক্ষণীয় বিষয় হল আশুতোষ চৌধুরীর সমাজের ব্যাপারে উৎসাহ। প্রতিভা দেবীকে বিবাহের সময়ে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তার বাড়িতে দীর্ঘকাল হিন্দু রীতিনীতি অনুসৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

য়ুরোপীয় ভূখণ্ডে এই বৎসরেও যুদ্ধ চলছিল। পশ্চিম ফ্রন্টে জার্মানির গতি রুদ্ধ হয়েছিল, উভয়পক্ষই কয়েকটি প্রচণ্ড আক্রমণ করে, কিন্তু অসংখ্য সৈন্যের মৃত্যুবরণ ছাড়া সেই অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু পূর্ব ফ্রন্টে জার্মান বাহিনী উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত পোলান্ড ও সার্বিয়া অধিকার করে। বুলগেরিয়া জার্মানির পক্ষে যোগ দিয়ে এই জয়কে ত্বরান্বিত করে। ব্রিটিশ বাহিনী চেষ্টা করেছিল তুরস্ককে পরাজিত করে কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়ে নৌবাহিনীর মাধ্যমে রাশিয়াকে সাহায্য করার। কিন্তু দার্দানেলিস প্রণালীর যুদ্ধে ও গ্যালিপলি উপদ্বীপ দখল করতে গিয়ে তারা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যে ইটালি মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে 24 May [১০ জ্যৈষ্ঠ] অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পর্তুগালও Mar 1916-এ মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। সুযোগ বুঝে জাপানও তার সাম্রাজ্যবাদী লালসা চরিতার্থ করতে চীনের কাছে একটি দাবীপত্র প্রেরণ করে, দুর্বল চীন অগত্যা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। জার্মানি সমুদ্রপথে সোজাসুজি লড়াই করতে না পেরে চোরাগোপ্তা আক্রমণে অনেক সময়ে অসামরিক জাহাজকেও জলমগ্ন করছিল। সর্বাধিক দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে 7 May [২৪ বৈশাখ] জার্মান টর্পেডোর আঘাতে যাত্রীবাহী জাহাজ

'লুসিটানিয়া'র ধ্বংসোধন, বহু অসামরিক ব্যক্তির মধ্যে রবীন্দ্রভক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু যুদ্ধের বিভীষিকাকে ব্যক্তিগত করে তুলেছে।

এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়। ইংলন্ডের লিবারেল প্রধানমন্ত্রী Herbert Henry Asquith যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার জন্য আটজন রক্ষণশীল সদস্যকে নিয়ে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন May 1915-এ। পরাজয়ের গ্লানিতে লর্ড ফিশার 15 May পদত্যাগ করেন, 26 May স্যার উইনস্টন চার্চিল অপসারিত হন, 27 May লিবারেল লর্ড ক্রু-র স্থানে রক্ষণশীল অস্টিন চেম্বারলেনকে ভারতসচিব নিয়োগ করা হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের কার্যকাল Nov 1915-এর জায়গায় Mar 1916 পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল।

কিন্তু হার্ডিঞ্জের কৃতিত্ব অনেকটা ম্লান হয়ে যায় একটি ঘটনায়। হোম গবর্মেন্টের অনুমতি ছাড়াই ভারতীয় সামরিক দপ্তর জেনারেল নিক্সনের অধিনায়কত্বে আরও দুটি ব্রিগেড মধ্যপ্রাচ্যে পাঠায়। এই বাহিনী সেখানে বিস্তৃত অঞ্চল দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু জেনারেল টাউনসেন্ডের অধীনস্থ সেনাবাহিনী বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছেও তুর্কিদের প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয় ও পশ্চাদপসারণ ক'রে কুট দুর্গে আশ্রয় নেয়। তুর্কিরা দুর্গটি অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘ ১৪৭ দিন অবরুদ্ধ থাকার পরে সরবরাহের অভাবে টাউনসেন্ড 29 Apr 1916 আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। 'The Mesopotamian Muddle' নামে কুখ্যাত এই ঘটনাটির তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিশন হার্ডিঞ্জ ও ভারতের সমরদপ্তরকে দোষী সাব্যস্ত করে। অতঃপর এখানে যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব ব্রিটিশ সমরদপ্তর গ্রহণ করে।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যায়, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। অনেকে ধরা পড়লেও রাসবিহারী আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। কিন্তু এদেশে থাকা তিনি আর নিরাপদ মনে করেননি। রবীন্দ্রনাথের জাপান-যাত্রার জন্য ব্যবস্থাদি করার অজুহাতে তাঁর আত্মীয় পি. এন. টেগোর ছদ্মনামে পাসপোর্ট সংগ্রহ ক'রে তিনি সানুকীমারু জাহাজে 12 May 1915 [২৯ বৈশাখ] কলকাতা ত্যাগ ক'রে জাপান রওনা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করেন, তিনিই লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন।

সারা ভারতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরেও বাংলার বিপ্লবীরা দমে যাননি। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীনের নেতৃত্বে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দখল করার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হল। এই সময়ে ১৬নং রাজপুত রাইফেলস্ দুর্গের দায়িত্বে ছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। খবর আসে, জার্মান জাহাজ *Maverick* অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেছে। এই অস্ত্র সুন্দরবনের রায়মঙ্গল, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও হাতিয়ায় নামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সমস্ত কাজটি দেখাশোনার জন্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে পরিচিত] সি. মার্টিন ছদ্মনামে বাটাভিয়ায় রওনা হন। কলকাতায় আসার প্রধান রেলপথগুলি উড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকজন বিপ্লবী বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু অস্ত্র নিয়ে ম্যাভেরিক জাহাজ কোনোদিনই পৌঁছয়নি। এদিকে গার্ডেনরিচ ও বেলেঘাটার ডাকাতির সূত্রে পুলিশ বাঘা যতীনকে খুঁজছিল, তাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য তিনি বালেশ্বরে একটি গোপন আস্তানায় চলে যান। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় ষড়যন্ত্রটি ফাঁস হয়ে যায়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট একদল সৈন্য নিয়ে বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের বালেশ্বরের নিকটবর্তী বুড়িবালাম নদীর তীরে ঘিরে ফেলেন। 9 Sep [বৃহ ২৩ ভাদ্র] অসম যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী নিহত হন,

যতীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষ পাল গুরুতর আহত হন, গ্রেপ্তার হন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত। আহত যতীন্দ্রনাথের পরের দিনই মৃত্যু হয়, মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্রের ফাঁসি হয় ও জ্যোতিষ আন্দামানে নির্বাসিত জীবনযাপনের পর উন্মাদ অবস্থায় বহরমপুর জেলে মারা যান।

কংগ্রেস রাজনীতি এই বৎসরেও নরমপন্থী রাজনীতিকদের প্রভাবাধীন ছিল। তারই ফলে Dec 1915-এ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৩০তম বার্ষিক অধিবেশনে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মতো ব্রিটিশ সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সভাপতি নির্বাচিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তার কিছুদিন আগে 5 Nov স্যার ফেরোজশা মেটার মৃত্যুতে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল বোম্বাই-গোষ্ঠী হীনবল হয়ে পড়ে। টিলকের কারামুক্তির পর থেকেই জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে কংগ্রেসের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু হয়েছিল, কিন্তু গোখলে ও মেটার বিরোধিতায় তা কার্যকর হতে পারছিল না। 1915-এর গোড়ায় ও শেষে এই দুই নেতার মৃত্যুতে সেই বাধা অপসারিত হল। উক্ত অধিবেশনেই কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধন করে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করা হয়।

এই অধিবেশনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য দিক কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস। কংগ্রেসকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ শাসকদের চক্রান্তে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল। নানা ধরনের উস্কানি দিয়ে ও মর্লি-মিন্টো সংস্কারে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দুই সম্প্রদায়ের দূরত্ব বাড়িয়ে তোলা হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে ইংলন্ড তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলে মুসলিম লীগ ইংরেজদের বিরোধী হয়ে ওঠে। ফলে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে লীগ ও কংগ্রেস কাছাকাছি চলে আসে। বোম্বাইতে একই স্থানে কংগ্রেস ও লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া এই সমঝোতারই বহিঃপ্রকাশ, যা পরবর্তী বৎসরে লখনৌ অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট চুক্তির রূপ গ্রহণ করে।

অ্যানি বেসান্ট [1847-1933] থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিয়ে 1893-তে ভারতে আসেন। তিনি দীর্ঘদিন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যকলাপেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি অনুভব করছিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য না বাড়লে যথার্থ কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। এই ধারণা থেকে তিনি 1914-এ ইংলন্ড ভ্রমণের সময়ে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মুখপত্র হল মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *Commonweal* [2 Jan 1914] ও দৈনিক *New India* [14 Jul 1915]। দেশে ফিরে এই দুটি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুলের সপক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকেন। Sep 1915-এ তিনি আয়ারল্যান্ডের হোমরুল লীগের আদর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি বোম্বাইয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রস্তাব আনেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বেসান্টের জনপ্রিয়তার জন্য সোজাসুজি বিরোধিতা না করে এটি বিবেচনার ভার একটি কমিটির উপর অর্পণ করে 1 Sep 1916-এর মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। এই রিপোর্ট কোনোদিনই প্রস্তুত হয়নি। ফলে অ্যানি বেসান্ট Sep 1916-এ হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির মাধ্যমে প্রায় সারা ভারতেই বেসান্টের পরিচিতি ছিল। তাই হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠার কয়েকদিনের মধ্যেই বোম্বাই, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, মথুরা, কালিকট, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে লীগের শাখা স্থাপিত হল। মোতিলাল নেহরু, তেজবাহাদুর

সাপ্রু, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মোতিলাল ঘোষ প্রভৃতি নেতারাও বেসান্টের লীগে যোগ দেন। আরও অনেকে প্রকাশ্যে যোগ না দিলেও তাঁদের সহানুভূতি ছিল এর প্রতি।

একই সময়ে টিলকও হোমরুল আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে 23-24 Dec পুনায় জাতীয়তাবাদীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। অতঃপর 27-29 Apr 1916 বেলগাঁও-এ অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং Joseph Baptistaকে সভাপতি, N.C. Kelkarকে সম্পাদক এবং G.S. Khaparde, B.S. Moonje ও R.P. Karandikarকে সদস্য নির্বাচিত করে 28 Apr আনুষ্ঠানিকভাবে Indian Home Rule League প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারতপ্রেমী মনোভাবকে সম্মান জানিয়ে ৩০তম কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছিল, তাঁকে যেন পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্যও ভাইসরয় করে রাখা হয়। কিন্তু এই প্রার্থনা রক্ষিত হয়নি, 14 Jan 1916 [২৯ পৌষ] পরবর্তী ভাইসরয় হিসেবে চেম্‌স্‌ফোর্ডের নাম ঘোষিত হয়, তিনি 4 Apr [২২ চৈত্র] বোম্বাই পৌঁছলে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ এইদিনই ভারত ত্যাগ করেন।

হার্ডিঞ্জ বিদায়ের আগে একটি গুরুতর কাজ করে যান। কাশীতে একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য মদনমোহন মালব্য ও তাঁর সহযোগীরা অনেকদিন ধরেই সচেষ্ট ছিলেন। 1 Oct Benares University Act পাশ করে এই চেষ্টাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হল, লর্ড হার্ডিঞ্জ 4 Feb 1916 বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 31 Dec 1921 প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটির দ্বারোদঘাটন করেন। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মদনমোহন মালব্য হয়েছিলেন ভাইসচ্যান্সেলার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার্থে গান্ধীজির সংগ্রামে অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সন সাহায্য করেছিলেন, সেকথা আমরা আলোচনা করেছি। এই বৎসর গ্রীষ্মকালে সিমলায় বায়ুপরিবর্তনের জন্য থাকার সময়ে অ্যান্ডরুজ Rev. J.W. Burton-এর লেখা *Fiji of Today* এবং ফিজির এক চুক্তিদাস তোতিরাম সনাধ্যায়ের লেখা হিন্দি 'ফিজিতে আমার একুশ বছর' বই পড়ে সেখানকার চুক্তিদাসদের অসহনীয় জীবনযাত্রার কথা জানতে পারেন।[২১৪] তিনি তখন থেকেই ফিজি যাওয়ার কথা ভাবতে থাকেন। আগের বারের মতো এবারও পিয়র্সন তাঁর সঙ্গী হলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা ৩০ ভাদ্র [বৃহ 16 Sep] শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে বোম্বাই যাত্রা করেন। 20-21 Sep দুদিন আমেদাবাদে গান্ধীজির আশ্রমে কাটিয়ে তাঁরা 22 sep [৫ আশ্বিন] বোম্বাই থেকে S.S. Medina জাহাজে ফিজির পথে অস্ট্রেলিয়া রওনা হন। অক্টোবরের মাঝামাঝি সেখানে পৌঁছে অ্যান্ডরুজ ফিজির সমস্যা নিয়ে রাজনীতিক ও চিনি-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। 5 Nov [১৯ কার্তিক] তাঁরা ফিজির রাজধানী সুভাতে পৌঁছন। ভারতীয় শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা ঔপনিবেশিক সংঘের কর্মসমিতিতে একটি রিপোর্ট দেন 7 Dec [২১ অগ্র] তারিখে। ফিজি থেকে ফেরার পথে জাহাজে সম্পূর্ণ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেন তাঁরা। 16 Jan 1916 [২ মাঘ] তাঁরা বোম্বাইতে প্রত্যাবর্তন করেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত রিপোর্টটি প্রকাশিত হল 19 Feb [৭ ফাল্গুন] তারিখে। 20 Mar [৭ চৈত্র] লর্ড হার্ডিঞ্জ আইন সভায় চুক্তিদাসপ্রথা সম্পূর্ণ লোপ করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সন-কৃত 'Report on Indentured Labour in Fiji' *The Modern Review*, Apr/ 392-402, May/ 514-25, Jun/ 620-21-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা বাধার মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারের জন্য কাজ করে যাচ্ছিল, কিন্তু অনেক ইংরেজের তাতে গাত্রদাহ হচ্ছিল। 3 Jul [১৮ আষাঢ়] সিনেটের সভায় Dr. E.R. Watson সাম্প্রতিক কালে ম্যাট্রিকুলেশন ও বি.এ. পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে এর কারণ ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করার প্রস্তাব করেন। স্পষ্টতই তাঁর কটাক্ষ ছিল বাঙালি পরীক্ষকদের বিচারবুদ্ধির প্রতি। 1905-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করে কার্জন চেয়েছিলেন বাঙালিদের শিক্ষার অধিকার সংকোচন করতে। কিন্তু ড আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে শিক্ষাবিস্তারে মন দেন। এর পরে তিনি যখন স্নাতকোত্তর শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন সরকার তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়। এর পরেই এল ড ওয়াটসনের শিক্ষাসংকোচনের নূতন কৌশল। বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণ-সংখ্যা সবুজ পত্র-এর 'টীকা টিপ্পনী'-তে এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত মতলবটি উদঘাটিত করেন। আশুতোষ সুকৌশলে বি.এ. পরীক্ষার বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করেন নিজেরই সভাপতিত্বে। হতাশ ওয়াটসন প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে চাইলে সরকার-সমর্থক ডাঃ কেদারনাথ দাসের সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে 4 Dec [১৮ অগ্র] সিনেটের সভায় ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে Dr. P. Bruhl, C.J. Hamilton, Dr. E.R. Watson ও ডাঃ নীলরতন সরকারকে নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় কেবল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। অবশ্য ডাঃ ওয়াটসনের দুষ্টবুদ্ধি ফলবতী হয়নি।

এর কিছুদিন পরেই প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি গোলযোগের সূত্রপাত হল। এই কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক Edward Farley Oaten সাম্রাজ্যবাদী অহংকারে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, বাঙালি ছাত্রদের প্রতি তাঁর ব্যবহারও অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল। 10 Jan 1916 [সোম ২৫ পৌষ] তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কিছু ছাত্রের সম্পর্কে কটূক্তি করলে পরের দিন ছাত্রেরা ধর্মঘট করে। 12 Jan অধ্যাপক ওটেন ক্ষমাপ্রার্থনা করলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু ধমর্ঘট করার অপরাধে প্রিন্সিপাল H.R, James প্রত্যেক ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করেন ও ওটেন ধমর্ঘটী দশজন ছাত্রকে ক্লাশ থেকে বের করে দেন। ছাত্রেরা অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ করলে ওটেন লিখিতভাবে জানান, শৃঙ্খলারক্ষার্থে তিনি এই কাজ করেছেন।

15 Feb [মঙ্গল ৩ ফাল্গুন] রসায়নের পরীক্ষাগারে একটি দুর্ঘটনার জন্য রসায়নের অধ্যাপক তাঁর ক্লাশটি নিতে না পারায় পরিবর্ত শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে ক্লাশটি ছেড়ে দেন। ছাত্রেরা বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময়ে কথাবার্তা বলায় কিছু গোলমাল সৃষ্টি হয়। নিকটেই একটি ঘরে ওটেন ক্লাশ নিচ্ছিলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটি ছাত্রকে বকাবকি করেন। তিনি যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন কমলাভূষণ বসু নামক একটি ছাত্র তাঁর সহপাঠী পঞ্চাননকে ডাকেন; গোলমাল সৃষ্টি বা ওটেনকে বিরক্ত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ক্রুদ্ধ ওটেন ফিরে এসে ছেলেটিকে ধরে স্টুয়ার্ডের কাছে নিয়ে গিয়ে এক টাকা জরিমানা করেন। ছাত্রটি অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ করেন, ওটেন তাঁকে 'rascal' বলে গালি দিয়ে ঘাড় ধরে স্টুয়ার্ডের কাছে নিয়ে যান। ওটেন বলেন, তিনি গালি দেননি এবং বাহু ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘন্টা-দুয়েক পরে ওটেন বিকেল তিনটে নাগাদ নোটিশবোর্ডে একটি নোটিশ লাগানোর জন্য যখন একতলায় যান, তখন তিনি লক্ষ্য করেন ১০-১৫ জন ছাত্র সিঁড়ির কাছে জড়ো হয়েছে। তারা হঠাৎ তাঁকে ঘিরে ধরে মাটিতে ফেলে প্রহার করতে থাকে। হঠাৎ অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট সেখানে এসে পড়ায় প্রহারকারী ছাত্ররা পালিয়ে যায়।

18 Feb [শুক্র ৬ ফাল্গুন] ছাত্রের একটি সভায় সমবেত হয়ে ঘটনাটির নিন্দা করে। কিন্তু এইদিনই সরকারি হুকুমে অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দেন। সরকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে— সদস্য হন শিক্ষা-অধিকর্তা W.W. Hornell, বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ Rev. J. Mitchell, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ: 'The Committee will inquire into the general condition of discipline at the Presidency College, with special reference to the strike which occur in January last, and the recent attack upon Prof. Oaten, and will make recommendations.' কিন্তু কমিটি কাজ শুরু করার আগেই অনঙ্গমোহন দাম ও সুভাষচন্দ্র বসুকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়, সতীশচন্দ্র দে এক বছরের জন্য বহিষ্কৃত হন এবং একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অতিরিঞ্জিত অভিযোগ করার জন্য কমলাভূষণ বসুর উচ্চতর ক্লাশে প্রোমোশন এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। কমিটির দুজন সদস্যের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌কে সাসপেন্ড করে ইনস্পেক্টর অব্‌ স্কুল্‌স্‌ মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়।

21 Feb [সোম ৯ ফাল্গুন] স্কটিশ চার্চ কলেজে Dr. J. Watt-এর সভাপতিত্বে কলকাতার কলেজের অধ্যক্ষদের এক সভায় ঘটনাটির নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটও ঘটনাটি সম্পর্কে কড়া মনোভাব গ্রহণ করে [এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র ড দীনেশচন্দ্র সিংহ, 'সুভাষচন্দ্রের ছাত্র-জীবনে ছন্দপতন': সমতট প্রকাশন Jul-Sep 1996/ 27-44]।

সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তদন্ত কমিটিতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি ওটেনের উপর আক্রমণকে সমর্থন করেন কিনা। সুভাষচন্দ্র উত্তরে বলেন, যদিও এই আক্রমণকে সমর্থন করা যায় না কিন্তু ছাত্রদের উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল— এর পরে তিনি গত কয়েক বৎসরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকদের অনেক কুকীর্তির বর্ণনা দেন। বিনা শর্তে ওটেনের উপর আক্রমণের নিন্দা না করায় কমিটির সদস্যগণ সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হন। ফলে কমিটির রিপোর্টে তাঁর অনুকূলে কোনো কথাই ছিল না, তাঁর বহিষ্কারের আদেশও বহাল থাকে। অবশ্য বছর-দুয়েক পরে ঘটনাটি গুরুত্ব হারালে বঙ্গবাসী কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের আনুকূল্যে সুভাষচন্দ্র 1917-18 শিক্ষাবর্ষে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান; 1919-এ দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ তিনি বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদকীয় দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে দেওয়ার ফলে ইতিপূর্বে 'আশ্রম-কথা' বিভাগের মাধ্যমে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে যতটা সংবাদ লাভ করা যেত, বর্তমান বৎসরে আমরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। সুতরাং আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে অন্যান্য সূত্র থেকে।

এবারে বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মবকাশ শুরু হয় ১৩ বৈশাখ [সোম 26 Apr]। তার পূর্বে ১১ বৈশাখ ভীমরাও শাস্ত্রীর পরিচালনায় নাট্যঘরে ছাত্ররা একটি হাস্যরসাত্মক সংস্কৃত নাটিকা অভিনয় করে। ১২ বৈশাখ হয় 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয়। এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ জীবনকথা অংশে প্রদত্ত হয়েছে।

এই সময়ে আরও একটি নাটক অভিনয়ের কথা সীতা দেবীর লেখায় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> তখন শুক্লপক্ষ ছিল [পূর্ণিমা: ১৬ বৈশাখ], বাহিরে জ্যোৎস্নার জোয়ার। চন্দ্রালোকে একদিন খোলা আকাশের তলায় ছোট একটি ইংরেজি নাটিকা অভিনয় হইল। নাটিকাটি আইরিশ কবি এ. ই. লিখিত, নাম বোধ হয় *The* king। ...অ্যান্ড্রুজ সাহেব, পিয়ার্সন সাহেব, সন্তোষবাবু ও কালীমোহনবাবুর নাম অভিনেতাদিগের ভিতর মনে পড়িতেছে। King সাজিয়াছিল একটি অল্পবয়স্ক সিন্ধুদেশীয় বালক, নাম যতদূর মনে পড়ে গিরিধারীলাল কৃপালানি। বালকটির গলা অতি মিষ্ট। প্রায় মন্দিরের পাশেই এক জায়গায় একটি পুকুর কাটানো হইয়াছিল। খানিকটা মাটি তোলার পরই উহা পরিত্যক্ত হয়, ঐ আধকাটা পুকুরটির ধারেই অভিনয় হয়। আইরিশ গানগুলি দুর্বোধ্য ছিল, চন্দ্রালোকিত দৃশ্যগুলি এখন স্বপ্নলোকের ছবির মত মনে পড়ে।[২১৫]

বৈশাখ মাসের শেষে অ্যান্ডরুজ কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। কলকাতায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে যোগ দিয়ে শান্তিনিকেতনে আসার পথে তিনি বর্ধমান স্টেশনে তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে কাটা তরমুজ খেয়েছিলেন, তারই ফল এই ব্যাধি। রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশযাত্রার উপক্রম হিসেবে কলম্বো রওনা হচ্ছিলেন, খবর পেয়েই তিনি ডাক্তার নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। অ্যান্ডরুজ সংকট কাটিয়ে উঠলে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে বিশ্রামের জন্য তিনি দিল্লি চলে যান। ফিরে আসেন অনেক পরে ভাদ্র মাসে। কিন্তু তার পরেই পিয়র্সনকে নিয়ে তিনি ফিজি যাত্রা করেন সেখানকার চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় কুলিদের অবর্ণনীয় কষ্টের বিবরণ সংগ্রহ ও তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে। ৩০ ভাদ্র [বৃহ 16 Sep] রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা আশ্রম ত্যাগ করেন, কলকাতায় ফেরেন ৮ মাঘ [শনি 22 Jan 1916], পিয়র্সন তার আগেই ফিরে আসেন।

বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের পর খোলে ১ আষাঢ় [বুধ 16 Jun]। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। হস্তলিখিত পত্রিকা 'শান্তি'র আশ্বিন-সংখ্যার 'আশ্রমকথা' থেকে জানা যায়— শরৎকুমার রায়, নগেন্দ্রনাথ আইচ ও অনিলকুমার মিত্র ছুটির পরে আশ্রমের কাজে যোগ দেননি। দত্তাত্রেয়ের আদর্শগত বিভিন্ন দাবী মেনে নিতে না পারায় তিনিও কাজে যোগ দেননি। তাঁদের পরিবর্তে নূতন শিক্ষক আসেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাবিভাগে ডিপোজিটের অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ছুটির পরে না এলে তাঁর দায়িত্ব নেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যবস্থাবিভাগের ও আর্থিক ব্যবস্থার ভার সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে দেওয়া হয়। আশুতোষ বসুকে ভাণ্ডারের কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। চিকিৎসা বিভাগে ডাঃ বিনোদবিহারী রায়ের পরিবর্তে ডাঃ মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে সরকারি কাজে যোগ দিলে ডাঃ অমূল্যচরণ বসু তাঁর স্থানে নিযুক্ত হন। হাসপাতালের জন্য পৃথক রান্নাঘর প্রস্তুত করা হয়, পুরোনো হাসপাতালগৃহের সংস্কারের কাজও শুরু হয়।

ছুটির পরে আশ্রমের গোশালাটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কয়েকটি গোরু কিনে নেন, বাকিগুলিকে বিক্রয় করা হয় চুঁচুড়ার হাটে। পত্রিকাটি জানিয়েছে, আশ্রমের দক্ষিণ দিক দিয়ে একটি পাকা রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা চলছে। আমেরিকা-ভ্রমণের পরে 1917-এ রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের আগে নেপালচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ছাত্ররা এই রাস্তা সম্পূর্ণ করে, রবীন্দ্রনাথ সেই নূতন পথ দিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করেন।

পিয়র্সন তার ও অ্যান্ডরুজের থাকবার জন্য একটি পাকা বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁর চাঁদিপুরের বাংলোটি বিক্রয় করে দেন। ২৩ শ্রাবণ [8 Aug] ক্যাশবহিতে 'পিয়ার্সন সাহেবের ঘরের জন্য ...সিমেন্টের মূল্য ইত্যাদি' ব্যয়ের হিসাব দেখা যায়। 'আশ্রমকথা'তে লেখা হয়েছে, বাড়িটির অর্ধেক ব্যয় পিয়র্সন ও অর্ধেক রবীন্দ্রনাথ বহন করেন। ফিজি থেকে ফিরে আসার পর চৈত্র মাসে পিয়র্সন ও অ্যান্ডরুজ এই গৃহে বাস করতে থাকেন। 26 Mar [১৩ চৈত্র] পিয়র্সন নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'খোকা [নীতীন্দ্রনাথ] comes to me so often and came in a beautiful red silk chapkan to our গৃহপ্রবেশ ceremony when the English translation of Phalguni was partly read.' একই দিনে তিনি অ্যান্ডরুজের পিতাকে লেখেন: The new house is proving a very happy possession for we are able to share it with the asram, and for the last few evenings we have had quite a large number of boys and teachers listening to the poet reading in our sitting-room or in the verandah.'[২১৬]

গ্রীষ্মবকাশের পর থেকেই গান্ধীজির স্বাবলম্বন-রীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। পুরোনো ভৃত্য-পাচকেরা সকলেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু স্বাবলম্বন-রীতির কিছু-কিছু অবশেষ তখনও থেকে গিয়েছিল। 4 Jul [১৯ আষাঢ়] পিয়র্সন নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'The boys are going to help in the bazaaring to prevent cheating by the servants, and two boys will go to Bolpur every market day. Two boys will stay in the kitchen every day to see that everything goes well there. So the boys will do something. Sudhakanta has had two strikes with the servants and has dismissed two or three of them, as well as the two water-drawers.' আশ্রমের অপচয় রোধ ও মঙ্গলের জন্যই এইরূপ খবরদারির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শৃঙ্খলারক্ষার বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথ অপছন্দ করতেন। জগদানন্দ রায় ও নেপালচন্দ্র রায়ের হেডমাস্টার-সুলভ কড়াকড়িও তাঁর ভালো লাগছিল না। আসলে ফিনিক্স-ছাত্রদের ও গান্ধীজির রসবোধশূন্য জীবনযাপনের পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের কবিমন ও শিক্ষাদর্শের কাছে প্রথম থেকেই পীড়াদায়ক মনে হচ্ছিল। 'ফাল্গুনী' রচনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি আশ্রমের আনন্দময় পরিবেশটিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হননি। একসময়ে তিনি বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতেও চেয়েছিলেন। পিয়র্সন 10 May [২৭ বৈশাখ] তাঁকে লেখেন:

Let the idea, which you have suggested before, be carried out and let the asram be re-formed. It is difficult to drift into new conditions, and sometimes surgery is a more effective means of curing a patient than medicine. Dismiss us all, close the asram till November "for necessary repairs and re-building", and then when you re-open it you will find that those boys will retum who are really wedded to your ideals and those teachers who feel the overpowering sense of devotion to the ideal will take up the work again with renewed courage.[২১৬]

বাস্তব কারণেই এইরূপ করা সম্ভব ছিল না। তাই কিছুদিন তিনি কলকাতার বিচিত্রা-স্কুল নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। ভেবেছেন, এর আদর্শ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে পথ দেখাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন আশ্রমের ছেলেদের ছেড়ে থাকাও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তাই অভিমান একটু কমতেই দীর্ঘকাল পরে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২৪ শ্রাবণ [9 Aug]। তাঁর অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিন্তু মন শান্ত হয়েছে। ৯ ভাদ্র [26 Aug] কলকাতা থেকে মীরা দেবীকে লিখেছেন, সেটি আমরা পুর্বেই উদ্ধৃত করেছি।

২৪ আশ্বিন [সোম 11 Oct] বিদ্যালয়ে পূজাকাশ শুরু হয় [দ্র টমসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 18 Sep-এর চিঠি], কিন্তু আশ্বিন-সংখ্যা শান্তি-তে লেখা হয়: 'আগামী ২৭ আশ্বিন হইতে... অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে'— খোলার তারিখটি শূন্যই রাখা হয়, অন্য কোনো সূত্রেও জানা যায়নি]। তার পূর্বে 'শারদোৎসব' অভিনয়ের কথা ছিল, রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত আছেন এমন কথা রবীন্দ্রনাথ অনেককে লিখেছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি কাশ্মীর রওনা হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অভিনয় হয়েছিল কিনা বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শান্তি-র উক্ত সংখ্যা থেকে জানা যায়, এর আগে অনেক অতিথি আশ্রমে এসেছিলেন— তাঁদের মধ্যে কলকাতার C.M.S. Hostel-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট Mr. Walpole দুদিন, মাদ্রাজের কোনো বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরসিংহম এবং 'পূর্ব্বতন অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কয়েকদিন' এখানে কাটিয়ে যান। ব্যায়াম পরিচালনার ভার ছিল সন্তোষচন্দ্রের উপর। একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোক বেড়াতে এসে 'কয়েকটি ছাত্রের শরীরের পরিমাপ লইয়াছেন ও তাহাদের নূতন রকম ব্যায়াম শিখাইতেছেন'।

উৎসবাদির মধ্যে 'বাগান' ও 'বীথিকা' পত্রিকাদ্বয়ের বার্ষিক উৎসব হয়। ১৩ শ্রাবণ সাহিত্যসভার পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর-স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ক্ষিতিমোহন সেনের সভাপতিত্বে। ১০ আশ্বিন রামমোহন-স্মৃতিবার্ষিকী পালিত হয়।

৭ পৌষ [বৃহ 23 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন প্রাতঃকালে এবং সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ একাই উপাসনা করেন। ক্যাশবহিতে একটি কৌতুহলজনক খবর পাওয়া যায়: 'দং বোলপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ৭ই পৌষ উপলক্ষে উপহার দিবার জন্য জিনিষ খরিদের এক ফর্দ্দ'— এই বাবদে ৪০ টাকার বেশি খরচ হয়েছিল।

৮ পৌষ [শুক্র 24 Dec] শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বার্ষিক সভা হয়। সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় ১৩২১-২২ সালের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন, আশ্রমের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১৪৯— ভর্তি ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করাই ছাত্রহ্রাসের কারণ। তিনি নিজে, নেপালচন্দ্র রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন— এই বৎসরে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। চার বছর সর্বাধ্যক্ষের পদে থাকার পর জগদানন্দ রায় অবসর নিলে নেপালচন্দ্র রায় তাঁর স্থলে নির্বাচিত হন। আদ্যবিভাগের অধ্যক্ষতায় ক্ষিতিমোহনের স্থানে জগদানন্দ, মধ্যবিভাগে নেপালচন্দ্রের স্থলে ক্ষিতিমোহন ও শিশুবিভাগে কালীমোহন পুনর্নির্বাচিত হন। আশ্রমের নিদর্শক হন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। গত বৎসর নেপালচন্দ্র ইংরেজির, ক্ষিতিমোহন বাংলার, হরিচরণ সংস্কৃতের, জগদানন্দ গণিতের, প্রমদারঞ্জন ইতিহাসের, প্রভাতকুমার ভূগোলের পরিচালক ও সন্তোষচন্দ্র বিজ্ঞানের পরিদর্শক ছিলেন— এই বৎসর তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জগদানন্দ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন : 'গত বৎসর শ্রীযুক্ত আচার্য্যদেব বহু দিন ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়া বালকগণের পাঠাভ্যাস দেখিয়াছেন, আদর্শ পাঠ প্রণালী দেখাইয়াছেন।'

৯ পৌষ [শনি 25 Dec] প্রাতে ছাতিমতলায় পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের শ্রাদ্ধসভা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন সন্ধ্যাবেলায় নিশ্চয়ই খ্রিস্টোৎসব পালিত হয়েছিল, কিন্তু তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের গান গাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কিছু শিক্ষক ও ছাত্রকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এটি তখন একটি রীতিতেই পরিণত হয়েছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সকালের ও সন্ধ্যার

উপাসনায় ভীমরাও শাস্ত্রী ও দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সংগীত পরিবেশন করেন।

১৫ ও ১৭ ফাল্গুন [শনি ও সোম 29, 31 Jan 1916] জোড়াসাঁকো বাড়ির অঙ্গনে স্টেজ তৈরি করে বৈরাগ্যসাধন-সহ ফাল্গুনী অভিনীত হল। কলকাতার অভিনেতাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রেরা এতে অংশ নেন।

মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র শ্যামকান্ত গোবিন্দ সরদেশাই [1900-25] ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হয়েছিলেন চার বছর আগে [১৩১৯]। এই বছরই মার্চ মাসে সিউড়িতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে আশ্রম ত্যাগ করেন। প্রতিভাবান এই ছাত্রটি অল্পদিনের মধ্যেই আশ্রমজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের জীবনযাত্রা ও ইতিহাস নিয়ে তাঁর অনেক লেখা আশ্রমের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি মারাঠিতে অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত শেখার বিনিময়ে তিনি ক্ষিতিমোহনের মতো পণ্ডিতকে মারাঠিভাষা শিখিয়েছেন, শরৎকুমার রায়কে সরবরাহ করেছেন মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপকরণ। তাছাড়া তিনি আত্মীয়স্বজনকে এখান থেকে যে-পত্রগুলি লিখেছিলেন, সাহিত্যগুণে না হোক, আশ্রমের খুঁটিনাটি তথ্যের বর্ণনা হিসেবে তাদের মূল্য অসামান্য। জার্মানিতে পড়তে গিয়ে এঁর অকালমৃত্যু হলে তাঁর মারাঠি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা পত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের বাংলায় লেখা ভূমিকা-সহ তাঁর পিতা 'শ্যামকান্তচী পত্রেঁ' [1934] নামে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ 11 Jun 1933-এ লিখিত পত্র-ভূমিকায় লেখেন :

> শ্যামকান্ত সর্দ্দেশাই একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোনো ছাত্র আমরা দেখি নি। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করার মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়— কিন্তু বোধশক্তিবান যে-চিত্তবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারিদিকের পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জসীভূত ক'রে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে তা অল্পই দেখা যায়। সেই শক্তি ছিল শ্যামকান্তের তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল, — কিছুই তার কাছে বিদেশী ছিল না। সে আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। আমরা তাকে সকলেই ভালোবেসেছিলুম।
>
> তার সময়কার এমন কোনো ছাত্র আমাদের ওখানে ছিল না বাংলা ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল স্বাভাবিক। এই দুই পথ দিয়েই তার মন আমাদের আশ্রমের আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই বিস্তারিত করতে পেরেছিল। দূরগৃহ থেকে এসেছিল শ্যামকান্ত, কিন্তু আপন হৃদয়মনের শক্তিতে সে আমাদের একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল এবং এখনো নিকটেই আছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে অপমানজনক পরিস্থিতিতে গতবৎসর বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে মহর্ষির জীবনী লেখার জন্য বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছিল। সেখানে তিনি কিছুদিন প্রতিমা দেবীকে পড়িয়েছিলেন। একসময়ে কথা হয়েছিল, বিচিত্রা স্কুলে তাঁকে প্রধানশিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু এটি সেইধরনের স্কুলের চেহারা না পাওয়ায় এই কাজ তিনি পাননি। কলকাতার সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও সেখানে তিনি কোনো কাজ সংগ্রহ করতে পারেননি। অথচ ক্রমবর্ধমান পরিবারের ব্যয়-সংকুলানের জন্য কোনো চাকুরি পাওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। অগত্যা তিনি আসামের বগড়িবাড়ি এস্টেটে গৃহশিক্ষকের চাকুরি নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুজিতকুমার অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সাফল্যের সঙ্গে এম.এ পাশ করে তিনি বাঁকিপুর কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফাল্গুন মাসে তাঁর যক্ষ্মা ধরা পড়ে, মৃত্যু হয় ১৯ ভাদ্র ১৩২৩ তারিখে।

বিদ্যালয়ের আর-এক প্রাক্তন ছাত্র নারায়ণ কাশীনাথ দেবল রবীন্দ্রনাথেরই অর্থসাহায্যে ইংলন্ডে গিয়ে ভাস্কর্যবিদ্যা শিখে আসেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, তাঁকে বিচিত্রায় ভাস্কর্য শেখানোর কাজ দিয়ে নিজের

কাছেই রাখবেন। কিন্তু ভাস্কর্য শেখায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রী না পাওয়ায় তাঁকে ধরে রাখা যায়নি, বিচিত্রা উঠে যাওয়ার পরে তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থাকেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের কথা বিশেষ জানা যায় না।

কালীপদ রায় তার 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এন্ড্রুজ সাহেব' প্রবন্ধে '১৯১৬ সালে বসন্ত উৎসবের দিনে' অর্থাৎ ৬ চৈত্র [রবি 19 Mar] সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের দিয়ে অ্যান্ডরুজের পরিচালনায় *A Midsummer Night's Dream* অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আচার্য কৃপালনীর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধারীলাল Tiesbe-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই অভিনয়টিও হয়েছিল *The King* অভিনয়ের মুক্তমঞ্চে। কালীপদ রায় লিখেছেন :

...পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে তখনকার হাসপাতালের সন্নিকর্টে খানিকটা কেটে মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। এই মঞ্চের তিনদিকে ছিল পাহাড়, সামনের দিকটা খোলা। সেইদিকে দর্শকরা উত্তর দিকে মুখ করে বসেছিলেন। মঞ্চটিকে একটা গুহার মত দেখাচ্ছিল। মঞ্চে কোনো চৌকি ব্যবহার হয়নি, কাঁকরের মেঝের উপরেই অভিনয় হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে রঙ্গমঞ্চে সে রাত্রে কোন আলো ছিলনা, পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্রালোকেই অভিনয় হয়েছিল পাহাড়ের উপর থেকেই ঘোড়ার মুখোস-পরা টিসবি পাঠ বলতে বলতে নীচে মঞ্চের উপর নেমে এলেন। দুই দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে কুশীলবদের প্রবেশ এবং প্রস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। ...সেদিনকার পাহাড়ের গায়ে উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ এবং চারিদিক খোলা আকাশের নীচে দর্শকদের আসন সব মিলিয়ে প্রাচীন রোমের এম্পিথিয়েটার ধরণের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ...একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এন্ড্রুজ সাহেবই শান্তিনিকেতনে সর্বপ্রথম 'open air theatre' এর প্রবর্তন করেন। এএএএএ২১৭২২২২২২

সংযোজন

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কাশ্মীর-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে [পৃ ১২৫]। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি শেক্সপিয়রের *The Tempest* গ্রন্থখানির আখ্যাপত্রে একটি কবিতা লিখে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ 'বন্ধুপত্নী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী/দেবপ্রতিমাসু' বইটি উপহার দেন ১২ অগ্র ১৩২২ [28 Nov 1915] তারিখে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।
কবিতাটি হল :

আতিথ্যে হাতেম্ তাই বন্ধুবর রথী
যে জনের পতি—
যে বধূর বর—
দুটি চক্ষে স্নেহ যাঁর মনটি সুন্দর—
তাঁর পদ্মকরে
পরম আদরে
চিরপরিচিত এই পরী-নাট্যখানি
অর্পিলাম আনি'
ক্ষুদ্র উপহার
প্রীতির প্রতিভু তুব শ্রদ্ধা এ সাকার!
জাফ্‌রানীস্থানের অতিথি

সত্যেন্দ্র

১২-৮-২২

দ্র অনাথনাথ দাস সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবর্ষপূর্তি শ্রদ্ধার্ঘ্য [1988], ৮৩-৮৪

উল্লেখপঞ্জী

১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ৩১, পত্র ৩৯

২ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫০৬

৩ বিশ্বপথিক। ১৯৭

৪ ঐ। ১৯৮

৫ ঐ। ১৯৮-৯৯

৬ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫০৬, পাদটীকা ৩

৭ পুণ্যস্মৃতি। ৭৩

৮ বিশ্বপথিক। ২০০

৯ চিঠিপত্র ৫। ১৯৫-৯৬, পত্র ৩৯

১০ ঐ ১৩। ১০০, পত্র ৭৩

১১ সবুজ পত্র, বৈশাখ। ২৫-২৬

১২ বিশ্বপথিক। ২০২

১৩ ঐ। ২০৩

১৪ র-মূল

১৫ বিশ্বপথিক। ২০৮

১৬ *Imperfect Encounter*/ 206

১৭ *V.B.Q.*, May-July 1943/ 75.

১৮ র-মূল

১৯ বিশ্বপথিক। ২২৪-২৫

২০ *V.B.Q.*.Aug-Oct 1943/161

২১ র-প্রতিলিপি

২২ বি. ভা, প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২। ২৮৯

২৩ V.B.Q., May-July 1943/ 72

২৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ৩১, পত্র ৪০

২৫ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১০, পত্র ১০

২৬ পিয়র্সন। ২০০-০১, পত্র ১১

২৭ *V.B.N.*, Jan 1972/ 145, No. 72

২৮ বিশ্বপথিক। ২১৬

২৯ ঐ। ২১৭

৩০ র-মূল।

৩১ *V.B.Q.*, May-July 1943/ 74

৩২ র-মূল।

৩৩ দেশ, শারদীয় ১৩৫৫। ৮, পত্র ১

৩৪ বিশ্বপথিক। ২১৮

৩৫ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪৮৩

৩৬ বিশ্বপথিক। ২২০-২১

৩৭ *V.B.Q.*, May-July 1943/ 74

৩৮ বিশ্বপথিক। ২২১

৩৯ ঐ। ২০৯।

৪০ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১০, পত্র ১০

৪১ *The Amrita Bazar Patrika*, 17 Jun 1914

৪২ পিয়র্সন। ১৯৬, পত্র ৯

৪৩ ঐ। ১৯৮, পত্র ৯

৪৪ ঐ। ২০১ পত্র ১১

৪৫ *LFI* 59-60

৪৬ র-মূল

৪৭ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮ ৩৯, পত্র ৩২

৪৮ *Imperfect Encounter*/ 204, Note 1

৪৯ র-প্রতিলিপি [Ms. 87].

৫০ বি. ভা, প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। ৮০, পত্র ৬

৫১ র-মূল

৫২ V.B.N., Feb 1972/172, No. 74

৫৩ *LF*/60-61

৫৪ V.B.N., Jun 1972 277, No. 91

৫৫ LF/ 61

৫৬ র-মূল

৫৭ পিতৃস্মৃতি। ১২৮

৫৮ র-প্রতিলিপি [Ms. 87]

৫৯ ভারতশিল্পী নন্দলাল ১ [১৩৮৯]। ৩৯৯-৪০২

৬০ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৮, পত্র ৩৪

৬১ র-মূল

৬২ দ্র *Imperfect Encounter*/ 206, No. 102

৬৩ চিঠিপত্র ২। ৩৩, পত্র [১১]

৬৪ বি. ভা, প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। ৮০, পত্র ৬

৬৫ *LF*/ 63-64

৬৬ বিশ্বপথিক। ২২৬

৬৭ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৮, পত্র ৩৪

৬৮ চিঠিপত্র ২। ৩৪, পত্র [১১]

৬৯ বিশ্বপথিক। ২২৭

৭০ ঐ। ২২৮

৭১ ঐ। ২২৯

৭২ *V.B.N.*, Apr 1972/ 221, No. 85

৭৩ র-মূল

৭৪ *V.B.N.*, May 1972/ 255, No. 89

৭৫ র-মূল

৭৬ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ৩৯, পত্র ৩৩

৭৭ V.B.N., May 1972/254, No. 89

৭৮ র-মূল

৭৯ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩৭, পত্র ৫৩

৮০ চিঠিপত্র ৫। ১৯৭, পত্র ৪০

৮১ *Imperfect Encounter*/ 211, No. 104

৮২ র-প্রতিলিপি

৮৩ *Imperfect Encounter*/ 212, No. 104

৮৪ Ibid/ 213, Note 3

৮৫ দেশ, ১০ অগ্র ১৩৬২। ২৬৩, পত্র [১৫]
৮৬ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩৭, পত্র ৫৩
৮৭ বিশ্বপথিক। ২৩৩
৮৮ ঐ। ২৩৪
৮৯ *V.B.N.*, Feb 1972 172-73, No. 74
৯০ Ibid, Apr 1972/ 224, No. 87
৯১ র-মূল
৯২ চিঠিপত্র ৫। ১৯৮, পত্র ৪১.
৯৩ র-মূল
৯৪ চিঠিপত্র ৪। ৬০, পত্র ২০
৯৫ বিশ্বপথিক। ২৩৬
৯৬ র-মূল
৯৭ V.B.N., Oct-Noy 1972/71-72, No. 93
৯৮ র-মূল
৯৯ LF/ 67
১০০ র-প্রতিলিপি, টমসন-সংগ্রহ, বোডেলিয়ন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড
১০১ র-প্রতিলিপি, ম্যাকমিলান-সংগ্রহ, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন
১০২ E.P. Thompson : *Alien Homage* (1993)/ 19
১০৩ Ibid/ 19
১০৪ Ibid/ 20-21
১০৫ র-মূল
১০৬ দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৫, পত্র ৬১
১০৭ চিঠিপত্র ১২। ৫৩-৫৪, পত্র ৪৬
১০৮ ঐ ৫। ২০০-০১, পত্র ৪৩
১০৯ ঐ ৫। ২০৫, পত্র ৪৪
১১০ *V.B.N.*, Oct-Nov 1972/71, No. 93
১১১ দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৫, পত্র ৬১
১১২ বিশ্বপথিক। ২৩৮
১১৩ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ৪০, পত্র ৩৪
১১৪ বিশ্বপথিক। ২৪৭

১১৫ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৩১-৩২

১১৬ চিঠিপত্র ১২। ৫৩, পত্র ৪৬

১১৭ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩৮, পত্র ৫৪

১১৮ র-মূল

১১৯ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৩২

১২০ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। ১৯৪

১২১ চিঠিপত্র ৪। ৬২, পত্র ২১

১২২ ঐ ৫। ২০৪-০৫, পত্র ৪৫

১২৩ দেশ, শারদীয় ১৩৫০। ১২, পত্র ৮

১২৪ চিঠিপত্র ৪। ৬৫, পত্র ২২

১২৫ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৮, পত্র ৩৩

১২৬ সজনীকান্ত দাস : 'রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ', রবীন্দ্রনাথঃ জীবন ও সাহিত্য [সুবর্ণরেখা সং, ১৩৯৫]। ৮৪, পত্র ৯

১২৭ দেশ, শারদীয় ১৩৫০। ১২, পত্র ৮

১২৮ ঐ, শারদীয় ১৩৯৯। ৩৭, পত্র ৩১

১২৯ র-প্রতিলিপি

১৩০ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮০-৮১

১৩১ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২৮, পত্র ৩৩

১৩২ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। ২০২-০৩

১৩৩ র-প্রতিলিপি

১৩৪ মুকুল দে : আমার কথা [১৪০২]। ৩৮

১৩৫ তত্ত্ব, মাঘ। ১৯৬

১৩৬ চিঠিপত্র ৪। ৬৭, পত্র ২৩

১৩৭ ঐ ৭। ৭৩, পত্র ৪০.

১৩৮ *Imperfect Encounter*/ 216, No. 107

১৩৯ র-প্রতিলিপি

১৪০ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪। ৩৭, পত্র ১০

১৪১ ঐ ১৪। ৩৯, পত্র ১১

১৪২ শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৮। ৪১৯

১৪৩ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪। ৪০, পত্র ১২

১৪৪ চিঠিপত্র ২। ২৪, পত্র [৮]

১৪৫ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪। ৪১, পত্র ১৩

১৪৬ ঐ ১৪। ৪১-৪২, পত্র ১৪

১৪৭ ঐ ১৪। ৩৭-৩৮, পত্র ১০

১৪৮ ঐ ১৪। ৪০-৪১, পত্র ১৩

১৪৯ ঐ ১৪। ৪২, পত্র ৪২, পত্র ১৪

১৫০ দ্র ডায়েরি। ৫

১৫১ James H. Cousins & Margaret E. Cousins: *We Two Together* [1950]/264

১৫২ র-মূল

১৫৩ র-প্রতিলিপি

১৫৪ মৈত্রেয়ী দেবী : স্বর্গের কাছাকাছি [১৩৮৮]। ২৬

১৫৫ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮১

১৫৬ ঐ।.৮৬

১৫৭ র-প্রতিলিপি

১৫৮ চিঠিপত্র ৪। ৬৯, পত্র ২৪

১৫৯ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪। ৩৯, পত্র ১১

১৬০ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮৬-৮৭

১৬১ তত্ত্ব, ফাল্গুন! ২১৬

১৬২ ঐ। ২১৬-১৭

১৬৩ ডায়েরি। ৬

১৬৪ তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২১৭

১৬৫ ঐ। ২১৮

১৬৬ Edward J. Thompson : *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* [1980]/ 246

১৬৭ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শহরে "ফাল্গুনী" : ভারতী, ফাল্গুন। ১০৯৯-১১০৭

১৬৮ 'নিরন্নের সাহায্যার্থ অভিনয়' : প্রবাসী, ফাল্গুন। ৪৪৫

১৬৯ পিতৃস্মৃতি। ১৩৭

১৭০ দ্র ঘরোয়া। ১৪৩-৪৪

১৭১ পুণ্যস্মৃতি। ৭৪

১৭২ যুগান্তর, শারদীয় ১৩৬৭। ২১, পত্র ১০

১৭৩ পিতৃস্মৃতি। ১৩৬

১৭৪ প্রবাসী, ফাল্গুন। ৪৪৫

১৭৫ *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*/ 245

১৭৬ ডায়েরি। ৮

১৭৭ *LF*/72

১৭৮ চিঠিপত্র ৫। ২০৭, পত্র ৪৬

১৭৯ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪। ১৫৮, পত্র ২

১৮০ ভারতশিল্পী নন্দলাল ১। ৩৮৪

১৮১ *V.B.Q.,* Aug-Oct 1943/162

১৮২ *LF*/ 55, এখানে তারিখটি ভুল।

১৮৩ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪। ৪, পত্র ৬

১৮৪ ভারতশিল্পী নন্দলাল ১। ৩৮৫-৮৮

১৮৫ ঐ ১। ৩৯২

১৮৬ চিঠিপত্র ৫। ২০৭, পত্র ৪৬

১৮৭ Tagore Family Papers, No. 116

১৮৮ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮৪

১৮৯ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৪৮

১৯০ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮০-৮১

১৯১ চিঠিপত্র ৫। ২০৮-০৯, পত্র ৪৭

১৯২ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩৮-৩৯, পত্র ৫৭

১৯৩ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪। ৩-৪, পত্র ৬

১৯৪ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩৯, পত্র ৫৯

১৯৫ দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ৫৮, পত্র ১৪,

১৯৬ দেশ, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ৯, পত্র ২

১৯৭ র-মূল

১৯৮ *LF*/ 74

১৯৯ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮২, পত্র ৬

২০০ ঐ। ৮২-৮৩

২০১ বি, ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৪৮, পত্র ১০

২০২ র-প্রতিলিপি

২০৩ চিঠিপত্র ৫। ২১১, পত্র ৪৮

২০৪ ঐ ১২। ৫৫, পত্র ৪৭

২০৫ *Imperfect Encounter* 224, No. 108

২০৬ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। ২১৩

২০৭ দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ৫৮, পত্র ১৫

২০৮ চিঠিপত্র ২। ৩৫, পত্র [১২]

২০৯ বি, ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪। ১৫৮, পত্র ৫

২১০ চিঠিপত্র ৫। ২১২, পত্র ৪৯

২১১ র-প্রতিলিপি

২১২ চিঠিপত্র ১২। ৫৫, পত্র ৪৮

২১৩ পিতৃস্মৃতি। ১২৯

২১৪ মলিনা রায় : চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ [১৩৭৮]। ১১২

২১৫ পুণ্যস্মৃতি। ৭২

২১৬ র-মূল

২১৭ কালীপদ রায়, 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এন্ড্রুজ সাহেব': *C.F. Andrews Centenary Volume* [1972]/ 57

---

* অ্যান্ডরুজ একটি ছোটো নোটবুকে [Ms. 87] রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি কপি করে রাখেন, এই অংশটি সেখান থেকে উদ্ধৃত। *Letters to a Friend* [1929]-এ পত্রগুলি তিনি বহুলপরিমাণে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

ষড়পঞ্চাশ অধ্যায়

১৩২৩ [1916-17] ১৮৩৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষড়পঞ্চাশ বৎসর

১ বৈশাখ [শুক্র 14 Apr] শান্তিনিকেতন মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৎসরটির সূচনা করলেন, কিন্তু ভাষণটির অনুলেখন রক্ষিত হয়নি। উপাসনার অব্যবহিত পরেই তিনি মীরা দেবীকে লেখেন :

এইমাত্র আমাদের এখানে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল— মনটা তাতেই পূর্ণ হয়ে আছে।

কোথাও যাব যাব করছিলুম। গতবার বিলেত যাবার আগে যেমন একটা ছটফটানিতে আমাকে পেয়েছিল এবারেও কতকটা সেই রকম চঞ্চলতা আমাকে দোলাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের উপদ্রবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ছিল। এমন সময় আমেরিকা থেকে যেই টেলিগ্রাম এল অমনি আমার মনে হল বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এসেচে। আমি বারবার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি আমাকে বিধাতা গৃহস্থ ঘরের জন্যে তৈরী করেননি। বোধ হয় সেইজন্যেই ছেলেবেলা থেকেই কেবল ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো জায়গায় ঘরকন্না ফাঁদতে পারিনি। বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েচে আমিও তাকে বরণ করে নেব। ...অতএব পথিকের প্রশস্ত রাজপথে সর্ব্বলোকের মাঝখানে চললুম..।[১]

মন্দিরের উপাসনায় হয়তো এই চলার সুরই ধ্বনিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : ‘২রা বৈশাখ অর্থাৎ শনিবারে কলকাতায় যাব’,[২] কিন্তু ২ বৈশাখ কাদম্বিনী দত্তকে লিখলেন : ‘আমি কাল রবিবারে কলকাতায় যাব। সেখান থেকে শীঘ্রই সিংহলের পথে জাপান হয়ে আমেরিকায় যাবার আয়োজন করচি।’[৩] এই পত্র অনুযায়ী ৩ বৈশাখ [রবি 16 Apr] তিনি কলকাতায় আসেন। এইদিন কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন : ‘তিনি [প্রভাসচন্দ্র মিত্র], দ্বিজেনমামা ও আমি কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলুম— রাত ৯।। টা পর্যন্ত নানা কথা।’[৪] সুরেন্দ্রনাথ-পন্থী কংগ্রেস নেতা স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের পুত্র প্রভাসচন্দ্র মিত্র [1875-1934] বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যপদপ্রার্থী হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভোট দেন। ৩০ চৈত্র তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : ‘ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভাস মিত্রের জন্যে আমার কাছ থেকে ভোটের প্রতিশ্রুতি আদায় করেচেন— অন্য কোনো candidate এর কথা আমি জানতুম না প্রভাস বাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলে আমি কোনো দ্বিধা করিনি।’[৫]

সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু জাহাজের ব্যবস্থা তখনও হয়নি। শেষে ৬ বৈশাখ [বুধ 19 Apr] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখলেন :

এতদিন অনেক চেষ্টা করে জাহাজ পাওয়া যাচ্ছিল না। একটা জাহাজে জায়গা ছিল সেটা ১০ই জুনে কলম্বো ছাড়বে— তখন বর্ষা পড়বে, সমুদ্র তখন অশান্ত, জাপানেও তখন ঠিক সময় নয়। শেষকালে জাপানী কন্‌সালের চেষ্টায় একটা জাহাজ হঠাৎ পেয়েচি— এটা ২৯শে এপ্রিলে কলকাতা থেকে ছাড়বে— তাড়াতাড়ি সেইটেতেই জায়গা নিতে হল। এখন যাবার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত আছি।...

পিয়ার্সন এন্ড্রুজ দুজনেই আমার সঙ্গে যাচ্চেন। মুকুল ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাবে ঠিক করেছে। এই জাহাজগুলোর ভাড়া কম— প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ২২৫ টাকা— ডেকের ভাড়া ৫৫ টাকা।

আমেরিকায় যাবারও কথা আছে কিন্তু সেটা নিশ্চিত নয়। কিছুকাল জাপানে থেকে তার পরে যেদিকে মন যায় যাব।

Indo-Japanese Association, Tokyo ঠিকানায় আমাকে চিঠিপত্র লিখলে পাব।[৬]

৮ বৈশাখ [শুক্র 21 Apr] কালিদাস নাগ পুনরায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন; তিনি লিখেছেন : "সকালে কবির সঙ্গে দেখা— দেবল তাঁর plaster bust করছিল— সেই studio-তে বসেই তাঁর জাপান, চীন যাওয়া— বক্তৃতা-সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। ...দুপুরে সুরেন[মৈত্রী]মামার সঙ্গে আবার কবির কাছে আসা— তাঁর নতুন গানগুলি শোনা গেল— নতুন ভাব, নতুন সুর— 'গানের সুরের আসনখানি' শেখা গেল।"[৭]

৯ বৈশাখ [শনি 22 Apr] রবীন্দ্রনাথ লেখেন বলাকা-র শেষ কবিতা 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি' দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ। ১-৩ ['নববর্ষের আশীর্ব্বাদ']; বলাকা ১২। ৭৬-৭৭ [৪৫]। ৪ চৈত্র ১৩২২ [17 Mar] 'সবার তাগিদে বইটা শেষ করবার ঝোঁক'-এ রবীন্দ্রনাথ 'যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে' কবিতাটি লিখে নবীন ও যৌবনের আদি ধুয়াতে ফিরে গিয়েছিলেন। তার পরেও বর্তমান কবিতাটি লেখা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব সমাপ্ত হল। তেরশ' বাইশ সাল গিয়ে তেইশ সাল এল। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের জয়গান গাওয়াই আমার কাজ। বন্ধুবান্ধবেরা আমার এবারকার উৎসব-বাণীও এই সঙ্গে দাবী করলেন। সেই বাণী এই কবিতায়ই প্রকাশিত হল বলে তা আর আমার আলাদা লেখা হল না। কাজেই সেবারকার মন্দিরের কথা শান্তিনিকেতনে খুঁজে পাবেন না।[৮]

দেশ থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছিল বলে বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন হচ্ছিল নানা জায়গায়। ১৪ বৈশাখ [বৃহ 27 Apr] কবি-ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে তাঁর সংবর্ধনা হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ অতুলবাবুর বাড়ি Wellesly Mansion-এতে মজলিশ— কবি, গগনবাবু, অবনীবাবু, দিনুবাবু ইত্যাদি— বেশ জমল! গানের ফোয়ারা।'[৯] ১৫ বৈশাখ [শুক্র 28 Apr] ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মেয়ো হাসপাতালে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ সন্ধ্যায় Mayo-তে কবিকে অভ্যর্থনা— মজলিশ— দিনুবাবু ও কবি পুরোনো গান ও স্বদেশী গান গাইলেন— চমৎকার লাগল।'[৯] এইরূপ আয়োজন হয়তো আরও হয়েছিল— তাছাড়া বাড়িতে এসেও অনেকে বিদায় জানিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৬ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ডাঃ নীলরতন সরকারের ভাগ্নী সুরীতি দেবীকে লেখেন :

আমার যাবার সময় নিকটবর্ত্তী তাই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। শনিবারে যাবার কথা ছিল কিন্তু জাহাজের গতিকে সোমবারে পিছিয়ে গেল। তবু সময়ের টানাটানি ঘুচচে না— কারণ বিদায় দেওয়া-নেওয়ার ভিড় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। তাই পোঁটলা বাঁধার কাজে এখনো হাত দিতে পারচি নে। মনটাও ভিতরে ভিতরে চঞ্চল রয়েছে।

যেদিন এসেছিলে সেদিন তোমাদের সঙ্গে বেশ একটু স্থির হয়ে কথাবার্ত্তা করার সময় পাওয়া গেল না।[১০]

১৮ বৈশাখ [সোম 1 May] সকালে কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের কাছে যান; তিনি লিখেছেন : 'আজ ভোরে বেরিয়ে কবির কাছে এলুম— প্রায় ১০টা পর্যন্ত অনেক কথা— আজ রাতে চীন, জাপান প্রবাসে যাচ্ছেন— বছরখানেকের মতো— প্রণাম করে এলুম। তার ৫৫তম জন্মদিনে।' অবশ্যই অগ্রিম প্রণাম এবং জন্মদিনটিও ৫৬তম জন্মদিন!

রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অন্যান্যবারের মতো এবারও তিনি সবুজ পত্রের জন্য ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে পাঠাবেন। ২১ বৈশাখ [বৃহ 4 May] তিনি প্রমথ চৌধুরীর কাছে এই রচনামালার প্রকৃতি বর্ণনা করে লেখেন : 'আমার এ লেখা ধারাবাহিক চিঠিও না প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসচে লিখে যাচ্চি একবার revise করবারও চেষ্টা করিনি। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন কতখানি পড়বে বল্‌তে পারিনে— কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মত হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে।'[১১] এই লেখাগুলিই 'জাপান-যাত্রীর পত্র' [বৈশাখ-ভাদ্র], 'জাপানের পত্র' [আশ্বিন-কার্তিক, অগ্র] ও 'জাপানের কথা' [বৈশাখ ১৩২৪] নামে সবুজ পত্র-তে মুদ্রিত হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জাপান-যাত্রী [শ্রাবণ ১৩২৬] নামে। গ্রন্থে কিছু-পরিমাণ বর্জন ও সংযোজন করা হয়।

বিভিন্ন কিস্তিতে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলিকেই প্রেসকপি হিসেবে ব্যবহার করে পত্রিকায় ছাপা হয়। পরবর্তীকালে এগুলি অত্যন্ত এলোমেলোভাবে বাঁধাই করে একটি পাণ্ডুলিপির [Ms.136] আকারে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত রচনায় গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কখনও-কখনও পাণ্ডুলিপিটিও ব্যবহার করব।

রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ১৮ বৈশাখ [সোম 1 May] রাত্রে যে জাহাজটিতে আরোহণ করেন সেটির নাম 'তোসা-মারু' [Tosa-Maru] —একটি ছোটো মালবাহী জাপানি জাহাজ, যাতে অল্পসংখ্যক যাত্রী-বহনেরও ব্যবস্থা ছিল। 'Tuesday' [2 May] পিয়র্সন নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'I think we shall be quite comfortable on this boat for there are only nine passengers and we have a very roomy cabin.'[১২] কিন্তু কেবিন-যাত্রী ছাড়াও রেঙ্গুন-যাত্রী কিছু-পরিমাণ হিন্দু-মুসলমান ডেক-প্যাসেঞ্জারও জাহাজে ছিলেন, যাঁদের আচার-ব্যবহারের ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা রচনাধারায় আছে [দ্র জাপান-যাত্রী ১৯। ৩০০-০২]। Stephen N. Hay জানিয়েছেন : 'The very ship on which he sailed for Japan had been outfitted two years earlier by members of this group ['Bengali Revolutionaries'] in a complex plot to smuggle arms into India.'[১৩] রবীন্দ্রনাথের জাপান-যাত্রাকে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। 21 Feb 1915 [৯ ফাল্গুন ১৩২১] সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থানের যে-পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনাম গ্রহণ করে ও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে তাঁরই জাপান-যাত্রার সুব্যবস্থা করার অজুহাতে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে জাপানে পলায়ন করেন এবং সেখানে পৌঁছেই ঘোষণা করেন, তিনিই 23 Dec 1912 দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্দেশে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সমুদ্রপথে এর আগে বিদেশযাত্রা করেছিলেন ১১ বৈশাখ ১২৮৮ [22 Apr 1881] তারিখে, সে-যাত্রা সফল হয়নি। সেবারের মতো এবারেও যাত্রার আগের রাত্রে জাহাজে উঠতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না ।...
>
> বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না। অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল; বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।[১৪]

কিন্তু অবস্থা আরও হাস্যকর হয়েছিল, সে কথা জানা যায় মুকুল দে-র আত্মজীবনী 'আমার কথা' [পৌষ ১৪০২] থেকে। তিনি লিখেছেন, মালবাহী জাহাজ 'তোসা-মারু'র সব মাল না পৌঁছনোয় জাহাজ ছাড়তে আরও একদিন দেরি হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ মুকুল দে-কে নিয়ে ১৯ বৈশাখ সকালে জোড়াসাঁকো বাড়িতে ফিরে আসেন ও সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা জাহাজে ফিরে যান।[১৫] জাহাজ ছাড়ে ২০ বৈশাখ [বুধ 3 May] সকালে। তারিখ না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সকাল ৮টা'য় রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'এতক্ষণে সত্যই জাহাজ ছাড়ল। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। মেঘ কেটে গিয়ে রৌদ্র উঠেচে।'[১৬] রাত্রের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে এইদিন তিনি 'জাপান-যাত্রীর পত্র'-এর প্রথম অংশটি [দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ২৯৫-৯৭] লেখেন, তারিখ লেখেন : 'মেটিয়াবুরুজ/ তোসা মারু জাহাজ/ ২০শে বৈশাখ/ ১৩২৩'। এই অংশটি harbour-master-এর হাত দিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী অংশ [দ্র ঐ ১৯। ২৯৭-৩০০] একই তারিখ দিয়ে লিখে 'বৃহস্পতিবার বিকেলে' পাইলটের হাতে দিয়ে ২১ বৈশাখ [বৃহ 4 May] প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'কাল harbour masterএর [হাত] দিয়ে একটুখানি লেখা পাঠিয়েছি— আজ পাইলটের হাত দিয়ে বাকিটুকু পাঠাচ্চি। এই দুটোয় মিলে তোমার বৈশাখের খোরাক চলে যাবে। রেঙ্গুনে গিয়ে পরের মাসের কিস্তি পাঠাতে পারব।'[১৭] এই চিঠিতেই তিনি লেখেন : 'এখনো মা গঙ্গার আঁচল ছাড়াতে পারিনি। আজ নদীর মোহনার কাছে Sandhead এ গিয়ে নোঙর করে রাত্রিযাপন করব।/ আজ সন্ধ্যার দিকে একটা ঝড় পাওয়া যাবে বলে কাপ্তেন আশঙ্কা করছেন।'

রাত্রি থেকেই ঝড়ের আভাস পাওয়া গেলেও ২২ বৈশাখ [শুক্র 5 May] সকাল-দুপুরেই তার প্রকোপ বেড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এই ঝড়ের বর্ণনা করেছেন ২৪ বৈশাখের পত্রে [দ্র ১৯। ৩০৩-০৫]। পিয়র্সন 8 May [২৫ বৈশাখ] ঝড়ের বিবরণ দিয়ে নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Gurudev suffered intensely but the power of his spirit overcame and at the time of his greatest discomfort he was able to express his pity for Mukul who was very seasick.'[১৮] রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে [২৪ বৈশাখ] মুকুলচন্দ্র সম্পর্কে অবশ্য অন্য কথা আছে :

> মুকুল ঝড়ের মধ্যেও একরকম মন্দ ছিল না। ওর seasick হয় নি এই আশ্চর্য্য। খাওয়া দাওয়াও বেশ চল্‌ছে।
>
> রেঙ্গুন দূর থেকে দেখা যাচ্চে। আজ রাত্রে নাবতে পারব কি না জানি নে। কাল সকালে হয় ত নাবব। তার। পরে চিঠি ডাকে দেব। বুধবারে সম্ভবত জাহাজ আবার রেঙ্গুন থেকে ছাড়বে— ইতিমধ্যে সহরটা দেখে নেব।'[১৯]

জাহাজ অবশ্য এইদিন বিকেলে রেঙুনে পৌঁছয়। পরের দিন রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'বিষম ঝড় কাটিয়ে কাল রেঙ্গুনে পৌঁচেছি। সন্ধ্যার সময়ে নদীর ঘাটে দেখি লোকারণ্য। আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরং জয় রবীন্দ্রনাথ কি জয়, চেঁচাতে চেঁচাতে তিন মাইল রাস্তা তারা ছুটে এল, সহরের দুধারের দোকানে বাজারে সকল লোকে অবাক্, আমি লজ্জায় মরি। ...এখানে আছি P.C. Senদের বাড়ী। ধনীর সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হাসাহাসি চলচে।'[২০] 'ধনী' কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতার ডাকনাম, ব্যারিস্টার পি.সি. সেনের পুত্র ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ সেনের পত্নী— রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কিশোরী বয়স থেকেই জানতেন।

7 May [রবি ২৪ বৈশাখ] পিয়র্সনের ৩৬তম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ জাহাজেই একটি আট ছত্রের কবিতা লিখে 'বলাকা' কাব্যটি তাকে উৎসর্গ করেন, পিয়র্সনের চারিত্র্য কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে :

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

উৎসর্গ-কবিতাটি সম্পর্কে পিয়র্সন তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন 7 May 1919 রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে :

I remember your gift to me on my birthday three years ago when we were on our way to Japan and remember how I read that dedication when the volume arrived in America. Your faith in me and your love for me are the most precious of gifts and my one desire is to become more worthy of them.[২১]

২৫ বৈশাখ [সোম ৪ May] রবীন্দ্রনাথ ৫৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। এইদিন সকালে তিনি রেঙুনের বিখ্যাত শোয়েডেগঙ প্যাগোড়া দেখতে যান। বাণিজ্যিক-রাজধানী রেঙুন তাঁর ভালো লাগেনি, কিন্তু 'মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক-না কেন, এটা ফাঁকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল; বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।'

এইদিন বিকেলে স্থানীয় জুবিলি হলে প্রবাসী ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয়দের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করা হয়। স্থানীয় অধিবাসী গিরীন্দ্রনাথ সরকার অনুষ্ঠানটির বিবরণ দিয়েছেন :

বণিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী, দানবীর আবদুল করিম জামাল, সি, আই, ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ইউ বা থিন নগরবাসীগণের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় একটি অভিনন্দন পাঠ করেন এবং কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গসন্তানদের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আর একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। অভিনন্দন-পত্র দুইখানি ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীর কারুকার্য্য-শোভিত দুইটী স্বতন্ত্র রজত আধারে কবিবরকে প্রদান করা হয়। এই সময় সম্বর্ধনা কমিটির কয়েকজন সভ্যের সহিত তাঁহার একটী ফটোগ্রাফ তোলা হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট পত্র ও টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশের ছোটলাট সার হারকোর্ট বাটলার সাহেব মফস্বল হইতে লিখিয়াছেন, 'এই সুরম্য ব্রহ্মদেশে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে রেঙ্গুন সহরে আমার অনুপস্থিতির জন্য আমি আমার আবাসে আপনার আতিথ্য-সম্বর্ধনা করিতে পারিলাম না।'[২২]

ভারতের বাইরে [তখন ব্রহ্মদেশ অবশ্য ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল] রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত বাংলাভাষায় লেখা একমাত্র অভিনন্দন-পত্রটি [রেঙুনের ভিক্টোরিয়া প্রেসে ছাপা] আমরা উদ্ধৃত করছি :

জগৎবরেণ্য—
শ্রীযুত সার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নাইট, ডি,লিট্,
মহোদয় শ্রীকরকমলেষু।

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট্— আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুরে, নব রাগিনীতে [য] বঙ্গহৃদয়কে এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্যহৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [য] মহিমামুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্ব্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্যশিব সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানবহৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণু পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগবিশেষের নয়— সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃতসত্ত্বার [য] আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণীসাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণউপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দগীতি নিখিল মানবহৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুনোহন কাব্যবীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। ইতি—

রেঙ্গুন
২৫ বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ—
রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গ সন্তানগণ[২৩]

গিরীন্দ্রনাথ সরকার 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' [পৃ ২২২-২৩] গ্রন্থে জানিয়েছেন, তিনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে [1876-1938] দিয়ে এই অভিনন্দন-পত্রটি রচনা করিয়েছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন : "এই সভায় শরৎচন্দ্রের উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার স্বভাবজাত দৌর্ব্বল্যবশতঃ তিনি শেষ মুহূর্তে গান করিতে অস্বীকার করিলেন।/ সৌভাগ্যক্রমে সভায় কলিকাতার ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাশের পুত্র ডাঃ পি. দাশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি গাহিয়া সভার মুখরক্ষা করিলেন।'

গোপালচন্দ্র রায় 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' [বৈশাখ ১৩৭১] গ্রন্থে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি প্রমাণ দেখিয়ে জানিয়েছেন, শরৎচন্দ্র 11 April 1916 তারিখে রেঙ্গুন থেকে কলকাতা রওনা হন— তিনি আর কোনোদিন ব্রহ্মদেশে ফিরে যাননি। সুতরাং তাঁর পক্ষে এই অভিনন্দন-পত্র লেখা সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

২৬ বৈশাখ [মঙ্গল 9May] রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লিখলেন :

আজ রেঙ্গুন থেকে যেতে হবে। এখানে দুটো দিন বেশ কাট্‌ল। এখন মনে হচ্ছে যদি অন্য কোথাও না ঘুরে এখানে কোনো বৌদ্ধমঠে ৩/৪ মাস কাটাতে পারতুম অনেক বেশি ভাল লাগত। ঘুরে বেড়ানো স্বপ্ন দেখার মত— তাতে কিছুই দেখা হয় না।

কাল এখানে আমার অভ্যর্থনা হয়ে গেল। খুব ভিড় হয়েছিল। বক্তৃতা গান প্রভৃতি হয়ে গেল। রুপোর caskétগুলো তোমাদের পাঠাতে বলেছি — বেশ সুন্দর কাজ— বর্ম্মার লোকেরা হাতির দাঁত কাঠ আর রুপোয় খুব ভাল খোদাই করতে পারে। এখানকার লোকদের আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে।[২৫]

এইদিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে রেঙুন ত্যাগ করেন। ২৭ বৈশাখ জাহাজে রেঙুনের বর্ণনা [দ্র সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ। ১১১-২০; জাপানযাত্রী ১৯। ৩০৬-১০] লিখে পরের দিন সেটি রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন : 'আমাদের জাহাজে দুজন নরোয়ের লোক এসেছেন তাঁরাই সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত আমাদের ক্যাবিনের অধিকারী। তাতে আমাদের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হয়নি। কাপ্তেন আমাকে তাঁর নিজের নাবার ঘর প্রভৃতি ছেড়ে দিয়েছেন।

...নরোয়ের লোক দুটিও বেশ ভদ্র।'[২৬] এঁদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে যুদ্ধের মধ্যেই সাইবেরিয়ান রেলওয়ে দিয়ে নরওয়ে ও সুইডেনে যাওয়ার অলস চিন্তা জেগে ওঠে— আমেরিকা থেকে কেবল কিছু উপার্জন করারই যেন অপেক্ষা ছিল!

২৯ বৈশাখ [শুক্র 12 May] 'সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌছল।' জাহাজ থেকে তাঁরা কেউ নামেননি, তাই রবীন্দ্রনাথ পত্রধারায় লিখেছেন : "এরকম ভ্রমণের 'বস্তুতন্ত্রতা' খুব সামান্য। বসে বসে স্বপ্ন দেখবার মতো। না করছি চেষ্টা, না করছি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা-আপনি সব জেগে উঠছে।' এইসময়ের পত্রগুলিতে সেইজন্য ভ্রমণবৃত্তান্ত নেই, আছে অলস চিন্তার লীলা। অবশ্য নিতান্ত অলসভাবে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন না, তা আমরা একটু পরেই জানতে পারব।

২ জ্যৈষ্ঠ [সোম 15 May] জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছয়। অল্পক্ষণ পরেই স্থানীয় জাপানি পত্রিকার সম্পাদক একটি যুবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, জাপানের সব-চেয়ে বড়ো দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক তাঁর কাছ থেকে একটি বক্তৃতা চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই অনুরোধ রক্ষা করেননি। পিয়র্সন ও মুকুলচন্দ্র শহর দেখতে বের হলে মাল ওঠানো-নামানোর গোলমাল থেকে মনকে শান্ত করার জন্য তিনি লিখতে বসে যান। কিছুক্ষণ পরে ইংরেজি-বেশ-পরা এক জাপানি মহিলা এসে একই অনুরোধ জানাতে লাগলেন। পরে তাঁরই অনুরোধে তিনি ও অ্যান্ডরুজ তাঁর মোটরে চড়ে রবার-ক্ষেত ও পাহাড়ি শহরতলি ঘুরে একটি হোটেলে সান্ধ্যভোজন করে রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে জাহাজে ফিরে আসেন। পত্রধারায় রবীন্দ্রনাথ এই মহিলার কর্মনৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন।

৩ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 16 May] সকালে জাহাজ সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে। মুকুল দে 'আমার কথা'য় লিখেছেন, সিঙ্গাপুর ত্যাগের পরেই জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ে— তার প্রকোপ বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের চেয়েও বেশি ছিল। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্থৈর্যের সঙ্গে এই তাণ্ডবও সহ্য করেন।

রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে অনুবাদকর্মে ব্যস্ত, সেইজন্য সিঙ্গাপুরের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন ৮ জ্যৈষ্ঠ [21 ওঅর] চীনসমুদ্র দিয়ে যাওয়ার সময়ে। তার আগে ৫ জ্যৈষ্ঠ [18 May] আর-একটি পত্র লিখেছেন, সেটি অলস দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ।

উক্ত অনুবাদকর্ম সম্পর্কে হংকং-এর নিকটবর্তী সমুদ্র থেকে 21 May [রবি ৮ জ্যৈষ্ঠ] পিয়র্সন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'There is very little to report since we left Singapore except that your father has made two very fine translations of "বিসর্জন" and "রাজা and রাণী" which will I am sure create a sensation, especially if they are staged in America.'[২৭] রবীন্দ্রনাথও ৯ জ্যৈষ্ঠ তাঁকে লেখেন : 'বিসর্জ্জন আর রাজা ও রাণী আমি তর্জ্জমা করে ফেলেচি— অবশ্য ঢের ছেঁটেচি ও বদলেচি। আরো যদি অনেকদিন ধরে এই রকম সমুদ্র যাত্রা চলতে পারত তাহলে অনেকগুলো লেখা তর্জ্জমা হয়ে যেতে পারত।'[২৮]

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত অনুবাদের পাণ্ডুলিপি-দুটি রক্ষিত হয়েছে। *Sacrifice* [বিসর্জন] লিখিত হয় পাতলা মলাটের রুল-টানা ফুলস্ক্যাপ খাতার উভয় পৃষ্ঠায়, মাঝামাঝি ভাঁজ করে ডান অর্ধে লেখা, সংযোজন বাম অর্ধে [Ms.82]। ৫১ পৃষ্ঠায় অনুবাদটি সমাপ্ত, Dedicationটি লেখা হয়েছে মলাটের ভিতরের পৃষ্ঠায়।

মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির পাঠের বিশেষ পার্থক্য নেই। উল্লেখ্য, তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে জনতা ও রঘুপতির কথোপকথনটি রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অনুবাদ করেও কেটে দিয়েছেন [pp.33-36]।

পঞ্চাঙ্ক ও বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত বিসর্জন নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে একটি দৃশ্যে পরিণত করেছেন, মন্দিরপ্রাঙ্গণেই সমস্ত নাট্যলীলা কেন্দ্রীভূত। ঘটনাও কেবল একটি দিন ও রাত্রির মধ্যেই সংহত হয়ে এসেছে। জনতা-দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত, অর্পণার ভূমিকা অনেকটা সংকুচিত, জয়সিংহ ও গোবিন্দমাণিক্যের স্বগতোক্তিগুলিও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন। এইসব পরিবর্তনের ফলে মূলের সঙ্গে পরিচিত অনেকের কাছে অনুবাদটি অতৃপ্তিকর লাগতে পারে; কিন্তু মনে রাখা দরকার, এটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বিদেশি পাঠকদেরই লক্ষ্য করে।

Sacrifice-এর আরও একটি টাইপ-পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে [Ms.35]— এটি অ্যান্ডরুজের দ্বারা সংশোধিত। এটিও হয়তো জাহাজেই প্রস্তুত হয়েছিল। পিয়র্সন ছিলেন দলের টাইপিস্ট— 2 May হুগলি বক্ষ থেকে তিনি নগেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'I shall have to type a great many of Gurudey's new translations. Rathi has lent me his typewriter for the journey and I am to be the stenographer of the party.' সুতরাং অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি পিয়র্সন টাইপ করে দিলে অ্যান্ডরুজ তার উপর সংশোধনগুলি করেন।

রাজা ও রানী অনূদিত হয় একই ধরনের আর-একটি খাতায় [Ms.72]। এই পাণ্ডুলিপিতে অন্য নাটকেরও অনুবাদ আছে, প্রথম ৪০টি পৃষ্ঠায় রাজা ও রানী অনুবাদ করা হয়। মূল নাটকটি এখানে আরও সংক্ষেপিত হয়, ঘটনা বিন্যস্ত হয় মাত্র দুটি দৃশ্যে— প্রথম দৃশ্যটি জালন্ধরের ও দ্বিতীয় দৃশ্যটি কাশ্মীরের পটভূমিতে চিত্রিত হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখছিলেন থেমে থেমে, বহুবিস্তৃত ভাবনা-চিন্তার জাল বিছিয়ে। তাই ৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 21 May] চীনসমুদ্রে সিঙ্গাপুর-ত্যাগের [৩ জ্যৈষ্ঠ] বিবরণ যখন লেখা হল, 'তখন মেঘ বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে; হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরণা ঝরে পড়ছে।' রবীন্দ্রনাথ ক্যাবিন-যাত্রী হলেও রাত্রি কাটাতেন ডেকের উপর বিছানা করে। কিন্তু এই রাত্রে 'বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাত তখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। একধারে দাঁড়িয়ে ওই বাদলার সঙ্গে তাল মিলিয়েই গান ধরলুম— শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম, বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম'। গানটি হল 'ভুবনজোড়া আসনখানি' দ্র গীত ১। ১৪৬; স্বর ১৬— এটি বলাকা-র পাণ্ডুলিপি[Ms.111]-তে পেনসিলে লিখিত। ৯ জ্যৈষ্ঠ গানটি দিনেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন : "গানটা সকালেও মনে ছিল ...'বেহাগ তেওরা'। তুই তোর সুরে গাইতে চেষ্টা করিস তো। আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখব। ইতিমধ্যে মুকুলকে ও পিয়ার্সনকে শেখাচ্ছি।"[২৯] একই দিনে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> কাল রাত্রে হংকং বন্দরে পৌছবার কথা ছিল কিন্তু প্রথমে সমুদ্রের প্রতিকূল স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, তার পরে কাল থেকে বৃষ্টি বাদল খুব ঘনিয়ে এসেছে তাই আজ সকালেও হংকঙে জাহাজ পৌছল না। হয়ত ও বেলায় পৌছতেও পারে।...

আজ সকালেও অবিশ্রাম বৃষ্টিবাদল চল্‌চে— যেরকম গতিক দেখ্‌চি এই বাদলায় হংকং সহরে নাবা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না পিয়ার্সন আর মুকুল নিশ্চয় সহর ঘুরতে বেরবে, তা ঝড়ই হোক্ আর যাই হোক্। জানিনে হংকঙে আমার কোনো বন্ধু পাকড়া করবে কিনা। করে যদি ত একবার ধাঁ করে ঘুরে আসব্।

এই জাহাজের Purserএর সঙ্গে আমার যে প্রশ্নোত্তর চলেছে তার একটা Typed কপি তোকে পাঠাচ্চি যদি interesting বোধ করিস তাহলে সবুজপত্রে প্রকাশ করতে পারিস।[৩০]

শেষোক্ত প্রসঙ্গে তিনি জাপানযাত্রী-তে লিখেছেন : 'আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি তিনি একদিন এসে আমাকে বললেন, "আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমতো সংক্ষেপে দু-চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।" তারপর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কী, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর' চলছে।'[৩১] কিন্তু এই প্রশ্নোত্তর কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ এর আগে চারবার সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই য়ুরোপীয় জাহাজে —সেই কারণেই এই জাপানি জাহাজের বিশেষত্ব তিনি প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, জাহাজ থেকেই তাঁর জাপানের স্বাদ শুরু হয়েছে, যা অন্য কোনো দেশের জাহাজে গেলে মনে হত না। শতাব্দীর শুরুতে ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই জাপান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জাগ্রত হয়, তারপরে জীবনের প্রতি পর্বে বহু জাপানি শিল্পী কর্মী-পরিব্রাজক-পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। 1913-এই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে রাশিয়া পেরিয়ে জাপানে উপস্থিত হবেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে য়ুরোপের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 1915-এর গোড়া থেকেই তিনি জাপানে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রথমে অর্থাভাব বাধা হয়ে এসেছিল, পরে কোরিয়া ও চীনের প্রতি জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লোভ প্রকট হয়ে পড়ায় তিনি মানসিক বাধা অনুভব করতে থাকেন। কিন্তু এশীয় জাতি হয়েও জাপানিদের অব্যাহত অগ্রগতিকে অস্বীকার বা লঘু করে দেখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই জাপানি জাহাজে ভ্রমণ করার সময়ে জাপানি কাপ্তেন থেকে খালাসি পর্যন্ত সকলকেই তিনি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও তাঁদের বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারত ও ভারতবাসীরই উন্নতি; তাই জাপান কিভাবে নিজের স্বাতন্ত্র রক্ষা করেও য়ুরোপীয় কর্মতৎপরতাকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছিল সেইদিকেই তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন, ভ্রমণকাহিনীর প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এই বিশ্লেষণই লক্ষণীয়।

হংকং বন্দরে পৌঁছবামাত্র রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে কয়েকটি অভ্যর্থনাসূচক টেলিগ্রাম ও পত্র পেলেন। এখান থেকে চীনের সাংহাই বন্দরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জাহাজের প্রধান অফিসার জানালেন, জাপানবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হওয়ায় সদর অফিস থেকে টেলিগ্রাম এসেছে সমস্ত মাল হংকঙে নামিয়ে দিয়ে সোজা জাপানে চলে যেতে।

জাহাজ দুদিন হংকঙে অবস্থান করেছিল, কিন্তু হোটেলে না গিয়ে মাল ওঠানো-নামানোর গোলমালের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জাহাজেই রয়ে গেলেন [অবশ্য মুকুল দে জানিয়েছেন : 'গুরুদেব একদিন দড়ি-টানা ডুলিতে চেপে পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন']। ক্ষতিপূরণ হয়েছিল চীনা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মনৈপুণ্যের সাক্ষী হতে পেয়ে। চীনের ইতিহাসের প্রতি তরুণ বয়স থেকেই তিনি আগ্রহী ছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ চীনে মরণের ব্যবসায়' [ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮] প্রবন্ধ। এখানে লিখলেন :

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। ...এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? ...এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু, যে জাতির যেদিকে যতখানি বড়ো হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি বড় হয়ে উঠতে দিতে বাধা দেওয়া যে-স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে তার মতো এমন সর্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্বর জাতির কথা শোনা যায় যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়; আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবি করে।[৩২]

চীনের শক্তি সম্বন্ধে আমেরিকার ভয়ের কথা প্রকাশিত রচনাতেই আছে, জাপানের কথা তিনি লিখেছিলেন বর্জিত অংশে : 'সম্ভবত জাপান চীনের সেই ভাবী উন্নতির সম্ভাবনাকে প্রার্থনা করচেনা এবং যাতে চীন চিরদিন জাপানের কাছে খর্ব্ব হয়ে থাকে সেইটেই ইচ্ছে এবং চেষ্টা করছে। কিন্তু এই নীতি কিছু দিনের জন্যে চলে। বিষ জম্‌তে থাকে, পাপের ভরা পূর্ণ হয় তখন বিধাতার কাছে জবাবদিহির পালা আসে।'

এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরেই ভাবছিলেন, কিছুদিন পরে জাপানে ও আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলিতে তা স্পষ্ট ধিক্কারের রূপ লাভ করে।

জাহাজের বাঁদিকে নৌকায় চীনা পরিবারের সমবেত কাজকর্মের দৃশ্য তাঁর মনে অন্য ভাবনার জন্ম দিয়েছে : 'কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়, বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘর-করনা স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস ক'রে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাসসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তুলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।' অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সনের কাছে তিনি ফিজি দ্বীপে এই বাণিজ্যদানবের হাতে ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ কুলির অসহনীয় মানবিক অধঃপতনের বিবরণ শুনেছিলেন, কিন্তু এই দৃশ্য তাঁর মনে খোদ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে :

সেখানে মানুষ আপনার বারো-আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলই বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না —এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারিদিকে কেবলই জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচারধর্মের সঙ্গে কালধর্মের দ্বন্দ্ব।[৩৩]

হংকং থেকে জাহাজ ছাড়ে সম্ভবত ১১ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 24 May], জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছয় ১৬ জ্যৈষ্ঠ [সোম 29 May] । রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় 'মালিনী' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ও জাপানে প্রদেয় একটি বক্তৃতা লিখে ফেলেন। পিয়র্সন 30 May নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'He has been very busy and has made wonderful translations of "বিসর্জন", "রাজা ও রাণী" and "মালিনি"[য] and has also written a lecture to be delivered in Tokyo.* প্রথম দুটি নাটক অনুবাদের কথা রবীন্দ্রনাথ ও পিয়র্সন হংকং থেকেই লিখেছিলেন, উল্লিখিত পত্রে 'মালিনী' অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মনে হয় সেটি হংকং থেকে কোবে যাত্রার সময়েই অনূদিত হয়েছিল। নাটকটি রবীন্দ্রনাথ 1912-এ ইংলন্ডে থাকার সময়ে একবার অনুবাদ করেছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৬। ৩২৯-৩০]। এটির টাইপ-কপি প্রস্তুত হয় ও রোটেনস্টাইন, ট্রেভেলিয়ন প্রভৃতি তার প্রচুর প্রশংসা করেন। আমেরিকাতেও অ্যালিস করবিন হেন্ডারসন প্রমুখ অনেকেই অনুবাদটি দেখেছিলেন [দ্র *The Drama*, May 1914 171-73]। কিন্তু কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথ সেটি

প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেননি। এখন তিনি নাটকটি আবার অনুবাদ করলেন Ms.72-তে *The King and the Queen* অনুবাদের পরেই 41-56 পৃষ্ঠায়। পূর্ববর্তী অনুবাদটি ছিল মূলের অনুসরণে চারটি দৃশ্যে বিভক্ত, কিন্তু এখানে সেটি দুটি দৃশ্যে পরিণত হল— কাশ্যপ ও মালিনীর কথোপকথনের অংশটি বাদ দিয়ে মালিনীর সংলাপ 'মহাক্ষণ আসিয়াছে...'র অনুবাদ দিয়ে প্রথম দৃশ্যটি আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম তিনটি দৃশ্যকে একটি দৃশ্যে পরিণত করেছেন, কিন্তু কালের ব্যবধান বোঝানোর জন্যই চতুর্থ দৃশ্যটিকে স্বতন্ত্র রাখতে হয়। অনেকগুলি সংলাপ সংক্ষেপিত হলেও অনুবাদটি মোটামুটি মূল নাটকটিকেই অনুসরণ করেছে।

হংকং ছাড়বার পর কয়েকদিন বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে অগ্রসর হয়ে ১৬ জ্যৈষ্ঠ [সোম 29 May] তোসা-মারু জাহাজ যখন জাপানের কোবে [Kobe] বন্দরে পৌঁছল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে, কিন্তু 'আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েছেন তখন আমার পালা আরম্ভ হল। ...খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।' বন্দরে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করতে টোকিয়ো থেকে এসেছিলেন তাঁর পূর্বপরিচিত দুই শিল্পী যোকোয়ামা টাইকান [Yokoyama Taikan] ও কাটসুদা শোকিন [Katsuda Shokin], বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ব্যায়ামশিক্ষক সানো জিন্নোসুকে [Sano Jinnosuke] ও পরিব্রাজক কাওয়াগুচি এক্কাই [Kawaguchi Ekkai] এবং জাপান-প্রবাসী কিছু ভারতীয়। এই ভারতীয়েরাই তাঁদের আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে হংকঙে তারবার্তা প্রেরণ করেন ও রবীন্দ্রনাথ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি খুব সহজে মেটেনি। পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন [4 Jun] :

From the moment we arrived we have been pestered by newspaper representatives and the worst offenders were two men representing the Osaka paper which arranged for your father's lecture without his permission. ... We found that Kawaguchi was being paid by these people to act as go-between for them because he had pursued them that he was an intimate friend of the great poet! ...at the very start when we landed on the quay there was almost a fight between Kawaguchi and one of our Indian hosts as to who should have the honour of taking Gurudev in his motor. Eventually your father had to decide that as he was going to stay with Indians he ought to allow the Japanese at least to drive him to his destination.

—বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোন ও এই মানুষের সাইক্লোনের মধ্যে বাছাই করতে হলে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে প্রথমটিকেই পছন্দ করতেন!

গুজরাটি বণিক মোরারজির গৃহে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইখানে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় রাত্রিটি কাটে। 30 May [মঙ্গল ১৭ জ্যৈষ্ঠ] পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

We are being entertained by a Gujrati gentlemen and have met several Bengali gentlement who have been very kind in their attentions. I foresee however that the sanitary arrangements in Japan will be rather trying for your father and we must see whether we cannot arrange something more convenient. Mr. Taikawan came from Tokyo and was very charming and has offered to take charge of Mukul and let him study in the Art School in Tokyo of which he

has become Principal. ...Okakura's son also came and has kindly offered us the use of their garden house five or six miles out of Tokyo, which will be much better than living in Tokyo itself.

এরপর তিনি লেখেন : 'Tomorrow there will be a meeting of the Indian community here to welcome your father and on June 1st we go to Osaka.'

উল্লিখিত 'sanitary arrangements'-এর অসুবিধার জন্যই রবীন্দ্রনাথ অতঃপর Ernest E. Speight-নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠে যান। মুকুল দে লিখেছেন : 'অ্যান্ড্রুজ ও পিয়ার্সন মি. স্পাইটকে খুঁজে বার করে ব্যবস্থা করলেন।' ইনি কবি ছিলেন, এঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

31 May [বুধ ১৮ জ্যৈষ্ঠ] বিকেলে কোবে-র ওরিয়েন্টাল ক্লাবে কোবে ও ওসাকার ভারতীয়েরা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করেন। স্থানাপন্ন ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল Mr. H. Hornes ও ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্য আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পরিচালক Mr. J. Rehman রবীন্দ্রনাথের মতো বিখ্যাত কবিকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য আনন্দ ব্যক্ত করে Mr. Futehally-কে অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মহর্ষি-পিতার উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত উন্নত চিন্তা ও হৃদয়ানুভূতিতে দীপ্ত কবিতাবলির দ্বারা তিনি যেভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে উচ্চতর আদর্শবোধ ও মানবপ্রেম জাগ্রত করেছেন, মানপত্রে তার প্রশংসা করে লেখা হয় :

Sir, through your poetry you have interpreted to the West the innermost thoughts of the East, which interpretation came to her as a magnificent revelation. The West looked up in admiration and gave you the highest distinction it was in her power to bestow by awarding you the Nobel Prize.

You were the first Indian, and the first amongst the Asiatics, to receive that coveted honour, and we are as justly proud of this fact as we are of your poetry. You have brought glory to your Motherland, and have proved, beyond doubt, that Indian talent and Indian culture stand on as high a plane as that of any other nation in the world.

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে নোবেল প্রাইজের সমস্ত টাকা দান করা ভারতীয় বদান্যতার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, এই বলে প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথের জাপানে আগমনকে অভিনন্দিত করা হয়েছে এই ভাষায় : 'Sir, in sincerely welcoming you again, we hope that your arrival in this country will synchronise with a better interpretation of Indian thoughts and a truer understanding and a more genuine appreciation of all that is the best and the most exalted in Indian culture by the intelligent people of this country.'

মানপত্রটি পঠিত হওয়ার পর 'Mr. Rehaman handed the address to Sir Rabindranath in a very handsome carved ivory casket,— a beautiful specimen of Japanese art.' অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

A poet has said that 'heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter.' There may be some truth in this saying as regards music, but not, I am quite sure, about speech-making, and especially from one who unlike myself, is an adept in this line. Payment of money can be made in the coin of any realm so long as they contain precious metal, but payment for acts of kindness can only be made in the language of one's heart, which is one's mother tongue. Unfortunately for me, my mother tongue (Bengali) is not current in the homes of most of you, so it can have no exchange value. I am therefore compelled to

translate my feelings into foreign words which are foreign to the giver as well as to the receivers. It is a most difficult process, and one has to be very careful in attempting it, especially when not accomplished in the art. I have therefore to be very brief, and I simply thank you for the kind words addressed to me, assuring you that this brevity of mine is not owing to any miserliness of heart, but to my paucity of words.

পরে ভ্রমণসঙ্গী অ্যান্ডরুজ সংক্ষিপ্ত ভাষণে জাতি ও ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও কোবে-র ভারতীয়দের একতাবোধ ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁদের আনন্দ ব্যক্ত করেন। জলযোগ ও বিশ্রম্ভালাপের পর সভা ভঙ্গ হয়।[৩৪]

এই অনুষ্ঠানের পর রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী কোজাড [Miss Cozad]-এর বিদ্যালয়ে Saturday Morning Club-এর সদস্যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ক্লাবের মহিলা সভ্যাগণ, তাঁদের স্বামী ও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায় দেড়শোজন এই মিলনসভায় উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের সভানেত্রী শ্রীমতী রয় স্মিথের স্বাগতভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই সকালে শেষ করা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' [১২৯১] নাট্যকাব্যটির ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi, or the Ascetic* পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করে শোনান। পাঠের পর নাটকটি সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। সংবাদপত্রে লেখা হয় : 'As regards his translation, he said that while it was true that some of the sense of the Bengali was lost in the transfer, it was in a way a fresh incarnation of his ideas, as each language had its peculiar beauties.' তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয় সম্পর্কে অনেকের প্রশ্নেরও তিনি উত্তর দেন। অনুষ্ঠানের শেষে রেভারেন্ড সি. জে. বেট্‌স্‌ তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন : 'The Rev. C.J. Bates voiced the thanks of the company in appropriate terms. Many present, he said, had for some time past been living in what he might describe as a Tagore atmosphere, and all were deeply grateful for the opportunity of meeting and hearing one to whom they owed so much.' উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ আসবার আগেই ক্লাবের একটি অধিবেশনে তাঁর রচনা আলোচিত হয় ও কোবে-র আর-একটি ক্লাব কয়েক সপ্তাহ পূর্বে একই বিষয়ে সভার আয়োজন করে।

পূর্বোল্লিখিত Ms.72 পাণ্ডুলিপির 69-91 পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। মূলের ষোলোটি দৃশ্য এখানে চারটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে— নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ দৃশ্য একেবারেই বর্জিত; প্রথম দিকে মূলের কিছু ঘনিষ্ঠ অনুবর্তন দেখা গেলেও শেষে অনেক অংশই নূতন ভাবে লেখা হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর পাঠপঞ্জীকৃত নূতন সংস্করণে [১৩৮৪] কানাই সামন্ত 'ভাষান্তর তথা রূপান্তর' অধ্যায়ে পরিবর্তনগুলি পঞ্জিবদ্ধ করেছেন [পৃ ১০২-১৩], আগ্রহী পাঠক। সেটি দেখে নিতে পারেন।

1 Jun [বৃহ ১৯ জ্যৈষ্ঠ] *Osaka Asahi Shimbun* [উদীয়মান সূর্য] পত্রিকার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ওসাকা যান। তাঁর সম্মানে একটি ভোজসভা আয়োজিত হয়। এর পর স্থানীয় Tennoji Hall-এ তিনি জাপানে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য ভাষণ পাঠ করেন, বিষয় ছিল : 'India and Japan' [দ্র The Modern Review, Aug 1916/ 216-17]। মাটির উপরে খড়ের মাদুরে উপবিষ্ট তিন হাজার শ্রোতার কাছে কাওয়াগুচি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রদান করেন ও তাঁর বক্তৃতা অনুবাদ করে শোনান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, যুবাবয়স থেকেই তিনি জাপান সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেছেন, সেইজন্য এখানে আসতে পেরে তিনি অবশ্যই খুশি। কিন্তু এই দেশ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা নৈরাশ্যজনক : The whirlwind of modern civilization has caught the rest of the world, and a stranger like myself cannot help feeling on landing your country that what

I see before me is the sample of the modern age where before the brazen images an immense amount of sacrifice is offered and an interminable round of ritual is performed. But this is not Japan.' তিনি কত সহজে জাপানে এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু প্রাচীনকালে ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণদের আসতে হত কত দুস্তর কষ্টকর পথ অতিক্রম— কিন্তু 'In the days of heroic simplicity, it was easy to come near to the real man, but in modern times it is the phantasm of the giant time itself, which is everywhere and man is lost beyond recognition.' কিন্তু তিনি আশা হারাবেন না, তিনি সেই সত্যিকার জাপানকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করবেন 'what is unique, and not merely the mask of the time which is monotonously the same in all latitudes and longitudes.' শ্রোতাদের কাছে ভাষণটি উচ্চপ্রশংসিত হয়। কিন্তু Stephen N. Hay লিখেছেন : 'However, the Tokyo *Asahi*, the nation's most influential newspaper, displayed a more negative attitude toward his message, reporting it under the heading, "Tagore Curses Civilization""[৩৬] *Japan Weekly Chronicle* [Kobe, 8 Jun/ 921-22] থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের প্রতিবেদন 'Sir Rabindranath Tagore in Osaka : A Criticism of Modern Civilisation' নামে অন্য একটি ইংরেজি দৈনিকে উদ্ধৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এর একটি কর্তিকা রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়ে দেন।[৩৭]

কাওয়াগুচির উপরোধে রবীন্দ্রনাথ রাত্রিটি ওসাকায় তাঁর বাড়িতে কাটাতে রাজি হন। কিন্তু এর পরিণতি সুখকর হয়নি। 4 Jun [রবি ২২ জ্যৈষ্ঠ] রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে পিয়র্সন এই করুণ অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সাড়ে-নটা নাগাদ সভাশেষের পর রবীন্দ্রনাথ, পিয়র্সন, মুকুল, কাওয়াগুচি, সানো সান ও একজন সাংবাদিক এই ছ'জন একটি ছোটো মোটরগাড়িতে যাত্রা করেন, আশা ছিল দশটার মধ্যেই তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু শ'খানেক গজ যাওয়ার পরেই গাড়িটির টায়ার বদল করতে হয়। রাত্রি দশটায় মাইল-চারেক যাওয়ার পর বদলানো-টায়ারটিও ফেটে গেল— 'after ten minutes another car came up and we were all transformed to that and placed tight together like Sardines. Then began an interminable drive through small country-roads till 11.30 when the car bounced over a heap of stones in a very narrow road and the engines stopped, and the lights went out. After two or three starts and runs of about 100 yards or so the car stopped again.'[৩৮] বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন পায়ে হেঁটে নিকটতম স্টেশনে গিয়ে ওসাকায় বা কোবেতে ফিরে যাবেন। মাঠের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথে তাঁরা দেড় মাইল দূরবর্তী স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হন। কাওয়াগুচির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাঁরা তিনজন বাংলায় কথাবার্তা বলতে থাকেন। স্টেশনে পৌঁছনোর পর কাওয়াগুচিকে প্রতিহত করার চেষ্টায় পিয়র্সনকে প্রায় মারামারি করতে হয়। সানো সানের সাহায্যে পিয়র্সন ওসাকায় একজন বাঙালি ভদ্রলোক মিঃ করকে টেলিফোন করেন। রাত্রি ১-১৫তে ট্রেন ওসাকায় পৌছলে মিঃ কর [মুকুল দে লিখেছেন, 'মি. দাঁ'] তাঁর মোটরগাড়িতে সকলকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সাংবাদিকটি লজ্জিত হয়ে জানান, রবীন্দ্রনাথকে ওসাকায় আনার জন্য তাঁরা ৭৫০ টাকা ও অন্যান্য খরচ কাওয়াগুচিকে দিয়েছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁকে বাদ

দিয়েই চলবেন। 'And so ended the most adventurous of our days since we left India. The cyclone in the Bay of Bengal was nothing to it.'[৩৮]

2 Jun [শুক্র ২০ জ্যৈষ্ঠ] সম্ভবত দুপুরে রবীন্দ্রনাথ কোবেতে ফিরে আসেন। সানো সানের সঙ্গে ওসাকার আসাহি সিমবুন পত্রিকার দুজন প্রতিনিধি এসে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে যান। পিয়র্সন লিখেছেন : 'Then after that he got a short sleep and we all went off to the dinner given by the Indian community. That began at 8 and we were back in our host's house before 10 o'clock.'

3 Jun [শনি ২১ জ্যৈষ্ঠ] বিকেলে 'a teacher of the Art of Flower-arrangement came and showed him several examples of the arrangement of flowers.' রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'কাল দুজন জাপানি মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সংগীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানি মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।'[৩৯]

4 Jun [রবি ২২ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ একটি চা-পান অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি লিখেছেন : 'সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা-পান-অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ...সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানির পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য করছে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।'[৪০] জাপানের এই আইডিয়ালকে সন্ধান করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ২২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত পত্রটিতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাইরে থেকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে, জাপান পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে তার স্বাতন্ত্য বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু জাপানি মেয়েদের পোশাক ও জীবনযাত্রা, অনাবশ্যক চেঁচামেচি করে বলক্ষয় না করার প্রবণতা, জাপানি কবিতার বাক্‌সংযমে 'হৃদয়ের মিতব্যয়িতা'র পরিচয় পেয়ে জাপানের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি অনুভব করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব ক'রে সৌন্দর্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে— এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে।' ফুল সাজানোর বিদ্যা এবং 'কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটরযানে করে গিয়ে' [মুকুল দে লিখেছেন, 'আসাহি সিম্‌বুম' পত্রিকার মালিক মি. মুরাইয়ামার বাড়িতে] উদ্যানসজ্জা দেখে ও চা-পান উৎসবে যোগ দিয়ে তাঁর এই ধারণাই পুষ্ট হয়েছে।

5 Jun [সোম ২৩ জ্যৈষ্ঠ] তাঁরা ট্রেনে টোকিয়ো রওনা হন। সারা দিনব্যাপী দীর্ঘ যাত্রায় বিভিন্ন স্টেশনে জাপানি ও ভারতীয়েরা তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দিত করেন। Sizuoka স্টেশনে কুড়িজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অভিনব উপায়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। রবীন্দ্রনাথ 2 Jul-তে পঠিত ভাষণ 'The Spirit of Japan'-এ ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করে বলেন :

While travelling in a railway train, I met at a wayside station, some Buddhist priests and devotees. They brought their basket of fruits to me and held their lighted incense before my face, wishing to pay homage to a man who had come from the land of Buddha. The dignified serenity of their bearing, the simplicity of their devoutness, seemed to fill the atmosphere of

the busy railway station with a golden light of peace. Their language of silence drowned the noisy effusion of the newspapers. I felt that I saw something which was at the root of Japan's greatness.

Numazu স্টেশনে ওকাকুরার ভ্রাতা ইংরেজির অধ্যাপক Yoshisaburo রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টোকিয়ো পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী হন। Kozu স্টেশনে জাপান-ভারত অ্যাসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ Soejim Yasoroku, রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যেরা, একেশ্বরবাদী Uchigasaki Sakusaburo এবং বৌদ্ধ পুরোহিত Takeda Toyoshiro তাঁকে সংবর্ধিত করেন।[৪১]

টোকিয়ো স্টেশনে গাড়ি পৌছলে জনসাধারণের উত্তেজনা চরমে ওঠে। কুড়ি হাজারেরও বেশি লোক রবীন্দ্রনাথের দর্শন পাবার জন্য সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। পিয়র্সন লিখেছেন : 'As soon as Gurudev got out of the train there were numerous explosions of magnesium lights which the representatives of various newspapers burnt in order to take snapshots.—Old men and young were equally enthusiastic and with their cries of "Benzu" which is like our English "Hurrah" they rushed round Gurudev.' য়োকোয়ামা টাইকান এবং ওকাকুরা য়োশিয়াবুরো অতি কষ্টে জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে রবীন্দ্রনাথকে স্টেশনের বাইরে এনে একটি দু-ঘোড়ার গাড়িতে তোলেন ও মাইল-দুয়েক পথ অতিক্রম করে Ueno Park-এর কাছে টাইকানের বাড়িতে পৌছন। সেখানে টাইকানের স্ত্রী ও ওকাকুরা কাকুজোর বিধবা পত্নী তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। পিয়র্সন লিখেছেন :

...as soon as we entered it we felt that we had at last reached the heart of Japan after having experienced the modernised and Westernised Japan which has all the worst qualities of rush and materialistic business about it. The contrast is so striking that it is difficult to understand how a people with such an inherent love for beautiful things can copy our Western ugliness and feel that they have got something which is worth having.

রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন; 'এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।' জাপানযাত্রী-র ১৪-সংখ্যক পত্র এই 'অন্তরের পরিচয়'-এ পূর্ণ।

পরের দিন টাইকানের বাড়িতে বিশ্রাম গ্রহণ করে 7 Jun [বুধ ২৫ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ জাপানের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁকে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়ন করেন। ভ্রমণ শুরুর আগে রবীন্দ্রনাথ বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেলের কাছ থেকে কয়েকটি পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেন। তিনি সাংহাই যাননি বলেই সেখানকার কনসাল-জেনারাল Sir Evarard Fraser-কে লেখা কারমাইকেলের 17 Apr [৪ বৈশাখ]-এর পত্রটি তাঁর কাছে থেকে গিয়েছিল :

I am giving this letter to my friend Sir Rabindranath Tagore, Kt., the well-known Bengali poet and the winner of the Nobel prize for literature in 1914 [sic]. Sir Rabindra Nath has accepted an invitation to America and he proceeds there this month, travelling via Singapore,

Hongkong, Shanghai and Japan. I would be grateful for any courtsey which can be shown to him on his way.

হয়তো জাপানের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশে লিখিত পত্রটিও একই বয়ানের ও একই রকমের নিরীহ ছিল, যা নিয়ে পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হয়। সুকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন :

It seems unfortunate, said the Secretary of State, that Carmichael should have given an introduction to a party about whose purpose and conduct the Government of India were so doubtful that they felt it necessary to send a warning telegram to the Embassador. ... Information was gathered by the Government of India from the British Ambassador at Tokyo that Tagore arrived there with his party on 8 June 1916 [?] with a personal letter of introduction from Lord Carmichael. It appeared to the Government of India that Tagore only was introduced. The Government was agitated because Tagore's party contained besides his Bengalee student Mukul, two Englishmen, viz., W.W. Pearson and C.F. Andrews. It was to Andrews that Government objected on the ground that he was a "sentimental agitator". [৪২]

অশোককুমার মুখোপাধ্যায় 'রাজরোষে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে [দ্র গণশক্তি, শারদ সংখ্যা ১৪০২। ২৬-২৭] জানিয়েছেন, জাপানে অ্যান্ডরুজের কার্যকলাপ ও ভারতে পাঠানো তাঁর চিঠিপত্র খুলে গোয়েন্দা বিভাগ একটি গোপন সার্কুলার প্রস্তুত করে, নাম দেয় 'History Sheet of C.E. Andrews' [Criminal Intelligence Circular No. 4 (Political) of 1916 dt. 14 October, 1916]I নথির শেষে গোয়েন্দাদের অ্যান্ডরুজ সম্পর্কে মূল্যায়নটি উক্ত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত হল :

He is a sentimental enthusiast with an unreasoning admiration for all things Oriental, which has killed any patriotism he ever possessed and has transformed him by degrees from a Christian missionary into a paid anti-British agitator and a supporter of an oriental religious revival. He is subject to sudden infatuations for prominent Indians and the fulsome language in which he speaks of the objects of his admiration is extremely nauseating. Unscrupulous Indian agitators find in him a ready tool, but it is doubtful if he will ever become an important factor in Indian politics. His too facile sympathy for all movements which Government is considered to view with disfavour has defeated its own object and gained for him in nationalist circles the reputation of being a spy in the pay of the Criminal Investigation Department.

বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস লিখেছেন : 'স্যার জগদীশ "মহামতি এন্ড্রুজ"কেও (যিনি দীনবন্ধু এন্ড্রুজ নামে খ্যাত) বৃটিশ গভর্নমেন্টের গুপ্তচর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু কবি (রবীন্দ্রনাথ) তাহা বিশ্বাস করিতেন না। স্যার জগদীশের তৎকালীন সহকারী সুরেশ নাগের নিকট শুনিয়াছি যে, এন্ড্রুজের বিষয়ে কবির সঙ্গে মত

বিরোধ হওয়া হেতু স্যার জগদীশ বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাওয়া একেবারেই পরিত্যাগ করেন' [দ্র আমার জীবন কাহিনী (1987)। ১২৬]। যাই হোক, এর থেকে বোঝা যায়, একবছর আগে ভারত গবর্মেন্ট রবীন্দ্রনাথকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলেও তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের কীরূপ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত!

10 Jun [শনি ২৮ জ্যৈষ্ঠ] সকালে অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাপানের প্রধানমন্ত্রী Count Okuma Shigenobu [1838-1922]-র বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কাউন্ট ওকুমা ইন্দো-জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। স্টিফেন হে জানিয়েছেন, বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত Anesaki Masaharu, যিনি পনেরো বছর আগে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তিনিই দোভাষীর কাজ করেন। পিয়র্সন এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথকে [11 Jun] :

Andrews and I accompanied Gurudev and were received by Count Okuma himself in a room crowded with all sorts of ugly Western and beautiful Japanese things. He is an old man over eighty years of age but still takes part in active political life being still the Premier. He cannot speak English so he spoke through an interpreter but it was most interesting to watch his face as talked to Gurudev about the changes which he has himself seen come over Japan during the sixty years of his active political life.

এর পরে তাঁরা ওকুমা-প্রতিষ্ঠিত [1882] প্রায় ৪০০০ ছাত্র-সংবলিত Waseda University-র চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ঘুরে আসেন। এখানকার একজন অধ্যাপক [?Sekizo Miura] রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম বিষয়ে লিখিত একটি গ্রন্থ ও *Sadhana*-র জাপানি অনুবাদ [Shin-rin Tetsgaku: Sai no Jitsugen, 1915] তাঁকে উপহার দেন।

বিকেলে তাঁরা ওকাকুরা-প্রতিষ্ঠিত নিপ্পন বিজিৎসু-ইন বা শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শনে যান, টাইকান তখন তার পরিচালক। পিয়র্সন লিখেছেন : 'In the afternoon we went to Taikwan's School of art, and the students and teachers of the school met to hear a lecture on "Ideals of Art" given before the Exhibition of pictures was formally opened for the public. The lecture was translated into Japanese as it was given and Andrews and I took down as much as we could of what he said in English.'

এরপর শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আমন্ত্রণে তাঁরা টোকিয়োর সর্বোৎকৃষ্ট রেস্তোরাঁয় সান্ধ্যভোজসভায় যোগদান করেন। পিয়র্সন লিখেছেন: 'the feature of the evening's entertainment was a classical dance given during the dinner which was most beautiful. The dresses were most magnificent and the dance itself was just the poetry of motion in a visible form. Later a simpler dance was given by three quite young girls and that too was very beautiful though not as wonderful as the one given at first.' এই নাচ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়। ভঙ্গিবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। ...জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচ দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না।[৪৩]

পাণ্ডুলিপিতে এর পরে লিখেছিলেন : 'একবার আমাদের দেশের নাচের কথা মনে পড়ল। কিন্তু সুন্দর ছবির উপর দৈবাৎ এক ফোঁটা কালী পড়লে মনটা যেমন ছ্যাঁক করে ওঠে আমার সেই রকম মনে হল— তাড়াতাড়ি সেই কদর্য্য স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেল্লুম।' বাইজি-দেবদাসীদের ক্লিন্ন পরিবেশ থেকে নাচকে ভদ্রসমাজের অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, একথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

পরের দিন 11 Jun [রবি ২৯ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ টোকিয়ো ইম্পিরিয়াল য়ুনিভার্সিটিতে 'The Message of India to Japan' ভাষণটি পাঠ করেন। বক্তৃতাটি আগেই লিখে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়েছিলেন, তাঁরা সেটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন* ও সেই মুদ্রিত কপি থেকেই তিনি প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট ছিল বিকেল চারটে, কিন্তু দুপুর দুটো থেকেই প্রায় দেড় হাজার লোক সভাস্থল পূর্ণ করে ফেলেন, অনেকেই স্থানাভাবে ফিরে যেতে বাধ্য হন; শ্রোতাদের মধ্যে শ'খানেক ভারতীয় এবং সমসংখ্যক ইংরেজ ও আমেরিকানও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট Baron Yamakawa সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি দান করলে সাদা জোব্বা ও ওকাকুরা-প্রদত্ত লম্বা টুপি পরে তিনি ভাষণটি পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ান ও চড়া সুরেলা গলায় প্রবন্ধটি পড়ে শোনান— স্টিফেন হে অনুমান করেছেন, সম্ভবত কোনো দোভাষী ভাষণটি অনুবাদ করেননি। পিয়র্সন লিখেছেন [11Jun]: 'Today is the day on which Gurudev is to deliver his lecture to the Imperial University of Tokyo on "India's Message to Japan". ... Your father spoke for just under an hour with great eloquence.' *The Modern Review* [Aug 1916/ 232] ও রবীন্দ্রজীবনী [২। ৫৫৬]-তে বক্তৃতার তারিখ 12 June বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটির কিয়দংশ মডার্ন রিভিয়্যু-র Aug 1916-সংখ্যায় 'Notes'-এ 'The Gratitude of Asia to Japan' [pp.232-33] এবং অনেক অংশ বর্জিত হয়ে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে *Nationalism* [1917] গ্রন্থে 'Nationalism in Japan/I' নামে মুদ্রিত হয়।

তাঁর মতো নিভৃতচারী এক কবিকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানানোয় বিব্রত বোধ করলেও আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বললেন : 'It was said of Asia that it could never move in the path of progress, its face was so inevitably turned backwards.' কথাটি আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম এবং অতীতকে গৌরবান্বিত করে আত্মসান্ত্বনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু জাপান সেই মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠে দীর্ঘ পদক্ষেপে বহু শতাব্দীর নৈষ্কর্ম্যকে অতিক্রম করে আশ্চর্য সাফল্যে বর্তমান যুগের সঙ্গে পা মিলিয়েছে। জাপানের অগ্রগতি সাবানের বুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়— 'She showed the confident strength of maturity, and the freshness and infinite potentiality of new life at the same moment.' এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন : 'The truth is that Japan is old and new at the same time'. পুরাতন প্রাচ্যসংস্কৃতির উত্তরাধিকারী সে, যা মানুষকে তার আত্মার প্রকৃত ঐশ্বর্য ও শক্তির

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে, ক্ষতি ও বিপত্তিতে আত্মস্থ হওয়ার শিক্ষা দেয়, লাভ-ক্ষতি গণনা না করে আত্মোৎসর্গে প্রেরণা জোগায়, সামাজিক জীব হিসেবে অগণিত সামাজিক দায় স্বীকার করায়। এ সত্ত্বেও সে নির্ভয়ে আধুনিক যুগের সমস্ত সম্পদকেও দাবি করেছে। পুরাতন অভ্যাসের বন্ধন, অলস মনের অপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় ত্যাগ করে সে বর্তমান কালের সংস্পর্শে এসেছে এবং যথাযথ আগ্রহ ও যোগ্যতার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার দায়িত্বসমূহ বরণ করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না, নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে জাপান বড়ো হয়েছে। আমরা প্রাণকে অনুকরণ করতে পারি না, স্বভাবকে বিকৃত করে বলে নিছক অনুকরণ দুর্বলতারই কারণ হয়। বিজ্ঞান মানুষের স্ব-ভাব নয়, সে কেবল জ্ঞান ও প্রকৌশল। জাপান পাশ্চাত্যের কাছ থেকে এইগুলিই গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার আত্মাকে হারিয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়নি। জাপানের কাছে এশিয়ার অপরাংশ এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারে যে, অতীতের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমানের সময়-প্রবাহে অবগাহন করা প্রয়োজন। 'Japan has sent forth her word over Asia, that the old seed has the life germ in it, only it has to be planted in the soil of the new age.'

রবীন্দ্রনাথ এরপর বললেন, সারা পৃথিবীর দৃষ্টি এখন জাপানের দিকে। জাপান যদি কেবল পাশ্চাত্যের প্রতিরূপ হয়ে থাকে তাহলে যে আশা সে জাগিয়ে তুলেছে তা সফল হবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব এখনও দিতে পারেনি— 'The conflict between the individual and the state, labour and capital, the man and the woman; the conflict between greed of material gain and the spiritual life of humanity; the conflict between all the ugly complexities inseparable from giant organisations of commerce and state and the natural instincts of man crying for simplicity and beauty and fulness of leisure— all these have to be brought to a harmony in a manner not yet dreamt of— তাঁর আশা জাপান তার মনীষা ব্যবহার করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার অনেক-কিছুর প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথ জাপানের উদ্দেশে কিছু সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 'political civilisation' অ্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন : "This political civilisation is scientific, not human. ...it enshrines gigantic idols of greed in its temples, taking great pride in the costly ceremonials of its worship, calling this patriosm.' দেশপ্রেমের এই বিকৃতি রবীন্দ্রনাথ জাপানের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছিলেন, সেই কারণে এর পরেই তিনি বলেন : 'And it can be safely prophesied that this cannot go on, for there is a moral law in this world which has its application both to individuals and to organised bodies of men. You cannot go on violating these laws in the name of your nation, yet enjoy their advantage as individuals. This public sapping of ethical ideals slowly reacts upon each member of society, gradually breeding weakness where it is not seen, and causing that cynical distrust of all things sacred in human nature, which is the symptom of senility.'

জাপান তখন শক্তিগর্বে গরীয়ান, সুতরাং এই সাবধানবাণী তার ভালো লাগবার কথা নয়। কিন্তু *Japan Advertiser* বক্তৃতার বিবরণ দিয়ে লেখে: 'The lecture was punctuated by frequent outbursts of applause, and the great poet held his hearers intent throughout his talk.' নিউ ইয়র্কের *Outlook* [9

Aug] পত্রিকায় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়, সেটি পড়ে 1915-এর নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী রম্যাঁ রলাঁ Oct 1916-এ ডায়ারিতে এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করে লেখেন : ‘যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, এশিয়াবাসীরা ইউরোপের অপকৃষ্টতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। গত ১৮ জুন [য] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি জাপানকে ইউরোপের সভ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলেছেন। এই বক্তৃতাটি— যা মানুষের ইতিহাসের একটি বাঁককে চিহ্নিত করেছে এবং ইউরোপের কোনো বড় সংবাদপত্রে যার একটি কথারও স্থান হয়নি।[৪৪]

5/6 Jun বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে শিবা পার্কের Koyakan রেস্তোরাঁয় সম্পূর্ণ জাপানি রীতিতে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেবার একটি পরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৫] অনুষ্ঠানটি হয় 13 Jun [মঙ্গল ৩১ জ্যৈষ্ঠ] Uyeno Park-এ অবস্থিত কানেজি [Kaneiji] বৌদ্ধমন্দিরে। প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা, শিক্ষামন্ত্রী ড তাকাদা, কৃষি ও বাণিজ্যমন্ত্রী কোনো, রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr.Yamakawa, বৌদ্ধ Zen সম্প্রদায়ের প্রধান Hioki ও টোকিয়োর মেয়র ড ওকুদা-সহ প্রায় আড়াইশ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধপণ্ডিত Dr. Takasaku Junjiro-র উদ্বোধনের পর Hioki Mokusen স্বাগত-ভাষণ পাঠ করেন। উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি জাপানি ভাষা জানেন না, আর ইংরেজি যেমন জাপানিদের দেশীয় ভাষা নয় ও তিনি নিজেও এই ভাষা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, তখন তিনি তাঁর মাতৃভাষাতেই বক্তব্য পেশ করবেন। তাঁর বাংলা বক্তৃতা অধ্যাপক কিমুরা জাপানিতে অনুবাদ করে শোনান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, কোবেতে নেমে জাপানের বস্তুভারাক্রান্ত রূপ দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু সিজুওকা স্টেশনে জাপানি বৌদ্ধদের গন্ধধুপ জ্বেলে অভ্যর্থনা প্রত্যক্ষ করে তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি জাপানে এসেছেন। তখনই বুঝেছিলেন নূতন ও পুরাতন দুটি ধারাই সেখানে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি আশা করেন, জাপানিরা পুরোনো জাপানকে ভুলে যাবেন না। নূতন জাপান পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র, যা তাকে ধ্বংস করবে। তিনি বিশ্বাস করেন, জাপানি সভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন করবে ও গৌরবময় প্রাচ্যসভ্যতার আলো পশ্চিমের কাছে বহন করে নিয়ে যাবে।*

সমাপ্তিভাষণ দিতে গিয়ে কাউন্ট ওকুমা এক কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষণকে ইংরেজিতে প্রদত্ত ভেবে। তিনি বলেন, যদিও তিনি ইংরেজি ভালো বোঝেন না, তা হলেও তিনি এই ভারতীয় সাধুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তার সময়োচিত আগমন ও সতর্কবাণীর জন্য— কারণ জাপান এখন তার অন্তর্জীবনে একটি পরিবর্তনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ড তাকাসাকু অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণার পর বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরিবেশনে সম্পূর্ণ নিরামিষ সান্ধ্যভোজ নিষ্পন্ন হয়। উপস্থিত সকলকে একটি করে সচিত্র পোস্টকার্ড উপহার দেওয়া হয়; পিয়র্সন একটি কার্ড আশ্রমের শিক্ষক কালিদাস বসুকে পাঠিয়ে লেখেন : [14 Jun] : ‘Yesterday there was a grand reception given to Gurudev by the Buddhist community here, and they gave this postcard with our class sitting under the trees to each guest as a souvenir.’

রবীন্দ্রনাথ এইদিনই [৩১ জ্যৈষ্ঠ) রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

আজ এখানকার বৌদ্ধমন্দিরে আমার অভ্যর্থনা হয়ে গেল। ...আজ মন্দির থেকে বেরিয়ে গাড়িতে যখন চড়চি তখন দেখি রাস্তায় একদল মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। আমি তাদের একটু নমস্কার করতেই তারা ভয়ানক খুসি। আমার গাড়ির সঙ্গে দৌড়তে লাগল। আমরা একটু গাড়ী থামাতেই

তারা গাড়ী ঘিরে মহাধুম বাধিয়ে দিলে। ...আজ মন্দিরে আমাকে বাংলায় বক্তৃতা করতে বল্‌লে— কিমুরা সেটা জাপানিতে তর্জ্জমা করে দিলে। আমাকে নিয়ে সবচেয়ে উৎসাহ জাপানী ছাত্রদের। এখানে সবাই বল্‌চে আমি আসাতে এবং আমার কথাবার্ত্তায় ও বক্তৃতায় জাপানে একটা নতুন [য] স্রোত বইবে। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরা সেই আশা করচেন। আমার বক্তৃতায় সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেচে। এখানকার আর্টস্কুলে মুখে মুখে আর্ট সম্বন্ধে একটা বলেছিলুম। সেইটে তোদের পাঠাচ্চি। প্রমথকে দিস্ সবুজপত্রে যেন তর্জ্জমা করে ছাপায়। এবং ইংরেজিটা Modem Reviewতে যেন ছাপাস্‌নে। ওটা বড় করে লিখব।[৪৬]

আর্ট স্কুলের মৌখিক বক্তৃতার নোট অ্যান্ড্রুজ ও পিয়র্সন লিখে নিয়েছিলেন, সেইটিই হয়তো মার্জিত করে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সবুজ পত্র-তে এরকম কোনো রচনা ছাপা হয়নি, এর আগে পাঠানো জাপানি জাহাজের কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপেরও একই পরিণতি ঘটেছিল—রচনাগুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর্ট স্কুলে প্রদত্ত বক্তৃতাটি পরে 'What is Art?' [*Personality*,1917] প্রবন্ধে পরিবর্ধিত রূপ পরিগ্রহ করে।

টোকিয়ো ত্যাগের আগে, সম্ভবত 14 Jun [বুধ ৩২ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ টোকিয়ো নর্মাল স্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি ছাত্রদের বলেন : 'I believe that, in a little flower, there is a living power hidden in beauty which is more patent than a Maxim gun. I believe that in the bird's notes Nature expresses herself with a force which is greater than that revealed in the deafening roar of the cannonade.'[৪৭] কোবেতে অবস্থানকালে তিনি একটি কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে শিশুদের মিলিটারি ড্রিল করতে দেখেছিলেন, তজ্জাত বিরক্তি একটু ভিন্ন আকারে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। অ্যান্ডরুজ উক্ত ঘটনাটির বিবরণে লিখেছেন:

I went with him and was amused at first to see the tiny children in Japanese dress, only able to toddle about, performing their drill, like so many quaint little dolls— but when I turned to Tagore, his face was white with pain. He asked abruptly,— 'Do you see this?' I answered, — 'Yes, it is funny. Isn't it?' He looked me up sharply with a rebuke,— 'Funny', he said, 'Don't call it by that word. Don't you see those innocent babies are dressed in military uniform? Don't call it by that word. It's hateful. It is evil, it is wicked and do you see these flags stained with blood hung on the walls, teaching them lessons on war, teaching them at this early age to fight and kill? Don't call it funny, it is horrible.' I could never forget the pain, which was written all over his face.[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'কাল য়োকোহামায় নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে আবার একচোট এই সব কাণ্ড চল্‌বে।' কিন্তু স্টিফেন হে লিখেছেন : 'After ten days in Tokyo, Tagore exchanged its bustle for the relative quiet of suburban Yokohama on June 15 [বৃহ ১ আষাঢ়]:'[৪৯] টাইকান Hara Tomitaro নামক এক ধনী রেশম-ব্যবসায়ীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ য়োকোহামায় তাঁর সমুদ্রতীরবর্তী বাগানবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী দুটি মাস প্রধানত তিনি এখানেই কাটান। পিয়র্সন 22 Jun [বৃহ ৮ আষাঢ়]-এর পত্রে স্থানটির একটি বিবরন দিয়েছেন : 'We are now staying with Mr Hara, a Japanese millionaire, he has kindly put his most delightful

garden house at Gurudev's disposal. It is situated most beautifully on a pine-clad hill not far from Yokohama, and has a very good view of Mount Fuji over the bay. At present the weather is rainy season but we have had two exquisite views of the mountain in the evenings of our first two days.'

রবীন্দ্রনাথ তার আশ্রয়দাতার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন :

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারাসান গুণী:এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্ঘাটিত। ...হারাসানের মধ্যে কৃপণতাও নেই আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চারিদিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মতো মূল্যবান জিনিসকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না; তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত করতে জানেন।

হারার বাড়িতে তিনি টাইকান ও তানজান [কোয়ানজান] শিমোমুরা [1873-193০]র আঁকা কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবি দেখেন। 'তারা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন। হারার বাড়িতে টাইক্কানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে শৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে। তেমনি সংযম।' বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠা করে তিনি নব্যবঙ্গের চিত্রকলায় নূতন প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। এইসব ছবি দেখে বাংলা ও জাপানের চিত্রকলার যেসব বিশেষত্ব ও পার্থক্য তাঁর নজরে পড়েছে চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছেন বিভিন্ন জনকে। ৬ ভাদ্র [মঙ্গল 22 Aug] রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর, সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে এই কথা বরাবর আমার মনে হয়েচে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি। টাইকান, শিমোমুরার ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশেপাশের বাজে জিনিষ নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই; কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি ঝাপসা কিম্বা পাঁচমিশেলি রং চং দেখা যায় না। ধবধবে প্রকাণ্ড সাদা পটের উপর অনেক খানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দলাল যদি আসত এখানকার এই দিকটা বুঝে নিতে পারত। ওদের কারো এখানে আসার খুবই দরকার আছে, নইলে আমাদের আর্ট একটু কুণো রকমের হবার আশঙ্কা আছে।[৫০]

প্রায় একই সময়ে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখেন :

এদের অনেক ভালো জিনিস দেখেছি। সব চেয়ে এদের সত্য এবং দেশব্যাপী হচ্ছে এদের আর্ট। সে আর্ট একটা দিকে চূড়ান্ত সীমায় গেছে, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে এদের আর্টের একটা অভাব আছে, এরা মানবহৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করে নি— এরা প্রকৃতিকে নিয়ে চূড়োন্ত [য] করেছে। তোমাদের আর্টের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের একটা আকুতি প্রকাশ পায়, সেইজন্যে তাকে লাইনের স্পষ্টতার চেয়ে রঙের আভাসের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে হয়েছে। আমি ভেবে দেখেছি এইটেই ভারতবর্ষের দিক। ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালোবাসে— জাপানের আর্টে কালা-গোরার মিলনই প্রধান— এদের কাপড়ে-চোপড়েও তাই। ভারতবর্ষের আর্ট যদি পুরো জোরে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এগোতে পারে তা হলে গভীরতায় এবং ভাবব্যঞ্জনায় তার কাছে কেউ লাগবে না। কিন্তু দরকার হচ্ছে ওর মধ্যে জীবনের জোর পৌছনো— যাতে ও খুব ফলাও হয়ে উঠতে পারে। ...আমার বোধ হয় আয়তন নিতান্ত ছোট করলে ভাবের পরিমাণও ছোটো হয়ে আসে। যাই হোক, জাপানী আর্টের যতই বাহাদুরি থাক্, ওর পূর্ণতার সীমায় এসে ও পৌঁচেছে। কিন্তু আমাদের আর্টিষ্টের তুলির সামনে অসীম ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি। সরস্বতী চীন জাপানের কাছে উদ্যানের দরজা খুলে দিয়েছেন, আমাদের কাছে তার অন্তঃপুরের দরজা খুলছে — এখানে রসের ভোজ। কিন্তু আমাদের এই রংমহালের কারখানা জাপানীরা একেবারে বুঝতেই পারে না— অথচ আমরা ওদের শিল্পকলার ভিতরকার মাহাত্ম্য বেশ বুঝতে পারি। এর থেকে মনে হচ্ছে জাপানী চিত্রকলার অতিপরিণতিই ওর পক্ষে বোঝা হয়ে উঠেছে— এখন ও আর চলবে না, পথের পাশে বসে পুনরাবৃত্তি করবে কিম্বা বিলিতি ছবির নকল করতে লাগবে।"[৫১]

অবনীন্দ্রনাথকে লিখেছেন [৮ ভাদ্র 24 Aug] : 'আমাদের দেশে আর্টের হাওয়া বয় নি, সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ির যোগ নেই— ওটা একটা উপরি জিনিস— হলেও হয়, না হলেও হয়; সেইজন্যে ওখানকার মাটি থেকে কখনোই তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবে না। ...এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে, তোমাদের আর্ট্ ষোলো আনা সত্য হতে পারে নি। কী করব বলো, তোমরা তো কিছুতেই বেরবে না, তাই মুকুলকে এখানে রেখে গেলুম— সকলেই আশা দিচ্ছে, ও মানুষ হয়ে উঠবে।'[৫২]

মুকুলকে টাইকানের অধীনে শিল্পশিক্ষার জন্য রেখে দেওয়ার কথা পিয়র্সন লিখেছেন 22 Jun-এর পত্রে : 'Yesterday our host showed us some very wonderful pictures by Mr Taikwan and another even greater artist named Simimura ...your father was so much impressed by them that he felt at once that Mukul ought to study as long as possible under such great men.' অবশ্য এই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা হয়নি, আমেরিকা যাবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ মুকুলচন্দ্রকে সঙ্গে, নিয়ে যান।

দেশে থাকবার সময়েই নিউ ইয়র্কের কীডিক এজেন্সি রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা-সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সে কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লিখেছি। আলোচনাটি অসমাপ্ত রেখেই তিনি জাপানের উদ্দেশে রওনা হন। তার অব্যবহিত আগে অ্যান্ডরুজ সব কথা জানিয়ে 28 apr [১৫ বৈশাখ] ম্যাকমিলান কোম্পানির নিউ ইয়র্ক শাখার অধিকর্তা George P. Brett-কে লেখেন : '...He [Rabindranaath] wishes not to give so many as that [40 lectures] & to lecture chiefly at the Universities & not to made as it were too 'cheap' & 'popular' if you can understand me. He would rather receive less & give fewer lectures if the audience were select. ... Do you know the 'Library Bureau' or any other bureau which could arrange lectures *in the Universities*?' একটি কেবলগ্রামও পাঠানো হয়। ব্রেট কেব্‌লের উত্তরে 1 May জাপানের ঠিকানায় লেখেনঃ '...I shall be very glad indeed to endeavor to arrange this matter for you by seeing some of the more prominent lecture bureaus having charge of such lectures if you care to have me do so,' রবীন্দ্রনাথের হয়ে অ্যান্ডরুজ ২ Jun [20 জ্যৈষ্ঠ] কিডিকের কেব্‌ল ও তার উত্তরের কপি ব্রেটকে পাঠিয়ে লেখেন : '...if you consider "Keedick" to be thoroughly good & his terms reasonable the Poet would gladly accept his offer.' ব্রেট 6 Jun লেখেন : 'The best man here in the lecture bureau field is James B. Pond, whose card I am enclosing and who wrote to you at the suggestion of one of our people here on May 22nd.' সুপারিশের ভঙ্গিতে আরও লেখেন : 'Pond has had, I think, all the best people in his hands including Masefield last winter, who spoke most highly of the way in which Pond managed his lecture affairs for him.'

এইভাবেই কীডিকের দ্বারা প্রস্তুত ক্ষেত্রে পন্ডের অনুপ্রবেশ ঘটল। পন্ডের এইসময়কার চিঠিপত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয়নি, সুতরাং 22 May-র চিঠিতে তিনি ঠিক কী লিখেছিলেন বলা সম্ভব নয়। এরপর শর্তাদি নিয়ে অ্যান্ডরুজের সঙ্গে পন্ডের চিঠিপত্রে নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হয়। 20 Jun অ্যান্ডরুজ ব্রেটকে লেখেন : 'I confirm his cable which he [Rabindranath] sends today stating that you are to

accept no offer for him and that he is arriving in America in August. His boat is the Ixon, ... arriving Seattle Aug 7th or 8th.'

কিন্তু পন্ড ও ব্রেট জানান, আগস্ট মাস বক্তৃতা-সফর শুরু করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। পরিশেষে 4 Jul [মঙ্গল ২০ আষাঢ়] রবিন্দ্রনাথ ব্রেটকে লেখেন : 'I wish to thank you for all the trouble you have taken in obtaining Mr Pond's offer of a lecture tour for me, which I have now accepted.' 'পুনশ্চ' জানান : 'I shall be staying on in Japan till the end of August in accordance with the advice given by you and also by Pond. I have booked my passage by the Osaka Shusen Eaisha boat the "Canada Maru" which leaves Yokohama on August the 31st and is due to Seattle on the 16th of September.'

চুক্তির শর্তাদি পিয়র্সন 8 Jul [শনি ২৪ আষাঢ়] লিখে পাঠিয়েছেন রথীন্দ্রনাথকে, মূল কাগজপত্রের অভাবে আমরা সেইটিই উদ্ধৃত করছি :

Mr Pond guarantees to book thirty readings and lectures, and in addition lectures at the Universities on the same conditions. The conditions are that your father should receive 80% of the net takings from each engagement, and should pay his own hotel & travelling expenses out of the 80%. Mr Pond will take the balance 20% and "undertakes all expenses of booking the tour", whatever that mean. ...He guarantees that no single fee shall be less than $250, and says that he figures that the average fee will be about $400.

He adds, "This, however, is on a minimum estimate and I am of opinion that the tour should run much higher than this especially in the big cities."

The lectures at the Universities would of course not fetch so much as those before the ordinary public, as the Universities are not able to pay much high fees, the average being from $100 to $250.

His plan of campaign is to begin the tour at Seattle and then work Eastwards via San Francisco.

In this letter to Mr Brett he says, "I am of opinion that Sir Rabindranath's tour could be made one of the biggest in lecture history: I would consider it a great honour to have the management of his tour."

পিয়র্সন লিখেছেন, পন্ড সম্পর্কে তাঁরা অধ্যাপক ও শ্রীমতী সেমূরের মতামতও জানতে চেয়েছিলেন; তাঁরা একবাক্যে পন্ডের সপক্ষে মত প্রকাশ করে কীডিককে 'tricky' বলে অভিহিত করেছেন।

টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ জাপানি বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে খুশি করেনি। অ্যান্ডরুজ লিখেছেন, প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর 'when he spoke out strongly against the militant imperialism

which he saw on every side in Japan and set forward in contrast his own ideal picture of the true meeting of East and West, with its vista of world brotherhood, the hint went abroad that such "pacifist" teaching was a danger in war-time, and that the Indian Poet represented a defeated nation. Therefore, almost as rapidly as the enthusiasm had arisen, it subsided. In the end, he was almost isolated, and the object for which he had come to the Far East remained unfulfilled.' অ্যান্ডরুজ লিখেছেন, এরই অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ 'The Song of the Defeated' [*The Modern Review*, Oct/ 353; *Fruit-Gathering*, No. 85] কবিতাটি লেখেন। জাপানে থাকার সময়ে তিনি কণিকা-র অনেকগুলি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে *Stray Birds* [1916] গ্রন্থটির সূচনা করেন যে পাণ্ডুলিপিতে [Ms.77], তারই 30 পৃষ্ঠায় কবিতাটি রচিত হয়। এটি ইংরেজিতে লিখিত তাঁর অন্যতম মৌলিক কবিতা। উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপির 31 পৃষ্ঠায় 'Thanksgiving' [*The Times*, 18 Sep/ 9; *Fruit-Gathering*, No. 86] কবিতাটিও রচিত হয়। সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় যদিও এটিকে পূরবী-র 'বিজয়ী' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন [দ্র রবীন্দ্র-রচনার ইংরেজি অনুবাদ-সূচী (১৩৮৩)। ৯৩], কিন্তু বস্তুত এটিও একটি মৌলিক কবিতা।

জাপানি বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথের বাণী সম্পর্কে মিশ্র মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। স্টিফেন হে এই প্রসঙ্গে একটি সংখ্যাতত্ত্ব উল্লেখ করেছেন : 'One indication of the variety of viewpoints from which Japan's intellectuals looked at Tagore is the fact that out of eighty-seven individuals whose opinions on him were published (most of them in the three Tokyo monthlies which conducted opinion surveys after he had lectured at Tokyo University), thirty-five disapproved of his lectures and twenty-six favored them for one reason or another, five found both good and bad in them, and twenty-one passed no judgement.'[৫৩] তিনি 'Japanese Views of Tagore's Message' [pp.82-123] অধ্যায়ে এই মতামতের প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে বিচার করা হয়। কিন্তু আত্মগর্বে স্ফীত ও সাম্রাজ্যলালসায় লোলুপ জাপানবাসীর অধিকাংশই তার বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। 'Nationalism'-এর ঊর্ধ্বে তিনি 'spirituality'কে জাগিয়ে রাখতে বলেছিলেন, সেই 'spirituality' জীবন-বিচ্ছিন্ন কোনো ধর্মীয়তা নয়— তা আত্মিক শক্তি, নৈতিকতার বোধ এবং সর্বোপরি মানবিকতা— যা নিজের মধ্যে, পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে, প্রতিবেশী ও দেশবাসীর প্রতি পারস্পরিক কর্তব্যের মধ্যে এবং অন্য জাতি ও দেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে জাগিয়ে না রাখলে মহতী বিনষ্টির পথে ঠেলে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানকে অনেক দুঃখে এই সত্যকে বুঝতে হয়েছিল!

যাই হোক, 1916-এ জাপানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদেরই দাক্ষিণ্য-পুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথকে পরাজিত, পরাধীন, ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে দেখেছিল। 1905-এ রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে, 1910-এ কোরিয়া ও 1915-এ চীনের একাংশ গ্রাস করে গর্বস্ফিত জাপান তখন য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। এই যুদ্ধে যদি মিত্রশক্তি পরাজিত হত, জাপান অবশ্যই ভারতের দিকে তার

থাবা বাড়াত। এরূপ ভাবনার কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ স্টিফেন হে উল্লেখ করেছেন। একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করছি :

In Hakone, a meeting was arranged between Tagore and the elderly Count Kabayama, a veteran of the Formosan expedition of 1874, the first governor-general of Formosa, and several times a cabinet minister When their conversation turned to the subject of Asia's political future, Tagore, according to the interpreter, said nothing. When the Satsuma samurai talked of his sympathy with the Indian people, the poet merely thanked him. It may have been Count Kabayama who suggested to the poet that he might become the president of independent India, if it were freed with Japanese help. Tagore answered this offer with a stony silence.[৫৪]

জানা নেই, কে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন— কিন্তু জাপানের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে অস্পষ্ট ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একেবারে আলস্যে দিনযাপন করছিলেন না। তাঁর 1924 ও 1929-এর জাপান-ভ্রমণের দোভাষী শ্রীমতী টোমিকো ওয়াডা [কোরা] বলেছেন : 'আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নারুসে... ওঁর বন্ধু দার্শনিক আনেসাকীকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে যান হারাসানের বাড়িতে। ওঁরা গুরুদেবকে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানান মহিলা বিদ্যালয়ে ভাষণ দেবার জন্য। গুরুদেব রাজী হয়েছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ে আসতে।'[৫৫]

2 Jul [রবি ১৮ আষাঢ়] টোকিয়োতে Keio বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারি কলেজের ছাত্রদের সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। এইদিন তিনি মীরা দেবীকে লেখেন : 'আজ এখনি তোকিয়োতে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যার সময় সেখানে মেয়েদের কলেজে আমার খাবার নিমন্ত্রণ আছে।'[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জাপানি সাংবাদিকদের উৎসাহ নিশ্চয়ই মন্দীভূত হয়েছিল, তাই এই বক্তৃতার বা সান্ধ্যভোজনের প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি— অন্তত রবীন্দ্রভবনের কর্তিকা-সংগ্রহে বা স্টিফেন হে-র গ্রন্থে বা মডার্ন রিভিয়্যু-তে বর্তমান বক্তৃতা ও পরবর্তী ঘটনাবলির সংবাদপত্র-নির্ভর কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। স্টিফেন হে লিখেছেন : 'Japan Women's University invited him to dinner on July 2, and in the afternoon of that same day, Keio University, founded by the great liberal reformer Fukuzawa Yukichi, was host to the students of the various private colleges of the Tokyo area, who came to hear Tagore deliver a formal lecture on the topic, "The Spirit of Japan".[৫৭] এই ভাষণটিও ২+৩৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল :

THE SPIRIT OF JAPAN/ A LECTURE/ BY/ SIR RABINDRANATH TAGORE/ Delivered for the Students of the Private Colleges/ of Tokyo and the Members of the Indo-/

Japanese Association, at the/ Keio Gijuku University./ PUBLISHED BY THE INDO-JAPANESE ASSOCIATION, TOKYO/ July 2, 1916./ Copyrighted in U.S.A.

পুস্তিকাটির প্রথম সাড়ে চারটি পৃষ্ঠা ও পরেও কিছু-কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রবন্ধটি *Nationalism* [1917] গ্রন্থে 'Nationalism in Japan/ II'-রূপে মুদ্রিত হয়। স্টিফেন হে জানিয়েছেন, Jul 1916-এই পুস্তিকাটির চারটি পুনর্মুদ্রণ হয়।

জাপান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছিল, অল্পদিন এদেশে থেকে অনেক কিছু না দেখেই তিনি কয়েকটি লক্ষণকে আদর্শায়িত করেছিলেন— তিনি যদি দীর্ঘকাল এখানে থাকতেন তাঁর হতাশার কারণ থাকত না। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই এই সমালোচনার উল্লেখ করে বললেন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা একধরনের অন্ধতাও সৃষ্টি করে, যার নমুনা তিনি নিজের দেশেও অনেক দেখেছেন। অপর পক্ষে 'The mental sense, by the help of which we feel the spirit of a people, is the sense of sight, or of touch, —it is a natural gift. It finds its objects, not by analysis, but by direct apprehension. Those who have not this vision, merely see events and facts, and not their inner association.' এই অর্ন্তদৃষ্টির শক্তিতেই তিনি বহুবিধ বৈপরীত্যের মধ্যেও জাপানের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। কোবের বস্তুভারাচ্ছন্ন রূপ দেখে তাঁর মনে যে মেঘ জমেছিল, পথিপার্শ্বস্থ স্টেশনে বৌদ্ধ ভক্তদের আরতি দেখে তা কেটে যায়— সেই ঘটনায় ও পরবর্তী আরও কিছু অভিজ্ঞতায় তিনি জাপানের অন্তরাত্মাকে অনুভব করেছেন।

নানা বিষয়ে জাপানের প্রশংসা করলেও এই ভাষণে তিনি আগের বারের চেয়েও কঠিনভাবে পাশ্চাত্যানুকরণকে নিন্দা করলেন। 'Survival of the Fittest' মন্ত্রকে য়ুরোপ তার সামাজিক আদর্শ করে তুলেছেন। কিন্তু 'The moral law, which is the greatest discovery of man, is the discovery of this wonderful truth, that man becomes all the truer, the more he realises himself in others. ...And nations, who sedulously cultivate moral blindness as the cult of patriotism will end their existence in a sudden and violent death.' বিদেশি অভিযান আগেও হয়েছে— কিন্তু সেগুলি ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাশার প্রকাশ, জনসাধারণের মনকে তা স্পর্শও করত না। 'But now, where the spirit of the Western civilisation* prevails, the whole people is being taught from boyhood to foster hatreds and ambitions by all kinds of means— by the manufacture of half-truths and untruths in history, by persistent misrepresentation of other races and the culture of unfavourable sentiments towards them, by setting up memorials of events, very often false, which for the sake of humanity should be speedily forgotten, thus continually brewing evil menace towards neighbours and nations other than their own. This is poisoning the very fountainhead of humanity.' চীন-যুদ্ধে জয়ের নিদর্শন টোকিয়োতে সাজিয়ে রেখে জাপানি শিশুদের মন কিভাবে বিষাক্ত করা হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে দেখেছেন, তারই বিরুদ্ধে পরোক্ষ ধিক্কার উদ্ধৃতিটিতে শোনা যায়।

তিনি বললেন, প্রাচ্যজাতির অভ্যুত্থান সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনে ভয় আছে। কেননা, তার শক্তি শয়তানের শক্তি— যতদিন সে শক্তি কেবল তারই আয়ত্তে থাকবে ততদিন সে নিরাপদে থাকবে ও পৃথিবীর বাকি অংশ ভয়ে কাঁপবে। য়ুরোপের বর্তমান সভ্যতা এই শয়তানের শক্তিকে একান্ত করে রাখতে চায়। তার যত অস্ত্র ও কূটনীতি এই লক্ষ্যেই চালিত হচ্ছে। 'But these costly rituals for invocation of the evil spirit lead through a path of prosperity to the brink of cataclysm. জাপানের সব-কিছু গুণ থাকা সত্ত্বেও য়ুরোপ তাকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি, যতদিন-না 'she proved that the bloodhounds of Satan are not only bred in the kennels of Europe but can also be domesticated in Japan and fed with man's miseries. They admit Japan's equality with themselves, only when they know that Japan also possesses the key to open the floodgate of hell-fire upon the fair earth whenever she chooses, and can dance, in their own measure, the devil dance of pillage, murder and ravishment of innocent women, while the world goes to ruin.'

অবশ্য য়ুরোপের সর্বাত্মক নিন্দা ভাষণটিতে নেই, য়ুরোপের কাছে শিক্ষা নেবার কথাও তিনি বলেছেন : 'Above all things Europe has held high before our minds the banner of liberty, through centuries of martyrdom and achievement,—liberty of conscience, liberty of thought and action, liberty in the ideals of art and literature.' আর এই কারনেই য়ুরোপ প্রাচ্যবাসিদের পক্ষে বিপজ্জনক, খাদ্যের সঙ্গে মারাত্মক বিষও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। জাপানকে তিনি সতর্ক করেছেন এই বিপদ সম্পর্কে। তাঁর আশঙ্কা, তার দুর্বল কণ্ঠের সতর্কবাণী 'unpractical' বলে অভিহিত হবে — 'I know what a risk runs from the vigorously athletic crowds to be styled an idealist in these days, when thrones have lost their dignity and prophets have become an anachronism, when the sound that drowns all voices is the noise of the market-place.'

তাঁর আশঙ্কা সত্য হয়েছিল। য়ুরোপের নিন্দা হয়তো জাপানবাসী হজম করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু জাপানের নাম করে তিনি যা বললেন তা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। *Japan Weekly Chronicle* [17 Aug 1916]-এ 'Tagore and His Critics' নামক একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধে [হে অনুমান করেছেন, রচনাটি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক Robert Young-এর লেখা] তৎকালীন জাপানের গরিষ্ঠাংশের মনোভাব ভাষা পেয়েছে : 'Tagore's contempt for mere nationalism is naturally the bitterest pill for the Japanese to swallow, since from the cradle to the grave the importance of being Japanese is firmly impressed upon them. How can they put nationalism behind them? Surely such a doctrine can only be preached by a man whose country has lost its independence— by an inhabitant of a pale decaying land, where all things droop to ruin.'[৫৮]

2 Jul [রবি ১৮ আষাঢ়] টোকিয়োর বক্তৃতা ও সান্ধ্যভোজের পর রবীন্দ্রনাথ য়োকোহামায় ফিরে আসেন। 12 Jul [বুধ ২৮ আষাঢ়] তিনি য়োকোহামার নিকটবর্তী Tsurmi-তে অবস্থিত Zen-গোষ্ঠীর Sojiji মঠ পরিদর্শন করেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত প্রয়াগ তীর্থের উল্লেখ করে তাঁর জাপানে আগমনকে তীর্থযাত্রার সঙ্গে তুলনা করেন।[৫৯] রবীন্দ্রনাথ পরে এই পরিদর্শন সম্পর্কে 'ধ্যানী জাপান'

[প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৬। ৬৩৪] প্রবন্ধে লিখেছেন : 'জাপানে একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে যে সম্প্রদায়ের লোক মুক্তিসাধনার জন্য ধ্যানের প্রতিই বিশেষ আস্থা রাখেন। আমি গতবারে সেই "জেন" (ধ্যান) সম্প্রদায়ের এক মঠে গিয়ে সেখানকার প্রধান সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। ধ্যানের দ্বারা আত্মশক্তিলাভ ও মুক্তির বাধা দূর করা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে আমাদের ভারতীয় সাধনারই একটি বিশেষ তত্ত্ব অনুভব করলুম।'[৬০]

যোকোহামায় অবস্থানকালে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। Waseda বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র Takao Kenichi নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য অন্তত পাঁচবার তাঁর কাছে এসেছিলেন, একবার পঁচিশজন ছাত্রের একটি দলের সঙ্গে। অবশ্য জাপানিদের তুলনায় ভারতীয় ব্যবসায়ী, কোরীয় বা চৈনিক ছাত্রদের আগমন ছিল বেশি। এই ছাত্রেরাই জাপানি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিলেন। অবশ্য এর অনেকটাই তিনি জানতেন। আর সেই কারণেই জাপানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরেও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত 12 Jul 1915 [২৭ আষাঢ়]-এর পত্রটি অ্যান্ডরুজকে লিখেছিলেন। জাপানি জাতীয়তাবাদকে ধিক্কার দিয়ে যে ভাষণগুলি তিনি দিয়েছিলেন, তা আকস্মিক ছিল না— অনেকদিন ধরেই তাঁর মনে তার প্রস্তুতি চলছিল, উক্ত পত্রই তার প্রমাণ। তবে জাপানি ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে তিনি প্রসন্ন হয়েছেন। সেইজন্যই *20 Jul [বৃহ ৪ শ্রাবণ] প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন :

জাপানে একরকম আসর জমেচে মন্দ নয়। এদের সঙ্গে ব্যবহারে মনে একটা খুব আনন্দ হয় যে এরা অন্তরের সঙ্গে আমার কাছে আসে। এদের সত্যি দরকার আছে বলে এরা চায় সেইজন্যে আমার যা কিছু সত্যি আছে সেটা এদের সামনে এনে দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। য়ুরোপেও তাই। আইডিয়া তাদের জীবনের খোরাক। তারা গভীর প্রয়োজন থেকে আইডিয়াকে চায় এইজন্যে গভীর উৎস থেকে আইডিয়া তাদের জন্য উৎসারিত হয়। আমাদের অজীর্ণের দেশ, আইডিয়ার ক্ষুধা নেই— এইজন্যেই আইডিয়াকে খাদ্যরূপে চাইনে, চাট্‌নিরূপে চাই। কিন্তু চাট্‌নির ব্যবসা আর ভাল লাগে না।[৬১]

21 Jul তাঁর আমেরিকা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পন্ড ও ব্রেটের পরামর্শে তিনি যাত্রা পিছিয়ে দেন। সেই সময়টুকু ব্যবহার করেন আমেরিকাতে প্রদেয় বক্তৃতাবলি রচনা করে। 8 Jul [শনি ২৪ আষাঢ়] পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Your father is now writing a lecture for America on the subject "What is Art?" and hopes to write another one on the subject of Religion. His idea is, however, to read his new plays and translations for the most part in the large cities, and to keep the lectures for the Universities.' 27 Jul (বৃহ ১১ শ্রাবণ] আবার লেখেন : 'He is working very hard at writing his lectures for America, but although he is at it from early morning till late in the evening he seems to keep cheerful, and in spite of tiredness is looking a good deal better than when he left Calcutta.'

এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি রমণীয় স্থানে যাবার আমন্ত্রণ লাভ করলেন। টোকিয়োর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দু-তিন সপ্তাহের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে একটি গ্রীষ্মকালীন শিবিরে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। অধ্যাপক নারুসে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন কারুইজাওয়া পাহাড়ে এঁদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি সানন্দে এই অনুরোধ রক্ষা করেন। শ্রীমতী টোমিকো ওয়াসা [কোরা] ছিলেন এই ছাত্রীদের অন্যতমা।

সুচন্দ্রা বসু তাঁর একটি সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক রচনা প্রকাশ করেন 'আমরা যেথায় মরি ঘুরে' নামে [দ্র দেশ, বিনোদন ১৩৮৩। ৩৬-৪৫]; তাতে এই ক'দিনের স্মৃতিচারণ করে লেখা হয় :

কারুইজাওয়া পাহাড়ে গুরুদেবের সঙ্গে এন্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবও গিয়েছিলেন। ওই পাহাড়ের ওপর "মীটসুচীরা" বলে ছোট্ট হোটেলে গুরুদেবের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

রোজ ভোর বেলা উঠে শ্রীমতী কোরা ও মেয়েরা দেখতেন গুরুদেব ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন পাহাড়ের কোলে গাছের ছায়ায়। ...একটু বেলা হলে গুরুদেব পাহাড় থেকে নেমে আসতেন ছাত্রীদের খাবার ঘরে। সেই ঘরে কাঠের টেবিলের উপর পাহাড়ী বুনো ফুল সাজিয়ে মেয়েরা রোজ ওঁর জন্য অপেক্ষা করতো। গুরুদেব ছাত্রীদের সঙ্গে সকালের জলখাবার খেতেন। খাওয়াশেষে রোজই মেয়েদের ছোট বড় কবিতা পড়ে শোনাতেন। কোনটা হয়ত সেদিনই ভোরে রচনা করেছেন। সেই কবিতাগুলি তিনি ইংরেজিতে পড়ে শোনাতেন। অধিকাংশ মেয়েই তখন ইংরেজি জানত না। সেই সময়টা অধ্যাপকরাও কেউ থাকতেন না। তখন ছাত্রীদের মধ্যে একমাত্র টোমিকোই ভাল ইংরেজি জানতেন। কারণ তিনি আমেরিকান হস্টেলে আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন। তাই অন্যান্য ছাত্রীদের কবিতা তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দেবার ভার পড়ত শ্রীমতী কোরার ওপর। তখন থেকেই অনেক ছাত্রীর মধ্যে থেকেও কোরা গুরুদেবের বেশী পরিচিত হয়ে ওঠেন। শ্রীমতী কোরা একটি ছোট্ট নোটবুকে গুরুদেবের কবিতা ও কথা সব লিখে নিতেন। সেই লেখায় অনেক সময় ভুলত্রুটিও থাকত কারণ অল্পবয়সে ওঁর কবিতার গভীর ভাব অনেক সময় শ্রীমতী কোরা ঠিকমতন হয়ত বুঝতে পারতেন না। গুরুদেব পরে সব ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন।...

একদিন ডঃ নারুসে গুরুদেবকে অনুরোধ করলেন মেয়েদের কিছু বলবার জন্য। পাহাড়ের উপরে বিশাল একটি ওক গাছ ছিল। তার নিচে ছোট্ট কাঠের বেদীর ওপর কুশন পেতে মেয়েরা গুরুদেবের বসবার আসন তৈরী করেছিল। গুরুদেব তার উপরে বসলেন। এন্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও অধ্যাপকরা চেয়ারে বসলেন। আমরা সেদিন একরকম ডোরা কাটা কাপড়ে তৈরী জাপানী পোশাক পরেছিলাম। একটা ছবিও তোলা হয়েছিল আমাদের পিছন দিক থেকে [দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ২৯৫]।

সেই সময়ে গুরুদেব ধর্ম, ধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছোটবেলায় মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়ে বেড়াতে যাবার অভিজ্ঞতার কথা। ...গুরুদেব সেই সময়ে "অসতো মা সদ্গময়ঃ" শ্লোকটি আমাদের প্রায়ই পাঠ করে শোনাতেন। বার বার বলেছিলেন যে, আত্মমগ্নতা বা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে মানুষ আত্মোপলব্ধি করে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে আত্মোপলব্ধির অবকাশ থাকা উচিত।...

হোটেলের যে ঘরটিতে গুরুদেব থাকতেন মেয়েরা সেই ঘরটি পরিষ্কার করে সাজিয়ে, গুছিয়ে রাখতেন। গুরুদেবের শুভ্র চুল ও দাড়ির ছোট টুকরো মাটিতে পড়ে থাকত। মেয়েরা রোজ সেগুলি কুড়িয়ে হালকা গোলাপী কাগজে মুড়ে সযত্নে তুলে রেখে দিতেন। ...একদিন গুরুদেব আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও এই মমতার ছোঁয়া পেয়ে খুবই বিহ্বল হয়েছিলেন। উনি একটি ছোট্ট কবিতাও লিখেছিলেন। শ্রীমতী কোরা বললেন— "তার ভাবার্থটি ছিল— "Women! thy fingers make new orders and new music into the world." [দ্র *Stray Birds*, No.143]

এরপর ক্রমশ গুরুদেবের যাবার দিন এগিয়ে এল। যেদিন সন্ধ্যেবেলা ওঁর ট্রেন ছেড়ে যাবার কথা কলেজের মেয়েরা গুরুদেবকে বিদায় দেবার জন্য দল বেঁধে স্টেশনে গেলেন— হাতে নিয়ে ছোট ছোট জাপানী লণ্ঠন। গুরুদেবকে বিদায় দিতে গিয়ে তাঁদের মনে হল যেন বিশেষ প্রিয়জনকে হারাচ্ছেন— আর কোনদিন হয়ত দেখা হবে না। ...সেদিন গুরুদেব খুবই বিচলিত হয়েছিলেন আমাদের চোখে জল দেখে। পরে ট্রেন থেকে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে যার অর্থ ছিল— O women, thy tears go around the world, encircling this world giving sorrow and joy and spiritual awaking of the humanity. [দ্র *Stray Birds*, No.179][৬২]

কারুইজাওয়া পাহাড়ে তোলা সাতটি ফোটো ও তিনটি ইংরেজি কবিতা [একটি রবীন্দ্রনাথের] অ্যালবামে সাজিয়ে তাকে উপহার দেওয়া হয় ছাত্রীদের তরফ থেকে :

To Sir Rabindranath Tagore

In remembrance of his visit

to Karuizawa from the students of

the Japan Women's University,

August 29th 1916

এর আগে 12 Aug অধ্যাপক নারুসে 'To Sir Rabindranath Tagore/ with the compliments/ of/ Jinzo Naruse' লিখে ১৮টি ছবির একটি অ্যালবাম তাঁকে উপহার দেন।

৬ ভাদ্র [মঙ্গল 22 Aug] রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে এই ভ্রমণ সম্পর্কে লেখেন : 'তিন চার দিনের জন্যে এখানে একটি মেয়ে ইস্কুলের আতিথ্য ভোগ করে এসেচি। আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেচে। জাপানী

মেয়েদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গিয়েচে। আমি ত এদের মত এমন মেয়ে কোথাও দেখি নি।'[৬৩] উক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে এমনই অভিভূত করেছিল যে তিনি এই চিঠিতেই লেখেন : 'আমার ভারি ইচ্ছে এবার দেশে ফিরে গিয়ে সুরুলের বাড়ীতে খুব ভালো রকম একটি মেয়ে স্কুল খুলব। আমেরিকায় বই বিক্রি করে যদি যথেষ্ট টাকা পাই এবং যদি আবার দেশে ফিরি তাহলে এই আমার কাজ হবে।' অনেককাল পরে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছিলেন 'ধ্যানী জাপান' প্রবন্ধে :

সেবারে তোকিয়ো নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আমাকে পাহাড়ের উপর নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গ্রীষ্মবকাশের সময় একদল ছাত্রী প্রতিবৎসর কোনো একজন উপদেষ্টার কাছে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন। আমার কাছে শুনতে চাইলেন ধ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে । আমি তাদের অনুরোধ শুনে বিস্মিত হয়েছিলেম। তখনো আমি জানতাম না যে, ধ্যানের সাধনা সেখানে সকলেরই জানা।[৬৪]

পিয়র্সন লিখেছেন: 'There [in Karuizawa] we met the graduates of the Tokyo Women's University who had gathered together for part of their summer vacation in order to think of the deeper things of the spirit. These women students with their deep devotion had listened to the message of their Bengali guest, and had served him with their love and reverence. They stood on the station platform to bid farewell, and garlanded him in Indian fashion with a garland of everlasting flowers from the hills.'[৬৫]

কাকুজো ওকাকুরার স্ত্রী ও পুত্র রবীন্দ্রনাথকে Idzura-য় সমুদ্রতীরবর্তী তাঁদের বাসগৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি কারুইজাওয়া থেকেই সেখানে যাত্রা করেন। পিয়র্সন লিখেছেন : 'When we entered the carriage which had been reserved for the poet, I saw a beautiful bunch of wild flowers by his seat. These had been placed there by the Station-master.'

দিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর, কিন্তু Idzura স্টেশনে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি থেমে গেল। পিয়র্সন লিখেছেন : 'The straggling street was lined on both sides by the village people, who could be counted by hundreds or even thousands.' বাগানবাড়ির প্রবেশপথে শ্রীমতী ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। 'It stands on a rocky point at one side of a bay which holds in its quiet safety a little fishing village. In front of the house, overlooking the sea, is a small summer house which was the favourite room of the late Mr. Okakura. There Rabi Babu sat during the day, and wrote, or watched the fishing boats as they passed out of the bay into the open sea.' ওকাকুরার সমাধিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। পিয়র্সন লিখেছেন : 'As we stood before this green mound in the fading light a little fir tree was brought, and in the presence of Mr. Okakura's son Rabi Babu planted this tree in memory of his friend.' রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার উদ্দেশে একটি ছোটো কবিতাও লেখেন, যেটি দিয়ে পিয়র্সন তার প্রবন্ধ 'To the Memory of Mr.K. Okakura' [দ্র *The Modern Review*, Nov/ 541-42] আরম্ভ করেছেন : 'Your great heart shone with the sunrise of the East/ like the snowy summit of a lonely hill in the dawn.' [দ্র *Stray Birds*, No.224] পরে ১১ ভাদ্র [রবি 27 Aug] তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'সেদিন ওকাকুরার বাড়িতে গিয়েছিলুম, সে জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওকাকুরাকে তার দেশের লোক তেমন

করে চিনতেই পারে নি। সেটাতে এদের অগভীরতা প্রকাশ পায়। অনেক বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে দেখলুম, ওকাকুরার মত কারো প্রতিভা দেখতে পাই নি।'[৬৫]

২৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 8 Aug] রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'ওকাকুরার বাগানবাড়িতে দুদিন ছিলুম আজ এখনি যাচ্চি টোকিয়ো হয়ে য়োকোহামায়।'[৬৬]

ওকাকুরা-পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই যোগাযোগ দীর্ঘকাল অক্ষুন্ন ছিল। ওকাকুরার পুত্র Kajuo 5 Dec 1936 পিতার একটি ছবি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে *Ideals of the East* [1903]-এর অব্যবহিত পরে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে লিখিত ওকাকুরার *Awakening of Japan* [1905] গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ উপলক্ষে 'a few line of recommendation' লিখে দিতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ 12 Feb 1937 [৩০ মাঘ ১৩৪৬] লেখেন : 'A man of amazing intellectual force, an imagination that could inspire artists and a passionate belief in the future of the East, Kakuzo Okakura was one of those rare men who are gifted with the power to put new life in old ideals.'[৬৭]

জাপানে রবীন্দ্রনাথ একধরনের নূতন রচনায় প্রবৃত্ত হন। জাপানি 'হাইকু' কবিতার সঙ্গে তিনি পূর্বাবধি পরিচিত ছিলেন। এখানে স্বাক্ষর-কবিতা বা বাণী লিখে দেবার অনুরোধ রক্ষা করার তাগিদে তিনি প্রধানত ইংরেজিতে ও কখনও-কখনও বাংলায় এই শ্রেণীর কবিতা লেখা শুরু করেন। 26 Jun [সোম ১২ আষাঢ়] পিয়র্সন য়োকোহামা থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Gurudev has been in to us once or twice with some aphorisms which he has been writing on golden cards which have been given to him by our host for Gurudev to write something on.' পরবর্তীকালে যখন লেখন [১৩৩৪] গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে লেখেন :

> যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। ...এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড় লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। ...এই রকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন-মনে যা-তা লিখেছি।

এখানে রবীন্দ্রনাথ 1924-এর চীন-জাপান ভ্রমণের কথা লিখেছেন, কিন্তু তার আগে 1916-এই জাপান ভ্রমণের সময়ে তাঁকে 'স্বাক্ষরলিপির দাবি' মেটাতে হয়েছে এই ধরনের লেখা দিয়ে। 11 Jun [রবি ২৯ জ্যৈষ্ঠ]-এ লেখা তাঁর এইরূপ একটি কবিতার লিপিচিত্র শ্রীমতী কোরা-র সংগ্রহ থেকে প্রকাশ করেছেন সুচন্দ্রা বসু : 'হে মহাধীমান,/ বিশ্বের অন্তরে/ তব স্থান।/ তব চিত্রপটে/ বিশ্বের প্রাণের/ কথা রটে।' ৮ ভাদ্র (বৃহ 24 Aug] রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্র রায়কে লেখেন : 'এখানে আমার গৃহস্বামী [টি. হারা] আমার কাছ থেকে একটা কবিতা চেয়েছিলেন, আমি লিখে দিয়েচি—/ সেই আমাদের দেশের পদ্ম তেমনি মধুর হেসে,/ ফুটেচে ভাই অন্য নামে অন্য সুদূর দেশে।'[৬৮] এই কবিতাটির সন্ধান মেলে 119(A) পাণ্ডুলিপিতে— এর ইংরেজি রূপও উক্ত পাণ্ডুলিপিতে আছে : 'The same lotus of our clime blooms here with the same sweetness only in another name' [দ্র *Stray Birds*, No.232]। এরূপ কয়েকটি ইংরেজি কবিতার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি — হয়তো এদের কোনো-কোনোটির বাংলা পাঠও ছিল। স্টিফেন হে একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন :

Oh, my guest who came to me in times of old,

My house was then full of treasure and gold.

Now in my house there is neither gold not treasure,

Only tears of sorrow—I curse myself for my guilt![৬৯]

তিনি লিখেছেন, এটি এবং এর বাংলা পাঠ রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে জাপানি অনুবাদ-সহ *Shin cho* [Jul 1916] পত্রিকায় মুখচিত্র রূপে মুদ্রিত হয়েছিল।[৭০]

এই 'স্বাক্ষরলিপিগুলি' *Stray Birds* [1916] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে তাতে কণিকা-র অনেকগুলি কবিতাকণার ইংরেজি রূপান্তরও গৃহীত হয়েছে। 1911-এ আনন্দ কুমারস্বামীর তাগিদে তিনি এরূপ কিছু কবিতা অনুবাদ করেছিলেন ও সেগুলি মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত হয়েছিল। Ms.77 ও Ms.119(A)-তে এদের অনেকগুলি পুনরায় অনূদিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এগুলি 'স্বাক্ষরলিপির দাবি' মেটানোর জন্যই অনুবাদ করেছিলেন কিনা বলা সম্ভব নয়। *Stray Birds*-এর কপি প্রস্তুত হয় অবশ্য আরও পরে, আমেরিকার সান্তা বারবারা থেকে রবীন্দ্রনাথ 7 Oct [শনি ২১ আশ্বিন] নিউইয়র্ক ম্যাকমিলান কোম্পানির অধিকর্তা জর্জ ব্রেটকে লেখেন: 'I am sending you under separate cover by Registered Post the manuscript of a collection of short sayings and maxims in poetical form, which every one who has seen them feels should be published before Christmas while I am still in this country. The title of the volume would be "Stray Birds and Withered Leaves" and it should be published in an attractive form.'[৭১] 18 Oct [১ কার্তিক] পিয়র্সন লেখেন : 'I am sending you enclosed some extra stray birds for the volume in press. Will you please see that these are put in at the end of the volume.' গ্রন্থটির আমেরিকান-সংস্করণ প্রকাশিত হয় 15 Nov 1916 [বুধ ২৯ কার্তিক]।

পিয়র্সন সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' [১৩১১] গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন 'The Gift to the Guru' নামে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের হস্তলিখিত ইংরেজি মাসিক পত্রিকা *The Ashram* [Aug 1914-Aug 1915]-এ সেটি ধারাবাহিকভাবে 'প্রকাশিত' হয়। জাপানে অবস্থানকালে তিনি বিদেশি পাঠকদের কাছে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'Shantiniketan' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই দুটি রচনা তিনি 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানের রবীন্দ্রনাথ-কৃত তর্জমা-সহ আমেরিকার কোনো প্রকাশকের মাধ্যমে ছাপানোর অনুরোধ জানিয়ে 27 Jul [২১ শ্রাবণ] ব্রেটকে প্রেরণ করেন। ব্রেট ম্যাকমিলানের পক্ষ থেকেই গ্রন্থটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত জানান 2 Nov [১৬ কার্তিক]। অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ তার আগেই ভূমিকাটি লিখে দেন। বইটি মুকুলচন্দ্র দে-র আঁকা তেইশটি ছোটো-বড়ো ছবি-সহ 22 Nov [বুধ ৭ অগ্র] প্রকাশিত হয়।

ভূমিকায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আরণ্য সংস্কৃতি ও শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ দিয়ে লিখেছেন :

While spending a great part of my youth in the riverside solitude of the sandbanks of the Padma a time came when I woke up to the call of the spirit of my country and felt impelled to dedicate my life in furthering the purpose that lies in the heart of her history. I seemed choked for breath in the hideous nightmare of our present time, meaningless in its petty

ambitions of poverty, and felt in me the struggle of my motherland for awakening in spiritual emancipation. Our endeavours after political agitation seemed to me unreal to the core and pitifully feeble in their utter helplessness. I felt that it is a blessing of providence that begging should be unprofitable profession and that only he who hath to him shall be given. I said to myself that we must seek for our own inheritence and with it buy our true place in the world.

—উনিশ বছরের তরুণ সতীশচন্দ্র এই সাধনায় কিভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ তারই এক আন্তরিক বর্ণনা দিয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক জাপানি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেও সমষ্টিগতভাবে জাপানবাসী তাঁর বাণী গ্রহণ করেননি। তাই জনসাধারণ ও সাংবাদিকদের প্রাথমিক উৎসাহ পরে আর দেখা যায়নি। ফলে রবীন্দ্রনাথও চাইছিলেন জাপানের পালা শেষ করে আমেরিকায় চলে যেতে— বক্তৃতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের আগ্রহও ছিল। আরও ছিল আগের বারের ভ্রমণে লব্ধ ভক্তবন্ধুদের সান্নিধ্যলাভের আকাঙক্ষা। কিন্তু পন্ডের ব্যবসায়িক পরামর্শে যাত্রা বিলম্বিত হওয়ায় শ্রীমতী মূডিকে 16 Jul [৩২ আষাঢ়] লিখলেন: 'I wish you could meet me in Japan. It is a beautiful country—and there are lots of things we can learn from these Japanese.'[৭২] তবে এবারে আমেরিকার অভ্যর্থনা সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় ছিল। জাপানে বসে আমেরিকায় প্রদেয় যে বক্তৃতাগুলি তিনি রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে 'Cult of Nationalism' ['Nationalism in the West'] যুদ্ধের আবহাওয়ায় আমেরিকাবাসীরও ভালো না লাগার কথা। এই ভাবনা মাথায় রেখেই তিনি 2 Aug [বুধ ১৭ শ্রাবণ] শ্রীমতী সেমূরকে লিখলেন :

Can you hear my steps approaching your door? But where is the America where an Asiatic can feel that he is standing in the world of freedom under God's own sun and stars— and not among the barbed-wire entanglements of little lawmakers? Alas, man's world is now drowned in a universal flood of alienation where we have a few peaks of friendship left for us standing above the water. India herself has been made more and more alien to her own children and doors of hospitality are being shut against them all over the world. However, if we have lost our world let us retain our souls and wish you all happiness in your prosperity and power and ruthless wisdom of your lawmakers— only asking you to remember that when you make your world narrow for others you cannot help making it narrow for your own souls.*

—তখন আমেরিকায় এশীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার তোড়জোড় চলছিল, পত্রটি পড়তে হবে এই ঘটনার কথা মাথায় রেখে।

য়োকোহামার নিকটবর্তী হাকোনে-তে থাকার সময়ে তাঁর অতিথির সর্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন গৃহকর্তা মিঃ হারা। তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখাতে নিয়ে যান, যেখানে দ্বাদশ শতাব্দীর দুই বীর ভ্রাতা তাঁদের পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য লড়াই করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁকে অনুরোধ করা হয়, এই বিষয়ে একটি কবিতা লিখে দেওয়ার জন্য। তাঁর সঙ্গী অ্যান্ডরুজ ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন : 'I could see, at that moment, the strained anguish of the Poet's face as he quickly grasped the incident just as it had occurred and shrank back from it in his own mind in horror.'[৭৩] তিনি লেখেন : 'They hated and killed and men praised them. But God in shame hastens to hide its memory under the green grass.' [*Stray Birds*, No.186] যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা এটিতে স্পষ্ট। কিন্তু যোদ্ধারও অন্তরে মানবতার সন্ধান পেলে তার প্রশংসা করতে তাঁর দ্বিধা ছিল

না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 119(A) পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত একটি কবিতায় : 'To/ Admiral Habayama/ I have seen your rocks,/ I have seen your sea,/ I have seen you/ and I know the strength/ of Japan.' প্রসঙ্গটি আমাদের জানা নেই, কিন্তু রচনাটি থেকেই তাঁর মনোভাব বুঝে নেওয়া শক্ত নয়।

জাপান ত্যাগ করার আগে রবীন্দ্রনাথ আর-একবার টোকিয়োতে টাইকানের বাড়িতে যান। ৬ ভাদ্র [মঙ্গল 22 Aug] তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আজ আমরা টাইক্কানের বাড়িতে আছি। টাইক্কান মুকুলের ছবি দেখে খুব খুসি হয়েছেন— তিনি বলেন মুকুল যদি দুবছর জাপানে থাকে তাহলে ও খুব একজন বিখ্যাত আর্টিষ্ট হয়ে উঠতে পারবে।'[৭৪] মুকুলচন্দ্রকে নিয়ে কী করবেন সেটি তিনি কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। 8 Aug [২৩ শ্রাবণ] তিনি প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন : 'মুকুলকে এইখানেই রেখে গেলুম। সবাই আশা দিচ্চে ও একজন বড় আর্টিষ্ট হতে পারবে। মিছিমিছি আমার সঙ্গে আমেরিকার সহরে সহরে ঘুরিয়ে বেড়ালে ওর অনিষ্ট হবে।'[৭৫] কিন্তু রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'মুকুলকে এন্ড্রুজের সঙ্গেই ফিরে পাঠাব মনে করেছিলুম কিন্তু সে আমার সঙ্গ ছাড়লনা— ভাবলুম পৃথিবীটা দেখে নিক্ তাহলে মানুষের মত হয়ে উঠবে'।[৭৬] এই সিদ্ধান্তের আর বদল হয়নি।

রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে অন্যান্য খবরও আছে : 'দুতিন মাস পরে "আরাই" বলে এখানকার একজন ভাল আর্টিষ্ট কলকাতায় যাবেন। তাঁকে অন্তত ছমাসের জন্যে বিচিত্রায় রাখবার বন্দোবস্ত করিস। নতুন বাড়ীর একটা কোণের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিস্ আর খাওয়া দাওয়া তোদের সঙ্গেই চল্‌বে। মাসে ১০০ টাকা মাইনে দিতে হবে। অবনকে বলিস্ ছমাসের ছশো টাকা বেশি কিছু নয়। কিন্তু নন্দলালরা যদি এঁর কাছ থেকে খুব বড় আয়তনের পটের উপর জাপানী তুলির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেড়ে উঠবে, এঁর ইচ্ছা ইনি ভারতবর্ষীয় ছবি আঁকাই ওঁর জীবনের ব্রত করবেন। তোদের ওখানে থাকলে সে বিষয়ে ওঁর অনেক সাহায্য হবে।' 'বড়ো আয়তনের পটের উপর জাপানী তুলির কাজ'-এর উৎকৃষ্ট নমুনা পাঠাবার ব্যবস্থাও তিনি করেন। হারাসানের বাড়িতে তিনি শিমোমুরার 'অন্ধের সূর্যবন্দনা' ও টাইকানের 'কবি' ছবি-দুটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন— জাপানযাত্রী-তে সেই মুগ্ধতার বর্ণনা আছে। রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'আমি শিমোমুরার এবং টাইক্কানের দুখানা খুব প্রকাণ্ড ছবি কপি করতে দিয়েছি— প্রায় ১৫০০ টাকা লাগ্‌বে — আমেরিকা থেকে টাকা পাঠিয়ে দেব। ...এছবি কপি শেষ হতে বোধ হয় এই ইংরেজি বছর কাবার হয়ে যাবে, তার পরে তোদের কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে যাব।'

রবীন্দ্রনাথ যে 'আরাই'-এর কথা লিখেছেন, তাঁর পুরো নাম কাম্পো আরাই [1878-1945]। ড কাজুও আজুমা লিখেছেন :

> তোমিতারা হারা অনেকদিন থেকেই কাম্পো আরাইকে জানতেন এবং তার একজন প্রধান গুণগ্রাহী ছিলেন। কাম্পো আরাই প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। মনে হয় সেই কারণেই তোমিতারা হারা, আরাই-এর কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে বলেন। কাম্পো আরাই আঁকতে শুরু করলেন 'অন্ধের সূর্যবন্দনা'। তখন তাঁর দোভাষীর কাজ করতেন ইয়ুকিয়ো ইয়াশিরো। ...তিনি তাঁর লেখার এক জায়গায় লিখেছেন— "কয়েক মাস ধরে আরাইসান সূর্যবন্দনা কপি করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই এসে দেখে যেতেন আঁকার কাজ কতটুকু এগিয়েছে।"[৭৭]

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ কাম্পো আরাই-কে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, অন্যদিকে জাপানের শিল্পীরা অজন্তার গুহাচিত্র কপি করার জন্য তাঁকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কাম্পো চিত্রদুটির কপি নিয়ে 14

Nov [২৮ কার্তিক] জাপান ত্যাগ করে 17 Dec [২ পৌষ] কলকাতায় পৌঁছন। বছর-দেড়েক পরে 11 May 1918 [২৮ বৈশাখ ১৩২৫] তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

আমেরিকা যাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'কানাডা-মারু' জাহাজের টিকিট কিনেছিলেন, কিন্তু জাহাজটি ঠিক কবে ছাড়বে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। 16 Jul [৩২ আষাঢ়] তিনি শ্রীমতী মূডিকে লিখেছেন : 'My departure for America has been postponed till the 21st of August. We shall reach Seattle about the 16th of September.' 31 Aug [বৃহ ১৫ ভাদ্র] Earnest E. Speight-কে লিখেছেন : 'My day of departure has been fixed on the 2nd of September',[৭৮] ১৭ ভাদ্র [শনি 2 sep] প্রতিমা দেবীকে লিখলেন : 'আজ বিকেলে আমাদের জাহাজ ছাড়বে তাই সকাল থেকে গোছাবার হাঙ্গাম পড়ে গেচে।' কিন্তু জাহাজটি যাত্রা শুরু করে 3 Sep [রবি ১৮ ভাদ্র]। মনে হয়, 'তোসা-মারু'র মতো 'কানাডা-মারু' জাহাজেও আগের দিনই আরোহণ করতে হয়েছিল। তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন য়োকোয়ামা টাইকান, হারা তোমিতারা, নোমুরা নামক একজন শিল্পব্যবসায়ী ও আরও অনেকে— কিন্তু স্পষ্টতই কোবে বন্দরে অভ্যর্থনাকারী 'মানুষের সাইক্লোন' অপেক্ষা য়োকোহামা বন্দরের জনতা ছিল ক্ষুদ্রতর।

বিদায়ের কয়েকদিন আগে আসাহি শিম্‌বুন পত্রিকার এক সাংবাদিকের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি সাক্ষাৎকার দেন। তাঁর ভাষণের যে সমালোচনা হচ্ছিল তার উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতাকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, এমন সমালোচনা তাঁর বক্তব্যের অতিসরলীকরণ মাত্র। বস্তুবাদী সভ্যতাকে একটি তীক্ষ্ণধার ছুরির সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন : 'If you want to use it, please do so carefully. But do not be so attracted by material civilization as to forget completely your spiritual civilization. In a word, I would like to say: Use a sharp razor, but do not be used by it.'[৭৯]

রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সন ও মুকুলচন্দ্রকে নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন, অ্যান্ডরুজ ভারতে ফিরে যান। পিয়র্সন 30 Aug [বুধ ১৪ ভাদ্র] য়োকোহামা থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Andrews is just off so I am writing this letter for him to take with him.' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লেখেন : 'Your father is feeling rather tired, and is longing to get on the steamer and rest. I am sure that as soon as he is in his deck chair he will feel better.'

জাপান থেকে পাওয়া উপহার ও সংগৃহীত বহু জিনিস ভারতে পাঠানো হয়। 2 Jul [১৮ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখেছিলেন : '১৫ই জুন তারিখে "তোসামারু" জাহাজে কতকগুলো জিনিস পাঠিয়েচি খবর নিস্।' একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন : 'জিনিসপত্র যা এন্ড্রুজের হাত দিয়ে পাঠানো গেল পেলি কিনা খবর দিস। মিসেস ওকাকুরা আমাকে একটা চমৎকার ভাতের bowl দিয়েচেন সেটা ব্যবহার করতে পারবি। আজ টোকিয়োতে গিয়ে গালার কাজের খাবার set কিছু নমুনার মত কিনে পাঠাবার চেষ্টা করব। ...কত জিনিষই কিনতে ইচ্ছা করে। একটা আস্ত জাপানী বাড়ী এবং তার সমস্ত আসবাব যদি নিয়ে যেতে পারতুম তাহলে খুসি হতুম।' বাড়ি ও আসবাব নিয়ে যাওয়া যায়নি, কিন্তু পরে জাপানি মিস্ত্রি নিয়ে গিয়ে ঘর ও আসবাব তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

সম্ভবত জাপান ত্যাগের আগেই কানাডা থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসে টরেন্টো ও মন্ট্রিয়েলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। সাংবাদিক V. Jameson *Toronto Daily Star* [27 Sep]-এ লেখেন : 'He wishes this to be published and generally known. He said that he was asked to go ashore at Vancouver, but refused. He would never set foot on Canadian, or Australian soil while his countrymen were treated as they were: nor did he expect that things would alter until the psychology of nations was changed.'[৮০] এই বিবৃতি দেওয়ার সময়ে তাঁর অবশ্যই স্মরণে ছিল 1914-এর 'কোমাগাটা মারু' জাহাজের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয় শ্রমিকদের প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়নি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই দুটি দেশে যেতে অস্বীকৃত হন। পরে আমেরিকাতেও নূতন অভিবাসন আইন প্রস্তাবিত হওয়ায় তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। অবশ্য 1918-এ তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আহ্বানে সেখানে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন ও 1929-এ তিনি কানাডার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া খুব সুখের হয়নি। 19 Sep (মঙ্গল ৩ আশ্বিন] সিয়াটল [Seattle] থেকে রবিন্দ্রনাথ শ্রীমতী মূডিকে লেখেন: 'We had a bad time in the sea crossing the Pacific— some portion of the voyage being stormy. I do not mind meteorological misfortune if I can have a decently fair weather of good luck in your country.' মুকুল দে লিখেছেন, জাহাজটি পথে হনলুলু ও ভ্যাঙ্কুভার আইল্যান্ডে থামে। আমেরিকায় পৌঁছনোর দুদিন আগে 16 Sep (শনি ৩১ ভাদ্র] মুকুলচন্দ্র রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে যে চিঠি লেখেন, তাতে সমুদ্রযাত্রার কিছু অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় :

> কাল দুটো আজ আর দুটো মোট ৪টা বড় বড় গুরুদেবের Portrait সিল্কের উপর এঁকেচি। ৩টা তার মধ্যে একরকম চলনসই মত উতরেচে— আর ১টা চেহারায় তত মিল হয় নি ব'লে সেটা কাপ্তান সাহেবকে উপহার দেওয়া গেল।...
>
> এতদিন বাদে ঝড়বৃষ্টির পর আজ খুব চন্চনে রোদ দিয়েছে। আজ আর নীচের ক্যাবিনে কেউ প'ড়ে নেই সকলেই ডেকে বেরিয়েছে— মেয়েরা ঐ গলাধরাধরি ক'রে ডেকের এধার থেকে ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে— গান গাচ্ছে— হাস্ছে— এদের আনন্দের আর সীমা নেই— একদল রাশিয়ান ডেকের উপর রোদে প'ড়ে আছে— আমিও ডেকের এই এক কোণে ছায়ায় ডেক চেয়ার পেতে চিঠি লিখ্তে ব'সেছি।
>
> ...গুরুদেব খুব লিখ্চেন, পিয়ার্সন সারাদিনই প্রায় টাইপ করেন— আর আমি ছবি নিয়ে আছি— তিনজনের তিনরকমে কাটছে—রাত্রে গুরুদেবের গান ও গল্প হয়।

এর পরে 'সাইবেরিয়া-মারু' ২ আশ্বিন [সোম 18 Sep] রাত্রে আমেরিকার সিয়াটল বন্দরে পৌঁছয়। নিরাপদ সমুদ্রযাত্রার পর কৃতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ জাহাজের ক্যাপটেনকে যা লিখে দেন, তার কপি 119(A) পাণ্ডুলিপিতে আছে : 'To the Captain of S.S.Canada Maru/ You love your sword and the sea,/ for you love freedom and her/ stormy music of danger'.

পন্ড লাইসিয়ামের অধিকর্তা জেম্স্ বি. পন্ড ব্যবসায়িক দক্ষতায় প্রচার চালিয়ে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় বক্তৃতা-সফর সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পৌঁছবার পূর্বদিনই তিনি সিয়াটলে উপস্থিত হয়ে জাহাজ পৌঁছতেই ডেকে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। রবীন্দ্রনাথকে 'Shakespeare of India' আখ্যা দিয়ে *Los Angeles Times* [19 Sep] এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ-সহ তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে : 'The lectures I am to give in the United States are for the purpose nearest to

my heart— to get funds to carry on my school for boys in India.' শিশু-সুলভ হাসির সঙ্গে তিনি পন্ডকে বলেন : 'I want you to take complete charge of me. I am willing to deliver as many lectures as you plan for me, but I have no wish to plan them myself. I must think other things. The more lectures, the more money I have for my school. The boys need education. I teach boys the true and the fine and the beautiful, that is the way to make the whole world clean and right.'

আরও অনেকে রবীন্দ্রনাথকে নিজস্ব উপায়ে স্বাগত জানান। জর্জ ব্রেট 4 Sep [২৩ ভাদ্র] তাঁকে একটি চিঠি লিখে জানান, তাঁদের স্থানীয় এজেন্ট P.N. Plamondon সিয়াটলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন 'in order to aid you in any way in his power at your landing and also in the details attending your journey to the East.' আমেরিকার হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের বৈদেশিক বাণিজ্য কমিটির সভাপতি Deva Ram Sokul, Admiral Fullam ও কয়েকজন বিশিষ্ট সান দিয়েগো-বাসী জাহাজে পাঠানো একটি বেতারবার্তায় রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানান। তিনিও একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[৮১]

রবীন্দ্রনাথ সিয়াটলে নিউ ওয়াশিংটন হোটেলে ওঠেন। সেই রাত্রেই তিনি শ্রীমতী মূডিকে টেলিগ্রাম করেন : 'Reached safely Affectionate greetings Letter follows Tagore'. 19 Sep তিনি যে চিঠি লেখেন, তার কিয়দংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। শ্রীমতী মূড়ি হয়তো সিয়াটলে আসার কথা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিষেধ করে লেখেন :

It is no use concealing the fact that I am old— older than when I last saw you— and you know I am a man of a retiring disposition. It is not in my nature to enjoy the rapid speed of rotation in the vortex of a lecturing tornado. But money is badly needed for my school and I had to come out in pursuit of dollars. However, I hope to have some intervals— short though they are likely to be— to be able to surrender myself to the claims of friendship.

আগের বারে তিনি এসেছিলেন অপরিচিত হিসেবে— কিন্তু লাভ করেছিলেন শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের উষ্ণতা। কিন্তু এবারে এসেছেন নোবেল-বিজয়ী বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষায় ভাষণ ফেরি করার অনভ্যস্ত ভূমিকায়। এই অস্বস্তি 21 Sep [৫ আশ্বিন] শ্রীমতী সেমূরকে লেখা পত্রেও প্রকাশিত হয়েছে :

I donot feel that I have come to America and I am afraid my visit to your country this time will be nothing like what it was when I came last. I shall be perpetually carried on in a whirlwind of lecturing tour, and shall always be living within the narrow circle of its revolving dust. But this certainly does not represent either the physical or the moral geography of your country. But I have no right to grumble. For when one bears the burden of a purpose he must sacrifice the greater part of the world for its sake. However through all the pressure of my engagements the thought finds gap to come to my mind that I shall be able to see you once again and sit in that arm chair of mine encircled by the same atmosphere of true

hearted friendship whose memory fills me with gladness. Sometime in October you will find me at your door ringing your bell.[৮২]

—আরবানায় পৌঁছতে 22 Dec হয়ে গেলেও 20 Oct তিনি শিকাগোয় যান, শ্রীমতী সেমূর সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

19 Sep (মঙ্গল ৩ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় প্রথম যে অনুষ্ঠানে যোগ দেন, সেটি হল সিয়াটলের সানসেট ক্লাবের সংবর্ধনা। ক্লাব-আয়োজিত ভোজসভায় সিয়াটলের সামাজিক ও সাহিত্যিক মণ্ডলীর চল্লিশ জন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। খাবার ঘরে একটি বড়ো 'T'-আকৃতির টেবিল পাতা হয়েছিল—সাজানো হয়েছিল বড়ো বড়ো নীল ফুলদানিতে ভারতের মাঙ্গলিক পুষ্প গাঁদা ফুল দিয়ে। দুটি ফুলদানির মাঝে একটি চৈনিক ময়ূর, যা ক্লাবের প্রতীকচিহ্ন। ক্লাবের সভানেত্রী Mrs. Winfield P. Smith সভা পরিচালনা করেন এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Herbert H. Gowen ও Dr. Oliver P. Richardson এবং বিচারক Frederick V. Brown-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি সম্মানিত অতিথিকে স্বাগত জানান। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন :

Always there is more preparation made for the feast than the occasion warrants. It is so with this welcome you have given me. I can take to myself but a modest share of the good things you have said to me and through me to my country. In India the welcome to the guest is always by the women of the household, so this welcome in this club of women is in accordance with our form of hospitality. I think it most auspicious that my first welcome on this shore should have been in this charming way. East and West are not so far apart and it is such occasions as this that hurry forward the time we are all looking for the day when intellectual hospitality will be universal.[৮৩]

Seattle Intelligence [20 Sep] জানায় : 'Sir Rabindranath Tagore ...has accepted an invitation from Dr. Lilburn Merrill, of the Juvenile Court, to visit the Juvenile industrial school of Mercer island and speak to the boys.' এই অনুষ্ঠানের কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

এইরূপ একটি ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথ 25 Sep সিয়াটলে সানসেট ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ দিয়ে তাঁর আমেরিকা-সফর আরম্ভ করেন। কিন্তু *New York Dramatic Mirror* [7 Oct] লেখে : 'Rabindranath Tagore, Week, Sept 22. gave the first lecture in America on his arrival from India, in Tacoma, to a large audience.' ওয়াশিংটন স্টেটের Tacoma শহরে 22 Sep [শুক্র ৬ আশ্বিন] তিনি-যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার সমর্থন মেলে 17 Jul 1917 পন্ড পিয়র্সনকে যে-হিসাব পাঠান ['Com. Tacoma, Wash 60.45'] তার থেকেও। এই বক্তৃতা থেকে পন্ড ৬০.৪৫ ডলার কমিশন লাভ করেন। কিন্তু বক্তৃতাটির কোনো বিস্তৃত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। মুকুল দে লিখেছেন : 'ওখানকার লোকেরা সকলেই বেশ শিক্ষিত। ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের সঙ্গে ওখানে পরিচয় হল'।

এর পর 25 Sep [সোম ৯ আশ্বিন] দুপুর আড়াইটেয় রবীন্দ্রনাথ সানসেট ক্লাবের সদস্যদের কাছে 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। ক্লাবের সভানেত্রী শ্রীমতী স্মিথ বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বক্তার পরিচয় দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ দু'ঘন্টার উপর সময় নেন পাণ্ডুলিপি থেকে প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য। 'Owing to the big popular demand' তাঁকে প্রবন্ধটি সেইদিনই রাত্রি ৮-১৫-তে Macaulay's Theatre-এ আবার পাঠ করতে হয়, প্রবেশ-দক্ষিণা ছিল মাথাপিছু এক ডলার। *Seattle Post-Intelligence* [26 Sep]-এ Charles Eugene Banks ভাষণটির বিবরণ দিয়ে লেখেন : 'It was a literary feast of beauty and wisdom. ...Tagore is not an entertainer. He is here to say something and he has something to say. He will leave his impress on the thought of our country.' 27 Sep সিয়াটলের বক্তৃতা সম্পর্কে পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'In the evening he was in magnificent form as the audience was a more intelligent one than the one in the afternoon which consisted mostly of loud and overdress ladies. ... From the two lectures we get $600 ...The lecture at Tacoma yielded $300...'

26 Sep [মঙ্গল ১০ আশ্বিন] ভোরে রবীন্দ্রনাথ সিয়াটল থেকে ওরিগন স্টেটের পোর্টল্যান্ড শহরে আসেন। কয়েকজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ আমেরিকা সম্পর্কে কিছু কঠিন উক্তি করেন। সাংবাদিক Lucia B. Harriman *Portland Telegram* [26 Sep]-এ 'Finds America is Wild over System/ Poet Tagore sees U.S. as Nation of Experimenters, Hunting Truth Mechanically' শিরোনাম দিয়ে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেন :

All of this organisation, this system and method, may be well enough in business. Some things are better made by machinery, but when you come to life, complete life, machinery has no place in that. The day will come when you will feel a real thirst for perfection of human ideals. This cannot come through any particular system, through any outward influence. You will have to go to the root, which is the soul, the spiritual life.

অবশ্য তিনি এ কথাও বলেন : 'But you can afford to go through that to reach the deeper wisdom of the spiritual life. This is the playtime of your civilization and even play has its meaning and its use by letting forth energy and giving strength and fuller growth.'

Portland Oregonian [1 Oct] একটি সচিত্র প্রতিবেদনে জানায়, রবীন্দ্রনাথ সদলবলে [সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মুকুলচন্দ্র ও পিয়র্সন-সহ] মোটর-কোম্পানি 'White'-এর স্থানীয় ম্যানেজার R.S. Hurd-এর অতিথি হয়ে এদিন বিকেলে ['on Tuesday afternoon'] একটি White "45" গাড়িতে চড়ে ওয়াশিংটন পার্কে বিখ্যাত ভাস্কর্য 'Sacajawea' ও 'Coming of the White Man' পরিদর্শন করেন।

এইদিন সন্ধ্যায় তিনি ড্রামা লীগ অব্ আমেরিকা-র উদ্যোগে লিংকন হাই স্কুল হলে 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

এই প্রবন্ধটিই পরে 'Nationalism in West,' নামে *Nationalism* [1917] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। *Personality* [1917]-র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বর্তমান রচনাটিই অধিকাংশ সভায় পাঠ করেছিলেন। জাপানে জাতীয়তার যে ভয়ংকর রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেন, তার অভিজ্ঞতাতেই তিনি পাশ্চাত্য জাতীয়তার সংকট সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এই প্রবন্ধে।

যদিও প্রবন্ধটির নাম 'The Cult of Nationalism' বা 'Nationalism in the West'— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যটিকে উপস্থাপিত করেছেন ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি দেখালেন, তখনও এখানে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্ম ও রীতিনীতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল— কিন্তু তাতে ভারতের সহজ জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু ইংরেজের আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর— 'this time we had to deal, not with Kings, not with human races, but with a nation —we, who are no nation ourselves.'

'নেশন' শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে এর আগে এদেশেও বহু অলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। এখানে তিনি শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ করলেন এইভাবে : 'A nation, in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose.' বিজ্ঞান ও নিখুঁত ব্যবস্থাবিধি বা organization-এর সাহায্যে এই শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় ও আরও ঐশ্বর্যের লোভে প্রতিবেশী সমাজগুলিকে গ্রাস করতে থাকে, ফলে পারস্পরিক ঈর্ষা ও অপরের শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। তিনি বললেন : 'The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by dread of a new peril.' নেশনের একমাত্র বাসনা অবশিষ্ট পৃথিবীর দুর্বলতার সুযোগে ফুলে ওঠা। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, 'man's world is a moral world, not because we blindly agree to believe it, but because it is so in truth which would be dangerous for us to ignore.' তাঁর সিদ্ধান্ত, এই আত্মিক জগৎকে অস্বীকার করার পরিণামই বর্তমান মহাযুদ্ধ এবং 'In this war the death-throes of the Nation have commenced. Suddenly, all its mechanism going mad, it has begun the dance of the Furies, shattering its own limbs, scattering them into the dust. It is the fifth act of the tragedy of the unreal.'

রবীন্দ্রভবনে এই বক্তৃতাটির টাইপ-করা ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত ৩৫ পৃষ্ঠার একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি আছে [Ms.313]— যার বৃহৎ অংশসমূহ মুদ্রিত প্রবন্ধে বর্জিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতেই দেখা যায়, স্বতন্ত্র কিছু অনুচ্ছেদ টাইপ করে পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে—আবার মুদ্রিত পাঠে এমন অংশও আছে যা পাণ্ডুলিপিতে নেই। এর থেকেই বোঝা যায়, প্রবন্ধটির বক্তব্যকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে রবীন্দ্রনাথ বহু চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন।

জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মতো এই ভাষণটিও বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হয় সেই সময়ে ও পরবর্তীকালে। *Nationalism* গ্রন্থের অধুনা-প্রকাশিত [1991] একটি সংস্করণের ভূমিকায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক E.P. Thompson লিখেছেন : 'Yet it must be confessed that the lectures succeeded better as prophesy than diagnosis. Tagore enforces his message by assertion and by colourful metaphors rather than by analysis. His conclusions are assumed to be true in proportion to the vehemence with which they are asserted.'[৮৪] মনে রাখা দরকার, এগুলি রচিত হয়েছিল জনসভায় পাঠ করার জন্য, যেখানে বিশ্লেষণ অপেক্ষা অলংকৃত অথচ জোরালো উক্তির আবেদন অনেক বেশি। তবে পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষণটি প্রস্তুত করেছিলেন আরও বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে, দ্বিতীয় চিন্তায় যার অনেকটাই তিনি বর্জন করেন।

28 Sep [বৃহ ১২ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ ওরিগন স্টেটের Eugene-এ একটি ভাষণ দেন, এই অনুষ্ঠান থেকে পন্ড কমিশন হিসেবে ৪০ ডলার অর্জন করেন। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানের কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

30 Sep (শনি ১৪ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের সানফ্রান্সিসকো [San Francisco]-তে এসে প্যালেস হোটেলে ওঠেন। এখানে আসার জন্য তিনি নিজেই আগ্রহী ছিলেন। একটি নাম ও তারিখ-হীন কর্তিকায় আছে : 'Tagore's first inquiry was how to reach the Lick Observatory, about which he had both heard and read very much. To him it is perhaps the greatest thing in California./ "Your Lick institution, by its discoveries," he declared, "has broadened the world's ideas of our universe, thus adding to the dignity and meaning of life./ "The late Prof. Josiah Royce, also a Californian, has done the same theory along a different intellectual tangent".' রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের উৎসুক পাঠক ছিলেন, সুতরাং তাঁর এই আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। তবে তিনি মানমন্দিরটি দেখতে গিয়েছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি।

1 Oct [রবি ১৫ আশ্বিন] দুপুরে রবীন্দ্রনাথ এখানকার Cort Theatre-এ বিখ্যাত পোলিশ পিয়ানো বাদক Ignace Jan Paderewski [1880-1941]-র কনসার্ট শুনতে যান। খ্যাতিমান সংগীত-সাংবাদিক Redfern Mason লেখেন : 'Paderewski gave his second recital at the Cort Theatre. It was one of his great days and he played so nobly that those who were present will talk of it in the years to come. One of the auditors was Sir Rabindranath Tagore. ... What did he think of it? [*Musical Leader*, 12 Oct] এর পর Mason রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

আমেরিকায় পদার্পণের পর সাংবাদিকেরা কখনোই রবীন্দ্রনাথের পিছু ছাড়েননি। সানফ্রান্সিসকোতে আসার পরেই নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল সেখানকার *Examiner* [1 Oct] পত্রিকায়। এখানে তিনি এমন-কিছু কথা বলেন, যা পরে তীব্র বিতর্কের কারণ হয়। যুদ্ধের পরে ভারতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, যুদ্ধের পরিণতি যেদিকেই যাক-না-কেন ইংলন্ডের বৈষয়িক সমৃদ্ধি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার ফলে উপনিবেশগুলিতে তার অত্যাচার বেড়ে যাবে। এর পরেই তিনি বলেন : 'I am

not one of those who say that India is prepared right now for self-government. She is going through a process of evolution, however, that I am convinced in time may lead to autonomy.'

আমেরিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, এই দেশ এক বিস্তৃত বৈষয়িক সাম্রাজ্য নির্মাণ করেছে, কিন্তু এর পরেও তিনি আরও-কিছু প্রত্যাশা করেন : 'You have, I think, a worship for organization. Capital organizes, religion organizes— all your institution organize. It all makes for endless strife and attrition. If there would be more of the fundamental idea of the brotherhood and less of organization I think Occidental civilization would be immeasurably the gainer. Organization carried to excess was one of the causes of the European war.'

Examiner [2 Oct] পত্রিকাতেই পরের দিন শেষোক্ত বক্তব্যটি সমালোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতকে 'an intellectual feat of pure reasoning' আখ্যা দিয়ে পত্রিকাটি লেখে, সংগঠন-শক্তি দিয়েই একটি দেশ বড়ো হয়ে ওঠে। 'India was not organized in business, in labor— in nothing but caste. And because of her lack of organization she became the slave of England, her millions bowing before a foreign ruler, her people being unable to say in pride, "This is my own, my native land".'

ভারত এখন স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয়নি— এই অভিমতও সমালোচিত হয়, প্রসঙ্গটি আমরা পরে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ দেশ থেকে আসার সময়ে বাঙালি শিল্পীদের আঁকা কতকগুলি ছবি এনেছিলেন। 2 Oct [সোম ১৬ আশ্বিন] সানফ্রান্সিসকোর Paul Elder Gallery-তে ছবিগুলির প্রদর্শনী শুরু হয় ও সেটি 12 Oct [বৃহ ২৬ আশ্বিন] পর্যন্ত খোলা থাকে।[৮৫] মীরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৭ আশ্বিনের চিঠিতে খবরটি অবশ্য ভুলভাবে উল্লিখিত হয় : 'এখানে ভারতবর্ষীয় ছবির Exhibition আজ থেকে আরম্ভ হবে। বোধ হচ্ছে লোকদের ভালই লাগ্‌বে।'[৮৬] ভালো যে লেগেছিল, তার উল্লেখ আছে স্থানীয় *Call* [3 Oct] পত্রিকার বিবরণে :

The mysticism and symbolism of ancient India, executed with the virility of Occidental art, characterize the paintings of the young artists of the modern Bengali School ...now being displayed at the Paul Elder Gallery.

Twelve artists ...are represented in the exhibition. The most noteworthy, and those regarded as India's greatest painters, are Abanindranath and Gaganendranath Tagore, both nephews of the eminent poet-philosopher.

The collection which has perhaps the deepest appeal to Occidental art lovers, is a set of symbolic animal studies by Abanindranath Tagore. The remarkable illuminative effects in dark shadow recesses, deep forests, and in night scenes reveal the younger Tagore as a master of the difficult Italian art of light and shade.

Mukul Chandra Dey is another exhibitor whose works show mastery of technique, delicacy of touch, and poetic feeling. "Watering the Tulshi Plant", "Morning Flowers" and a series of pencil studies of the poet Tagore are among the finest.

এই চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে পূর্বোল্লিখিত পত্রে দেশীয় চিত্রশিল্প সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান কথা লিখেছেন :

...মুকুলটা অল্প অল্প করে ফুটে উঠ্‌চে। ওর বিদেশে আসা নেহাৎ ব্যর্থ হবে না। ...আমি যত দেখলুম জাপানের ছবি এবং এখানকার, আমার ততই বিশ্বাস হয়েচে আমাদের বাংলা দেশে যে চিত্রকলার বিকাশ হচ্চে তার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এ যদি নিজের পথে পুরো উদ্যমে চলতে পারে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে আপনার একটা খুব বড় জায়গা পাবে। ...জাপানে আধুনিক শিল্পীদের জন্যে ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ চল্‌চে তার ঠিক নেই। তার মানে এই কাজে ওরা যথার্থভাবে আত্ম বিসর্জ্জন করেচে— কেবলমাত্র সৌখীনভাবে কুণাভাবে কাজ চল্‌চে না। সিয়াটলে একটা স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখলুম সেখানে জন কয়েক আর্টিষ্টে মিলে কাজ করতে লেগে গেছে। অর্থাৎ এ দেশে যে কোনো মানুষকে যে কোনো আইডিয়াতে পেয়ে বসে, সেই আইডিয়াকে বৃহৎ দেশ ও কালের সঙ্গে সংলগ্ন না করে সে থাক্‌তেই পারে না— এটাই এদের স্বভাব— সেইজন্যেই এরা বড় হয়ে উঠেচে। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, অলস, আমরা নিজের একাকীত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারিনে ...কবে আমাদের শক্তি সকলের যোগে সার্থক হয়ে উঠবে? ...আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা কম নয়— সে শক্তির মহত্ত্ব বিদেশে আসলে আমরা বেশি করে বুঝতে পারি। কিন্তু যে ঔদার্য্য যে মহাশয়তা থাকলে সেই শক্তি চিরন্তন হতে পারে, সর্ব্বদেশে ও নিত্যকালে সফল হয়ে উঠতে পারে-আমাদের সেই তেজ, সেই আত্মোৎসর্জ্জন নেই। আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলেনা। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ত প্রাণ জাগল না।

এরপরই তিনি আক্ষেপের সুরে লিখেছেন : 'চিত্রবিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম।' এর আগেও অনুরূপ আক্ষেপ তাঁর চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। পরে আকস্মিকভাবে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। কিন্তু তার সংগোপন প্রস্তুতি-যে চলছিল, সিয়াটলের স্টুডিয়োতে আর্টিস্টদের কাজ দেখতে যাওয়ার খবরটি তার নির্দেশক। এইগুলি রবীন্দ্রজীবনেতিহাসের গুরুতর উপাদান, কিন্তু এরূপ তথ্য খুব সুলভ নয়।

2 Oct [সোম ১৬ আশ্বিন] রাত্রে রবীন্দ্রনাথ সেন্ট ফ্রান্সিস হোটেলের বলরুমে 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। *Examiner* [3 Oct] পত্রিকায় Redfern Mason 'Tagore Proves a Tonic Force/ Woman Scorns "Highbrow Stuff", but Audience Is Keenly Alive to Philosophy' শিরোনামে ভাষণটির প্রশংসা করে লেখেন : 'his words, now tender with supplication, now burning with protest, or acid with irony rang with a scriptural music. ... Whatever they thought of his indinctment of our civilization, the audience listened with rapt attention.' এবং 'when he concluded, the audience continued to sit for a few moments, as though unwilling to break the spell of his incisive logic.' *Bulletin* [3 Oct] পত্রিকায় Ernest J. Hopkins 'Tagore Like Prophet, Sings the Doom of Fluttonous Nations' শিরনামে লেখেন : 'His discourse was elaborately worded— a masterpiece of English style, cast in long flowing sentences, interspersed by tarse aphorisms and beautified by a wealth of poetic metaphor; and it was noticeable that the metaphorical riches were drawn principally from the fundamentai things of social life, from agriculture, from the home, from the animal world.' কিন্তু সমালোচনার সুরও আছে : Tagore's

tragedy on this lecture tour is that the creed which he utters as a practical program of life will be accepted principally as an intellectual feat.'

3 Oct [মঙ্গল ১৭ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথের খুব ব্যস্ততায় কাটে। পিয়র্সন ডায়ারিতে [Ms.275(c)] দুপুর দুটো থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে পাঁচজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা লিখে রেখেছেন। এইদিন রাত আটটায় রবীন্দ্রনাথ Scottish Rite Hall-এ জাপানি শ্রোতাদের কাছে বক্তৃতা করেন। এইদিন মুকুল দে রথীন্দ্রনাথদের লিখেছেন : 'আজ রাত্রে গুরুদেব এখানকার জাপানীদের একটা লেক্‌চার দিলেন। যে লেক্‌চারটা আগেই জাপানে দিয়েছিলেন।' এখানে সম্ভবত 'The Spirit of Japan' ভাষণটি তিনি পাঠ করে শোনান।

4 Oct [বুধ ১৮ আশ্বিন] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বোহেমিয়ান ক্লাবের সদস্যেরা তাঁর সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। *Bulletin* [4 Oct] আয়োজনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লেখে :

As a compliment to the famous East Indian poet and philosopher, the entire red room of the club will be transfromed into an East Indian palace. Anadee Joulin, the well-known artist, whose Oriental pictures won him fame, is in charge of the decorating, and is using all his art and knowledge of the Far East, learned through his long residence there, in making the room into a proper setting for so distinguished a guest.

The room, with its background of red walls and carpet, will be hung with magnificent Oriental draperies and rugs. The lighting will be from gorgeous brass hanging lanterns. In the centre of the room will be a horseshoe-shaped table, trimmed with lotus flowers, the beautiful blossoms of the Far East.

A special menu has been ordered that will appeal to the Hindu taste. During dinner there will be Hindu music, played by musicians in the picturesque costumes of East India.

Examiner [5 Oct] এই বিবরণেরই প্রায় পুনরাবৃত্তি করে লেখে :

Trees were illuminated with lights in the shape of fruits. About 150 guests attended.

Frank P. Deering, former president of the club, presided, and addresses were made by Charles K. Field, Charles Keeler, and Dr. Edwin Robson Taylor.

The guest of honour replied, choosing verses of his own mellifluous prose poetry in response. Robert Newell was in charge of the programme.

সানফ্রান্সিসকোয় আমেরিকানদের এই সমাদরের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ ধমায়িত হচ্ছিল তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে। বিপ্লবী পন্থায় ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির উদ্দেশ্যে লালা হরদয়ালের প্রচেষ্টায় প্যাসিফিক কোস্ট হিন্দুস্থানি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় 1913-এ ও সেই বছরই 1 Nov তাঁর সম্পাদনায় উর্দু মুখপত্র 'গদর' [পরে নাম হয় 'হিন্দুস্থান গদর'] প্রথম প্রকাশিত হয়, যা থেকে দলটির নামই হয়ে যায় গদর পার্টি।[৮৭] আলোচ্য সময়ে এর নেতা ছিলেন রামচন্দ্র। এই দলের কাছে জাপান ও

জার্মানি ছিল বন্ধুস্থানীয় দেশ। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানের জাতীয়তাবাদকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন, তখন তা এই দলের সদস্যদের পছন্দ হয়নি। তাঁর আমেরিকায় পদার্পণের পূর্বেই রামচন্দ্র সানফ্রান্সিসকোর *Call* [16 Sep] পত্রিকায় একটি পত্র ছাপিয়ে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন : 'The present trip to the United States is for other purpose than merely to deliver aesthetic lectures. One of his purpose is to place a check upon Hindu revolutionary propaganda.'[৮৮] এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় এসে তাঁর ভাষণে মোগল শাসনের তুলনায় ব্রিটিশ শাসনকে ভালো বললেন ও সাক্ষাৎকারে ভারত এখনও স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ করলেন, তখন রামচন্দ্র দ্বিতীয় পত্রাঘাত [3 Oct] করলেন স্থানীয় *Examiner* [5 Oct] পত্রিকায়। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় মন্তব্যের [2 Oct] প্রশংসা করে তিনি লেখেন :

In spite of Tagore's literary achievements, he now stands for what we call Old India. Let it be clearly understood that there are six million monks in India who are nearly all sages and philosophers like Tagore, many of them being men of the highest spiritual attainments. They all disapprove of modern science and look for social improvement solely through individual spiritual growth. Their position is made clear by the assertion of Tagore that a certain old woman whom he met in India, and who could neither read nor write, represented to him the highest ideal of human life because of her realization of God. Indirectly and unknowingly, those who teach that knowledge of God is all, are really ruining India....

How did Tagore secure the Nobel Prize? Not, undoubtedly, for realizing God, but for his literary achievements. Let us note further that Tagore's literary works were largely written on behalf of the Nationalist cause. This activity was considered inimical to English ascendency in India. The British Government knows how to do away with such activity. They issued a secret order that Hindu officials should not send their children to Tagore's school at Bolepore. Later, the government offered Tagore knighthood, which he accepted, and two British missionaries, Rev. C.F. Andrews and W.W. Pearson, became teachers in the school. This was done in spite of great protest in the "Indian Press", these two men being regarded as agents of the government. From that time on Tagore's philosophy was changed. The order prohibiting the children of officials from attending the school was rescinded, and Tagore began to speak gently of the British government.

চিঠির পরবর্তী অংশে [দ্র ড জয়ন্তী ঘোষ, বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ। ২৪১-৪২] রামচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সমালোচনা করে লেখেন, মোগল আমলে হিন্দুরা প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন ব্রিটিশ শাসনে তা সম্ভব নয়; ১৫ বছরে মার্কিনীরা যেখানে যাট শতাংশ ফিলিপাইনবাসীকে সাক্ষর করে তুলতে পেরেছে, দেড়শো বছরের ব্রিটিশ শাসনে সেই হার মাত্র দশ শতাংশ। রবীন্দ্রনাথ কি ভুলে গেছেন, ব্রিটিশ

শাসনে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা গেছে, দেড় কোটি মরেছে প্লেগে, নব্বই লক্ষ লোক যথেষ্ট আহার পায় না, হিন্দুদের বার্ষিক আয় মাত্র ন'ডলার; যুবকদের দিয়ে কারাগারগুলি ভর্তি, চারশো জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, পাঁচ হাজারকে কারারুদ্ধ ও দশ হাজারকে বিনা বিচারে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে; 'that hundreds of thousands of Hindus, through fear and lack of national spirit, have been transformed into British spies, selling Tagore's "humanity" for a few silver coins to the foreign oppressor?' কী করে তিনি বলেন, ভারত তার আত্মাকে হারায়নি? যদি তা সম্পূর্ণ মরে না গিয়ে থাকে এবং যদি সামান্য জীবনের লক্ষণও সেখানে দেখা যায় তা রবীন্দ্রনাথের শান্তিবাণী প্রচারের দ্বারা হয়নি, হয়েছে নব্য ভারতের দল গদরের দ্বারা, যা এককভাবে তাঁর নিজের প্রদেশেই সর্বাধিক শক্তিশালী। ভারতের শত্রুর কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি পাওয়ার পর তাঁর এ কী পরিবর্তন, যে, হিন্দুদের মাহাত্ম্য কীর্তনের পরও তিনি বলেন 'ভারত স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয়'? তিনি যদি প্রাচীন ভারতের এতটাই পূজারী ও পাশ্চাত্য সরকারের বিরোধী, তবে তিনি ব্রিটিশ গবর্মেন্টের সামনে নত হয়ে 'স্যার' উপাধি গ্রহণ করলেন কেন, যেখানে গোখলে বা মালাবারি তা প্রত্যাখ্যান করেন? 'If Mr. Tagore were to be bold enough to refuse this material, governmental title, we would then believe him true to himself.'

পরের দিন [6 Oct] একই পত্রিকায় দিল্লীবাসী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. গোবিন্দ্ বিহারী লালের একটি পত্র প্রকাশিত হয় :

Will it not be interesting for you to know what the Hindus think of Tagore?

They do not think he represents in any sense the ideas, sentiments or feelings which they at present entertain in regard to political, economic or philosophic issues.

The heart of India is in the anti-British revolutionary movement, which is rapidly transforming India along modern lines. But Mr. Tagore stands aloof from the movement just as Goethe stood aloof from the German war of liberation a century ago.

The Hindus are justly proud of the poetic achievement of Tagore, but they do not care for his social-political philosophy.

His gospel of peace and good will, and "live and let live", they think, is all right for the agressive nations of the West, but they themselves refuse to be deceived by it. They are organizing themselves educationally, industrially and politically. They are straining every nerve to overthrow British political, commercial and industrial domination over them....

The great men whom we now hold up for our sons and daughters as mortals to copy are not medieval mystics, but men like J.C. Bose, the scientist, and Tilak and Har Dayal, sociologists and revolutionists.

Tagore's voice is the voice of the old order, the voice of medievalism. We stand for the new order. We stand in industry for the machines and not handicraft system, in politics for

democracy and republicanism and not for personal and autocratic rule....

The Occident has developed science perfectly, but democracy imperfectly. India has neither science nor democracy. So far the Occident has applied science only to industry; in the future it must apply science also to politics and education. That way lies salvation both for India and Europe and America. Rightly or wrongly, those sentiments are the ones entertained at present by the people of India at large.

'Literatus' May 1917-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে 'Rabindranath Tagore in America'-শীর্ষক প্রতিবেদনে এই দুটি পত্র নিয়ে দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন [pp. 552-53] : 'It is strange and at the same time shameful that his fellow-countrymen should arraign him in this way when they had every reason to be proud of his unique honour and success in America. There are quite an insignificant number of literary leeches here, of the same type of Ramchandra and others, who make it a point to vilify Rabindranath, in season and out of season. For, by experience they have learnt that the shortest and the earliest road to fame or rather notoriety is to run down a great man or caricature his works and teachings.' তিনি লিখেছেন, দীর্ঘ পত্রটি দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড রামচন্দ্রের গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধেছে। তিন বছর পরে ভারতের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে দেশের রাজনৈতিক নেতারা যখন ব্রিটিশের ভয়ে মূকের ভূমিকা পালন করছিলেন, তখন এই কবিই নির্ভয়ে নাইটহুড প্রত্যর্পণ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মমতার প্রতিবাদ করেছিলেন— কিন্তু সেই খবর জানার আগেই নিজের দলের বিপ্লবীর গুলিতে রামচন্দ্রকে প্রাণ হারাতে হয় [23 Apr 1918]। [৮৯]

5 Oct [বৃহ ১৯ আশ্বিন] আর-একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটল, যা পরবর্তী কিছুদিন আমেরিকার চটুল সংবাদপত্রসমূহকে চাঞ্চল্যকর রসদ জুগিয়ে গেছে। ঘটনাটি সামান্য। স্টকটন শহরের খালসা দিওয়ান সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রবীণ অধ্যাপক Bishen Singh Mattu এবং তাঁর দুই সঙ্গী Umrao Singh ও Pardam Singh সানফ্রান্সিসকোতে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানাতে এলে প্যালেস হোটেলের সামনে এক-হাত কাটা Jiwan Singh ও H. Singh Hateshi নামক দুই ব্যক্তি তাঁদের বাধা দেয়, বচসা বাধে ও পরিণামে অধ্যাপকের মাথার সাদা পাগড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করা হলে তারা রামচন্দ্রের কর্মচারী বলে পরিচয় দেয়, পরে বিচারের জন্য তাদের আদালতে হাজির করা হলে রামচন্দ্রের দেওয়া মাথা-পিছু কুড়ি ডলার জামিনে তারা মুক্ত হয়।

ঘটনাটি নিতান্ত সাদামাটাভাবে এইদিনই স্থানীয় *Call* পত্রিকায় 'Tagore Visitor Hit By Hindus' শিরোনামে মুদ্রিত হয়; কিন্তু তার পরের দিন থেকেই স্থানীয় ও নিকট-দূরের পত্রিকাগুলিতে চাঞ্চল্যকর শিরোনামে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাকাহিনীর আকারে পরিবেশিত হতে থাকে। *Examiner* [6 Oct] 'Plot To Slay Sir R.Tagore Nipped in S.E.' শিরোনামে মোটামুটি উপরের বিবরণটি দেওয়ার পর লেখে:

...sent Detectives William Proll and Frank Black to the Palace Hotel to guard him. They accompanied him to the Columbia Theatre when he went to lecture. Black remaining in the

wings on the stage and Proll seating himself in the body of house with the audience.

William A. Mundell, head of the Mundell International Detective Agency, was active with the police and his men were seen circulating among the audience. ...admittance was denied to several hundred Hindus who tried to buy tickets. ...Tagore was escorted out of the theatre by Mundell men and police detectives through the stage door and was taken back to his apartments in the Palace through the side entrance usually used for baggage. The detectives also used the entrance last night when they left the hotel with him for the Lark train for Santa Barbara.

সিয়াটলের Times [6 Oct] 'Rabindranath Tagore, Hindu Poet, Fugitive From Assassin's Plot' শিরোনামে কিছু অতিরিক্ত সংবাদ যুক্ত করে : '...cancelled one lecture engagement here to catch an early train for Santa Barbara. ... That Tagore feared for his life San Francisco became known here ever before the poet had left Japan. ... the mild-souled poet was rather reluctant to come into the hotbed of their political fervor with his pro-English views.'

রবীন্দ্রনাথ কোনো অনুষ্ঠান বাতিল করেছিলেন, এই খবরটা ভিত্তিহীন; 5 Oct *Examiner* লেখে : 'At the Columbia Theatre at 3 o'clock this afternoon, Sir Rabindranath Tagore will make his farewell appearance in San Francisco, giving readings from his plays. The readings will include a new story called "The Vision", and an one-act play, "The King and the Queen", neither of which has been published.'

রামচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে হত্যা-পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন; *Call* [6 Oct] লেখে: "Sir Rabindranath Tagore is not and has not been since his arrival here in any danger of assassination by the Hindus of the Gadar party." The statement was made today, by Ram Chandra, editor of the Hindustan Gadar and head of that party, in reply to the charge made in local police.' *Examiner* [7 Oct] রামচন্দ্রের একটি ব্যাঙ্গাত্বক মন্তব্য প্রকাশ করে : 'Tagore was closely guarded by detectives in the hotel was probably the British Governments's paternal solicitude.'

রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষ্যরিত বিবৃতি প্রকাশ করে *Los Angeles Examiner* [7 Oct]:

I have cancelled no engagements and I came to Santa Barbara by the train which had been arranged for me some days before by my manager.

As for a plot to assassinate me, I have the fullest confidence in the sanity of my countrymen, and shall fulfill my engagements without the help of police protection.

I take this opportunity emphatically to assert that I do not believe there was a plot to assassinate me, though I had to submit to the farce of being guarded by the police, from which I hope to be relieved for the rest of my visit to this country.

সুখের বিষয়, প্রহসনটির এখানেই যবনিকাপাত হয়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনুবাদের বহুপ্রতীক্ষিত সংকলন *Hungry Stones and Other Stories* ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে৷ 22 Sep ব্রেট লন্ডনের ম্যাকমিলানকে লেখেন : 'We now have received all the copy for Tagore's "Hungry Stones" and would therefore be glad to know your date of publication in order that we may publish our edition simultaneously, if possible.' তা সম্ভব হয়নি। 6 Oct তিনিই লেখেন : 'We noticed in the Athaneum that you published Tagore's "Hungry Stones" on September 26th.' 4 Oct *New York City Times*-এ বইটির আমেরিকান সংস্করণের বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলেও এটি প্রকাশিত হয় 27 Oct [শুক্র ১০ কার্তিক]। এইদিন ব্রেট 'a check for one hundred and ninety dollars, forty cents ($190.40) the equivalent of £40 due on the publication in this country of your volume entitled HUNGRY STONE AND OTHER STORIES' চুক্তি-অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন; 3 Nov স্যার ফ্রেডারিক ম্যাকমিলানকে লেখেন : 'We have duly published Tagore's HUNGRY STONES on October 27th.'

গল্পের অনুবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে টালবাহানা চলছিল, তার কিছু-কিছু আভাস আমরা পূর্বেই দিয়েছি। অতঃপর 6 Apr 1916 জর্জ এ. ম্যাকমিলান ব্রেটকে জানান, তাঁদের হাতে এত গল্প জমে গেছে যা দিয়ে হয়তো দুটি খণ্ড প্রকাশ করা যাবে। 4 May তিনি লেখেন : 'I now write to say that Mr. Charles Whibley, who undertook the selection and revision of the Tagore stories, has now divided the material into two volumes, one of which we propose to publish in the autumn and the other next spring. ...the. matter will proceed without delay because he [Rabindranath) left us a free hand in regard to revision, and Mr. Whibley will see the book through the press.' 29 Jun জানান : '...the stories have been very considerably altered by our critic, Mr. Whibley, although his name will not appear in the volume.' এই কারনেই পরে, অন্তত এডোয়ার্ড টমসনের ক্ষেত্রে, মান-অভিমান উষ্মা ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল।

লন্ডন থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সেটির বিবরণ এইরকম :

অর্ধ-আখ্যাপত্র : HUNGRY STONES/ AND OTHER STORIES

আখ্যাপত্র : **HUNGRY STONES/ AND OTHER STORIES/ By/ SIR RABINDRANATH TAGORE/ TRANSLATED FROM THE ORIGINAL BENGALI/ BY VARIOUS WRITERS/ MACMILLAN AND CO., LIMITED/ ST. MARTIN'S STREET, LONDON/ 1916**

PREFACE/ THE stories in this volume were translated by several hands. The version of *The Victory* is the author's own work. the seven stories which follow it were translated by Mr. C.F. Andrews, with the author's help. Assistance has also been given by the Rev. E.J. Thompson, Panna Lal Basu, Prabhat Kumar Mukerji, and the Sister Nivedita.

পৃষ্ঠাসংখ্যা : 8+271।

আমরা আগেই বলেছি, মোট তেরোটি গল্প এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

ব্রিটিশ-সংস্করণের প্রুফ অবলম্বনে আমেরিকান-সংস্করণ প্রস্তুত হলেও আখ্যাপত্রেই দুটি গুরুতর পরিবর্তন দেখা যায় গ্রন্থের ও লেখকের নামে :

THE HUNGRY/ STONES/ AND OTHER STORIES/ By/ RABINDRANATH TAGORE/ NEW YORK/ THE MACMILLAN COMPANY/ 1916/ ALL RIGHTS RESERVED

New York City Times [4 Oct]-এর বিজ্ঞাপনে 'with illustrations by native Indian artists' উল্লিখিত হলেও আমরা যে কপিটি দেখেছি তাতে এইরূপ কোনো ছবি নেই; তবে মুখচিত্র হিসেবে 'Sir Rabindranath Tagore/ From a Photograph by John Trevor' ব্যবহৃত হয়, আখ্যাপত্রটিও দ্বিবর্ণে অলংকৃত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ব্রিটিশ-সংস্করণের অনুরূপ।

বইটি আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়েছিল। Mar 1917-এ ছাপা একটি মুদ্রণে দেখা যাচ্ছে Oct 1916-এ প্রথম প্রকাশের পর নবেম্বরে একটি ও ডিসেম্বরে দুটি মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মার্চের মুদ্রণে মুখচিত্র ও অলংকৃত আখ্যাপত্র বর্জিত হয়েছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-সফরের ফলে তাঁর বই বিক্রি এত বেড়ে গিয়েছিল যে, চাহিদা অনুযায়ী জোগান দেওয়াই শক্ত হয়ে পড়ে। 27 Sep পিয়র্সন অনুরূপ অভিযোগ জানালে ব্রেট 3 Oct তাঁকে লেখেন : 'The delay has been occasioned by the famine in paper and it is only just now that we have finally, after several months, secured the papers for the printing of these editions.' একই দিনে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বইয়ের আমেরিকান-সংস্করণের একটি সেট পাঠিয়ে লেখেন : 'The new edition ...will be ready for publication on October 18th.' 'Bolpur Edition' নামে এই নূতন সংস্করণ চিহ্নিত হয়। কাপড়ে বাঁধাই দেড় ডলার ও চামড়ায় বাঁধাই দু'ডলারের বইগুলির বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে : 'Great care has been taken with the physical appearance of the books. In addition to the special design that has been made for the cover, there are special papers and decorated title-pages in each book.'

আরও কয়েকটি বই প্রকাশের আয়োজন চলছিল। 9 Feb 1916 রবীন্দ্রনাথ *Fruit Gathering* ও *Lover's Gift*-এর পাণ্ডুলিপি লন্ডনে প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে লেখেন : 'Mr. Yeats wanted to see them. Can you have some copies made of these sending one to him and another to Mr. Rothenstein? ...Kindly give me your opinion as to when these should be published, also whether they require editing by some of your poets.' লক্ষণীয়, ইয়েট্‌স্‌ দেখতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি পাণ্ডুলিপিগুলি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্য লিখেছেন, কিন্তু কোনো ইংরেজ কবির দ্বারা সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রকাশককে। কিন্তু 24 May ম্যাকমিলান তাঁকে জানান : 'In this case both the manuscript and proofs have, as you wished, been carefully revised by Mr. Yeats.' রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, বরং পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সংস্কার বিষয়ে

অন্যের সাহায্য নিতে তাঁর আপত্তির কথাই তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন।[৯০] 10 Jan 1917 *Lover's Gift*-এর 'final corrections' ব্রেটকে পাঠিয়ে তিনি বিরক্তির সঙ্গে লেখেন : 'I find that one or two of the corrections made by Mr. W.B. Yeats in "Fruit Gathering" have altogether changed the meaning, and I am therefore unwilling to have this manuscript submitted for corrections when I am not myself present to verify such corrections. If there are any errors of punctuation or grammar or any change in the order which may be regarded as advisable I am quite willing that these should be made.' ইয়েট্‌স্ পরে এই বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ তিক্ততা সৃষ্টি করেন।

Lover's Gift-এর প্রকাশ নানা কারণে বিলম্বিত হলেও *Fruit-Gathering*-এর আমেরিকান সংস্করণ 31 Oct [মঙ্গল ১৪ কার্তিক] প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য বোলপুর-সংস্করণের মতো এটিও John Trevor-এর তোলা রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ ও দ্বিবর্ণ অলংকৃত আখ্যাপত্র-সংবলিত, রবীন্দ্রনাথের নামে 'Sir' উপসর্গটি নেই, পৃষ্ঠাসংখ্যা 2+123। ব্রিটিশ-সংস্করণটিতে অর্ধ-আখ্যাপত্র ও 'Sir' আছে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+১২৩। 'The Oarsmen', 'The Song of the Defeated' ও 'Thanksgiving'-সহ মোট ৮৬টি কবিতা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

7 Oct [শনি ২১ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ আর-একটি পাণ্ডুলিপি ব্রেটকে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন, প্রথমে তিনি এর নাম দেন 'Stray Birds and Withered Leaves'। বইটির জন্য তিনি শতকরা ২৫ ভাগ রয়্যালটি চান, কিন্তু ব্রেট তাতে রাজি হতে পারেননি; রবীন্দ্রনাথ পরে শতকরা কুড়ি ভাগেই সম্মত হন— বইটির নাম সংক্ষিপ্ত হয়। 18 Oct পিয়র্সন এর জন্য আরও-কিছু কবিতা পাঠান। বইটি 15 Nov [বুধ ২৯ কার্তিক] প্রকাশিত হয় :

STRAY BIRDS/ By/ SIR RABINDRANATH TAGORE/ AUTHOR OF "GITANJALI," ETC/ FRONTISPIECE IN COLOUR/ BY WILLY POGANY/ New York/ THE MACMILLAN COMPANY/ 1916/ *All rights reserved.*

91+4 পৃষ্ঠার বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা অলংকৃত দ্বিবর্ণে ছাপা। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'TO/ T. HARA/ OF/YOKOHAMA.' এটিতে মোট ৩২৬টি ছোটো কবিতা আছে।

বইটি প্রকাশের পর 27 Nov একটি কপি লন্ডনে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'If you intend to publish this volume in England, please do so without further communication with me.' যথারীতি বইটি সেখানেও প্রকাশিত হয়।

28 Apr অ্যান্ডরুজ ব্রেটকে জানিয়েছিলেন : "The Poet is translating in his own English his latest play called 'Phalguni'." ব্রেটের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে জর্জ ম্যাকমিলান 24 May রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'We note that Mr. Brett has expressed a desire to publish some new plays, and that the manuscript of one, "Phalguni" will probably be sent to Mr. Brett before long. We think that it would be best for this to come over here in order that Mr. Yeats may have the opportunity of revising it.' ইয়েট্‌সের সংশোধন রবীন্দ্রনাথের কাঙিক্ষত ছিল না, তাই ফাল্গুনী ও অন্যান্য চারটি নাটকের অনুবাদ ব্রেটের কাছেই প্রেরিত হয়। 21 Nov ভাবা হয়েছিল বইটির নাম হবে *A Cycle of*

the Spring and Other Plays, 29 Nov *The Sacrifice and Other Plays* ও *A Cycle of the Spring* আলাদা করে ছাপার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জীবনস্মৃতি-র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ *My Reminiscences The Modern Review*-তে ছাপা হচ্ছিল Jan 1916-সংখ্যা থেকে। আমেরিকায় এটির অননুমোদিত সংস্করণ ছাপা হওয়ার আশঙ্কায় কপিরাইট সংগ্রহের জন্য বহু পত্র চালাচালি করা হয়। জাপানে প্রদত্ত দুটি বক্তৃতা ও 'The Cult of Nationalism' এবং অন্যান্য বক্তৃতা ছাপার কথাও ভাবা হচ্ছিল। 21 Nov ব্রেট পিয়র্সনকে লেখেন :

I understand from Sir Rabindranath that I am to have these Lectures edited before publication at the hands of some able and responsible person so that renundances may be omitted and any necessary corrections made but that the plan will be to make as few changes as possible and only those that are strictly necessary.

এই বিষয়ে তিনি 29 Nov লন্ডনে যে পত্রটি লেখেন সেটি খুব মূল্যবান; 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটির উল্লেখ করে তিনি লেখেন :

This is a lecture comprising only about ten thousand words which we are issuing uniformly with our recently published books. ... The matter of this lecture is such that I doubt very much whether you wish to issue it in Great Britain, as it is, in effect, an attack on national efficiency and a plea for an earlier less well governed state of peoples, with special reference to India.

আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্রিটিশ মনোভাবের প্রতি এই কটাক্ষ খুবই উপভোগ্য। কিন্তু লন্ডন-ম্যাকমিলান জাতিপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক স্বার্থও বিচার করেছে, গ্রন্থটি সেখান থেকে প্রকাশ করতে তাদের আপত্তি হয়নি।

উক্ত পত্রে ব্রেট কয়েকটি গ্রন্থের সম্ভাব্য প্রকাশসূচির উল্লেখ করেন : The Cult of Nationalism [the first week in February], The Sacrifice and other Plays [March or April], My Reminiscences [spring of 1917], A Cycle of the Spring [Spring of 1917], American Lectures, i.e., Personality [Autumn of 1917].

কাব্য, নাটক ও গদ্যগ্রন্থ নিয়ে তিনটি সংকলন প্রকাশের কথাও ব্রেট ভেবেছিলেন [দ্র পিয়র্সনকে লিখিত পত্র 21 Nov], পরে 12 Dec জর্জ ম্যাকমিলানকে লেখেন : 'We are making tentative plans for an illustrated edition of some of the poems, probably 'Gitanjali' and 'Fruit Gathering'? in a single volume with illustrations by an Indian artist to be published in the autumn of 1917.'

পিয়র্সন সতীশচন্দ্র রায়-লিখিত 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি, 27 Jul তিনি য়োকোহামা থেকে পাণ্ডুলিপিটি ব্রেটকে পাঠিয়ে দেন কোনো প্রকাশক খুঁজে দেওয়ার জন্য। ব্রেট বইটি ম্যাকমিলানের পক্ষ থেকেই প্রকাশ করতে চাইলে মুকুলচন্দ্র দে-র আঁকা ছবি, রবীন্দ্রনাথ-কৃত

আশ্রমসংগীতের অনুবাদ ও ভূমিকা এবং শান্তিনিকেতন-সম্পর্কে পিয়র্সনের লেখা একটি রচনা-সহ **SHANTINIKETAN/ THE/ BOLPUR SCHOOL/ OF/ RABINDRANATH TAGORE** নামে বইটি 22 Nov [বুধ ৭ অগ্র] প্রকাশিত হয়।

এতগুলি গ্রন্থ প্রকাশ ও আরও অনেকগুলি প্রকাশের যে পরিকল্পনা ব্রেট নিয়েছিলেন, তাতে অবশ্যই তিনি ব্যবসাবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন— রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি আমেরিকান জনগণের মধ্যে যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল, নূতন নূতন সুমুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি তাকে ডলারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন অবশ্যই; কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাও এর পিছনে সমধিক কার্যকর ছিল। আমরা তার অনেক উদাহরণ পরে দেখতে পাব।

4 Oct নিউ ইয়র্কের Evening Post ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় বার্লিন থেকে বেতারে প্রাপ্ত একটি সংবাদ ছাপা হয় : 'A new play, "Chitra", by Sir Rabindranath Tagore ...was produced at the Munich Theatre for the first time, says the Overseas News Agency, and was well received by the literary critics.' 5 Oct নিউ ইয়র্কের *Sun* পত্রিকা এর পিছনে একটি মতলব খুঁজে বের করে : 'A political motive may be behind the production in Germany at this time of the Indian poet's play and its favourable reception. By this compliment the Germans may hope to further the discontent manifested by certain factions in India against Great Britain's rule.' রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বোঝানোর জন্য তাঁর বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে পত্রিকাটি লেখে: 'Tagore, himself, though a British Knight, is not reconciled to British overlordship.' এর প্রতিবাদ হতেও দেরি হয়নি। ব্রুকলিনের Eagle [7 Oct] একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখে :

Like most of his people who have the advantages of early wealth, leisure and education, he resents the absence of freedom of speech, of freedom of the press, of freedom of political action in India. But he resents it rationally, and with the belief that England will end it eventually, without bloodshed. He has no use for Germany as a protector for the Hindoos, ... Temperamentally, Tagore is utterly unfitted to play a revolutionary part. He is a philosopher, a singer, a prophet, a visionary, but no brick thrower, no pike wielder.

... No, a poet like Tagore is not capable of being mixed with politics, national or international. But German lovers will get pleasure out of the production of "Chitra", as other lovers of beauty have, and must get it. Tagore belongs to all humanity.

ডেট্রয়েটের *Tribune* [15 Oct]ও একটি সম্পাদকীয়তে লেখে : 'The enthusiastic reception accorded [to] a play by Rabindranath Tagore in Germany is neither a peace-proposal to England nor a bid for the Hindu vote.' Ernest P. Horrwitz নামক এক ব্যক্তি নিউ ইয়র্কের *Sun* ও *Times* [18 Oct] পত্রিকায় একটি চিঠি পাঠিয়ে মন্তব্য করেন : 'Hands off literature, ye wirepullers and political capitalists!' সন্দেহ করা কি ভুল যে, অভিনয়ের সংবাদে রাজনৈতিক রঙ-লাগানো ও সানফ্রান্সিসকোর ঘটনাকে ফাঁপিয়ে তোলার পিছনে একই চক্র ক্রিয়াশীল ছিল! এই চক্রই প্রেসিডেন্ট

উইলসনকে *Nationalism* গ্রন্থ উৎসর্গ করার প্রস্তাবে বাধা দিয়েছিল ও কয়েক মাস পরে সানফ্রান্সিসকোর ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় রবীন্দ্রনাথের নাম টেনে এনেছিল।

Chitra-র প্রথম অভিনয় কথাটির প্রতিবাদ করে শিকাগোর *Journal* [7 Oct] পত্রিকা : 'The play was acted in Boston by some ardent uplifters of the theatre as long as February 8, 1915, and London saw it played in February of this year.'

এই সময়ে আমেরিকাতেও *Chitra* অভিনয়ের একটি প্রস্তাব ওঠে। নিউ ইয়র্কের Madam Alla Nazimova নাটকটি অভিনয়ের অনুমতি চেয়ে টেলিগ্রাম করলে রবীন্দ্রনাথ 11 Oct আর্থিক চুক্তির শর্তাদি ঠিক করার দায়িত্ব ব্রেটের উপর অর্পণ করেন। এই নিয়ে অনেক চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের আদানপ্রদান হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয় শুরু করার আগে মাদাম নাজিমোভা ছোটোখাটো সোসাইটির উদ্যোগে অভিনয় করতে চান ও পাঁচ শতাংশ রয়্যালটি দিতে স্বীকৃত হয়ে চুক্তিবদ্ধ হন। *New York City Times* [2 Nov] লেখে : '...the plans of the Stage Society of New York for the season, which were announced yesterday, include the interesting item of the production of Rabindranath Tagore's "Chitra", with the Bengali author himself present. ...Final arrangements for the performance, and the acceptance of the author ...were completed yesterday. ... Tagore saw Mme. Nazimova on the London stage several years ago and expressed the desire that she act his plays in English.' এইরকম সংবাদ আরও অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু অভিনয়টি আদৌ হয়েছিল কিনা তার কোনো বিবরণ আমাদের হাতে পৌঁছয়নি।

বরং *The Post Office* অভিনয়ের একটি নির্দিষ্ট সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে লস এঞ্জেলেসের *Examiner* [17 Nov] পত্রিকায়: 'Much interest is being shown in the Children's Theatre, which is under the direction of Miss Merriam Wordsworth Meredith, and will stage her first performance at 8 o'clock in the Hollywood Library Auditorium. ... Older young people to take part in the Tagore's "Post Office" are: Edna Mae Wilson, Ollie Barnes, Frank Lanning, Cecil Irish, George Hackathorne, Kenneth Coffey, Glenn Rice, John Clark.' 18 Nov [শনি ৩ অগ্র] সন্ধ্যায় নাটকটি অভিনীত হয়।

6 Oct শুক্র ২০ আশ্বিন] সকালে রবীন্দ্রনাথ সান্তা বারবারা-য় উপস্থিত হন। রাত্রে Montecitoর লিট্‌ল থিয়েটারে তিনি 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পরদিন সেখানেই সমুদ্রতীরে বিশ্রাম করেন। তাঁর সফরসঙ্গী সাংবাদিক Douglas Tourney জানাচ্ছেন, একজন স্থানীয় অধিবাসীর [মুকুল দে লিখেছেন, ইনি কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শন করে তারই আদর্শে একটি বিদ্যায়তন তৈরি করছিলেন] পীড়াপীড়িতে একটি নির্মীয়মান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গিয়ে পেরেকের খোঁচায় তাঁর পায়ে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি হয়।[৯১] সান্তা বারবারা-য়, ট্রেনে ও পরে লস অ্যাঞ্জেলেস-এ টুর্নিকে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথা বলেছিলেন, সেগুলিকে অবলম্বন করে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের *Examiner* [8 Oct] পত্রিকায়

‘Solitude, not Cities, Choice of Poet Tagore' শিরোনামে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। তাঁর আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলির মূল সুরটি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা আছে এই সাক্ষাৎকারে। রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'The sense of the personal in truth is, through scientific training and analytical habit, becoming dim. Man sees the law, but not personality. This makes him cruel. Everything is law and efficiency. Nowhere is individuality. We are becoming out of touch with the living truth and are merely dealing with the laws of things which are inorganic and dead.'

শিল্প ও সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন :

In my paper on art, I tried to show that art and literature are concerned with human personality just as science is concerned with law which is impersonal. In art and literature, man is extending his consciousness of personal humanity over the world; that is, he is making the universe his own realization. He is realizing the world through his art and his literature and giving expression to that realization.

7 Oct [শনি ২১ আশ্বিন] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ লস অ্যাঞ্জেলেস [Los Angeles] শহরে পৌঁছে Hotel Alexandria-য় আশ্রয় নেন।

8 Oct তিনি মোটরে রিভারসাইড, অরেঞ্জ গ্রোভ্স্ [Orange Groves] পরিদর্শনে যান। ঠিক ছিল, তিনি সেখানকার Glenwood Mission Inn-এ মধ্যাহ্নভোজন পর্যন্ত থাকবেন, কিন্তু স্থানটির সৌন্দর্য তাঁকে এমন ‘মত্ত’ [‘intoxicated’] করে তোলে যে, তিনি কয়েকটি কর্মসূচি বাতিল করেও সেখানে বহুক্ষণ থেকে যান এবং ‘The “atmosphere” of the Inn, too, pleased him, and when the usual musical service was held last night he felt into its spirit and both astounded and delighted the other guests by reading a poem from his book, “Gitanjali”.’ তিনি বলেন : ‘Next to India, Southern California is the one place in the world where I'd like to live. I can think of nothing better than to sit among the orange groves and dream away my life.’[৯২]

9 Oct Cumnock School of Expression-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ লস এঞ্জেলেসের Trinity Auditorium-এ ‘The Cult of Nationalism’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এখানকার *Times* [10 Oct] লেখে : ‘Trinity Auditorium was packed to capacity last night and Sir Rabindranath Tagore, Bengal poet, educator and interpreter of the occultism of the East, was accorded a royal welcome.’

স্থানীয় *Herald* [9 Oct] পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : ‘Western suffragists, representing the leading spirit of feminism, today extended their hospitality to Rabindranath Tagore ...to appear at the suffrage anniversary luncheon at the Alexandria hotel tomorrow noon.’ রবীন্দ্রনাথ এই হোটেলেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে 10 Oct হোটেলে দেওয়া বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ক তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় *Examiner* [11 Oct] পত্রিকায়। নরনারীর যৌন আকর্ষণকে সুনিয়ন্ত্রিত করার স্বাভাবিক মাধ্যম হিসেবে বিবাহকে বর্ণনা করে তিনি বলেন : ‘I consider marriage not merely a convenient or a mutual agreement, but something deep in human nature— the expression of the very necessity of

humanity.' তাঁর মতে, বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যে ত্রুটি আছে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তার সংশোধন আবশ্যক। বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি বলেন, মা ও সন্তান এবং ভাইবোনের মধ্যে রক্তসম্পর্ক যেমন আছে, তেমনি স্বাধীনতাও আছে— 'so it is difficult to give an opinion offhand as to the drawing of the line where divorce should come. All I can say is that divorce should become more and more elastic as society progresses.'

10 Oct [মঙ্গল ২৪ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে Pasadena শহরে এসে Hotel Maryland-এ ওঠেন। শহরের বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু তার সবগুলিই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। রাত্রি আটটায় হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে প্রায় দুহাজার ব্যক্তির উপস্থিতিতে তিনি 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'The poet was introduced by Prof. Reginald Tole of the English department of Throop College of Technology, under whose auspices the lecture was given.' বক্তৃতার পরেই তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে যান।

এইরূপ বক্তৃতাসফর তাঁর শরীর ও মনের দিক দিয়ে পীড়াদায়ক হলেও এই বিপুল জনসংযোগের সুযোগ তাঁর মনে নূতন সংকল্পের আকার নিয়েছে। 11 Oct [বুধ ২৫ আশ্বিন] লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে একটি দীর্ঘ পত্রে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> বক্তৃতার ঝড়ের মুখে সহর থেকে সহরে ঘুরে বেড়াচ্চি। আমার agent দুই পুরুষে এই কাজে নিযুক্ত— সে বলে, এতলোককে দিয়ে তারা বক্তৃতা করিয়েছে কিন্তু কখনো এমন লোকের ভিড় ওরা দেখেনি। জায়গার অভাবে লোক ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্চে ঠিক সময়েই বিধাতা আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে আমার আইডিয়া গভীর ভাবে কাজ করবে বলে বোধ হচ্চে। তাদের উৎসাহ দেখলে আমার আনন্দ হয়।...
>
> আমার পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর। সমস্ত সহ্য করচি এই মনে করে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্‌চে— ভবিষ্যত্বের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ যায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ। এইজন্যেই বিধাতা কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এই পশ্চিমের ঘাটে আমার নৌকো এনে ভিড়িয়েছেন আমার জীবনের এই অনপেক্ষিত ঘটনার মধ্যে তাঁর যে অভিপ্রায় আছে সে আমাকে গ্রহণ করতে হবে।[৯৩]

এইদিন রবীন্দ্রনাথ মেক্সিকো-সীমান্তের নিকট San Diego শহরে উপস্থিত হন ও San Diego Expositionএর প্রেসিডেন্ট জি.এস. ডেভিডসনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় তিনি Isis Theatre-এ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। San Diego *Union* [8 Oct]-এ George Wharton James লিখেছিলেন : 'Whether his audience agrees him on lecture last night or not, there can be no question that everyone will listen to all Tagore has to say with the keenest attention. ... San Diego will be made wiser and better for the presence and speech of this great, noble and good Oriental.' কিন্তু ভাষণের পর স্থানীয় কোনো প্রতিবেদন আমরা পাইনি। অনেক পরে নিউ ইয়র্কের *Dramatic Mirror* [28 Oct] সংবাদ দেয় : 'Sir Rabindranath Tagore ...appeared before a packed audience at the Isis Theatre Oct 11. Mme. Edna Darch sang two of the poet's own songs at the opening.' 'Feeding the Pigeons at the San Diego Exposition' পরিচয়-যুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটি ফোটোগ্রাফ *New York City Times* [19 Nov]-এ মুদ্রিত হয়।

12 Oct [বৃহ ২৬ আশ্বিন] লস এঞ্জেলেসে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ দুপুর দুটো পনেরো মিনিটে ট্রিনিটি অডিটোরিয়ামে দ্বিতীয় বারের মতো জনসমক্ষে আসেন। *Herald* [11 Oct] লিখেছিল : 'His program, to be given at Trinity auditorium at 2:15 o'clock will include many readings from "The Crescent Moon" and "Gitanjali" and as a special courtsey to the Los Angeles Club women, his group of short stories.' পিয়র্সন এইদিন রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : "The reading this afternoon was simply magnificent and the audience was spellbound, many of the ladies being moved to tears when your father read his short story "The Cabuliwallah". The poems from "The Crescent Moon" seem to be the most popular.' তিনি লিখেছেন, অনুষ্ঠানের পরে একটি তরুণী তার মায়ের সঙ্গে সাজঘরে এসে রবীন্দ্রনাথকে একটি গান শোনাতে চান; অনুমতি পেয়ে সুমিষ্ট কণ্ঠে একটি ফরাসি গান গেয়ে শোনান। 'Your father wished that he could teach her his Bengali songs, and urged me to run after her and offer her my hand in marriage! But it was too sudden a venture!!' রবীন্দ্রনাথ এইরূপ রসিকতা প্রায়ই করতেন, অনেকে তা ভুল বুঝে বিচিত্র গল্পের অবতারণা করেছেন!

এইদিনই রাত্রি আটটায় রবীন্দ্রনাথ Claremont-এর Pamora College-এ একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সংবাদ-সংবলিত কোনো কর্তিকা আমরা পাইনি। পিয়র্সনের ডায়ারিতে [Ms.275(c)] ও পন্ডের চিঠিতে শুধু খবরটি পাওয়া গেছে।

13 Oct পশ্চিম উপকূলের লস অ্যাঞ্জেলেস ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ মধ্য-আমেরিকার Utah রাজ্যের Salt Lake Cityর উদ্দেশে যাত্রা করে 14 Oct সেখানে পৌঁছন ও Hotel Utahতে আশ্রয় নেন। এইদিন রাত্রি আটটায় Tabernacle Groundএর অ্যাসেমব্লি হলে ব্যুরো অব্ লেকচার্স ও য়ুনিভার্সিটি অব্ উটা-র যৌথ উদ্যোগে তিনি 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। স্থানীয় *Telegram* [15 Oct] পত্রিকা লেখে :

Salt Lakers in large number had the opportunity to judge for themselves last night in the assembly hall on the temple grounds when Tagore delivered his lecture burning with ardor and fraught with profound thought. That the audience was drinking in every word of the renowned man of the East was evident, for scarcely a shuffle of a foot disturbed the quiet of the lecture site.

Tagore amply demonstrated his right to the title of being one of the keenest intellects of the age, and at the conclusion of his lecture he again demonstrated his right to the Nobel prize for poetry in three admirable excerpts from his works, works which are almost entirely prophetic in nature, which score the civilization of the West as it probably never has been scored before and which at the same time extends the deep sympathy of the East toward the West as it looks on the almost paternal pity at the "younger West" struggling with its uncontrolable elements.

শেষের বর্ণনাটি থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধপাঠের পর 'The Sunset of the Century' কবিতাটির প্রথম তিনটি অংশ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এইরূপ উল্লেখ এই প্রথম পাওয়া গেল, হয়তো এর কিছুকাল পূর্বেই নৈবেদ্য-এর কয়েকটি সনেট অবলম্বনে এগুলি রচিত হয়েছিল। আমরা আগেই বলেছি, *Stray Birds*-এর পাণ্ডুলিপি তিনি কয়েকদিন পূর্বে 7 Oct সান্তা বারবারা থেকে ব্রেটের কাছে প্রেরণ করেন। এইগুলি যে খাতায় লেখা হয়েছিল [Ms.77], তারই 31-32 পৃষ্ঠায় 'The Sunset of the Century' কবিতার খসড়াটি পাওয়া যায়।

অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও সাংবাদিকেরা রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি সমস্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। দুজন চতুর সাংবাদিক সল্ট লেকের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্ড সংগ্রহ করেন ও ফোনে কণ্ঠস্বর বদলে তাঁর সেক্রেটারি পিয়র্সনকে বলেন যে, তিনি [অর্থাৎ সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি] ও ব্রিটিশ ভাইস-কনসাল কবিকে তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চান। অনুমতি পেয়ে তাঁরা দেখা করতে এলে রবীন্দ্রনাথ তাদের বলেন : 'Since I have entered America I have learned something of the peculiarly aggressive reporter this nation has produced. I can barely keep them back. I do not mind telling you gentlemen, who, I perceive, are about to intercede for the two reporters who have been awaiting and annoying me downstairs, that they shall not come up here.' সাংবাদিকদ্বয় সততার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিও স্থানীয় *Telegram* [15 Oct] পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা কিছু তথ্য গোপনও করেছিলেন, সেটি ফাঁস করে দেন ড সুধীন্দ্র বসু :

The supposed Vice-consul was taken into Tagore's room. "Your lordship, I wish to ask—

That was enough for wiseman Pearson. "Pardon me," broke in Pearson, "but being a British vice-consul you may know that a knight is not addressed as your lordship. Can I help you any?" And he did. The masquerding reporter was promptly helped out of the room.[৯৪]

সম্ভবত আমেরিকান সাংবাদিক-সততার এই পরিচয় পেয়েই রবীন্দ্রনাথ *Detroit News* [10 Nov]-এর সংবাদদাতাকে বলেন :

I often wonder why some newspapers send men to see me at all when they would save time and trouble by simply putting a reporter down to a typewriter and letting him dream out what I might say. I say it is un-American inefficiency to go to a lot of trouble for an interview in which the only true thing is my name and the name of my hotel.

15 Oct রবীন্দ্রনাথ সল্ট লেক সিটি ত্যাগ করে কলোরাডো স্টেটের Denver শহর অভিমুখে যাত্রা করে পরদিন সেখানে উপস্থিত হন ও ব্রাউন প্যালেস হোটেলে ওঠেন। এই সময়ের কিছু বিবরণ রবীন্দ্রভবনের কর্তিকা-সংগ্রহে পাওয়া যায় না— এমন-কি যে-সংগ্রহ ব্যবহার করে মডার্ন রিভিয়্যু-তে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা-ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লিখিত হচ্ছিল সেখানেও এই কয়দিনের কর্তিকা নিশ্চয়ই ছিল না, কারণ সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত হঠাৎ সল্ট লেক সিটি থেকে রবীন্দ্রনাথকে শিকাগোয় উপস্থিত করেছে। সেইজন্য এই কয়দিনের বিবরণের জন্য আমাদের সুজিত মুখোপাধ্যায়ের *Passage to America* [p.212] বা পিয়র্সনের ডায়ারি ও পন্ডের পূর্বোল্লিখিত পত্রের উপর নির্ভর করতে হবে। অবশ্য এই প্রয়োজন পরেও মাঝেমাঝে দেখা দেবে।

উক্ত বিবরণগুলি থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 16 Oct সন্ধ্যায় ডেনভার-এ "The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন; 17 Oct Boulder-এ কলোরাডো য়ুনিভার্সিটিতে ও 18 Oct Colorado Springs-এ

সম্ভবত এই প্রবন্ধটিই তিনি পড়ে শোনান। শেষোক্ত দুটি বক্তৃতার উল্লেখ আছে পিয়র্সনের ডায়ারি ও পন্ডের চিঠিতে।

20 Oct [শুক্র ৩ কার্তিক] কলোরাডো স্টেটের Fortmorgan থেকে রবীন্দ্রনাথ শিকাগোয় শ্রীমতী মূডিকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান : 'Arriving Chicago by Burlington Route nine o'clock Friday Evening with Mr Pearson and a Student of Mine/ Tagore.'

উভয়েই এই সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। বহু আগে 20 Jan 1915 রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মূডিকে লিখেছিলেন : 'How would you have liked if on a bright summer morning we dropped in to see you at your home in Chicago bringing greetings from India?' এর পরেই প্রতীক্ষার শুরু। প্রথমে ঠিক হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ৭/৮ আগস্ট আমেরিকা পৌঁছবেন, কিন্তু পন্ডের পরামর্শে তারিখটি পিছিয়ে যায় সেপ্টেম্বরে। 18 Sep আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেই তিনি শ্রীমতী মূডিকে টেলিগ্রাম পাঠান, পরদিন লেখেন চিঠি। তিনি জানতেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীমতী মূডি পশ্চিম আমেরিকায় ছুটে আসতে পারেন— তাই 19 Sep-এর চিঠিতে লেখেন : 'Please do not think of moving.' পরেও 11 Oct লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে লেখেন : 'Please do not think of coming out to meet one and then rush about at the tail of a lecturing comet. I shall like to meet you at the quiet of your home and in the familiar surroundings.'

স্টেশনেই শ্রীমতী মূডি ও অন্যান্য বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। শিকাগোয় তিনি একটিমাত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু শিকাগোকে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী অনেকগুলি শহরে বক্তৃতা করে আসেন। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারও তিনি দিয়েছিলেন শিকাগোর কয়েকটি সংবাদপত্রে। 21 Oct San Francisco *Examiner* [22 Oct] পত্রিকার সংবাদদাতাকে কিপলিঙ সম্পর্কে বলেন : 'He is able to get only a superficial view of the country [India]. He is a man of great imagination and he knows that the readers of to-day like to be deluded and his imaginative poetry satisfies the people, though it teaches them nothing of India. ...I might as well try to write an American story as Kipling to write Indian stories.' 22 Oct Chicago *Examiner* 'Greed to Cause Wars in Future, Seer Predicts'-শীর্ষক একটি সাক্ষাৎকারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে লেখে : 'Sir Rabindranath believes the schools of the United States to be the best in the world. "You are aggressive and are experimenting constantly toward improvement," he explained. "Traditions are not interfering with your progress." ভারতের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : 'India some day will become a republic, he predicted, but added that this change is generations distant. War for freedom is too expensive for India during the present generation'. Chicago *Tribune*কে দেওয়া সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় 29 Oct; সম্ভবত ইনি একজন মহিলা সাংবাদিক। শ্রীমতী মুডির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল : Rabindranath Tagore will always be one of the memorable men of the world to me.' শিল্পিদের আঁকা খ্রিস্টের সঙ্গে সাদৃশ্য ছাড়াও বেদনা ও করুণায় ভরা তাঁর চোখ দুটি দেখে 'He seemed to me a man who had really found out what life is all about, a man whose ideals had gone through the fire

of a long life and had been converted into pure gold by the process.' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, আমেরিকান সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু না জানলেও এমার্সন ও হুইটম্যানের মতো ক্লাসিক কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, হুইটম্যানকে ক্লাসিক কবি মনে করা হয় না জেনে তিনি বিস্মিত হন। *Gitanjali*কে তিনি ফ্রি ভার্স না বলে 'rhythmical English' বলাই পছন্দ করেন। কবিতাগুলিতে বাইবেলের Psalms of David-এর প্রভাব কতটা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন : 'The Bible I have never read. ...I tried to read. The first two books I tried. They were so— so— violent. I could not. I have heard that the Psalms are very beautiful. I must read them.' অতঃপর মানবহৃদয়ে একদিন বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার আবির্ভাব হবে এই আশার বাণী তাঁর মুখে শুনে 'I felt with a feeling almost of benediction.' বলা বাহুল্য, অন্যান্য বহু পত্রিকায় এই সাক্ষাৎকারগুলি পুনরুদ্ধৃত হয়। *Chicago Herald* [22 Oct]-এর একটি মন্তব্যও বহুল প্রচারিত হয় : 'Despite his Nobel Prize and recent knighting by the English King, he is, still plain Mr. Tagore.'

24 Oct শিকাগোয় তাঁর বক্তৃতা করার কথা ছিল, তার আগে কয়েকদিন শ্রীমতী মূডির বাড়িতে তিনি বিশ্রামের সুখ উপভোগ করেন। এই সুযোগে দেশে কয়েকটি চিঠিও লেখেন। 22 Oct [৫ কার্তিক] মীরা দেবীকে লিখেছেন :

সুরুলের বাড়িটা তোদের দেবার জন্যে রথীকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েচি। ঐখানে তোদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরকন্না ফেঁদে বসবি, আমি গিয়ে দেখবো। ...আমার জন্যে তেতালার ঘরটা রেখে দিস, যখন দেশে ফিরে যাব ঐখানে তোদের সঙ্গে জমিয়ে বসে খোকা আর খুকিকে নিয়ে আমার দিন কাটবে। বেশ বুঝতে পারছি আমার এই শেষ বয়সে তোর খুকীর প্রেমে গীতিকাব্যের ডুবজলে আমাকে আর একবার ঝাঁপ দিতে হবে। তাকে দেখবার জন্যে আমার মনটা ব্যাকুল আছে।[৯৫]

জামাতা নগেন্দ্রনাথ স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাকুরির সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। ৬ কার্তিক [23 Oct] সুরুলের বাড়ির কথা তাঁকেও জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

বিধাতা তোমার জীবনের ক্ষেত্র ঐখানেই টেনে আন্‌চেন। অন্যত্র তুমি যে নিরাশ হয়েচ সে তোমার পক্ষে ভালই হয়েচে। সত্যের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ— মাথা হেঁট করে তাঁর দরবারে ঢুকতে হয়— বারবার মাথা ঠুকে ঠুকে তবেই সে কথা আমরা বুঝতে পারি এবং নম্র হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে শিখি। যতক্ষণ আত্মাভিমান থাকে ততক্ষণই আমাদের আত্মোৎসর্গের পূজার ফুলে কাঁটা থেকে যায়। এ কথা তুমি মনে নিশ্চয় জেনো শান্তিনিকেতনের কাজেই তোমাকে সম্পূর্ণ আত্মদান করতে হবে নইলে কখনই সুরুলে তোমার অধিকার জন্মাবে না।[৯৬]

বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমদারঞ্জন ঘোষ সাংসারিক প্রয়োজনে আশ্রম পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়ে একই দিনে যে পত্র লেখেন তাতেও আশার সুর দুর্লক্ষ্য নয় : 'আপনার স্থান পূরণ করা আর কোনো শিক্ষকের দ্বারা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। এই কারণে, আশ্রমে পুনর্বার আপনার ফিরিয়া আসার প্রত্যাশা আমি কোনোদিন ত্যাগ করিতে পারিব না।'[৯৭] নগেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ ও আশা বিফল হয়েছিল, কিন্তু প্রমদারঞ্জন পুনর্বার আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন।

শ্রীমতী সেমূর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য রবিবার 22 Oct আরবানা থেকে শিকাগোয় আসেন। পিয়র্সন 28 Oct রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Mrs. Seymour who came over to Chicago for Sunday also told me how well she thought your father looking.' ঘরোয়া আসরে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুটি নাটক পড়ে শুনিয়েছিলেন, তথ্যটি জানা যায় 8 Nov তাকে লেখা শ্রীমতী সেমূরের চিঠি থেকে : 'The drama Sacrifice,

which you read on Sunday also compels to silence. ... Perhaps I can tell you how thrilling is the perfection of the Sannyasi drama.'

শিকাগোর অরকেস্ট্রা হলে রবীন্দ্রনাথ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন 24 Oct [মঙ্গল ৭ কার্তিক] সন্ধ্যায়। *Chicago Herald* [25 Oct]-এ Richard Henry Little লেখেন : 'In a robe of whites with sorrow for his own beloved India written deeply in his face, Sir Rabindranath Tagore held spellbound last night an audience that filled Orchestra Hall.' *Milwaukee Joumal* [26 Oct] জানায়, সেখানে বারোশ লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী মুডি কিছুদিন পরে বান্ধবী Alice Corbin Hendersonকে এই বক্তৃতা সম্পর্কে লেখেন :

His manner of delivery and the fervor with which he presents his ideas give him a kind of domination over his hearers that you would imagine Joan of Arc would have. I have been feeling that only a prophet walking through the various involved countries of Europe and speaking a divine word could avail to break up the war. I never had thought of Mr. Tagore in this connection, but when I saw what he was able to do I thought that he might be able to do even this great thing.[৯৮]

রবীন্দ্রনাথ 24 Oct রাত্রেই শিকাগো ত্যাগ করে lowa Cityর উদ্দেশে যাত্রা করেন, *Chicago Examiner* [25 Oct] লেখে : 'He left last night to complete a tour of the world, lecturing on his creed of individuality.' University of lowaর অধ্যাপক ড সুধীন্দ্র বসু তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য West Liberty স্টেশনে এসে মিলিত হন, রবীন্দ্রনাথ তখন A.E [George Russel]-র *Imagination and Reveries* গ্রন্থটি পড়ছেন। পথে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন, তার বিবরণ ড বসুর 'Sir Rabindranath Tagore at the State University of Iowa' [*The Modern Review*, Feb 1917/ 216-20] প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। ট্রেন আইওয়া সিটিতে পৌছলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে রাজনীতি-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক Benjamin E. Shambaugh ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক Edwin D. Starbuckতাঁকে অভ্যর্থনা করে শহরের প্রধান হোটেলে নিয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে প্রচারকার্য চলছিল কয়েকদিন ধরে। Senate Board on University Lecturesএর সভাপতি Dr. Shambaugh প্রেস-বিজ্ঞপ্তি দেন :

The coming of Sir Rabindranath Tagore to Iowa City will be one of the notable events in the history of the State University. ...He comes from the Orient, but his message of unity and harmony in the life of humanity is for the whole world. The privilege of seeing and hearing this really great man comes to our students as an opportunity of a lifetime.

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট Dr. W.A. Jessupও অনুরূপ আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথকে জানার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ মেটানোর জন্য কয়েকজন অধ্যাপক ভাষণও দেন, ড সুধীন্দ্র বসুর ভাষণের বিষয় ছিল 'Personality of Tagore'।

কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল, তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ভোজসভার আয়োজন করার; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আপত্তিতে ড বসু তাঁর হোটেলেই নিভৃত ডিনারে তাঁকে আপ্যায়িত করেন।

26 Oct [বৃহ ৯ কার্তিক] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি ও 'The Sunset of the Century' কবিতাটির তিনটি স্তবক পাঠ করেন। ড বসু লিখেছেন :

Tagore's address at lowa was one of the radiant intelligence; it will easily be remembered as one of the very highest intellectual feats of the university year. ...A lady who had been to the Passion Play of Obermmergau told me that in his noble gentle dignity, in his generous outburst of righteous indignition, and in his consuming fire of religious ardor, Rabindranath Tagore came nearer resembling the spirit of Christ than did Anton Lang who thrice portrayed the role of Christus.

বক্তৃতা সম্পর্কে একটি ছাত্রের মন্তব্য ড বসু উল্লেখ করেছেন : 'I thought that the Hindus were a bunch of people who needed to be taught; but now comes a Hindu who can really teach us Americans.'

সেই রাত্রেই রবীন্দ্রনাথ শিকাগো রওনা হন; পিয়র্সন 28 Oct রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'At lowa City we were met by Dr Sudhindra Bose... He was very kind to us and came with us to the station after midnight to see us off for Chicago.'

শিকাগোয় ফিরে রবীন্দ্রনাথ 28 Oct Wisconsin স্টেটের Appleton শহরে গিয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ভাষণের বিষয়বস্তু বা বিবরণ কিছুই জানা যায়নি, এর উল্লেখ পাওয়া যায় পন্ডের পাঠানো হিসাবে। এখানকার Sherman European হোটেল থেকে পিয়র্সন এদিন রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'He is still having trouble with his left ear and is going to consult a Homeopathic doctor in Chicago which I hope will prove beneficient.' 29 Oct শিকাগোয় ফিরে ডাক্তারকে দেখানোর কথা লিখেছেন 31 Oct Indianapolis-এর Claypool Hotel থেকে : 'Yesterday [29 Oct] your father went to consult the Homeopathic doctor about his ear, and he was examined by a Homeopath ear specialist. This man reported to the other doctor and he will see your father again in two days.' কানের এই রোগ অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথকে কষ্ট দিয়েছে ও হয়তো এরই পরিণামে 1937-এ তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

29 Oct [রবি ১২ কার্তিক] শিকাগোয় রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন, সেই খবর পাওয়া যায় পিয়র্সনের চিঠিতে : 'We had a very pleasant evening at Dr. Lewis's house on Sunday and met quite a number of Bengali students which was very refreshing. We heard Mischa Elman in the afternoon but I thought he was rather disappointing.' Mischa Elman একজন বিখ্যাত বেহালা-বাদক, তখন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে সংগীত পরিবেশন করছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 30 Oct [সোম ১৩ কার্তিক] দুপুরে ইন্ডিয়ানা স্টেটের ইন্ডিয়ানাপোলিস শহরে পৌঁছন ও সেইদিনই রাত্রি ৮-৩০টায় Claypool Hotel-এর Riley Room-এ 'The World of Personality' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল Mrs. Ona B. Talbot-এর Fine Arts Association। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ এখানেই প্রথম পাঠ করলেন, কিন্তু পরিস্থিতি যে অনুকূল ছিল না সেকথা পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন পূর্বোক্ত চিঠিতে : 'Last night we had the lecture in the ball room of the hotel and it was

not at all a good place for speaking in. The result was that your father was very much exhausted by his effort. He is better today but not much rested.' এই চিঠিতেই তিনি পরবর্তী ভ্রমণসূচি জানিয়েছেন : 'We go on to Chicago this afternoon, taking Richmand and Terre Haute on the way.' ইন্ডিয়ানা রাজ্যের এই দুটি শহরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের কথা অন্য কোনো সূত্রে জানা যায় না, পন্ডের হিসাবে দেখা যায়, তিনি 31 Oct Terre Haute-তে এবং 1 Nov Richmond-এ বক্তৃতা করেন। 2 Nov শিকাগোয় কোনো বক্তৃতার খবর কর্তিকা-সংগ্রহে নেই, কিন্তু পন্ডের হিসাবে দেখা যায়, তিনি বক্তৃতার আয় থেকে আশি ডলার কমিশন নিয়েছেন।

4 Nov [শনি ১৮ কার্তিক] রাত্রে Little Theatre Group-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ উইস্‌কন্‌সিন্‌ স্টেটের Milwaukee-র Pabst Theatre-এ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অনুষ্ঠানটিকে সফল করার জন্য অধিবাসীদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। স্থানীয় *Sentinel* [22 Oct] পত্রিকা লেখে : 'he will be lionized by Milwaukee just as he is being lionized in other cities during his American trip. This is shown by the fact that club presidents, leaders of society and faculty members of prominent educational institutions are preparing to receive Tagore in a manner that will not cause Milwaukee to suffer in comparison with the hospitality accorded the oriental seer in other communities where he is appearing.' লিট্‌ল্‌ থিয়েটারের নির্দেশিকা Mrs. Arthur Gallun ও Mrs. Edith Adams Stewart 24 Oct শিকাগোয় বক্তৃতার দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাও করেন।

শ্রীমতী স্টুয়ার্ট সভার সূচনা করলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব্‌ স্কুল্‌স্‌ Milton C. Potter বক্তার পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করার আগে তরুণ Richard Davies তিনটি রবীন্দ্র-কবিতা গেয়ে শোনান। *Sentinel* [5 Nov] লেখে: 'Tagore had for audiences one of the biggest lecturë crowds that had been brought together in Milwaukee for several seasons. Every seat in the main floor and the balcony of the Pabst theatre was filled; about half of the gallery seats were sold.'

শ্রীমতী সেমূর এই বক্তৃতানুষ্ঠানে উপস্থিত হন। প্রবন্ধটির বিষয়ে তিনি 8 Nov রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'You have not thought it strange that we did not say more about the Milwaukee lecture. It silenced us all. ... Your coming is like the shining forth of the sun again in troubled time of storm and flood. You teach us, that revelation never ceases, and that, in time of need, God sends his messenger of light and love.' এই প্রশস্তিকে নিছক একজন ভক্তের উচ্ছ্বাস বলে গণ্য করা ভুল, একই ধরনের মন্তব্য নিঃসম্পর্কিত সাংবাদিকের লেখনী থেকেও উৎসারিত হয়েছে।

এইদিন একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, *Milwaukee Wisconsin* [6 Nov] কেবল খবরটি পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয়েছে : 'Rabindranath Tagore ...received Mme. Montessori at the Hotel Pfister late in the afternoon and the interview between the two famous educators was full of interest. Others who were present were Mrs. William Vaughn Moody, who came up from Chicago; M.C. Potter, ...Mrs. James A. Stewart, ...Mrs. Helen Haight and others.' ডাঃ মারিয়া মন্তেসরি [1870-1952] 8 Jan 1926 এই সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Having

had the honor of knowing you personally, I had kept our meeting always fresh in my mind and in my heart and I have very often spoken about you.[৯৯] ইনি শান্তিনিকেতনেও এসেছিলেন।

6 Nov [সোম ২০ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ Kentucky স্টেটের Louisville-এ Mrs. Ona Talbot-এর Fine Arts Association-এর ব্যবস্থাপনায় Macaulay's Theatre-এ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মিলবৌকির মতো এখানেও তাঁর আগমনের আগেই সংবাদপত্রগুলি প্রচুর পরিমাণে খবর ছাপতে থাকে। অবশ্য তাঁর ভাষণের প্রতিক্রিয়া হয় মিশ্র ধরনের, যা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে *Post* [7 Nov]-এর প্রতিবেদনে : 'The audience received the lecture with evidently divided feelings. At the conclusion of the lecture itself there was no applause; some remained silent because they had not been interested and others because their interest had been so keen that they did not care to interrupt it with applause. After the lecture the poet-read some of his translations of his own work from the Bengali, and these were received with applauses from everyone.' উল্লিখিত শেষোক্ত শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে 'E.A.J.'-লিখিত *Herald* [8 Nov]-এর প্রতিবেদনে, যার শিরোনামে 'Orient and Occident Meet in Tagore's Wonderful Talk':

It was an audience unusually representative. It was, beyond that, an audience of exceptional, of tense and earnest attention. And, most of all, it hesitated to disturb with applause, utterances so strangely poetic, philosophic, and of the day....

The Poet who is a Philosopher is not frequently met. The Poet who is a man of politics and affairs, that is Hugo and— how hard to keep away from him— it is Kipling, too. But these were men essentially practical and, one might almost say, commercial. Tagore is practical because he is human, real, virile, vibrant. Commercial, he is not.

We do not regret it. His indignation burns. His wrath sears. His sense of the unseemly and the scandalous is a benediction for the sole reason that it is conviction. How paltry are the things we tolerate. How dirty. It is refreshing to meet this manly man of an outside world very near to us and more valuable, by far, than it is near.

এইখানেই রবীন্দ্র-বাণীর সার্থকতা। তাঁর 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি প্রথম থেকেই তীব্রভাবে সমালোচিত হচ্ছিল— কিন্তু আরও কতকগুলি তুলনামূলকভাবে নিরীহ প্রবন্ধ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তিনি এই প্রবন্ধটিই বারবার বিভিন্ন শহরে পাঠ করেছেন, নানা সাক্ষাৎকারে মার্কিনী জীবনযাত্রার সমালোচনা করেছেন বিরূপতার আশঙ্কা মাথায় রেখেই। তার কারণ, তাঁর বলবার মতো কিছু কথা ছিল— আর ফলনিরপেক্ষভাবে তিনি তা নির্ভীকচিত্তে বলে গেছেন; অল্প হলেও কিছু লোককে তা স্পর্শও করেছে। E.A.J.-ও সেকথা লিখেছেন : 'Tagore insists that his audiences think. It is an unusual demand. Nor are we quite sure that they met it.' এই প্রসঙ্গে আমরা পুনরায় স্মরণ করতে পারি *Seattle Post-Intelligence* [26

Sep]-এর মন্তব্য : 'Tagore is not an entertainer. He is here to say something and he has something to say. He will leave his impress on the thought of our country.'

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের প্রতিক্রিয়া পিয়র্সন ব্যাখ্যা করেন 11 Nov অ্যান্ডরুজের কাছে লেখা একটি পত্রে :

The Presidential election has been the great excitement of the last few days. The fact that California has gone over to Wilson and thereby won his election has surprised everybody. None seems to think of the explanation which occurs to me, namely that for six weeks before the Election Gurudev was giving his address on "The Cult of Nationalism" in every big city in California! The night before the election a strong supporter of Hughes heard his address at Louisville and voted for Wilson!'

যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য রিপাবলিকান দলের প্রার্থী Charles Evans Hughes প্রচার চালাচ্ছিলেন, ডেমোক্রাট প্রেসিডেন্ট উইলসনের নীতি ছিল অন্যরকম। উইলসনের জয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার বিবরন দিয়েছে *New York City Sun* [19 Nov]: 'He was glad the President was reelected because he considers Mr. Wilson an idealist. The poet has read and enjoyed several of his speeches and books.' এই কারণেই তিনি *Nationalism* বইটি তাঁকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন।

Louisville-এর আর-একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ পিয়র্সন করেছেন এই পত্রে :

At Louisville we met such a kind widow lady whose interest I have tried to enlist in the Hospital Fund. ... There are two other ladies who came in with her the morning after the lecture seeking real spiritual help and it was beautiful to see how Gurudev responded and how refreshed he was after talking to them for an hour. It was almost like Karuizawa and the ladies were so grateful they could hardly speak.

Louisville থেকে রবীন্দ্রনাথ Tennessee স্টেটের Nashville রওনা হন। ট্রেনে ও পরে ডিনারের টেবিলে *Nashville Banner*এর এক সংবাদদাতা তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। তাঁর লেখায় [8 Nov] অবশ্য শুধুই মুগ্ধতা : 'The East and the West could never have met under conditions more typical of the two hemispheres than at the present, when the figure of Tagore, moves with silent majesty, through the noise and confusion of presidential election times in the United States.'

ন্যাশভিলে রবীন্দ্রনাথ Hotel Hermitage-এ ওঠেন ও 8 Nov [বুধ ২২ কার্তিক] Centennial club-এর উদ্যোগে Vendome Theatre-এ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তার আগে বিকেল পাঁচটায় তাঁর শিক্ষাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন। *Banner* [9 Nov] লেখে :

It was a company of congenial selection, and they listened with keen and close interest as Sir Rabindranath told in an intimate and colourful way of the school, which is operated rather

"through want of system than any particular method", he said, smiling. His principles of education do not embrace set curriculum or plans of grading and examination.

এইদিনই রাত্রে রবীন্দ্রনাথ Ohio স্টেটের Cincinnati-র উদ্দেশে যাত্রা করেন ও সেখানে Hotel Gibson-এ ওঠেন। 9 Nov এই হোটেলের বলরুমেই তাঁর অনুষ্ঠানের কথা ছিল, সেটি স্থানান্তরিত হয় Lyric Theatre-এ, যেখানে ড্রামা লীগের উদ্যোগে তিনি নিজের রচনা থেকে পাঠ করেন।

পরদিন 10 Nov [শুক্র ২৪ কার্তিক] তিনি Michigan স্টেটের বিখ্যাত শিল্পনগরী Detroit-এ আসেন ও সন্ধ্যায় Mrs. James L, Hand-এর সভানেত্রীত্বে গঠিত 'টেগোর কমিটি'র উদ্যোগে Salvation Army Rescue Home-এর সাহায্যার্থে বোর্ড অব্ কমার্স অডিটোরিয়ামে "The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন 'to an audience that filled it to capacity and in which Detroit's exclusive society was well represented.' 11 Nov Hotel Pontchartrain থেকে পিয়ার্সন রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

We arrived here yesterday morning and were met at the station by Bankim [Chandra Roy]....

Last night your father was in splendid form and spoke with great force to a crowded and enthusiastic audience.

Sister Christina (Christine) was there and also Mr. Alexander, a friend of Nagen's who used to live up at the Ram Krishna Mission at Almora.

We hope that a meeting may be arranged while we were here between Mr. Ford and your father.

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র রায় তখন ডেট্রয়েটে বিখ্যাত মোটরগাড়ি-নির্মাতা হেনরি ফোর্ডের [1863-1947] কারখানায় শিক্ষানবিশ ছিলেন। সম্ভবত তাঁরই উদ্যোগে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। পরে *New York City Mail* [21 Nov]-এ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত 'America As I See It' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

I talked with Henry Ford about foreign exploitation and the oppression of weaker people. Mr. Ford is a friend of mine. I think he is an idealist and I admire his attempting and solving a great problem of humanity in business. But when I introduced the subject of foreign oppression, of your treatment of Asiatics, I do not think I made him understand.

ডেট্রয়েটের পত্রিকাগুলি সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের প্রশংসা করে। Free Press [13 Nov] 'A Profound Message'-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে লেখে : 'The Board of Commerce audience heard the most profound analysis of life and of the mechanism of commerce, of organized society and of Government that any modern ears have heard. The Rousseaus, the Jeffersons, the Karl Marxes, the Bryces and the Wilsons seem superficial in the presence of this swarthy analyst.' কিন্তু এই সম্পাদকীয় পাঠ করেই L.P. Moyle-নামক একজন ডেট্রয়েট-বাসী সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন : 'Thank you for the virile stand you take against such sickly saccharine mental poison

with which that Tagore would corrupt the minds of the youth of our great United States'— পত্রিকাটি 'Dislikes Tagore's Ideas/ This Citizen Considers Them Very Poisonous' [16 Nov] শিরোনাম দিয়ে পত্রটি প্রকাশ করে।

12 Nov [রবি ২৬ কার্তিক] ডেট্রয়েটে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি ভাষণ দেন। *Tribune* [12 Nov] জানায় : 'Sir Rabindranath Tagore ...will deliver an unscheduled lecture in Detroit, before departing for Cleveland Monday. This will be Sunday evening at the First Congregational Unitarian church; Woodward avenue and Edmund place. The famous poet accepted a special invitation of the pastor, Rev. Eugene R. Shippen. He was a dinner guest at the latter's home, 100 Eliot Street, Saturday evening.' *News* [13 Nov]-এর মতে, 'The house was filled to its capacity.' *Tribune* [? 12 Nov] তাঁর ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছে : 'I don't know your world. I have seen your bedrooms, your dining rooms, and your outward life. You seem so engaged in producing so many things. Your actions so meaningless. What your aspirations are, I know not. I know not what are your ideals in life. Life in the open air, under the sky, close to nature, makes one meditate. All should attempt to get in communion with nature to solve the meaning of their own existence.' এই ভাষণের অন্তর্নিহিত বেদনার সুরটি ধ্বনিত হয়েছে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পিয়র্সনের পত্রে [12 Nov] : '...both Gurudev and I feel starved for the personal human touch of friends' কিংবা অ্যান্ডরুজকে লেখা পুর্বোল্লিখিত চিঠিতে: 'Here Gurudev is very happy to have Bankim Roy with him. It is such a relief to him to have anyone who takes his mind back to Shantiniketan, and he talks for hours with him.'

রবীন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে শরীরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এইসময়ে তাঁর শরীর নিয়ে চিন্তার কারণও ঘটছিল, অবশ্য তার প্রধান কারণ ছিল নিরন্তর ভ্রমণ ও ভাষণদি। 9 Nov পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

> I was a little anxious about him once or twice as he got so utterly exhausted after his lectures, but he came to the conclusion that his weakness was owing to deficient diet and he was started taking fish and meat, with the immediate result that he is feeling ever so much stronger and does not get overtired after his lectures.

কিন্তু মানসিক অশান্তি ছিল-ই, ফলে নিউ ইয়র্ক সফরের পরই তিনি অধিকাংশ কর্মসূচি বাতিল করার কথা ঘোষণা করেন।

পিয়র্সনের চিঠিতে যে 'Hospital Fund'-এর উল্লেখ আমরা পেয়েছি, তার কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে ছাত্র-শিক্ষকদের চিকিৎসার মোটামুটি একটি আয়োজন ছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। পিয়র্সন ছিলেন সেবাব্রতী, ছাত্রদের অসুখের সময়ে তাঁর অক্লান্ত সেবাযত্নের কথা অনেকেরই স্মৃতিকথায় বর্ণিত হয়েছে। যাদব নামে দশ-এগারো বছরের একটি বালককে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা

হয়েছিল, কিন্তু তা বুঝতে পেরে বালকটি এত অস্থির হয়ে পড়ে যে সেই চেষ্টা বাতিল করতে হয়। তার মৃত্যু হয় আশ্রমেই [10 Apr 1915]; পিয়র্সন লিখেছেন : 'An hour or two before he died I was sitting by his side and he said in Bengali in a voice weak and full of pathos, "The flower will not blossom." I whispered to him, "Don't be afraid, for the flower will blossom." এই প্রতিশ্রুতি পিয়র্সনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল শান্তিনিকেতনে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী হয়ে আমেরিকায় এসে তিনি নানা উপায়ে এই কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন, তার মধ্যে প্রধান একটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ফোটোগ্রাফ বক্তৃতাসভায় দর্শক-শ্রোতাদের কাছে বিক্রয় করা। এ ব্যাপারে শ্রীমতী মুডির সাহায্যও তিনি নিয়েছিলেন; 31 Oct শ্রীমতী মুডি তাঁকে লেখেন : 'I have sold all the photographs at Five Dollars apiece, which makes Seventy Dollars. I have subtracted from that the Fourteen which I paid Mr. Crowther, which would leave Fifty-six for the photographs, and have sold Four Dollars worth of book-marks— little ones, at fifty cents each —which makes a total of Sixty Dollars, for which I enclose a check.' সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা'র যে অনুবাদ পিয়র্সন করেছিলেন, শান্তিনিকেতন-বিষয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সহ বইটি *Shantiniketan : The Bolpur School of Rabindranath Tagore* নামে ব্রেট প্রকাশ করতে রাজি হলে 6 Nov পিয়র্সন তাঁকে লেখেন : 'The proceeds from the sale of this book will be devoted to a fund for building a new Hospital at the Shantiniketan School./ I want the above words printed on the paper cover of the volume "Shantiniketan". তিনি আরও লেখেন : "Mr Pond has told me of your kind offer to let us have copies of the book for sale in connection with Mr Tagore's lectures at a discount of 45%. This will help our fund very materially I am sure, and I shall be only too glad to act as salesman.' বইটি প্রকাশিত হয় 22 Nov [বুধ ৭ অগ্র], কিন্তু আমাদের দেখা কপিতে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি নেই। তাহলেও হাসপাতালের জন্য পিয়র্সন যে বেশ-কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তা জানা যায় 11 Nov রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে : 'We have also got over Rs. 1000 towards the Hospital Fund, and are aiming at a big sum for a new Hospital Building.' পিয়র্সনের এই আন্তরিক আগ্রহকে সম্মান দিয়ে পরে হাসপাতালটি তাঁরই নামে চিহ্নিত হয়।

Detroit *Tribune* [12 Nov] জানিয়েছিল, সোমবার [13 Nov] ওহিও স্টেটের Cleveland-এর উদ্দেশে যাত্রা করার আগে রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ইউনিটেরিয়ান চার্চে একটি বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছিল, আমরা তার বিবরণও দিয়েছি। কিন্তু পন্ডের চিঠিতে দেখা যায়, তিনি 12 Noy নিউ ইয়র্ক স্টেটের Buffalo-তে ও 13 Nov পেনসিলভেনিয়া স্টেটের Pittsburg-এর বক্তৃতার জন্য যথাক্রমে ১৪৩.৪০ ও ১৫৯.০৯ ডলার কমিশন গ্রহণ করেছেন— এর যাথার্থ্য অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Twentieth Century Club-এর আহ্বানে 14 Nov [মঙ্গল ২৮ কার্তিক] ক্লিভল্যান্ডে এসে রবীন্দ্রনাথ Hotel Statler-এ ওঠেন। ড সুজিত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি এইদিনই উক্ত ক্লাবে 'The World of Personality' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।[১০০] 15 Nov Minneapolis *Eve Tribune* [15 Nov] ব্যাঙ্গ করে লেখে: 'In the opinion of many people, the much over-praised Hindoo poet,

Sir Rabindranath Tagore, who appeared privately in Cleveland, giving a scolding to the Twentieth Century Club on Tuesday evening, at about $700 per scold, is an excellent press agent for himself as a playwright.' পত্রিকাটি তাঁকে 'the best business man who ever came to us out of India' আখ্যায় ভূষিত করে। কিন্তু Detroit *Journal* [15 Nov] লেখে : 'Cleveland welcomes a great visitor today. Sir Rabindranath Tagore... will be guest tonight of the Twentieth Century Club at the home of Mr. and Mrs. John L. Severance, 3616 Mayfield road, Cleveland Heights.... His subject tonight will be "The World and Personality"[sic].' 16 Nov New York *Mail*-এর বিবরণ 15 Nov তারিখটিকেই নির্দিষ্ট করে ['to talk last evening']। Grace Goulder-লিখিত এই বিবরণটি 15 Nov বিকেলে হোটেলে নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার, যাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'You don't seem to have soul. You make things— gigantic things in your factories— but you have only time for the baser part of human nature.' কিন্তু এই পরুষ বাক্যেও লেখিকা ক্ষুন্ন হননি; তিনি লিখেছেন :

But this tender soul, filled full of love that is all including, holds a hope for the same America he condemns. Although he admits America making him suffer, he comes to her because he says he has to. He did not come to entertain nor even to read poems, he will tell you. He brings the message of the east.

And if the west, our west, will hear the east, and if the east, his east will but listen to the west, the world will be resurrected, this sage believes. And here is where his optimistic feeling for America comes in.

পন্ডের হিসাব এখানেও আমাদের কিছুটা সংশয়ান্বিত করে তুলেছে; তিনি 14 Nov ওহিও স্টেটের ক্লিভল্যান্ড ও কলম্বাস-এ রবীন্দ্রনাথের দুটি বক্তৃতা বাবদ যথাক্রমে ১২০ ও ১০০ ডলার কমিশন গ্রহণের কথা লিখেছেন— কিন্তু ক্লিভল্যান্ডের ভাষণটি দেওয়া হয়েছিল 15 Nov ও কলম্বাস-এ কোনো ভাষণ দেওয়ার কথা জানা যায়নি। পক্ষান্তরে মিচিগান স্টেটের Grand Rapids *News* [17 Oct] সুনির্দিষ্টভাবেই জানিয়েছিল : 'Rabindranath Tagore ...is coming to Ann Arbor November 15 to lecture under the auspices of the University Oratorical association'. Ann Arbor ক্লিভল্যান্ডের নিকটতর।

পন্ডের পত্রে 16 Nov ক্লিভল্যান্ডে বক্তৃতা বাবদ কমিশন হিসেবে ১৫০ ডলারের একটি অঙ্ক দেখা যায়— যার কোনো বিবরণ আমরা পাইনি। আবার ড সুজিত মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন : 'Toledo, Ohio —spent day (November 17)'[৯৬], তখন সেটিকে তথ্যসম্মত করার উপযোগী কোনো সংবাদ-কর্তিকা আমাদের চোখে পড়ে না।* অনুরূপভাবে পন্ডের 18 Nov Oberlin [Ohio]-এর ভাষণ বাবদ ৭০ ডলারের কমিশন নেওয়া বিষয়েও তথ্যাভাব আছে।

যাই হোক, 18 Nov [শনি ৩ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কে পৌঁছন। ঘটনাটির নাটকীয় বর্ণনা দিয়েছে New York City *World* [19 Nov] : 'Travellers in the Grand Central Terminal late yesterday

afternoon stopped in astonishment to watch the unusual sight of a tall, dignified man, dressed in a long dark red gown and square turban, who came from one of the trains. It was Sir Rabindranath Tagore.' রবীন্দ্রনাথ এখানে হোটেলে না উঠে ৫৩৫ পার্ক অ্যাভিনিউ-তে অবস্থিত Dr. E.w. Paterson-এর বাড়িতে ওঠেন। এই ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীমতী মুডি। তিনি 31 Oct এই ঠিকানা থেকেই পিয়র্সনকে লিখেছিলেন :

... I want you and him to feel absolutely free to do whatever you think is best, even if it should involve the decision to go to a hotel instead of coming to us....

I promised you not make any social engagements of any kind for Sir Rabindranath without his express permission, and I shall not.

Before your letter came, I had already arranged a complete separate household for you. You are to have all your meals, including dinner, in your own apartment, coming to dinner with us only occasionally, and when you feel like it. There will be many an evening when the poet will long for solitude after the crowded days he is sure to have in New York. I have an excellent woman who is a good cook and a good manager, who is to devote all her time to you. It will be as if you had taken a furnished apartment and a servant of your own for the time of your visit here.

I suggest that at any rate you come and try it, and if you still find yourselves hampered in any way, you can always make some new arrangement. I think you know that Dr. Paterson and I both understand entirely, how much the freedom of solitude is necessary to a sensitive being like the one for whose comfort we are trying to provide.

The little flat does not look as unattractive as I thought it would. There is room enough for Mukul too, if you like to bring him, and you need have no anxieties about the vegetarian diet, that will be easily arranged.[১০১]

রবীন্দ্রনাথের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য শ্রীমতী মুডির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে— তাঁর মধ্যে মাতা ও বন্ধুর আশ্চর্য সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। অথচ তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখেছিলেন, আমেরিকান সাংবাদিকদের সর্বত্রগামী অনুসন্ধিৎসা তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনতে পারেনি— কেবল শিকাগোয় তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের খবরটি ছাড়া।

মুকুলচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ শিকাগোতেই রেখে এসেছিলেন তাঁর চিত্রশিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য। এচিং-এ তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা লক্ষ্য করে সেখানে James Blanding Sloan, Roi Patridge ও Mrs. Bertha E. Jacques-এর কাছে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ১০ কার্তিক [28 Oct] রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখেছিলেন :

মুকুল সিকাগোতে একটা স্টুডিয়োতে ভর্তি হয়েচে। Etching শিখচে। Etchingএ ওর একটু স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। পিয়ার্সন ওর দুই একটা এচিং লণ্ডনে Muirhead Boneএর কাছে পাঠিয়েছিলেন— তিনি খুব উৎসাহ দিয়ে প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন। ও যদি ভালরকম করে এচিং শিখে যায় তাহলে আমাদের দেশের পক্ষে একটা নতুন জিনিষ হবে। এখানে একজন অল্পবয়স্ক Polish sculptor আছে তার স্টুডিয়োতে গিয়েছিলুম — আশ্চর্য্য তার ক্ষমতা— মুকুলের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েচে— ওর সংসর্গে মুকুলের উপকার হবে। কারণ এ লোকটি সাধারণ লোক নয়— একদিন এ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠ্‌বে তার সন্দেহ নাই— এইরকম সত্যকার প্রতিভাশালী আর্টিষ্টের কাছে থাক্‌লে ওর বুদ্ধি খুলবে। দেখতে দেখতে মুকুলের মন বেশ পেকে আসচে— এখন ওর অনেকটা ভাবার শক্তি হয়েছে।[১০২]

উক্ত পোলিশ শিল্পির নাম Stanislaus Szukalski; 3 Dec Texas-এর. *Galveston News*-এ এঁর একটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়, যেটি উদ্ধারযোগ্য :

A hatred of civilization, which Stanislaus Szukalski found that he shared with Sir Rabindranath Tagore, ... has won for him a journey to India and the interest of the poet. Szukalski is an eccentric young Polish sculptor who has been in America two and a half years. ... "I detest civilization and its ways," declared the young man. Tagore was immediately attentive, took him off in a corner and suggested that he go back to India with him. Szukalski accepted the invitation. They will start in February, being accompanied by a talented Indian boy, Mukul Chandra Dey, who is traveling with the poet, "Dey is very nice— because he is not yet civilized." said Szukalski yesterday.

মুকুল দে বলেছেন :

আমেরিকা ট্যুরেই বিখ্যাত ভাস্কর জ্যুকোল্‌স্কির সঙ্গে আমার পরিচয় ভাব-ভালোবাসা হয়। ··· জ্যুকোল্‌স্কিকে দিয়ে গুরুদেবের একখানা পোর্ট্রেট করাই। আমেরিকা থেকে আসার সময়ে পোর্ট্রেটটা আমরা সঙ্গে করে নিয়ে আসি। উত্তরায়ণে গেলে ওটা দেখতে পাওয়া যাবে। জগৎ সম্পর্কে জ্যুকোল্‌স্কির দুর্দান্ত ক্লিয়ার আইডিয়া ছিল। গুরুদেবের পোর্ট্রেটে সেটাকে কাজে লাগিয়েছে। গুরুদেবের এক কানে কুকুর চাটছে, অন্য কানে চুপি চুপি জগতের লোক দুঃখের কথা বলছে।[৯৮ক]

কিন্তু জুকোল্‌স্কির ভারতে আসার উক্ত পরিকল্পনা কোনো কারণে কার্যকর হয়নি।

মুকুলচন্দ্রের দক্ষতা তখনই স্বীকৃত হয়েছিল— তিনি 1917-এ Chicago Society of Etchers-এর আজীবন সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি শিকাগোয় ঘরের ছেলের মতোই ছিলেন। শ্রীমতী মুডিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি 'My dear Ma' বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁর সেক্রেটারি Miss Edith S. Kellog হয়েছিলেন 'Kelog Pishi', আর-একটি চিঠির বয়ান : 'Please remember me to my Mashi Pishi and Didi with my kindest regards.'

Dr. E.W. Paterson-এর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্য সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তো হয়েছিল-ই, 'his host has furnished an entire apartment for him— furnished it with Oriental pictures and rugs and lined the walls with literary works of the East.'

18 Nov সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কে পৌঁছনোর পর ড প্যাটারসনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। পরের দুদিন সংবাদপত্রগুলি তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছাপে বিভিন্ন শিরোনামে : 'India will be free,/ Tagore, Poet, Says/ Sees in Nationalism and Colonial Systems Impediments to World's

Progress./ Hopes the Allies Win/ Arriving in New York, Declares His Mission is to Bring Ideals of the East to the West' [*Philadelphia Inquirer*, 20 Nov]; 'America Must Lead the Nations/ Out of Selfishness, Says Tagore/ Bengal Philosopher-Poet Finds U.S. with Clear Hands and/ Heart Than Most Other Nations—/ Should Work for Broader Concept of Civilization' [*New York City Mail*, 20 Nov]; *Mail* [21 Nov] সাক্ষাৎকারটিকে 'America As I See It./ By Rabindranath Tagore' শিরোনামে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করে৷ ভারতীয় ছাত্রদের আমেরিকায় আসা বন্ধ করার একটি প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় কিছু ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করায় ব্রিটিশ গবর্মেন্ট তাদের আগমনের বিরোধী। জাপানে তিনি কিছু জাহাজি কোম্পানির কাছে শুনেছেন, ব্রিটিশ গবর্মেন্টের চাপেই তারা ভারতীয় ছাত্রদের টাকা থাকা সত্ত্বেও জাহাজে স্থান দিতে অস্বীকার করে। 'The British government did not dare openly to issue regulations and orders. That would have seemed too nasty and mean. I hear, too, that underhand influences are at work to urge the passage of the bill excluding Indian students from this country.'

নিউ ইয়র্ক ম্যাকমিলান কোম্পানির অধিকর্তা George P. Brett রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর আমেরিকা-সফর সফল করার জন্য ব্রেটের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশের জন্য একের-পর-এক পাণ্ডুলিপি তাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনিও চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য সুন্দর করে যথাশীঘ্র সম্ভব সেগুলি প্রকাশ করতে। পূর্বপ্রকাশিত বইগুলিও তিনি 'Bolpur Edition' নাম দিয়ে সুন্দর করে ছেপেছেন। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য উদগ্রীব হবেন। পিয়র্সন ব্রেটকে জানান [4 Nov] : 'We shall be in New York on the evening of the 18th, and he [Rabindranath] will be glad to see you on the morning of the 19th at 10 o'clock unless you hear to the contrary before then. He shall be staying with Doctor Peterson at 535 Park Avenue.' বহু-প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকার অবশ্যই ঘটেছিল— লন্ডন ম্যাকমিলানকে লেখা ব্রেটের 21 Nov-এর চিঠি থেকে জানা যায় কথা হয়েছিল প্রধানত প্রকাশনা সম্পর্কে, যার কিছুটা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া, এই চিঠিতেই উল্লিখিত হয়েছে, চারটি ছোটো নাটক 'A Cycle of the Spring and Other Plays' নামে প্রকাশ করার কথা হয়েছিল এবং 'Tentatively, also, it was agreed that a collected edition of Sir Rabindranath Tagore's works, containing all the books published up to that time, and collected into a uniform set or more volumes should be published in the autumn of 1918 and it is probable that this edition would consist of the plays collected in a single volume, the poetry collected into a single volume and the Reminiscences and Lectures collected into another volume.'

বিদ্যালয়ের অর্থাভাব মেটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত হারে রয়্যালটি চাইছিলেন, বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন আমেরিকায় তাঁকে মাত্র ১০% রয়্যালটি দেওয়া হয় ও তিনি মাত্র আড়াই হাজার ডলার এই বাবদে পেয়েছেন। বক্তৃতাবলি সম্পর্কে 14 Nov পিয়র্সন ব্রেটকে লিখেছিলেন : 'He is contemplating selling the copyright in order to get a lump sum for his School Fund, and so he naturally wants to obtain the best terms possible.' ফলে এইসব আলোচনার দরকার ছিল, সাক্ষাতে সেগুলি

আলোচিত হয়। 23 Nov ব্রেট 1912-13 থেকে 30 Apr 1916 পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বই বিক্রি ও রয়্যালটির হিসাব-সহ একটি নূতন চুক্তিপত্রের খসড়া তাঁকে পাঠান— প্রস্তাব করেন ১৫% রয়্যালটি তখনই দেওয়া হবে, 1 May 1917 থেকে তা হবে ২০%। বড়ো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ঝানু অধিকর্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিনে নিতেও অসুবিধা হয়নি তাঁর, 8 Dec লন্ডনে স্যার ফ্রেডারিক ম্যাকমিলানকে সেই কথাই লিখেছেন : 'I may say that I am afraid Sir Rabindranath Tagore is not a very businesslike person and the statements that he undoubtedly made to friends of my own in the West, and saw him on our behalf in regard to his royalties need not have been taken too seriously although at the time I did not know this.' স্যার ফ্রেডারিক 17 Jan 1917 কৌতুকের ছলেই উত্তর দেন : 'I suppose some allowance must be made for the poetical temparament.' দুধ-দেওয়া গোরুর চাঁট তো খেতেই হয়!

রবীন্দ্রনাথ ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ে কিছু ক্রীড়ার কথা ব্রেটকে বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রেট 22 Nov পিয়র্সনকে লেখেন : 'I am sending up Mr. Nelson and Mr. Callaham, of our Educational Department, to see the poet today in accordance with the telephone appointment made yesterday. They will be at Dr. Paterson's at 2.15 P.M.' রবিন্দ্রনাথের পরিকল্পনাগুলি Dr. McMurry ও Dr. Strayer পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হননি; তাঁদের রিপোর্ট-সহ ব্রেট পিয়র্সনকে লেখেন [29 Nov] : 'Sir Rabindranath Tagore will, I am afraid, be a good deal disappointed at the reception which has been accorded by the educational experts to his plan for a geographical or historical game or games.' তিনি প্রস্তাব করেন, একটি মডেল তৈরি করে পেটেন্ট করিয়ে খেলনা-ব্যবসায়ীদের দিয়ে উৎপাদন করানোর— কিন্তু মনে হয়, পরিকল্পনাটি তখনই পরিত্যক্ত হয়।

এছাড়াও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য ২০০ ডলার মূল্যের তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দেওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে ব্রেট রবীন্দ্রনাথকে লেখেন [24 Nov] : 'If you should happen to like to see while you are here, and can spare the time for the visit, here is an opportunity of seeing the greatest of our secondary schools in full operation. Mr. Rowe, the principal's letter, which I enclose, suggests that you visit his school and that if it suits your pleasure you should show yourself for a few minutes to his scholars, of which he has more than two thousand, I believe, in this one building.' রবীন্দ্রনাথ উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু আমেরিকার অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তিনি বা পিয়র্সন দেখে এসেছিলেন।

নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। ফিলাডেলফিয়ার Scranton *Times* [15 Nov] কৌতুক করে লেখে, রবীন্দ্রনাথ নির্জনতা ও ধ্যান পছন্দ করলেও নিউ ইয়র্কে তিনি সেই অভ্যাস ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন : 'He will begin his New York season with a lecture at Carnegie Hall on November 21. The next morning [22 Nov] he speaks at the Hudson Theatre; the same evening [22 Nov] he will deliver a private lecture in Brooklyn; the next evening [23 Nov] he will speak at the Bennet School, at Milbrook. Friday afternoon [24 Nov] he will give readings from his works

at the Hudson Theatre.' এই সংবাদের সূত্র কী আমাদের জানা নেই। তবে নিউ ইয়র্কের বক্তৃতাসূচি বিষয়ে নিঃসন্দেহে তথ্যের ঘাটতি আছে। পন্ড-কর্তৃক মুদ্রিত প্রচারপত্রে কেবল 21 এবং 24 Nov-এর অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা হয় 21 Nov [মঙ্গল ৬ অগ্র] রাত্রি সাড়ে আটটায় Carnegie Hall-এ; এখানে তিনি Society of Ethical Culture-এর উদ্যোগে 'The Cult of Nationalism প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবেশমূল্য ছিল 'Boxes $18.00 and $15.00; Reserved Seats $2.00, $1.50, $1.00, .75 and .50'—কিন্তু তা সত্ত্বেও 'It was one of the biggest gatherings ever seen in Carnegie Hall. Not one seat was vacant, from the front row of the floor to the topmost gallery. Scores waited in line for tickets, but had to go away disappointed [New York City *Sun*, 22 Nov].' *Evening Sun* [22 Nov]-এর মতে শ্রোতার সংখ্যা ৩০০০; *Tribune* [22 Nov] একটু তির্যকভাবে জানাচ্ছে, শ্রোতাদের মধ্যে বেশিভাগই মহিলা এবং 'There were many ohs and ahs to greet the eloquence of his rather high pitched voice, while every pause for breathe was accompanied by a volume of gloved hand-clapping.'

Dr. Felix Adler নিউ ইয়র্কের অধিবাসীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানান। কিপলিঙের উক্তি উদ্ধৃত 'He added that Dr. Tagore's advent in the Western world was the occasion for at least a temporary mingling of the East and West.' প্রবন্ধটি পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ এখানেও 'The Sunset of the Century' কবিতাটি পড়ে শোনান 'After the lecture autographed pictures of the poet were sold to ardent admirers.'

অন্যান্য শহরের মতো নিউ ইয়র্কেও পত্রিকাগুলি ভাষণের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করে, তবে বিপক্ষ সমালোচনাগুলিতেও অধিকতর সহনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। পন্ড বক্সের একটি টিকিট ব্রেটকে পাঠিয়ে দেন, 22 Nov ব্রেট তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পিয়র্সনকে : 'The lecture was wonderful last night and one is more than ever impressed with the poet's power and insight. The message of his lecture is exactly what the Western world needs at this time.'

22 Nov [বুধ ৭ অগ্র] সকালে League for Political Education-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ Hudson Theatre-এ 'The World of Personality' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। *Eve Post* [22 Nov] বক্রোক্তি করে লেখে : 'Much could be written of the picture made by this second lecture of Tagore's in this city. "Tagore and the Club-women" would be that story's name, for the membership of the League for Political Education is made up almost exclusively of women. Enough to say that the theatre was well filled with smart hats and sumptuous furs' কিন্তু এটি লেখা বাহুল্যই হয়েছে, সেই সময়ে সভাগৃহগুলি প্রধানত মহিলারাই পূর্ণ করতেন। তবে পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের সভায় প্রবেশের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে:

Sir Rabindranath moves rather than walks, very silently and looking straight before him. He did not know just who this audience was, just what it meant or wanted to hear, but he bowed in his simple, friendly way as he came, dressed in his long, cinnamon-colored robe, his hands raised and pressed together as if in prayer, which is his gesture of salutation and appreciation. Then he began to speak.

প্রবন্ধটির একটি বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয় New York City *Sun* [26 Nov]-এ 'Tagore and His Gospel' নামে। William Samuel Johnson এর প্রতিবাদ করেন একটি চিঠিতে [30 Nov] : 'Rabindranath Tagore is one of the great ones of the earth, a doer of good deeds, a great poet, a great prophet. And his "gospel", though nothing new, is newly stated by his genius for this age of the world, is newly translated into the dialect of the time by an inspired and beautiful intelligence.' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে পড়াশুনোর দরকার বলে লেখক মন্তব্য করেছিলেন, Waterbury *American* [1 Dec] ঠাট্টা করে লেখে : 'We wonder if there is a reporter in the world, or even an expert on Tagore besides Mr. Johnson, himself, who would qualify on the above essentials for reporting Tagore.'

Scanton *Times*[15 Dec]-প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথ 22 Nov সন্ধ্যায় ব্রুকলিনে ও 23 Nov সন্ধ্যায় মিলব্রুকে Bennett স্কুলে ভাষণ দেন— কিন্তু এগুলির কোনো প্রতিবেদন আমরা পাইনি। 23 Nov রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মুড়িকে যে চিঠি লেখেন, তাতে এই ব্যস্ততার কথা আছে :

Ich bin mude [I am tired]. Constant bombardments of engagements going on. Sparing time for sitting for my portrait impossible. Feeling the homesickness of the soul.

New York has been most generously responsive— more so than any other towns in this country.[১০৩]

এখানে যে ছবি-আঁকার কথা আছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা পিয়র্সনের চিঠিতে [27 Nov] : 'Mr. Harish, who painted the portrait of Maharshi, is doing a painting of your father, and the pastel study which he has already completed is very excellent.' Mr. Harish হচ্ছেন শশীকুমার হেশ [1869-?], ইনিই মহর্ষির তৈলচিত্র অঙ্কন করেন।[১০৪] [মুকুল দে বলেছেন, ইনি তাঁকে স্কলারশিপ দিয়ে আমেরিকায় কিছুদিন রেখে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।] বসন্তকুমার রায়ের কথাও এই চিঠিতে আছে : 'Basanta Kumar Roy has been trying to stick as close as possible, and I have had one or two stormy scenes with him! But your father has been most magnanimous in his treatment of him.' এঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব যথেষ্টই বিরূপ ছিল [দ্র রবিজীবনী ৬। ৩৭৪], তাঁর বাংলা রচনারও আমেরিকান কপিরাইট নিয়ে উদ্বেগ অনেকটা এঁরই কারণে। New York *Independent* [2 Oct] পত্রিকায় বসন্তকুমার-কৃত 'এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা' [নৈবেদ্য ৮। ৫৩, ৬৬-সংখ্যক] কবিতার

অনুবাদ 'East and West' ['The blood-red line/ That crimsons the Western sky/ Is not the radiant red/ of the rays of Thy soothing dawn'] নামে প্রকাশিত হয়, সম্ভবত অনুমতি ছাড়াই। *আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত অনেকগুলি রচনায় 'Mr. Roy, a friend of the Tagore family'র যে-উল্লেখ দেখা যায়, তিনি বসন্তকুমার।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ আলাপে বসন্তকুমারের প্রতি ঔদার্য প্রদর্শন করলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে কঠোর হন। Bookman পত্রিকা Feb 1917-সংখ্যায় প্রকাশিতব্য রচনার বিজ্ঞাপনে লেখে : 'On Kalidasa's "Sakoontala", An Essay by Sir Rabindranath Tagore'— *The Tempest* নাটকের সঙ্গে তুলনা-বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বিব্রণও এর সঙ্গে প্রকাশিত হয়। পিয়র্সন বিজ্ঞপ্তিটি ব্রেটকে পাঠিয়ে লেখেন [1 Jan 1917] : 'These make it appear that Mr Tagore has himself contributed this article to their pages whereas it is merely a translation written by Basanta Kumar Roy. It is true that Mr Roy spoke of making this translation and has sent it to Mr Tagore for his revision, but it is not possible for Mr Tagore to give the time which would be necessary for the revision as it would practically mean re-writing it.' এই সমস্যার কোনো সমাধান হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। Katherine Henn-সংকলিত তালিকায় রচনাটি নেই।

24 Nov [শুক্র ৯ অগ্র] দুপুর তিনটেয় রবীন্দ্রনাথ হাডসন থিয়েটারে তাঁর রচনা থেকে পাঠ করে শোনান। New York City *Mail* (25 Nov]-এর মতে 'Several hundred feminine and a dozen or so masculine admirerers' এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই করতালির বিরোধী; তিনি শ্রোতৃবর্গকে পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংযত থাকতে অনুরোধ করেন। "In my country a poet sits on a high platform, his audience grouped around him in semi-circle", said Sir Rabindranath softly, when he began. 'They do not applaud a single reading, but reserve gratitude until after all is finished. So I ask you not to applaud, if you are so generous to me, until after the recital.' [*Evening Post*, 25 Nov] রবিন্দ্রনাথ *Fruit-Gathering, Gitanjali, Crescent Moon*-এর কতকগুলি কবিতা পড়ার পর পাণ্ডুলিপি থেকে একটি অপ্রকাশিত কবিতা পড়েন, 'To a Portrait' ['ছবি', বলাকা; *Lover's Gift*, No.42]| 'Now that the time Sir Rabindranath designated for his measure of acclaim has come, there is a moment of silence. The old form of clapping hands is inadequate, but it bursts loudly for want of better kind. Gratefully the poet comes out near the front and recites another poem from the unpublished collection, "Where is the market for you, my song." [*Lover's Gift*, No. 20]

25 Nov [শনি ১০ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ ফিলাডেলফিয়ায় যান এবং সন্ধ্যায় Ogontz School for Girls-এ কবিতা পড়ে শোনান। এখানে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গেও মিলিত হন। *North American* [26 Nov] লেখে: 'He sat in a room in the Bellevue-Stratford while a band of enthusiastic young reporters regaled him with their profound opinions of the meaning of life, and in long hypothetical

questions gave him their formula for the solution of its difficult problems.' ন্যাশানালিজমকে সংগঠিত স্বার্থপরতা বলে অভিহিত করে তিনি বলেন :

The present conflict in this country between capital and labor is another manifestation of it. The unrest of women, as manifested in the agitation for suffrage and in the larger feminist movement, is not merely dissatisfaction with their present economic and political conditions, but with their relation with men. And this dissatisfaction grows out of this same mania for organization on material grounds. It is taking men out of the home life and keeping them out. The family is the foundation of civilization, and your materialism is taking men out of the family. That is why women are dissatisfied and unhappy.

ভারতের দুর্দশার কারণও নেশন, নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ভারতকে নিরস্ত্র করে তার পৌরুষ ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি ভারত সম্পর্কে আর-কিছু বলতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা চলে গেলেও *North American*-এর সাংবাদিক যাননি। তাঁর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে তিনি স্বগত ভঙ্গিতে বলেন :

They had no right to disarm India. They did it only that they might rule without risk. If they rule they should take the risk of rule. But now India is chained for all time. It has been deprived of the instrumentalities with which it could redeem himself. Its manhood forever destroyed. A whole race is robbed of its natural right to defend itself.

18 Nov New York City *Mail* একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিল : 'Sir Rabindranath Tagore will speak on "The Second Birth" at the first of Miss Georgina Robert's Sunday afternoon talks a week from to-day at the St. Regis.' এই সংবাদ অনুযায়ী, 26 Nov [রবি ১১ অগ্র] রবীন্দ্রনাথের 'The Second Birth' প্রবন্ধটি পড়ার কথা। কিন্তু এইরূপ বিবরণ-সংবলিত আর-কোনো সংবাদ আমরা পাইনি।

27 Nov [সোম ১২ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ Brooklyn Institute-এর উদ্যোগে ব্রুকলিনের অ্যাকাডেমি অব্ মিউজিকের অপেরা হাউসে 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। স্থানীয় *Eagle* [28 Nov] লেখে: 'Brooklyn turned out en masse last night, to welcome Sir Rabindranath Tagore....He was greeted almost reverentially by the audience, the entire throng rising upon his entrance and upon his exit. The Rev. Dr. Charles C. Albertson presided. He lauded the writer in his talk.' *Standard Union* [28 Nov] জানিয়েছেন : 'In closing Sir Rabindranath read by request one of his own poems, a translation of one written on the last day of the last century, in which the present war was prophesied.' পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'He spoke last night at Brooklyn before an audience of about 2500 and although he had been tired out by a Reception in the

afternoon at the Poetry Society he spoke with tremendous vigour, the audience responding magnificently.' সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানটির আর-কোনো খবর আমরা পাইনি।

28 Nov [মঙ্গল ১৩ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ New Jersy স্টেটের Paterson শহরে যান First Unitarian Church-এর Orpheus Hall-এ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য। *Guardian* [29 nov] লেখে : রবীন্দ্রনাথের ভাষণ 'was listened to with much interest, by the six hundred people who crowded the church to the standing room limit. It was a novel subject, handled by one who was brought up under conditions different from those found here, and was a literary treat which was thoroughly enjoyable from that viewpoint alone.' পত্রিকাটি 25 Nov জানিয়েছিল : 'Of the autograph-photographs, which can be had after the lecture, the work-a-day one of Tagore seated at his desk, is perhaps the most realistic.'

29 Nov [বুধ ১৪ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ আবার ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে অ্যাকাডেমি অব্ মিউজিক হলে 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পড়েন। সভায় প্রায় দুহাজার লোক হয়েছিল, যাঁদের মূল্যায়ন করেছে *North American* [30 Nov] : 'It was an audience fashionable enough in its curiosity, tempered a little here and there by half-knowledge of Tagore poetry or a desire to appear knowing.'

1 Dec [শুক্র ১৬ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ ম্যাসাচুসেট্স্ স্টেটের বোস্টন শহরে এসে Copley-Plaza হোটেলে ওঠেন। এইদিন সন্ধ্যায় তিনি ওয়েলেসলি কলেজে নিজের রচনা থেকে পাঠ করেন। Boston *Globe* [2 Dec] লেখে: 'The first lecture in the all-college lecture course at Wellesley College was delivered this evening in Billings Hall by Sir Rabindranath Tagore. ... He read a number of his own poems and a story of his own. Pres Ellan F. Pendleton of the college introduced him.' সুজিত মুখার্জি লিখেছেন : 'A less formal but no less sincere token of appreciation was the handwritten document given to him by the members of the college committee which arranged his visit to Wellesley College.'[১০৫]

বোস্টনেও সাংবাদিকরা তাঁর পিছু ছাড়েনি, 3 Dec স্থানীয় *Post* ও *Globe* পত্রিকায় তাঁর দুটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। Carl Wilmore-লিখিত *Post*-এর আলোচনাটি গুরুত্বপূর্ণ; 'Poet is Against Feminism/ Tagore scores Women Competition With Man' শিরোনাম দিয়ে তিনি লেখেন : 'Suffragists who have appropriated Sir Rabindranath Tagore as "one of their own" because of his famous play "Chitra", can now prepare to be shocked— Tagore isn't a feminist and regrets woman's economic competition with man.' রবিন্দ্রনাথ বলেন : 'I wrote 'Chitra' years before feminism had become known. I did not write it for propaganda purposes. It is just a play.' নাটকে প্রচারমূলকতা সম্পর্কে তিনি বলেন : 'That is just where you Americans fail to grasp true art. You always look in every work of art for a contribution to your present social development because you are in the development stage. What does it matter if there is feminism in 'Chitra' or not? Accept it as a work of art, as poetry, but not as a propaganda.'

4 Dec [সোম ১৯ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ Mount Holyoke College-এ 'What is Art?' প্রবন্ধটি পাঠ করেন 'before a large, enthusiastic audience. Members of the faculty, students and many people from out of town were present.' প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে 'Mr. Tagore read several of his child-poems which were very much appreciated by the audience.'[১০৬]

অন্যান্য জায়গার মতো বোস্টনেও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। 5 Dec [মঙ্গল ২০ অগ্র] রাত্রি ৮-১৫-তে Tremont Temple-এ তাঁর 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পড়ার কথা ছিল। স্থানীয় *Herald* [6 Dec] জানাচ্ছে : 'The temple was stormed nearly an hour before opening time, and scores of people failed to get seats. An audience numbering 3000 gave the famous Bengali poet one of the warmest welcomes ever accorded to a lecturer in Boston, and he spoke for over 80 minutes in this main address, finally reciting by request three of his best known compositions.'

1913-এ রবীন্দ্রনাথ বোস্টনে বেশ কিছুদিন ছিলেন ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখানে তাঁর অনেক বন্ধু ও গুণগ্রাহী তৈরি হয়ে উঠেছিল। এবারেও নিশ্চয়ই তাঁদের অনেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত উপকরণের অভাবে সেই সংযোগের চিত্রটি সুস্পষ্ট নয়। তবে পূর্বপরিচিত *Atlantic Monthly*-র সম্পাদক Ellery Sedgwick 6 Dec তাঁকে লেখেন : 'Would it not possible for the Atlantic, after your departure from America, to print the deeply interesting address which you gave at Tremont Temple last evening?' রবিন্দ্রনাথ এই প্রার্থনা পূরন করেছিলেন, প্রবন্ধটি উক্ত পত্রিকার Mar 1917-সংখ্যায় [pp. 289-300] 'Nationalism in the West' নামে প্রকাশিত হয়।

6 Dec [বুধ ২১ অগ্র] বিকেলে রবীন্দ্রনাথ Connecticut স্টেটের New Haven-এ উপস্থিত হন। আগে থেকেই তাঁর আগমনবার্তা সংবাদপত্রগুলিতে ঘোষিত হচ্ছিল, তাঁকে অভ্যর্থনার আয়োজনও হয়েছিল বড়ো আকারে। Montgomery *Advertiser* [3 Dec] লেখে :

The coming of Sir Rabindranath Tagore, at Yale next Wednesday evening under the auspices of the Yale Dramatic association is awaited with the keenest interest by persons not only here, but throughout the state. ... The Indian students of Yale are going to give a formal welcome according to the customs of the Indians by hanging about his neck a festal garland of flowers and addressing him in Sanskrit previous to his introduction by Dr. Arthur T. Hadley, president of the university.

বিকেল ৪-২৫-এ রেলওয়ে স্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক Edward Washburn Hopkins, Coach Wooley এবং ইয়েল ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশনের ম্যানেজার 0.B. Cunningham তাঁকে অভ্যর্থনা করেন| New Haven *Register* (4 Dec] লিখেছিল : 'After luncheon he will be shown the principal points of interest at Yale. He will also be driven by automobile about the city and in other

ways his visit here will be made interesting to him.' কিন্তু পরিকল্পনাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছিল। *Courier* [6 Dec] লেখে : 'The party will go directly to [Hotel] Taft and after remaining there a few moments will visit the several Yale buildings of interest. Sir Rabindranath will have an early dinner, alone, according to the custom of his native country. Later in the day President Arthur T. Hadley will go to the Taft where he will formally greet Tagore, and about 7 o'clock will leave with him for Woolsey hall.'

সভাগৃহটি রুচিসম্মতভাবে সাজানো হয়েছিল : 'The simplicity of the stage setting at Woolsey hall ...was a fitting background for Sir Rabindranath Tagore, when he gave a reading of his poems last evening, ...A background of organ pipes in gold and white, high up with a formal row of palms below, a soft green rug and a reader's table with two chairs, put the audience into a mood to receive this sage of the east.'[১০৭] রবীন্দ্রনাথ বাঁদিকের জোড়া-দরজা দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেন, পরনে নরম বাদামি রঙের সিল্কের জোব্বা, দুই হাত জোড় করে তিনি শ্রোতৃবর্গকে অভিবাদন জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হ্যাডলি তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইয়েল সর্বাধিক ঋণী ভারতবর্ষের কাছে। এখানকার পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত William Dwight Whitney ইয়েলেরই মানুষ। Connecticut উপনিবেশে কলেজিয়েট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গবর্নর ইয়েলের ভাগ্যোদয় ভারতেরই মাটিতে।* 'It was with evident surprise that Tagore received the presentation of the Yale bi-centennial medal, bearing the words "Light and Truth". In presenting it for the college, President Hadley said it was a fitting tribute to the man who had brought light and truth to the millions.'

কবিতা পড়ার আগে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটো ভূমিকা করে নেন। তিনি বলেন, তাঁর কবিতা পড়ার জন্য অনুরুদ্ধ হলে তিনি নানা কারণে অস্বস্তি বোধ করেন; তার অন্যতম হল ছাপা বই এমন একটা পর্দার কাজ করে যার আড়ালে কবি নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন, আর কবি আর পাঠকের মধ্যে একটা শ্রমবিভাগ তো অবশ্যই থাকা উচিত। তাঁর কাজ কবিতা লেখা, সেগুলি পড়ে শোনানো নয়। তাঁর সঙ্গে একটি গাছের তুলনা করা যেতে পারে— যার কাজ ফুল ফোটানো, সেই ফুলগুলি দিয়ে মালা গাঁথা নয়। তাছাড়া কবিতা নির্বাচন করাও তাঁর পক্ষে শক্ত। নির্বাচনের একটি পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি থাকলেই ভালো হত, তার অভাবে তিনি কালানুক্রমে বেছে নিয়ে প্রথম যৌবনে লেখা কবিতাগুলিই আগে পড়বেন। 'I hope you will believe that when I confess that there was a time when I was young even younger than the youngest of you in this meeting.'[১০৮] এর পর তিনি কালানুক্রমিকভাবে কিছু প্রকাশিত ও পরে কিছু অপ্রকাশিত কবিতা পাঠ করেন— 'Selections from poems on children from the "Crescent Moon" were delightful and pleased perhaps as much as any group that the noted seer read.'[১০৯]

এই অনুষ্ঠানের পরে রবীন্দ্রনাথ কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত Elizabethan Club-এ গেলে অধ্যাপক Edward Washburn Hopkins সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় এমন মগ্ন হয়ে যান যে স্বাক্ষরপ্রত্যাশী ছাত্ররা বহুক্ষণ অপেক্ষা

করেও ব্যর্থমনোরথ হন। 'At the club last evening about six Indian residents of this city presented Tagore with a wreath of bridal roses as a token of esteem.' মধ্যরাত্রের পর রবীন্দ্রনাথ হোটেলে ফেরেন।

7 Dec [বৃহ ২২ অগ্র] সকালে তিনি নিউ ইয়র্ক স্টেটের Northampton-এর উদ্দেশে রওনা হন ও সন্ধ্যায় Smith College-এ addressed an audience in John M. Greene hall...which filled every seat and overflowed onto the windowsills.' প্রেসিডেন্ট Burton তাঁর পরিচিতি দেন। সুজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'On an unscheduled visit to Smith College, Tagore ignored his repertoire of prepared speeches and talked instead about his school at Santiniketan and what he hoped to achieve there.'[১১০] এটি 'unscheduled visit' ছিল না, 4 Nov Springfield *Republican* লেখে: 'Smith College, is always exceptionally fortunate. ...It is with particular pleasure that the coming of Rabindranath Tagore, ...is announced. The tentative date is December 6'— তারিখটি সম্পর্কে তখন অনিশ্চয়তা থাকলেও পরে নিশ্চয়ই সেটি নির্দিষ্ট হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ এখানে 'prepared speech' পড়েননি, প্রাপ্ত প্রতিবেদন থেকে তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। 'The growth of this school was the growth of its founder, and not a mere exposition of his doctrines. Thus the ideals of the school have changed and developed' বাক্যগুলি 'My School' প্রবন্ধটির কথা মনে করিয়ে দেয়। শেষে শ্রোতাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনান। সভা সমাপ্ত হবার পর তিনি নিউ ইয়র্ক রওনা হন।

এর আগে নিউ ইয়র্কে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা-সফরের অকাল-সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 2 Dec [শনি ১৭ অগ্র] New York City *Herald* 'Tagore Shortens America Tour' শিরোনামে লেখে, যদিও তাঁর এপ্রিল মাস পর্যন্ত বক্তৃতা করার কথা ছিল তবু তিনি 'has decided to shorten his stay, and will leave San Francisco, Cal. on January 20 for his home. ...W.C. Gloss, manager of the J.B. Pond Lyceum Bureau ...said yesterday that although many of his engagements would have to be set forward, all the principal ones would be kept. Sir Rabindranath's change of mind is attributed to a desire to see his native land and his school in Shantiniketan, India.' এরপর খবরটি বিভিন্ন পত্রিকায় পুনরাবৃত্ত হয়। Boston *Eve Globe* [6 Dec] মন্তব্য করে : 'Is it possible that we have not been so appreciative as we should have been?' Stephen N. Hay লিখেছেন : 'It was on the Eastern seaboard that sentiment was most strongly in favor of America's entry into the European war, and Tagore's anti-nationalism and anti-militarism evoked greater opposition in that region of the country than elsewhere.'[১১১] কথাটি পুরোপুরি তথ্যসম্মত নয়, সিয়াটল থেকেই কঠিনতম বিরূপ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে চলেছে— পন্ডের হিসাব থেকে দেখা যায়, দেশের পূর্বাঞ্চলেই টিকিট বিক্রি থেকে আয় হয়েছে বেশি। আমাদের মনে হয়, আমেরিকা যে মহাযুদ্ধে যোগদানের পথে ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কে এসে সেটা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। বক্তৃতা-সফরে অবশ্যই তাঁকে ব্যস্ত জীবন কাটাতে হয়েছে, কিন্তু তারই অবসরে নিশ্চয়ই কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষের সঙ্গে কথা

বলার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, বিশেষত আগের বার এই অঞ্চলে এসে যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আলোচনাতেও তিনি এই আভাস পেয়ে থাকতে পারেন। Nationalismএর বিরুদ্ধে তাঁর ধিক্কারের জাপানি প্রতিক্রিয়া থেকেই তাঁর জানা ছিল আমেরিকাতেও তার বক্তব্য পূর্ণ সমর্থন পাবে না— তবু তিনি 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটিই অধিকাংশ জায়গায় পড়েছেন, সাক্ষাৎকারেও তিনি জাতীয়তাবাদের নিন্দা করতে ছাড়েননি। সুতরাং পূর্বাঞ্চলীয় পত্রিকার বিরোধী সমালোচনার জন্যই তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন একথা ভাবা সংগত নয়। তাই সংবাদপত্রে উল্লিখিত কারণটিকেই মেনে নেওয়া ভালো। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের সঙ্গেও তা মেলে। আগের বারে আমেরিকা ও ইংলন্ডে খ্যাতির প্লাবনের মধ্যেও স্বদেশের ও বিদ্যালয়ের টানে তিনি আকস্মিকভাবে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, সেকথা আমরা স্মরণ করতে পারি। পিয়র্সন 27 Nov একই কারণের কথা লিখেছেন রথীন্দ্রনাথকে : 'He is getting very tired and longs more than ever to get back to Shantiniketan.' পত্রিকার সংবাদে এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

এর পর 11 Dec পিয়র্সন প্রত্যাবর্তনের সূচিটি জানিয়েছেন রথীন্দ্রনাথকে :

We are to sail for India via Japan and China in the middle of January. Our boat is the "Siberia Maru" of the T.K.K. and we stay for ten days at Honolulu. We go on from Honolulu on the 1st of February arriving at Yokohama in the middle of February. As your father wants to go to Pekin for a week or two it seems likely that we shall sail Shanghai about the 10th of March, ... Your father is however anxious to reach Calcutta before eleventh of Magh [24 Jan 1917].

—শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না; পিকিঙেও যাওয়া হয়নি।

সুজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথ 'appeared in St. Andrews Church (December 10) for panel discussion of "What is the greatest safeguard against temptation?" along with Lyman Abott, Oscar Strauss, Arthur Brisbane, and Mischa Applebaunt.'[১১২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা অন্যেরা ওই চার্চে উপস্থিত হয়ে আলোচনায় যোগ দেননি, তাঁদের কাছে পাঠানো প্রশ্নটির উত্তর তাঁরা পাঠিয়ে দেন— রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি ছিল : 'Healthy interests in good things.' 11 Dec St. Joseph [Mo] *Gazette*-এর সংবাদটি উদ্ধৃত করি : 'Replies received from men of prominence in answer to the question ... were read tonight by the Reverend Dr. Fred Winslow Adams at St. Methodist Church.' Fresno Calif *Republican* [11 Dec] 'Healthy Interest' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি সম্পর্কে মন্তব্য করে : 'Some are highly idealist and some are merely sentimental, but there is one that contains in brief a very good working rule, for all whose duty it is to have an influence over the formation of moral culture. Instead of saying "don't", the rule is to say "do!" Instead of marking off the things that are wrong, although tempting, the better safeguard is to point out the things that are right, and interesting.'

অন্য সুত্রে 10 Dec [রবি ২৫ অগ্র] নিউ ইয়র্ক স্টেটের Ithaca-য় রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার খবর পাওয়া যায়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত শ্রীমতী মুডির ফাইলে একটি ফোটোগ্রাফের পরিচিতি লেখা আছে : 'Snapshots of Rabindranath Tagore on lecture tour at Ithaca December 10, 1916'— পন্ডের হিসাবে এই বক্তৃতা বাবদ ২০০ ডলার আয়ের কথা জানা যায়। 11 Dec The President white Library/ Cornell University/ Ithaca' ঠিকানা থেকে পিয়র্সন পূর্বে উদ্ধৃত ভ্রমণসূচিটি রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তিকা-সংগ্রহে এই বক্তৃতার খবর নেই।

11 Dec [সোম ২৬ অগ্র] রাত্রি ৮-১৫-য় রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্ক স্টেটের Buffalo-তে Garret Club-এর উদ্যোগে Twentieth Century Club-এ 'What is Art?' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। স্থানীয় *Courier* [12 Dec] লেখে : 'The Twentieth Century Club's auditorium was not large enough to accomodate all who wanted to hear the "Message from India" from the lips of Sir Rabindranath Tagore. ... The gallery and all the recesses of the main auditorium were crowded with fashionable men and women. ...Mrs. G. Spaulding, president of the Garret Club, introduced the speaker of the evening.' *News* [12 Dec] লেখে : 'The Garret Club ...had underestimated the interest in this poet from far-off India. People had to be placed on the stage, along the sides and in the room off the hall. Many were turned away.'

12 Dec [মঙ্গল ২৭ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কে তাঁর শেষ অনুষ্ঠান করেন New Amsterdan Theatre-এ, এখানে তিনি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে পাঠ করেন। তাঁকে শেষবার দেখার ও শোনার জন্য জনতার আগ্রহের পরিচয় আছে *Times* [13 Dec]-এ : 'At last a thousand persons were unable to gain admission to the New Amsterdam Theatre yesterday afternoon for the last appearance in New York of Sir Rabindranath Tagore. After all of the standing room had been sold, many persons stood in the lobby in the futile hope of eventually getting in.'

এইদিন রাত্রেই তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করে পেনসিলভেনিয়া স্টেটের Pittsburgh-এর উদ্দেশে রওনা হন। 13 Dec [বুধ ২৮ অগ্র].রাত্রে সেখানকার Carnegie Music Hall-এ Pittsburgh Centre of the Drama League of America-র উদ্যোগে তিনি 'The cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। Dr. William J. Holland স্বাগত ভাষণ দেন। বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা পড়েন।

14 Dec [বৃহ ২৯ অগ্র] তিনি যান ওহিও স্টেটের Columbus-এ; সেখানে First Congregational Church-এ Association of Collegiate Alumnae-র উদ্যোগে 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধতি পাঠ করেন। এইদিন *Ohio State Journal*-এ রবীন্দ্রনাথের একটি কার্টুন মুদ্রিত হয়, যেখানে একজন মার্কিনী তাঁকে বলেছেন: 'I Get Your Idea, Rabindranath, but I Don't Think I Understand What You Mean.' এটি অনেক আমেরিকানেরই মনের কথা। পত্রিকাটিতে 16 Dec আর-একটি কার্টুন ছাপা হয়।

ন্যাশনালিজম-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি উপযুক্ত সংশোধনান্তর ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে প্রকাশের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বইটি প্রকাশের কথা ভেবে ব্রেট 8 Dec স্যার ফ্রেডারিক ম্যাকমিলানকে লিখেছিলেন : 'THE CULT OF NATIONALISM, of which

I spoke in a recent letter [29 Nov] of publishing separately, is now to be included in a volume entitled NATIONALISM and consisting of the following essays: The Cult of Nationalism, The Message of India to Japan, The Spirit of Japan, The Ideals of Art, The Sunset of the Century.' কিন্তু 11 Dec Ithaca থেকে পিয়র্সন ব্রেটকে লেখেন : 'Since coming here Mr Tagore has begun to write a new lecture which is to be entitled "Nationalism in India". He has already more than half finished it and as it is on the same subject, from a new point of view, as the other lectures on Nationalism he wants it to be included in the volume of Nationalism. ...He hopes to be able to let you have the material for this additional matter when Mr Henderson joins us on the 15th.' স্বাভাবিকভাবেই অতঃপর বইটি অন্যভাবে পরিকল্পিত হয়। মিঃ হেন্ডারসন পাঠ-সংস্কারের কাজে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে 14 Dec কলম্বাসে উপস্থিত হন। পিয়র্সন 15 Dec ব্রেটকে জানান : 'Mr Henderson arrived yesterday & he & Mr Tagore are working hard at the proofs to-day.'

16 Dec [শনি ১ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ আবার ক্লিভল্যান্ডে উপস্থিত হন। 10 Dec স্থানীয় *Paindealer* পত্রিকা লিখেছিল : 'The city has invited the poet to plant a tree in the Shakespeare garden on upper East boulevard, and City Forester H.C. Hyatt has been looking around for something particularly appropriate.' কিন্তু রবীন্দ্রভবনের কর্তিকা-সংগ্রহে 16 Dec 1916-এর পরবর্তী সময়ের কোনো কর্তিকা নেই, ফলে আমাদের পক্ষেও আমেরিকা সফর-সংক্রান্ত আর-কোনো পত্রিকা-নির্ভর বিবরণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত 'Rabindranath Tagore in America' [June 1917]-শীর্ষক প্রতিবেদনটিও 12 Dec নিউ ইয়র্কের অনুষ্ঠানটির বিবরণ দেওয়ার পর 'He left New York for San Francisco rather hurriedly' লিখে ভ্রমণবিবরণটি সমাপ্ত করেছে অর্থাৎ 'Literatus'-এর হাতেও পরবর্তী কর্তিকাগুলি পৌঁছয়নি। এর কারণটি রহস্যাবৃত। রবীন্দ্রনাথ এর পরেও এক মাস আমেরিকায় ছিলেন।

16 Dec সন্ধ্যায় তিনি ক্লিভল্যান্ডের Gray's Armory-তে 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান।

17-18 Dec [রবি-সোম ২-৩ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ ওহিও স্টেটের Oberlin-এ পার্ক হোটেলে অবস্থান করছিলেন; খবরটি পাওয়া যায় ব্রেটকে লেখা পিয়র্সনের চিঠিতে [15 Dec] : 'We stay for Sunday and Monday at the Park Hotel, Oberlin.' সম্ভবত 18 Dec রবীন্দ্রনাথ সেখানে একটি বক্তৃতা করেন, পন্ডের হিসাবে এইদিন তাঁর ৭০ ডলার কমিশন লাভের কথা আছে।

19 Dec [মঙ্গল ৪ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ শিকাগোয় যান ও সন্ধ্যায় সেখানকার অর্কেস্ট্রা হলে স্বরচিত রচনা থেকে পাঠ করেন।

আরবানায় Tagore Circle-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার তরিখ নির্ধারিত হয়েছিল 17 Jan 1917, কিন্তু সফর-সূচি পরিবর্তিত হওয়ায় তিনি সেখানে আসেন 22 Dec [শুক্র ৭ পৌষ]। 19 Dec *Daily Illini*-তে ঘোষিত হয় : 'TAGORE MAY COME DURING VACATION/ NOTED HINDU POET AND EDUCATOR/ IS FORCED TO CANCEL PREVIOUS ENGAGEMENT/ TICKETS ON

SALE IMMEDIATELY.' *আগের বার আরবানায় এসে তিনি অনেক বন্ধু সংগ্রহ করেছিলেন, নোবেল প্রাইজের খ্যাতি আগ্রহীর সংখ্যা বহুগুণ বর্ধিত করেছিল। সুতরাং তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা সংবাদপত্রে ঘোষিত হলে তাঁদের দুঃখিত হওয়ারই কথা। তাই তাঁর অপ্রত্যাশিত আগমনের সংবাদে ভক্তবন্ধুদের আত্মহারা হওয়াই স্বাভাবিক, সেই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীমতী সেমূরের লেখায় : 'On a sunny afternoon three days before Christmas, Mr. Tagore arrived in Urbana, like a punctual gift, but one which could by no means be laid aside or postponed.'[১১৩]

আরবানায় রবীন্দ্রনাথের সফর প্রথমাবধিই অনিশ্চিত ছিল। তিনি 19 Oct শ্রীমতী সেমূরকে লিখেছিলেন : 'I hear from Mr Pond that final invitation has not come for me from Urbana. As I am not free to make my own engagements I do not know when I shall be able to visit you.' শ্রীমতী সেমূরও 26 Oct পিয়র্সনকে লেখেন : 'The University authorities here are very slow in arranging for a lecture it seems, so that the Tagore Circle has taken the matter up and we have written to Mr Pond to secure a date if possible.' Tagore Circle-এর আহ্বানেই 17 Jan তারিখ ধার্য হয়েছিল, কিন্তু সফর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় যখন তা বাতিল হবার মুখে, তখন রবীন্দ্রনাথই আন্তরিক আগ্রহে খ্রিস্টোৎসবের পূর্বে আরবানায় উপস্থিত হন 22 Dec তারিখে। তাঁর আন্তরিকতা বোঝা যায় শ্রীমতী সেমূরের বিবরণে :

As he sat with his friends the second evening [23 Dec) after his arrival, he told how he had been hurried on from one city to another, "through the desert land of hotels", and in no place had he been able to give his entire message. We sat breathless as he unfolded his plan for us here. If we liked, he would read to us all the lectures he had prepared for this tour. ... We had thought of his visit to Urbana as a period of needed rest, a halt midway on a weary journey. We had felt how joyfully contented we should be just to have him in our midst and see him once again, and yet he had no sooner taken breathe than he was making this generous offer.

শ্রীমতী সেমূরের এই অভিব্যক্তি খুবই স্বাভাবিক। বড়ো বড়ো শহর প্রচুর অর্থের বিনিময়েও যা পায়নি, কোনোরকম আর্থিক প্রতিদান ছাড়াই আরবানা তা লাভ করল। শিকাগো বা নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন ছিলেন, কিন্তু কখনোই স্থিরভাবে নয়— শহরগুলিকে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী অন্যান্য জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু কেবল আরবানাতেই তিনি ন'টি দিন অবস্থান করেন, তার মধ্যে সাতটি দিন রচনা পাঠ করে শোনান।

24 Dec [রবি ৯ পৌষ] তিনি য়ুনিটারিয়ান চার্চে যুনিটি ক্লাবের সদস্যদের কাছে 'Personality in Art' [?'What is Art?'] বিষয়ে বলেন। 25 Dec ড আর্থার সেমূরের বাড়িতে তিনি 'The World of Personality' প্রবন্ধটি টেগোর সার্কেলের সভ্যদের পাঠ করে শোনান। 26 Dec এঁদেরই শোনান 'The Second Birth' প্রবন্ধটি।

27 Dec [বুধ ১২ পৌষ] অধ্যাপক Dr. Jacob Kunz-এর বাড়িতে টেগোর সার্কেলের সদস্যের একটি ক্রিসমাস পার্টিতে মিলিত হন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'Sannyasi' নাটকটি পড়ে শোনান। শ্রীমতী সেমুর লিখেছেন: 'When ... the poet read his play Sannyasi at a Christmas party given by Dr. and Mrs. Kunz to the Tagore Circle, the envious will begin to question if the abode of the gods was really a mountain and not rather a humble, unpretentious prairie.'

28 Dec রবীন্দ্রনাথ Marrow Hall-এ 'My School' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 29 Dec তিনি পড়েন বহুপঠিত প্রবন্ধ 'The Cult of Nationalism'। বাস্তববাদী সমালোচকেরা অভিযোগ করেন, এতে শুধু ভাঙার কথা আছে গড়ার কথা নেই। শ্রীমতী সেমুর এই বিষয়ে লিখেছেন :

I am purposely overemphasizing this criticism, because through it we may reach to the very spirit of Mr. Tagore's message. It is not his purpose to "build up", as the American so smugly demands. He names his lecture the Cult of Nationalism, and this very name proclaims that he does not come as the advocate of any cult. He would free us from cult and restore humanity to her place in our lives. He does not believe in cults, he believes in God and in the divine in all life. He believes in a kind of living that will allow the fullest development and expression of human living, of spiritual unfolding.

শ্রীমতী সেমূর অবশ্যই রবীন্দ্র-ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকাটিকে যথার্থভাবে উদঘাটিত করেছে।

শেষদিন 30 Dec [শনি ১৫ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ 'Nationalism in India' প্রবন্ধটি পড়েন, এটি এই প্রথম পঠিত হল।

Daily Illini [4 Jan] জানিয়েছে, আরবানায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরে যান, 'where for the first time he viewed the stars and the moon through a large telescope.' — জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি এই আকর্ষণ তিনি বাল্যকাল থেকে আজীবন পোষণ বরেছেন, কিন্তু পত্রিকার বিবরণটি সত্য নয়— শান্তিনিকেতন আশ্রমেই একটি দূরবীণ ছিল।

31 Dec [রবি ১৬ পৌষ] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আরবানা ত্যাগ করে শিকাগো রওনা হন। *Daily Illini* [4 Jan]-তে মুদ্রিত এক সাক্ষাৎকারে ড সেমূর বলেন : 'Mr. Tagore's generosity was typical of his life. While here he gave himself entirely to his friends, talking with them at almost all times of the day, and speaking every evening with the exception of two. He remained here longer than in any other city in the country, and while here spoke more frequently than he had anywhere else.' বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ আরবানায় এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যস্ততাকেই কবির বিশ্রাম আখ্যা দিয়ে শ্রীমতী সেমূর সুন্দর একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন : 'his rest should be compared to the response of a wheel which is so rapid in its motion that it seems to stand still.' রবীন্দ্রনাথও আরবানায় অবস্থানের দিনগুলি স্মরণ করেছেন শ্রীমতী সেমুরকে লেখা বিদায়কালীন পত্রে [15 Jan] :

'Travelling day and night through the desert land of hotels I had reached a little oasis in Urbana where I slacked my thirst and had my rest whose memory I carry in my heart across the sea.'

ব্রেটকে লেখা পিয়ার্সনের 3 Jan-এর চিঠি থেকে জানা যায়, অন্তত ঐদিন পর্যন্ত তাঁরা শিকাগোয় ছিলেন। পিয়ার্সন লেখেন : 'Unfortunately Mr Tagore has been attacked by grip and is feeling very low and weak to-day. He has had to cancel some of his lecture engagements in the middle West but I hope will be well enough to fulfil one or two more before he sails. I am thankful that he did not decide to stay on longer as I am sure his health would not have stood the strain.'

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা করার কথা ছিল এপ্রিল পর্যন্ত, ফলে বিভিন্ন শহরে তাঁর সম্ভাব্য উপস্থিতির কথা কিছু পত্রিকায় ঘোষিত হয়েছিল। যেমন, St Louis [Mo] *Republic* [7 Dec]: '...will be a visitor to St. Louis January 4'; Detroit *Journal* [13 Nov] '...will lecture in Wichita the night of January 6 next, as announced by the Rev. L.M. Birkhead, pastor of the First Unitarian Church of this city'; Montclair [NJ) *Montclarian* (1 Nov]: '...is to lecture in Montclair under the auspices of Unity Alliance on Tuesday afternoon, January 9th, at Unity Church'— কিন্তু এই সময়ের সংবাদপত্র-কর্তিকার অভাবে বলা সম্ভব নয়, বক্তৃতাগুলি আদৌ দেওয়া হয়েছিল কিনা। সুজিত মুখোপাধ্যায় আরবানার পর জাহাজে ওঠার আগে পর্যন্ত তিনটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেছেন,[১১৪] কিন্তু এগুলির বিস্তৃত বিবরণ-সংবলিত কোনো সংবাদপত্র-কর্তিকা পাওয়া যায়নি।

তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথ ৪ Jan [সোম ২৪ পৌষ] Nebraska স্টেটের Lincoln শহরের Olive Theatre-এ 'ন্যাশানালিজম' বিষয়ে বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করেন।

সংবাদটি নির্ভরযোগ্য; কারণ, এই তারিখ দিয়ে লিংকন শহরের অধিবাসীরা শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের একটি ছাপার মেশিন উপহার দেন। মেশিনটির গায়ে লেখা ছিল : 'THE LINCOLN PRESS/ PRESENTED TO THE BOYS OF SHANTINIKETAN/ BY THE PEOPLE OF/ LINCOLN NEBRASKA, U.S.A JANUARY 8, 1917' —শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার পর এই মেশিনটি অবলম্বন করে শান্তিনিকেতন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই প্রেসে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর অনেক পুস্তিকাদি ছাপা হয়।

9 Jan [মঙ্গল ২৫ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ Iowa স্টেটের Des Monies-এ 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মাইক্রোফিল্মে একটি নাম ও তারিখ-হীন কর্তিকায় পড়ি : 'Tuesday night at the City Auditorium, he will speak on "The Cult of Nationalism". Up on the third floor of the Chamberlain hotel he consented to see newspaper folk. ... Tagore had been sick.'

10 Jan [বুধ ২৬ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ Nebraska স্টেটের Omaha-য় Fontenelle Hotel-এ ন্যাশানালিজম বিষয়ে বক্তৃতা ও রচনা থেকে পাঠ করেন। এইদিন ব্রেটকে লেখা তাঁর একটি চিঠি ও একটি টেলিগ্রাম থেকে তাঁর এই স্থানে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে থাকার সময়েই তিনি স্থানীয় Barnhart Brothers & Spindler Company-কে ৫৪০ ডলার মূল্যের টাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।

আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে জিনিসগুলি পাঠাতে দেরি হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এগুলি অবশ্য 10 Jul 1917 *S.S.Kasama* জাহাজযোগে প্রেরিত হয়।

11 Jan Kansas City-র The Baltimore Hotel থেকে ব্রেটকে লেখা পিয়র্সনের চিঠি থেকে মনে হয়, এইদিন রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি বক্তৃতা করেছিলেন।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'কোলোরেডোর (Colorado) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জগৎবিখ্যাত, তা ছাড়া সেখানকার ঝরনাগুলি সুপরিচিত। কবি ডেনভার হইয়া সে-সব স্থান দেখিয়া গেলেন।'[১১৫] সুজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'Colorado Springs —sightseeing trip' —কিন্তু কোনো তারিখ নির্দেশ করেননি।

15 Jan [সোম ২ মাঘ] শ্রীমতী মুডি Mrs. Marguerite Giffordকে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির সংবাদ দিয়ে লিখেছেন : 'Mr. Tagore has now gone to California. He is speaking tomorrow in Los Angeles, and is to sail from San Francisco on Wednesday, the 17th.' এইদিন রবিন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমূরকে একটি চিঠি লেখেন, তার ঠিকানা : 'The Cumnock School/ 200 Sounth Dermont Ave/ Los Angeles, California' —সম্ভবত এখানেই তিনি বক্তৃতা করেন।

16 Jan রবীন্দ্রনাথ সানফ্রান্সিসকো থেকে বিদায়ী টেলিগ্রামে শ্রীমতী মূডিকে জানান : 'we had comfortable journey and pleaset (sic) stop at Lamy where I met Mr and Mrs Henderson. We sail at one o'clock and we all send to you and rest of my friends at Ellis Avenue our affectionate greetings and gratitude for all you have done during our visits to Chicago.' শিল্পী William Penhallow Henderson ও তাঁর স্ত্রী Alice Corbin Henderson 1912-13-এ তাঁর শিকাগো ভ্রমণকালে খুবই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কিন্তু এবারের ভ্রমণকালে তাঁরা ছিলেন Santa Fe-তে, শ্রীমতী মুডি চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শ্রীমতী হেন্ডারসনকে দেখতে যান। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সহজ ছিল না, সেই কারণেই এই সাক্ষাতের কথা তিনি বিশেষভাবে জানিয়েছেন তাঁর বিদায়ী টেলিগ্রামে।

17 Jan [বুধ ৪ মাঘ] সানফ্রান্সিসকো থেকে Siberia Maru জাহাজে রবীন্দ্রনাথ মুকুলচন্দ্র, পিয়র্সন ও বঙ্কিমচন্দ্র রায়কে নিয়ে আমেরিকা ত্যাগ করলেন। যাত্রার আগে রোটেনস্টাইনকে লিখলেন : 'At last I am going home. My steamer sails today. Last three months my world of space and time was completely dislocated— my universe was shattered into bits dancing in a whirlpool. I had a hope that the war would be over by this time and I would go and see you. I can not tell you what a disappointment this has been to me.'[১১৬] তিনি আমেরিকায় পাঠ করার জন্য 'The Cult of Nationalism' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল ইংলন্ডের সুধীবৃন্দ— ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে যে দীর্ঘ বিশ্লেষণ প্রবন্ধটিতে ছিল, তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সেই বিষয়ে ইংলন্ডের 'বড়ো ইংরেজ'দের সচেতন করে তোলা। সুতরাং যুদ্ধের কারণে ইংলন্ডে যেতে না পারার জন্য তাঁর হতাশা খুবই স্বাভাবিক। প্রবন্ধটি *Nationalism* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কয়েক মাস পরেই ইংলন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করায় নববলে বলী হয়ে ইংলন্ড তখন জার্মানিকে পরাজিত করার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা তখন এই বিরোধী বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করতে প্রস্তুত ছিল না।

আর যুদ্ধশেষে জয়ী ইংলন্ডের আত্মম্ভরিতা ভারতীয়দের প্রতি আরও কঠোর হয়ে ওঠে। বন্ধুকে চিঠি লেখার সময়ে এই ভবিতব্যের কথা রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না!

আর্থিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা সফর ফলপ্রসূ হয়েছিল। পন্ডের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল চল্লিশটি বক্তৃতা দেওয়ার, তা পালিত হয়— সুতরাং রবীন্দ্রজীবনী-কার যে লিখেছেন : 'তিনি Pond Lyceumএর নিকট কড়ার-বদ্ধ— এখন সে কড়ার বা contract ভাঙিলে তাঁহাকে বিস্তর ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে'[১১৭]— সে আশঙ্কা ছিল না। তবে এপ্রিল মাস পর্যন্ত নির্ধারিত বক্তৃতা দিলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পন্ডেরও যে বিপুল অর্থাগম হত, সেই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় তিনি অবশ্যই দুঃখিত হয়েছিলেন। এর প্রতিকারের জন্য পিয়র্সন ব্রেটের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠান [18 Dec] : 'When Mr Tagore decided to shorten his stay in this country and thus disappointed Mr Pond he made this suggestion that perhaps he would be willing to act in some way as his literary agent to place his unpublished stories etc in some of the magazines.' কিন্তু সম্ভবত এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি, কারণ তা ম্যাকমিলানের স্বার্থবিরোধী ছিল।

তবে সফর থেকে সমস্ত ব্যয় বাদ দিয়ে ঠিক কত পরিমাণ অর্থ অর্জিত হয়েছিল তার সঠিক হিসাব আমাদের কাছে নেই। ৬ ভাদ্র [22 Aug] রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখেছিলেন : 'টাকা যা পাব প্রথমে তার থেকে এণ্ড্রুজের তিনহাজার শুধে দিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে তারক বাবুর দরুন আমার যে ত্রিশহাজার টাকা দেনা আছে সেইটে শুধে দিতে হবে— তার জন্যে আমরা শতকরা আট টাকা হারে সুদ দিচ্চি।'[১১৮] 11 Oct লিখেছেন : 'খরচ বাদে ত্রিশ হাজার টাকা আমার হাতে জমলেই আমি তোকে পাঠিয়ে দেব। তারক বাবুর যে টাকাটা ধারি, এখন যে দেনাটা কলকাতা য়ুনিভার্সিটির হাতে গিয়ে পৌঁচেছে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তার মেয়াদ ফুরোবে— অতএব আগামী বৎসরেই এই টাকাটা শোধ করে দিয়ে মাসিক সুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিস।'[১১৯] এই দেনা কিন্তু বিদ্যালয়ের কারণে নয়— ঠাকুর কোম্পানির লোকসানের দায় মেটানোর জন্য নিজের বাড়ি বন্ধক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে এই ঋণ নিতে হয়েছিল। সেই ঋণ শোধ হয়েছে বক্তৃতালব্ধ আয় থেকে, যা একান্তভাবে বিদ্যালয়ের উন্নতিতেই ব্যয়িত হবে বলে রবীন্দ্রনাথ বারবার সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন! 25 Feb পিয়র্সন জাপান থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

I hope you received all right the sum of $10,000 sent on December 23rd... and that you also received the balance from New York which was to be sent at the beginning of February. ... the money which was placed in deposit in Chicago, twelve thousand odd, is to be sent with interest at the end of March to arrive about May.

১৩২৩-২৪ বঙ্গাব্দের যে ক্যাশবহিটি আমরা পেয়েছি সেটি শুরু হয়েছে ৯ ফাল্গুন [বুধ 21 Feb 1917] থেকে, সেই তারিখেরই হিসাব : 'মা° শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয় দং আমেরিকা হইতে আইসে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর দেওয়া এক চেক £.2096-8-9—৩০৭২৬৲/৫', কিন্তু সেইদিনই টাকাটির বিনিয়োগও হয় : 'ব° এষ্টেটের ক্যাশ দং উক্ত ক্যাশে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা সুদে হাওলাত দেওয়া হয় ৩০০০০৲'। ১৬ জ্যৈষ্ঠ

১৩২৪ [বুধ 30 May 1917] ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে যে ৩৯২৪১\ -র চেক আসে, তার খরচের হিসাবটি এইরকম : 'ব° Calcutta University দং Late Sir T. Palit সাহেবের নিকট হইতে যে ত্রিশহাজার টাকা ৮% সুদে হাওলাত লওয়া যায় তাহা শোধ এক চেক—৩০০০০্', May মাসের সুদ দেওয়া হয় ২০০্, ৯০০০্, সম্ভবত বিদ্যালয়ের নামে পতিসর কৃষি ব্যাঙ্কে বার্ষিক ৮% সুদে আমানত জমা রাখা হয়। মধ্যে ২৯ বৈশাখ [শনি 12 May] ম্যাকমিলান কোম্পানি মারফৎ যে ৬৩৮৩\ আসে, তার সবটাই নেপালচন্দ্র রায়কে 'বিদ্যালয়ের হিসাবে দেওয়া যায়'। এই সব টাকা যদি বক্তৃতালব্ধ অর্থ হয়, তবে নিশ্চয়ই তা খুব সামান্য নয়।

এছাড়া আমেরিকা সফরের ফলে রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রি হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে। ব্রেট-প্রেরিত একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, 1 May 1916 থেকে 30 Oct পর্যন্ত সব মিলিয়ে তাঁর বই বিক্রি হয়েছে ১৫,৮৭৫ কপি, 1 May থেকে 31 Dec পর্যন্ত রয়্যালটি দেওয়া হয় ৯০১১.০৮ ডলার। তাছাড়া তাঁর কয়েকটি নূতন বইও অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়, সেগুলির বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি।

এবারের সফরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি চিঠি ছাড়া বাংলা ভাষায় কিছুই লেখেননি, কিন্তু বাংলা কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। 3 Jan পিয়র্সন ব্রেটকে লেখেন :

I am sending you the manuscript of some new translations which Mr Tagore has done during the Christmas vacation. ...He wrote these translations in order to be able to write something entirely new on the autographed sheets which were sent to him for placing in the illustrated edition of "Gitanjali and Fruit Gathering". He will almost certainly complete the hundred before he reaches the end of his voyage, and if more poems are needed to make a large enough volume he can put in his translations of some Baul songs which he thinks will go well with these.

এই চিত্রিত সংস্করণের ভাবনা জন্ম নিয়েছিল নিউ ইয়র্কে ব্রেটের সঙ্গে আলোচনা-কালে। এই প্রসঙ্গে পিয়র্সন 15 Dec লিখেছিলেন : "I have cabled to Mr Abanindranath Tagore asking his help, together with that of his brother and another very good Bengali artist [Nandalal Bose), in the matter of the illustrations for 'Gitanjali'." অবনীন্দ্রনাথ 24 Dec কেব্‌ল্‌গ্রামে সম্মতি জানিয়ে প্রধানত নন্দলালের সাহায্যার্থে দু'হাজার টাকা দাবি করেন।

Lover's Gift-এর কপি পূর্বেই প্রস্তুত করে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন। পরে আরও কিছু সংশোধন করে 10 Jan ব্রেটকে লেখেন :

I am sending a typed copy of "The Lover's Gift" with my final corrections. As I have sent to the London Macmillan's an advanced copy of the manuscript without this corrections I am most anxious that a copy of the manuscript herewith sent should be sent to them at the earliest opportunity with the request that they use this final copy when they print the proofs.

চিঠিটির পরবর্তী অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, যেখানে তিনি এটিকে সংশোধনের জন্য ইয়েট্সের কাছে পাঠাতে নিষেধ করেছেন। বইটি ছাপাখানায় গিয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ বিলম্বিত হয় বিভিন্ন কারণে। জর্জ ম্যাকমিলান 12 Feb ব্রেটকে কারণগুলি জানান। প্রথমত, এত ছোটো আকারের [মুদ্রিত আকারে মাত্র ৬০ পৃষ্ঠা] বই না ছাপিয়ে পরে-পাঠানো কবিতাগুলিও এর সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভেবেছেন তিনি। দ্বিতীয় কারণটি গুরুতর : 'I think there is a serious danger of spoiling the poet's market by giving the public more they can reasonably digest.'

Crossing-এর পাণ্ডুলিপিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 22 Jan পিয়র্সন ব্রেটকে লেখেন : 'I am sending Mr Tagore's manuscript of the further poems most of which have already been sent to you. This present manuscript is however intended to be final. You will notice that there are some additions and alterations, and further that the order of the poems have been changed.' এর একটি কপি লন্ডনেও প্রেরিত হয়।

কিন্তু এটিও আকারে ক্ষুদ্র। ব্রেট প্রস্তাব করেন আরও কিছু কবিতা এতে যুক্ত হোক। প্রত্যুত্তরে পিয়র্সন 14 Feb লেখেন : 'He has no further poems to add to "Crossing" as he feels the book is a unity as it stands which would be destroyed by further additions.' ব্রেট জর্জ ম্যাকমিলানকে প্রস্তাব দেন [1 Mar] দুটি বইকে একসঙ্গে প্রকাশ করার জন্য। সেই প্রস্তাবই গৃহীত হয় এবং Apr 1918-এ *Lover's Gift and Crossing* নামে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা অনুদিত যে ছোটোগল্পগুলি লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল, Charles Whibley তার থেকে তেরোটি গল্প বাছাই ও সংস্কার করে *The Hungry Stones and Other Stories* পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করেন ও 26 Sep সেটি প্রকাশিত হয়। অন্য গল্পগুলি নিয়ে আর-একটি খণ্ড প্রকাশের প্রস্তুতি চলছিল। ইতিমধ্যে পিয়র্সন কয়েকটি গল্প মূল বাংলা থেকে অনুবাদ করতে থাকেন ও রবীন্দ্রনাথের সংস্কারের পর সেগুলি ব্রেটের কাছে প্রেরিত হয়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যে গল্পগুলির নাম পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি হল : 'Fugitive Gold' ['গুপ্তধন'), 'In the Night' ['নিশীথে') ও 'The Editor' ['সম্পাদক') — 23 Jan ব্রেটকে লেখা ম্যাকমিলানের চিঠি থেকে জানা যায়, এইরূপ ছয়টি গল্পের অনুবাদ পাঠানো হয়েছিল যেগুলি রীডারের মতে অন্যগুলির চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এগুলি প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় খণ্ডটির অন্তর্ভুক্ত করলে গ্রন্থটির আয়তন বর্ধিত হবে ও গল্পগুলির অনুবাদে সমতা থাকবে না ভেবে এদের পরবর্তী কোনো খণ্ডের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনুবাদগুলি মডার্ন রিভিয়্যু-র বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়ার পর *Broken Ties and Other Stories* [1925] গ্রন্থে সংকলিত হয় ['The Editor' বাদে]।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত জীবনস্মৃতি-র অনুবাদ 'My Reminiscences' নামে মডার্ন রিভিয়্যু-র Jan-Dec 1916 সংখ্যাগুলিতে মুদ্রিত হয়। আমেরিকায় এগুলির কপিরাইট রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করা হয়েছিল। আমেরিকা ও লন্ডন ম্যাকমিলান গ্রন্থটি সম্পর্কে আগ্রহী ছিল, তাই সম্পূর্ণ কপি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাপার কাজ আরম্ভ হয় ও 25 Apr 1917 গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র-ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ও এটি 'Letters' নামে মডার্ন রিভিয়্যু-তে Jan-Aug 1917-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। পিয়র্সন 29 Dec এর পাণ্ডুলিপি ব্রেটকে পাঠান। কিন্তু এটির প্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে

ঘটেনি। *Glimpses of Bengal* নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 1921-এ। জর্জ ম্যাকমিলানকে লেখা ব্রেটের 1 Mar 1917-এর একটি পত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য : 'I was simply aghast when book after book arrived from him, and with the evident expectation on his part that could be published within a few months.'

অবশ্য এই অস্বস্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ত্যাগের কয়েকমাসের মধ্যে তাঁর কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চুক্তি ছিল, প্রতিটি নূতন বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ২০০ ডলার অগ্রিম রয়্যালটি হিসেবে দিতে হবে। এর থেকে কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ করা যায়। সেই হিসাবে *The Cycle of Spring* প্রকাশিত হয় 28 Feb 1917, *My Reminiscences* 25 Apr, *Personality* 17 May, *Nationalism* 14 Sep এবং *Sacrifice and Other Plays* 30 Oct 1917.

কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল। অভ্যন্তরীণ চাপে ও জার্মানির হঠকারিতায় য়ুরোপের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা আমেরিকার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট উইলসন 6 Apr 1917 [শুক্র ২৪ চৈত্র] জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় থাকার সময়ে আদর্শবাদী ও যুদ্ধবিরোধী উইলসনের পুনর্নির্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এই মনোভাব থেকেই তিনি *Nationalism* গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করতে চেয়ে জাপানের কোবে বন্দর থেকে 9 Feb [শুক্র ২৭ মাঘ] জাপান ত্যাগের মুখে ব্রেটকে টেলিগ্রাম করেন : 'Dedicate Nationalism President Wilson if permitted Personality Andrews new volume Crossing Pearson.' 22 Mar [বৃহ ৯ চৈত্র] শান্তিনিকেতন থেকে চিঠিতেও লেখেন : 'It would give me pleasure if you could secure necessary permission to have my "Nationalism" dedicated to President Wilson for whom I have such deep admiration.' এই চিঠি পাওয়ার আগেই 9 Mar [২৫ ফাল্গুন] ব্রেট উইলসনকে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার কথা জানিয়ে পত্র লেখেন। উইলসন তাঁর বন্ধু ও পরামর্শদাতা Colonel House-এর কাছে প্রস্তাবটি সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে 'House replied on April 6, 1917 ...that Sir William Wiseman, Britain's special liaison agent in the United States, advised against granting this permission, as Tagore had "got tangled up in some way" with the Indian revolutionaries in the United States who were conspiring with Germany to overthrow British rule in India.'[১২০] 11 Apr ব্রেট রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

... I have today received his [Wilson's] reply, which reads as follows:

"I certainly owe you an apology for not having replied sooner to your request conveyed on behalf of Sir R. Tagore that he have my permission to dedicate his book to me, the book of which you were kind enough to send me the proofs.

Will you not express to Sir R. Tagore my warm appreciation of the motives which prompted him to make this request and my regret that it seems unwise for me to comply with it, not because of any lack of sympathy on my part for the principles which he so eloquently

supports in his book, but because just now I have to take all sorts of international considerations into my thought and must err at all on the side of tact and prudence.”

ব্রেট অতঃপর জানতে চান, গ্রন্থটি কাকে উৎসর্গ করা হবে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যেখানে আমেরিকান-সংস্করণে গ্রন্থটি ‘To C.F. Andrews’ উৎসর্গ করা হয়, ব্রিটিশ-সংস্করণটিতে সেখানে কোনো উৎসর্গপত্রই নেই। এখানে আর-একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ 20 Aug 1917 [৪ ভাদ্র ১৩২৪] ব্রেটকে লেখেন :

I am glad that my book on “Nationalism” is not yet published. Now that I have had time to read through the manuscript with proper attention I find that the last paper— the one on “Nationalism in India” needs complete revision. As it was taken down by Mr Moses while I was being interviewed it lacks coherence and terseness. Besides, it is sure to cause misunderstanding, my ideas not being expressed clearly. Please hold it back till you get a revised version from me.

আমরা আগেই বলেছি, *Nationalism* 14 Sep [২৯ ভাদ্র] প্রকাশিত হয়; সুতরাং এই প্রস্তাবিত পরিবর্তিত পাঠ গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না।

সুজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : [রবীন্দ্রনাথ] ‘left for Japan (January 21)’— এই তারিখের *Star-Bulletin* পত্রিকায় ‘an interview granted the Star-Bulletin on board the T.K.K. Liner Siberia Maru this morning by Sir Rabindranath Tagore’ উল্লেখ থেকে সেইরকম সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু ইতিপূর্বে উদ্ধৃত শ্রীমতী মুডিকে প্রেরিত টেলিগ্রাম ও রোটেনস্টাইনকে লিখিত চিঠি থেকে আমরা জেনেছি রবীন্দ্রনাথ 17 Jan 1917 [বুধ ৪ মাঘ] আমেরিকা ত্যাগ করেন। 22 Jan [সোম ৯ মাঘ] হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলু [Honolulu] থেকে ব্রেটকে লেখা পিয়র্সনের পত্রও উক্ত তারিখ সমর্থন করে— একদিনের মধ্যে এতটা দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এইদিন তিনি *Crossing*-এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে লেখেন: ‘We are having a very calm voyage so far and enjoying the rest.’ 23 Jan হনলুলু থেকে লেখা তাঁর আর-একটি চিঠি পাওয়া গেলেও তাঁরা কতদিন সেখানে ছিলেন ও কবে জাপানের উদ্দেশে রওনা হন নিশ্চিত করে বলা শক্ত। 11 Dec পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে যে ভ্রমণসূচি পাঠিয়েছিলেন, তাতে ছিল : ‘we stay for ten days at Honolulu. We go on from Honolulu on the 1st of February arriving at Yokohama in the middle of February.’ 28 Oct রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখেছিলেন : ‘হনলুলুতে বক্তৃতার জন্যে সেখানকার লোকদের নিমন্ত্রণ পাচ্ছি।’[১২১] হয়তো তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। বহুকাল পরে 6 May 1937 Mrs. Taft Powlison হনলুলু থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : ‘It is a vivid memory I have of you, that noontime when you spoke in the temple in Honolulu, I touched your garment as you passed and I wished that I might slip my hand in yours.’

রবীন্দ্রনাথের জাপানে অবস্থানের ইতিবৃত্তও অস্পষ্ট। স্টিফেন হে লিখেছেন : 'My research assistant, Hagihara Nobutoshi, could find no reference to Tagore in *Tokyo asahi shimbun* for January and February 1917. In all probability, Tagore paused about three weeks in Yokohama before taking the train for Kobe to embark for India. He left San Francisco on January 21, 1917, and arrived in Calcutta 55 days later, on March 17. He would have spent at least 10 days on the Pacific, and 26 days between Kobe and Calcutta, if his ship followed the same schedule as *Tosa Maru.*'[১২২]

এঁর তুলনায় পিয়র্সনের চিঠির তথ্য অনেক নির্ভরযোগ্য। সেই সূত্র অনুসারে রবীন্দ্রনাথ 17 Jan সানফ্রান্সিসকো ত্যাগ করে 20/21 Jan হনলুলুতে পৌঁছন, সেখান থেকে 1 Feb বা তার আগে যাত্রা শুরু করে জাপানে পৌঁছন 9 Feb [শুক্র ২৭ মাঘ]-এর কয়েকদিন পূর্বে । ড কাজুও আজুমা আমাদের জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ তারিখেই কোবে থেকে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন— তিনি এইদিনই ব্রেটকে যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন, সেটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি।

জাপান পর্যন্ত ভ্রমণ-সম্পর্কে শ্রীমতী হেন্ডারসনকে লেখা শ্রীমতী মূড়ির 6 Mar-এর পত্রটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'I had a line from Mukul from Honolulu, speaking with enthusiasm of their trip up to that point, and one from Mr. Pearson, posted in Yokohama, saying that the Poet was well and enjoyed his voyage, also saying that Mukul had decided to stop in Japan rather against the Poet's wish. I should think Mr. Tagore had decided to go right on to India.'

এবারে জাপানে রবীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকদিনই ছিলেন, কিন্তু অন্তত দুটি কারণে সেই দিনগুলি তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। প্রথমত মুকুলচন্দ্র ঠিক করেছিলেন, অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি কিছুকাল জাপানে থেকে যাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একা সেখানে রেখে আসতে চাননি। মুকুল দে এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

> জাপান থেকে ফেরার সময় তোমিমারো হারাও আমায় দশ বছরের জন্য স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করে আমাকে রাখতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন যে আমার আর্ট শেখার জন্যে সমস্তরকম ব্যবস্থা করে দেবেন। ...টাইকানও আমাকে তাঁর কাছে রেখে আর্ট শেখাতে চেয়েছিলেন। আমেরিকার শিকাগোতেও আমি স্কলারশিপ পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে যাত্রায় কোনোটিই নিতে পারি নি। গুরুদেব আমায় অনুমতি দেন নি সে যাত্রায় বিদেশে থেকে যেতে। যতবার কথা হয়েছে, ততবারই বলেছেন, "না, আমি ওর বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি, বাবার কাছে ফিরিয়ে দেব।" তাই নিয়ে পিয়ার্সনের সঙ্গে গুরুদেবের মনোমালিন্যও হয়েছিল। পিয়ার্সন চেয়েছিলেন গুরুদেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি আর্টের ব্যাপারে নিজে জেনেশুনে কিছু শিখি, ডেভেলপ করি। আমেরিকা থেকে ফেরার পথে এই আমাকে নিয়েই গুরুদেবের সঙ্গে পিয়ার্সনের বেশ কথা কাটাকাটি আর প্রায় ঝগড়া হল, যার ফলে পিয়ার্সন আর ভারতবর্ষে ফিরলেন না। আমেরিকা থেকে ফেরার পথে জাপানেই থেকে গেলেন।[১২৩]

মুকুলচন্দ্র পরে সিঙ্গাপুর থেকে শ্রীমতী মূড়িকে লেখেন : 'I had a very bad time in Japan, that's why I could not write.'

আগের বার জাপানে থাকার সময়ে পিয়র্সন Paul Richard নামের এক ফরাসি বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে পরিচিত হন। এঁর স্ত্রী Mirra [1878-1973]-র চিত্রবিদ্যায় দক্ষতা ছিল। 11 Jun 1916 রবীন্দ্রনাথ যখন টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন Mirra [পরবর্তীকালে পন্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সাধনসঙ্গিনী, 'শ্রীমা' নামে পরিচিত] তাঁর একটি স্কেচ করেন। পরে সেটি অবলম্বনে কালিতে দুটি ছবি আঁকেন [দ্র *Collected Works*

The Mother— Paintings and Drawings,1992, pp.51-53]| সম্ভবত তখন থেকেই পিয়নের সঙ্গে এই দম্পতির ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'পিয়ার্সন ইঁহার [পল রিশারের] প্রতি খুবই অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং গুরুর মতন ইঁহাকে মানিতে শুরু করেন। পিয়ার্সন ছিলেন খুব ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক; অতি সহজেই রিশারের আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।'[১২৪] রিশার *To the Nations* নামে একটি বই লেখেন; রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনের অনুরোধে সেটির প্রকাশযোগ্যতা বিচারের জন্য ব্রেটকে দেন ও বইটির মূল বক্তব্য তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু ব্রেট পিয়র্সনকে বইটি ফেরৎ পাঠিয়ে লেখেন [11 Dec 1916], রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি বইটি সম্পাদনা করে এর জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেন, তাহলে অবশ্যই এটি প্রকাশযোগ্য হবে '...but I should be inclined,...to advise the poet not to undertake this work, as the message of this book can be more fully given and more adequately represented in the poet's own work.' মনে হয়, এর পরেই পিয়র্সন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটি ভূমিকা লেখান ও পন্ড বইটি প্রকাশ করেন। অনুমান করা যায়, রিশারের সান্নিধ্যলাভের মোহে যোগসাধনা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে পিয়র্সন কিছুকাল জাপানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রায় ছ'মাস রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনা করার দুর্বহ দায়িত্ব পালন করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেও পারেন।

সন্দেহ নেই, এই আকস্মিক ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট আহত হন। 4 Jul 1917 তিনি পিয়র্সনকে লেখেন :

I shall never forget that room in Nara Hotel where I went through such a painful struggle when you announced your intention of parting from me. But in the small hour of night a flash of joy struck my heart with the assurance that this was needed and that I should completely trust this dispensation of Providence and be glad. I feel deeply thankful for this inner message which I received and which made our parting so peaceful and sweet. I know the disappointment of our boys was much greater in missing you than their joy in finding me back, but they understand— for they are sure of your love and they can wait.[১২৫]

কিন্তু এই অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ হয়েছিল— Sep 1921-এর আগে পিয়র্সন শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারেননি।

দেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভার পিয়র্সন বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের উপর সমর্পণ করেছিলেন। 14 Feb তিনি ব্রেটকে লেখেন : 'The poet is well and is in good hands as an old friend of the family joined us in America and is taking charge of him from here to Calcutta.' আমেরিকার যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র তখন দেশে ফিরছিলেন।

পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন [11 Dec], রবীন্দ্রনাথ পিকিঙে এক বা দু'সপ্তাহ কাটাতে ইচ্ছা করেন — কিন্তু তা হয়নি, তিনি সোজা ভারত অভিমুখে রওনা হন। মুকুলচন্দ্র বলেছেন, তাঁরা 'নিপ্পন ইয়োসেন কাইসা' জাহাজে আসেন— 'গুরুদেবের নাম শুনে জাহাজ কোম্পানি নামমাত্র ভাড়া নিয়েছিল'। 27 Feb

[মঙ্গল ১৫ ফাল্গুন] তিনি সিঙ্গাপুর থেকে শ্রীমতী মূডিকে লেখেন : 'After leaving Japan Gurudev was sick and we were always anxious about it. Now Gurudev is very well as well as he could be.'

গিরীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ফেরার পথেও রেঙ্গুনে যাত্রাবিরতি করেছিলেন : 'কবিসম্রাট কয়েকমাস পরে আমেরিকা হইতে রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলে আর একদিন আমি ও বৌমা মিঃ এস, এন, সেনের বাটীতে বসিয়া তাঁহার নিকট আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। ঐদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি সন্ধ্যার পর আমাদের বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব গৃহে আসিয়া একটি প্রীতিভোজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে ক্লাবের সভ্যদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলেন।'[১২৬]

রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় ফেরার তারিখটি রবীন্দ্রজীবনী-কার উল্লেখ করেছেন ৪ চৈত্র [শনি 17 Mar]। কিন্তু ক্যাশবহিতে দেখি : '২৮শে ফাল্গুন [সোম 12 Mar] শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয় আগমন করিলে যে খাওয়ান হয় তাহাতে কচুড়ি ১০০ শত, নিমকি ১০০ শত, সিঙ্গরা ১০০ শত লেডিকেনি ডালপুরি খরিদ, আবার কালিদাস নাগের ডায়েরি-র 13 Mar [মঙ্গল ২৯ ফাল্গুন]-এর বিবরণ : 'আজ কবি বাড়ি ফিরছেন—তাই সকলে Outram ঘাটে জমা হওয়া গেল। সুকুমার, আমি, চারুবাবু। Bangala জাহাজে করে বাঙলার কবি বাঙলার মাটিতে পা দিলেন— প্রণাম করে সকলে ফিরলুম।[১২৭] সীতা দেবী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিবার আগেই রব উঠিয়া গেল যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। মহা ছুটাছুটি লাগিয়া গেল যথার্থ খবরের জন্য; তাহার পর শুনা গেল যে তিনি আসিয়া পড়েন নাই বটে, তবে অতি শীঘ্রই আসিতেছেন। ১৩ই মার্চ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। ঠিক খবরটা জানা না থাকাতে Outram ঘাটে ভিড়টা কিছু কমই হইয়াছিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহার ভিতর অধিকাংশই তাঁহার আত্মীয়ের দল; অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের ভিতর যাঁহারা খাঁটি খবর বাহির করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা অবশ্য আসিয়াছিলেন।'[১২৮] এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বিভ্রান্ত ঠাকুরবাড়ি রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রিম আয়োজন করেছিল। সীতা দেবী রবীন্দ্রনাথের আগমন ও অভ্যর্থনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন [দ্র পুণ্যস্মৃতি । ৭৫-৭৬]। অমৃতবাজার পত্রিকা [14 Mar] নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করে :

SIR RABINDRANATH TAGORE/RETURN TO CALCUTTA

Sir Rabindranath Tagore arrived at Outram Ghat at three o'clock on Tuesday afternoon by the S.S. "Bangala". A large number of friends, relatives and disciples of the poet, including his son, Mr. Rathindra Nath Tagore, Messrs Ramananda Chatterji, Prasanta K.[sic] Mahalanabis, Manilal Ganguli, Satyendranath Dutta, Dwijendranath Bagchi, Dhirendranath Dutta, S.N. Bhattacharyya, Dr. Jyoti Sircar were present at the ghat to receive him. Some ladies of the Hon. Dr. Nilratan Sircar's household were also present. Sir Rabindranath shook hands with the ladies and gentlemen and motored to his residence in Dwarakanath Tagore Street.

14 Mar [বুধ ১ চৈত্র] কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ কবির আহ্বানে সন্ধ্যায় সকলে হাজির হলুম—গান-গল্প ইত্যাদি হল— সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ সম্বন্ধে কবির সঙ্গে কিছু কথা হল।' কালিদাস নাগ

তখন পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ, তাই এইসময়ে তাঁদের আলোচনা ও চিঠিপত্রে ছাত্র-প্রসঙ্গ প্রায়ই এসেছে। ৬ চৈত্র [সোম 19 Mar] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বাদশ মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তী বৎসরের জন্য অন্যতম সহকারী সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়, কালিদাস নাগ আবার ছাত্রাধ্যক্ষ মনোনীত হন।

সীতা দেবী লিখেছেন : '১৪ই মার্চ বোধ হয় বিচিত্রা-ভবনে তাঁহার ফিরিয়া আসা উপলক্ষে ছোটখাট একটি সভা হয়। ...গান অনেকগুলি হইয়াছিল। প্রথমে মেয়েরা অনেকে গান করিলেন, তার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে দুইটি গান করিলেন। প্রোগ্রাম হিসাবে আর তেমন কিছু ছিল না, তবে গল্পসল্প অনেক হইল। ভোজনের আয়োজন প্রচুর ছিল, অতিথিরা তাহারও সদ্‌ব্যবহার করিলেন মন্দ নয়। এই সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম। ইহার দুই তিন দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।'[১২৯]

রবীন্দ্রজীবনী-কারের দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী, শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে 'আর-একদিন সম্বর্ধনা হইল দমদমের এক বাগানে— উদ্যোক্তা ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীরা।'[১৩০]

অশীতিপর বৃদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ 16 Mar [শুক্র ৩ চৈত্র] একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'My dear Sir Rabi Babu,/ ...My heart yearns to meet and embrace you. The only time when I go out is between 6-30 and 8 P.M. When and where shall I come?' রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনে চলে না গেলে নিশ্চয়ই এই আকুল আহ্বানে সাড়া দিতেন।

'গুরুদেবের বিদেশ হইতে আগমনোপলক্ষে' ছাত্রদের হস্তলিখিত পত্রিকা প্রভাত-এর একটি চিত্র-শোভিত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আর-একটি নাম ও তারিখ-হীন পত্রিকায় 'খবর' পাওয়া যায় : '১। গত ৩রা চৈত্র গুরুদেব আশ্রমে ফিরিয়াছেন। ২। আমাদের আশ্রমের একটী লাল রাস্তা তৌয়ারি [য] হইয়াছে। এবং দুইটী পোল (সাঁকো) তৌয়ারি [য] হইয়াছে।' অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এই রাস্তা নির্মিত হয়েছিল বলে বর্তমানে চীনভবনের সম্মুখবর্তী এই রাস্তাটি 'নেপাল রোড' নামে অভিহিত হয়। সমকালীন ছাত্র প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : 'বিদেশ হইতে একবার সংবাদ আসিল, রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই ফিরিবেন। তাঁহাকে নূতন পথ দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করানো হইবে স্থির হইল। কিন্তু সময় অল্প। নেপালবাবু পথ তৈরি করিতে ছেলেদের লাগাইয়া দিলেন। এবং সারা রাত নিজে জাগিয়া থাকিয়া আলো জ্বালিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন। সে পথ এখনো নেপাল রোড নামে আশ্রমে পরিচিত।'[১৩১] বিদেশ-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে এই নূতন পথেই আশ্রমে আনা হয়।

বিদ্যালয়ে এসে তিনি নিজের অভ্যস্ত আসনটি গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন পরে 21 Mar [বুধ ৮ চৈত্র] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখলেন : 'সম্প্রতি এখানে আমার বালকদের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে এখান হইতে বাহির হইবার সম্ভাবনা বিরল।'[১২৭] 3 Apr [মঙ্গল ২১ চৈত্র] কালিদাস নাগকে লিখেছেন :

> ...বাংলাদেশের বয়স্কদের কাছ থেকে তাড়া খেয়েছি কিন্তু ছোটদের এখনো বিচারবুদ্ধি হয় নি তাই আমার নিরাপদ আশ্রয় তারাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে বাংলাদেশেও মানুষ কিছুদিন শিশু থাকে, তাদেরই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমি কোনোরকমে রক্ষা পাব। এদের নিয়ে আমি আছি। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর জাল আরো নিবিড় হয়েছে। আমার ক্লাস আছে এইজন্যে ছুটি পাইনে, আমার মত ঢিলে লোকের পক্ষে সেটা ভাল। ...তাই আমার এই শিশুদেবতার অর্ঘ্য জোগাতেই আমি লেগে আছি— অন্য কাজের তাড়ায় পূজায় ত্রুটি ঘটাতে আর সাহস হয় না।[১৩২]

এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ৩১ চৈত্র [শুক্র *13 Apr] প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রে। দীর্ঘ প্রবাসযাত্রায় বাংলা লেখার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, দেশে ফিরে আসার পরেও সেদিকে তাগিদ অনুভব করেননি। তাই সম্ভবত সবুজ পত্র-এর ফরমায়েশের উত্তরে লেখেন :

অর্জ্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুল্‌তে পারেনি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আস্‌বে না, মনে করচ? মাঝে মাঝে নোটিস্‌ পাই, বুঝতে পারি মানে মানে আসর ছেড়ে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। কিছুদিন থেকে আমার কানের মধ্যে কি একটা উৎপাত হয়েছে তাতে যে কেবল শোনা কমেচে তা নয় মগজের মধ্যে জড়তা এসেচে— কিছুতে লিখ্‌তে পড়তে গা লাগ্‌ছে না। এই ত গেল প্রথম দফা। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, এতদিন যখন কলম সতেজ ছিল তখন অন্য সকল কাজ অবহেলা করে তার পিছনেই দিন কাটিয়েছি। এখন কলমের চঞ্চলতা আপনিই কমে গেছে বলে বিদ্যালয়ের কাজে সমস্ত মন ঝুঁকেচে। …আমি ছেলেগুলোকে সত্যিই ভালোবাসি অথচ তাদের সঙ্গে আসক্তি বা স্বার্থের যোগ নেই বলে মন মুক্ত থাকে— এইজন্যে ওদের সেবায় যদি পুরোপুরি লাগি তাহলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সের জীর্ণতার সমস্ত ফাঁকগুলো ভরে যাবে অথচ ছাড়াও থাক্‌ব।[১৩৪]

একটি গভীর উপলব্ধির প্রকাশও আছে এই পত্রে : 'আমি যে-বয়সে এসে পৌঁচেছি, সে-বয়সের ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা আছে। এই মরুভূমির মাঝখানে স্থানু হয়ে বসে থাকা, না সুখকর, না স্বাস্থ্যকর। তবু যতদিন লেখার আবেগ প্রবল ছিল ততদিন নিজের রচনালোকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যেত। এখন বুঝতে পারচি সেই লেখার উপর নিয়ত ভর করবার মত জোর তার নেই। তাই, নিতান্ত পথে বেরিয়ে না-পড়ে' আমার জীবনের একটা-কোনো আশ্রয় পাকা করে নিতে হবে।' সঙ্গহীনতার এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে বিচিত্র রূপে দেখা দিয়েছে। কখনও তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজে নিমগ্ন হয়েছেন, কখনও-বা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিদেশি জনতার সঙ্গে আত্মিক যোগের সন্ধানে। কবিতায় এসেছে একধরনের স্মৃতিমেদুরতা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও তাঁর কাছে পত্রিকাগুলির তাগিদের অন্ত ছিল না। প্রবাসী-র পক্ষ থেকে অনুরূপ একটি তাগিদ পেয়ে *7 Apr [২৫ চৈত্র] তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন :

কিন্তু আমার ভাণ্ডার যে শূন্য। গান আমার হাতে দুচারটে আছে বটে, কিন্তু তোমাদের কাগজের পক্ষে এমন গান চাই যা গাবার এবং পড়বার দুই ক্ষেত্রেই উভচরবৃত্তি করতে পারে— যা সুরের ঘরে পিসি এবং কাব্যের ঘরে মাসির মত! তেমন ত খুঁজে পাইনে। ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে একটা আদায় করেছে মণিলাল— আর একটা যেটা কিঞ্চিৎ চলনসই গোছের আছে, পাঠালুম।[১৩৫]

ভারতী-র জন্য মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি 'এই ত ভালো লেগেছিল' [রচনা ২৬ চৈত্র ১৩২২ : 4 Apr 1916] গানটি দিয়েছিলেন, চারুচন্দ্রকে পাঠান 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' [রচনা ২৫ চৈত্র ১৩২২] গানটি— পুরোনো এই দুটি গান বৈশাখ ১৩২৪-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মডার্ন রিভিয়্যু-তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'notesএর মশানে এই দুষ্কৃতির বিবরণগুলিকে শূলে চড়ানো'র জন্য 'আমেরিকায় Lynchingএর কয়েকটা সাক্ষ্যপ্রমাণ' পাঠান তার আগের দিন ।

উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র ও রামানন্দকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন : 'পয়লা বৈশাখে কি দর্শন দিতে পারবে? রামানন্দ বাবু একসময় আসবার ঈষৎ আভাস দিয়েছেন— তিনি এলে খুসি হব, অনেক কথা আলোচনা করবার আছে।' একই আহ্বান জানিয়েছেন *10 Apr [২৮ চৈত্র] কালিদাস নাগকে : বর্ষশেষের দিনে যদি এখানে উপস্থিত হতে পার তাহলে সকলে মিলে বর্ষারম্ভের উৎসব করা যায়। ...ডাক্তার মৈত্র না আসাতে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া জমিয়ে রেখেচি— তাঁকে এই খবর দিয়ো। যদি ভাল চান ত নববর্ষের উৎসবে আস্‌তে যেন চেষ্টা করেন— এখানে তাঁর কাজের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ আছে।'[১৩৬]

৩১ চৈত্র [শুক্র 13 Apr] দুপুরে রামানন্দ, তাঁর দুই কন্যা শান্তা ও সীতা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, তাঁর ভগ্নী নীলিমা, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে রওনা হন। রাত্রের ট্রেনে আসেন সুকুমার রায়, কালিদাস নাগ প্রভৃতি।

সন্ধ্যায় মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের কন্যা রমার যুগ্মকণ্ঠে 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ' গান দিয়ে বর্ষশেষের উপাসনা শুরু হল। সীতা দেবী লিখেছেন : 'উপাসনার সমস্ত কাজ একলা রবীন্দ্রনাথই করিলেন। মানবজীবনে দুঃখের যথার্থ স্থান কি সেই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পৃথিবী হইতে দুঃখকে দূর তো করা যায় না। তাহাকে নমস্কার করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে, কারণ সে শুধু আঘাতই করে না, সে অমৃতলোকের বাণীও বহন করিয়া আনে।'[১৩৭]

দিনেন্দ্রনাথ-রমা দেবীর দ্বৈতকণ্ঠের একটি ও বালকদের সমবেত একটি সংগীত দিয়ে উপাসনা শেষ হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন দেহলি-র দোতলার ঘরে বাস করছিলেন। উপাসনার পর সেই বাড়ির সামনের ছাদে তাঁকে ঘিরে অতিথিরা সমবেত হন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'শুনিলাম Cult of Nationalism বিষয়ে কথা হইতেছে। আমেরিকা হইতে তিনি তখন সদ্য ফিরিয়াছেন, সে দেশের যাহা-কিছু তাঁহার ভালো লাগে নাই তাহার উল্লেখ করিলেন। Collectivism ও Individualism সম্বন্ধে খানিক আলোচনা হইল। অজিতকুমার চক্রবর্তী মাঝে মাঝে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলেন।'[১৩৮]

রবীন্দ্রনাথ এই বৎসরের অধিকাংশ সময় দেশের বাইরে ছিলেন। সবুজ পত্র-তে ভ্রমণ কাহিনী লিখবেন বলে কথা দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিন পালন করতে পারেননি। ফলে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর রচনার পরিমাণ খুবই কম। সেই কারণেই আমরা রচনার প্রকাশসূচি অন্যান্য অধ্যায়ের মতো বিবৃত না করে এখানে একসঙ্গেই সংকলন করে দিচ্ছি।

ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩ [৪০/১] :

৮-১৪ 'তখন ও এখন'

২৯-৩০ 'পথের প্রেম' ['ভাবনা নিয়ে মরিস্ কেন খেপে'] দ্র বলাকা ১২। ৭০-৭৩ [৪৩]

'তখন ও এখন' ভারতী-র চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে লিখিত।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৩ [১৬/১] :

১ 'যৌবন'['যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে'] দ্র বলাকা ১২। ৭৪-৭৫ [৪৪]

৭৮-৭৯ 'বাংলা বানান' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২৫৭-৫৯

৯৭ 'গান' ['তুমি কোন্ পথে যে এলে'] দ্র গীত ২। ৫২৮

দিনেন্দ্রনাথ-কৃত গানটির স্বরলিপি ৯৭-৯৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় দ্র গীতপঞ্চাশিকা [স্বর ১৬]

মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩২৩ [৮/১/৩] :

৪৯-৫০ 'অপমানিত' ['তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান?'] দ্র বলাকা ১২। ৬৯-৭০ [৪২]

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৩ [৩/১০] :

২৬-২৭ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ দ্র স্বর ৪৩

১২৯ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ আয় মা আমার সাথে দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটির স্বরলিপি ইন্দিরা দেবীর করা।

সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২৩ [৩/১] :

১-৩ 'নববর্ষের আশীর্বাদ' ['পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি'] দ্র বলাকা ১২। ৭৬-৭৭ [৪৫]। ৪-৯ 'পত্র'।

৫৫-৬২ 'জাপান-যাত্রীর পত্র' দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ২৯৫-৩০০

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল 13 May [৩০ বৈশাখ]।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ [৩/১১] :

১৪০-৪১ আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে দ্র স্বর ৫০

১৪১-৪৩ কাল রাতের বেলায় গান এল মোর মনে দ্র স্বর ১৬

১৪৪-৪৬ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে দ্র স্বর ৪৯

১৫২ সকালসাঁজে ধায় যে ওরা দ্র স্বর ৪০

শেষ গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী। প্রথম গান-দুটির স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি, সম্ভবত দিনেন্দ্রনাথ।

সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ [৩/২] :

১১১-২০ 'জাপান-যাত্রীর পত্র' দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ৩০০-০৫

The Modern Review, June 1916 [Vol. XIX, No.6] :

583-89 'My Reminiscences' (17)-(19)

The Nation, 10 June 1916 :

319 'In the Beginning' ['In the beginning of time'] দ্র Lover's Gift, No.54

ভারতী, আষাঢ় ১৩২৩ [80/৩] :

৩৭০ 'রাজা' ['আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা'] দ্র বলাকা ১২। ৪৮-৪৯ [২৭]।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২৩ [৩/১২] :

১৬৫-৬৬ [আর] নাই রে বেলা নাম্‌ল ছায়া দ্র স্বর ৩৮

১৬৮-৬৯ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই দ্র স্বর ৪৯

ইন্দিরা দেবী প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন।

সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২৩ [৩/৩] :

১২৯-৪২ 'জাপান-যাত্রীর পত্র' দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ৩০৬-১৫

The Modern Review, July 1916 [VoLXX, No.1]:

1-6 'My Reminiscences' (20)-(23)|

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৩ [৪১]:

২-৪ রাখী উৎসবের গান/ প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত দ্র স্বর ৩৭

১৩ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ কেন রাজা ডাকিস্ কেন দ্র স্বর ৪৯

প্রথম গানটির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।

সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২৩ [৩/৪]:

১৮৯-২০৮ 'জাপান-যাত্রীর পত্র' দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ৩১৫-২৬

The Modern Review, August 1916 [Vol.XX, No.2] :

121-27 'My Reminiscences' (24)-(26)

The Nation, 5 August 1916 :

568 'Life and Death' ['I have kissed the world'] দ্র *Fruit-Gathering*, No. 53

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২৩ [৪২] :

১৮-১৯ যখন তুমি বাঁধছিলে তার দ্র স্বর ৪৩

২৫-২৬ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ এই বেলা সবে মিলে দ্র স্বর ৪৯

প্রথমোক্ত গানটির স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৩ [৩/৫] :

২৫১-৬৫ 'জাপান-যাত্রীর পত্র' দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ৩২৭-৩৫

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩ [৪/৩৪]:

৪৪-৪৫ বাল্মীকি প্রতিভার গান/ গহনে গহনে যা রে তোরা দ্র স্বর ৪৯

৪৫-৪৬ ঐ/ চল চল ভাই দ্র স্বর ৪৯

৪৭ মোর মরণে তোমার হবে জয় দ্র স্বর ৪৩

৪৮-৪৯ আগুনের পরশমণি দ্র স্বর ৪৩

শেষ গানদুটির স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি, সম্ভবত ইন্দিরা দেবীর করা।

সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৩ [৩/৬-৭] :

৩১৩-২৭ 'জাপানের পত্র' দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ৩৩৫-৪৪

The Times, 18 Septomber 1916 :

9 'Thanksgiving' দ্র *Fruit-Gathering*, No. 86

The Modern Review, October 1916 [Vol.XX, No.85] :

353 'The Song of the Defeated' দ্র *Fruit-Gathering*, No. 85

353-61 'My Reminiscences' (30)-(34)

The Modern Review, November 1916 [Vol. XX, No.5):

461-67 'My Reminiscences' (35)-(40)

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, অগ্রে ১৩২৩ [৪/৫] :

৫৭-৫৮ মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে দ্র স্বর ৪০

৬৩-৬৪ মেঘ বলেছে যাব যাব দ্র স্বর ৪৩

৬৫-৬৭ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে দ্র স্বব ৪৯

৬৭-৬৮ ঐ/ প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে দ্র স্বর ৪৯

প্রথম দুটি গানের স্বরলিপি করেছেন ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র অগ্র ১৩২৩ [৩/৮] :

৪১৯-৩৩ 'জাপানের পত্র' দ্র জাপানযাত্রী ১৯। ৩৪৪-৫২

The Modern Review, December 1916 [Vol.XX, No.6] :

577-82 'My Reminiscences' (41)-(44)

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত জীবনস্মৃতি-র ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশ-এই সংখ্যায় শেষ হয়। আমরা আগেই বলেছি, এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 25 Apr 1917 [১২ বৈশাখ ১৩২৪] তারিখে।

আনন্দ সঙ্গীতপত্রিকা, পৌষ ১৩২৩ [৪/৬] :

৭৪-৭৭ বেদ গান/ য আত্মদা বলদা

৮৫-৮৬ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ সর্দার মশায়, দেরি না সয় দ্র স্বর ৪৯

৮৭ ঐ/ বলব কি আর বলব খুড়ো দ্র স্বর ৪৯

উল্লিখিত বেদমন্ত্রটিতে সুর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও স্বরলিপি ইন্দিরা দেবীর কৃত।

The Modern Review, January 1917 [Vol.XXI, No.1]:

1-5 'Letters' দ্র *Glimpses of Bengal Life*

'ছিন্নপত্র' থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আটটি চিঠির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি অনুবাদ বর্তমান সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'Extracts from Old Letters of Rabindranath Tagore (Specially Translated for the Modern Review)' পরিচয়-সহ।

The Modern Review, February 1917 [Vol.XXI, No.2] :

129-36 'Letters' 9-18 দ্র *Glimpses of Bengal*

The Modern Review, March 1917 [Vol.XXI, No.3] :

257-63 'Letters' 19-30 দ্র *Glimpses of Bengal*

The Atlantic Monthly, March 1917 [Vol.119, No.3] :

289-300 'Nationalism in the West' দ্র *Nationalism*

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩৮ শক [৮৮৪ সংখ্যা] :

২৭৩-৭৪ 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।/ মিশ্র-ঝম্পক/ এই ত তোমার আলোক-ধেনু দ্র স্বর ৪১

স্বরলিপি করেন মোহিনী সেনগুপ্তা।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩২৩ [৪/৭-৯] :

৯৪-৯৫ আমার সকল কাঁটা ধন্য করে দ্র স্বর ৪০

১০১-০২ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ রাখ্ রাখ্! ফেল ধনু দ্র স্বর ৪৯

১০৩ ঐ/ আর না আর না এখানে আর না দ্র স্বর ৪৯

১০৯-১০ শরৎ-আলোর কমল বনে দ্র স্বর ৫০

১১৭-১৮ যেতে যেতে একলা পথে দ্র স্বর ১১

শেষ গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী। কিন্তু প্রথম ও চতুর্থ গানটির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।

সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৩ [৩/১২] :

৭০৯-২৬ 'ভাষার কথা' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব [১৩৯১]। ১-১৩

সংখ্যাটি অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

The Modern Review, April 1917 [Vol.XXI, No.4] :

373-79 'Letters' দ্র *Glimpses of Bengal*

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

২৮ আষাঢ় [বুধ 12 Jul] রাত্রি ১১টায় রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী মীরা দেবীর একমাত্র কন্যা নন্দিতার জন্ম হয় জোড়াসাঁকো বাড়ির তেতালায় মহর্ষি যে ঘরে থাকতেন ও তাঁর দেহান্ত হয় সেই ঘরে। গর্বিত পিতা নগেন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'রাত্তির ১১টার সময় খুকী এল।/ ধাত্রী নিযুক্ত ছিলেন Mrs. White —কিন্তু তিনি আস্‌তে না আস্‌তেই খুকী ভূমিষ্ঠ হল।/ ডাক্তার কেদার বাবু এসেছিলেন। বিশেষ কষ্ট হয়নি।/ খুকী সুস্থ। মীরা ভাল আছে।' রবীন্দ্রনাথের কাছে খবরটি গিয়ে যখন পৌঁছয়, তখন তিনি জাপান থেকে আমেরিকা রওনা হচ্ছেন। ১৭ ভাদ্র [শনি 2 Sep] প্রতিমা দেবীকে লিখলেন : 'তোমার চিঠিতে মীরার খুকী হওয়ার খবর পেয়ে খুসি হলুম। খুকীর ছবিও বেশ লাগল। ওর জন্যে এখান থেকে কাপড় পাঠাচ্চি***I*** আশা করি তার গায়ে হবে।'[১৩৯]

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে রওনা হবার পরে আমরা বিচিত্রা-র কোনো অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি। বোঝা যায়, এর কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন তিনি, তাঁর আকর্ষণেই এখানে সকলে সমবেত হতেন। ১৭ ভাদ্র প্রতিমা দেবীকে তিনি লিখেছেন : 'বিচিত্রার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে শুনে দুঃখিত হলুম। এ সমস্ত কাজ ত কেবল সখের কাজ নয়; দেশের কাজ— সমস্ত প্রাণমন দিয়ে না করলে কোনোমতেই হবার নয়।' তিনি অবশ্য দেশের বাইরে গিয়েও বিচিত্রা-কে ভুলে যাননি। অনেক টাকা খরচ করে জাপানি ছবি কপি করিয়েছেন— বাঙালি শিল্পীদের সামনে অন্য ধরনের ছবির দৃষ্টান্ত তুলে ধরার আকাঙক্ষায়, যাতে তাঁরা নূতন পথ খুঁজে পান। জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাই-কে বিচিত্রা-য় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর কাছ থেকে শিল্পীরা যাতে নূতন পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারেন।

কাম্পো আরাই [1878-1945] বিচিত্রা-য় এসে যোগ দেওয়ায় এর রুদ্ধপ্রবাহে আবার গতি সঞ্চারিত হল। তিনি বন্ধু ও শিল্পী নাম্পু কাতায়ামা [Nampu Katayama]কে সঙ্গে নিয়ে 13 Nov 1916 [২৭ কার্তিক] টোকিয়ো থেকে রওনা হয়ে 17 Dec [২ পৌষ] কলকাতায় পৌছন। পরদিন অ্যান্ডরুজ ও রথীন্দ্রনাথ এসে তাঁকে জাহাজ-কোম্পানির অফিস থেকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে যান। সেখানে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ,

সত্যেন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও আরও কয়েকজন তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। কাম্পো এই ভ্রমণের সময়ে যে ডায়ারি রেখেছিলেন, সেটি অধ্যাপক ড কাজুও আজুমা বাংলায় অনুবাদ করে 'ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি' [1993] নামে প্রকাশ করেছেন— বিচিত্রা-র ইতিহাস রচনা ও অন্যান্য কারণে এই দিনপঞ্জির তথ্যসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ সরবরাহ করে।

তাঁর আগমনের কয়েকদিন পরেই শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে যোগ দিতে তিনি রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে ৬ পৌষ সেখানে যান। 29 Dec [১৪ পৌষ] থেকে তিনি জাপানি পদ্ধতিতে ছবি-আঁকা শেখানোর কাজ শুরু করেন। প্রতিমা দেবী, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি তাঁর প্রাথমিক ছাত্র, ক্রমেই সেই সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে।

1 Jan 1917 [সোম ১৭ পৌষ] তিনি দিনপঞ্জি-তে লিখেছেন : 'জাপানে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে আমার কপি-করা 'অন্ধের সূর্যবন্দনা' চিত্রটি তখন ভারতে এসে গিয়েছিল এবং এখানে সেটির প্রদর্শনী চলছিল।' এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট নয় ছবিটি কোথায় দেখানো হচ্ছিল— বিচিত্রা-য়, না, ওরিয়েন্টাল সোসাইটি অব্ আর্টস্-এর বার্ষিক প্রদর্শনীতে। 22 Jan [৯ মাঘ] তিনি লেখেন : 'এই চিত্রের জন্য বিশেষ জাপানি প্রথায় ঘর তৈরি করা হল। উক্ত জাপানি স্টাইলের ঘরে সেই কপিকরা পট দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূ ও কন্যাগণ খুব সকালে এখানে জড়ো হয়ে পটটির সামনে বসে রবীন্দ্রনাথের রচিত অন্ধের গানটি [? 'অন্ধজনে দেহো আলো] গাইতে গাইতে অনেকক্ষণ ধরে সেটা দেখছিলেন।'

26 Jan [১৩ মাঘ] তিনি লিখেছেন : 'সন্ধ্যাবেলায় বিচিত্রাতে প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে ভারতের শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা হল।' বক্তার নাম তিনি উল্লেখ করেননি, কিন্তু সম্ভবত বহুদিন পরে বিচিত্রা-য় এই জাতীয় অনুষ্ঠান হল।

লর্ড কারমাইকেলকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানোর জন্য বিচিত্রা-য় একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল 5 Mar [সোম ২১ ফাল্গুন]। আরাই লিখেছেন :

> শিল্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হল। ...আমার কপিকরা "অন্ধের সূর্যবন্দনা"র পটটি প্রদর্শনীর মাঝখানে রাখা হল। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীদের ছোটো ছোটো চিত্রও তার মধ্যে অনেক ছিল। তা ছাড়া ভারতের পুরানো এবং নতুন চিত্রশিল্পের কাজও রয়েছে। লাটসাহেবকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রচুর আয়োজন করা হয়েছিল। ঠিক পাঁচটার সময় তিনি জোড়াসাঁকোতে এলেন। তিনি ছাড়াও আরও অনেক বিদেশি লোকও এসেছিলেন এ সংবর্ধনা সভায়। আমার কপিকরা জড়ানো পটের সম্মুখের চেয়ারে লাটসাহেব বসলেন। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা এবং অন্য বিদেশিরা লাটসাহেবকে বক্তৃতার মাধ্যমে সংবর্ধিত করলেন। তারপর লাটসাহেবকে চিত্র উপহার দেওয়া হল। লাটসাহেব তাঁর জবাবি ভাষণ দিলেন। উপস্থিত সকলকে চা দিয়ে আপ্যায়িত করা হল। তারপর প্রদর্শনী দেখার জন্য প্রদক্ষিণ শুরু হল। ···অবনীন্দ্রনাথের দুই কন্যা দুটি গান গাইলেন। কিছুক্ষণ পরে লাটসাহেব ফিরে গেলেন।[১৪০]

এর কয়েকদিন পরে 13 Mar [মঙ্গল ২৯ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলে নূতন উৎসাহে বিচিত্রা-র কাজ শুরু হয়। 14 Mar [১ চৈত্র]-ই তাঁর আহ্বানে অনেকে সমবেত হন। পরের বছরটিকে বিচিত্রা-র স্বর্ণযুগ বলা যায়, তার বিবরণ আমরা পরের অধ্যায়ে দেখতে পাব।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার ও চিত্রশিল্পজগতের একটি বিশেষ সংবাদ এই যে, রবীন্দ্রনাথের পদ্যরচনা-শিক্ষাদাতা ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের পুত্র যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় [1876-1953] এই বৎসর 19 Jun [৫ আষাঢ়] সরকারি আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। 1928-এ তিনি পদত্যাগ করেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজে এই বৎসরেও সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদক তিনি ও সত্যেন্দ্রনাথ। আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনে গতবৎসর তিনি যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, বর্তমান বৎসরে সেই বিষয়ে আর-কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি।

১১ মাঘ [বুধ 24 Jan] মহর্ষিভবনে সপ্তাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ বা মাঘোৎসব অবশ্য যথারীতি সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনায় নেপালচন্দ্র রায় উদ্বোধন, সত্যেন্দ্রনাথ স্বাধ্যায়পাঠ ও উপাসনা এবং চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন ও সত্যেন্দ্রনাথের স্বাধ্যায়পাঠের পর ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'শ্রেয় ও প্রেয়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রাতঃকালে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রগণ ও ভীমরাও শাস্ত্রী এবং সন্ধ্যায় ইন্দিরা দেবীর পরিচালনায় সঙ্গীতসঙ্ঘের ছাত্রছাত্রীরা ও আশ্রমের ছাত্রেরা গান করেন। 'শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ এবারে সুদূর প্রবাসে থাকিলেও তাঁহারই রচিত সঙ্গীতে উৎসবে তাঁহার আবির্ভাব অনুভূত হইয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী হরিশ্চন্দ্র হালদার বা হ.চ.হ. সম্পর্কে অনেকের কৌতূহল আছে, যা সম্পূর্ণ মেটানোর উপকরণ এখনও পাওয়া যায়নি। এখানে আমরা একটি তথ্য পাই ১০ আশ্বিন ক্যাশবহির একটি হিসাবে : 'পূজার পার্ব্বণী হরিশ্চন্দ্র হালদার ৫' —রবীন্দ্রনাথ তখন এদেশে না থাকলেও দরিদ্র সহপাঠীর এই বার্ষিক উপহারের ব্যবস্থা তিনিই করে গিয়েছিলেন, বলা চলে। পরের দুটি বৎসরও [১৩২৪ ও ১৩২৫] একই পরিমাণ দানের হিসাব আছে, কিন্তু তার পরে এইরূপ হিসাবের পুনরাবৃত্তি আমাদের চোখে পড়েনি।

এই বৎসর অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসান হয়—বিহারীলাল গুপ্তের মৃত্যু হয় ৪ কার্তিক [21 Oct], প্রিয়নাথ সেন ৮ কার্তিক [বুধ 25 Oct] পরলোকগমন করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

প্রথম মহাযুদ্ধ এই বছর তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করল। ট্রেঞ্চযুদ্ধে ক্লান্ত জার্মানরা Verdun-এ ফরাসি প্রতিরোধ চূর্ণ করার একটি মরিয়া প্রয়াস চালায়। ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াইয়ে দুপক্ষেই প্রচুর হতাহত হয়, কিন্তু ফরাসিদের হটানো সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশবাহিনী Somme নদীর তীরে জার্মানদের উপর যে হামলা চালায়, তা নভেম্বর পর্যন্ত চলে, ব্রিটিশ পক্ষে প্রায় চার লক্ষ লোক হতাহত হয়, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় অগ্রগতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়। এই যুদ্ধের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানেই প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হল। ট্যাঙ্কের ব্যবহারে মিত্রবাহিনীর ক্ষমতা ছিল জার্মানদের তুলনায় অনেক বেশি, যা জার্মানির পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়া ও ইটালির দুমুখী আক্রমণে অস্ট্রিয়া পর্যুদস্ত হয়।

কিন্তু রাশিয়া তখন অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। রাশিয়ার তৎকালীন শাসক জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রজাহিতৈষী হলেও রানী আলেকজান্দ্রা, ধর্মযাজক রাসপুটিন ও অভিজাতবর্গের প্রভাবাধীন হয়ে সাধারণ মানুষের প্রিয় ছিলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই সেনাধ্যক্ষদের অকর্মণ্যতায়

রাশিয়া ক্রমাগত পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল। অগণ্য লোকক্ষয় ও যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহার্থে জনসাধারণের উপর করের বোঝা বেড়ে যাওয়ায় তারা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। তাই জেনারেল Brusilov-এর গ্যালিসিয়ার যুদ্ধে সাফল্য ও প্রায় চার লক্ষ অস্ট্রিয়ান সৈন্যকে বন্দী করা সত্ত্বেও Mar 1917 [পুরোনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি]-এ ধর্মঘট, বিক্ষোভ, কোনো-কোনো বাহিনীতে বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পেট্রোগ্রাডে [পূর্ববর্তী সেন্ট পিটাসবার্গ] শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েত ও রাশিয়ান পার্লামেন্ট ডুমার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। 15 Mar 1917 [২ চৈত্র] জার নিকোলাস এই সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতিহাসে ঘটনাটি 'মার্চ বিপ্লব' নামে পরিচিত। কিন্তু আরও একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়, যার কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি দিয়ে মিত্রপক্ষকে যুদ্ধে সাহায্য করছিল, কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। ইংরেজ ও ফরাসিরা চাইছিল আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিক, কিন্তু ডেমোক্রাট প্রেসিডেন্ট উইলসন চাইছিলেন 'Peace without victory' [22 Jan 1917]। শান্তির আহ্বান অন্য জায়গা থেকেও আসছিল। খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ বারবার যুদ্ধ বন্ধ করার উপদেশ দিচ্ছিলেন। ব্রিটেনের পূর্বতন রক্ষণশীল বিদেশমন্ত্রী মারকুইস অব্ ল্যানস্ডাউন একই প্রস্তাব দেন। উল্লেখযোগ্য আহ্বান আসে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির নূতন সম্রাট প্রথম কার্ল-এর কাছ থেকে [Nov 1916]। কিন্তু শক্তিগর্বে স্ফীত যুযুধান উভয়পক্ষের কাছেই শান্তির বাণী পরিহাসের বিষয় হয়। ঐ Nov 1916-এই ফরাসি সেনাধ্যক্ষ জোফ্রের আহ্বানে তাঁর সহযোগীরা একত্রিত হয়ে সমস্ত ফ্রন্টেই যুদ্ধপ্রচেষ্টা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই পার্লামেন্টের আপত্তি মেনে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী Aristide Briand 13 Dec জোফ্রেকে একটি গুরুত্বহীন পদে বদলি করে তরুণ জেনারেল Nivelleকে যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব দেন— এর ফল মারাত্মক হয়েছিল, তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব।

আমেরিকা বেশিদিন যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে পারেনি। জার্মানি ঘোষণা করে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে বহির্গামী ও অভিমুখী সমস্ত জাহাজকে তাদের সাবমেরিন 1 Feb 1917 থেকে আক্রমণ করবে। কিন্তু এই খবর জার্মান দূতাবাস আক্রমণের সূচনার মাত্র একদিন আগে আমেরিকাকে জানালে এই অভব্যতায় উইলসন অত্যন্ত ক্ষুন্ন হন। 3 Feb তিনি জার্মানির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মার্চ মাসে জার্মানি আমেরিকার পাঁচটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা আমেরিকাকে জানায়, মেক্সিকোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জার্মানি গোপনে চক্রান্ত করছে। এর পরে 2 Apr [20 চৈত্র] উইলসন মার্কিন কংগ্রেসে তাঁর বিখ্যাত 'Change of Policy' ঘোষণা করেন :

...But the right is more precious than peace and we shall fight for the things which we have always carried nearest our hearts— for democracy, for the right of those who submit to authority to have a voice in their own government, for the rights and liberties of small nations, for a universal dominion of right by such a concert of free people as shall bring peace and safety to all nations and make the world itself at last free.

—এর চারদিন পরে 6 Apr [শুক্র ২৪ চৈত্র] আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ দেয় আরও কয়েকমাস পরে— যার কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

বর্তমান বৎসরটি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত বৎসরেই জাতীয়তাবাদীদের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, Dec 1916-এ লক্ষ্ণৌতে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩২তম বার্ষিক অধিবেশনে সুরাট-কংগ্রেসের বিচ্ছেদের ন'বৎসর পরে টিলক-প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতারা সদলবলে যোগ দিলেন। একটি 'হোমরুল স্পেশাল' ট্রেনে টিলক ও তাঁর সহযোগীরা লখনৌ রওনা হন, প্রতিটি স্টেশনে তাঁদের বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয় এবং লখনৌ পৌঁছলে তাঁর ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া খুলে নিয়ে জনতাই টেনে নিয়ে যায় কংগ্রেস মণ্ডপে। যখন তিনি বক্তৃতা করতে ওঠেন, উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর জয়ধ্বনি করতে থাকেন।

গত বছর বোম্বাইতে একই স্থানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে যে সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল, বর্তমান বৎসরে লখনৌতে তা সুনির্দিষ্ট চুক্তির আকার নিল, যা 'লখনৌ প্যাক্ট' নামে পরিচিত। আগের বছরেই ঠিক হয়েছিল যে, কংগ্রেস কমিটি লীগের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সংস্কারের কর্মসূচি তৈরি করবে। বর্তমান বৎসরে লখনৌতে লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে এই সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এখানে মহম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি আবদুর রসুল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ও ফজলুল হক তা সমর্থন করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় : প্রতিটি প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট হবে, কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের হবে, কংগ্রেস ও লীগ যৌথভাবে ভারতীয় কাউন্সিলের বিলুপ্তি ও শাসনসংস্কারের দাবি পেশ করবে এবং মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ্যের দাবি মেনে নেবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে এই চুক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। কিন্তু এতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ না করে সাম্প্রদায়িক আসন-বন্টনকে মেনে নেওয়ায় বিভেদের বীজ থেকেই গিয়েছিল, পরে যা মহীরুহে পরিণত হয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবিভাগের মতো বিষময় ফল প্রসব করেছে।

আমরা আগেই বলেছি, 28 Apr 1916 [শুক্র ১৫ বৈশাখ] ও Sep 1916-এ যথাক্রমে টিলক ও অ্যানি বেসান্ট দুটি হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। দুটি লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও এদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। টিলক তাঁর লীগের কার্যক্ষেত্র প্রধানত বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, বেসান্টের কার্যক্ষেত্র ছিল ভারতের বাকি অংশে। দুজনেই বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে ও বক্তৃতা দিয়ে এই আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দিতে সমর্থ হন। টিলক-কথিত 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার' বাণীটি জনমনে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

এই আন্দোলনের প্রসার ও তীব্রতা দেখে সরকারও দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। হোমরুল সভায় কথিত টিলকের কয়েকটি বক্তৃতাকে রাজদ্রোহমূলক আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে Jul 1916-এ একটি মামলা আনা হয়। বিচারে টিলক দোষী সাব্যস্ত হন ও তাঁকে এক বৎসর সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুড়ি হাজার টাকার একটি ব্যক্তিগত বন্ড ও দশ হাজার টাকার দুটি জামিন দিতে বলা হয়। বোম্বাই হাইকোর্ট টিলকের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাকে বেআইনি আখ্যা দিলে সারা দেশে রাজ্যজয়ের আনন্দ দেখা দেয়। প্রায় একই সময়ে বেসান্টের দৈনিক পত্রিকা *New India*-র জন্য দু'হাজার টাকার জামিন চাওয়া হয়, 28 Aug সেই জামিন

বাজেয়াপ্ত করে দশ হাজার টাকার নূতন জামিন দিতে বলা হলে প্রতিবাদে বেসান্ট প্রেস বিক্রি করে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনদিন পরেই অন্যের সম্পাদনায় পত্রিকাটির পুনঃপ্রকাশ ঘটে। এইভাবে তাঁরা হোমরুল আন্দোলনকে সর্বভারতীয় রূপ দান করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

এই বৎসর নববর্ষের দিনটি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাই প্রথানুযায়ী প্রাতে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে মন্দিরে উপাসনা করে বর্ষবরণ করেন। কিন্তু তার পরেই জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ৩ বৈশাখ [রবি 16 Apr 1916] আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন। আবার সেখানে ফেরেন ৩ চৈত্র [শুক্র 16 Mar 1917] অর্থাৎ ঠিক এগারো মাস পরে। ফলে এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ঘটনাবলির বিবরণ পাওয়া খুবই শক্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় কোনো আশ্রম-সংবাদ প্রকাশিত হয়নি— রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সনের মতো পত্র-লিখিয়েরা এখানে না থাকায় চিঠির সূত্রে কোনো সংবাদ পাওয়াও সম্ভব হয়নি। এই বৎসর আশ্রমের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলিও সংবাদ পরিবেশনে অস্বাভাবিক কার্পণ্য দেখিয়েছে।

নিজের ও অ্যান্ডরুজের বাসের জন্য পিয়র্সন একটি বাড়ি তৈরি গত বৎসরে চৈত্র মাসে গৃহপ্রবেশ করেছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই তাঁদের সেই গৃহ ত্যাগ করতে হল রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী হওয়ার কারণে। নূতন বন্দোবস্তের কথা পিয়র্সন নগেন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন 24 Apr 1916 [১১ বৈশাখ]-এর পত্রে : 'Dinu is going to occupy our new house while we are away, which will fill it with music and songs.' তিনি এই পত্রে আরও একটি খবর দিয়েছেন : 'He is going with some of the younger boys on a trip to Eastern Bengal.' বিদ্যালয়ে পূর্ববঙ্গের ছাত্র বেশি ছিল। ছুটির সময়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনো-কোনো শিক্ষক সঙ্গে যেতেন। এবারে ভ্রমণপিপাসু দিনেন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গী হন।

বিদেশে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কথা ভোলেননি। বস্তুত তাঁর বিদেশযাত্রার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বক্তৃতা দিয়ে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করা। সেখানে গিয়ে তিনি নানাধরনের বিদ্যালয় দেখেছেন, তার অভিজ্ঞতা পরে ব্যবহার করেছেন নিজের বিদ্যালয়ে। নানারকম স্বপ্নও জেগে উঠেছে তাঁর মনে। অনেক আশা করে তিনি 1908-এর শেষ দিকে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পাশে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের চারা রোপণ করেছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তুলে দিতে হয়। জাপানে নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে সেই অতৃপ্ত বাসনা আবার পূর্ণ করার ইচ্ছা জানিয়েছেন রথীন্দ্রনাথকে লেখা ৬ ভাদ্রের [22 Aug] পত্রে : 'আমার ভারি ইচ্ছে হচ্চে এবার দেশে ফিরে গিয়ে সুরুলের বাড়ীতে খুব ভালো রকম একটি মেয়ে ইস্কুল খুলব।' প্রথম মহাযুদ্ধকে তিনি। জাতিবিদ্বেষের পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করছিলেন এই সফরের বক্তৃতাবলিতে। সেই ভাবনা থেকেই জেগে উঠল একটি স্বপ্ন, 11 Oct [২৪ আশ্বিন] লস এঞ্জেলেস থেকে রথীন্দ্রনাথকেই লিখলেন :

> ...শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্চে— ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ

বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ যায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।[১৪১]

বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমদারঞ্জন ঘোষ সাংসারিক কারণে আশ্রম ছেড়ে যাচ্ছেন জেনে এই আশাবাদ থেকেই ৬ কার্তিক [23 Oct] তাঁকে লিখেছেন : 'আশ্রমে পুনর্ব্বার আপনার ফিরিয়া আসার প্রত্যাশা আমি কোনোদিন ত্যাগ করিতে পারিব না।' একই দিনে জামাতা নগেন্দ্রনাথ আবার সুরুলের বাড়িতে এসে থাকবেন জেনে তাঁকে লিখেছেন : 'এ কথা তুমি মনে নিশ্চয় জেনো শান্তিনিকেতনের কাজেই তোমাকে আত্মদান করতে হবে ...শান্তিনিকেতনকে সমস্ত জীবন দিয়ে এবং তার কাছে তোমার সমস্ত মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে তাকে তোমার গ্রহণ করতেই হবে এই জন্যেই আজ তুমি সুরুলে প্রবেশ করচ।'

প্রাক্তন শিক্ষক জীবনময় রায় প্রমদারঞ্জনের স্থানে ইংরেজি শিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আমরা আগেই বলেছি, *The Ashram* পত্রিকায় প্রকাশিত পিয়র্সনের 'গুরুদক্ষিণা'র অনুবাদ 'The Gift to the Guru' রবীন্দ্রনাথ-কৃত আশ্রমসংগীতের ইংরেজি অনুবাদ ও ভূমিকা এবং শান্তিনিকেতন-সম্পর্কে পিয়র্সনের লেখা একটি প্রবন্ধ মুকুল দে-র আঁকা ছবিতে অলংকৃত হয়ে *Shantiniketan/ The Bolpur School of Rabindranath Tagore* নামে 22 Nov 1916 তারিখে প্রকাশিত হয়। রয়্যালটির অর্থ পিয়র্সন আশ্রম হাসপাতালের জন্য দান করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাসভার বাইরে এই বই, রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ছবি প্রভৃতি বিক্রয় করেও অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

বিদ্যালয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ সুন্দর একটি উপহার পেলেন লিংকন শহর থেকে— লিংকনের অধিবাসীরা শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্য একটি ছাপার মেশিন উপহার দিলেন—তার গায়ে লেখা :

THE LINCOLN PRESS/ PRESENTED TO THE/ BOYS OF SHANTINIKETAN/ BY THE PEOPLE OF/ LINCOLN NEBRASKA, USA/ JANUARY 8, 1917

—এই মেশিনটিকে অবলম্বন করে 'শান্তিনিকেতন প্রেস' গড়ে ওঠে। যন্ত্রটি এখনও কর্মক্ষম।

৭ পৌষ [শুক্র 22 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমের ষড়্‌বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। আগের দিন কাম্পো আরাই রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য সেখানে এসেছিলেন, কিন্তু উপাসনা কে করেছিলেন ইত্যাদি সংবাদ তিনি ডায়েরিতে লেখেননি— অন্য কোনো সূত্রেও তা জানা যায়নি। তিনি লিখেছেন মেলার কথা :

পৌষ মেলায় এসেছি। আজকের এই মেলাতে পল্লিগ্রাম থেকেও বহু লোক এসে জড়ো হয়েছিল। যাত্রাগান ইত্যাদি নানা প্রকার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। মনে হল যে প্রতিটি গ্রামে আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে। যখন [রাত] ১২টা বাজল বাজি পোড়ানো ইত্যাদিও শুরু হল। মহিষের গাড়ি ও গোরুর গাড়িতে চেপে গ্রামের লোকেরা সেখানে এসেছিল। ...ওখানে বসে সারাদিন ধরে আমি স্কেচ করেছিলাম। ওখানে হাতির পিঠে চড়ে একজনকে আসতেও আমি দেখেছি।

পরের দিন যথারীতি বিদ্যালয়ের বার্ষিক সভা হয়েছিল, কিন্তু তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

কয়েক বৎসর ধরে কলকাতায় মহর্ষিভবনের মাঘোৎসবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররা গিয়ে ব্রহ্মসংগীত পরিবেশন করত। কিন্তু এই বছর সেখানে গিয়ে কয়েকটি ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে অভিভাবকেরা আপত্তি জানান। ফলে পরের বৎসর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এই উপলক্ষে কলকাতা যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন ৩ চৈত্র [শুক্র 16 Mar 1917]। কাম্পো আরাই তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন :

সন্ধ্যা ছয়টার পর আমরা বোলপুরের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করলাম। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পুত্রকন্যা সহ তাঁরা তিনজন, আর আমি এবং অন্য দু-জন রাত এগারোটায় শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা মশাল হাতে রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাল। গুরুদেব তাদের মাঝখানে থেকে হেঁটে হেঁটে প্রায় দুই কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা অতিক্রম করলেন। বিদ্যালয়ের আশেপাশে প্রচুর মশাল জ্বালানো হয়েছিল এবং তাঁর সংবর্ধনার জন্য নতুন নতুন রাস্তাও তৈরি হয়েছিল। প্রাঙ্গণে প্রবেশপথে প্রাচীন ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠান করা হল। ওই কর্মসূচিতে বেদমন্ত্র পাঠাদিও ছিল। পরম শ্রদ্ধেয় মহান গুরুদেবকে অভ্যর্থনারত ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অবস্থা এবং গুরুদেবের গভীর অনুভূতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।[১৪২]

আগেই বলা হয়েছে, নেপালচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ছাত্রেরা প্রভূত পরিশ্রম করে এই রাস্তা তৈরি করেছিল বলে চীনভবনের সম্মুখস্থ রাস্তাটি 'নেপাল রোড' নামে আখ্যাত হয়েছে। হস্তলিখিত প্রভাত-এর ফাল্গুন ১৩২৩-সংখ্যাটি 'গুরুদেবের বিদেশ হইতে আগমনোপলক্ষে প্রভাতের বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে বহু চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

পরদিন 17 Mar [শনি ৪ চৈত্র] উপলক্ষটি গুরুপত্নীরা বিশেষরূপে পালন করেন। কাম্পো আরাই লিখেছেন :

এদিন দুপুরে ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল বড়ো ভোজনশালায়। সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকে ভর্তি ছিল। ভোজনশালার কেন্দ্রস্থলে বসেছিলেন গুরুদেব। তাঁর বাম পাশে বসে আহার করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রাচীন পদ্ধতিতেই এদিন খাওয়া হল। এ রান্না করেছিলেন শিক্ষকদের পত্নীরা। ···[রাত্রে] গুরুদেব গাছতলায় বসে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ সম্বন্ধে বললেন।

একটি নামহীন পত্রিকা খবর দিয়েছে : '২৫ চৈত্র সুরুলে একটী মস্ত ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।'

৩১ চৈত্র [শুক্র 13 Apr] সন্ধ্যায় কলকাতার বহু অতিথি এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বর্ষশেষের উপাসনা করেন।

উল্লেখপঞ্জী

১ চিঠিপত্র ৪। ৭১, পত্র ২৫

২ বি. ভা, প, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪। ১৫৯, পত্র ৫

৩ চিঠিপত্র ৭। ৭৭, পত্র ৪২

৪ ডায়েরি। ১৮

৫ চিঠিপত্র ৫। ২১২, পত্র ৪৯

৬ দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ৫৮-৫৯, পত্র ১৬

৭ ডায়েরি। ১৯

৮ ক্ষিতিমোহন সেন : বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। ২১৬

৯ ডায়েরি। ২০

১০ বি. ভা, প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২। ২৮৯-৯০, পত্র ৩

১১ চিঠিপত্র ৫। ২১৩-১৪, পত্র ৫০

১২ র-মূল

১৩ Stephen N. Hay: *Asian Ideas of East and West* [1970] 56 [অতঃপর এই গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃতিগুলি Hay/ 56—এইভাবে উল্লেখিত হবে]

১৪ জাপানযাত্রী ১৯। ২৯৫

১৫ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৫০

১৬ বি. ভা, প., মায়-চৈত্র ১৩৭৪। ১৫৯, পত্র ৭

১৭ চিঠিপত্র ৫। ২১৩, পত্র ৫০

১৮ রু-মূল

১৯ বি. ভা, প,, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪। ১৬০, পত্র ৮

২০ চিঠিপত্র ৪। ৭২, পত্র ২৬

২১ পিয়র্সন। ২২৭, পত্র ২৭

২২ 'রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা' : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৩। ২১৫-১৭

২৩ গোপালচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র [১৩৭১]। ১৯-২০-তে উদ্ধৃত

২৪ 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ' : ঐ। ১৪-২৫

২৫ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২। ২, পত্র ২

২৬ চিঠিপত্র ২। ৩৬, পত্র [১৩]

২৭ র-মূল

২৮ চিঠিপত্র ২। ৪০, পত্র [১৪]

২৯ জাপানযাত্রী [১৩৮১)। ১৬৫

৩০ চিঠিপত্র ২। ৩৯-৪১, পত্র [১৪]

৩১ জাপানযাত্রী ১৯। ৩১৯

৩২ ঐ ১৯। ৩৩১-৩২

৩৩ ঐ ১৯। ৩৩২

৩৪ দ্র ড জয়তী ঘোষ : বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ [১৩৯৩]। ১৮২-৮৪

৩৫ দ্র ঐ। ১৮৫-৮৬

৩৬ Hay/ 60

৩৭ দ্র *Imperfect Encounter*/ 228, No. 111, Note 1

৩৮ পিয়র্সন। ২৩৯-৪০, পত্র ৩৫

৩৯ জাপানযাত্রী ১৯। ৩৪০

৪০ ঐ ১৯। ৩৪১

৪১ Hayl 61

৪২ 'Lord Carmichael in Bengal: Proposal for his Recall' : *Bengal: Past and Present*, Jul-Dec 1960. জাপানযাত্রী [১৩৮১)। ১৪৫-তে উদ্ধৃত

৪৩ জাপানযাত্রী ১৯। ৩৪৭

৪৪ অবন্তীকুমার সান্যাল-অনূদিত ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী [1989]। ১৯-২০

৪৫ দ্র বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮

৪৬ চিঠিপত্র ২। ৪২-৪৩, পত্র [১৫]

৪৭ *Japan Times*, 15 Jun 1916; Hay/67-এ উদ্ধৃত

৪৮ *Methodist Recorder*, 24 Jun 1937; Maitreyi Devi: *The Great Wanderer* [1961] 38-এ উদ্ধৃত

৪৯ Hay/ 67-68

৫০ চিঠিপত্র ২। ৪৬-৪৭, পত্র [১৭]

৫১ বি. ভা, প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭। ৩২১

৫২ এ, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩। ১৩৬

৫৩ Hay/ 83

৫৪ Ibid 75

৫৫ সুচন্দ্রা বসু, 'আমরা যেথায় মরি ঘুরে' : দেশ, বিনোদন ১৩৮৩। ৩৪

৫৬ চিঠিপত্র ৪। ৭৪, পত্র ২৭

৫৭ Hay/ 69

৫৮ Ibid/79

৫৯ Ibid/73-74

৬০ জাপানযাত্রী [১৩৮১)। ১২০-তে উদ্ধৃত

৬১ চিঠিপত্র ৫। ২১৫, পত্র ৫১

৬২ দেশ, বিনোদন ১৩৮৩। ৩৪-৩৬

৬৩ চিঠিপত্র ২। ৫০ [১৭]

৬৪ জাপানযাত্রী (১৩৮১)। ১২০-২১

৬৫ ঐ। ১৬৯

৬৬ ঐ। ১৯০

৬৭ র-প্রতিলিপি।

৬৮ বি. ভা, প, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৪৮-৪৯

৬৯ Hay/ 73

৭০ Ibid/ 350

৭১ ম্যাকমিলান-সংগ্রহ, নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি

৭২ Olivia H. Dunbar : *A House in Chicago/* 131

৭৩ 'The Poet': *The Golden Book of Tagore* [1931)/ 26

৭৪ চিঠিপত্র ২। ৪৭, পত্র [১৭]

৭৫ চিঠিপত্র ৩। ২৫, পত্র ১২

৭৬ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২। ৩, পত্র ৪

৭৭ কাজুও আজুমা-অনূদিত ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি/ কাম্পো আরাই [1993]। ৮-৯

৭৮ র-প্রতিলিপি

৭৯ *Tokyo Asahi Shimbun*, 2 Sep 1916; Hay/ 76-77

৮০ 'Notes/ Rabindranath Tagore and Canada': *The Modern Review*, Dec 1916/ 679

৮১ *Los Angeles Calif Herald*, 20 Sep 1916

৮২ র-মূল

৮৩ *Seattle Wash Times*, 20 Sep 1916

৮৪ *Nationalism* (Macmillan, Papermac 1991]/8

৮৫ *San Francisco Bulletin*, 2 Oct 1916

৮৬ চিঠিপত্র ৪। ৭৭-৭৮, পত্র ২৯

৮৭ দ্র সমীর রায়চৌধুরী, 'জার্মান হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলা ও রবীন্দ্রনাথ' : যুবমানস, May 1987/ ১৬

৮৮ দ্র ঐ, 'রবীন্দ্র হত্যার ষড়যন্ত্র : মার্কিন সংবাদপত্র ও গদর বিপ্লবী'; যুবমানস, Jan 1988/৫

৮৯ দ্র পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ : যুবমানস, May 1987/১৮

৯০ দ্র *Imperfect Encounter*/ 212. No. 104 [20 Aug 1915]

৯১ দ্র *Los Angeles Examiner*, 8 Oct 1916

৯২ Ibid, 9 Oct

৯৩ চিঠিপত্র ২। ৫৪-৫৬, পত্র [১৯]

৯৪ Dr. Sudhindra Bose, 'Sir Rabindranath Tagore at the State University of Iowa': *The Modern* Review, Feb 1917/217

৯৫ চিঠিপত্র ৪। ৪১-৪২, পত্র ১১

৯৬ দেশ, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬২। ৩২২

৯৭ র-মূল

৯৮ *A House in Chicago*/ 132

৯৯ র-মূল

১০০ Sujit Mukherjee : *A Passage to America* [1964]/213

১০১ র-মূল

১০২ চিঠিপত্র ২। ৬৩-৬৪, পত্র [২০]

১০৩ র-মূল

১০৪ দ্র রবিজীবনী ৪। ৩০৩

১০৫ *Passage to America*/ 78

১০৬ *Springfield Republican*, 6 Dec 1916

১০৭ *Bridgeport Standard*, 7 Dec 1916

১০৮ *Bridgeport Post*, 7 Dec

১০৯ New Haven Register, 7 Dec

১১০ *Passage to America*/ 78

১১১ Stephen N. Hay, *Tagore in America*/ 448

১১২ *Passage to America*/ 213

১১৩ Mrs. Arthur Seymour, 'When a Poet Rests': *Hindusthanee Students— The Modern Review*, Jul 1917-এ উদ্ধৃত

১১৪ দ্র *Passage to America*/ 214

১১৫ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৭৮

১১৬ *Imperfect Encounter*/ 233-34, No.115

১১৭ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৭৮

১১৮ চিঠিপত্র ২। ৪৯-৫০, পত্র [১৭]

১১৯ ঐ ২। ৫৫, পত্র [১৯]

১২০ Stephen Hay, 'Tagore in America': *American Quarterly* [Fall 1962]/ 450

১২১ চিঠিপত্র ২। ৫৭, পত্র [২০]

১২২ Hay/ 351-52, Note 86

১২৩ মুকুল দে : আমার কথা [১৪০২]। ৬০

১২৪ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৬৭

১২৫ *V.B.Q.*May-July 1943/ 76-77

১২৬ ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র —গোপালচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র [১৩৭১]। ১৭-তে উদ্ধৃত

১২৭ ডায়েরি। ৬০

১২৮ পুণ্যস্মৃতি। ৭৫

১২৯ ঐ। ৭৬-৭৭

১৩০ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৯৩

১৩১ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। ১২২

১৩২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ২০, পত্র ৩৮

১৩৩ চিঠিপত্র ১২। ২৬৯, পত্র ২

১৩৪ ঐ ৫। ২১৬-১৭, পত্র ৫২

১৩৫ দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৭, পত্র ৬৮

১৩৬ চিঠিপত্র ১২। ২৭০, পত্র ৩

১৩৭ পুণ্যস্মৃতি। ৭৮

১৩৮ ঐ। ৭৯

১৩৯ চিঠিপত্র ৩। ২৫, পত্র ১২

১৪০ ভারত-ভ্রমণ-দিনপঞ্জি। ২৮-২৯

১৪১ চিঠিপত্র ২। ৫৫-৫৬, পত্র [১৯]

১৪২ ভারত-ভ্রমণ-দিনপঞ্জি। ৩১

---

* র-মূল; পিয়র্সনের চিঠিগুলি সবই রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র থেকে উদ্ধৃত।

* THE MESSAGE OF INDIA/ TO JAPAN/ A LECTURE/ BY/ SIR RABINDRANATH TAGORE/ Delivered at the Imperial University/ of Tokyo/ TOKYO/ PUBLISHED BY THE UNIVERSITY/ TAISHO V. (1916)
পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+৩১।

* বিস্তৃত প্রতিবেদনের জন্য দ্র ড কাজুও আজুমা, 'ভারত জাপানের সেতু আর কিমুরা' : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ। ৮৮-৯১; 'আর কিমুরার কথা' :উজ্জ্বল সূর্য [সুবর্ণরেখা, 1996]। ৩২-৫৩

* *Nationalism* গ্রন্থে অনেক জায়গায় শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে 'nationalism'-এ।

* র-প্রতিলিপি; শ্রীমতী সেমুর মূল পত্রটি তাঁর চৈনিক বন্ধু Dong Tseh-কে উপহার দেন, যিনি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে University of Yunnan প্রতিষ্ঠা করেন।

* কেবল *New York City Telegraph* (20 Nov)-এর একটি সংবাদ ছাড়া '[Rabindranath) arrived in New York Saturday night on the Lake Shore line from Toledo.'

* রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পুনরায় অনুবাদ করেন 'The Sunset of the Century' কবিতার তৃতীয় স্তবক হিসেবে : 'The crimson glow of light on the horizon is not the light of thy dawn of peace, my Motherland.'

* 'Elihu Yale (1649-1721). English official in India; born in Boston. In employment of East India Co.(1671-92). Resident in England from 1699. Made gift of books and goods to the collegiate school at Saybrook, Connecticut; and the school took his name perpetuated in the Yale College (1745).' —রবীন্দ্রজীবনী ২। ৫৭৭ পাদটীকা ২

* Harold M. Hurwitz, 'Tagore in Urbana' : *Indian Literature*, Vol.4, 1961/ 32; আরবানায় অনুষ্ঠানসূচি এই প্রবন্ধটি থেকে সংগৃহীত।

স প্ত প ঞ্চা শ অ ধ্যা য়

১৩২৪ [1917-18] ১৮৩৯ শক ।। রবীন্দ্রজীবনের সপ্তপঞ্চাশ বৎসর

আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে, শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষ উৎসবে যোগদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে কলকাতা থেকে কয়েকজন নারী-পুরুষ এখানে এসেছিলেন। তাঁদের ও শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১ বৈশাখ [শনি 14 Apr 1917] প্রত্যুষে মন্দিরে উপাসনা করলেন। উপাসনার ভাষণটি লিপিবদ্ধ হয়নি। সীতা দেবী লিখেছেন, 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে' গানটি গীত হয়েছিল, 'আশ্রমের ছেলের দলই বেশির ভাগ গান করিল।'[১]

বিকেলে রবীন্দ্রনাথ 'Woman' [দ্র *Personality*] ও 'Cult of Nationalism' প্রবন্ধ-দুটি অভ্যাগতদের পাঠ করে শোনান। 'এই লেখাটি ['Woman'] বিদেশে কোনো মেয়েদের সভায় পাঠ করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন'—কিন্তু কোনো সভায় এটি পাঠ করার উল্লেখ পাওয়া যায় না, সম্ভবত এই প্রথম এটি পঠিত হল।

২ বৈশাখও অতিথিরা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের 'The Second Birth' [দ্র *Personality*] ও 'Nationalism in India' প্রবন্ধ-দুটি পড়ে শোনান। প্রত্যেকটি পাঠের পরেই কিছু-কিছু আলোচনা হয়। অতিথিরা মধ্যরাত্রির ট্রেনে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন।

অতিথিদের আপ্যায়নে ও মনোরঞ্জনে রবীন্দ্রনাথ কোনো ত্রুটি না রাখলেও জাপান-আমেরিকা সফর-জনিত ক্লান্তি এবং কানের পাশে ও সম্ভবত ভিতরের একজিমা-জাতীয় রোগে তাঁর শরীর তখন খুবই অসুস্থ। *19 Apr [৬ বৈশাখ] প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন : 'গড়িয়ে গড়িয়ে দিন যাচ্চে, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। কানের দিক দিয়ে মগজের উপর একটা পর্দ্দা পড়ে আস্‌ছে। এর আয়োজন কিছুকাল থেকেই চল্‌চে। তাই মনটা ভারি একলা হয়ে পড়েছে। শুধু কেবল লেখাতে এখন ফাঁক ভরবে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয় আমার সঙ্গী। ওখানে মানুষের সংসর্গ পাই, হৃদয়ের অন্ন জোটে—অথচ ঝগড়াঝাঁটি নেই। তাই আর সমস্ত ছেড়ে এই শিশু নরনারায়ণের মন্দিরে সেবায়েৎগিরির কাজেই লাগব মনে করচি। ঐ মন্দিরের পথটা নিষ্কণ্টক।'[২]

সেই কাজে তিনি অবহেলা করেননি। পূর্বদিন ৫ বৈশাখ যথারীতি বুধবারের মন্দির নেন। 'মন্দিরের উপদেশ/ ৫ই বৈশাখের গুরুদেবের উপদেশের সারমর্ম্ম' হস্তলিখিত শান্তি-র জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় [পৃ ৪১-৪৬] লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

মানুষ যে ক্রমে ক্রমে বড় হয়, কিসে বড় হয়? ...সে বড় হয়, যখন ক্রমে ক্রমে তার চেতনা বড় হয়। ...মানুষ বল্‌চে—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" আমার মধ্যে একটা ডাক আছে সেটা বড় ডাক। সেই ডাকে মানুষের আত্মার প্রকাশ হচ্ছে, বড় হচ্ছে। প্রতিদিন একটা বিপ্লব চল্‌ছে। সে

বল্‌চে, ভাঙ তোমার গণ্ডী ভাঙ তোমার দেওয়াল, বেরিয়ে এসো, মুক্তি লাভ কর। সে ডাক ডাক্‌ছে কে? এক জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের দ্বন্দ্ব চুকে নাই। তবে জেনেছে, যিনি ডেকেছেন, তিনি অনন্ত। তিনি সমস্ত সীমাকে পেরিয়ে ডাকচেন। যে যখনই এই অনন্তের ডাককে অস্বীকার করবে তখনই তার মৃত্যু হবে। ···

এষাষ্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্‌। ··· গতির লক্ষ্য হচ্ছে কোন সম্পদকে পাওয়া। এই আমার গতি, এই আমার লাভ। তিনিই অনন্তের আশ্রয়, তিনি পরম আশ্রয়। তিনিই পরম লক্ষ্য। তিনিই পরম সম্পৎ। এই কথাটা বলতে পারলে সত্যকে লাভ করব।

তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : 'বিদ্যালয়ের ছুটি হবে ২৬ বৈশাখে —তারপরে একবার কানের তদ্বির করা যাবে' অর্থাৎ তখনই তাঁর কলকাতায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পরের দিনই 'শুক্রবার' [৭ বৈশাখ। 20 Apr] কালিদাস নাগকে লিখলেন : 'আজ বিকেলের গাড়িতে কলকাতা যাচ্চি। দুই একদিন থাকব।'[৩] দু-একদিন নয়, রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহকাল সেখানে ছিলেন। এই সময়ে তিনি নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু সম্ভবত কানের অসুখের চিকিৎসাই তাঁর লক্ষ্য ছিল— এর মধ্যে তিনি একদিন ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়িও গিয়েছিলেন। সীতা দেবী লিখেছেন, 'কি একটা পারিবারিক কারণে তিনি কলকাতায় আসেন।

৮ বৈশাখ [শনি 21 Apr] রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে কালিদাস নাগ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। 'জাপান ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা বললেন।'[৪]

৯ বৈশাখ ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রবীন্দ্রনাথের কাছে আসার কথা ছিল। কালিদাস লিখেছেন :'ভোরে উঠেই ছুট! আজ রবীন্দ্র-ব্রজেন্দ্র সংবাদ পালা হবে। বেলা ১০টা পর্যন্ত জাপান-আমেরিকা প্রসঙ্গ যা জমল তা অবর্ণনীয়।' এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত তাঁর জাপানের অভিজ্ঞতাই বিবৃত করেছেন [দ্র ডায়েরি। ৬৫-৬৮]। তিনি বলেন : '...বুঝলুম ব্যক্তিগত মতামত ও হিতাহিত জ্ঞানটা গড়বার ভার জাপানে State নিয়েছে। ...কিন্তু রাষ্ট্রচক্র (National State) এবং সাধারণের (people) মধ্যে এই অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ আমায় ভারি পীড়া দিলে —Cult of Nationalism লেখবার প্রথম ইচ্ছা এই সময় উঠে।' আমেরিকা সম্বন্ধে অল্প যেটুকু বক্তব্যের নোট কালিদাস নিয়েছেন, সেটিও উদ্ধারযোগ্য : 'একদিকে upstart-এর সব লক্ষণ তাতে আছে— অথচ একটা experimentও চলছে— তার ফলাফল ভবিষ্যতে আমরা দেখব এবং লক্ষ ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করব যে আমেরিকা যতই আধুনিক হোক, এই পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে আমাদের মর্মগত এক ঐক্য আছে।'

সীতা দেবী জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ এইদিন সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ি গিয়েছিলেন।

১০ বৈশাখ [সোম 23 Apr] ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। সাহানা গুপ্ত 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' গানটি গেয়ে আসরের সূচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ 'Woman' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু বাংলায় বলেন। কিছু আলোচনার পর সুকুমার রায় 'স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ' নামে একটি মজার কবিতা পড়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ একটি গান গেয়ে সভার সমাপ্তি ঘটান। সীতা দেবী অনুষ্ঠানটির তারিখ দিয়েছেন 24 Apr, আমরা কালিদাস নাগের ডায়েরি-র তারিখটি গ্রহণ করেছি। সীতা দেবী লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ এইদিন সকালে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধগুলি নিয়ে আলোচনা করে কেশবচন্দ্রের কন্যা মণিকা মহলানবিশের সঙ্গে দেখা করতে যান।

১১ বৈশাখ ব্রাহ্ম যুবক সমিতি মেরি কার্পেন্টার হলে তাঁকে আহ্বান করেন। 'International problems ছাড়িয়া শেষে ব্রাহ্মসমাজের ঘরোয়া কথাও অনেক হইয়া গেল। নারীজাতির ভাগ্য নির্ণয় করিতে পুরুষেরা

সর্বদাই তৎপর, সুতরাং কিছু পরে সে কথাও উঠিল।' সভার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ একটি গান গেয়েছিলেন, শেষেও 'এই তো ভালো লেগেছিল' ও 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' দুটি সদ্য-প্রকাশিত গান গেয়ে শোনান। দুপুরে কালিদাস নাগ ভাই গোকুলকে তাঁর কাছে নিয়ে যান, 'তাঁর ছবি আঁকছে তাই মেলাবার জন্যে'। 'তারপর অনেক কথা হল। C.R. Das, বিপিন পাল, ব্রজেনবাবুর বিষয়ে।'[৫]

১৩ বৈশাখ [বৃহ 26 Apr] বিকেলে রবীন্দ্রনাথ হ্যারিসন রোডে ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়িতে যান। কালিদাস নাগ সংক্ষেপে লিখেছেন : 'সেখানে mixed gathering গোছের অবস্থা। তারপর রবিবাবু এলেন, রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গ চলল। নিবেদিতা, বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে কবি prophet হয়ে উঠলেন।' সীতা দেবী একটু বিস্তৃতভাবে লেখেন : 'ব্রাহ্মসমাজের কাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ, এই-সব বিষয়ে কথা হইতে লাগিল। হিন্দুসমাজ মানুষের মনের স্বাধীনতার উপরে যে বিভীষিকা বিস্তার করিয়া আছে, এবং মানুষকে যে মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত করিতেছে, তাহাকে কোনোরকমে এবং কোনো কারণেই সমর্থন করা যে অনুচিত, ইহাই জোর দিয়া বলিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ নেতার নাম উঠিল এই সম্পর্কে। ...অন্য দিনের মত সেদিনও গান গাহিয়াই সভা ভঙ্গ করিলেন।'[৬]

তিনি লিখেছেন : 'ইহার দুই-একদিন পরে তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।' ক্যাশবহিতে ১৭ বৈশাখ [সোম 30 Apr] 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর যাওয়ার ট্রেনভাড়া'র হিসাব থেকে মনে হয়, এদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

এইসময়ে বাংলা 'ডাকঘর' [প্রকাশ : ১৩১৮] প্রথম অভিনীত হল। সীতা দেবী লিখেছেন :

> সমাজপাড়ায় একটি 'বাল্যসমাজ' ছিল, ইহার ছেলেমেয়েরা মধ্যে মধ্যে গান অভিনয় প্রভৃতি করিয়া বন্ধুবান্ধবের মনোরঞ্জন করিত। এবার তাহাদের শখ হইল তাহারা 'ডাকঘর' অভিনয় করিবে। অমল সাজিবার উপযুক্ত একটি ছোট ছেলেও পাওয়া গেল, তাহার নাম, আশানুকুল। রিহার্স্যালও বেশ জমিল রবীন্দ্রনাথ কাহারও মুখে খবর পাইয়া প্রশান্তচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে অভিনয়স্থলে তিনি উপস্থিত থাকিবেন। ...এমন সময় আশামুকুলের মায়ের অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছনোতে সে গিরিধি চলিয়া গেল। আর কাহাকেও অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতে রাজী করা গেল না, সুতরাং অভিনয়ই হইল না।[৭]

কিন্তু কালিদাস নাগের ডায়েরি [পৃ ৭০] থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে নাটকটি অভিনীত না হলেও, কয়েকদিন পরে এটির অভিনয় হয়; 3 May (বৃহ ২০ বৈশাখ] তিনি লেখেন : "বিকালে ঝড়ের মধ্যেই Mary Carpenter Hall-এ 'ডাকঘর' দেখতে যাওয়া গেল।" সীতা দেবীও স্মৃতিকথার পরবর্তী অংশে আগের বক্তব্যের সংশোধন করে লিখেছেন : '[ডাকঘর] বাল্য সমাজ দ্বারা মেরী কার্পেন্টার হলে একবার অভিনীত হয়। মুলু [রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদ] তাহাতে ঠাকুর্দা এবং আশামুকুল অমলের ভূমিকায় অভিনয় করে। অভিনয় সত্যই খুব ভালো হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় ছিলেন না, পরে এই অভিনয়ের বর্ণনা শুনিয়া মুলু এবং আশামুকুল দুইজনকেই অভিনয়ে পার্ট দিতে চাহিয়াছিলেন।'[৮] শান্তা দেবী অভিনয়ের স্থান ও চরিত্র দুটিই ভুল লিখেছেন : 'মুলু রামমোহন লাইব্রেরী হলে আশামুকুল নামে তার এক বন্ধুকে নিয়ে 'ডাকঘর' অভিনয় করেছিল। মুলু বোধহয় মোড়ল কিংবা পিসেমশায় হয়েছিল আর আশামুকুল অমল।'[৯] স্বয়ং আশামুকুল দাস [9 Jun 1902-10 Dec 1971] এই অভিনয়ের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছেলের দল একবার 'ডাকঘর' অভিনয় করি— মেরী কার্পেন্টার হলে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে সমাজপাড়ায় প্রশান্তদার বাড়ির ছাতে রিহার্স্যাল হত। প্রশান্তদা তখন ওঁদের বাড়ির পিছনে গলির ভিতর আর একটা বাড়িতে থাকতেন। প্রথম প্রথম প্রশান্তদার কাছে রিহার্স্যাল হত— পরে জীবন[ময় রায়]দা আমাকে রিহার্স্যাল শিখাতেন। মুলু হয়েছিল ফকির, অমরনাথ মাধব দত্ত— পটলা, (সুধীর)

হয়েছিল দইওলা, প্রহরী সেজেছিল বোকা, মোড়ল সেজেছিল আলি, সুধা বিমলেন্দু, ছেলের দল ঠিক মনে নেই— বোধহয় যোগেন, বিপ্‌নে। এবং আরও যারা ছিল তাদের নাম মনে নেই। রিহার্স্যালে সুধা থাকলেও আসল অভিনয়ের দিন সুধা পালিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম সেদিন ওর হঠাৎ অসুখ হয়েছিল। কাজেই সুধা বাদ দিয়েই অভিনয় হয়।[১০]

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি নাটক অভিনীত হয় সুদূর ইংলন্ডে, নাটকটি হল *Chitra*। 1913-এ সেখানে নাটকটি অভিনয় করার কথা ভাবা হয়, 1916-এ আমেরিকাতেও এটি অভিনয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি। এখন সেটি অভিনীত হল 27 Apr [শুক্র ১৪ বৈশাখ] লন্ডনের সেন্ট জেম্‌স্ থিয়েটারে। *The Westminster Gazette* [28 Apr] লেখে :

The special performance last evening at the St. James Theatre by the "Union of the East and West" in honour of the Indian Delegation of the Imperial War Conference was in many respects a remarkable gathering. ...Last night's programme contained two short Indian plays, performed in English— "Chitra" from the pen of Sir Rabindranath Tagore, and "The Hero and the Nymph", one of the masterpieces of Kalidasa. The outstanding features of the performance was Miss Edith Goodall's sympathetic presentation of the title-role in "Chitra", ... The lover, Arjuna, — admirably played by Mr. William Stack. ...At the conclusion of the performance the Right Hon. E.S. Montagu said that both Kalidasa and Sir Rabindranath Tagore, the respective authors of the two plays that had been presented, were entitled to high places amongst the great writers and thinkers of the British Empire.

—কথাগুলি সুন্দর, কিন্তু কালিদাসও কি ব্রিটিশ ভারতের প্রজা ছিলেন!

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ১৭ বৈশাখ [সোম 30 Apr] শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এবার ২৫ বৈশাখ [মঙ্গল 8 May] তাঁর সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব সেখানে সমারোহে পালিত হল। কলকাতা থেকে অনেক অতিথি ২৩ বৈশাখেই সেখানে পৌঁছে যান। রামানন্দ সপরিবারে গিয়েছিলেন। সস্ত্রীক সুকুমার রায়, কালিদাস নাগ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী একই ট্রেনে সহযাত্রী ছিলেন। কালিদাস লিখেছেন : 'সকাল ১১/২০-র গাড়িতে আমরা একদল বোলপুর যাত্রা করলুম। ...বিকালে পৌঁছে দেখি কবি দিনুবাবুর ঘরে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন— সকলকে খুব খাওয়ালেন তারপর সন্ধ্যায় আশ্রমের ছেলেরা এক বাঙ্গাল সভা করলে— নানা প্রদেশের চল্‌তি ভাষায় ঠাট্টা, বিদ্রূপ, গান চলল —চমৎকার হল —সুকুমার মৈমনসিংহের বাঙ্গাল-সভাপতি হলেন।[১১]

২৪ বৈশাখ অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'The Nation' প্রবন্ধ এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ ও বিসর্জন নাটকের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে শোনান। কয়েকজনকে কয়েকটি নূতন গান শেখান। সন্ধ্যায় ছাত্র-শিক্ষকেরা সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের একটি অঙ্ক অভিনয় করেন। সুকুমার রায় দলবল-সহ স্বরচিত 'শব্দকল্পদ্রুম' পরিবেশন করেন। এইদিন বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত [1882-1941] ও তাঁর স্ত্রী সরোজনলিনী আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। বিকেল ও রাত্রের ট্রেনে কলকাতা থেকে আরও অতিথির সমাগম হয়।

২৫ বৈশাখ [মঙ্গল 8 May] ভোর হল নূতন বৈতালিক গানে : 'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে'। আম্রকুঞ্জ ফুল পাতা আলপনা দিয়ে সাজানো হয় । সীতা দেবী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। পদ্মপত্রে ও পদ্মফুলে সজ্জিত একটি মাটির বেদীর উপর তাঁহার আসন প্রস্তুত হইয়াছিল ['পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বেদি প্রস্তুত করেছেন' —কালিদাস নাগ] । আশ্রমের কয়েকটি ছেলে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি বেদগান করিল। ক্ষিতিমোহনবাবু উপনিষদের মন্ত্র পাঠ ও নেপালবাবু তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ভীমরাও শাস্ত্রী মিলিয়া তাহার পর সংবর্ধনাসূচক কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তিনটি বালক কবিকে চন্দন মাল্য ও দূর্বাদলের সূত্র উপহার দিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিলেন।'[১২] তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন কালিদাস নাগ :

আমার জন্মদিনে যে স্নেহাশীষ আমার মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে, আমার মন নত হয়ে কৃতজ্ঞতা ভরে সেটি গ্রহণ করছে— এ স্নেহ আমি কেবল কবি বলে পাচ্ছি না— আমি এই মানুষটাকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা অযাচিতভাবে আমার কাছে এসে এই অমূল্য উপহার দিচ্ছেন— হৃদয়ের প্রীতি আপনি উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে অভিষিক্ত করছে— আমাকে নতুন প্রাণ দিচ্ছে! আজ জীবনের শেষ পর্যায়ে দাড়িয়ে এক নতুন চোখে সারাজীবনের গতিটিকে দেখছি : মনে পড়ে ছেলেবেলাকার ভালবাসা— এই গাছ পাতা পশু পাখির সঙ্গে— এই মাটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়— সে বিজ্ঞানের পরিচয় নয়— পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসটি প্রাণের বস্তুর মতো বিশিষ্ট, জীবন্ত ছিল। তারপর জ্ঞানের পথে ছুটেছি— সেই সহজ, সরল শৈশব অভিজ্ঞতার স্রোতটি কত সন্দেহের আবর্জনায় আবিল হয়ে উঠেছে। তারপর মধ্য জীবনের জগতের সংগ্রামে সংসার-সমাজের সংস্কার-রণে ঝাঁপ দিয়েছি। কত নির্মম আঘাত দিয়েছি ও পেয়েছি। তারই মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে আমার ভাগ্যবিধাতা আমায় শিশুর সেবাব্রত গ্রহণ করবার ভার কখন চাপালেন বুঝিনি— এতে যে কত বড়ো কল্যাণ আমার হয়েছে, বলতে পারি না। যে বয়সে উৎসাহ, উদ্যম, স্নেহ, সব যেন পিছনের জিনিস হয়ে পড়ে— সব রকমে আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি— তখন আমাদের নব উদ্যম, নব জীবন, নব আনন্দ দেয় ঐ শিশুদের, তরুণদের পবিত্র প্রাণের স্পর্শ। আর সেই স্পর্শ আজ যেন আমায় প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিচ্ছে— আবার নতুন করে আমার শৈশবের সেই হারানো চোখ যেন ফিরে পাচ্ছি— যিনি আমায় এই শিশুর স্বর্গে স্থান দিয়েছেন, তাকে বার২ নমস্কার করি।[১৩]

রাত্রে 'অচলায়তন' অভিনীত হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'দু'ঘন্টা অভিনয় হল— ছেলেদের অভিনয় অতুলনীয়। তাদের পাশে অভিনয় করে নাম বজায় রাখাই খুব শক্ত— দিনুবাবুর অভিনয় চমৎকার কিন্তু পঞ্চকের গানগুলো তেমন জমাতে পারলেন না। কবি আচার্যের ভূমিকায় প্রথমটায় জমাতে পারেননি, conscious হয়ে যাচ্ছিলেন— কিন্তু যখন 'সকল জনম ভরে' গান ধরলেন তখন থেকে আর এক মূর্তি ফুটল — মহাপঞ্চক প্রথমটা বেশ করছিল— কিন্তু পরে একঘেয়ে বোধ হতে লাগল— দাদাঠাকুর একেবারে failure!'[১৩] দাদাঠাকুর সেজেছিলেন জগদানন্দ রায়। সীতা দেবী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ আগের বার যেরকম পোষাক করিয়াছিলেন, এবার আর তাহা করেন নাই, শুধু গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরিয়াই রঙ্গমঞ্চে আসিলেন। দর্ভকদের গান এবার তেমন জমিতেছে না দেখিয়া তিনি পিছন হইতে 'ও অকূলের কুল, ও অগতির গতি' গানটিতে যোগ দিলেন। দর্শকরা সচকিত হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ যেন অদৃশ্য স্বর্ণবীণার ঝংকারে অভিনয়ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল।'[১৪]

২৬ বৈশাখ [বুধ 9 May] বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মবকাশ শুরু হয়। তাই অভিনয়ের পরে অনেক ছাত্র ও অতিথি রাত্রের ট্রেনেই বিদায় নেন। বুধবারের মন্দিরে স্বল্পাবশিষ্ট ছাত্র ও অতিথি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন— 'মন্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন এবং অবশিষ্ট ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন'। পরে শান্তিনিকেতন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী'র ইংরেজি অনুবাদ *The King and the Queen* পড়ে শোনান। 'রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটা মানুষের অত্যাচারে স্বাভাবিক থাকিতে পারে নাই, তাহা অত্যুক্তির দ্বারা ভারাক্রান্ত ও

বিকৃত হইয়াছে অনেক স্থলেই। প্রেম যখনই কেবলমাত্র কামনা হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহার ভিতর কল্যাণ থাকে না। Age of chivalryকে তিনি এই-সব আপদের জন্য অনেকাংশে দায়ী করিলেন।'[১৫]

গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ১৯ বৈশাখ [2 May] ক্যাশবহিতে 'বঃ C.A. Giannacoputo দং দারজিলিং বাটী ভাড়া ২৫০ু' হিসাব দেখা যায়। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ২৭ বৈশাখ কলকাতায় আসেন। ২৮ বৈশাখ 'দারজিলিং ২য় শ্রেণীর ৫ খান টিকিট ২৫।° হিঃ ১২৬।° ৩য় শ্রেণী ৩ খান ৮/ল°৯ হিঃ ২৫৩' হিসাব ক্যাশবহিতে রয়েছে। কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লিখেছেন : 'কবির আজ কলকাতা থেকে Darjeeling যাবার কথা, বিকালে দেখা করতে গিয়ে শুনলুম যাওয়া হয়নি।' ২ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে লেখেন : 'ছুটিতে দার্জ্জিলিং যাবার সমস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল এমন কি আমার কাপড়ের বাক্স সেখানে চলে গেছে কিন্তু মন গেল না। রথীদের সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আবার কাল বোলপুর চললুম।'[১৬] *17 May [বৃহ ৩ জ্যৈষ্ঠ] প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন : 'আজ সকালে ভেবে দেখলুম সুখের চেয়ে যেমন সোয়াস্তি ভাল স্বাস্থ্যের চেয়ে শান্তি তেমনি। আমার পক্ষে ঠাণ্ডা হাওয়ার তত দরকার নেই যেমন দরকার বোলপুরের রিক্ত মাঠ, মুক্ত আকাশ এবং প্রখর আলো। যদি সেখানে কোনো উৎপাত এসে জোটে তাহলে গিরিরাজের বক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেব। আপাতত অন্তত কিছুদিন বোলপুরে চুপচাপ করে পড়ে থাকি। অতএব চল্লুম।'[১৭] এইদিন ক্যাশবহিতে 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন জন্য ১ম শ্রেণী'র টিকিটের হিসাব পাওয়া যায়।

উক্ত পত্র থেকে মনে হয়, কলকাতায় লোকজনের উপদ্রব তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। সীতা দেবী লিখেছেন, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁদের বাড়ি গিয়ে 'European politics and war' বিষয়ে আলোচনা করেন ও গ্রীষ্মেব ছুটিতে তাঁদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন। 14 May [৩১ বৈশাখ] সকালে কালিদাস নাগ তাঁর কাছে গিয়ে 'নানা বিষয়ে কথাবার্তা' বলেন।

ক্যাশবহিতে দেখা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম তিন দিনে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি চিঠি লেখেন— যার অধিকাংশ পাওয়া যায়নি। ১ জ্যৈষ্ঠ লেখেন পুরুলিয়ায় অতুলচন্দ্র ঘোষকে, দার্জিলিঙে জগদীশচন্দ্র বসুকে ও মাদ্রাজে 'S. Radhakrisnan'কে, ৩ জ্যৈষ্ঠ লেখেন প্রমথ চৌধুরী ও প্রিয়ম্বদা দেবীকে— এদের মধ্যে কেবল প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিটি পাওয়া গেছে। তথ্যের দিক দিয়ে সর্বাধিক কৌতূহলজনক Sarvepalli Radhakrishnan [1888-1975]-কে লেখা চিঠিটি। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণণের সর্বপ্রথম পত্রটির তারিখ 27 Apr 1918, যাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের 20 Dec 1917-এর একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, তার অনেক আগে 15 May 1917 রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি পত্র লিখেছেন, রাধাকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তারও আগে চিঠি লিখেছিলেন— কোনোটিই পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা নিয়ে রাধাকৃষ্ণণের একটি প্রবন্ধ Apr 1917-সংখ্যা *The Quest*-এ প্রকাশিত হয়— হয়তো দুটি পত্র এই প্রবন্ধটির সূত্রে লিখিত।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র আলোচিত হয় 11 May [২৮ বৈশাখ] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের বৈঠকে। কার্যবিবরণীতে লিখিত হয় :

Read a letter from Sir Rabindranath Tagore, Kt, D.Litt., requesting that he may be allowed to pay in June next, the sum of Rs. 30,000 which he borrowed from the late Sir TN. Palit.

Resolved— That time be allowed to Sir Rabindranath Tagore, till the 30th June, 1917 to pay the sum of Rs. 30,000 borrowed from Late Sir T.N. Palit[১৮]

30 May [১৬ জ্যৈষ্ঠ] ক্যাশবহিতে লিখিত হয় : 'ব° Calcutta University দং Late Sir T. Palit সাহেবের নিকট হইতে যে ত্রিশহাজার টাকা শতকরা ৮ টাকা সুদে হাওলাত লওয়া যায় তাহা শোধ এক চেক — ৩০০০০৲, সুদ মে ১৯১৭—২০০৲'। এইদিনই 'ম্যাকমিলন কোংর এক চেক ৩৯২৪১/° হিসাব লেখা হয়েছে, যার থেকে ৩০২০০৲, বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে ৯০০০ টাকা শতকরা ৮ টাকা সুদে পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়। ঋণশোধের খবরটি 8 Jun [২৫ জ্যৈষ্ঠ] সিন্ডিকেটকে জানানো হয় : 'The Registrar reported that Sir Rabindranath Tagore, one of the debtors of the late Sir T.N. Palit had paid in full the principal and interest for May, 1917.

Resolved— That the Governing Body, Sir Taraknath Palit Endowment be informed accordingly.'[১৮]

ম্যাকমিলান কোম্পানির কাছে গচ্ছিত আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরে উপার্জিত আয় এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর কোম্পানির দেনার দায় থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

ভারতী, বৈশাখ- ১৩২৪ [৪১/১] :

৮৯ 'গান'/ (বাউলের সুর)/ এই ত ভাল লেগেছিল দ্র গীত ২। ৫৪৯-৫০

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৪ [১৭/১/১] :

১ 'চির-আমি'/ (বাউলের সুর)/ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন দ্র গীত ২। ৫৪৮-৪৯

সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২৪ [8/১] :

৪২-৫২ 'জাপানের কথা' দ্র জাপান-যাত্রী ১৯। ৩৫২-৫৯

The Modern Review, May 1917 [Vol.XXI, No.5] :

501-04 'Giribala' দ্র *Broken Ties and Other Stories*

504-10 'Letters' 43-54 দ্র *Glimpses of Bengal*

'Giribala' 'মানভঞ্জন' গল্পের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ– ['Translated by the Author.']

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সবুজ পত্র এতটাই অনিয়মিত হয়ে ওঠে যে, বর্তমান সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী একটি সুদীর্ঘ 'সম্পাদকের কৈফিয়ৎ' [পৃ ৩-৬] দিতে বাধ্য হন :

...গত বৎসরের শেষাশেষি সবুজ পত্রের যে কখন কখন পঁয়ত্রীশ দিনে মাস হয়েছে— তার আরও একটি কারণ আছে। সবুজ পত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বদনাম থাকা সত্বেও তার একটি বিশেষ সুনাম আছে। জনরব যে এ পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বেনামদার। এ প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়। সকলেই জানেন যে প্রথম দু বৎসর রবীন্দ্রনাথের লেখাই ছিল— কি ওজনে, কি পরিমাণে— এ পত্রের প্রধান সম্পদ। —সবুজ পত্র বাঙ্গলার পাঠকসমাজে যদি কোনরূপ প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ করে থাকে ত সে মুখ্যতঃ তাঁর লেখার গুণে। সুতরাং গতবৎসরের আরম্ভেই তিনি যখন সমুদ্রযাত্রা করলেন, তখন জলে পড়লুম আমি!

রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতীত আমি যে কাগজ চালাতে পারব, এ ভরসা আমার আদপেই ছিল না। আমার ক্ষমতার সীমা আমি জানি। ...এই কারণে গত বৎসর আমি সবুজ পত্র বন্ধ করে দেবারই পক্ষপাতী ছিলুম। শেষটা কিন্তু যাঁর অভিপ্রায়মত সবুজ পত্র প্রকাশ করা হয়, তাঁরই ইচ্ছামত ও পত্র বাঁচিয়ে রাখ্‌তে আমি প্রতিশ্রুত হই। আমি বেশ জানতুম যে, রবীন্দ্রনাথ যে দেশেই থাকুন, বাংলার মায়া তিনি কাটাতে পারবেন না,—

এবং সবুজ পত্র তাঁর প্রতিভার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হবে না। এ আশায় আমি নিরাশ হই নি। প্রথম ছমাস তিনি নিয়মিত সবুজ পত্রের খোরাক জুগিয়েছেন। তার পর থেকেই সবুজ পত্র, অসাময়িক পত্র হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় যে ও কাগজ আমরা টিকিয়ে রাখ্‌তে পেরেছি, এতেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করি।...

রবীন্দ্রনাথ আবার স্বদেশে ফিরেছেন, সুতরাং সবুজ পত্রের সকাল-মৃত্যুর বিশেষ সম্ভাবনা নেই; অতএব এ কথা আমি অনেকটা ভরসা করে বল্‌তে পারি যে, ভবিষ্যতে আমরা তারিখের শাসন মেনে চল্‌তে না পারলেও, মাসের শাসন সম্ভবতঃ লঙ্ঘন কর্‌ব না।[১৯]

আমরা আগেই বলেছি, দার্জিলিং যাওয়া বাতিল করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ৩ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 17 May] শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। পরের দিনই তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'শেষকালে তিনধরিয়ায় যাত্রাটা বোধ হচ্চে কপালে আছে, এখানে কিছু কিছু বিঘ্ন আছে।'[২০] সম্ভবত ৫ জ্যৈষ্ঠ [শনি 19 May] তাঁকে লিখলেন :

এখানে একলা ছাতের উপর চুপ করে বসে থেকে আমার মনটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু দেখলুম শরীরের অবসাদ কিছুতেই ঘুচচে না। ...তাই ভাবচি একবার তিনধরিয়াটা পরখ করে দেখি। আমার এখানে আসবার একটা প্রধান কারণ ছিল দিনু। আমি দেখলুম কলকাতায় ও গোল্লায় যাচ্ছিল, পুরীতে ও আরো মুস্কিলে পড়ত। আমি যদি ওকে ছেড়ে যাই তাহলে কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। যদি পাহাড়ে যাই ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। তোমরা যদি তিনধারিয়া যাও তাহলে আমার কোনো ভাবনাই থাকে না। কবে যেতে পারবে আমাকে জানালেই আমি চলে যাব। একটা গাড়ি সেই বুঝে রিজার্ভ কোরো।[২১]

শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পরে দীর্ঘ একটি কবিতা লিখলেন ৪ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 18 May]। এইদিন প্রমথ চৌধুরীকে কবিতাটি পাঠিয়ে লেখেন : 'চল্‌তি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেচি। এটা কি পড়া যায় কিম্বা বোঝা যায় কিম্বা ছাপানো যেতে পারে? নামরূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো।' 'পরমায়ু' নামে এটি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা সবুজ পত্র [পৃ ৯২-৯৩]-তে মুদ্রিত হয়, সামান্য পাঠান্তরিত হয়ে 'শেষ গান' নামে অন্তর্ভুক্ত হয় পলাতকা [দ্র ১৩। ৬১-৬২] গ্রন্থে। এটিই আবার পূরবী [১৩৩২] কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয় 'পূরবী' [দ্র ১৪। ৩] নামে, বেশ-কিছু পাঠান্তর ও অতিরিক্ত দুটি ছত্র নিয়ে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল, কনিষ্ঠ পুত্র মুক্তিদাপ্রসাদ [প্রসাদ/ মুলু]-কে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করে দেবেন; কিন্তু ছেলেটি রুগ্ন বলে বোর্ডিঙে না রেখে তিনি সেখানেই সপরিবারে বাস করার পরিকল্পনা করেন। মুলু দীর্ঘজীবী হননি, তাই দেড় বছরের মধ্যেই রামানন্দকে সপরিবারে কলকাতায় ফিরে যেতে হয়— কিন্তু সীতা দেবী এখানে থাকার সময়ে যে ডায়ারি রাখতেন, সেটি অবলম্বনে লিখিত 'পুণ্যস্মৃতি' [১৩৫২] গ্রন্থটি রচিত হওয়ায় জীবনীকারের খুব সুবিধা হয়েছে; এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক ঘটনা তারিখ-সহ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, যা আর কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব ছিল না। সীতা দেবী লিখেছেন : 'তখন যে বাড়িটিকে পিয়ার্সন সাহেবের বাংলা বলা হইত, তাহারই অল্প দূরে একটি মাটির বাড়ি ছিল। কে একজন উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাস করিবার জন্য, কিন্তু কি একটা দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁহারা বাস উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ বাড়িটিই আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছিল।'[২১] রবীন্দ্রনাথও তাঁদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সম্ভবত ৭ জ্যৈষ্ঠ [সোম 21 May] রাত্রে সেখানে পৌঁছন। পরদিনের বিবরণে সীতা দেবী লিখেছেন : "কবিকে সেই সকালের পর আর দেখি নাই, শুনিয়াছিলাম তিনি 'সবুজ পত্রে'র জন্য গল্প লিখিতে বসিয়াছেন"। গল্পটি সেদিন শেষ হয়নি, ৯ জ্যৈষ্ঠ সকালে শেষ হয়। সেটি মুদ্রিত হয় 'তপস্বিনী' নামে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা সবুজ পত্র [পৃ ১১৮-৩৬]-তে [দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ৩০৭-১৮]। আশ্রমবাসীদের কাছে সেটি পড়ে শোনান, 'পড়া শেষ হইলে পর, গল্পটির অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি লইয়া খানিক হাসাহাসি হইল।'

১০ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 24 May] রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং জেলার তিনধরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতিকে সঙ্গী হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের ও সঙ্গীয় লোকজনের Tindaria যাওয়ার খরচ ৫ খান ২য় শ্রেণী'র টিকিটের হিসাব থেকে মনে হয়, আরও দুজন তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। প্রভাতকিরণ বসু ও সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখা দুটি চিঠি থেকে জানা যায়, অন্তত ১৩ জ্যৈষ্ঠ [27 May] তিনি তিনধরিয়ায় ছিলেন; এর কয়েকদিন পরে দার্জিলিঙে গিয়ে রথীন্দ্রনাথদের সঙ্গে মিলিত হন। জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাই আগের দলের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন; 2 Jun [শনি ১৯ জ্যৈষ্ঠ] তিনি ডায়েরিতে লেখেন: 'রাত্রে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম।' ২৭ জ্যৈষ্ঠ [রবি 10 Jun] প্রাক্তন ছাত্র নরেন্দ্রনাথ নন্দীকে লেখা একটি চিঠির ঠিকানা : 'The Dingle/ Darjeeling'|

দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা-সম্পর্কিত কোনো খবর জানা যায়নি; সীতা দেবী লিখেছেন : 'দার্জিলিঙে বক্তৃতাদি হইতেছে এ-সব খবরও মাঝে মাঝে পাইতাম। ...এই সময় কবি কিছুদিন শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়ি Glen Eden-এ ছিলেন। ...কবি ওখানে গিয়া কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিলাম।'

৪ আষাঢ় [সোম 18 Jun] 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের জিনিষ পত্রাদি শিয়ালদহ হইতে লইয়া আসার গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের তারিখটি জানা যায়।

বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথ লেখার ব্যাপারে খুবই অলস, তাই জ্যৈষ্ঠ মাসে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত তাঁর রচনা-সূচিটি দীর্ঘ নয় :

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ [৪১/২] :

১৬৫-৭৫ 'ভাষার কথা' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৪৯১-৫০০

এটি চৈত্র ১৩২৩-সংখ্যা সবুজ পত্র-তে প্রকাশিত রচনাটির পুনর্মুদ্রণ।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ [১৭/১/২] :

১২৩-২৪ 'স্বরলিপি' ['পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে'] দ্র গীত ১। ২২২; স্বর ৪৩

স্বরলিপি-কার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ [৪/১০-১১] :

১২৮-২৯ শুধু তোমার বাণী দ্র স্বর ৪৩

১৩৬-৩৭ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ জীবনের কিছু হল না দ্র স্বর ৪৯

১৩৮ ঐ/ দেখ দেখ দুটো পাখি দ্র স্বর ৪৯

১৪১-৪২ সারা জীবন দিল আলো দ্র স্বর ৪৩

প্রথম ও শেষ গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী, প্রতিভা দেবী অন্য গানদুটির স্বরলিপিকার।

সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ [৪/২] :

৯২-৯৩ 'পরমায়ু' ['যারা আমার সাঁঝ-সকালের...'] দ্র পলাতকা ১৩। ৬১-৬২ ['শেষ গান']

১১৮-৩৬ 'তপস্বিনী' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ৩০৭-১৮

The Modern Review, June 1917 [Vol. XXI, No. 6]:

611-19 'The Spirit of Japan' দ্র *Nationalism* ['Nationalism in Japan II']

619-25 'Letters' 55-67 দ্র *Glimpses of Bengal*

630-36 'The Lost Jewels' দ্র *Broken Ties and Other Stories*

672 'The Sunset of the Century' দ্র *Nationalism*

'The Lost Jewels' 'মণিহারা' গল্পের পিয়র্সন-কৃত অনুবাদ।

৪ আষাঢ় [18 Jun] কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথকে মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত সেখানেই থেকে যেতে হল। এর প্রধান কারণ জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার [বেলা] অসুস্থতা। পারিবারিক কলহের ফলে বেলা ও তাঁর স্বামী শরৎকুমার চক্রবর্তী 1913-এ জোড়াসাঁকোর বাড়ি ত্যাগ করে এন্টালির কাছে একটি ভাড়াবাড়িতে উঠে যান; ঠাকুরপরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে তাঁদের গতায়াত প্রভৃতি সুসম্পর্ক বজায় থাকলেও পিতৃপরিবারের প্রতি অভিমানে বেলা মুখ ফিরিয়ে থাকেন, পিতার ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর অভিমান যায়নি— রবীন্দ্রনাথও শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দেন। কিন্তু কন্যা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত জেনে তিনি আর দূরে সরে থাকতে পারেননি, জামাতার প্রকাশ্য অসৌজন্য সত্ত্বেও কন্যার শয্যাপার্শ্বে নিয়মিত হাজির হয়েছেন, চিকিৎসার অনেকটা দায় গ্রহণ করেছেন, চেষ্টা করেছেন গল্প-কবিতা রচনা ও সঙ্গদানের মাধ্যমে তাঁর শেষ দিনগুলিকে যথাসাধ্য মধুর করে তুলতে। ১০ আষাঢ় [রবি 24 Jun] তিনি কাদম্বিনী দত্তকে লিখেছেন : 'আমার বড় মেয়ে মাধুরীলতাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। সেই জন্য উদ্বিগ্ন আছি। বোধ করি কিছুকাল কলিকাতায় থাকিতে হইবে অথবা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে লইয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হইবে।'[২৪] এঁকেই *3 Jul [১৯ আষাঢ়] লিখেছেন : 'আমি দিনের বেলাটা আমার মেয়ের বাড়িতেই থাকি। সন্ধ্যা ছটার পরে আমার সময়।'[২৫] ১৩ আষাঢ় [27 Jun] মীরা দেবীকে লেখা পত্রের সুরটি ঈষৎ আশাব্যঞ্জক : 'বেলা আগের চেয়ে একটু ভাল আছে, অর্থাৎ জ্বর কমেচে। ওকে আরো ভালো দেখলে তারপরে বোলপুর যেতে পারব। কবিরাজ গণনাথ [সেন] বলেন নৈরাশ্যের কারণ নেই।'[২৬]

এই উদ্বেগের মধ্যেও অন্যান্য কাজের দায় তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। 'Home University Library' সিরিজের আদর্শে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে সর্বজনবোধ্য রূপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার পরিকল্পনা সম্ভবত প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থাপিত করেন। *19 Apr [৬ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন : 'সেই যে বাংলা Home Library পর্য্যায়ের বই লেখাবার প্রস্তাব করেছিলে— সেটা ভুলোনা। ভারি দরকার।'[২৭] তিনধরিয়ায় ও দার্জিলিঙে হয়তো এই বিষয়ে আরও আলোচনা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে *26 Jun মঙ্গল [১২ আষাঢ়] কালিদাস নাগকে আহ্বান জানালেন : 'কাল বুধবারে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় বিচিত্রা সভায় বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থপ্রকাশের নিয়মালোচনার জন্যে ব্রজেন্দ্রবাবু যদু সরকার প্রভৃতি অনেকে মিলিত হবেন। অতএব তুমি তোমার সিংহদের সঙ্গত্যাগ করে কিছুক্ষণ নরসিংহ নরশার্দূলদের সালোক্য ও সামীপ্য উপভোগ করতে এস।'[২৮] [কালিদাস তখন

আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁর মামা বিজয়কৃষ্ণ বসুর আশ্রয়ে থাকতেন, কৌতুকটি সেই সূত্রে প্রযুক্ত।] একই দিনে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানান।

কালিদাস নাগ 27 Jun[বুধ ১৩ আষাঢ়] ডায়েরি-তে লেখেন : 'যদুবাবুকে তুলে কবির কাছে আসা গেল ও রাত ৯টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা ঠিক হল।' যদুনাথ সরকার 'বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ' [প্রবাসী, শ্রাবণ। ৪২২-২৩] প্রবন্ধে 'সম্পাদক' হিসেবে পরিকল্পনাটির বিস্তৃত বিবরণ দেন। রবীন্দ্রনাথ হন প্রধান উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহক, যদুনাথ সাধারণ সম্পাদক। ছ'টি বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্পাদক মনোনীত হন :

(১) দর্শন— ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(২) বিজ্ঞান— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(৩) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি— যদুনাথ সরকার

(৪) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাষা— প্রমথ চৌধুরী।

(৫) কলা— অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙুলি, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬) শিক্ষাবিজ্ঞান— অস্থায়ী সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যদুনাথ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ ২০ অগ্র [বৃহ 6 Dec] তাঁকে লেখেন : 'হরিদাস বাবু যে নিয়মে বিশ্বগ্রন্থ প্রকাশের ভার লইতেছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে। এবার যখন কলিকাতায় যাইব তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথা ঠিক করিব।'[২৯] আমেরিকার Lincoln শহর থেকে যে ছাপার মেশিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে উপহার দেওয়া হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন : 'এই ছাপাখানায় বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ ছাপাইবার ব্যবস্থা করা যায় না কি?' কিন্তু মনে হয়, সম্পাদকদের যথেষ্ট উদ্যমের অভাবে ও অন্যান্য অজ্ঞাত কারণে সমগ্র পরিকল্পনাটি আপাতত পরিত্যক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ১ বৈশাখ ১৩৫০ 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রকাশ এই পরিকল্পনার সার্থক উত্তরাধিকারী। অবশ্য তার আগেই প্রায় একই উদ্দেশ্যে ১৩৪৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র সূচনা করেছিলেন।

১৪ আষাঢ় [বৃহ 28 Jun] সকালে ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হয়তো এই বিষয়ে আলোচনার জন্যই রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'সকালে জোড়াসাঁকো গেলুম— কবি ও ব্রজেনবাবু ৯টা ১১টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে প্রসঙ্গ করলেন— আমি ও অজিত উপস্থিত।'[৩০]

ক্যাশবহিতে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন জনকে পত্র লেখার হিসাব পাওয়া যায়— যার অধিকাংশই পাওয়া যায়নি। ১০ আষাঢ় [24 Jun] Ernest Rhys, অন্য একটি 'বিলাতি পত্র' ও আরও ৭টি পত্রের হিসাব আছে; ১৫ আষাঢ়ের হিসাবে ক্ষিতীশচন্দ্র দাস, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিকৃষ্ণ নায়ার, রমাপ্রসাদ চন্দ ও মীরা দেবীকে চিঠি লেখার হিসাব পাওয়া যায়; ১৮ আষাঢ় ২ পত্র ও ১ টেলিগ্রাম এবং ১৯ আষাঢ় ৪টি পত্র পাঠানো হয়েছে।

কাম্পো আরাই 'বিচিত্রা'য় জাপানি রীতিতে চিত্রকলা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর নিজের আঁকার কাজও চলছিল। 3 Jul [১৯ আষাঢ়] তিনি 'দিনলিপি'তে লিখেছেন : 'আমি জড়ানো পটে ছবি আঁকলাম।

পটের উপর হিমালয়ের পর্বতচূড়া গুলোর ছবি আঁকার কাজ শেষ হল। ...আমি এই জড়ানো পটটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার দিলাম।' তিনি লিখেছেন, রাত্রে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও আরও অনেকে তাঁর দার্জিলিঙে করা স্কেচগুলি দেখলেন, তাঁর কপি-করা কানজান শিমোমুরা-র 'অন্ধের সূর্যবন্দনা' ছবিটিও দেখানো হয়।

২০ আষাঢ় [বুধ 4 Jul] সুকুমার রায়-প্রতিষ্ঠিত 'মণ্ডা ক্লাব'-এ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ কবিকে আমাদের Club-এ ডাকা গেল— অনেক বিষয়ে কথা ও নতুন গল্প শোনা হল —'পয়লা নম্বর'— সেই গল্পের জের চলল রাত ১টা পর্যন্ত তর্কে।'[৩১]

সভাটির আর-কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি— কিন্তু কালিদাস নাগের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থেকে 'পয়লা নম্বর' গল্পটির রচনাকালের একটু আভাস পাওয়া যায়। গল্পটির সাহিত্যমূল্য যাই হোক, ভাষার দিক দিয়ে রবীন্দ্ররচনায় এর একটি বিশেষ স্থান আছে। এর আগে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে, ঘরে বাইরে উপন্যাসে ও জাপানযাত্রী ভ্রমণকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন— কিন্তু তার কারণ সাহিত্যগত, ভাষাগত নয়। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে তিনি চলিত রীতিকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সাধুভাষায়। পরেও বক্তৃতাসভায় পাঠের জন্য লেখা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ ও 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধ তিনি সাধুভাষাতেই লেখেন। সুতরাং বোঝা যায়, নিজের রচনায় চলিত ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। এরই মধ্যে 'পয়লা নম্বর' গল্পে চলিতরীতি ব্যবহার অনেকটা পরীক্ষামূলক বলে মনে হয়। পৌষ-সংখ্যা সবুজ পত্র-তে মুদ্রিত 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পে বা তার আগে 'আমার ধর্ম' [সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক] প্রবন্ধে চলিত ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

কাম্পো আরাই-এর 7 Jul-এ লেখা 'দিনলিপি'তে যদিও লেখা আছে : 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে গেলেন', তবু ২২ আষাঢ় [শুক্র 6 Jul] ক্যাশবহির হিসাব : 'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের ট্রেণভাড়া'-কেই আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি, কারণ সীতা দেবীও লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ আসিলেন শুক্রবারে'।

এবারে তিনি অল্পদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বিদ্যালয়ের কিছু কাজকর্ম ছাড়া বর্ষার দিনে তাঁর আলস্যচর্চার বিবরণ দিয়েছেন 9 Jul [সোম ২৫ আষাঢ়] অ্যান্ডরুজকে লেখা চিঠিতে :

The rainy season this year, like a great many of our boys, did not wait until the vacation was over, but made its appearance before the time and has been very seriously attending to its business ever since. I have taken my seat of indolence at the window of my second storey— in the middle region between the extravagant pageantry of the coluds and the immense spread of the exuberant green of the earth.[৩২]

২৭ আষাঢ় [11 Jul] বুধবারে তিনি যথারীতি মন্দিরে উপাসনা করেন। সীতা দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, এইসময়ে আশ্রমে ডাকঘর-এর রিহার্সাল চলছিল। মেরী কার্পেন্টার হলে অভিনীত ডাকঘর-এ অমলের চরিত্রাভিনেতা আশামুকুল দাস গ্রীষ্মাবকাশের পরেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হন। কিন্তু নাটকটির অভিনয় হয় আরও পরে কলকাতার 'বিচিত্রা' হলে।

কোনো-এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ২৬ আষাঢ় লিখেছিলেন : 'আমি সম্ভবতঃ ৩০শে আষাঢ়ে বিকালের গাড়িতে কলিকাতায় যাইব।'[৩৩] কিন্তু 'কন্যার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ার খবর' পেয়ে ২৯ আষাঢ় [শুক্র 13 Jul] সকালের গাড়িতেই তিনি কলকাতা রওনা হন। 'ইহার পর এক মাসেরও বেশি তিনি কলিকাতায়ই

ছিলেন বোধ হয়, শান্তিনিকেতনে আসেন নাই।'[৩৪] কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়, মধ্যে কয়েকদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়েছিলেন।

এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিক জগতে একটি বিতর্ক দেখা দেয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, তবু তাঁর নাম এই বিতর্কে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। এই বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার ভবানীপুরে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের [1870-1925] সভাপতিত্বে। 21 Apr [শনি ৮ বৈশাখ] সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন বাংলাভাষায় সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি 'বাঙ্গলার কথা' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়ে সভাস্থলে প্রদত্ত হয়। পরে এটি নারায়ণ-এর জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [পৃ ৪৮৫-৫৩৭] পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ভাষণটিতে চিত্তরঞ্জন বাঙালির জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে য়ুরোপীয় কোনো-কোনো পণ্ডিতের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী মতামত প্রসঙ্গে বলেন :

…এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্খাকে [য] হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। ...কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না! এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

চিত্তরঞ্জন তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি রবীন্দ্র-বিরোধী হয়ে উঠতে থাকেন। অনেকে মনে করেন, বহুব্যয়ে মুদ্রিত চিত্তরঞ্জনের 'সাগরসঙ্গীত' [জ্যৈষ্ঠ ১৩২১] কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা তাঁর বিরোধিতার কারণ হতে পারে। যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর সম্পাদনায় অগ্র ১৩২১ থেকে প্রকাশিত 'নারায়ণ' রবীন্দ্র-বিরোধী আলোচনা প্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। ব্যস্ত ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জনের বেশি লেখার সময় ছিল না, তাঁর দাক্ষিণ্যপুষ্ট বিপিনচন্দ্র পাল, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী [1885-1965] প্রভৃতি লেখক এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে থাকেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন নিজে এতদিন প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় নামেননি। তাঁর বিরূপ মন্তব্য প্রথম প্রকাশিত হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির মঞ্চ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হল প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায়। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসী-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'তে 'আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত অথবা সূর্য্য ও বালি' [পৃ ১০৫-০৮] নিবন্ধে আসল পণ্ডিত বা সূর্য চিত্তরঞ্জন উক্ত ভাষণ রচনা করতে গিয়ে নকল পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের কাছে কতটা ঋণ গ্রহণ করেছেন, বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতী-র 'মাসকাবারি'তে [পৃ ১৭৫-৮৭] অনুরূপ আরও উদাহরণ সংকলন করে মন্তব্য করেছেন :

…এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং

এই মতের জোরেই আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্খাকে [য] হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। ...কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না! এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতেও এই প্রসঙ্গে কিছু লেখা বেরিয়েছিল, কিন্তু সেটি আমরা দেখিনি। বিষয়টি জানা যায়, অমরেন্দ্রনাথ রায়-লিখিত 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' [দ্র ভারতবর্ষ, আষাঢ়। ১৫১-৫৩] থেকে— তিনি এই রচনায় চিত্তরঞ্জনের ভাষণ সম্পর্কে প্রবাসী, ভারতী ও সঞ্জীবনী-র সমালোচনার তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চিত্তরঞ্জন-সম্পাদিত 'নারায়ণ' অন্য উপায়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতা অব্যাহত রাখলেও এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করে। এই বিতর্ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়নি।

আষাঢ় ১৩২৪-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

ভারতী, আষাঢ় ১৩২৪ [৪১/৩] :

২৩৪-৩৬ 'স্বরলিপি' ['তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে'] দ্র স্বর ৫২

গানটির স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২৪ [৪/১২] :

১৫২-৫৩ ভুবনজোড়া আসনখানি দ্র স্বর ১৬

১৫৪-৫৫ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ থাম থাম! কি করিবি দ্র স্বর ৪৯

১৫৫-৫৬ ঐ/ কি বলিনু আমি দ্র স্বর ৪৯

১৫৭-৫৮ শেষ নাহি যে দ্র স্বর ৪৩

অনুমান করা যায়, প্রথম ও শেষ গানগুলির স্বরলিপিকার যথাক্রমে দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী।

সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২৪ [৪/৩] :

১৭১-৯৪ 'পয়লা নম্বর' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ৩১৯-৩৩

The Modern Review, July 1917 [Vol. XXII, No.1]:

1-4 'The Nation'

4-9 'Letters' 68-80 দ্র *The Glimpses of Bengal*

9-15 'A Shattered Dream' দ্র *The Runaway and Other Stories*

এটি ‘দুরাশা’ গল্পের ইংরেজি অনুবাদ, ‘Translated with the help of the Author by C.F. Andrews’

‘The Nation’ পল রিশার-কৃত *To The Nation* গ্রন্থের ভূমিকার পরিবর্ধিত রূপ। এর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 4 Jul পিয়র্সনকে লেখেন : ‘If the July number of Modern Review reaches you, you will find my introduction to the “To the Nations” in an enlarged form you know how hastily I had to write it and I was not quite satisfied with it.’[৩৫] অস্বস্তির পরিচয় বর্তমান রচনাটিতেও আছে। স্বার্থপরতা রাষ্ট্রীয় স্তরে চর্চিত হলে মানবসমাজে কী ধরনের নীতিহীনতার জন্ম দেয়, তার বিবরণ দিয়ে তিনি লেখেন :

Therefore I do not put my faith in any new institution but in individuals all over the world, who must think clearly, feel nobly and act rightly, thus becoming the channels of moral truth. Our moral ideals do not work with chisels and hammers but like trees spread their roots in the soil and branches in the sky without consulting architects for their plans.

This is the reason why, when I met in Japan a young idealist from France, I became assured in my mind about the advent of a higher era of civilisation. When giant forces of destruction were holding their orgies in Europe I saw this solitary young Frenchman, unknown to fame, with his face beaming with the light of the new dawn, his voice vibrating with the message of new life, and felt that the great Tomorrow has already come, though not registered in the calendar of statesmen.

17 Jul [মঙ্গল ১ শ্রাবণ] কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লিখেছেন : ‘[Social Service] League office-এ এলুম। আজ কবি President—সেখান থেকে রামমোহন লাইব্রেরিতে কবির সংবর্ধনায় আসা গেল।’ বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ বা বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা আমরা জানি, কিন্তু এইদিন সভাপতি-রূপে তিনি মণ্ডলীর সভায় কোন্ কার্যসূচি পালন করেছিলেন তথ্যাভাবে তা স্পষ্ট নয়। তুলনায় পরবর্তী অনুষ্ঠানটির বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় *The Indian Messenger* [22 Jul, pp. 338-39] পত্রিকায় প্রকাশিত ‘Reception to Sir Rabindranath’-শীর্ষক প্রতিবেদনে। উদ্বোধনী সংগীতের পর পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন। এর পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে ‘Paid a glowing tribute to the poet for delivering to the world through his speeches, writings, poems and songs the message of Brahmo Samaj.’ অতঃপর সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বলেন ‘of the high esteem in which Sir Rabindranath was held by the world at large and said all honour done to him was honour done to Brahmo Samaj.’ ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এর পরে ‘পশ্চিমে ও পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান’-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেটি ভাদ্র-সংখ্যা প্রবাসী [পৃ ৪৩৩-৩৫]-তে মুদ্রিত হয়। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

‘...he always fought shy of public receptions. There were people, he said, who set an aim before them and worked to attain it: all their activities were directed towards the attainment of the aim. With him it was different, he always followed the promptings which came from

within. He had always said what he had felt without caring how people would receive it. He had come in for his share of adverse criticism, but the adverse criticism acted like a sort of screen to him behind which he was able to work out his own nature, he had his share of both reward and criticism. What he saw amongst the nations whom he visited was an inordianate pride of nationality. This pride led to the constant attempt of one nation to have mastery over other nations and to force its ideals on them and the result was a world-conflict. This idea of distinct nationality is like a master that is always trying to devour the weak. But that should not be; every nation should be given the freedom to develop what is best in it. In all his travels he had received many ovations and honours but the best recognition that he had received was when he was told by common people that they had need of him, and that he had opened the vision of a new life to them. He prayed to God that he might be fit for such praise.

একটি সংগীতের পর ব্রাহ্মসমাজের তরুণদের পক্ষে সুকুমার রায় কবির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, 'the first step towards payment of a debt was to acknowledge it and that they were all grateful to see Rabindranath that he had given opportunity to Brahmo Samaj to acknowledge the debt which everybody owed him.'

অনুষ্ঠানটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারাই আয়োজিত হয়েছিল, এবং বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে ব্রাহ্মসমাজের মহিমা বলে আত্মসাৎ করবার একটি প্রবণতা প্রবীণ ব্রাহ্মদের ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে— তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটিতে আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর পরে তরুণ ব্রাহ্মেরা যখন রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য-রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন, তখন এই প্রবীণ ব্রাহ্মদের অনেকেই সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হন।

৩ বা ৪ শ্রাবণ [বৃহ-শুক্র 19-20 Jul] রবীন্দ্রনাথ পুণ্যাহ উপলক্ষে শিলাইদহে যান; ৪ শ্রাবণ 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুণ্যাহ উপলক্ষে বিরাহিমপুরে যাওয়ার খরচ' ক্যাশবহিতে লেখা হয়। সেখানে গিয়েই 20 Jul তিনি অ্যান্ডরুজকে লেখেন :

After a separation of nearly a year and a half, I have come once more to my Padma and have renewed my courtship. She is unchanged in her changeableness. ... It is a beautiful day to-day. The sunshine is coming out after the fitful showers of rain, like a boy emerging from his dive in the sea with his naked limbs glowing and glistening.[৩৭]

এবারে বেশিদিন থাকা হয়নি; 'মঙ্গলবার' [৮ শ্রাবণ : 24 Jul] তিনি প্রভাতকিরণ বসুকে লেখেন : 'শিলাইদহে ছিলাম। আজ কলিকাতায় যাইতেছি। কাল পৌঁছিব।'[৩৮] '৯ই শ্রাবণ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিলাইদ হইতে আসাকালীন ...গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের তারিখটি জানা যায়।

26 Jul [বৃহ ১০ শ্রাবণ] কালিদাস নাগ লিখেছেন কবির কাছে আসা গেল— Home Rule সভায় গাইবার এক অপূর্ব কোরস শোনালেন।' সমবেতকণ্ঠে গাইবার উপযুক্ত গানটি হল 'দেশ দেশ নন্দিত করি

মন্দ্রিত তব ভেরী’ [দ্র গীত ১। ২৫১-৫২]—Ms. 111 পাণ্ডুলিপির 53 ও 55 পৃষ্ঠায় গানটি রচিত হয় পেনসিলের লেখায়— কালিতে লেখা শেষ স্তবকটি পরে সংযোজিত; সম্মুখবর্তী 52 ও 54 পৃষ্ঠায় গানটির ইংরেজি অনুবাদ ‘Thy call has sped over all countries of the world’ পেনসিলে খসড়া করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এখানেও শেষ স্তবকটি অনুবাদ করা হয়েছে কালো কালিতে— কিন্তু রচনাটিতে তারিখ নেই, সম্ভবত কলকাতায় ফিরে এসে ৯-১০ শ্রাবণে গানটি রচিত হয়।

গানটি ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ [ভারতী ও প্রবাসী, ভাদ্র; কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৮। ৫৪৫-৬৫] ভাষণের অনুষঙ্গে রচিত হয়; ভাষণটি সম্ভবত শিলাইদহে অবস্থানকালে লেখা। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সংগ্রহ থেকে প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি [Ms. 363 (iii)] রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধটি রুল-টানা এক্সারসাইজ বুকের এক পৃষ্ঠায় কালো কালিতে লেখা, মোট লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৭— নীল পেনসিলে সংশোধিত। শেষের তিনটি অনুচ্ছেদ পাণ্ডুলিপিতে নেই।

প্রবন্ধটি সমকালীন রাজনীতির পটভূমিকায় লেখা। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতে দেশীয় রাজনীতির দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী য়ুরোপে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় চরমপন্থীরা সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের প্রয়াসে ব্রতী হন। ভারত সরকার Defence of India Act [1915] প্রণয়ন করে এই আন্দোলন দমন করতে থাকে। কংগ্রেসের চরম ও মধ্যপন্থীরা কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যের নীতি গ্রহণ করে। তাঁদের আশা ছিল, প্রতিদানে যুদ্ধান্তে সরকার ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করবে। এইভাবে সুরাট কংগ্রেসের [1907] পরে বিচ্ছিন্ন দুটি দল নিকটবর্তী হয় ও 1916-এর লখনৌ কংগ্রেসে উভয়পক্ষ অংশগ্রহণ করে। এখানে মুসলিম লীগের সঙ্গেও কংগ্রেসের সমঝোতা হয়, যা লখনৌ-প্যাক্ট [1916] নামে ইতিহাসে বিখ্যাত— স্বায়ত্তশাসন ছিল এই বোঝাপড়ার মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে বালগঙ্গাধর টিলক ইতিপূর্বে Apr 1916-এ Home Rule League প্রতিষ্ঠা করেন, একই উদ্দেশ্যে থিয়োজফিস্ট নেত্রী অ্যানি বেসান্ট [1847-1933] All-India Home Rule League প্রতিষ্ঠা করেন Sep 1916-এ। এই আন্দোলন যথাক্রমে মহারাষ্ট্রে এবং মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশে এমন তীব্রতা লাভ করে যে, ভীত ব্রিটিশ গবর্মেন্ট বেসান্টের মহারাষ্ট্রে টিলকের সঙ্গে মিলিত হবার সম্ভাবনা রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে অন্তরীণ করে [16 Jun]— তাঁর দুই সহযোগী G.S. Arundale ও B.P. Wadia ও অন্তরায়িত হন। এই ঘটনায় সমগ্র ভারতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। 22 Jun ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে প্রতিবাদ সভা হয়, কয়েকদিন পরে Bengal Home Rule League গঠিত হয় ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে সভাপতি এবং ইন্দুভূষণ সেন ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে যুগ্ম-সম্পাদক ক’রে।

থিয়োজফিস্ট আন্দোলনের সূচনা থেকেই ঠাকুরপরিবার তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত না হলেও নেতৃস্থানীয় অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল— কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও যে ছিল না, তা নয়। সংবাদপত্রে বেসান্টের কার্যকলাপের কথাও তিনি পড়েছিলেন। তাই তাঁর অন্তরায়িত হওয়ার সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে 4 Jul [বুধ ২০ আষাঢ়] *New India* পত্রিকার সম্পাদককে লেখেন : ‘Kindly convey my heartfelt sympathy and gratitude to Mrs. Besant and tell her that her martyrdom for the cause of suffering humanity will produce more good than any small favour that might have been thrown to us to silence our clamour.’ বেসান্ট রবীন্দ্রনাথের বাণীর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে 9 Jul উটকামন্ড

থেকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে শেষে লেখেন : 'I think of your lines:/ Into that heaven of Freedom, my Father,/ Let my country awake./ And it will.'[৩৯]

জনৈক George Lansbury বিলেতের The National Weekly [28 Jul]-তে 'The Prosecution of Mrs. Besant'-শীর্ষক এক পত্রে রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছাবাণীটি উদ্ধৃত করেন। সেটি পড়ে তাঁর অনুরাগী *The Quest*-এর সম্পাদক G.R.S. Mead 29 Jul রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'I sincerely hope that you have misreported, & I shall be very glad to hear from you ...how the matter really stands.' রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন 18 Sep [?]*—উত্তরটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :

In your letter you seemed puzzled at my conduct in sending a message of sympathy to Mrs Besant, who has been interned for public utterances. I am afraid, compared with yours, our troubles may appear to you too small, but yet sufferings have not lost their keenness for us and moral problems still remain as the gravest of all problems in all parts of the world.

The constant conflict between the growing demand of the educated community of India for a substantial share in the administration of their country and the spirit of hostility on the part of the Government has given rise among a considerable number of our young men secret methods of violence bred of despair and distrust. This has been met by the Government by a thorough policy of repression. In Bengal itself hundreds of men are interned without trial, —a great number of them in unhealthy surroundings, in jails, in solitary cells, in a few cases driving them to insanity or suicide. The misery this has caused in numerous households is deep and widespread, the greatest sufferers being the women and children who are stricken at heart and rendered helpless. I do not wish to go in details, but as a general proposition I can safely say that while evidence against them is not publicly sifted by a proper tribunal giving them opportunity to defend themselves we are justified in thinking that a large number of those punished are innocent, many of whom were specially selected as victims by secret spies only because they had made themselves generously conspicuous in some noble mission of self-sacrifice. What I consider to be the worst outcome of this irresponsible policy of panic is the spread of the contagion of hatred against everything Western in minds which were free from it.

In this crisis the only European who shared our sorrow, incurring the anger and derision of her countrymen is Mrs Besant. This was what led me to express my grateful admiration for her noble courage in this present time when it is particularly dangerous to be on the side of humanity against blind expediency. Possibly there is such a thing as political exigency, just as there may be a place for utter ruthlessness in war, but, as a man, I pay my homage to those who have faith in ideals and therefore are willing to take all other risks except that of weakening the foundation of moral responsibility.[৪০]

পরবর্তী কয়েকমাস জুড়ে রবীন্দ্রনাথের বহু কার্যকলাপের মনস্তত্ত্ব এই পত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে।

বেসান্টের হোমরুল লীগের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল, কিন্তু তাঁর অন্তরায়ণ রাতারাতি তাঁকে জননেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত করল। 11 Jul [২৭ আষাঢ়] মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আইয়ার 1917-এর কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য বেসান্টের নাম প্রস্তাব করেন।

বেসান্টকে অন্তরীণ করার আদেশের বিরুদ্ধে 6 Aug [২১ শ্রাবণ] কলকাতার টাউন হলে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা আহূত হয়। বেসান্টের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি লক্ষ্য করে হয়তো তাঁকেও ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু মাদ্রাজের কোনো ঘটনার জন্য কলকাতায় সরকারি ভবনে সভা করার যৌক্তিকতা নেই এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ টাউন হল ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকৃত হন। শেষ পর্যন্ত প্রবল জনমতের চাপে কর্তৃপক্ষ সম্মতি দিলে 24 Aug সভার দিন ধার্য হয়। কিন্তু সরকারি স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ লিখলে তা স্বতন্ত্রভাবেই পাঠ করার ব্যবস্থা হল।

এরই অনুষঙ্গে রচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি ১০ শ্রাবণ [26 Jul] গেয়ে শোনানোর কথাই কালিদাস নাগ উল্লেখ করেছেন।

এরপর গানটি কোরাসে গাওয়ানোর জন্য রিহার্সাল শুরু হয়। 29 Jul কালিদাস লিখেছেন: 'প্রশান্ত[মহলানবিশ]র সঙ্গে একদল ছেলে নিয়ে কবির কাছে আসা গেল— নতুন গানের কোরস করবার জন্যে' 2 Aug তিনি লিখেছেন : 'বিকালে কবির কাছে হাজির হওয়া গেল— প্রকাণ্ড গানের মজলিস বসল — কোরস, বেশ জমবে'। এরপর 4 Aug [শনি ১৯ শ্রাবণ] তিনি লিখলেন : "প্রশান্তর সঙ্গে রামমোহন লাইব্রেরিতে আসা গেল— কবির বক্তৃতা ও 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। আমাদের কোরস খুব জমল'।[৪২]

প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনার আগে আর-একটি তথ্য উল্লেখ করি। *The Bengalee* [4 Aug] 'Sir Rabindranath Tagore at the Industrial Club' শিরোনামে জানায়: 'The members of the Calcutta Industrial Club gave an at home to Sir Rabindranath Tagore at their Club premises at 5, Dharamtolla street at 6.30 p.m. on Friday evening [১৮ শ্রাবন : 3 Aug]. Sir Rabindranath discoursed on Industrial matters on grounds of comparative development of industries in India and in foreign countries. After light refreshments the party separated.' কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে [3 Aug] ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন : 'দ্বিজেনমামা Industrial Club-এতে এলেন, আজ এখানে কবির সংবর্ধনা।' যোগাযোগটি উল্লেখনীয়। ১৬ আশ্বিন [2 Oct] রবীন্দ্রনাথ শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের সভাতেও যোগ দেন।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' অ্যানি বেসান্টের অন্তরীণাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার টাউন হলে সভা করতে না দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ উপলক্ষ করে লিখিত হয়, কিন্তু প্রবন্ধটি সাময়িক উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে অতিক্রম করে গেছে। মূল কথাটি এসেছে প্রবন্ধের প্রায় শেষাংশে :

> দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেন্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এতদিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি? বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্ব পারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এ কথা কি নিশ্চয় জানি না যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে?

হোমরুল বা জাতীয়-আত্মকর্তৃত্বের যে আন্দোলন টিলক ও বেসান্টের নেতৃত্বে চলছিল, তার প্রতি সমর্থনও রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন : 'মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।' ইংরেজের বক্তব্য, যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষা ছাড়া আত্মকর্তৃত্ব লাভ করলে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, ভুল করতে করতেই ইংরেজ তার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছে— 'ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে নাহয় ভুলই করিলাম। ...রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ

পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। ...অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব— দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।'

কিন্তু কেবল সরকারের কাছে দাবি জানিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, জনসাধারণের কর্তব্যের কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কর্তা তো কেবল সরকারে নেই, সমাজেও আছে— আর সেই সামাজিক কর্তার ইচ্ছায় ব্যক্তিগত কর্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এখানকার মানুষের মন পঙ্গু হয়ে আছে। ধর্মের কথা ভুলে গিয়ে ধর্মতন্ত্রের কাছে মাথা নিচু করার ফলে আত্মশক্তির সাধনায় বিকার দেখা দিয়েছে। এই বিকারই আমাদের পরাধীনতার কারণ। প্রাচীনদের সংস্কারান্ধতা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন— কেননা এরা 'এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোওয়াবসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন-কি কালেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব; বলেন, ওটা বড়ো উচ্চজায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না; বলেন, ঐ কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে সাময়িক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু বেসান্টের নাম না করেও হোমরুল আন্দোলনের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য সমর্থন সেই Defence of India Act-এর যুগে কম দোষাবহ ছিল না। কাম্পো আরাই দিনপঞ্জি-তে লিখেছেন : 'এদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বক্তৃতা করেছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু বলিষ্ঠ এবং বিদ্রোহমূলক ছিল। তাই বাসা থেকে বেরোনোর সময় তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বললেন— "আমাকে পুলিশ আজ নিশ্চয় গ্রেপ্তার করবে।" কিন্তু কিছুক্ষণ পর গুরুদেব নিরাপদে ফিরে এলেন।'[৪৬] দিনলিপির তারিখ ৪ Aug, কিন্তু লেখক বা অনুবাদকের ভুলের ফলে এই গ্রন্থের অনেক তারিখই নির্ভরযোগ্য নয়। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, কাম্পো আরাই এখানে 4 Aug রামমোহন লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ পাঠের কথাই উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ 'নাইট' কে পুলিশ না ধরলেও ধর্মতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষ কিছু সমাজনেতার পছন্দ হয়নি। প্রবন্ধপাঠের পরের দিন 5 Aug [রবি ২০ শ্রাবণ] কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লেখেন : 'সকালেই বিপিন পাল এসে উপস্থিত। কবির বক্তৃতা সম্বন্ধে merciless criticism করলেন এবং তুমুল প্রতিবাদ করবার অভিপ্রায় জানালেন।' পরের দিন লিখেছেন : 'কবির বক্তৃতা নিয়ে বিপিনবাবু মহা agitation আরম্ভ করেছেন শোনা গেল।' এই 'তুমুল প্রতিবাদ'-এর লিখিত রূপ 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' নামে ভাদ্র [পৃ ৭৮৯-৮০৩] ও আশ্বিন-কার্তিক [পৃ ৮১৬-৪০]-সংখ্যা নারায়ণ-এ মুদ্রিত হয়। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র মোটামুটি একমত ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সম্পর্কিত মন্তব্যসমুহের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। পরিশেষে তিনি লেখেন :

এখন আমাদের বড় কাজ নাই বলিয়াই, ছোট কাজের খুঁটিনাটি লইয়া এত ঝগড়াঝাঁটি করি। বড় কাজ আসুক, ছোট বিচারবিবেচনা আপনি সরিয়া যাইবে। বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণা জাগুক, ক্ষুদ্র স্বার্থ আপনি লজ্জা পাইয়া দূরে যাইয়া মুখ লুকাইবে। দেশমাতার ডাক পড়ুক— তখন

জাতিবর্ণের ভেদ ভুলিয়া লোকে একত্র হইয়া তাঁর পদপ্রান্তে যাইয়া সার দিয়া দাঁড়াইবে, কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, এ কথা মনে জাগিবে না। রাষ্ট্রের শক্তি জাগুক, শাস্ত্রের শাসন আপনি তার পথ করিয়া দিবে।[৪৪]

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বর্তমানে ভারতীয়দেরই হাতে, কিন্তু ধর্মতন্ত্রের বুড়ির কোল থেকে নেমে দেশবাসী এখনও নিজের পায়ের জোরে, এবং অবশ্যই মনের জোরে, পথ চলার কথা পুরোপুরি ভাবতে শেখেনি— একথা খুব দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষ অবলম্বন করে তখন অনেকেই কলম ধরেন। সবুজ পত্র-তে বরদাচরণ গুপ্ত লেখেন 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়' [আশ্বিন। ৪০৬-১৭] ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'শক্তিমানের ধর্ম্ম' [মাঘ। ৫৫৫-৬৮]— অজিতকুমার চক্রবর্তী পৌষ-সংখ্যা ভারতী-র 'মাসকাবারি' [পৃ ৮৮৯-৯৫] বিভাগে বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করেন।

রামমোহন লাইব্রেরিতে প্রবন্ধপাঠ ছিল আমন্ত্রিত শ্রোতাদের কাছে। রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, রাজরোষের ভয়ে 'বৃহত্তর হলে সভা করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কোনো স্থান পাওয়া গেল না' : 'এই সময় জীবনীলেখক কলিকাতায় থাকেন; সভাগৃহ সংগ্রহের জন্য রথীন্দ্রনাথ প্রমুখের সহিত কলিকাতার নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করিতে হয়। মনে আছে, একটা ভাঙা গুদাম ঘর পর্যন্ত দেখা হইয়াছিল। অবশেষে মাদন [ম্যাডান] সাহেব সাহস-ভরে আলফ্রেড থিয়েটর গৃহ ছাড়িয়া দিলেন। সেই প্রেক্ষাগৃহ ছিল হ্যারিসন্ রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড)-এর উপর কলেজ স্ট্রীটের কাছে [বর্তমান গ্রেস সিনেমা হল]।'[৪৫] 'Sir Rabindra Nath Speaks On' শিরোনামে *The Bengalee* [14 Aug] লেখে : "At the Alfred Theatre in Harrison Road on Friday [10 Aug : ২৫ শ্রাবণ] last and under the auspices of the Rammmohun Library, Sir Rabindra Nath Tagore delivered a most impassioned lecture on 'Things being shaped as the Master Desires'. The big auditorium of the theatre including the balconies were crowded to suffocation, several hundred people waiting outside the gates all the time.' কালিদাস নাগও লিখেছেন : "Alfred Theatre-এ আসা গেল— ভিড়ে দরজা ভেঙে পড়ে বুঝি— 'নস্থানং তিল ধারয়েৎ' গোছের অবস্থায় কবি বক্তৃতা পড়লেন— কোরসও বেশ জমল। মহারাজা নাটোরের পাখোয়াজ খুব জমল।'

সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যেমন কিছু-লোকের পছন্দ হচ্ছিল না, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বেসান্টের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থনও আর-একদল লোককে অখুশি করছিল। বেসান্ট-বিরোধী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রিকা *The Bengalee* এই কারণেই হয়তো ভাষণটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির সহ-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখেন [*12 Aug] :

...তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছি বলিয়া তোমার সঙ্গে আলাপের বাধা হইতেছে এমন কথা মনে করিয়ো না। আমার দেশে বিস্তর লোকের সঙ্গেই আমার মতভেদ সেজন্য তারা আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইবে এ. যেমন আমি উচিত মনে করি না তেমনি আমিও ঐ কারণে তাদের উপর রাগ করিব ইহা অন্যায় বলিয়া আমি মনে করি। আমার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মতের মধ্যে inconsistency আছে বলিয়া মনে করি না— কারণ উভয়ের অন্তর্গত সত্য একই এই কথাই আমি বলিয়া থাকি— এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলি সত্যের আলোককে যে প্রদীপেই জ্বালাই তাহা সমস্ত কোণেই অন্ধকার মারিবে। সত্যকে আমাদের জাতি জ্ঞানে ও ব্যবহারে বড় করিয়া দেখিবে ইহাই আমার কামনা— তাহাকে লইয়া মূঢ়ের মত, বৃদ্ধ শিশুর মত ছেলেখেলা করিবে ইহাতে তার মনের এবং সংসারের অবস্থায় কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। এই কথাটাকে যদি "consistent" করিয়া বলিতে না পারিয়া থাকি সে আমার ক্ষমতার ত্রুটি।[৪৬]

এই ‘inconsistency’র অভিযোগ রবিয়ানা [শ্রাবণ ১৩২৩] গ্রন্থের লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায়ের অতি প্রিয় বিষয়। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন : ‘‘কবিবর রবীন্দ্রনাথের মত নিতুই নব। তাঁহার নিকট সকালে যাহা ‘হাঁ’ বিকালে তাহা ‘না’। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্য-নীতি প্রভৃতি সকল রকম নীতিতেই কবিবররের মত নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।’’ স্বয়ং লেখক গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠালে ৭ আষাঢ় [বৃহ 21 Jun] তিনি কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লেখেন :

কাল ডাকযোগে যখন রবিয়ানা বইখানি আমার হাতে আসিল তখন মনে করিয়াছিলাম স্বয়ং গ্রন্থকার আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমি পড়ি নাই, হাতেও রাখি নাই। লেখকের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে তিনি সত্য ফল পাইবেন। যদি না হয় তবে দেশসুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বাহবা দিলেও তাঁর লেখা অমর হইবে না। তাঁকে আমি চিনি না, তাঁর সম্বন্ধে আমার কোনো নালিশ নাই। সত্য নিজেকেই নিজে রক্ষা করে— আমাদের কিই বা শক্তি, কদিনেরই বা মেয়াদ।

অমরেন্দ্রবাবুকে crush করিবার জন্য আপনি এত উত্তেজিত কেন? জীবনে ইহার চেয়ে আরো অনেক বড় কাজ আছে! কে দলিত হইবে এবং কে আদৃত হইবে তার ভার মহাকাল নিজের হাতে লইয়াছেন, তাঁর উপরে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিতে পারেন। ...এই সমস্ত সাহিত্যিক গ্রাম্যতা ও দীনতা যাঁদের রুচিকর তাঁরা আনন্দে থাকুন, তাঁদের ভোগের সামগ্রীর কোনোদিন অভাব হইবে না। ইহাদের হাতের মার খাওয়াই আমার সৌভাগ্য — আপনি শান্ত থাকিবেন— আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না।[৪৭]

পুরো বইটি না পড়লেও তার ভূমিকাটি অন্তত পড়ে ‘লেখকের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য’ সম্পর্কে তিনি অবশ্যই অবহিত হয়েছিলেন— সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখা পত্রটি তার অন্যতম প্রমাণ। অমরেন্দ্রনাথ ‘কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম’ নামে প্রতিবাদমূলক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেটি রবিয়ানা-র দ্বিতীয় সংস্করণের [পৌষ ১৩২৫] অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুর সমাজ নীতির কথা জড়াইতে গিয়া প্রবন্ধটির অনেক স্থানেই রবীন্দ্রনাথ জগা-খিচুড়ীর সৃষ্টি করিয়াছেন’— এইটিই প্রবন্ধটিতে লেখক অত্যন্ত অশালীন ভঙ্গিতে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখা চিঠিতে যে ‘ক্লান্তি’র কথা আছে, তা সম্ভবত গুরুতই ছিল— ৩০ শ্রাবণ [বুধ 15 Aug] ‘Dr. Bidhan Roy দং শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবুকে দেখিতে আসার ভিজিট ১৬৲’ হিসাব তারই প্রমাণ। বিধানচন্দ্র [1882-1962] পরের দিনও তাঁকে দেখতে আসেন। এঁর পিতা প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একসময়ে একটি সশ্রদ্ধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, পুত্রের সঙ্গে প্রধানত চিকিৎসার সূত্রে যে যোগ ঘটল তা আ-মৃত্যু বজায় থাকে।

৩১ শ্রাবণ [বৃহ 16 Aug] ‘শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন ব্যয়’ হিসাব থেকে জানা যায়, মাসাধিক কাল কলকাতায় থেকে রবীন্দ্রনাথ এইদিন শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। তার আগে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী[1901-86]-কে লেখেন : ‘সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই লিখিব তাহাতে তোমার অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। অন্য সকল ব্যাপারে যেমন, গানেও তেমনি, আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী। যা সজীব তা সচল।’[৪৮] কিছুদিনের মধ্যে ‘সঙ্গীতের মুক্তি’ [দ্র সবুজ পত্র, ভাদ্র। ২৫৫-৮৬; সংগীতচিন্তা ২৮। ৭২১-৪১] প্রবন্ধ লিখে তিনি তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করেন।

শ্রাবণ মাসে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশসূচিটি দেওয়া হল :

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৪ (১৭/১/৪] :

৩৮৯-৯০ ‘গান’ [‘এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না’] দ্র গীত ২। ৫৬৯; স্বর ১৬

গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ-কৃত।

সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২৪ [8/8] :

২৩৩-৪৭ ‘দুখানি চিঠি’ দ্র চিঠিপত্র ৫। ১২৯-৩৪

প্রমথ চৌধুরী-লিখিত ‘ভূমিকা’ [পৃ ২৩৩]-সহ তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 21 May ও 24 May 1890 তারিখের দুটি চিঠি এখানে মুদ্রিত হয়। চিঠিপত্র ৫-এ দ্বিতীয় চিঠিটি ছাপা হয়নি।

The Modern Review, August 1917 [Vol. XXII, No. 2]:

111-16 ‘Letters’ 81-90 দ্র *Glimpses of Bengal*

156-68 ‘The Editor’ দ্র *Broken Ties and Other Stories*

‘Translated by W.W. Pearson with the help and revision of the author’ পরিচয়-সহ ‘সম্পাদক’ গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ এখানে ছাপা হয়।

শান্তিনিকেতনে ফিরে 17 Aug [শুক্র ১ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ রেভারেন্ড ই. জে. টমসনকে একটি কবিতা লিখে পাঠান : ‘Speak to me, my friend, of him/ and say that he has whispered/ to thee in the central hush of the storm/ and in the heart of the peace/ where life puts on its armour./...’ [*The Modern Review*, Apr 1918/ 353]। টমসন প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করে মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে দার্জিলিঙে যান। 23 Oct [৬ কার্তিক] তাঁকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই মৌলিক ইংরেজি কবিতাটি রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করেন: ‘When I met you after your return from Mesopotamia I was very much touched at the few simple words you spoke to me. I wanted to thank you for them and write you a letter to Darjeeling where you were staying at that time. But what I had in mind refused to be expressed in ordinary prose and therefore I had to give it a rhythmic form. It was not a translation but a letter in disguise.’[৪৯] এই কবিতাটিই পরে একটি বাংলা গানে রূপ নেয় : ‘বলো বলো, বন্ধু বলে তিনি তোমার কানে’ [দ্র প্রবাসী, মাঘ। ৩৩১; গীত ৩। ৮৫৫]— প্রথম প্রকাশের সময়ে ‘বাউলের সুর’ উল্লিখিত হলেও গানটির সুর রক্ষিত হয়নি। 27 Jan [১৪ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানটি টমসনকে পাঠিয়ে লেখেন : ‘I have not written any poem for a long time excepting a little song which is a translation of an English poem I sent to you in Darjeeling. It came to me quite spontaneously while humming a tune.’[৪৯]

৩ ভাদ্র [রবি 19 Aug] একটি অভিনব পত্রধারার সূচনা হল। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল 1910-এ, গ্রীষ্মবকাশের পরে কর্ম্মস্থলে যাওয়ার পথে তিনি কয়েকঘন্টার জন্য শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর প্রশস্তি ‘বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়’ নামে অগ্র ১৩১৭-সংখ্যা প্রবাসী-তে প্রকাশ করেন। তিনি ও তাঁর পত্নী সরযূবালার রবীন্দ্রসাহিত্যে গভীর অনুরাগ ছিল, যা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁদের সন্তানদের মধ্যে। তাঁদের তৃতীয়া কন্যা রাণু [ভালো নাম ‘প্রীতি’, জন্ম ৯ কার্তিক ১৩১৫ : 25

Oct 1908 কার্তিকী অমাবস্যা] অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাই পড়ে ফেলেছিলেন— শুধু তাই নয়, 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'জয়পরাজয়' গল্প পাঠ করে একটি চিঠিও লিখলেন 'প্রিয় রবিবাবু' সম্বোধনে :

আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি কেবল ক্ষুধিত পাষাণটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সেই বুড়োটা যে ইরানী বাঁদীর কথা বলছিল, সেই বাঁদীর গল্পটা বলল না কেন? শুনতে ভারী ইচ্ছা করে। আপনি লিখে দেবেন। হ্যা।

আচ্ছা জয়পরাজয় গল্পটার শেষে শেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। না? কিন্তু আমার দিদিরা বলে শেখর মরে গেল। আপনি লিখে দেবেন যে, শেখর বেঁচে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। কেমন? সত্যিই যদি শেখর মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার বড় দুঃখ হবে।...

...আমার আপনাকে দেখতে খু উ উ উ উ উ উব ইচ্ছে করে। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন। নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি যদি আসেন তবে আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব! আমাদের পুতুলও দেখাব।...

বালিকার লেখা বলে রবীন্দ্রনাথ পত্রটিকে অবহেলা করেননি, ৩ ভাদ্র [রবি 19 Aug] তার দীর্ঘ উত্তর লিখলেন আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে। খামে 'রাণু/ ২৩৫ অগস্ত্য কুণ্ড'-এর ঠিকানা দিয়ে লিখলেন :

তোমার রাণু নামটি খুব মিষ্টি— আমার একটি মেয়ে ছিল, তাকে রাণু বলে ডাক্‌তুম, কিন্তু সে এখন নেই। যাই হোক্ ওটুকু নাম নিয়ে তোমার ঘরের লোকের বেশ কাজ চলে যায় কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখ্‌তে মুস্কিল ঘটে। অতএব লেফাফার উপরে তোমাকে কেবলমাত্র রাণু বলে অভিহিত করাতে যদি অসম্মান ঘটে থাকে তবে আমাকে দোষ দিতে পারবেনা। বাড়ীর ডাকনামে এবং ডাকঘরের ডাক নামে তফাৎ আছে যদি ভবিষ্যতে চিঠি লেখো তবে সে কথা মনে রেখো।[৫১]

স্নেহে-কৌতুকে মেশা এই পত্রধারার কিছু পত্র সম্পূর্ণ ও কিছু পত্রের কিয়দংশ বাদ দিয়ে প্রথমে বিচিত্রা পত্রিকায় [শ্রাবণ ১৩৩৪-আষাঢ় ১৩৩৫] ও পরে ভানুসিংহের পত্রাবলী [১৩৩৬] নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখতে দেখা যায় তরুণ অমিয় চক্রবর্তীকে [10 Apr 1901-12 Jun 1986], তার স্বাদই আলাদা। মেধাবী পড়ুয়া তরুণ অমিয়চন্দ্রের খ্যাতিমান্ ব্যক্তিদের সঙ্গে পত্রালাপ করার ঝোঁক ছিল। 'চৌরপঞ্চাশিকা' [দ্র কল্পনা ৭। ১২৫-২৬] কবিতার উৎস সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দেন ২৬ কার্তিক ১৩২২ [12 Nov 1915] তারিখে [পত্রটি চিঠিপত্র ১১-তে সংকলিত হয়নি]। এর পরের চিঠি ঘরে-বাইরে-সংক্রান্ত ২৯ ফাল্গুন ১৩২২ [12 Mar 1916]-এ লেখা। পত্রলেখকের বয়স আন্দাজ করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ সম্ভ্রমসুচক সম্বোধন ও পাঠ ব্যবহার করেন— পত্রগুলি নিছক সৌজন্যমূলক। আন্তরিকতার স্পর্শ লাগল ৮ আষাঢ় ১৩২৪ [22 Jun 1917]-এর চিঠি থেকে। অমিয়চন্দ্রের প্রতিভাবান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা [২৭ চৈত্র ১৩২৩ : 9 Apr 1917] করলে ঘটনাটির অভিঘাত তাঁর তরুণ মনে তীব্রভাবে দেখা দেয়। সান্ত্বনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলে তিনি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকের স্মৃতিচারণ করে উক্ত পত্রে লেখেন :

সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখ্‌লে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়। ... শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেচে তার চেয়ে বড় করে পূরণ করুক।[৫২]

আমাদের আলোচ্য সময়ে ৪ ভাদ্রে [সোম 20 Aug] লেখা চিঠির সুরটিও একই ধরনের। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অমিয়চন্দ্রের যোগ তিনিই ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। পরে উভয়ে মিলে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন শোকের কুহক থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। প্রসঙ্গটি আমরা পরেও আলোচনা করব।

'সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ' লেখার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। *27 Aug [সোম ১১ ভাদ্র] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন: 'গানের লেকচারটা লেখা হয়েচে। Exercise Bookএর ২৭ পাতা ভরল। ...কিন্তু গজবহরে এ সব জিনিসের মাপ হয় না অতএব গুরুত্ব কত তা শুনলে বুঝতে পারবে। দুই তিন দিনের মধ্যেই যাব।'[৫৩]

সীতা দেবী এই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন, সুতরাং সেখানে রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপের কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে। তিনি লিখেছেন, ৩১ শ্রাবণ রাত্রে সেখানে পৌঁছে পরদিন দুপুরে রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পড়ে শোনানোর কথা বলেন। কিন্তু তার পরিবর্তে বীথিকা-গৃহে অনুষ্ঠিত হয় আশ্রমসম্মিলনীর অধিবেশন, রবীন্দ্রনাথ তাতে সভাপতিত্ব করেন। সন্ধ্যায় প্রবন্ধপাঠ হবে ভেবে ছাত্রেরা বোলপুরের অনেক ভদ্রলোককে, এমনকি স্থানীয় ইংরেজ পাদ্রিকেও, আমন্ত্রণ করে আসে। 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গীত হলেও জনসমাগমে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধপাঠের পরিবর্তে 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতাটি পড়ে শোনান।

২ ভাদ্র [শনি 18 Aug] তিনি আশ্রমিকদের কাছে প্রবন্ধটি পড়েন, সভাপতিত্ব করেন বিধুশেখর শাস্ত্রী।

সীতা দেবী লিখেছেন : 'এবারেও রবীন্দ্রনাথ খুব বেশিদিন শান্তিনিকেতনে থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতা হইতে খবর আসিল বেলা দেবীর অসুখ আবার বাড়িয়াছে। কবি অগস্টের ত্রিশ [29 Aug বুধ ১৩ ভাদ্র] তারিখেই বোধ হয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। সেদিনটা বুধবার ছিল। যাহাতে ট্রেন ধরিতে তাঁহাকে হুড়োহুড়ি করিতে না হয় সেইজন্য মন্দিরে ভোর থাকিতেই উপাসনা হইল।'[৫৪]

'বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যতদিন রবীন্দ্রনাথ দেশে ছিলেন, তার কাজকর্ম ভালোই চলছিল। কিন্তু তাঁর জাপান-আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে কাজের স্রোত মন্দীভূত হয়ে পড়ে। তিনি ফিরে আসার পরে আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কাম্পো আরাই জাপান থেকে এসে নিজে ছবি আঁকা ছাড়াও অনেককে জাপানি পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শেখাতে শুরু করেন। রথীন্দ্রনাথ 28 Aug একটি দীর্ঘ চিঠিতে শ্রীমতী সেমূরকে 'বিচিত্রা'র বহুবিধ কার্যাবলি সম্বন্ধে অবহিত করেন :

Father with the help of an editòrial board, is editing a series of books in Bengali somewhat in the line of the Home University Series. I have been asked to write one and am reading up the literature on the subject. ... Amongst our own family members there were many private collections of books that were scattered in different places and of not much use to anybody. I have succeeding in inducing them to keep their books in one place and thus form the nucleus of a co-operative library. ...this library is a new addition to the varied activities of Vichitra, the whole ground floor of the building has been devoted to it. Our collection already is over 7000 and this is not a small number considering that all books that were common have been weeded out and sent to the Bolpur Library. We have kept two librarians— who are now cataloging the books on the card index system. The membership is open to the public and from the last week we have started regular weekly meetings in which papers will be read and discussed.[৫৫]

রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্মত্যাগ করে কলকাতায় সিটি কলেজে যোগ দিয়ে তখন কলকাতায় ছিলেন। দুজন লাইব্রেরিয়ানের মধ্যে তিনিও একজন— কার্ড ইনডেক্স পদ্ধতিতে ক্যাটালগ প্রস্তুত করার শিক্ষা ভবিষ্যতে তাঁকে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল।

রথীন্দ্রনাথ যে সাপ্তাহিক সভার আয়োজনের কথা লিখেছেন, ৬ ভাদ্র [বুধ 22 Aug] সন্ধ্যা ৬টায় অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতের চিত্রশিল্পের ধারা' প্রবন্ধপাঠ দিয়ে তার সূচনা হয়।[৫৬] ২০ ভাদ্র [বুধ 5 Sep] রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান; কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লিখেছেন : 'আজ সন্ধ্যায় কবি Music সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়লেন— সঙ্গে গানও হল'।

রবীন্দ্রনাথের শরীর ভালো ছিল না— ভাদ্র-আশ্বিনে 'ডাক্তার বিধানবাবু'র আসার অন্তত ছ'দিনের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজের সৃষ্টিতে তাঁর উৎসাহের ঘাটতি দেখা যায় না। 1 Sep কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ কবি ডেকে পাঠালেন নতুন গানের দলে যোগ দেবার জন্য'; 6 Sep লিখেছেন : 'সুকুমারের সঙ্গে জোড়াসাঁকো আসা গেল— রাত ৯টা পর্যন্ত কোরসের তালিম চলল'। একটি গান রচনার তারিখের সন্ধানও তিনি দিয়েছেন 7 Sep [শুক্র ২২ ভাদ্র]-এর লেখায় : "ভোরে স্নান সেরে কবির কাছে এলুম। তখুনি 'ও দেখা দিয়ে চলে গেল' [দ্র গীত ২। ৩৮৮; স্বর ১৬] গানটি লিখে নেমে এলেন, আমাদের সুরটি শেখালেন। তারপর ১০টা পর্যন্ত তালিম চলল, তারপর 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র নতুন সংস্করণের পাঠ— চমৎকার!" বৈকুণ্ঠের খাতা-র 'নতুন সংস্করণ' কথাটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর— নাটকটি 'বিচিত্রা'য় অভিনয় করার আয়োজন হচ্ছিল, সেই উপলক্ষে মুদ্রিত নাটকে কিছু পরিবর্তন ও কয়েকটি নূতন চরিত্র সংযোজিত হয়েছিল।

২২ ভাদ্র [শুক্র 7 Sep] সন্ধ্যায় প্রতিভা দেবী-প্রতিষ্ঠিত সংগীতসংঘের উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান। প্রবন্ধপাঠের নির্দিষ্ট তারিখ কালিদাস নাগের ডায়েরি-সূত্রে প্রাপ্ত : 'সন্ধ্যায় রামমোহন হলে কবির বক্তৃতা হল।' সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী।

প্রবন্ধটি রচনার পূর্বেই ৩১ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন : 'অন্য সকল ব্যাপারে যেমন, গানেও তেমনি, আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী। যা সজীব তা সচল।' এটি যেন 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধের সারমর্ম। সেদিক থেকে কিছুদিন আগে রচিত ও পঠিত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের কিছু-কিছু বক্তব্যের প্রতিধ্বনি এখানে শোনা যায়— কিছু মন্তব্য স্বচ্ছন্দে সেখানেও স্থান করে নিতে পারত : "আম্‌লা!... নিজের 'রাজকর্মচারী' নামটার প্রথম অংশটাই তার মনে থাকে, দ্বিতীয় অংশটা কিছুতেই সে মুখস্ত করিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই, সেখানে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি উঁচুদরের জিনিস হইতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতীয় সংগীতে ওস্তাদির আধিপত্য এই ব্যুরোক্রেসিরই সমগোত্র— 'আসরে ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সংগীতকেও যেন ছাড়াইয়া যায়।'

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার পক্ষেই বলেন : 'সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হইলেও নয়।' নিজের কাব্য ও সংগীত রচনায় স্বাধীনতা গ্রহণের ইতিবৃত্ত উল্লেখ করেও বললেন : 'তবু যত দৌরাত্ম্যই করি-না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে, কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই

চলিবে।' তবে বৈচিত্র্যের রাস্তা খুলে দেওয়ার নমুনাও তিনি প্রবন্ধটিতে সরবরাহ করেছেন। এই উপলক্ষে দুটি নূতন তাল 'একাদশী' ও 'নবতাল' সৃষ্টি করে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি নূতন গানও রচনা করেন :

'কাঁপিছে দেহলতা থরথর' দ্র গীত ২। ৪৪১, গীত-পঞ্চাশিকা [স্বর ১৬]

'ব্যাকুল বকুলের ফুলে' দ্র ঐ ২। ৪৩০, ঐ

'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' দ্র ঐ ২। ৩৮৭, ঐ

'দুয়ার মম পথপাশে' দ্র ঐ ২। ৫৬৮, ঐ

—সবগুলি গানই বলাকা-র পাণ্ডুলিপি Ms. 111-এর 99-107 পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত; বোঝা যায়, এই পাণ্ডুলিপিতে গানগুলির খসড়া করে তিনি প্রবন্ধটিতে ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি 'একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে' [দ্র গীত ২। ৩৮৭, স্বর ১৬] গানটিও একই উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধে স্থান দেননি। সব গানই ভাদ্র মাসে প্রবন্ধটির রচনাকালে রচিত বলে অনুমান করা যায়।

সংগীতের মুক্তির জন্য ওকালতি করলেও রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের হাত থেকে নিস্তার পাননি। তিনি লিখেছিলেন : 'কান-মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।' এইরকম দুজন দারোগার সাক্ষাৎ মেলে নারায়ণ [১৩২৪] পত্রিকায়। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণির লেখা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদ কবি স্যর শ্রীরবীন্দ্রনাথ' পত্রিকাটির পৌষ [পৃ ১৫৫-৬১], মাঘ [পৃ ২০৫-১২] ও ফাল্গুন [পৃ ৩০৮-২১]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়; এটি 'হিন্দু-সঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ' [১৩২৫] নামে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়—পুস্তিকাটি থেকে জানা যায়, প্রবন্ধটি 7 Dec 1917 প্রেসিডেন্সি রঙ্গমঞ্চে মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে সঙ্গীত-পরিষদের পক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় পঠিত হয়।[৫৭] পত্রিকাটির ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ২৮৫-৯৬] আর-একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় ' "সঙ্গীতের মুক্তি" বনাম "বন্ধন" ' নামে, লেখক শরৎচন্দ্র সিংহ।

ইতিমধ্যে কলকাতায় একটি রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথও তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। Dec 1917-এ কলকাতায় কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয়েছিল, তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন। এই নির্বাচন নিয়ে কোনো মতদ্বৈধ ছিল না, কিন্তু বিতর্ক দেখা দিল কংগ্রেসের সভাপতি পদের মনোনয়ন নিয়ে। হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক, বেসান্ট ও তাঁর সহযোগীদের অন্তরীণাদেশের প্রতিবাদে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আইয়ার উক্ত পদের জন্য বেসান্টের নাম প্রস্তাব করেছিলেন [11 Jul] ও বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস সেই প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু মডারেট সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির জরুরি অধিবেশনে [29 Aug] প্রভাসচন্দ্র মিত্র মামুদাবাদের রাজাসাহেবের নাম প্রস্তাব করেন। ন্যাশনালিস্ট দলের ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বেসান্টের নাম প্রস্তাব করলেও ৩৪-৩০ ভোটে রাজাসাহেব নির্বাচিত হন। মডারেটদের সিদ্ধান্তের পশ্চাদ্‌পটে ছিল 20 Aug হাউস অব্ কমন্সে ঘোষিত সেক্রেটারি অব্ স্টেট মন্টেগুর টোপ— 'the gradual development of self-governing institutions, with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British

Empire'— বেসান্টের সরকার-বিরোধী মনোভাবের ফলে যে-সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল তাঁদের।

কিন্তু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এই সূক্ষ্ম রাজনীতি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁরা দলে দলে ২৫ টাকা চাঁদা দিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হন ও 31 Aug ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সমিতির সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁদের একটি বড়ো অংশ ছিল ঠাকুর-পরিবারের লোকজন। সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে সভায় এলে জাতীয়তাবাদীরা বেসান্টের নামে জয়ধ্বনি করে তাঁকেই কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত করার জন্য চিৎকার করতে থাকেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু বলার জন্য উঠলে সভাপতি তাঁকে বাধা দেন, ফলে গোলমাল শুরু হয়। বেগতিক দেখে মডারেট-গোষ্ঠী সভাভঙ্গ ঘোষণা করে স্থানত্যাগ করেন, তাঁদের অনুপস্থিতিতে বেসান্টকে নির্বাচন করা হয়। 1 sep সুরেন্দ্রনাথের পত্রিকা *The Bengalee* 'Congress Presidentship : Reception Committee Meeting Dissolved : Wild Scene in the Hall' শিরোনাম দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলের নেতাদের বিশৃঙ্খলার জন্য অভিযুক্ত করে।

এইদিন *The Amrita Bazar Patrika* সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'The Reception Committee Incident'-এ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম টেনে আনে :

We quoted yesterday the pithy remark of Babu Gaganendra Nath Tagore, who said, that if Bengal had refused to accept Mrs. Besant's nomination to the presidency of the coming Congress, it would have been reported to us that Sir Rabindra Nath Tagore became so indignant that he characterised the vote of Bengal Provincial Congress Committee as '*insolent*'.

...We do not think, for instance, that so many representatives of the Tagore family, who always fight shy of the popular excitements, would have come to this meeting, but for the vote of the Bengal Congress Committee. We were told by Babu Gaganendra Nath Tagore himself that Sir Rabindra Nath Tagore seriously thought of attending this meeting, and it was only because he could not lay his hands upon the card of invitation to it, that he hesitated to come.

আপোষের চেষ্টাও চলছিল। 7 Sep ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মীমাংসার শর্তাদি উল্লেখ করে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। এর পরের ঘটনা বিবৃত করেছেন অমল হোম :

৮ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বামপন্থী নেতাদের ডেপুটেশন আসিল। সে ডেপুটেশনের নেতা ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল হক ও আরো কয়েকজন। দীর্ঘ আলোচনা হইল। রবীন্দ্রনাথ সুনিশ্চিতভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র মিসেস্ বেসান্টকেই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করা কর্তব্য কিন্তু ডেপুটেশনের সদস্যগণকে ইহাও বলিলেন যে, ১৯০৭-এ প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন ব্যাপারে মতভেদ ও মনোমালিন্য চরমে উঠিয়া সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশন যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার পুনরাবৃত্তি যেন কলিকাতায় না ঘটে, কেননা, কংগ্রেসের গৃহবিবাদ দুর্বলতার সুযোগ ইংরেজ সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করিয়া ভারতের স্বরাজলাভ সুদূরপরাহত করিবে। ডেপুটেশনের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথকে জানাইলেন যে, বামপন্থিগণ কর্তৃক গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের পদ তিনি গ্রহণ না করিলে মিসেস্ বেসান্টকে কোনমতেই কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি

করা যাইবে না এবং তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন যেন তিনি সে-পদ গ্রহণে সম্মতি দান করেন। কবি দুই দিন সময় চাহিলেন। সেই দিন রাত্রিতে তিনি তাঁহার একান্ত আস্থাভাজন বন্ধু ...রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে। গেলেন। রামানন্দবাবু 'মডারেট' ছিলেন, কিন্তু মিসেস্ বেসান্টের উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। কবিকে তিনি সেই কথা বলিলেন।[৫৮]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই পরামর্শ মানেননি। ডেপুটেশন চলে যাবার পরেই ডাঃ নীলরতন সরকার এসেছিলেন — 'মিসেস্ বেসান্টের উপর তাঁর গভীর অনাস্থা। কৃকলাশবৃত্তিতে নাকি তাঁর জুড়ি মেলা ভার— ক্ষণে ক্ষণে নাকি রং বদলায় তাঁর।' পরদিন 9 Sep তিনি অমল হোমকে এই কথাগুলির সঙ্গে লেখেন : 'একদা সুরেশ সমাজপতি মতপরিবর্তন-প্রতিভায় আমাকে আমার চরিত্রচিত্রকর বিপিন পালের সমপর্যায়ে ফেলেছিলেন অতএব আমি যে বেসান্টের দিকেই থাকব এতে অসঙ্গতি কোথায়? ...তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি দলের মানুষ নই শুধু এই কথাটি জানিয়ে আমি চলবো।'[৫৮]

অমল হোমকে তিনি দৌত্যকার্য করার জন্য পরদিন সকালে জোড়াসাঁকোয় আসতে লেখেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে আহ্বান জানান পত্রের মুসাবিদা করার উদ্দেশ্যে। 10 Sep [সোম ২৫ ভাদ্র] মতিলাল ঘোষকে লেখা পত্রটি অমল হোম বহন করে নিয়ে যান বাগবাজারে অমৃতবাজার কার্যালয়ে :

Dear Mati Babu/ With reference to our conversation when you and other friends kindly came and saw me on the morning of the 8th instant, it should be clearly understood that I am willing to be the Chairman of the Reception Committee of the Calcutta Congress only in the event of the seat being vacant and subject to the sanction of the All India Congress Committee being given to the holding of the Congress in Calcutta and to Mrs Besant being its president. Please do not use my name in any way as a rival candidate standing against the present Chairman, or as leading any party acting counter to the final decision arrived at by the All India Congress Committee.[৫৯]

২৬ ভাদ্র কংগ্রেস কমিটির সদস্য ললিতমোহন দাসকেও তিনি লেখেন : 'আপনি যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসের কোনও কাজে আমি যোগ দিব না, এবং বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার পদ ত্যাগ না করিলে আমি অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিব না, একথা আমি প্রস্তাবকর্ত্তাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি।'[৬০]

11 sep [মঙ্গল ২৭ ভাদ্র] ২৭ জন সদস্যের দাবি অনুযায়ী ৪ জন সেক্রেটারির আহ্বানে অভ্যর্থনা সমিতির বিশেষ 'তলবী' সভা কলেজ স্কোয়ারের বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০ জনেরও বেশি সদস্য সভায় উপস্থিত থাকলেও যে নেতৃবৃন্দ 30 Aug-এর সভা ত্যাগ করেন তাঁরা কেউই যোগদান করেননি। যথাযথ প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হবার পর ব্যোমকেশ চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। ব্যারিস্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [সুরেন্দ্রনাথের জামাতা] আপোষ-আলোচনার উদ্দেশ্যে সভা তিনদিনের জন্য মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করেন। বিষয়টি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তৃত আলোচনা হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন,

...it was true that the atmosphere had changed, and that because they saw Sir Rabindranath Tagore and told him that the compromise had failed. They gave him their word of honour that the compromise was at an end, because without that assurance from them he would not tell them what he was going to do in case they asked him to be the chairman of the Reception Committee. If they postponed the meeting they would lose him and in losing him they would lose the chance to have as the chairman of the Reception Committee a man who was known to the whole world, and a lady as their president who was also known to the whole world.

আরও কিছু আলোচনার পর সভা মুলতুবি রাখার প্রস্তাবটি ভোটে পরাজিত হয়, এর পক্ষে চুয়ান্ন জন ভোট দিয়েছিলেন।

এর পর চিত্তরঞ্জন দাস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ থেকে বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে অপসারিত করার প্রস্তাব আনেন। ব্যারিস্টারের মতোই তিনি প্রস্তাবটির পক্ষে সওয়াল করে বৈকুণ্ঠনাথের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক কার্যকলাপের অভিযোগ করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, মাত্র ছ'জন এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল এর পর প্রস্তাব করেন : 'That inasmuch as there is a vacancy in the office of Chairman of the Reception Committee, this meeting is of opinion that in view of the election of Mrs. Besant as the President of the 32nd Indian National Congress to be held in Calcutta in December next, at which constitutional questions affecting both India and the Empire are to be considered, Sir Rabindra Nath Tagore is the fittest and the most representative Bengali to be the Chairman of the Reception Committee and resolves that Sir Rabindra Nath Tagore be Chairman.' সংবাদপত্রের বিবরণে আছে, প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হওয়ার সময়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির দ্বারা সংবর্ধিত হয়। কিন্তু বিরোধীরা এই পর্যায়েও সরব ছিলেন। বিপিনচন্দ্র যখন বলেন : 'They wanted the help of a man who was not only representative of his own countrymen in Bengal and in India, but had also the ear of the world to-day'— কয়েকজন সদস্য তখন 'shame, shame' ধ্বনি দিয়ে তাকে বিদ্রূপ করেন। সভাপতির নির্দেশে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও দুজন সদস্যকে সভা ত্যাগ করতে হয়।

অখিলচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবটি সমর্থন এবং এম. সি. আগরওয়ালা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবি নাজিমুদ্দিন আহমেদ, অনাথবন্ধু গুহ ও ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র অনুমোদন করেন। অতঃপর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ *The Statesman* [12 Sep], *The Amrita Bazar Patrika* [12 Sep], *The Bengalee* [13 Sep] প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায় একই ভাষায় প্রকাশিত হয়।

এই ঘটনায় সংবাদপত্রগুলির প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়, যা বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনোভাবের পরিচায়ক। বেঙ্গলী [13 Sep] সভাটি ও তার প্রস্তাবকে অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করে। অমৃতবাজার পত্রিকা [13 Sep] এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য দায়ী করে সুরেন্দ্রনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথের স্বৈরাচারী মনোভাবকে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলি দেশীয় রাজনীতির এই বিভেদে স্বভাবতই উল্লসিত হয়ে বিদ্রূপপূর্ণ সম্পাদকীয় টীকা প্রকাশ করতে থাকে— তার মধ্যে *Gitanjali*-র কবির রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক উক্তিও প্রচুর। রবীন্দ্রভবনের কর্তিকা-সংগ্রহে এরূপ কিছু কর্তিকার উপস্থিতি থেকে মনে করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথও এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এগুলিতে সুচতুর তথ্যবিকৃতিরও অভাব নেই; নমুনাস্বরূপ *The Statesman* [13 Sep]-এর একটি সম্পাদকীয় টীকার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যায় :

He appears to have said in effect to Mr. BEPIN CHANDRA PAL, the emissary of the Extremists:— "If you undertake to reject all compromise with the Moderates, I will become the President of your Reception Committee, and my name, with all its assets, will be at your disposal."

এইভাবে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে মিথ্যা উক্তি মুদ্রিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অস্বস্তি বোধ করে থাকবেন। সীতা দেবী জানিয়েছেন, 13 Sep সকালে তিনি রামানন্দের বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করেন, আগের দিন বিকেলেও সেখানে 'পলিটিক্‌স্ চর্চা' করেছিলেন। তাঁর পরামর্শেই হোক্, বা নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারেই হোক্, রবীন্দ্রনাথ 13 Sep একটি পত্র 'বেঙ্গলী' পত্রিকার অফিসে দিয়ে আসেন। শিল্পী মুকুল দে তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন : 'দুপুর একটার সময়ে গুরুদেব Bengalee Office-এ তাঁর [সুরেন্দ্রনাথের] কাছে গিয়েছিলেন। আমি সে সময়ে সুরেনবাবুর portrait আঁকছিলুম।'[৬০] সম্ভবত এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ পত্রটি তাঁকে দেন :

Sir,— As in times of public excitement when party feelings run high, condicting [sic.? contradicting] rumours may be rife, it is necessary for the public to know definitely the promise that I have made with regard to the acceptance of the Chairmanship of the Reception Committee of 32nd Indian National Congress. I therefore give below the letter which I wrote to Babu Matilal Ghosh, Mr. B. Chakravorty, Babu Hirendranath Dutta and Mr. C.R. Das on Sept. 10, 1917.[৬১]

এরপর মতিলাল ঘোষকে লেখা চিঠিটি উদ্ধৃত করে তিনি লেখেন : 'I have not given any further assurance that contained in the above letter. It is for the All-India Congress Committee to judge whether the conditions laid down in my letter have been fulfilled.

কিন্তু ঐদিনই [13 Sep] বেঙ্গলী পত্রিকার অফিসে একটি ছোটো চিঠি পাঠিয়ে তিনি বিবৃতিটি তখনই প্রকাশ করতে নিষেধ করেন : 'Kindly hold back for another day my communication about the Chairmanship of the Congress Reception Committee.'[৬০] বোঝা যায়, প্রথম বিবৃতিটি রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ-রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অজ্ঞাতেই দিয়ে এসেছিলেন— কিন্তু তাঁরা সেকথা জানার পর তাঁদের পরামর্শ বা চাপেই তিনি দ্বিতীয় চিঠিটি পাঠান। এটি আরও স্পষ্ট হয় 14 Sep রথীন্দ্রনাথের নোট-সহ রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে :

Sir,/ I have been authorised by Sir Rabindranath Tagore to request you not to publish the letter he sent to you for publication yesterday.

For your information and publication if you think necessary, a copy of the letter Sii Rabindranath Tagore has sent to the Secretaries of the Reception Committee, is forwarded herewith.[৬১]

এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটি প্রেরিত হয়, সেটি হল :

To the Secretartes/ 32nd Indian National Congress,/ 9 Old Post Office Street,/ Calcutta.

Dear Sir,/ I am in receipt of your letter informing me of my election as Chairman of the Reception Committee held at 4-3A College Square on Tuesday, the 11th September, 1917.

After careful consideration of the difficulties of the situation and in view of my conviction that Mrs Besant ought to be President of the next Congress, I feel it duty to overcome my reluctance and accept my election to the chairmanship of the Calcutta Reception Committee.[৬১]

মুকুল দে তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন : 'সকাল বেলা বিপিন পালের সমস্ত দল গুরুদেবের কাছে এসেছিলেন। গুরুদেব কংগ্রেসের রিসেপশন কমিটির প্রেসিডেন্টের পদ নিতে আজ স্বীকার হলেন।' এ থেকে উল্লিখিত পত্রটির যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত বোঝা যাবে।

15 Sep [শনি ৩০ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথের সম্মতিপত্র সমস্ত পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু একই দিনে 'বেঙ্গলী' 'Sir Rabindranath's Somersault'-শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 13 Sep-এর পূর্বোল্লিখিত দুটি চিঠি উদ্ধৃত করে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করে। হঠকারী, অব্যবস্থিতচিত্ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে তাঁর উদ্দেশে বলা হল, শেষ বয়সে নীতিহীন রাজনীতিক বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তিনি অধঃপাতের পথে চলেছেন। উচ্চাভিলাষ কাব্যের জগৎ থেকে তাঁকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষানবিশ ['novice'] মাত্র । অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিও যথারীতি এর সঙ্গে সুর মেলায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছেন সুরেন্দ্রনাথেরই পক্ষভুক্ত অধ্যাপক ললিতমোহন দাস। তিনি 18 Sep 'Sir Rabindra Nath and the Chairmanship'-শীর্ষক একটি পত্র লিখে বেঙ্গলী-তে প্রেরণ করেন; এতে ১ আশ্বিন [সোম 17 Sep] তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র তিনি উদ্ধৃত করেন :

যেহেতু যুদ্ধের খবর ছাড়া খবরের কাগজের অন্য অংশ আমি পড়ি না আমি জানিতাম না যে আমার চিঠি আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি কোন ক্ষতি বোধ করি না, কারণ আমি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আগ্রহের সহিত পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই নাই আমাকে যে শেষ পর্য্যন্ত দ্বিধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে ইহা সত্য এবং এ সত্য সাধারণের গোচর হইলে আমার তাহাতে ক্ষুন্ন হইবার কারণ নাই। অবস্থা ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংকল্পের পরিবর্তন স্বাভাবিক।

যাই হোক্, দায়িত্বগ্রহণের দায় রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিতে হয়েছে। ৩১ ভাদ্র [রবি 16 Sep] তাঁর ক্যাশবহির একটি হিসাবে দেখি : '৩১ ভাদ্রের খরচ বরফি ৩ সের ৪৷৹ কচুড়ি ১০০ ৩ ৹ডালমুট ১ ৷৹'— এই জলখাবারের আয়োজনটি কেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুকুল দে-র ডায়ারিতে : 'গুরুদেবের বাড়িতে যত [নেতা]দের নিয়ে আজ মিটিং হলো'— সুরেন্দ্রনাথের বিরোধী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এই বৈঠক হয়। এই সভার একটি বিবরণ দিয়েছেন অমল হোম, যা থেকে রবীন্দ্র-চরিত্রের অন্য-একুটি দিকও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে :

ক'দিন পরেই চরমপন্থী অভ্যর্থনা সমিতির প্রথম অধিবেশন বসলো জোড়াসাঁকোয় 'লাল-বাড়ী'র একতলার হলে। সেদিন সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন— বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বহুদিন তাঁদের কারোর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বেশ কিছুদিন থেকে চলেছে চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণী'-সেনার সেনানী বিপিনচন্দ্র পাল-মহাশয়ের নেতৃত্বে— গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী-মশাইয়ের সহ-নায়কতায় ...তীক্ষ্ণ সমালোচনার তীব্র অভিযান। তার অনেক আগে থেকেই চলেছে সমাজপতি-মশাইয়ের

...বিদ্রুপ কশাঘাত। আর চলেছে পাঁচকড়িবাবুর সান্ধ্য-দৈনিক 'নায়ক'-এ প্রায় প্রাত্যহিক বিষাক্ত বাণবর্ষণ, —রবীন্দ্রনাথের মতামত, আচার-আচরণ, চরিত্র কিছুই বাদ যায় না সে ক্রূর অলজ্জ আক্রমণ থেকে। কিন্তু সে-দিন সে-সভায় দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক পাশে বসালেন বিপিনচন্দ্রকে, আর এক পাশে চিত্তরঞ্জনকে— আর তাঁর সামনের আসন দুটিতে বসালেন সুরেশবাবু ও পাঁচকড়িবাবুকে পাশাপাশি।

সভার কাজ শেষ হোল। এলো থরে থরে সাজানো নানা ফল ও নানা স্বাদের বিচিত্র খাদ্যসম্ভার। রবীন্দ্রনাথ বসে থেকে ওঁদের চারজনকে দেখেশুনে খাওয়ালেন। পেছনেই দাঁড়িয়ে আছি;— শুনছি কবি বলছেন: "সমাজপতি-মশাই আর আগের মতো খেতে পারেন না"; চিত্তরঞ্জন ফলের ধারপাশ দিয়েও গেলেন না দেখে মন্তব্য করছেন— "একেবারে গীতার উপদেশ মেনে চলেছেন", "পাঁচকড়িবাবু, আপনি সন্ধ্যাহ্নিক না সেরে বোধ হয় কিছুই খাবেন না, আপনার সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দিতে বলি।"[৬২]

অমল হোম জানিয়েছেন, সেই সভায় আরও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ফজলুল হক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাত্রামোহন সেন, কামিনীকুমার চন্দ, অখিলচন্দ্র দত্ত, অনাথবন্ধু গুহ, শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এইচ.ডি. বোস, বি.কে. লাহিড়ি, জে.এম. সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

কিন্তু এরই মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছিল। আন্দোলনের চাপে সরকার শ্রীমতী বেসান্টের উপর থেকে অন্তরীণাদেশ তুলে নেয়। সমস্ত দেশ উল্লসিত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, অভ্যর্থনা সমিতি ও কংগ্রেস সভাপতি-সংক্রান্ত সংকট দেখা দেবার পূর্বেই বাংলা ছাড়া সমস্ত প্রদেশই বেসান্টকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। এখন দেশবাসীর মনোভাব বুঝে বাংলার মডারেট নেতৃবৃন্দও তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান বদলে বেসান্টকেই সভাপতি-রূপে মেনে নিতে সম্মত হলেন। 17 Sep [১ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ মুকুলচন্দ্রকে বলেছিলেন : 'আর পারিনে— আমাকে চারিদিকের লোকেরা নানা কাজে লাগাতে চায়। আমার ইচ্ছে করে সব চুকিয়ে ফেলে নিজের কাজ করি— তা হলে আমি বাঁচি। এ সব আর ভাল লাগেনা।' তাছাড়া ঘটনাচক্রে তিনি এমন কয়েকজন লোকের সান্নিধ্যে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, যাঁদের অন্যতম ব্যসন ছিল রবীন্দ্র-বিদূষণ— এঁদের সম্পর্কেই মডার্ন রিভিয়্যু-তে লিখিত হয়েছিল : 'That he has acted from a compelling sense of duty can also be presumed from the fact that the party which has elected him contains among its more prominent and vocal members some men with whose aims and ideals the Poet has little in common and some of whom have been among his worst detractors.'— স্পষ্টতই এখানে বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে সমঝোতার আভাস পেয়েই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সরিয়ে নিলেন। ১৪ আশ্বিন [রবি 30 Sep] 'অপরাহ্ন ৩টা' সময় উল্লেখ করে তিনি 'কনগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষগণের সমীপে' নিবেদন করলেন :

যেহেতু সমস্ত বাংলা দেশ অভ্যর্থনা সমিতি ঘটিত দুই বিরোধী পক্ষের বিরোধ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং সেই বিরোধ ভঞ্জনের উপায় স্বরূপে রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে সভাপতিরূপে গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছে এই কারণে আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদত্যাগের বিজ্ঞাপনপত্র আপনাদের নিকট প্রেরণ করিলাম— অপর পক্ষ শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তকে কনগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে নির্ব্বাচন করিবামাত্র আমার এই পদত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিষ্কৃতি দিবেন।

পরের দিন [1 Oct] তিনি পত্রটির একটি কপি সুরেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লিখলেন : 'As the time for coming to a final decision about the compromise between the two parties is extremely narrow, I hasten to send you a copy of the Bengali letter conveying my resignation of the chairmanship to the secretaries of the Reception Committee. I earnestly hope that this pave the way to the compromise desired by the whole country.' প্রত্যুত্তরে সুরেন্দ্রনাথ লেখেন : 'Many

thanks for your letter of resignation which I am quite sure will facilitate the compromise and help to heal up the breach between the two parties. This act of yours is worthy of a sincere well-wisher of the country and an ardent advocate of its political progress.' এই সুরেন্দ্রনাথই তাঁর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে 'novice in politics' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন, প্রবাসী-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-তে 'রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব' [কার্তিক। ১০৭-০৮] প্রবন্ধে রামানন্দ তা ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দেন।

এর কয়েকদিন পরেই এলাহাবাদ যাওয়ার পথে অ্যানি বেসান্ট 4 Oct [বৃহ ১৮ আশ্বিন] সকালে কলকাতায় এলে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য রবীন্দ্রনাথও হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিরাট জনতার বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর অন্তরীণাদেশের জন্য সহানুভূতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে সভাপতি পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কংগ্রেস-রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করেন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বেসান্ট সমস্তই অবগত হয়েছিলেন। এই কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বেসান্ট নিজেই জোড়াসাঁকোয় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এইদিন বিকেলে।

এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। অসুস্থতাও ছিল, ১৯ ভাদ্র, ২৪ ভাদ্র, ৯ আশ্বিন, ১১ আশ্বিন প্রভৃতি তারিখে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ভিজিট দেওয়ার হিসাব থেকে তা জানা যায়। মাধুরীলতার অসুস্থতার জন্য উদ্বেগ ও তাঁকে দেখতে যাওয়াও বাদ দিতে পারেননি, ২৮ ভাদ্র [13 Sep] ক্যাশবহিতে হিসাব লেখা হয়েছে : 'বঃ পূজনীয় কর্ত্তা বাবু মহাশয় দঃ বেলা দিদিকে দিবার জন্য লন ৫০০৲।

বিচিত্রা ক্লাবের অনুষ্ঠানও যে নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এই পর্বে 9 Sep [রবি ২৪ ভাদ্র] মুকুল দে ডায়ারিতে লিখেছেন : 'আজ বিচিত্রায় যতী বোস [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসু] যাত্রায় "কংস বধ" পালা শেষ করে গেলেন। সভা বেশ জমে ছিল।' 18 Jul [বুধ ২ শ্রাবণ] কালিদাস নাগ 'কবির বাড়ি যাত্রা' দেখার কথা লিখেছিলেন ডায়েরি-তে, ক্যাশবহিতেও ঐদিন 'যাত্রা উপলক্ষে খরচ'-এর হিসাব লেখা হয়েছিল— সেটি হয়তো এই 'কংস বধ' পালারই প্রথম পর্ব, রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের জন্য লেখা সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগে [১৩৩৭ : 1930] হয়তো এই অভিনয়ের কথাই স্মরণ করেছেন।

14 Sep [শুক্র ২৯ ভাদ্র]ও বিচিত্রায় একটি সভা হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন : "সন্ধ্যায় 'বিচিত্রা'য়, Sarkis সাহেব European Music সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করলেন— ভারি রসিক লোক— বেশ লাগল।"

15 Sep [শনি ৩০ ভাদ্র] সন্ধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রভবনের কর্তিকা-সংগ্রহে একটি অজ্ঞাত তারিখহীন পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিটি উল্লেখযোগ্য : 'Under the auspices of the Students Weekly Service a memorial meeting will be held in the Sadharan Brahmo Samaj in connection with the death anniversary of late Babu Raj Narain Bose to-day (Saturday) the 15th instant at 6-30 p.m. Sir Rabindranath Tagore, Kt., will preside and Pandit Shivanath Sasthri, Pandit Sitanath Tattabhusan, Mrs. Kumudini Bose and

Ajit K. Chakravarti will be among the speakers. The public are cordially invited.' এই আহ্বানের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হয়েছিল; কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'সমাজ ভেঙে পড়ে আর-কি, এমনই ভিড়।' সীতা দেবী লেখেন :

বেলা তিনটা হইতে মন্দিরে ঢুকিবার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে মন্দিরের বেদীর পিছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। ঠেলাঠেলি ও গোলমালে সীতানাথবাবুর বক্তৃতা কেহ শুনিতেই পাইল না। তিনিও বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অন্য দুইজনের বক্তৃতার সময় অত গোলমাল হয় নাই। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিলেন। রাজনারায়ণ বসুর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন।'[৬৩]

সঞ্জীবনী-তে প্রদত্ত চুম্বক প্রবাসী-র কার্তিক-সংখ্যায় উদ্ধৃত হয় [পৃ ১১৬-১৭], সেটি পড়লে পত্রিকাটির আক্ষেপ যথার্থ মনে হয় : 'তাহা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হইলে ভাল হইত।'

17 Sep [সোম ১ আশ্বিন] কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লিখেছেন : 'কলেজের পর Presidency Collegeএ গেলুম, কবি বাঙলাভাষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।' নিশ্চয়ই মৌখিক বক্তৃতা ছিল, এর লিখিত রূপ সম্ভবত কোথাও মুদ্রিত হয়নি— অন্যত্র এর কোনো খবরও পাওয়া যায়নি।

৫ আশ্বিন [শুক্র 21 Sep] বিচিত্রায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল। সীতা দেবী লিখেছেন : "২১শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের বাড়ি আসিলেন। ...তিনি বলিলেন, 'বিচিত্রায় আজ বিকেলে Western music হবে, তোমরা যেয়ো সব। Piano, violin ইত্যাদি আছে। আমাকে সবাই ধরেছে জর্মান গান গাইতে, অনেক কাল ও-সব ছেড়ে দিয়েছি, কি হবে জানি না। আমার সকাল থেকে মন খারাপ হয়ে আছে। যা হোক, তোমরা যেয়ো, গেলেই আমার exhibition দেখতে পাবে।' ...প্রথমেই শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ও নলিনী দেবী একটি duet বাজাইলেন। বাজনা তাহার পর অনেকগুলিই হইল পর পর, গানও সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা, হিন্দী, ইংরেজি ও জর্মান, সব-রকম গানই গাহিয়া শুনাইলেন। হিন্দী গান দুইটিতেই তাঁহার গলা খুলিয়াছিল সব-চেয়ে বেশি। একজন বাঙালি খ্রীস্টান মহিলা গুটি-দুই ইংরেজি গান গাহিয়া শুনাইলেন, তাঁহার নাম বোধ হয় শ্রীমতী বীণা আড্ডি।'[৬৩] কালিদাস নাগ লেখেন : 'কবি Western Music ও দেশীয় ওস্তাদি একসময় কতটা চর্চা করেছেন, হঠাৎ সেটা ফাঁস হয়ে গেল।' মুকুল দে-র মতে : 'গুরুদেব সকলের থেকে ভাল গেয়েছিলেন।'

এইসব কাজের ক্লান্তিও তাকে পীড়িত করেছে— সেই কথাই 'রবিবার' [*23 Sep] লিখেছেন কাদম্বিনী দত্তকে : 'কর্ম্মের জাল জটিল ও কঠোর হয়ে আমাকে ঘিরেচে, তার উপরে মনে উদ্বেগ আছে তাই তোমাকে চিঠি লিখতে সময় পাই নি।'[৬৪] ৮ আশ্বিন [24 Sep] তাঁর সমসাময়িক পত্র লেখার হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে : 'George P. Brett U.S.A. F.M. Slewell London Hiran K. Gupta London ৫ খানা Inland পত্র'। শেষে উল্লিখিত চিঠিগুলির একটি কাদম্বিনী দত্তকে লেখা। ব্রেটকে লেখা চিঠিটিও পাওয়া গেছে। ব্রেট 17 Jul রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : '...Since we went into this great European conflict, you will be sorry to hear, that the sales of books on pure literature have seriously declined and I am afraid that there is little hope for an improvement in this direction until the end of the War.' তিনি আরও লেখেন, এই কারণেই হয়তো প্রকাশের জন্য প্রস্তাবিত বইগুলি শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। এরই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 23 Sep তাঁকে লেখেন : '...I have no objection whatever to your

publishing these books sometime next year or even later whenever you think it advantageous.' এর পরেও তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের কারণেই বিদেশি পাঠকের মানসিক পরিবর্তন ঘটায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ববর্তী খ্যাতি ফিরে পাননি। অন্য চিঠিগুলির এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সীতা দেবী তারিখ নির্দেশ করেননি, তবে সম্ভবত ৭ আশ্বিন [রবি 23 Sep] রবীন্দ্রনাথকে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। সীতা দেবী লিখেছেন : 'ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে কলেজের মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেল তখন ছিল, সেই হোস্টেলের মেয়েদের নিমন্ত্রণে কবি সেখানে গিয়াছিলেন। গান এবং কবিতা-পাঠ হইয়াছিল ইহা মনে আছে, এবং রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য autograph book-এ নাম লিখিতে হইয়াছিল।'[৬৫]

কালিদাস নাগের ডায়েরি থেকে আমরা জেনেছি, রবীন্দ্রনাথ বৈকুণ্ঠের খাতা নাটিকাটির কিছু সংস্কার করে নূতন অভিনয়োপযোগী সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে কিছুদিন ধরে তার রিহার্সাল চলছিল। ১০ আশ্বিন [বুধ 26 Sep] এর অভিনয় হল। এদিনের দর্শক ছিলেন কেবল মেয়েরা। বিচিত্রা-প্রযোজিত অভিনয়ে এটি একটি নূতন প্রথা। স্থান-সংকুলানের কারণেও এমনটি হতে পারে। কিংবা অন্য একটি কারণও থাকা সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা পর্দানশীন ছিলেন না, কিন্তু হিন্দু মেয়েদের তখনও কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। ঠাকুরপরিবারের অপর শরিক গগনেন্দ্রনাথ ও পাথুরিয়াঘাটার নারীসমাজ ও তাঁদের আত্মীয়রা পর্দা মানতেন। সম্ভবত এইসব কারণে কেবল মেয়েদের জন্য পৃথক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

28 Sep [শুক্র ১২ আশ্বিন] পুরুষ দর্শকদের উদ্দেশে দ্বিতীয় অভিনয় হয়। কাম্পো আরাই এইদিনের দিনপঞ্জি-তে লিখেছেন : 'সন্ধ্যা ৫টা থেকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত নাটকের অভিনয় পরিবেশিত হল। গগনেন্দ্রনাথেরা তিন ভাই, মুকুল দে, অসিতকুমার হালদার আরও দু-তিনজন এতে যোগ দিয়েছিলেন। অতিথি-দর্শকেরা সকলেই ছিলেন পুরুষ। আমি অভিনয় দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম।'[৬৬] মুকুল দে ডায়ারিতে লিখেছেন, তিনি কানাই-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অসিতকুমার জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও এতে অভিনয় করেছিলেন। তিনি লেখেন :

> গগনমামা, অবনমামা, সমরমামা, তিন ভাই পার্ট নিয়েছিলেন তাতে এবং দিনুদা প্রভৃতি সবাই তাতে একটা-না-একটা পার্ট নিয়েছিলেন রবিদাদার সঙ্গে একযোগে। আমার অভিনয়ের জন্যে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'তে একটা বখা পাঁচুর পার্ট আরো লিখে জুড়ে দিলেন রবিদাদা। পাঁচুর 'মেকাপ্' এমন হয়েছিল যে ষ্টেজে আমার পরিচিতেরাও আমাকে দেখে চিনতেই পারেননি। রবিদাদার করা এই অভিনয়ও বিচিত্র হয়েছিল এবং সবাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৬৭]

কালিদাস নাগ লিখেছেন : "'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় হল— চমৎকার। রমেশ[চন্দ্র মজুমদার]বাবুকে নিয়ে গেলুম, কবির সঙ্গে পরিচয় হল"।[৬৮]

বৈকুণ্ঠের খাতা-র দুই অভিনয়ের মাঝে ১১ আশ্বিন [বৃহ 27 Sep] রবীন্দ্রনাথ রামমোহন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত রামমোহন-স্মৃতিবার্ষিকীতে সভাপতিত্ব করেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ বক্তৃতা এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে যা বলেন, প্রবাসী-সম্পাদক আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন : 'দুঃখের বিষয় এই সুন্দর বক্তৃতাটি কেহ লিখিয়া লন নাই।' অতঃপর তিনি তত্ত্বকৌমুদী ও সঞ্জীবনী-তে মুদ্রিত বক্তৃতার সারাংশ উদ্ধৃত করেন [দ্র প্রবাসী, কার্তিক। ১১৪-১৫]।

১৬ আশ্বিন [মঙ্গল 2 Oct] কলেজ স্ট্রীটের ওভারটুন হলে কলকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে সভা হয়, তার সভাপতি রূপে রবীন্দ্রনাথ নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি ভদ্রলোকদের কর্তব্য বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। প্রবাসী-সম্পাদক লিখেছেন : 'এরূপ বক্তৃতা শুনিলে সদাশয় বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেরই মনে এই বিশ্বাস জন্মে, যে, আমাদের এমন অনেক গুরুতর কর্তব্য আছে, যাহা আমরা করিতেছি না বলিলেও হয়। দুঃখের বিষয় বক্তৃতাটি যথাযথ লিখিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই।' সঞ্জীবনী-তে ভাষণটির যে মর্ম প্রকাশিত হয়, সেটি কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে 'রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সমস্যা' [পৃ ১০৬] শিরোনামে মুদ্রিত হয়। শিল্পী মুকুল দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সভায় এসেছিলেন, তিনি ডায়ারিতে লিখেছেন : 'সেখানে কুলি, মুটে, মজুর, উড়ে— মুসলমান, সাঁওতাল— তাদের ছেলেপিলেরা উপরের প্ল্যাটফরমে বসেছিল। গুরুদেব ও আর কয়েকজন গণ্যমান্য লোক তাদের মাঝখানে সভাপতি রূপে বসেছিলেন।' তিনিও ভাষণটির সারাংশ ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'কন্যার সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় তখন তিনি অতিশয় উদ্‌বেগের ভিতর দিন কাটাইতেছিলেন, তবু উদ্যোক্তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নাই।'

১৭ আশ্বিন [বুধ 3 Oct] সন্ধ্যা ৬টায় বিচিত্রা-য় রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' [দ্র সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক। ৩৬৮-৪০৫; আত্মপরিচয় ২৭। ২১৩-৩৮] প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। রচনাটির উপলক্ষ রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যক্ত করেছেন; 'সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে, তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।' সমালোচনাটি হল আষাঢ় ১৩২৪-সংখ্যা নারায়ণ-এ মুদ্রিত 'শ্রীঃ—'-লিখিত 'ধর্ম্ম-প্রচারে রবীন্দ্রনাথ' [পৃ ৫৬৫-৬৯] প্রবন্ধটি। এর আগে ১৩২০ বঙ্গাব্দের বিজয়া পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটির কথাও এখানে উল্লেখ করেছেন। নারায়ণ-এর লেখক রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্পর্কে লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ যে দিকটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, তাহা হইতেছে শক্তি, বীর্য্য তেজ যুদ্ধ সংঘর্ষ ধূলি ঘনঘটা ঝঞ্ঝা রুদ্রের বিভূতি'— বর্তমান যুগে যেসব ব্যক্তিগত সংঘাত জাতিগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, কুৎসিত হলেও তারই মধ্যে 'রহিয়াছে সজীবতা, জীবনকে জগৎকে তীব্রতরভাবে স্পষ্টতরভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস।' অজিতকুমার চক্রবর্তী আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-র 'মাসকাবারি' বিভাগে 'শক্তির ধর্ম্ম ও আনন্দের ধর্ম্ম' [পৃ ৫৮২-৮৫] শিরোনামে উক্ত প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে প্রায় 'বঙ্গভাষার লেখক' [১৩১১] গ্রন্থের জন্য লিখিত আত্মজীবনীর ভঙ্গিতে নিজের রচিত কবিতা গান ও অন্যান্য রচনা থেকে প্রভূত উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ধর্মচেতনার বিকাশের ইতিহাসটি বিবৃত করেছেন। শেষে তিনি লিখেছেন :

> আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের এক দিকে দ্বৈত আর-এক দিকে অদ্বৈত, এক দিকে বিচ্ছেদ আর-এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর-এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।

'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,/ তোমারি হউক জয়' গানটি গেয়ে তিনি ভাষণটি শেষ করেন।

২০ আশ্বিন [শনি 6 Oct] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মুকুল দে ডায়ারিতে লিখেছেন : 'বিকেলে সাধারণ সমাজে গুরুদেব "আমার ধর্ম" পড়লেন। আমিও সঙ্গে গিয়েছিলুম। খুব তেজের সঙ্গে গান গেয়ে পড়া শেষ করলেন।'

উল্লেখ্য, 'শ্রীঃ—' অগ্র-সংখ্যা নারায়ণ-এ 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম' [পৃ ৭৮-৮১] প্রবন্ধে এর একটি সমালোচনা করেন।

বিচিত্রা-র উদ্যোগে ডাকঘর অভিনয়ের আয়োজন চলছিল অনেক আগে থেকেই। ২০ বৈশাখ [বৃহ 3 May] নাটকটির প্রথম অভিনয় ও অমল চরিত্রের অভিনেতা আশামুকুল দাসের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ১৩১৮ সালে নাটকটি লিখিত ও মুদ্রিত হলেও অমল চরিত্রের উপযুক্ত অভিনেতা না পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নাটকটি অভিনয় করাতে পারেননি। ইতিমধ্যে এর ইংরেজি রূপান্তর *The Post Office*-এর অভিনয় হয়ে গেছে ইয়েট্সের উদ্যোগে ডাবলিনে [17 May 1913] ও লন্ডনে [10 Jul 1913] এবং বার্লিন ও আমেরিকায় [1916]। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আশামুকুলের অভিনয়ের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালে তিনিও আগ্রহী হন। উক্ত অভিনয়ের কিছুদিন পরে আশামুকুলের মাতৃবিয়োগ হলে পিতৃমাতৃহীন বালকটির আশ্রয় হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, গ্রীষ্মাবকাশের পর তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ডাকঘর নাটকের রিহার্সাল হওয়ার প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ২৭ আষাঢ় [বুধ 11 Jul] সীতা দেবীর বর্ণনায় [দ্র পুণ্যস্মৃতি। ১১৪], সেকথা আমরা আগে বলেছি। অসিতকুমার হালদার লিখেছেন :

> পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল আশামুকুল অভিনয় করচেন বটে কিন্তু ঠিক লাগসই হচ্ছে না। অভিনয় ভঙ্গীর বাড়াবাড়ি করে একটা বিশেষ সুর দিয়ে টেনে টেনে শ্রীমান আশামুকুল যখন অমলের পার্ট বলতে আরম্ভ করলেন, ...কৃত্রিম আবৃত্তি শুনে কবি হতাশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি দিনুদা এবং আমার উপর ভর দিলেন, যদি আমরা শোধরাতে পারি। আমরা দুজনে মিলে আশামুকুলকে তৈরী করলুম অমলের পার্ট নেবার জন্যে। রবিদা শুনে খুশি হলেন এবং মনোনীত করলেন আশামুকুলকে।[৬৯]

অসিতকুমারের বর্ণনার ভাবে মনে হয়, এই 'তৈরী' করার ব্যাপারটা চলেছিল কলকাতায়, কারণ তিনি তখন সেখানেই থাকতেন। কিন্তু বস্তুত তা হয়নি— বিদ্যালয়ের ছাত্র এতদিন পড়াশুনো ছেড়ে কলকাতায় থাকবেন, রবীন্দ্রনাথই তার অনুমতি দিতে পারতেন না। সুতরাং ভাবা যেতে পারে, দিনেন্দ্রনাথের শিক্ষায় আশামুকুল প্রধানত শান্তিনিকেতনেই অমলের ভূমিকার জন্য 'তৈরী' হচ্ছিলেন— রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন অভিনয়ের কিছু পূর্বে। 'বৃহস্পতিবার' [১৮ আশ্বিন : 4 Oct] তিনি নেপালচন্দ্র রায়কে লেখেন : 'আশামুকুলকে শনিবারে যদি এখানে পাঠিয়ে দেন তা হলে ওকে নিয়ে ডাকঘরের রিহার্সালটা ঠিক করে নেই। বুধবারে [২৪ আশ্বিন : 10 Oct] অভিনয় হবে। জায়গায় জায়গায় ওর কাঁচা আছে— তা ছাড়া ওর সঙ্গে মিলে তালিম না দিলে আমাদেরও কাঁচা থাকবে। তিন চারদিন রিহার্সাল দেওয়া দরকার হবে।'[৭০] আশামুকুল 'ডাকঘরের কথা' [দ্র দেশ, ২৫ আশ্বিন ১৩৯৮। ৩১-৩৮] প্রবন্ধে জানিয়েছেন, তিনি নির্দিষ্ট দিনেই সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে দুপুরের ট্রেনে কলকাতা রওনা হয়ে রাত্রে পৌঁছন। পরদিন থেকে রিহার্সাল আরম্ভ হয়। উক্ত প্রবন্ধটিতে এই অভিনয়ের অনেক নেপথ্যকাহিনী জানা যায়। তিনি লিখেছেন :

> 'বিচিত্রা' হলে কাঠের স্টেজ পাতা হল। তার ওপর দরমার বেড়া লাগানো হল— উপরে খড়ের চাল ঢালু করে লাগানো হল, দরমার বেড়াতে জানলা কাটানো হল, বেড়ার গায়ে একটা পট ঝুলিয়ে দিলেন। দর্মার গায়ে আলপনা মতন জায়গায় [জায়গায়] আঁকা হল। একটা সিকে ঝুলনো হল, তার মধ্যে একটার উপর একটা করে তিনটে হাঁড়ি আর হাঁড়ির গায়ে আলপনা আঁকা। একটা লাল সালু দিয়ে মোড়া ঝাঁপি— গায়ে কড়ি

সেলাই করা। মাধব দত্ত [গগনেন্দ্রনাথ] সেটা একটা কুলুঙ্গি মতন করে রেখে দিয়ে বললেন, লক্ষ্মীর ঝাঁপি। স্টেজ গড়ে উঠছে— সকলেই দেখছেন, মন্তব্য করছেন— এটা দিলে হয়— অমনি সেটা আসছে। চালের উপর একটা শুকনো লাউয়ের খোল কিংবা বাবুইয়ের বাসা গোছের একটা রাখা হল। শেষে এল একটা লোহার দাঁড়— সেটাকে পটের পাশে ঝুলিয়ে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কেউ একজন পাখির কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "পাখি নেই— উড়ে গেছে।"

তিনি জানিয়েছেন, আলোকসম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন কনকেন্দ্রনাথ।

ডাকঘর-এর মঞ্চসজ্জা এক অনবদ্য সৃষ্টি— সুরুচিসম্মত শিল্পকলা ও ইঙ্গিতময়তার এক আশ্চর্য উদাহরণ। একথা ঠিকই যে, ফাল্গুনী বা পরবর্তীকালে শারদোৎসব-বিসর্জন এর মঞ্চসজ্জার নিরাভরণতার সঙ্গে তুলনা করলে ডাকঘর-এর মঞ্চসজ্জা অনেকটা বস্তুভারাক্রান্ত মনে হবে— কিন্তু শিল্পকল্পনার নিপুণ বিন্যাসে সেই বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে গেছে। এর রূপকার ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু। অবশ্য প্রতিটি অভিনয়েই মঞ্চসজ্জার কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। ক্যাশবহিতে 'অভিনয়ের জন্য লাউডগা ...টোকা ১টা, খড় খরিদ' ইত্যাদির হিসাব পাওয়া যায়। অমূল্যচরণ সুরকে স্টেজ তৈরির জন্য ২৮ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

২৪ আশ্বিন [বুধ 10 Oct] বিচিত্রা-য় ডাকঘর-এর প্রথম অভিনয় হল। অভিনয় করেছিলেন— গগনেন্দ্রনাথ : মাধব দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ : কবিরাজ ও মোড়ল, অসিতকুমার হালদার : দইওয়ালা, রথীন্দ্রনাথ : রাজকবিরাজ, রবীন্দ্রনাথ : ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউল এবং অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা : সুধা। বাউল রবীন্দ্রনাথের চেলা হয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ, কবিরাজের চেলা দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

এই দিনের অভিনয় ছিল মহিলা দর্শকদের জন্য। সীতা দেবী লিখেছেন :

জায়গার পক্ষে ভিড় হইয়াছিল অসম্ভব রকম। ...'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি' এতদিন কবিতায়ই পড়িয়াছিলাম, সেদিন প্রথম সুরসংযোগে গীত হইতে শুনিলাম। ইন্দিরা দেবীর নেত্রীত্বে কয়েকজন তরুণী গানটি গাহিলেন। ...রবীন্দ্রনাথ সাজসজ্জা কিছুই করেন নাই, মাথায় শুধু গেরুয়া রঙের পাগড়ি। ...নাটকে গান কোথাও নাই, তবু একবার বাউল সাজিয়া, 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে', গাহিয়া, নৃত্য করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ মাধব দত্তের ঘরের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আর-একবার যবনিকার অন্তরাল হইতে গাহিয়া উঠিলেন, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে...।[৭১]

আশামুকুলের বর্ণনা ঈষৎ পৃথক। তিনি লিখেছেন, 'আমি চঞ্চল হে' গানটি "বোধ হয় আঁকশিদি [ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা অরুন্ধতী] গাইলেন। সঙ্গে শুধু বাঁশি কিংবা বাঁশি ও বেহালা ঠিক মনে নেই বাঁশি বোধ হয় বুলাদা [প্রশান্তচন্দ্রের ভাই প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ] বাজিয়েছিলেন। ...পিছনের রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ দৃশ্যের পিছন দিয়ে দুজন বোষ্টম-বোষ্টমী গেয়ে যাচ্ছেন মন্দিরা বাজিয়ে ...গান ভেসে আসছে, 'হ্যাদে গো নন্দরাণি।' ...গান শুনে এক দৌড়ে অমল গিয়ে হাজির এক্কেবারে জানালার কাছে।" তিনি অভিনয়ের 'মাঝখানেই 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' গানটি রচনা ও গাওয়ার কথা লিখেছেন :

···দইওলা আসার কথা— কিন্তু তার জন্য প্রতীক্ষার আগেই উইংসের পাশ থেকে গুরুদেব হাত তুলে জানালেন ড্রপ পড়বে। ড্রপ পড়ল। আমাকে ডাকলেন। বারান্দার দিকে গ্রীনরুমে গিয়ে একটা টেবিলের উপর বসলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। একটা কাগজে গান গেয়ে গেয়ে রচনা করে চললেন, "ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে"। সমস্ত গানটা একনাগাড়েই লেখা হয়ে গেল। আমাকে বললেন, "গাইতে পারবি?" সুরটা যদিও শুনলাম, তবুও ভরসা পেলাম না। আবার স্টেজে গিয়ে বসলাম। গুরুদেব গানটা গাইলেন। ড্রপ উঠল। দইওয়ালা হাঁক শোনা গেল।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গানটির রচনা-তারিখ দিয়েছেন ২০ পৌষ [4 Jan 1918], কিন্তু কোনো সূত্র নির্দেশ করেননি [দ্র গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী। ২৩০]। পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 111] রচনার তারিখ নেই, 'ও

দেখা দিয়ে যে চলে গেল' [রচনা : ২২ ভাদ্র] এবং 'বল, বল, বন্ধু, বল' [১৪ মাঘের পূর্বে লেখা] ও 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে' [রচনা : 1 Jan 1918 : ১৭ পৌষ] গানগুলির মধ্যবর্তী পৃষ্ঠায় গানটি লেখা হয়েছিল— সুতরাং আশামুকুলের স্মৃতিচারণ যথার্থ হলেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে রচনার তারিখ হবে ২৪ আশ্বিন [10 Oct]।

ডাকঘরের দ্বিতীয় অভিনয় হল পরের দিন ২৫ আশ্বিন [বৃহ 11 Oct]। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'জোড়াসাঁকো এলুম— আজ আমাদের দিন। Mr. & Mrs. Bhandarkar-কে ও Kydd সাহেবকে আনলুম।' আশামুকুল এদিনের অভিনয়ের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

সেদিন [প্রথম দিন] অভিনয়ের পর সকলে কি পরামর্শ করলেন। পরদিন স্টেজের সামনে বেঞ্চি জুড়ে লাল সালু পেতে রাঙামাটির পথ করা হল। সেই পথে বাউল ঐ গান গাইবেন বলে। সেইদিন ঠাকুর্দা মাধবদত্তকে বললেন, "তা তুমি ভেবো না ঘরে বন্ধ করে রাখবার মতন খেলাও আমি কিছু কিছু জানি। কাজ টাজ সেরে নিই। তারপর নানান বেশে এসে ওর কাছে এমন সব গল্প করে যাবো যে ও আর বাইরে বেরুতে চাইবে না।" এবং সেই সব নানান বেশের এক বেশ হল বাউলের, এক প্রহরীর, আর এক ফকিরের এবং পথ যখন তৈরিই হল এবং বাউলও যখন তৈরি, তখন বাউলকে দুবার গাওয়াতে দোষ কি? কাজেই 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' গাইবার কিছুক্ষণ পরে বাউলের আবার প্রবেশ হল, 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' গাইতে গাইতে। বাউল যখন স্টেজে নামলেনই তখন সঙ্গে এক চেলা জোটাতে দোষ কি? চেলাও জুটল। সৌম্যদা চেলা সেজে ঝুলি কাঁধে গেরুয়া আলখাল্লা পরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে সঙ্গে পিছনে পিছনে বেরুলেন।

অবনবাবু নিয়েছিলেন মোড়লের আর কবিরাজের পার্ট। শেষ দৃশ্যে মাধবদত্তর বাড়িতে মোড়লকে আসতে দেখে কবিরাজ ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই মোড়ল ঢোকে। এই জন্য কবিরাজের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে করে তিনিও এক চেলা নিয়ে ঢুকলেন স্টেজে। চেলা হলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। এবং দ্বিতীয় আবির্ভাবে নিজে কবিরাজ সেজে আসতে পারবেন না বলে মাধবদত্তকে বলে গেলেন, "সব সময় নিজে আসতে না পারলেও চেলাটিকে পাঠিয়ে দেবোদেখে যাবে।"

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, প্রতিটি অভিনয়েই নাটকটির কত বিচিত্র রূপান্তর ঘটত। সংলাপ ও চরিত্রও সংযোজিত হত। তবে সীতা দেবীর বর্ণনায় আমরা প্রথম অভিনয়ের দিনই রবীন্দ্রনাথকে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' গানটি গাইতে দেখেছি।

বিদ্যালয়ে পূজাবকাশ আসন্ন হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ আশামুকুলকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে চাইছিলেন। মুকুল দে এইদিন ডায়ারিতে লিখেছেন : 'কাল খুব ভোরে আশামুকুলকে নিয়ে বোলপুর যাবো। গুরুদেবই আমাকে ওকে নিয়ে যেতে বল্লেন।' কিন্তু ২৬ আশ্বিন [শুক্র 12 Oct] 'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের জন্য ১ম শ্রেণীর টিকিট'-এর হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গে যান— আশামুকুলও সেই কথা লিখেছেন। ২৮ আশ্বিন বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেলে ২৯ আশ্বিন [সোম 15 Oct] মহালয়ার দিন তাঁরা আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। মুকুল দে ডায়ারিতে লেখেন : 'আজ বিকালে এসে এখানে পৌঁছলুম। ডাকঘর আজ হলো। কালও হবে। কাল শেষ দিন।' 16 Oct আপাতত শেষ অভিনয়ের দিনে কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ মামাবাবুদের নিয়ে গেলুম— আজকার 'ডাকঘর' অভিনয় সবচেয়ে ভালো লাগল'— তিনি চারদিনই অভিনয় দেখেছিলেন।

কবি প্রভাতকিরণ বসু কোনো একটি অভিনয়ের দর্শক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ১৮ কার্তিক [রবি 4 Nov] লেখেন :

আমিই ত ডাকঘরের ঠাকুর্দ্দা। যে ছেলে সংসারের বেড়ার মধ্যে বন্ধ আমি তাকে খোলা রাস্তার খবর আনিয়া দিতে চাই। আমি প্রহরী ফকির প্রভৃতি নানা লোকের জবানীতে কথা কহিয়া থাকি। এইজন্যে, ডাকঘরে আমার অভিনয় সাজবদল করিয়া অভিনয় নয়। সব ছেলেকে ছুটি দেওয়াই আমার বুড়ো বয়সের খেলা। সেই খেলা আমি সকল জায়গাতেই খেলিতে চাই। এইজন্যই ত মাধবের মত সাবধান সংসারী আমাকে ভয় করে, আমাকে গালি দেয়— এইজন্য রঙ্গমঞ্চে তুমি আমাকে আমি বলিয়াই স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছিলে।[৭২]

আমরা পূর্বে শ্রাবণ ১৩২৪ পর্যন্ত সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র রচনার সূচি দিয়েছি। এখানে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসের সূচি সংকলিত হল :

ভারতী, ভাদ্র ১৩২৪ [৪১/৫] :

৪৬০-৭৯ 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' দ্র ১৮। ৫৪৫-৬৫

৪৭৯-৮০ 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' দ্র গীত ১। ২৫১-৫২; স্বর ১৬

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪ [১৭/১/৫] :

৫০৯-২১ কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' দ্র ১৮। ৫৪৫-৬৫

৫২২ 'গান' ['দেশ দেশ...'] দ্র গীত ১। ২৫১-৫২; স্বর ১৬

সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৪ [৪/৫] :

২৫৫-৮৬ 'সঙ্গীতের মুক্তি' দ্র সংগীতচিন্তা ২৮। ৭২১-৪১

The Modern Review, September 1917 [VoLXXII, No.3] :

231-32 'The Day is come' ('Thy call has sped over all countries over the world'] দ্র *Poems*, No. 53

330-40 'Thou Shalt Obey'

এর মধ্যে প্রথম রচনাটি 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ। দ্বিতীয় রচনাটি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এর অনুবাদ, ভাষান্তর করেছেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩০ শ্রাবণ [বুধ 15 Aug] রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে লিখেছিলেন : 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মের যে তর্জমা তুমি করেচ ভালই হয়েচে। সুরেনকে দেখতে পাঠিয়েছি। ওর হাতের ছোঁয়ায় আরো ভাল হবে জেনো।'[৭৩] আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, অমল হোমের খসড়া অবলম্বনে সুরেন্দ্রনাথ মুদ্রণযোগ্য রূপ দিয়েছিলেন কিনা— অনুবাদক হিসেবে তাঁর নামই ছাপা হয়েছে।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ [৫/৩-৪] :

২১৩-১৪ এই যে কালো মাটির বাসা দ্র স্বর ৪৩

২১৪ আমার সকল রসের ধারা দ্র স্বর ৪৩

২১৫ পথ দিয়ে কে যায় গো চলে দ্র স্বর ৪৪

২১৬ না হয় তোমার যা হয়েছে তাই হল দ্র স্বর ১৬

এই গানগুলির স্বরলিপি ভাদ্র-সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, কিন্তু ছাপার অনেক ভুল থাকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। স্বরলিপিকারদের নাম ছাপা হয়নি, অনুমান করা যায় প্রথম তিনটি গান ইন্দিরা দেবী ও শেষ গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ করেছিলেন।

সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ [৪/৬-৭] :

৩৬৮-৪০৫ 'আমার ধর্ম্ম' দ্র আত্মপরিচয় ২৭। ২১৩-৩৮

The Modern Review, October 1917 (Vol.XXII, No.) :

365-72 'The Medium of Education'

এটি 'শিক্ষার বাহন' [পরিচয় ১৮। ৪৯৭-৫১২] প্রবন্ধের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ।

ভারতী, কার্তিক ১৩২৪ [৪১/৭] :

৬৮৭ 'গান' ['একদা তুমি প্রিয়ে'] দ্র গীত ২। ৩৮৭-৮৮; স্বর ১৬

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪ [১৭/২/১] :

৪৭-৫১ 'স্বরলিপি' ['এই ত ভালো লেগেছিল'] দ্র গীত ৩। ৫৪৯; স্বর ১৬

The Modern Review, November 1917 [Vol.XXII, No.5] :

514-21 'The Conclusion' দ্র The Runaway and Other Stories

'সমাপ্তি' [দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৯২-৩১০] গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন সি.এফ. অ্যান্ডরুজ, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায়— কিন্তু পত্রিকায় তার উল্লেখ নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম নিয়ে বিশেষত শাসকমহলে নানা মনের অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। তারই প্রতিকারকল্পে ও উন্নয়নের বিষয়ে প্রস্তাব রচনা উদ্দেশ্যে লীড্‌স্ [Leeds] বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার Michael Sadler [1861-1943]-এর সভাপতিত্বে ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি কমিশন গঠিত হয়। স্যাডলার রোটেনস্টাইনের বন্ধু ছিলেন, তিনি তাঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এই কমিশন নিয়ে কলকাতার শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথও সেই সব আলোচনা থেকে দূরে থাকতে পারেননি। মুকুল দে আসন্ন কংগ্রেস উপলক্ষে বিক্রয়ের জন্য বারো জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্কেচ সংবলিত একটি অ্যালবাম প্রকাশের সংকল্প নিয়েছিলেন। তিনি ডায়ারিতে [9 Oct : ২৩ আশ্বিন] লিখেছেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেলে, 'আশুবাবু ...বল্লেন,— "নূতন আমাদের যে ইউনিভারসিটি বাড়ান হবে, তাতে fine artsএর জন্য রবিবাবু-গগনবাবুরা যদি উঠে পড়ে লেগে, এই বেলা দরখাস্ত করেন তবে বড় কাজ হবে। আর এখনই যদি ওরা না দেয় তবে আর কত বছর পরে দেবে। তা'হলে দেশের ভবিষ্যতে বড় উপকার হবে।" আমি বিকেলে গুরুদেবকে বল্লুম, ...বল্লেন— "ও বাঘের ভিতরে অনেক মিথ্যে আছে রে। একবার গানের জন্য চেষ্টা হয়েছিল, ওরা তা ফাঁসিয়ে দিলে। ও মুখেই বলেছে। মনে বলেনি।" প্রসঙ্গটি 18 Jun 1914 [৪ আষাঢ় ১৩২১] শিক্ষা-অধিকর্তা W.W. Hornell-কে লেখা বিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা বিষয়ে তাঁর পত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে আশুতোষ কিছু করতে পারেননি সত্য, কিন্তু চারুকলা বিষয়ে আঁর আগ্রহ শূন্যগর্ভ ছিল না। কয়েক বছর পরেই [1921] বাগেশ্বরী শিল্প অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করে তিনি তাঁর সংকল্পকে কার্যে পরিণত করেন— অবনীন্দ্রনাথ হন এই পদের প্রথম প্রাপক।

আশুতোষের আর-একটি প্রয়াস ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম.এ. পরীক্ষার জন্য পঠন-পাঠনের প্রবর্তন। এই বিষয়টি নিয়েও তখন যথেষ্ট আলোচনা চলছিল। এইরূপ একটি আলোচনার বিবরণ দিয়েছেন কালিদাস নাগ 17 Oct [বুধ ৩১ আশ্বিন]-এর ডায়েরি-তে : 'প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি আসা গেল। University Reform Scheme-এতে বাংলা কত ঢোকাতে পারা যায়, সে পরামর্শ করতে— কবি উপস্থিত ছিলেন— কথা হল।' তিনি অবশ্য আলোচনার বিবরণ লিখে রাখেননি।

21 Oct [রবি ৪ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ সিস্টার নিবেদিতার *The Web of Indian Life* গ্রন্থের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেন। 1904-এ প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটির নূতন মুদ্রণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি ভারতবর্ষের

প্রতি পাশ্চাত্য জাতির, বিশেষত শাসক ইংরেজের, মনোভাব বিশ্লেষণ করেছেন দীর্ঘ আকারে— তার মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমির বর্ণনাও আছে :

For some time past a spirit of retaliation has taken possession of our literature and our social world. We have furiously begun to judge our judges, and the judgement comes from hearts sorely stricken with hopeless humiliation. And because our thoughts have an organ whose sound does not reach outside our country, or even the ears of our governors within its boundaries, their expression is growing in vehemence. The prejudice cultivated on the side of the powerful is no doubt dangerous for the weak, but it cannot be wise on the part of the strong to ignore that thorny crop grown on the opposite field. The upsetting of truth in the relationship of the ruler and the ruled can never be compensated by the power that lies in the grip of the mailed fist.

এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিবেদিতার অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে :

And this was the reason which made us deeply grateful to Sister Nivedita, that great-hearted Western woman, when she gave utterance to her criticism of Indian life. She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy. She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, nor did she elevate herself on a special high perch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of its superior aloofness. She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves.

নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অম্ল-মধুর, ধর্ম সম্পর্কে মনোভাবেও তাঁদের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল— কিন্তু ভারতীয় সমাজের যে বিশ্লেষণ নিবেদিতা করেছিলেন, তার আন্তরিকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি রচনাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এবারে দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় অত্যন্ত ব্যস্ত জীবন যাপন করেন। স্বভাবতই ক্লান্তি তাঁকে গ্রাস করেছে। সেই কথাই ৬ কার্তিক সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা [টুলু]-কে লিখেছেন : 'ক'দিন বিষম ব্যস্ত ছিলুম। কলকাতা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেচে। আর পারিনে। তবু তোমাদের মায়ার খেলার অভিনয় নিয়ে একরকম ভুলে ছিলুম — মনে হচ্ছিল মায়াকুমারীদের সুরের মায়াজালেই জগৎটা ঘেরা, কিন্তু সে মায়া কেটে গেছে, জাল ছিঁড়েছে, ...অতএব আজই আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই বোলপুরে যাত্রা করচি।'[৭৪] চিঠিতে মায়ার খেলা-র যে অভিনয়-প্রসঙ্গ আছে, সেই বিষয়ে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

চিঠির তারিখটি অবশ্যই ভুল। এই তারিখ দিয়েই তিনি রাণু অধিকারীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে।'[৭৫] বোলপুর-যাত্রার সঠিক তারিখ হল ৫ কার্তিক [সোম 22 Oct] মুকুল দে এইদিন ডায়ারিতে লিখেছেন : 'গুরুদেব বিকেলে বোলপুর চলে গেলেন।' ক্যাশবহিতেও এইদিন যাওয়ার খরচ

লেখা আছে : 'বোলপুর যাওয়ার খরচ 1st class 9 1/০ ৫ খান ২য় শ্রেণী ও ১খান ৩য় শ্রেণী... চাকর ও ধনীয়ার ৩য় শ্রেণীর ২ খান'— ভৃত্য ও দাসী ছাড়া কারা তাঁর সঙ্গী ছিলেন জানার উপায় নেই।

কলকাতার ব্যস্ততার পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসেন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কর্তব্যের বন্ধন থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। যাত্রার দিন প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : 'কলকাতায় আর থাকা চলল না— আজই বোলপুরে পালাচ্চি— আমাকে ভারি ক্লান্ত করে ফেলেচে। ...কন্‌গ্রেসের সময়ে একটা বক্তৃতা দেবার তাগিদ মনের মধ্যে আছে অথচ কিছুতে কোনো কাজে হাত দিতে গা লাগ্‌চে না।'[৭৬]

এই ভাব আরও গভীর হয়েছে শান্তিনিকেতনে শরৎপ্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে। ৯ কার্তিক [শুক্র 26 Oct] অরুন্ধতী সরকারকে লিখেছেন :

> অত্যন্ত উদ্বেগ ও ক্লান্তির পরে এখানে এসে গভীর আরাম পেয়েছি। ...কাল [বিজয়াদশমী] রাত্রিটি জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল— বিদ্যালয়ের ছেলেরা মাঠে মাঠে "জগৎ জুড়ে উদার সুরে" "মহারাজ এ কি সাজে" প্রভৃতি গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল— কিছুতে যেন থামতে পারছিল না। আমি আমার সেই খোলা ছাতের উপর একলা বসে শুনছিলুম – আমার ভারি ভাল লাগছিল। এই গানগুলি যে কত সত্য তা যখন এই মাঠে ঐ ছেলেদের মুখ থেকে শুনি তখন হৃদয় ভরে বুঝতে পারি। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের মাঝখানে সুন্দর আছেন, কলকাতার ট্র্যামের রাস্তার ধারে সে কথা সুস্পষ্ট মনে আনা বড় শক্ত। জীবনটা সেখানে অনন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জল থেকে তোলা মাছের মত কেবল ধড়ফড় করতে থাকে।[৭৭]

কংগ্রেসে পাঠ করার জন্য ইংরেজি প্রবন্ধ ছাড়াও হিন্দুমুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধেও কিছু লেখার সংকল্প তাঁর মনে ছিল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একথা জানিয়েও ১১ কার্তিক [রবি 28 Oct] তাঁকে লেখেন : 'এই শান্তিনিকেতনের শরৎকালের দিনগুলি আমার মনের মধ্যে যে মন্ত্র আওড়াতে থাকে তাতে আমার ধারণা একেবারে বদ্ধমূল করে দেয় যে আমি একজন কবি। সে ধারণাটার মস্ত দোষ এই যে, কিছুই না করাটা যে আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য নয় এমন একটা বিশ্বাস পেয়ে বসে।'[৭৮]

কিন্তু নিতান্ত আলস্যের মধ্যে বসে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রামানন্দকে পূর্বোক্ত চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্চে এই যে, খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না'— এইরকম ভিতরের, হয়তো বাইরেরও, খোঁচাতে তিনি 'ছোটো ও বড়ো' নামের একটি বৃহৎ প্রবন্ধ রচনার কাজে হাত দেন। গো-কোরবানি উপলক্ষে কিছুদিন পূর্বে বিহারে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল তা দিয়ে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির মধ্যে বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। হিন্দুমুসলমান-বিরোধের যে মূলটি তিনি এখানে চিহ্নিত করেছেন, তা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক : 'এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছুই না।' সাময়িক সমস্যা তাঁর সামনে ছিল, তাই মনে হয়েছিল স্বায়ত্তশাসন পেলেই এই সমস্যার সমাধানের পথ পাওয়া যাবে— কিন্তু আমরা জানি, স্বাধীনতা লাভের বহু পরেও সমস্যাটি থেকে গিয়েছে প্রধানত সাম্প্রদায়িক সমস্যার রাজনীতিকরণের জন্য। তখনও অধিকাংশ দাঙ্গা সংঘটিত হত রাজনৈতিক কারণেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সত্যটি উচ্চারণ করেছিলেন সমাধানের পথ সেখানেই ছিল, নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রবন্ধটিতে আরও অনেক কথা আছে। 'বড়ো ইংরেজ' ও 'ছোটো ইংরেজ'-এর মধ্যে পার্থক্য তিনি তরুণ বয়স থেকেই চিহ্নিত করে আসছিলেন, এখানেও করেছেন। ভারতসচিব মন্টেগু ভারত-শাসনের নীতিপদ্ধতির

সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতভ্রমণে আসছেন, এই সংবাদে দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাই প্রত্যাশায় উদ্বাহু হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমলা, বণিক ও সংবাদপত্র-সম্পাদকদের মতো এদেশে অবস্থিত 'ছোটো ইংরেজ'দের কথা; ব্যঙ্গ করে লিখেছেন : 'ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটুকু বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অত বেশি কলরব করিতে করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকে মনে রাখিয়ো যে, ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের 'মাইন' সার বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমার ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের কাজে লাগিতে পারে। তার পরে লোনা জলে পেট ভরাইয়া ডাঙায় উঠিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।'
—লক্ষণীয়, সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর পড়ে পড়ে তার ভাষায় যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় উপমার বহুল ব্যবহার দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ *5 Nov [সোম ১৯ কার্তিক] রামানন্দকে এই রচনাটি সম্পর্কে লেখেন : 'লেখা এগিয়ে চলেচে। ...সাতটা লম্বা চওড়া পাতা আমার ক্ষুদে অক্ষরে ভরে গেছে। অর্থাৎ দু কলমে ভাগ করলে প্রবাসীর ১৪ কলমের বেশি ভর্তি হবে। হয়তো আরো গোটা দুই ঐ রকম লম্বা পাতা ভরবে— অর্থাৎ আপনার ফর্ম্মা দুয়েক জুড়ে বসবে। ...এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান, হোমরুল, ইন্টার্ণ্‌মেন্ট্ প্রভৃতি কোনো কথাই বাদ পড়ে নি।'[৭৯] ২২ কার্তিক [বৃহ 8 Nov] তাঁকেই লিখলেন : 'বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করে প্রবন্ধটি আর একবার শোধন করে লিখচি। কাল পর্শু দুদিন সময় লাগবে বলে বোধ হচ্ছে। প্রবাসীর দেড় ফর্ম্মার বেশি হবে বলে বোধ হয়না। ত্রিশ লাইনের চওড়া কাগজের দশ পৃষ্ঠা ভর্তি হয়েচে— revise করবার সময় আমার যতটা ছাঁট পড়ে ততটা বাড়তি হয় না। ...কাল এখানকার অধ্যাপকসভায় পড়েছিলুম— সকলেই নিরতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন।'[৮০] আগের চিঠিতেই লিখেছিলেন : 'হয়ত ছাপা হবার পূর্ব্বে একবার সভায় দাঁড়িয়ে পড়লে আসর গরম করা যেতে পারে।' পরবর্তী চিঠিতে লিখলেন : 'যদি আদৌ সভাস্থলে এটা পড়ি তা হলে প্রবাসী বাহির হবার পূর্ব্বেই। পৌষ মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব করলে ভাল হবে না। অঘ্রানেই বাহির হওয়া চাই।' তাঁর ইচ্ছাই রক্ষিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রবাসী [পৃ ১২১-৩৪]-তে মুদ্রিত হয় [দ্র কালান্তর ২৪। ২৭২-৯৩]; তার আগে ২৮ কার্তিক [বুধ 14 Nov] বিচিত্রা-য় ও ৩০ কার্তিক রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রবন্ধটি পড়ে শোনান।

তিনি রামানন্দকে লিখেছিলেন : 'Manchester Guardian আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে লেখা চাচ্চে। এইটেকেই ইংরেজি করে তাদের দিলে তাদের এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত প্রবন্ধটির অনুবাদ 'The Small and the Great' নামে Dec 1917-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে [pp. 593-604] রবীন্দ্রনাথের টীকা-সহ মুদ্রিত হয়। *The Quest*-সম্পাদক G.R.S. Mead-কে লেখা তাঁর যে-পত্র বেঙ্গলী-তে ছাপা হয়েছিল, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে সে বিষয়ে অনেক ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তার উল্লেখ করেছেন। এরপর বাংলার প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে গবর্নর লর্ড রোনাল্ড্‌শে তাঁর বক্তৃতায় উক্ত পত্রটিতে অন্তরীণদের পক্ষে অহেতুক সাফাই গাওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত টীকায় লেখেন :

... I should like to make it clear that neither in that letter nor in this paper has it been my object to pronounce any opinion on the innocence or guilt of all or any of those who have been punished under the Defence of India Act.

What I want to say is that the policy of secret condemnation and punishment hitherto pursued has naturally led a very large number of my countrymen to conclude that a great many of those punished are innocent. Imprisonment in goals, in some cases in solitary cells, savours to the public at large more of vengeance than of precaution. Moreover the harrassment to which a detenu is subjected, even after his release, by reason of continued shadowing by the police, may not be admitted by those who are responsible, but is too painfully patent to those who share the suffering.

The natural outcome of this policy is a widespread panic which paralyses the innocent whether in their efforts for self-advancement or to render public service. In this unnatural state of things it has become difficult for us to maintain our accustomed relations with those whom we do not know well, with the further disastrous result that both hospitality and charity have succumed to an all-pervading suspiciousness.|

অতিশয়-পন্থার বিরোধিতা করেই তিনি স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন, গবর্মেন্টের নীতিতেও 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্'কে তিনি নিন্দা করেছেন। বিশেষত অন্তরীণ অবস্থায় শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের আত্মহত্যা ও তার পূর্বে তাঁর পিতাকে লেখা চিঠি পড়ে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন [দ্র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' : 'একজন "মুক্তিপ্রাপ্ত" নজরবন্দীর আত্মহত্যা'— প্রবাসী, কার্তিক। ১০৯-১১]। এই বিষয়ে প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন : 'আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ-ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত।' রামানন্দকে ১৯ কার্তিকের পত্রে লিখেছেন : 'সেই শচীন্দ্র দাসগুপ্ত এবং তার ভাইয়ের বধ ও বন্ধনের যে ইতিহাস সাক্ষ্যসাবুদসমেত আমার কাছে এসে জমেচে সে সম্বন্ধে আপনার কাছে সমস্ত দলিলসহ একটা প্রকাশ্য পত্র লিখতে চাই। সেই পত্র আপনি প্রবাসীর সাময়িক আলোচনা বিভাগে যদি সদরে পেশ করে দেন তাহলে কেমন হয়?' এইরূপ পত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে স্বয়ং রামানন্দ কার্তিক-সংখ্যায় উল্লিখিত প্রসঙ্গে শচীন্দ্রের মৃত্যুকালীন পত্রাদি উদ্ধৃত করে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন, *The Modern Review* [Oct/ 464-65; Nov/ 576-78]-র 'Notes'-এও বিষয়টির আলোচনা আছে। কিন্তু উক্ত পত্র না লিখলেও রবীন্দ্রনাথ নজরবন্দীদের প্রসঙ্গে অনেক চিন্তা ও লেখালেখি করেছেন। রামানন্দ 'নজরবন্দীদের জন্য কি করা যায়' প্রসঙ্গে লেখেন :'গতমাসে আমরা যে অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা স্থাপিত হইলে তাহার দ্বারাও এই-সব কাজ হইতে পারে। এই সমিতি স্থাপনের কথা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে প্রথমে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি ইহার কর্ম্মী সভ্য হইতে প্রস্তুত ছিলেন।'[৮১] 5 Mar 1918 [২১ ফাল্গুন] টাউনহলে অনুষ্ঠিত সভায় Bengal Civil Rights Committee গঠন করে এই ইচ্ছাকেই কার্যকর রূপ দেওয়া হয়েছিল।

এবারে প্রায় তিন সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। উক্ত লেখালেখি ছাড়া অন্যান্য চিন্তাও তাঁর মন অধিকার করে ছিল, তার চিহ্ন রয়েছে অনেকগুলি পত্রে। প্রমথ চৌধুরীকে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে জমিদারি দেখাশোনার জন্য কলকাতার সদর বিভাগের ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়েছিল। কলকাতা ত্যাগের দিন [৫ কার্তিক : 22 Oct] রাঁচিতে তাঁকে যে গম্ভীর ভাবের বিষয়কর্ম-মূলক চিঠি লেখেন, তার মূল বিষয় এস্টেটের ব্যয়সংক্ষেপ। পরদিন শান্তিনিকেতন থেকে লেখা চিঠির একাংশও বিষয়কর্মকে আশ্রয় করেছে। বস্তুত এস্টেটের ক্রমাগত ঋণবৃদ্ধি তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল, বিশেষত সেই ঋণ যখন শোধ করা হচ্ছিল পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে রক্ষিত তাঁর নোবেল প্রাইজের ও.ইংরেজি বইয়ের রয়্যালটির টাকা থেকে। এস্টেটের ঋণের কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ থাকে। প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া খাজনা দিয়ে সরকারি খাজনা মেটানো হয় এবং জমিদারের নিজস্ব কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহিত হয়। কিন্তু উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অজন্মা বা বন্যাজনিত ফসলহানি ঘটলে জমিদারির আয় কমে যায়, তখন নিয়মিত খরচ মেটানোর জন্য ঋণ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিরাহিমপুর ও কালিগ্রামের জমিদারির আয় দেবেন্দ্রনাথের উইলের ফলে ছিল শর্ত ['charge']-কণ্টকিত। তাই আয় কোনোভাবে বিঘ্নিত হলেও ব্যয়কে সংকুচিত করার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। ফলে ঋণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ত। তাছাড়া প্রিন্স দ্বারকানাথের ব্যবসায়-সাফল্যের স্মৃতি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে প্রায়শই তাড়া করে ফিরেছে। এর ফাঁদে পা দিয়ে ঠাকুর কোম্পানির অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝা রবীন্দ্রনাথকে May 1917 পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে— বিদ্যালয়ের অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত আমেরিকা-সফরের আয় থেকে এই ঋণ মেটাতে হয়েছে তাঁকে। রথীন্দ্রনাথও এই ফাঁদে পড়ে ওয়েলিংটন মোটর ওয়ার্কস নামে একটি সংস্থা গড়ে মোটর গাড়ি আমদানি-রপ্তানি ও মেরামতের ব্যবসায়ে নেমেছিলেন— সুরেন্দ্রনাথ নেমেছিলেন জমি কেনাবেচার ফাটকা কারবারে। কিন্তু দ্বারকানাথের মতো বিষয়বুদ্ধি বা ধূর্ততা এঁদের কারোর ছিল না। ফলে ঋণের পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে। বাইরের লোকেদের কাছ থেকে ধার নেওয়া ছাড়াও এঁদের টাকা সংগ্রহের সহজ সুযোগ ছিল পতিসর ও বিরাহিমপুরের কৃষিব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন দফায় ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে আসা মোটা অঙ্কের রয়্যালটির টাকা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা অনেকগুলি পত্রে এই আতঙ্কের প্রকাশ আছে। Dec 1914-এই তিনি লিখেছিলেন :

> ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমার মনে উদ্বেগ আছে। ওতে বিদ্যালয়ের টাকা ঢেলেছি। সুরেন কিম্বা রথী যদি যখন খুসি ওর থেকে টাকা draw করে তাহলে আমি ওখানে টাকা রাখা কোনোমতেই নিরাপদ মনে করি নে। ওখান থেকে টাকা যেমনি কলকাতায় আসে অমনি যদি সেটা ওরা নিয়ে নেয় তাহলে সেটা গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়। সুদ ত মারা যায় তার উপরে ব্যাঙ্ককে পঙ্গু করা হয়। ···ব্যাঙ্কটাকে একটা কম্পানিতে পরিণত করবার কথা ছিল দোহাই তোমার সেইটে যত শীঘ্র পার করে নাও। ···আমার বইয়ের কিছু টাকা ব্যাঙ্কে খাটছিল না বলে সুরেন নিজের হিসাবে ধার নিয়েছিল তখন সুরেন বলেছিল যখন ব্যাঙ্কে দরকার হবে তখন ও টাকাটা দেবে। ...কিন্তু আজ কি হল দেখ। একে ত ব্যাঙ্কের রিজার্ভ টাকা নিলে তার উপরে সেটা শোধ করবার বেলায় ফের ব্যাহে টাকা ভাঙতে হল। ···আমি রথীকে বলে দেব সে যেন অমন করে ব্যাঙ্কের টাকায় হাত না দেয় কিন্তু উচিত হচ্চে তোমার এ সম্বন্ধে শক্ত হওয়া। ···বিদ্যালয়ের ইন্টারেষ্ট যদি না থাকত তাহলে ব্যাঙ্ক দেউলে হয়ে গেলেও আমি কথা কইতাম না। ...কিন্তু ইস্কুল ত আমাদের সংসারের না, আমার নিজেরও না। ওর ভবিষ্যতের সঙ্গতিকে লেশমাত্র সঙ্কটাপন্ন করতে পারব না। তাই বলচি, যত শীঘ্র পার ওটাকে Joint stock কম্পানি করে তোলো। তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে আগে আমি আমার ইস্কুলের টাকাটা তুলে নিই তার পরে ব্যাঙ্কের বাকি টাকা যেভাবেই ব্যবহার করা হোক আমি কিছুমাত্র আপত্তি করব না— সে রথী এবং সুরেনের সম্পত্তি আমার নয়।[৮২]

এই সাবধানবাণী শোনা হয়নি, তাই যা হবার তা-ই হয়েছে। জমিদারি ঋণে জর্জরিত, ব্যাঙ্কের অবস্থাও তথৈবচ। সেইজন্য বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি, চিঠিরই বিষয়বস্তু অনাবশ্যক কর্মচারীদের বিদায়

দিয়ে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ ও ব্যয়সংকোচ। *31 Oct [বুধ ১৪ কার্তিক— রবীন্দ্রনাথ '১৫' লিখেছেন] প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'কালিগ্রামে আমার ইস্কুলের এবং বাইরের অনেক টাকা সুদে খাটচে— যদি দুর্বৎসর হয় তাহলে কেবল যে খাজনা আদায়ের ভাবনা তা নয় এই সুদ আদায়ের ভাবনা। এই সকল নানা কারণে আমি ঠিক করেছিলুম এখন থেকে টানাটানি আরম্ভ করা উচিত।'[৮৩] বিষয়টির আলোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য কিছু পরবর্তীকালের চিঠিও উদ্ধৃত করছি। ১৮ মাঘ [বৃহ 31 Jan 1918] লেখেন : 'এতদিন দারিদ্র্যকে প্রাণপণে অস্বীকার করেই আমরা আজ সঙ্কটে পড়েচি। ...কোনো দিন কোনো উপলক্ষ্যেই সুরেনদের সঙ্গে আমাদের যদি কোনো দ্বন্দ্ব বাধে তাহলে সেটাই আমার পক্ষে বড় ক্ষতি হবে। ···অথচ এমনি করে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে থেকে উভয়েই ডুববে। এর এক উপায় বিষয় ভাগ করা। সেটা আমার ইচ্ছা করে না। কেননা, ভাঙা বিষয়ের দায় কে বহন করবে? ওর চেয়ে বেশি পাই কম পাই যাতে তোক আমার বিষয়ের অংশ বিক্রি করে আমি পরিষ্কার হতে চাই।'[৮৪] একই দিনে তিনি রথীন্দ্রনাথকেও অনুরূপ কথা লিখেছেন। প্রত্যুত্তরে 1 Feb প্রমথ চৌধুরী লেখেন :

এ অবস্থায় আপনাদের দুপক্ষের একসঙ্গে জড়িয়ে থাকাটা কোন পক্ষের পক্ষেই ভাল নয়। আমি মনে করি বিষয় বিভাগ করে নিলে, সুরেন নিজের অবস্থাটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে। এ বিষয়ে দ্বারজিলিংয়ে আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল সুরেনকে আমি তা জানাই। সুরেনেরও এ বিষয়ে অমত নেই। আপনাদের বিষয়ভাগ করলে— জমিদারী ভাঙা হবে না, কেননা এখনই ত বিরহামপুর ও কালীগ্রাম সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে রয়েছে। ...সুতরাং এর একটি আপনি আর একটি সুরেন নিতে পারেন। ...আপনার অংশ বিক্রয় করা আমার মতে এখন অসম্ভব, কেননা সুরেনের তা কেনবার শক্তি নেই এবং বাইরের লোকেও জমিদারীর অবিভক্ত অংশ কিন্‌তে দামও দেবে না এবং খরিদ্দারের হাতে সে অংশ পড়্‌লে জমিদারী যথার্থই ভাঙ্গা পড়বে এবং তাতে সকলেরই সমান ক্ষতি হবে। সুতরাং আপনি যদি মত করেন তাহলে যাতে ১লা বৈশাখ থেকে বিষয় ভাগ হয়ে যায় এখন থেকেই তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।[৮৫]

এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২০ মাঘ লেখেন : 'মহাজনের এবং উইলের দেনায় যে রকম জড়িয়ে আছি তাতে আমার অংশ বিক্রি হওয়া প্রায় অসম্ভব এ কথা তোমাকে চিঠি লেখার পর মনে হয়েছে। অতএব বিভাগ হওয়া ছাড়া গতি নেই। কি রকম ভাগ হতে পারে তুমি মধ্যস্থ হয়ে স্থির করে দিয়ো। সুরেন কোনোমতে কিছুমাত্র আঘাত পায় এ আমার কিছুতে ভাল লাগে না। দেনার ভার ওর সঙ্গে সমান করে বহন করতেও আমি কুণ্ঠিত হতুম না। কিন্তু কেবল পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে আমি জড়িয়ে থাকতে পারব না। এই দেনার বিপাকে পড়ে বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়েচে যে আমি আর উদাসীন থাক্‌তে পারিনে।' এর পরেও 'পুনশ্চ' লেখেন : 'অংশবিভাগের কথাটা ভুলো না। সুরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমরা যা ঠিক করবে আমার তাতে কোথাও বাধবে না। আমি মুনফার চেয়ে মুক্তি চাই। আগামী বৎসরের গোড়া থেকেই যেন খোলসার পথে যাত্রা করতে পারি।'[৮৬]

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী তখনই জমিদারি বিভাগ হয়নি। বরং তিনি ও সত্যেন্দ্রনাথ দেনা মেটানোর তাগিদে জমিদারি বন্ধক রেখে 9 Apr 1918 [মঙ্গল ২৬ চৈত্র] অমিয়নাথ চৌধুরী ও প্রমীলা ফ্লোরেন্স চৌধুরীর কাছ থেকে ৬২,০০০ টাকা ধার নেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জমিদারি বিভাগের দলিল স্বাক্ষরিত হয় 8 May 1920 [২৫ বৈশাখ ১৩২৭], রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রাম পরগনার জমিদারি লাভ করেন।

তরুণ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে নিয়ে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অমিয়চন্দ্রের একটি চিঠি পেয়ে ১৪ কার্তিক শান্তিনিকেতনে তাঁকে আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'নিজের

মনটাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ো না। সুখ দুঃখের খুব কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এ পর্য্যন্ত চলে এসেচি— কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়েচে। কিন্তু এইটেকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে, বেদনার ভিতর দিয়েই জীবনটাকে নিবিড়ভাবে পেয়েচি।'[৮৭] নিজের দুঃখসাধনের অকপট বর্ণনা দিয়ে তিনি তরুণ অমিয়চন্দ্রের মনের কুহেলিকা কাটানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার পরেই সংশয়ান্বিত হয়ে সেইদিনই প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন : 'আমার বোধহয় অমিয়র দরকার মেয়েদের কাছ থেকে মায়ের মত যত্ন পাওয়া। জীবনের উপরে টান আমার নিজেরই খুব বেশি আছে তা নয়, ওর মনে সঞ্চার করব কি করে? সংসারের উপরে আমার মত পুরুষের যে বন্ধন সেটা জ্ঞানের দিক দিয়ে; প্রাণের দিক দিয়ে তেমন নয়। ...আমি এখন একটা দুর্ভেদ্য সঙ্গহীনতায় বেষ্টিত যে, ভয় হয় এখানে এসে পাছে ওর বিষাদ আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়।'[৮৮] একই দ্বিধা তাঁর ১৭ কার্তিকের [*3 Nov] পত্রেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যুত্তরে প্রমথ চৌধুরী 6 Noy তাঁকে আশ্বস্ত করে লেখেন, হাজারিবাগের St. Columbus College-এ ভর্তি হয়ে অমিয়চন্দ্রের মনের অশান্তি কেটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ২৩ কার্তিক লেখেন : 'অমিয় সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

এছাড়া *23 Oct [৬ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ বেলজিয়ামের নব-য়ুনিভার্সিটির এক অধ্যাপকের লেখা *Faria de Vasconcello* নামক একটি ফরাসি বই প্রমথ চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিয়ে লেখেন :

এখনি একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন— বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। কিন্তু এই কর্ত্তব্যটি পালন করা কেন আমার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই। সবুজপত্রে মাঝে মাঝে কাজের কথার আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি— বিশেষত যে সব কাজের মধ্যে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টার হাত আছে। ...শিক্ষাতত্ত্বটাকে নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। সেই ভাববার প্রধান বাধা এই যে, আমরা পৃথিবীতে মনন ব্যাপারে যে solitary cellএর মধ্যে বন্দী আছি তার মধ্যে বসে আমাদের মনে হয় কেউ বুঝি কোথাও পুরোনো জিনিসকে নতুন করে ভাবচে না। সেইজন্যে আমাদের ভাবতেই ভয় হয়। ...সবুজের প্রেমিক আমার আবেদন এই যে, কাজের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যেখানে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টা দেখা দিয়েছে সেইখানকার বার্ত্তা তোমার পত্র বহন করে প্রচার করুক। ...এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়টা হচ্চে "Education Morale, Sociale et Artistique" —ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতুহলের বিষয়। তর্জ্জমা নয় কিন্তু এর ভাবার্থ কি পাওয়া যাবেনা?[৮৯]

প্রমথ চৌধুরী 1 Nov-এর চিঠিতে গ্রন্থটির মর্মকথা জানিয়ে এই বিষয়ে লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির [10 Nov] আকারে 'নব-বিদ্যালয়'-এর প্রথম কিস্তি বৈশাখ ১৩২৫-সংখ্যা সবুজ পত্র (পৃ ১৮-৩০]-তে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় কিস্তি আষাঢ়ে [পৃ ১৩৩-৪৯] ও তৃতীয় কিস্তি আশ্বিনে [পৃ ৩৮০-৮৫] ছাপা হয়।

পাঠক জানেন, আমেরিকা ভ্রমণের পর জাপানে এসে পিয়র্সন সেখানেই থেকে যান। তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সেখানে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করবেন। নির্জন মঠে থেকে তিনি এই উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গত বৎসরেই তিনি ফরাসি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্ পল রিশারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিয়র্সনের আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ রিশারের *To The Nations* [1917] গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন ও জেম্স্ পন্ড গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। পিয়র্সনের রাজনৈতিক লেখালেখির পিছনেও হয়তো রিশারের প্রেরণা ছিল, তাঁর For India গ্রন্থের ভূমিকাও লেখেন পল রিশার [Okakura Villa, Akakura, Japan July 25th 1917]; গ্রন্থটি টোকিয়োর The Asiatic Association of Japan থেকে Sep 1917-এ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ভারতের ব্রিটিশশাসন সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা

করে লেখা হয় : 'The vital forces of legitimate aspiration have been consistently repressed by the actions of bureaucracy and the result is that in India today there is a hidden but explosive energy waiting only for some small and apparently trivial incident to burst into a violent and devastating storm. In India it only needs the carelessness of one English official to bring about a revolution.' ভারতে বইটির প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সরকারি নির্দেশ জারি করার পক্ষে এইটুকু যথেষ্ট ছিল। 24 Oct [৭ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনের বন্ধু Earnest E. Speightকে লেখেন : 'I have just read in the newspaper that some book which he [Pearson] has lately written has been proscribed in India.' পরের দিনই তিনি পিয়র্সনকেও একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন, কিন্তু গোয়েন্দাদপ্তর চিঠিটি খুলে দেখতে পারে ভেবে উক্ত বিষয়ে কোনো কথাই বলেননি। গোয়েন্দারা সত্যই চুপ করে থাকেনি, তারা বহু চিঠি খুলে দেখে ও খোঁজখবর নিয়ে পিয়র্সনের রাজদ্রোহী চরিত্র সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভসে রক্ষিত পিয়র্সন-সংক্রান্ত একটি ফাইল থেকে প্রণতি মুখোপাধ্যায় সাংহাইয়ের ব্রিটিশ কনসুলেটের D. Petrie-র স্বাক্ষরিত 16 Mar 1918-এর পুরো প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে দিয়েছেন [দ্র উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন। ২৭০-৭৮]। স্বাধীন দেশ জাপানে পিয়র্সনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাগ্রহণ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই Mar 1918-এর মাঝামাঝি পিকিঙে বন্ধু Rev. R.K.Evans-এর কাছে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে 27 Mar [বুধ ১৩ চৈত্র] তাঁকে আটক করার আদেশ দেওয়া হয়; কারণ 'there are reasonable grounds for believing that W.W. Pearson at present of Peking, has acted and is about to act in a manner prejudicial to the public safety and to the defence of peace and security of His Majesty's Dominions.'[৯০] 3 Apr [বুধ ২০ চৈত্র] তাঁকে পিকিং থেকে ইংলন্ডে পাঠানোর আদেশ জারি করা হয়।

পিয়র্সনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের একটি অস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় পূর্বোল্লিখিত গোয়েন্দা-প্রতিবেদনে। এতে লেখা হয়েছে, আমেরিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে ফিরে বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁকে স্বদেশে রওনা করিয়ে দেবার অব্যবহিত পরে পিয়র্সনও ভারতাভিমুখে রওনা হন : 'He left Hongkong for India via Singapore about the 20th February 1917 and in May 1917 was reported to have left India for Ceylon.' রম্যাঁ রলাঁ Sep 1923-তে পিয়র্সনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'ভারতীয় ভাবুক অরবিন্দ ঘোষের প্রতি পিয়র্সনের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা। ...পিয়র্সন পন্ডিচেরি গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে, ...বাড়ি থেকে বেরুতেই এক ফরাসী পুলিশ পিয়র্সনের সঙ্গে মোলাকাৎ করেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল : তিনি কে, অরবিন্দের সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন; জাহাজেও সে তাঁর সঙ্গে ছিল এবং তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিল সেই কলম্বোয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁকে তুলে দিয়ে।'[৯১] সুতরাং পন্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁর অবস্থানকাল নিতান্ত হ্রস্ব ছিল না। এর পিছনেও পল রিশারের প্রভাব ছিল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মারি 1914-এর গোড়ার দিকে পন্ডিচেরিতে এসেছিলেন, সোশ্যালিস্ট প্রার্থীরূপে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পল গরম-গরম ব্রিটিশবিরোধী বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সেবারেই অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়, যোগসাধনা ও রাজনীতি দুইই তাঁদের আলোচ্য ছিল। জাপানে ফেরার পরে তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সনের আলাপ হয়। গোয়েন্দা-

প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে, অরবিন্দকে লেখা রিশারদের যে-চিঠি তারা পেয়েছে তাতে মাদাম রিশার লিখেছেন : 'Tagore spoke of Arabindo with tears of affection in his eyes' ও পল রিশার রবীন্দ্রনাথদের সঙ্গীদের সম্পর্কে যা লিখেছেন তার ড মঞ্জুলা বসু-কৃত অনুবাদটি হল 'They are very good. They asked for nothing but to serve. One of them told me about you: "Previously I considered him my hero but now I consider him much more." এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পিয়র্সন, অথচ তাঁর মতো কোমলস্বভাব মানুষের পক্ষে এই পরিবর্তন খুবই আশ্চর্যজনক। তবে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পিয়র্সনের এই স্বভাববৈশিষ্ট্য জানতেন, তিনি E.E. Speight-কে পূর্বোল্লিখিত পত্রে লেখেন :

I suppose, in his usual chivalrous manner, he has flung all caution away to the winds and are tried to speak what he thinks true and just, all the more vehemently because it is forbidden. In all appearance, Pearson is meekness personified, but always from man of his type have been recruited the fighters on the side of God. For gentleness has the antiseptic quality of keeping ever fresh the frenzy of martyrdom. I have seen more than once Pearson's ferocity breaking out in sublime surprises like gorgeous glimpse of the sun through sudden rifts in the rain clouds of summer. I believe his starvation diet and austerities are adding dry fuel to the fire burning hidden in his nature.[৯২]

কিন্তু ঘটনার এই অভাবিত বিবর্তনে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পিয়র্সনের বিচ্ছেদ দীর্ঘায়িত হয়।

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধটি লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ২৩ কার্তিক [শুক্র 9 Nov] প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন : 'পর্শু রবিবারে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় যাচ্চি। বেলাকে দেখে আসব— ডাক্তার সরকারের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে আসব তারপরে Self Government-এর scheme সম্বন্ধে কারো কারো সঙ্গে আলোচনা করব এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।'[৯৩] মুকুলচন্দ্র 11 Nov [রবি ২৫ কার্তিক] ডায়ারিতে লেখেন : 'বাড়ী রাত ৯টার সময়ে ফিরে এসে দেখি উপরে তেতালার ঘরে আলো জ্বলছে। গুরুদেব এসেছেন।'

২৮ কার্তিক [বুধ 14 Nov] কালীপূজার দিন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা-য় 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান। সীতা দেবী সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি লিখেছেন : 'মেয়েদের জন্য একটি আলাদা প্রবেশ-পথ খোলা হইয়াছে দেখিলাম। ...অন্যান্য বারে মেঝের উপর ফরাশ পাতিয়া দিশি দস্তুরে বসা হইত, এইবার কি জন্য জানি না, দেখিলাম চেয়ার সাজাইয়া বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।/ প্রবন্ধটি বড় ছিল, পড়িতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগিল। গান হয় নাই। শ্রোতাদের ভিতর উপন্যাস-লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখিলাম। বেশভূষা ধরনধারন সবই অত্যন্ত সাদাসিদা।'[৯৪] শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এইটিই প্রথম সাক্ষাৎ কিনা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তবে তাঁদের তারিখ-সংবলিত যুগপৎ উপস্থিতি একটি বিশেষ উল্লেখ বলে গণ্য হতে পারে।

২৯ কার্তিক [বৃহ 15 Nov] ডাঃ নীলরতন সরকারের তৃতীয়া কন্যা শান্তার বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'বরকন্যার আসনের সম্মুখেই তাঁহাকে আনিয়া বসানো হইয়াছিল। তাঁহার পাশেই বসিয়াছিলেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়। দুই বন্ধুতে খুব গল্প করিতেছিলেন।' কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লেখেন : 'কবি জানালেন যে তাঁর প্রবন্ধ কাল রামমোহন হলে পড়া হবে।'

16 Nov [শুক্র ৩০ কার্তিক] কালিদাসের বর্ণনা : "আজ রামমোহন হলে 'ছোটো ও বড়ো' পড়া হল— লোকেরা খুব উপভোগ করলে।" এইদিন অমৃতবাজার পত্রিকা-য় সংবাদ আছে : 'Rammohun Library— Sir Rabindra Nath Tagore will deliver a lecture at the Rammohun Library Hall on "Chota-O-Bara" in Bengali to-day at 6 P.M. The lecture will be open to the public.' কিন্তু বক্তৃতাসভার কোনো প্রতিবেদন সংবাদপত্রে দেখিনি।

18 Nov [রবি ২ অগ্র] ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি কমিশনের চেয়ারম্যান ড স্যাডলার জোড়াসাঁকোয় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি রোটেনস্টাইনের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র [23 Sep-লিখিত] নিয়ে এসেছিলেন, পরদিন তাঁকে লেখেন, : 'Yesterday I saw Tagore for the first time and found that, thanks to your letters, he welcomed me very kindly. He is well, and asked me to visit his school which I shall certainly do if our crowded Calcutta programme allows us it later.'[৯৫] 21 Nov [বুধ ৫ অগ্র] কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ Sadler দ্বিতীয়বার* কবির সঙ্গে কথা বলতে এলেন— ও গান শুনবার ইচ্ছা জানালেন। আজ সংগীত হল।' 'সংগীত' অংশটি 'সংগীত ও সদালাপ'-এর অঙ্গ— দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তী গান গেয়ে শোনান। সীতা দেবী লিখেছেন : 'সদালাপ যাহা হইল তাহা এত মৃদুকণ্ঠে যে বেশির ভাগ শুনিতেই পাইলাম না। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্তক্ষণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া সময় কাটাইয়া দিলেন। তাঁহাদের কথাবার্তার ছিটাফেঁটা যাহা কানে আসিল তাহাতে বুঝিলাম যে, সাহিত্যের ভাষা সাধু হওয়া উচিত, না কথ্য হওয়া উচিত, এ বিষয়ে কথা হইতেছে।'

স্যাডলারকে গান শোনাবার ব্যবস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 23 Nov [শুক্র ৭ অগ্র] কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'সন্ধ্যায় কবি ডেকে পাঠালেন— রিহার্সালের জন্যে। তার আগে 'জীবন দেবতা' সম্বন্ধে কথা হল।' এইদিনই রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন : 'এখানে Education Commission আগামী সোমবার সন্ধ্যায় ভাল ভারতীয় সঙ্গীত শোনবার জন্য আসবেন। তার আয়োজন করতে হচ্চে। পণ্ডিতজীকে [ভীমরাও শাস্ত্রী] অন্তত রবিবারে এখানে পাঠাতে পারলে তাঁকে কাজে লাগানো যায়।'[৯৬] 'শ্রীযুক্ত পণ্ডিতজির জন্য দুগ্ধ...রাবড়ি...মশল্লা...করতাল ও মন্দিরা' এবং 'সুরেন্দ্র [নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] গায়কের আসা যাওয়ার গাড়িভাড়া [চার দিনের]' প্রভৃতি হিসাব সংগীতানুষ্ঠানের অন্তরালবর্তী একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলে। 26 Nov [সোম ১০ অগ্র] কালিদাস লিখেছেন : 'আজ Sadler ও তাঁর Commission-কে কবি গান শোনালেন, আমরা কোরাস করলুম।' মুকুল দে-র ডায়ারি-র বর্ণনা : 'আজ বিচিত্রায় স্যাডলার, ব্যালফোর, স্যার উড্রোফ প্রভৃতি গান শুনতে এসেছিলেন।' 27 Nov গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে স্যাডলার রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'To your kindness we owe what will be a lifelong memory and pleasure. I shall always associate with my thoughts of India what we heard and gain yesterday at your home. You have given colour & melody to our impressions and we are all grateful to you.'[৯৭]

কোথাও উল্লেখ নেই, তবু নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এরই মধ্যে প্রায় প্রত্যহ অসুস্থ মাধুরীলতাকে দেখতে গিয়েছেন। 25 Nov [৯ অগ্র] তাঁর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার কথা জানা যায় কালিদাস নাগের ডায়েরি থেকে : 'দুপুরে ব্রজেন[শীল]বাবুকে নিয়ে শিবপুর কলেজে এলুম— কবি এলেন কথাবার্তা হল— তারপর কবির গাড়িতে জোড়াসাঁকো আসা গেল।' সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন সেখানকার

অধ্যাপক— শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করাই হয়তো তাঁর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল; ২৪ ফাল্গুনের [8 Mar 1918] একটি হিসাব এই অনুমানের কারণ : 'বঃ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র দঃ laboratoryর apparatus খরিদ দরুণ আগাম ···৫০০৲'।

কিন্তু এগুলি তাঁর শরীরের পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কলকাতায় আসার পরে *12 Nov তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : 'মেরে কেটে ১৬ই পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে পিঠাপুরমের রাজার ওখানে যাবার কথা আছে।'[৯৮] কিন্তু অবস্থার চাপে ও শারীরিক ক্লান্তিতে সেই পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়। *28 Nov [বুধ ১২ অগ্র] সুমতি দাস নামক জনৈক ভদ্রলোককে লিখেছেন : 'তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার অসাধ্য। শরীর ক্লান্ত, ডাক্তার আমাকে সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে কিছুদিন নিষ্কৃতি লইতে বলিয়াছেন। চিঠি লেখাও আমার পক্ষে নিষেধ। তুমি যদি শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা কর তাহাতে কোনো বাধা নাই— কিন্তু তুমি আমাকে যে গুরুপদে মনে মনে বরণ করিয়াছ আমি তাহাতে অধিকারী নহি।'[৯৯] এর পরের দিন ১৩ অগ্র 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তা বাবু ও শ্রীমতী বধূমাতা ঠাকুরাণীর বোলপুর গমনের হিসাব পাওয়া যায়। ১৪ অগ্র [শুক্র 30 Nov] কাদম্বিনী দত্তকে লিখেছেন : 'ক্লান্তির বোঝা লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি। আশা করিতেছি কিছুদিন এখানে পড়িয়া থাকিলে সুস্থ হইয়া উঠিব।'[১০০]

অথচ উক্ত 30 Nov ছিল জগদীশচন্দ্রের বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। গতবছর আমেরিকায় থাকার সময়ে এই বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধন-সভা উপলক্ষে গান লিখে দেবার ফরমায়েশ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত Oct 1916-এ তাঁকে লেখেন :

> আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বস্‌বার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় করব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাক্‌তে পারতুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চল্‌ল।[১০১]

বোঝা যায়, জগদীশচন্দ্র গতবৎসর 30 Nov 1916 তাঁর আটান্নতম জন্মদিনে বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করতে চেয়েছিলেন— প্রস্তুতি সমাপ্ত না হওয়ায় উদ্বোধনের দিন একবছর পিছিয়ে যায়। বর্তমান বৎসরে আয়োজন সম্পূর্ণ হলে জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে' [দ্র গীত ১। ২৫৩] গানটি 'আবাহন' শিরোনাম দিয়ে লিখে দেন— তাঁর হস্তলিপি অলংকৃত করে উদ্বোধন-উৎসবপত্রীতে ছাপা হয়— সেটি পুনর্মুদ্রিত হয় পৌষ-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ২৩০]। গানটির নীচে '১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪' লেখা থাকলেও এটি নিশ্চয়ই কিছুদিন আগে লেখা। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আজ Sir J.C. Bose-এর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা হল— আমরা কোরাসে ছিলুম' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আগেই তাঁদের গানটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গানটির অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ" 'Tis to the Mother's temple ye are come" Dec [p. 664]-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত হয়।

শুধু তাই নয়, 'শুক্রবার' [৭ অর্থ : 23 Nov] রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন : 'জগদীশ তাঁর বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে (৩০ নবেম্বর) বৈদিক অনুষ্ঠান করতে চান। আপনার উপর নির্ভর করে আছেন। কতকগুলি মন্ত্র ঠিক করে একবার যদি আসেন তবে ভাল হয়। তিনি এ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। ...গুরুগৃহে ব্রহ্মচারিদের আসবার সময় যে সব মন্তর পড়া হয় সেগুলি মন্দ হবে না।'[১০২] অথচ তিনি নিজেই

কেবল শারীরিক ক্লান্তির কারণে অনুষ্ঠানের আগের দিন কলকাতা ছেড়ে এলেন, এটি খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়। অনেকদিন পরে 2 Jul 1927 তিনি রামানন্দকে লেখেন : 'হঠাৎ এক সময়ে অরবিন্দকে নিয়ে অন্তত বাইরের দিক থেকে জগদীশ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। আমার সে একটা দীর্ঘ ও সুগভীর দুঃখের ঘটনা।'[১০৩] আমাদের মনে হয়, এখানে 'জগদীশ'-এর পরিবর্তে 'বৌঠাকুরাণী' অবলা বসুই পড়া উচিত— তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরই মনোভাবের জন্য। নোবেল প্রাইজের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর শান্তিনিকেতনের সংবর্ধনা-সভায় ও অন্যত্র জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের অজস্র উদাহরণ আছে— কিন্তু অবলা বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা চিঠিপত্র আদানপ্রদানের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াবার জন্যই কি রবীন্দ্রনাথ তড়িঘড়ি শান্তিনিকেতনে চলে গিয়েছিলেন?

এখানে তিনি মাত্র সাত দিন ছিলেন। সীতা দেবী তখন শান্তিনিকেতনে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপের কিছু বিবরণ তাঁর লেখাতে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : 'বুধবার (১৯ অগ্র : 5 Dec] মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। ছেলেরা গান গাহিল। এই কয়েক দিন তাঁহাকে লেখার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিতাম।' এইরূপ একটি লেখার কথা তিনিই উল্লেখ করেছেন : "নিজে একদিন 'পাত্র ও পাত্রী' বলিয়া একটি গল্প পড়িয়া শুনাইলেন। গল্পটিতে একশ্রেণীর মেয়ের সম্বন্ধে কিছু তীব্র মন্তব্য ছিল। পড়া শেষ হইলে আমাকে বলিলেন, 'সীতা, তোমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক remarks আছে, ওগুলো seriously নিয়ো না যেন।'" চলিত ভাষায় নায়কের জবানীতে লেখা গল্পটি পৌষ-সংখ্যা সবুজ পত্র [পৃ ৪৯৫-৫২০]-তে প্রকাশিত হয় [দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ৩৩৩-৪৯]। এর পর রবীন্দ্রনাথের 'কথিকা'-জাতীয় অণু-গল্পের যুগ আরম্ভ হয়— আকৃতি-প্রকৃতিতে 'পাত্র ও পাত্রী'-শ্রেণীর গল্প 'নামঞ্জুর গল্প' প্রকাশিত হয় অগ্র ১৩৩২-এ।

সীতা দেবী লিখেছেন : '৭ই ডিসেম্বর (শুক্র ২১ অগ্র] বিকালের ট্রেনে তিনি কলিকাতা গেলেন। — রবীন্দ্রনাথ খবর দিলেন যে, আগামী সোমবারে মন্টেগু সাহেব, লেডি চেম্স্‌ফোর্ড প্রভৃতি জোড়াসাঁকোয় ভারতীয় সংগীত শুনিতে আসিবেন, সুতরাং তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। দিনেন্দ্রনাথকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। ...সমরেশ [সিংহ), বুনী [প্রসূনকুমার সেন] প্রভৃতি কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলেও তাঁহাদের সঙ্গে গেল।'[১০৪]

কলকাতায় গিয়ে গানের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ২২ অগ্র [8 Dec] তাঁকে বালিগঞ্জে যেতে দেখি, 9 Dec [রবি ২৩ অগ্র] কালিদাস নাগ ডায়েরি[পৃ ১০৬]-তে লেখেন : 'বিকালে কবির বাড়ি rehearsal হল।' 10 Dec [সোম ২৪ অগ্র] তাঁর বিবরণ: 'জোড়াসাঁকো আসা গেল— আজ বেশ গান জমল — Lady Chelmsford ও Roberts দুজনেই খুব খুশি হলেন।' আশ্চর্য, তিনি মন্টেগুর প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকদিন কলকাতায় থাকেন। ২৬ অগ্র (বুধ 12 Dec] তিনি বিচিত্রা-য় 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটি পড়ে শোনান।

সীতা দেবী লিখেছেন : '১৩ই ডিসেম্বর কবি আবার শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলেন।' কিন্তু মুকুল দে এইদিনই রাত্রি ৯-৩৫-এ ডায়ারিতে লেখেন : 'এই মাত্র গুরুদেবের কাছ থেকে আসছি' ও তাঁর কিছু উপদেশের কথা লিপিবদ্ধ করেন; ক্যাশবহিতেও 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় বোলপুর গমন ব্যয়'-এর হিসাব পাওয়া যায় 14 Dec [শুক্র ২৮ অগ্র] তারিখে— সুতরাং এই তারিখটিকেই আমরা তাঁর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার তারিখ বলে গ্রহণ করতে পারি।

বিদেশিরা শান্তিনিকেতনে আসতে শুরু করেছিলেন অনেক আগে থেকে, অন্য প্রদেশবাসীরাও অল্প পরিমাণে হলেও আগে এসেছেন। এই সময় থেকে তার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এইরূপ কয়েকজন অতিথির খবর পাওয়া যায় হস্তলিখিত পত্রিকা পৌষ ১৩২৪-সংখ্যা বাগান-এর 'আশ্রমসংবাদ'-এ। ১লা পৌষ আসেন মধ্যপ্রদেশবাসী যমুনালালজি ও তাঁর সঙ্গীগণ, ৪ পৌষ আসেন পার্শি বণিক S.R. Bomanji। এঁরা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে কিছু অর্থসাহায্যও করেন। বোমানজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩]।

৭ পৌষ [শনি 22 Dec] শান্তিনিকেতনে সপ্তবিংশ বার্ষিক সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। কলকাতা থেকে এই উপলক্ষে অনেক অতিথি আসেন। 21 Dec কালিদাস নাগ ডায়েরিতে লিখেছেন : 'ইন্দুমতী ও নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরের train ধরলুম।' প্রাতে মন্দিরের উপাসনার বর্ণনা দিয়েছেন সীতা দেবী : "প্রথম গান হইল 'বিমল আনন্দে জাগো রে'। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী একলাই গানটি গাহিলেন। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন। অন্য গানগুলি দিনেন্দ্রনাথ ও ছেলেরা মিলিয়া করিলেন। উপাসনা আজ পূর্ণাঙ্গ হইল— উদ্‌বোধন, স্বাধ্যায় ও উপদেশ।"[১০৫] কালিদাস নাগ লেখেন : 'ভোরে কবির উপাসনা— মন ধুয়ে গেল— দুপুরে কবির কাছে নতুন অনুবাদ 'Crossing' পাঠ শোনা'। রবীন্দ্রনাথের মৌখিক উপাসনার অনুলেখন হয়নি, তাই কোথাও মুদ্রিতও হয়নি। *Crossing*-পাঠের আসরের বর্ণনা সীতা দেবীর গ্রন্থে বিস্তৃততর :

যে খাতাখানি হইতে পড়িতেছিলেন তাহার উপরে লেখা দেখিলাম Crossing, কিন্তু কবিতাগুলিকে মোটেই 'খেয়া'র কবিতা বলিয়া বোধ হইল না। কবিতা পড়ার মধ্যেই একদল মারাঠী, মান্দ্রাজী, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাও তাঁহাদের ভিতর দুই-চারিটি ছিলেন। ...কবি হিন্দী ভালো বলিতেন না। সুতরাং ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মারফতে মেয়েদের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইলেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা না বলিতে পারার জন্য। ...Manchester Guardian-এ পাঠাইবার জন্য তখন রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলি নবাগতদের পড়িয়া শুনাইলেন।'[১০৬]

সন্ধ্যাতেও মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। এটিরও কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায় না।

৮ পৌষ [রবি 23 Dec] সকালে উপাসনা হয় ছাতিমতলায়, মহর্ষির বেদির কাছে। গান ও উপাসনার পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বার্ষিক সভা হয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্বাধ্যক্ষের প্রতিবেদন পাঠের পর রবীন্দ্রনাথও ছোটো একটি বক্তৃতা দেন। "সভা-ভঙ্গের পর ছেলের দল, 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাহিতে গাহিতে সমস্ত আশ্রম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।"

রাত্রে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় হয় নিচুবাংলায়। সীতা দেবী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ দেখিতে আসিলেন এবং অভিনয়ের শেষে অভিনেত্রী এবং কর্মকত্রীদের অভিনন্দন জানাইলেন।'[১০৭]

৯ পৌষ [সোম 24 Dec] সকালে আশ্রমের পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্মরণসভা হয়। হয়তো এইদিনই রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন : 'ক্লান্ত আছি বলে কলকাতায় গেলুম না।'[১০৮]

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পরের দিন কলকাতায় যান। 26 Dec [বুধ ১১ পৌষ] ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বিশাল মণ্ডপে ৩২তম কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়। কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'কবি Congress-এ যোগ দিলেন। কবি, Mrs. Besant, তিলক, গান্ধী— অপূর্ব সমাবেশ। আমরা গানের দলে ছিলাম।' সভার প্রারম্ভে

দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবো মনাংসি জানতাম্' বেদমন্ত্রটি গীত হয়। এর পর গাওয়া হয় অমলা দাশের নেত্রীত্বে 'বন্দে মাতরম্'। সভার বর্ণনা দিয়ে সীতা দেবী লেখেন :

সামনেই সভাপতির মঞ্চ, তাহার উপরে দেশের যত জ্ঞানী ও গুণীর সমাগম হইয়াছে। একটু ভালো করিয়া তাকাইয়াই রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত, তাঁহাকে যেন ধূমাবরণে বেষ্টিত জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত দেখাইতেছিল। তখন ভাবিয়াছিলাম, আমি যদি চিত্রকর হইতাম তাহা হইলে তাঁহার এই মূর্তি আঁকিয়া রাখিতাম। পরে দেখিয়াছি যে সে ইচ্ছা দেশবিখ্যাত চিত্রকরের [গগনেন্দ্রনাথ] মনেও জাগিয়াছিল এবং সে ছবি তিনি আঁকিয়াও ছিলেন।...

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার India's Prayer পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিতা পাঠ করিলেন। তখনকার দিনে প্রতি সভাতেই এত microphone -এর আবির্ভাব দেখা যাইত না, কিন্তু কবির কণ্ঠস্বর মধুর অথচ তীব্র তূর্যনাদের মত সভার প্রত্যেক অংশ হইতেই শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই জনতার ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে যাইবামাত্রই সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির ও নীরব হইয়া গেল। কবিতা দুইটি পড়িয়া শুনাইতে তাঁহার মিনিট দুয়ের বেশি সময় লাগে নাই।[১০৯]

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির স্বাগত ভাষণের পর কংগ্রেস সভানেত্রী অ্যানি বেসান্ট তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। এদিনের অধিবেশন শেষ হয় 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি গেয়ে।

রবীন্দ্রনাথের 'India's Prayer' দুটি কবিতার সমষ্টি। প্রথম কবিতা 'Thou hast given us to live'-এর মধ্যে নৈবেদ্য-এর 'আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান' [৫৪-সংখ্যক], 'ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি' [৫৬-সংখ্যক] প্রভৃতি কবিতার ভাব লক্ষ্য করেও প্রবাসী-সম্পাদক লিখেছেন : 'কিন্তু ইংরেজী এই প্রথম প্রার্থনাটি কবির কোন বাংলা কবিতার অনুবাদ নহে। ইহা সময়োপযোগী নূতন রচনা।' দ্বিতীয় কবিতা 'Our voyage is begun, Captain, we bow to Thee!'-র সঙ্গে 'আমাদের যাত্রা হল শুরু, ওগো কর্ণধার' গানটির কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। 'India's Prayer' *The Modern Review* [Jan 1918/ 98]-তে মুদ্রিত হয় [দ্র *Poems*, No. 61,44]।

27 Dec [বৃহ ১২ পৌষ] য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে গান্ধীজির সভাপতিত্বে All India Social Service Conference হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জনতার উচ্ছৃঙ্খল আচরণে সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথেরও যাওয়ার কথা ছিল— কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার জন্য তাঁর যাওয়া হয়নি। 28 Dec তিনি অমল হোমকে লেখেন : 'রথী বৌমার কাছে কাল তোমাদের যজ্ঞভঙ্গের খবর আজ সকালে সবিস্তারে শুনলাম। ভাগ্যিস শরীরটা অপটু ছিল— নইলে বিপত্তি ঘটতো আর কি। তোমার নাকি লাঞ্ছনার অবধি ছিল না, শারীরিক দুর্গতিও কিছু ঘটেছে শুনচি। ডাক্তার মৈত্রের কী দশা?' অমল হোম লিখেছেন, 27 Dec-এর সভা পণ্ড হয়ে যাওয়ার 'দুইদিন পরে College Street Branch Y.M.C.A. হলে টিকিট লইয়া প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইলে অধিবেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।'[১১০] কিন্তু *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 14-এ জানানো হয়েছে, 30 Dec কংগ্রেসের প্যান্ডেলে ড প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটিতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

ঐ চিঠিরই পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'কংগ্রেসের রথীদের ডাকঘর দেখাবার খুব ইচ্ছা গগন অবনদের। অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তোমার কাজ আছে। এসো তোমার হাঙ্গামা চুকলেই।'[১১০]

ডাকঘর-এর এই বিশেষ অভিনয়ের কথা বহুপ্রচারিত, কিন্তু কোথাও তারিখের উল্লেখ নেই— যে-কটি সংবাদপত্র দেখা সম্ভব হয়েছে, তাতেও এর কোনো সংবাদ দেখা যায় না। সঠিক তারিখ পাওয়া গেছে কালিদাস নাগের ডায়েরি [পৃ ১০৯]-সূত্রে, 31 Dec [সোম ১৬ পৌষ] তিনি লিখেছেন : "সন্ধ্যা ৬টায়

meeting শেষ করে 'ডাকঘর' দেখতে এলুম। Besant, Gandhi, Malaviya প্রমুখ অনেকে ছিলেন, চমৎকার অভিনয় হল।'

রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে যে-কাজের কথা লিখেছিলেন, সেটি হল, টিলক ও মদনমোহন মালব্যের মাঝখানে বসে অভিনয়-বিষয়ে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে একই ভার দেওয়া হয় গান্ধীজি ও বেসান্টের মাঝখানে বসিয়ে। অমল হোম লিখেছেন :

মালবিয়াজী, মনে পড়ে, শেষের দিকে ভাববিগলিত হইয়াছিলেন; তাঁহার চক্ষু সজল হইয়াছিল। টিলক নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো— দৃষ্টি অভিনয়মঞ্চের উপর স্থিরনিবদ্ধ। মিসেস বেসান্ট অতীব আগ্রহে অভিনয় দেখিয়াছিলেন। শেষ দৃশ্যে সুধা যখন ফুল লইয়া আসিয়া বলিল— 'অমলকে বোলো সুধা তাকে ভোলে নি', তখন মিসেস বেসান্ট ডাক্তার মৈত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'What did she say?" দ্বিজেন্দ্রবাবু উত্তর দিলে মিসেস বেসান্ট বলিলেন, 'You have exactly the same idea in Browning's 'Evelyn Hope'." গান্ধিজী মনোযোগ-সহকারে অভিনয় দেখিয়াছিলেন— কোনো কথা বলেন নাই।[১১১]

তিনি লিখেছেন, অভিনয়ের পরে গান্ধিজী ও মালব্য চলে গেলেও, "টিলক ও মিসেস বেসান্ট 'বিচিত্রা'র হল-ঘরের পাশের একটি প্রকোষ্ঠে বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। মনে আছে, বিদায়কালে টিলক রবীন্দ্রনাথের অভিবাদন-যুক্তকর তাঁহার হাত দুইখানির মধ্যে লইয়া কপালে ঠেকাইলেন।"

গান্ধীজি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন 16 Jan বিহারের মতিহারি থেকে সুশীলকুমার রুদ্রকে লেখা চিঠিতে :

I had a nice time of it in Calcutta, but not in the Congress Pandal. It was all outside the pandal. I was enraptured to witness the "Post Office" performed by the Poet and his company. Even I dictate this, I seem to hear the exquisitely sweet voice of the Poet and the equally exquisite acting on the part of the sick boy. Bengali music has for me a charm all its own. I did not have enough of it, but what I did have had a most soothing effect upon my nerves which are otherwise always on trial.[১১১ক]

সম্ভবত এই অভিনয়েরই দর্শক ছিলেন C. Jinaraja Dasa, তিনি সাপ্তাহিক *New India* [12 Jan 1918]-য় 'The Future of Indian Drama' প্রবন্ধে লেখেন : 'Those of us at Calcutta during Congress week who saw Tagore's play The Post Office will certainly never forget it. ...To see a Tagore play, staged by Tagore in his own private theatre and to see Tagore himself act in it, was indeed revelation to those that had the privilege.' তিনি একটি যবনিকার বর্ণনা করেছেন, যা অন্যত্র উল্লিখিত হয়নি : 'at the end of the room a drop-scene of black within the middle of it a red sun and across it lotuses and a lotus leaf; and then over the drop scene the straw-thatched edge to represent a village dwelling.'

4 Jan 1918 [শুক্র ২০ পৌষ] ডাকঘর-এর শেষ অভিনয় হয়; ইংরেজিতে মুদ্রিত একটি অভিনয়পত্রী থেকে তথ্যটি জানা যায় : "Post Office"/ Synopsis of the play as staged/ at the "Bichitra"/ 4th January 1918। অভিনেতাদের তালিকায় কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর্দা, প্রহরী ও ভিক্ষুকের ভূমিকায় অভিনয় করেন; ভিক্ষুকের সঙ্গীরা ['Beggar's Companions'] হলেন দিনেন্দ্রনাথ,

সৌম্যেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ গাঙুলি; দইওয়ালা সাজেন সন্তোষকুমার মিত্র, রাজদূত হন নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যান্য চরিত্রাভিনেতার বদল হয়নি।

3 Jan [বৃহ ১৯ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দিনলিপি'-তে লিখেছেন : 'আজ রবিবাবু আমাদের হোস্টেলে [কেশব সেন স্ট্রিটে অবস্থিত Y.M.C.A. Hostel] এসেছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে ছাত্রদের একটি সভা হল। এই সভাটি ছাত্রদের পরস্পরকে সাহায্য করবার সভা। কয়েকটি ছাত্রের উদ্যমে এর জন্ম।'[১১২]

ডাকঘর অভিনয়ের দুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যান— ২২ পৌষ [রবি 6 Jan] ক্যাশবহিতে 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন ব্যয়' হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে, 'অনঙ্গবাবু, গোপী ও ঠাকুর' তাঁর সঙ্গী হন; তৃতীয় শ্রেণীর আরও চারটি টিকিটের ব্যয় সম্ভবত চারজন ছাত্রের সঙ্গী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, অন্তত আশামুকুলকে তো বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল।

কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের মন ছাত্র পড়ানোয় ও নৈষ্কর্ম্যে মগ্ন হতে চেয়েছে। ২৬ পৌষ [বৃহ 10 Jan] তিনি অমিয় চক্রবর্তী ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে যে-দুটি চিঠি লেখেন, তাদের মধ্যে এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের এখনকার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে লেখেন : 'এখন এতদিনকার সংসারটা আলগা হয়ে আমার কাছ থেকে পিছিয়ে পড়েছে অথচ সংসারের অতীত যে একটি আত্মার আশ্রয় আছে সেটাকেও সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরা যাচ্চে না। নিজের প্রকৃতির মধ্যে এই দ্বিধা বিচ্ছিন্নতার ব্যথা খুব অসহ্য করেই অনুভব করছি কিন্তু তাই বলে তার কাছে হার মানব কেন? পেরিয়ে যাবই। শক্তি আছে বলেই ব্যথা পাচ্চি— এবং শক্তি আছে বলেই সে বাধা অতিক্রম করেই যাব।'[১১৩] রামানন্দকে লিখেছেন :

> আপনি গল্প চান কিন্তু মনে ত হয় আমার বড় গল্প লেখবার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আসল কথা, ক্লান্তিতে আজকাল মনটা যেন ঝুঁকে পড়েচে। ইচ্ছা করচে কলমের গোলামী সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এখানে ছেলেদের ক্লাশে মাষ্টারিতে ভর্ত্তি হই। দুটো ক্লাশ পড়াতে শুরু করেচি— বেশ ভাল লাগছে। সন্ধ্যার সময় মানুষের ঘরে ফেরবার সময় আসে— তখন বড় সংসারের কাজ আর চলে না। ছোট ছেলেদের মধ্যে আমি সেই ঘরটুকু পাই। আর ত পাব্লিকের হাটে কারবার করতে একেবারেই ভাল লাগে না।[১১৪]

কিন্তু এই কারবার না করে তিনি থাকতে পারেননি। একই দিনে তাঁর গ্রামোন্নয়ন-কর্মের অন্যতম সহায়ক অতুলচন্দ্র সেনের স্ত্রী কিরণবালাকে লেখেন : 'তোমার স্বামীর অন্তরায়ণ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। কি কারণে তাঁহার এই বিপত্তি ঘটিল তাহা কিছুই জানি না। এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদের নিকট আমি পত্র লিখিয়াছি। তাহার কোনো ফল হইবে কি না তাহা বলা যায় না। তোমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছ ভগবান তোমাদের সেই দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করুন এই কামনা করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করিবার নাই।'[১১৫]

অন্তরায়ণের বিরুদ্ধে তিনি ইতিপূর্বে 'কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম' এবং 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, পৌষ-উৎসবের আগেই লেখেন 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' [দ্র প্রবাসী, মাঘ। ৩২৫-৩০; কালান্তর ২৪। ৩৯২-৪০১]। প্রবন্ধটি রচনার সময় আমরা নির্ধারণ করেছি সীতা দেবী-প্রদত্ত একটি তথ্যের ভিত্তিতে। ৭ পৌষের ঘটনাবলির বিবরণে তিনি লিখেছিলেন, ভিন্ন প্রদেশবাসী কিছু নরনারীর কাছে রবীন্দ্রনাথ *Manchester Guardian*-এ পাঠানোর জন্য লেখা একটি প্রবন্ধ ও কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন— প্রবন্ধটি উক্ত পত্রিকায় 28 Mar 1918 [p.37]-সংখ্যায় 'The Meeting of the East and the West' নামে মুদ্রিত হয়। এটি

'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধেরই ইংরেজি অনুবাদ। পরে এটি *The Living Age* [25 May 1918/ 477-80] ও *The Modern Review* [June 1918/ 655-57] পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়।

প্রবন্ধটি অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে অন্তরায়ণ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেনি, কিন্তু এই সমস্যার মূলে পাশ্চাত্য জাতির যে দৃষ্টিভঙ্গি তার কঠোর সমালোচনা আছে : 'আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে ভ্রমন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সঙ্গীত নাই যে শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়।'

কিন্তু এই সমস্যা ও এইসব আলোচনা এতদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে মোটামুটি তাত্ত্বিকস্তরে আবদ্ধ ছিল। শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র সেনের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের অন্তরীণাদেশ ও তজ্জনিত কষ্টভোগ বিষয়ে তাঁর চিঠিপত্রে যোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং তা নিয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকারও দাবি করছিলেন— কিন্তু এবার সমস্যাটি চলে এল তাঁর আশ্রমের অন্তঃপুরে। 11 Jan 1918 [শুক্র ২৭ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ একটি বিবৃতি [সম্ভবত ইংরেজিতে] প্রচার করেন :

গত ২০ ডিসেম্বর তারিখে শান্তি-নিকেতনের ষোড়শবর্ষ বয়স্ক ছাত্র অনাথবন্ধু চৌধুরী বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় ক্ষোভে আশ্রম হইতে পলাইয়া যায়। সে আট বৎসর শান্তি-নিকেতনে অধ্যয়ন করিতেছে। পরদিন প্রাতেই পুলিস ভাগলপুরে তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং ভারতরক্ষা আইনের বিধানে তাহাকে এখনও কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অনাথের পিতার আবেদন এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমার তারেও তাহার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই ব্যাপার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয়— পুলিস অনাথের আটক সম্বন্ধে কোন সংবাদ আশ্রমে আমাদিগকে দেয় নাই। অনাথের পিতাকে যে তাহাকে ভবিষ্যতে বিশেষ সতর্কভাবে রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে অপরাধী ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ষোড়শবর্ষমাত্র বয়স্ক একটি বালককে দণ্ড দিতে বিলম্ব করা হয় নাই, অথচ দণ্ডদানের কারণ গোপন রাখা হইয়াছে। আমরা উৎকণ্ঠিতচিত্তে একটা গল্প প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; কিন্তু গল্প রচিত হইতে এবং বালকটির মুক্তি লাভ করিতে যে বিলম্ব হয়, তাহা নিষ্ঠুর। যদি আমাদিগের শাসকগণের তাহাই বিধান হয়— তবে আমরা কাহারও নিকট কৈফিয়তের বা প্রতীকারের [য] দাবী না করিয়া আমাদিগের অভিযোগ আমরাই সহ্য করিব; কিন্তু আমাদিগকে যখন এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে বলা হয়, তখন অদৃষ্টে নির্ভর করিবার যে ভাব প্রাচীতে আমরা অনুশীলন করি, তাহাতেও আমরা অবিচলিত থাকিতে পারি না।[১১৬]

অনাথবন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগটি উল্লেখ করেছেন ড জটাশঙ্কর ঝা : 'Was reported to have gone to Bhagalpur with the intention of assassinating a local C.I.D. officer.'[১১৭]

এরই মধ্যে তার কাছে এসে পৌঁছয় হুগলীর অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের বন্দীদশায় মরণোন্মুখ অবস্থার খবর। সেই সময়ে চিকিৎসকের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের বই পড়া বা চিঠি লেখা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 18 Feb 1918 [৬ ফাল্গুন] বাংলার গবর্নরের একান্ত সচিব গুরলেকে লিখলেন :

When I wrote to you last I thought it would be of no loss to anybody in the world if I gave up my attempt at rectifying wrongs and stuck to literature. But occasions come when to remain in the shelter of one's own special vocation, becomes a crying shame. And a particularly harrowing account of the helpless condition of a state prisoner having come to my notice from a trustworthy source, I am compelled to write to you again. The case is that of Jyotishchandra Ghose of Hooghly who is in the Berhampur Lunatic Asylum.

I am informed that he lies motionless on his back day and night in an unconscious condition, his look vacant, jaws firmly set, legs rigid and crouched, probably paralysed. He can neither open his mouth nor speak and does not respond to any outside stimulus, however

strong. It is said that he has been in this condition for the last six months or so and that during that period or longer, he has been artificially fed. The force applied for this purpose does not rouse him to a least sign of consciousness and the only thing which shows that he is alive, is that he breathes.

After repeated and unaccountable refusals one of his relatives was given permission to see Jyotish at last. I do not wish to discuss what suspicions our people entertain about such cases as this, though those suspicions, whether legitimate or not, should never be ignored. But in the name of humanity I would appeal to His Excellency the Governor of Bengal to look into the case personally and not be satisfied with any report from subordinate functionaries, medical or ordinary. For the sake of humanity I would also urge that the prisoner's mother should now have the consolation of nursing her son in her own house, or if that cannot be, in any other place chosen by the Government where he can have the best possible medical treatment.[১১৮]

—এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি— স্বয়ং গবর্নরের হস্তক্ষেপে জ্যোতিষচন্দ্র সুচিকিৎসা লাভ করেছিলেন।

অন্তরীণদের সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন গুরুত্বসহকারে ভাবছেন বলেই হয়তো তাঁকে পরবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত করা হয়। তথ্যটি আমরা পেয়েছি H. N. Mitra-সম্পাদিত *The Indian Annual Register, 1919*, Vol. I [p. 3] থেকে : 'Bengal Provincial Conference Reception Committee met at Chinsura [on 24 Feb 1918] under the Chairmanship of Hon. Mohendra Ch. Mitra. Sir R. N. Tagore unanimously elected president of the Conference to be held on 29th and 30th March.' কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে, হয়তো অসুস্থতার জন্যই, রবীন্দ্রনাথ এই পদ গ্রহণে সম্মতি দেননি। অতঃপর তাঁর পরিবর্তে অখিলচন্দ্র দত্তকে সভাপতি মনোনীত করা হয়েছিল।

অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশসূচি এখানে দেওয়া হল :

প্রবাসী, অগ্র ১৩২৪ [১৭/২/২]

১২১-৩৪ 'ছোট ও বড়' দ্র কালান্তর ২৪। ২৭২-৯৩

১৩৫-৩৬ 'স্বরলিপি' ['আমি চঞ্চল হে'] দ্র গীত ২। ৫৭১-৭২; স্বর ৩৬

গানটির স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ।

The Modern Review, December 1917 [Vol. XXII, No. 6] :

593-604 'The Small and the Great'

604 'Note by the Author'

637-39 'In the Night' দ্র *Broken Ties and the Other Stories*

666 'To India'

'The Small and the Great' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধের অনুবাদ। আগেই বলা হয়েছে, লর্ড রোনাল্ড্‌শে-র কটাক্ষের প্রতিবাদে প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ একটি সংক্ষিপ্ত টীকা যোগ করেন। 'In the Night' 'নিশীথে' গল্পটির পিয়র্সন-কৃত অনুবাদ, 'with the Help and Revision of the Author'. নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের 'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি' [৯৪-সংখ্যক] কবিতাটি পিয়র্সন ও W.W. Speight 'To India' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪ [১৭/২/৩] :

২৩০ 'আবাহন' ['মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন'] দ্র গীত ১। ২৫৩; স্বর ১৬

১৮ অগ্রহায়ণ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে রচিত গানটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৪ [৫/৫-৬] :

২১৮-১৯ তরীতে পা দিইনি দ্র স্বর ১৬

২১৯-২০ ওরে আমার হৃদয় আমার দ্র স্বর ১৬

২২০-২১ আলোকের এই ঝরনা ধারায় দ্র স্বর ১৬

২২২ কেন তোমরা আমায় ডাক দ্র স্বর ৪১

২২৭-২৮ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ নমি নমি ভারতী দ্র স্বর ৪৯

২৩২-৩৩ ঐ/ শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা দ্র স্বর ৪৯

প্রথম তিনটি গান গীতপঞ্চাশিকা [১৩২৫]-য় মুদ্রিত হয়েছে দেখে মনে হয়, এগুলির স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ— পরের গানটির স্বরলিপিও সম্ভবত তাঁরই করা।

সবুজ পত্র, পৌষ ১৩২৪ [৪/৯] :

৪৯৫-৫২০'পাত্র ও পাত্রী' দ্র গল্পগুচ্ছ ২৩। ৩৩৩-৪৯

The Modern Review, January 1918 [Vol. XXIII, No. 1]:

22 'Autumn'

65-69 'At Home and Outside'

সুরেন্দ্রনাথ-কৃত ঘরে-বাইরে-র অনুবাদ এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে Dec 1918-সংখ্যায় শেষ হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাম হয় *The Home and the World* [1919]। 'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে' [দ্র নৈবেদ্য ৮। ২৫-২৬] কবিতাটি 'Autumn' নামে অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ ও পিয়র্সন যুগ্মভাবে।

প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪ [১৭/২/৪] :

৩২৫-৩০ 'স্বাধিকার-প্রমত্তঃ' দ্র কালান্তর ২৪। ৩৯২-৪০৯

৩৩১ 'বাণী'/ (বাউলের সুর)/ 'বল, বল, বন্ধু বল, তিনি তোমার কানে কানে' দ্র গীত ৩। ৮৫৫

এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 27 Jan [১৫ মাঘ] রেভারেন্ড টমসনকে লেখেন : 'I have not written any poem for a long time excepting a little song which is a translation of an English poem I sent to you in Darjeeling ['Speak to me, my friend, of him']. It came to me quite

spontaneously while humming a tune.'[১১৯] এর পর তিনি বাংলা গানটি লিখে দেন। মাঘ-সংখ্যায় গানটির প্রকাশ দেখে মনে হয়, এটি কিছুকাল পূর্বে, 1 Jan 1918-এর আগে লেখা— কেননা, পাণ্ডুলিপিতে [Ms.111] 1 Jan-এ লেখা 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' গানটির পূর্বে এটি লিখিত হয়েছিল। গানটি গীতপঞ্চাশিকা [আশ্বিন ১৩২৫]-তে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু এর স্বরলিপি প্রকাশিত হয়নি।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাঘ ১৩২৪ [৯/২/৬] :

৫৮৫ 'ভিক্ষা' ['আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই'] দ্র গীত ১। ১৪৪-৪৫;স্বর ১৬।

সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২৪ [8/১০]

৬০৮-১৩ 'তোতা কাহিনী' দ্র লিপিকা ২৬। ১৩২-৩৫

কথিকাটির রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারকল্পে গঠিত য়ুনিভার্সিটি কমিশনের কার্যাবলি নিঃসন্দেহে এই ব্যঙ্গকাহিনীর পটভূমি রচনা করেছে।

The Modern Review, February 1918 [Vol. XXIII, No. 2):

121 'Victory to Thee, Builder's of India's Destiny'

200-06 'At Home and Outside'

প্রথম রচনাটি 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথের শরীর এইসময়ে খুবই খারাপ, সম্ভবত সেইজন্যেই ২ মাঘ [মঙ্গল 15 Jan] তিনি কলকাতায় চলে আসেন— 'পূজনীয় কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর হইতে আসা কালে মালপত্রাদি আনার গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

আসার পরের দিন ৩ মাঘ [বুধ 16 Jan] তিনি বিচিত্রা-য় 'সাহিত্যপাঠ' করেন। এই সময়ে তাঁর লেখা 'সাহিত্য'-বিষয়ে কোনো লেখার কথা জানা যায় না, তবে কি তিনি 'তোতা কাহিনী' কথিকাটিই এই আসরে পাঠ করেছিলেন?

ইতিপূর্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করছিলেন। এবারে চিকিৎসকের পরিবর্তন হয়েছে। ৪ মাঘ ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায় : 'বঃ Dr. D.N. Dey দঃ শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবুকে দেখিতে আসার ভিজিট ১৬৲ / Dr. S. Choudhury সাহেবের ৪ঠা মাঘ আসা যাওয়ার ...২।।°রাত্রে পুনরায় ডাক্তারের আসাযাওয়ার গাড়িভাড়া ৫৲'—এই হিসাব তাঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতির ইঙ্গিত দেয়। পরের দিনও এই দুজন ডাক্তারের আসার হিসাব পাওয়া যায়। দুর্বলতাই ছিল এই অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ। সেই কারণে ডাক্তারেরা তাঁর লেখা-পড়া সম্পর্কে নিষেধ জারি করেন। 24 Jan (বৃহ ১১ মাঘ] তিনি সেই কথাই লিখেছিলেন সুশিলকুমার রুদ্রকে : 'the sentence of internment has been passed upon me by the medical authority and I am not allowed to carry on correspondence for some time. Of course this letter is an infringement of that order. My doctor has declared that I am suffering from mental fatigue, so I am in that happy state when my conscientious objection to work of all kinds will be considered as

valid.'[১২০] এই সময়ের অনেক চিঠিতেই এই ধরনের কথা আছে। কিন্তু তাই বলে তিনি নিষেধ মেনে চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করে বসে ছিলেন, একথা ভাবা ঠিক হবে না।

কলকাতায় মাঘোৎসবের প্রাক্কালে তিনি উৎসবে যোগ না দিয়ে ৯ মাঘ [মঙ্গল 22 Jan] শান্তিনিকেতনে চলে যান। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কৈফিয়ৎ দেয় :

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে গত কয়েক বৎসর হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মনাম করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিত, কিন্তু গত বৎসরে তাহারা কলিকাতায় আসিবার পর তাহাদের মধ্যে দুএকজন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় এবার তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের কলিকাতায় আসা সম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ উৎসবের তিন চারি দিন পূর্ব্বে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলেও বোলপুরের ছাত্রগণকে লইয়া শান্তিনিকেতনে উৎসব করিবার জন্য দুর্ব্বল দেহেই তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন।[১২১]

১১ মাঘ [বৃহ 24 Jan] শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসব অনুষ্ঠানের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এইদিনে লিখিত রবীন্দ্রনাথের দুটি মূল্যবান চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি লেখা হয় মোতিহারিতে আন্দোলন-রত গান্ধীজির উদ্দেশে : 'I can only answer in the affirmative the questions you have sent to me from Motihari. Of course Hindi is the only possible National language for interprovincial intercourse in India. But about its introduction at the Congress I think we cannot enforce it for a long time to come.'[১২২] —গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এটি। শান্তিনিকেতন আশ্রমে গান্ধীজি যে স্বাবলম্বনের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে তার বিরোধিতা করেননি— কিন্তু তাঁর শিক্ষাদর্শ এই রীতিকে সমর্থন করেনি, ফলে কয়েকমাসের মধ্যেই আশ্রম তার পুরোনো পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করে। বর্তমান ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা গান্ধীজি হিন্দির মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে চাইছিলেন; রবীন্দ্রনাথ যদিও স্থানীয় রাজনৈতিক আসরে বাংলাভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, তবু বহুভাষী বৃহত্তর ভারতের কথা ভেবে তিনি কংগ্রেস-মঞ্চে হিন্দি চালু করার বিপক্ষতা করেছেন।

এইদিন আর-একটি চিঠি তিনি লেখেন আমেরিকান প্রকাশক জর্জ ব্রেটকে। *Gitanjali and Fruit Gathering*-এর সচিত্র সংস্করণের জন্য ৩১টি ছবি পাঠানোর কথা জানিয়ে তিনি লেখেন : 'It has given me great pleasure to learn the opinion of Mrs. Winston Churchill about my book Sadhana. It is the best reward for an author o know that his writings have a value for his readers not merely because of their literary merits, but because they are helpful for the intimate purposes of life.'[১২৩] গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের অন্তঃপুরে উদারতার এই সহাবস্থান কৌতূহলজনক।

এর মধ্যে আনা তড়খড়ের ছোটো বোন মানকের [Manak] কাছ থেকে চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 29 Jan [মঙ্গল ১৬ মাঘ] একটি স্মৃতিমেদুর উত্তর প্রেরণ করেন :

It is nice of you to write to me as you have done. Your voice belongs to that little world of familiar faces in a city of strangers where I took my shelter when I was seventeen and where you were just emerging from your nebulous stage of indistinctness. I have often thought of you and have tried to gather information about how you are doing. The other day

when I accepted an invitation to come to Bombay I hoped to see you and talk to you of the old days spent under your father's roof.[১২৩]

চিঠির ভাবে মনে হয়, এর আগেও তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল।

অ্যানি বেসান্টের সহযোগী George S. Arundale National Education Week-এর জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি কবিতা চেয়ে পাঠান। প্রত্যুত্তরে তিনি 31 Jan [বৃহ ১৮ মাঘ] তাঁকে একটি কবিতা প্রেরণ করেন : 'The Lamp is trimmed. Comrades, bring your own fire to light it.' একই দিনে কবিতাটি James H. Cousinsকে পাঠিয়ে লেখেন : 'I send this to ask you if it is at all suitable for the occasion. If you do not think it is, please reject it without the least hesitation.' এইরূপ বিনয় রবীন্দ্রনাথের পত্রে খুবই সুলভ।

কবিতাটি Ms.111-এর 127 পৃষ্ঠায় লিখিত। এর আগের কয়েকটি পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে রূপান্তরিত পাঁচটি কবিতা ও ৬টি গান লেখা হয়েছে— আমাদের অনুমান এগুলি 1 Jan [১৭ পৌষ] থেকে 31 Jan [১৮ মাঘ]-এর মধ্যে লিখিত, 115 পৃষ্ঠায় 1 Jan-এ লেখা 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' গানটি লেখা হয়।

P.117-এ লেখা হয়েছে চারটি ইংরেজি কবিতা : '1 There sounded a voice in India's forest', '2 The time is loud today and crowded'; '3 Don your white robe, my brothers' এবং '4 Let me lay my heart at the feet of those'। এই চারটি স্তবক একটি কবিতা হিসেবে *The Manchester Guardian* [28 Mar 1918]-এ আরও তিনটি কবিতার সঙ্গে ছাপা হয়। এদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ কবিতাগুলি যথাক্রমে নৈবেদ্য-এর 'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর' [৫৭-সংখ্যক], 'কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী' [৯৩] ও 'তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়' [৭৯] কবিতার ভাব অনুসরণ করেছে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় কবিতাটির সদৃশ কোনো মূল আমরা খুঁজে পাইনি। পাণ্ডুলিপির অন্য কবিতাগুলি হল :

পৃ 119 'Thou hast given us to live. Let us uphold this honour'— এটিও উক্ত কাব্যের ৫৪-সংখ্যক কবিতা 'আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান'-এর ভাব অনুসরণ করেছে।

পৃ 121 'জাগরণে যায় বিভাবরী' দ্র গীত ২। ৩৮৭, স্বর ১৬

পৃ 123 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক' দ্র গীত ২। ৫৭২, স্বর ২৬

পৃ 124 'ওহে সুন্দর মরি মরি' দ্র গীত ১। ২০৯, স্বর ১৬

পৃ 125 'অলকে কুসুম না দিয়ো' দ্র গীত ২। ৩২০, স্বর ৩৩

পৃ 126 'আকাশ হতে আকাশ পথে হাজার স্রোতে' দ্র গীত ২। ৫৫৯-৬০, স্বর ১৬

'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' দ্র গীত ২। ৫৬৮-৬৯, স্বর ১৬

এর পরের পৃষ্ঠাতেই 31 Jan 'The lamp is trimmed' কবিতাটি লিখিত হয়। এদের মধ্যে 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক' ও 'অলকে কুসুম না দিয়ো' গান-দুটি বহু পূর্বে ভারতী [১৩০৭-০৮]-তে প্রকাশিত 'চিরকুমার সভা' নাটকের জন্য লেখা হয়েছিল, বলা শক্ত এদুটি কেন আবার এই পাণ্ডুলিপিতে কপি করা হয়।

28 Aug [১২ ভাদ্র] রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমূরকে লিখেছিলেন : 'My cousin Gaganendra is publishing a series of caricatures that are falling like bombshell in the reactionary camps and

we are going to follow up by giving a public performance of অচলায়তন।' হয়তো এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে' নবরূপ দেবার আয়োজন শুরু করেন। উল্লেখ্য, এর কিছুদিন আগেই তিনি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ লিখে সভায় পাঠ করেন। বর্তমান সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'জীবনী-লেখক তখন কলিকাতায় থাকেন, কবি তাঁহাকে বইখানি ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ছাপাইবার জন্য দেন। পরে লেখেন : "কল্যাণীয়েষু, অচলায়তনের যেখানে-যেখানে 'শোনপাংশু' আছে সেই-সেই জায়গায় তার বদলে 'যূনক' বসাতে বলে দিও।'[১২৪] ২০ মাঘ [শনি 2 Feb] তাঁর ভাই সুহৃৎকুমারকে লিখেছেন : 'তোর দাদাকে বলিস্ খুব সম্ভব ছাপা এবং কাগজের দাম ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হৌসের তরফ থেকে মণিলাল দেবেন। যদি তিনি না দেন তাহলে রথীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। তিনি যেন রথীর সঙ্গে দেখা করে ঠিক করেন।'[১২৫] *4 Feb রথীন্দ্রনাথকেও লেখেন : "অচলায়তন সংক্ষিপ্ত করে 'গুরু' নাম দিয়ে রামানন্দবাবুর ওখানে ছাপতে দিয়েছি। ...তার কাগজের দাম চাচ্চেন। মণিলালকে জিজ্ঞাসা করিস্ ওটা যদি পাব্লিশিং হৌস থেকে প্রকাশ হয় তাহলে ওর খরচের ভার যেন নেন্— নইলে আমার টাকা থেকে দিস্।'[১২৬] ৩০ মাঘ [12 Feb] তাঁকে তাগিদ দিয়েছেন : 'অচলায়তনের Acting Edition ছাপতে দিয়েছি। কিন্তু দুফর্ম্মা হয়ে ছাপা অনেক দিন বন্ধ আছে। প্রভাতকে তাগিদ দিস্।'[১২৭] অতঃপর *14 Feb [বৃহ ২ ফাল্গুন] তাঁকেই লিখলেন :

> অচলায়তনের [গুরু] শেষ প্রুফ আজ পাঠালুম। প্রভাতকে দিয়ে ওর গোটাকতক প্রুফের ফাইল আনিয়ে তোরা দেখে রাখ্‌তে পারিস। এখন ওটা অভিনয় করা খুবই সহজ হবে। এখন আমি যোগ দিতে না পারলেও অজিত অনায়াসেই পঞ্চকের পার্ট করতে পারবে।...
>
> প্রভাতকে বলে দিস্ "গুরু"[র] একটা ছোট ভূমিকা লিখে দিলুম— সেটার জন্যে আবার যেন আমার কাছে প্রুফ না পাঠান হয়। প্রভাত নিজেই সেটা দেখে ছাপবার অর্ডর দিলে চলবে। সেটা লাইন তিনেক মাত্র। চার ফর্ম্মা বইয়ের কত মূল্য হওয়া দরকার মণিলালকে জানিয়ে ঠিক করে দিস্।[১২৮]

'১লা ফাল্গুন/ ১৩২৪' তারিখ-চিহ্নিত 'ভূমিকা'টি হল : 'সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি/ "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।'

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র : **গুরু/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ মূল্য ছয় আনা।**

[পরপৃষ্ঠায় :] ব্রাহ্মমিশন প্রেস/ ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে/ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।/ প্রকাশক/ শ্রীপ্রিয়নাথ দাসগুপ্ত/ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪+৫১।

অচলায়তন-এর ৬টি দৃশ্য গুরু-তে ৪টি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রভবনে গুরু-র পাণ্ডুলিপি CMs. 230] আছে। এতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণ অচলায়তন-এর একটি মুদ্রিত কপি নিয়ে গ্রহণ-বর্জন ও প্রয়োজনে সাদা পাতা জুড়ে গুরু-র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। প্রথম দৃশ্যের সূচনাতেই তিনি সাদা পাতায় [৪ পৃষ্ঠা] সংযোজন করেন। বইয়ের কিছু পাতা ছিঁড়ে অন্যত্র জুড়েও কোনো-কোনো দৃশ্য প্রস্তুত করা হয়েছে। 'শোনপাংশু' নামটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, মুদ্রণের সময়ে তাঁর নির্দেশে 'যুনক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনটি করেছিলেন, বলা শক্ত। হয়তো 'যবন' শব্দের তাৎপর্যটি তিনি এই নামের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর *14 Feb-এর চিঠি থেকে সহজেই বোঝা যায়, বিচিত্রা-য় অভিনয় করার উদ্দেশ্যে তিনি নাটকটির এই নূতন 'অভিনয়যোগ্য' 'লঘুতর' সংস্করণটি রচনা করেন। সীতা দেবী লিখেছেন : '[21 Feb-এর পরে] শুনিলাম বেলা দেবী কিছু ভালো আছেন, কলিকাতায় 'অচলায়তন' ['গুরু'] অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে।'[১২৯] অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ অভিনেতাদের সম্ভাব্য তালিকাও প্রস্তুত করেন। 'গুরু'র পাণ্ডুলিপিতে [Ms 230] আখ্যাপত্রের পৃষ্ঠায় তিনি পেনসিলে লেখেন : 'পঞ্চক আমি/ মহাপঞ্চক অবন/ আচার্য্য XগগনX রথী/ উপাধ্যায় অসিত/ গুরু গগন/ সুভদ্র নেপু কিম্বা গবা কিম্বা খুকী/ উপাচার্য্য মণিলাল/ হিরন্ময় সমর নবু অজিত যামিনীর ছেলে সুকুমার কালিদাস প্রশান্ত ছোটকু খোদন'। কিন্তু সেই অভিনয় হয়নি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আয়োজন শুরু হওয়ায় অভিনয়ের সংকল্প পরিত্যক্ত হয়।

অসুস্থতার কারণে লেখাপড়া না করার নির্দেশ ছিল চিকিৎসকদের, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নানা ছলে সেই নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করেছেন। 27 Jan [১৪ মাঘ] এডোয়ার্ড টমসনকে লিখেছেন : '...the doctors advise me to take rest. But doing nothing is not at all restful and therefore I am thinking of translating paragraphs from my Shanti Niketan papers. They will help me in diverting my thoughts into the inner world of truth with which they deal.'[১৩০] এইরূপই একটি অনুবাদ তিনি 27 Jul 1918 J.D. Anderson-কে প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত *Though Relics* [1921] গ্রন্থে এগুলি সংকলিত হয়।

অনুবাদের কাজ রবীন্দ্রনাথ অব্যাহত রাখলেও, তাঁর অনুবাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে-সব সমালোচনা হচ্ছিল তার সম্পর্কে তিনিও অবহিত ছিলেন। সমালোচনার প্রকৃতি ও সে বিষয়ে তাঁর মনোভাব জানা যায় 4 Feb [সোম ২২ মাঘ] James H. Cousinsকে লেখা একটি চিঠি থেকে :

As I am not allowed to tax my mind with attempts at original composition I try to translate some of my Bengali writings into English to lighten the burden of unmitigated leisure. I have been told by some of my critics that my English is not modern and therefore it sounds strangely remote and inadequate to the present-day readers. As I have no conscious choice in my English style, never having the advantage of an analytical training in the acquirement of your language, I cannot judge my own performance in English. I am not even sure of my grammar, and I have no doubt that I make absurd mistakes in English which would be tragic in a University Examination paper. Of course, I know that a mere absence of mistakes is not vital in literature, being aware that my own Bengali is only too often incorrect from the schoolmaster's point of view, Yet your language being foreign to me I cannot fully trust my instinct about the atmosphere of the words I use and I am still more uncertain whether my ideas assume their aspect of truth to an English reader of an average receptivity of mind.[১৩১]

এইজন্যই Cousinsএর মতামত চেয়ে তিনি পত্রের সঙ্গে 'চঞ্চলা' [বলাকা ১২। ২০-২৩] কবিতার একটি ইংরেজি রূপান্তর প্রেরণ করেন : 'Darkly rollest on, thou unseen water of Existence...'। এই পর্বে অনুবাদ নিয়ে তাঁর অসন্তোষের উদাহরণ পাণ্ডুলিপিতে সুপ্রচুর, এই অনুবাদটিরও একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রেরণ করলেন 20 Feb (৮ ফাল্গুন] তারিখে। কাজিন্সের মন্তব্য জেনে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন 5 Mar [২১ ফাল্গুন]-এর পত্রে; তাঁকে লিখলেন : 'About the Englishness of my English I have to be careful as the language is not mine own but about ideas, I think, it is best to have a definitely independent attitude of mind. For instance if for the sake of my average readers I define the External Runaway giving it a name, such as, Life, then it would be like killing a butterfly to pin it into its Latin name.' *The Fugitive* [1921] গ্রন্থে উক্ত কবিতার একটি পুনঃসংস্কৃত রূপ মুদ্রিত হয়।

কলকাতায় মাঘোৎসবে যোগ দিয়ে সীতা দেবী শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন 'বোধ হয় ৮ই ফেব্রুয়ারি' [শুক্র ২৬ মাঘ]। পরদিন বিকেলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পান। তিনি লিখেছেন :

বেলা দেবীর অসুখ তখন অত্যন্ত বাড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথকে সর্বদাই বড় ক্লিষ্ট দেখাইত, কিন্তু তাঁহার নির্দিষ্ট কাজ যাহা ছিল তাহার কখনও এক চুল এদিক-ওদিক হইত না। সেই রাত্রেই দিনুবাবুর বারান্দায় বসিয়া 'বলাকা' পড়িয়া শুনাইলেন, গানও হইল।...

আমরা এবার শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পর দিন-দুই সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে 'বলাকা'র কবিতা শুনিলাম। তাহার পর তিনি গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিনরাত গানের স্রোত বহিতে লাগিল। নূতন গান রচিত হইলেই দিনুবাবু, অজিতবাবুর ডাক পড়িত। মধ্যে মধ্যে তেজেশচন্দ্র সেনকেও দেখিতাম। তাহার পর সন্ধ্যাবেলা গানের ক্লাস বসিত, দিনুবাবু ছেলেদের নূতন গানগুলি শিখাইতেন। রবীন্দ্রনাথও এইখানে আসিয়া বসিতেন, গান শিখানোতে যোগ দিতেন।[১৩২]

এর পর তিনি লিখেছেন : "শ্রীপঞ্চমীর দিন [৩ ফাল্গুন শুক্র 15 Feb] ছেলেরা দল বাঁধিয়া সুরুলে বনভোজন করিতে চলিল। রবীন্দ্রনাথও বিকালে সেখানে যাইবেন শুনিয়া আমরা মেয়ের দলও উৎসাহ করিয়া চলিলাম। ...নিজের দুই-একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন, তাহার পর শুরু হইল গানের পালা। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী কয়েকটি হিন্দী গান করিলেন, তাহার পর 'ফাল্গুনী' উজাড় করিয়া বসন্তের গান চলিল। 'আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্যহাতে' গানটি কবি সেই দিনই রচনা করিয়াছিলেন বোধ হয়, সর্বশেষে সেই গানটি তিনি একলা গাহিয়া শুনাইলেন।"[১৩৩]

গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় Ms.111-এর 134 পৃষ্ঠায়। এই পাণ্ডুলিপিতে 127 পৃষ্ঠায় 31 Jan [১৮ মাঘ]-লিখিত 'The lamp is trimmed' কবিতাটির পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আরও কয়েকটি গানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনুমান করা যায়, এগুলি মধ্যবর্তী দিনগুলিতে রচিত যাদের কথা সীতা দেবী উল্লেখ করেছেন। গানগুলি হল :

পৃ 128 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা' দ্র গীত ১। ৫; স্বর ১৬

পৃ 129 'আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক' দ্র গীত ১। ৪৪-৪৫; স্বর ১৬

পৃ 130 'তুমি একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে' দ্র গীত ১। ২০-২১; স্বর ১৬

'অশ্রুনদীর সুদূর পারে' দ্র গীত ১। ২২৩; স্বর ১৬

পৃ 132'কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে' দ্র গীত ২। ৫৫৯; স্বর ১৬

পৃ 133 'আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল্ আপনাকে' দ্র গীত ২। ৫৫৮; স্বর ১৬

পৃ 134 ‘অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে’ দ্র গীত ২। ৩১১; স্বর ১৬

‘আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে’ দ্র গীত ১। ৯০-৯১; স্বর ১৬

Ms.111-এ এর পরেও কয়েকটি গান ও কবিতা আছে, যেগুলি হয়তো এই সময়েই লেখা হয়। সেগুলি হল:

পৃ 135 ‘সবার সাথে চলতেছিল’ দ্র গীত ২। ২৮২; স্বর ১৬

‘আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে’ দ্র গীত ১। ৯০; স্বর ১৬

পৃ 137 ‘কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়’ দ্র গীত ১। ২৩৯; স্বর ১৬

[136 পৃষ্ঠায় গানটির খসড়া করে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ কেটে দিয়ে সম্মুখবর্তী 137 পৃষ্ঠায় পরিবর্তিত রূপটি লিখেছেন।]

পৃ 137-38 ‘তখন তারা দৃপ্তবেগের বিজয় রথে’ দ্র পূরবী ১৪। ৪-৫, ‘বিজয়ী’; প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৪। ৫১১

এর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন খাতাটি উলটিয়ে নিয়ে :

পৃ 152 ‘আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি’ দ্র গীত ২। ৫০৬-০৭; স্বর ১৬

পৃ 152-51 ‘তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক’ দ্র গীত ২। ৫২৮; স্বর ১৬

পৃ 148-49 ‘এস এস বসন্ত ধরাতলে’ দ্র গীত ২। ৫০০-০১; স্বর ১৬

উলটিয়ে নিয়ে লেখা পৃষ্ঠাগুলির রচনা সম্ভবত কালানুক্রমিক নয়। কারণ, 150 পৃষ্ঠায় লিখিত ‘Speak to me, my friend, of him’ টমসনকে লেখা এই পত্রাকার কবিতা অন্তত 17 Aug [১ ভাদ্র] বা তার পূর্বে রচিত হয়েছিল; অনুরূপভাবে ‘Our voyage is begun, Captain’ ‘India’s Prayer’-এর অন্তর্ভুক্ত ‘আমাদের যাত্রা হল শুরু’ গানটির অনুবাদ 26 Dec [১১ পৌষ]-এর পূর্বে করা হয়েছিল। 145 পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে’ গানটি অনুবাদ করে কেটে দেন— ‘Thy own kindred shall forsake thee’ —এটি Mar 1918-সংখ্যা *The Modern Review* [p. 23]-তে ‘Despair Not’ শিরোনামে মুদ্রিত হয় [দ্র Poems, No. 42]।

সীতা দেবী লিখেছেন : “২১ ফেব্রুয়ারি (বৃহ ৯ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। বেলা দেবীর অবস্থা সংকটাপন্ন, টেলিগ্রাম আসিয়াছে। মীরা দেবীর মুখে টেলিগ্রামের খবর শুনিয়া কবি শুধু বলিলেন, ‘এ তো অনেক দিন থেকেই জানি, তবু মনকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম।’ তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া গেল, দুপুরের গাড়িতেই তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিবেন।”[১৩৪] হয়তো এই মানসিক অবস্থাতেই ‘কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়’ গানটি রচিত হয়। কয়েকদিন পরে 28 Feb [বৃহ ১৬ ফাল্গুন] রবিন্দ্রনাথ পিয়র্সনকে লিখলেন: ‘I have come once again to Calcutta from Santiniketan, for Bela’s condition has grown worse. Death is the obverse side of life, it is one with it, and I do not look upon it with any particular fear. But disease is evil, and when we do not know how to fight it, it makes one’s heart rebellious.’[১৩৫]

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতেও বিচিত্রা-য় বক্তৃতাদি চলছিল। তিনি আসার পরে ১৫ ফাল্গুন [বুধ 27 Feb] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এখানে 'বাংলা ছন্দ' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এইটি বৈশাখ ১৩২৫-সংখ্যা ভারতী [পৃ ৪-২৮]-তে 'ছন্দ সরস্বতী' নামে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধ শোনা, ও হয়তো পড়ার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ৬ চৈত্র [বুধ 20 Mar] বিচিত্রা-য় পাঠ করেন— প্রবন্ধটি চৈত্র-সংখ্যা সবুজ পত্র (পৃ ৬৭৫-৭০৩]-তে 'ছন্দ' নামে মুদ্রিত হয় দ্র ছন্দ ২১। ২৯৫-৩১২ ['ছন্দের অর্থ']। এই অনুষ্ঠানের এক শ্রোতা সুকুমার বসু লিখেছেন :

ছন্দ সম্বন্ধে প্রচুর সুন্দর সুন্দর উদাহরণ সমেত রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি যেদিন পড়েন সেদিন উপস্থিত ছিলাম। সেদিনকার আলোচনার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এই যে, প্রবন্ধপাঠের পর সুকুমার রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন "গদ্যে কি ছন্দ আছে?" একথা শুনে সকলেই মৃদু হেসেছিলেন। কবি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সাধারণ গদ্যের কথা যদি ছেড়ে দাও তো, যাকে বলে impassioned prose তার মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়। [১৩৬]

প্রবন্ধটি সবুজ পত্র-তে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার একটি কপি কেম্‌ব্রিজে অ্যান্ডারসনের কাছে প্রেরণ করেন 14 Apr [১ বৈশাখ ১৩২৫] তারিখে। অ্যান্ডারসন প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে রাজকবি ব্রিজেসকে পাঠান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তিনি ছন্দ বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের [কার্তিক ১৩৬৯] 'পাঠপরিচয়'-এ প্রচুর উদ্ধৃতি-সহ বিষয়টি আলোচনা করেছেন [পৃ ৩৫৪-৭৮]। আগ্রহী পাঠক এই অংশটি দেখে নিতে পারেন।

এর আগেও রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা-য় একটি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ২২ ফাল্গুন [বুধ 6 Apr] তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল : 'আয়ারল্যান্ড ও ভারতবর্ষের সমস্যার সাদৃশ্য'। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মৌখিক আলোচনা করেন, এর লিখিত রূপ কোথাও মুদ্রিত হয়নি।

২৯ ফাল্গুন [বুধ 13 Mar] ক্ষিতিমোহন সেন 'ভক্ত দাদুর বাণীশিল্পের রহস্য' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪ চৈত্র (বৃহ 28 Mar] পাঠ করেন 'বিলাসী' গল্পটি। সম্ভবত ১৮ চৈত্র [সোম 1 Apr] রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'বিচিত্রায় শরৎ চাটুজ্যে যে গল্প পড়েছিলেন সে ত নেহাৎ মন্দ হয়নি। আমার ত বোধহয় অধিকাংশ শ্রোতারই ভাল লেগেছিল। পরশু বুধবারে শাস্ত্রী মশায়কে আগে থেকে বলা হয়েচে নইলে এইবার দিনুকে নিয়ে একটু গান বাজনার আয়োজন করা যেত।'[১৩৭] ২০ চৈত্র বিধুশেখর শাস্ত্রী 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের একাংশ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দিনেন্দ্রনাথের 'সংগীত'-এর অনুষ্ঠানটি হয় পরের সপ্তাহে ২৭ চৈত্র [বুধ 10 Apr] তারিখে, রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

6 Mar [২২ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনকে লেখেন : 'I got a telegram from Andrews about three days ago from Singapore. So he will be here within a week, I feel very tired and when he comes he will be of great help to me.'[১৩৮] 11 Mar [সোম ২৭ ফাল্গুন] অ্যান্ডরুজ শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের কাছে 'ফিজিতে ভারতীয়দের অভাব' [দ্র শান্তি, চৈত্র। ৪১-৪৯] বিষয়ে ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা করেন, সুতরাং এর আগেই তিনি ভারতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আকাঙ্ক্ষিত সাহায্য তিনি তখনই দিতে পারেননি, ফিজির ভারতীয়দের সমস্যা নিয়ে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তিনি অবিলম্বে দিল্লি রওনা হন। 'বড়োদাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথের সেবা করার জন্য তিনি অবশ্য কয়েকদিন পরেই ফিরে আসেন। উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লেখেন : 'বড়দাদার হঠাৎ শরীর খুব খারাপ হওয়াতে তাঁকে

কলকাতায় আনা হয়েছিল। প্রথমটায় মনে হয়েছিল আরোগ্যের কোনো আশা নেই— কিন্তু এখন অনেকটা সেরে উঠেচেন, আর ভাবনার কারণ নেই বলে আজই দ্বিপু আশ্রমে ফিরে যাচ্চেন। ...এন্ড্রুজ এখন কিছু দিন কলকাতায় আছেন। বড়দাদার সেবা উপলক্ষ্যে তিনি দিল্লি থেকে এখানে চলে এসেছেন।'

মাধুরীলতার অসুস্থতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন ছিলেন, এই উদ্বেগ তাঁকে শারীরিক ভাবেও পীড়িত করছিল। অ্যান্ডরুজ তার মধ্যে মুক্তির হাওয়া প্রবাহিত করলেন অস্ট্রেলিয়ার আহ্বান এনে দিয়ে। রথীন্দ্রনাথ তখন সস্ত্রীক শিলাইদহে ছিলেন। তিনি 7 Apr [রবি ২৪ চৈত্র] ডায়ারিতে লিখেছেন :

Received telegram from Father— "Wanted at Calcutta come immediately".

Started the same afternoon & reached Calcutta at evening.

For the first time came to know that father had decided about going to America via Australia. Mr. Andrews had told him that the people in Australia would give him a warm welcome if he were to visit the country. Mr. Bomanji also encouraged his going to America. It was settled that Nagen & Andrews would accompany him. Passports have been applied for. The only boat available is the B.I.S.N. Co's "Teesta", which sails on the 5th of May.[১৩৯]

[রথীন্দ্রনাথের এই ডায়ারিটি (Ms.275A) অতঃপর রবীন্দ্রনাথের জীবনচিত্র রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এটি আদৌ আত্মবিবরণী নয়, পিতার কার্যকলাপই ডায়ারিটিতে মুখ্যত বিবৃত হয়েছে।]

বালগঙ্গাধর টিলক হোমরুল-আন্দোলন পরিচালনার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে একটি তহবিল সৃষ্টি করেছিলেন। এই আন্দোলনের সপক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্য তিনি পার্শি বণিক বোমান্‌জি মারফৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রস্তাব পাঠান, এই তহবিলের টাকায় তিনি আমেরিকায় গিয়ে প্রচারকার্য করুন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। কয়েক বছর পরে 'হারানা-মারু' জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকার পথে য়ুরোপ যাওয়ার সময়ে 24 Sep 1924 [৮ আশ্বিন ১৩৩১] রবীন্দ্রনাথ 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'-তে লেখেন :

...তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্‌-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, "রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না।" তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে-বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশহাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে, বোম্বাই-শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, "রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন; এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করি নি।"[১৩৯ক]

7 Apr [২৪ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বোমান্‌জিকে একটি চিঠি লেখেন, তাঁর স্বহস্তলিখিত খসড়া রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে :

It is very kind of the custodians of the Home Rule fund to offer to pay the expenses of my American tour. I was tempted to accept the offer as my doctors insist on my taking a

voyage, and I am not in a position to undertake so expensive a journey unless I can earn the money as I go along. But on consideration I am sure it would not be right for me to make such use of funds raised for a definite purpose with which I am not connected and cannot be identified as I can speak my own message as I feel it, and not in accordance with the view of any political party.

উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও, রবীন্দ্রনাথ শতকরা ছ'টাকা সুদে বোমান্‌জির কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে টাকা ধার নেবার প্রস্তাব জানান 'to enable me to proceed first to Australia where I expect to spend the summer lecturing in connection with the Universities there, and thence for a series of autumn lectures in the United States, including Canada if possible in the same tour.' তিনি আশা করেন, এই বক্তৃতা-সফরে অর্জিত টাকা দিয়ে তিনি বোমান্‌জির ঋণ শোধ করতে পারবেন।

বোমান্‌জি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, কারণ ভ্রমণের আয়োজন এর পরে চলতেই থাকে। কিন্তু যাত্রা বাতিল হয়ে যাওয়ায় ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ ক্যাশবহিতে লেখা হয় : 'বিঃ Bomanjee দঃ তাঁহার নিকট হইতে যে টাকা লওয়া হইয়াছিল তাহা শোধ ৫০৬৫৫ ॥'। যাত্রা বাতিল হওয়ার বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

ভারতসচিব Edwin S. Montagu-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল বিচিত্রা-র গানের আসরে, কিন্তু দেশীয় রাজনীতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটি করলেন 6 Apr [শনি ২৩ চৈত্র] মন্টেগুকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে। তিনি গোড়াতেই লিখলেন : 'Though, ever since your arrival here, I have felt my duty to communicate to you my own ideas about the mission which has brought you to this land, I have refrained from doing so because I have no scheme to offer you.' সেইজন্যই তিনি মন্টেগুর কাছে শাসন-সংস্কার বিষয়ে কোনো প্রস্তাব পেশ করেননি, পক্ষান্তরে সমস্যার রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্য এদেশের শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক ক্রমে। কথাগুলি নূতন নয়, সাধনা-র যুগ থেকে তিনি ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে এসেছেন— এই চিঠি যেন তারই সারসংক্ষেপ। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত যুবকদের ক্ষোভ, কার্জনের দুঃশাসন ও বঙ্গভঙ্গ এবং পরিশেষে অন্তরায়ণের দুঃসহ অবিচার তিনি তীক্ষ্ণভাবে বিবৃত করেছেন এই পত্রে। চিঠিটি তিনি শেষ করেছেন এইভাবে :

> The only course which can be taken for removing this growing evil is to establish a natural connection between the people and the Government, so that we may feel that through the Government we have the power to serve our own country, that it is the true centre of our national life, where a great Western people is in collaboration with us in one of the noblest missions of humanity. ... We must fully realise the hand of Providence in the advent of the English in India before we can be reconciled to it, and this can only happen if its moral significance shrines above all purposes of selfish gain. If such a great ideal has not been evolved out of the long British rule in India then it is a failure not only for us but for England.

মন্টেগু দেরাদুনের ভাইসরয় ক্যাম্প থেকে এই পত্রের উত্তর দেন 10 Apr: '...I hope you will believe me when I say that I value your account of the general atmosphere far more; for I share with you the feeling that the root of our difficulties lies, above all things, in the spirit which has characterised relations between Indians and Europeans in past years. I hope that the proposals which the Viceroy and I are going to lay before the Cabinet at home will go a long way towards improving these relations.'

কিন্তু 1918-এর মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত 1919-এর গবর্মেন্ট অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট কিছু ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলেও রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত শাসক ও শাসিতের মধ্যের দূরত্ব হ্রাস করতে পারেনি। পরন্তু সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত Rowlatt Act [1919] শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচারকেই অবারিত করে তুলেছিল। যার পরিণাম জালিয়ানওয়ালা বাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও এর বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগের ঘোষণা। সেই প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ সেখানে যান ২৯ চৈত্র [শুক্র 12 Apr] বর্ষশেষের আগের দিন। কালিদাস নাগ এইদিনের ডায়ারি [পৃ ১১১]-তে লিখেছেন : 'সন্ধ্যায় গাড়িতে কবির সঙ্গে বোলপুরে আসা গেল। এবার কেউ আসেনি— কবিকে একেবারে একা পেয়ে ৩-৪ দিন প্রাণ ভরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।'

৩০ চৈত্র [শনি 13 Apr] সন্ধ্যায় মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা হল। সীতা দেবী লিখেছেন : 'দিনুবাবু তখনও কলিকাতা হইতে ফিরেন নাই, সুতরাং উপাসনার আগে গান হইল না। কিন্তু বাহিরে উৎসবের আয়োজনের অভাব ছিল না, মন্দিরের ভিতরেও উৎসব-দেবতা সকলের হৃদয় পূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন।'[১৪০] উপাসনার কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায়নি।

এর পর দিনেন্দ্রনাথের বাড়ির বারান্দায় ছেলেদের সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। সীতা দেবী সভার বর্ণনা দিয়েছেন : 'আবৃত্তি, গল্প পড়া প্রভৃতি হইল, একজন ছাত্রের (বোধ হয় ধীরেন্দ্রকিশোর[কৃষ্ণ] দেববর্মার) অঙ্কিত একটি ছবি এবং তাহারই দ্বারা গঠিত একটি নরমুণ্ডের cast দেখানো হইল। পঠিত গল্প-দুইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিলেন যে, লেখকরা যেখানে নিজেদের জানাশোনা বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলি ভালোই হইয়াছে, কিন্তু প্রথম জন হাস্যরসের এবং দ্বিতীয় জন করুণরসের চেষ্টাকৃত আতিশয্যে জিনিসগুলিকে অনেকখানি মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন।'[১৪১]

ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচি প্রদত্ত হল :

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৪ [১৭/২/৫] :

৪৩০-৩১ 'স্বরলিপি' ['কেন সারাদিন ধীরে ধীরে'] দ্র গীত ২। ৩৮৮; স্বর ৩৩

স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ।

The Modern Review, March 1918 [Vol. XXIII, No. 3] :

237 'Despair Not' ('Thy kindred shall forsake thee'] দ্র *Poems*, No. 42

298-304 'At Home and Outside'

351-52 'The Parrot's Training'

প্রথম রচনাটি 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে' গানের ও তৃতীয় রচনাটি 'তোতা কাহিনী'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

ভারতী, চৈত্র ১৩২৪ [৪১/১২] :

১০৯৪-৯৬ 'স্বরলিপি' ['ওরে আমার, হৃদয় আমার'] দ্র গীত ২। ২৭৩; স্বর ১৬

স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৪ [১৭/২/৬] :

৫১১ 'বিজয়ী' ['তখন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে'] দ্র পূরবী ১৪। ৪-৫

৬০৭-০৮ 'ওহে সুন্দর মরি মরি' দ্র গীত ২। ২০৯; স্বর ১৬

দিনেন্দ্রনাথ গানটির স্বরলিপি করেন।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, চৈত্র ১৩২৪ [১০/১/২] :

১১৩ 'গান' ['কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'] দ্র গীত ১। ৫; স্বর ১৬

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩২৪ [৫/৭-৯] :

২৪৭-৪৮ কেন তোমরা আমায় ডাক দ্র স্বর ৪১

২৪৮-৪৯ প্রাণে গান নাই মিছে তাই দ্র স্বর ৪১

২৪৯-৫০ বাল্মীকিপ্রতিভার গান/ কোথা লুকাইলে দ্র স্বর ৪৯

প্রথম দুটি গানেরই স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ— কিন্তু 'কেন তোমরা আমায় ডাক' গানটির স্বরলিপি অগ্রহায়ণ-পৌষ-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, পুনর্মুদ্রণের কোনো কারণ জানানো হয়নি।

সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৪ [৪/১২] :

৬৭৫-৭০৩ 'ছন্দ' দ্র ছন্দ ২১। ২৯৫-৩১২ ['ছন্দের অর্থ']

The Manchester Guardian, 28 March 1918 :

37 'The Meeting of the East and the West'

38 'Poems'

I 'Our voyage is begun, Captain' দ্র *Poems*, No. 45

II 'Thy kindred shall forsake thee'

III 'Speak to me, my friend, of Him and say that...

IV 'There sounded a voice in the ancient forest-shade of India...

The Manchester Guardian-এর 'India' নামক একটি ক্রোড়পত্রে এই রচনাগুলি মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও কবিতার সঙ্গে Professor C. H. Herford-রচিত 'Rabindranath Tagore and His Work'-শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

The Modern Review, April 1918 [Vol. XXIII, No. 4] :

353 'The Captain Will Come to the Helm' ['I have sat on the bank in idle contentment']

353 'Speak to Me, My Friend, of Him'

404-10 'At Home and Outside'

গত বৎসর আমেরিকায় থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি ইংরেজি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিউ ইয়র্কের ম্যাকমিলান কোম্পানির কর্ণধার জর্জ পি. ব্রেটকে প্রেরণ করেন। তার মধ্যে কয়েকটি তিনি আমেরিকায় থাকার সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল যুগপৎ আমেরিকান ও ব্রিটিশ সংস্করণে। অন্যগুলি প্রকাশের আয়োজন চলছিল, যেগুলি প্রকাশিত হল বর্তমান বৎসরে। প্রকাশের তারিখগুলি সংগৃহীত হয়েছে ব্রেট-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলি থেকে। নিউ ইয়র্ক ম্যাকমিলানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে অগ্রিম রয়্যালটি হিসেবে তাঁকে ২০০ ডলার দিতে হবে— এই সূত্রেও আমরা গ্রন্থপ্রকাশের মোটামুটি তারিখগুলি জানতে পেরেছি। একই চুক্তি লন্ডন ম্যাকমিলানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু অনুরূপ কোনো দলিলের অভাবে সেখানকার গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে সাগরপারের দুটি প্রতিষ্ঠানই মোটামুটি একই সময়ে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করত, উভয়পক্ষের চিঠিপত্র থেকে এই তথ্যটি জানা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'My Reminiscences' নামে 'জীবনস্মৃতি' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, সেটি *The Modern Review* [Jan-Dec 1916]-তে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। সুযোগসন্ধানীরা যাতে আমেরিকায় এর অননুমোদিত সংস্করণ প্রকাশ করতে না পারে, তার জন্য প্রথম সংখ্যা থেকেই 'All Rights Reserved. Copyrighted in the United States of America' বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হতে থাকে। 1917-এর শরৎকালে গ্রন্থটি প্রকাশ করার কথা ভেবেও ব্রেট 30 Mar 1917 লন্ডন ম্যাকমিলানকে জানান : 'We are planning to publish this volume here on April 25th.' 'Published April, 1917' উল্লেখ-সহ গ্রন্থটি যথাসময়েই প্রকাশিত হয়। আমেরিকান-সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

MY REMINISCENCES/ BY/ SIR RABINDRANATH TAGORE/ WITH FRONTISPIECE FROM THE PORTRAIT/ IN COLORS BY SASI KUMAR HESH New York/ THE MACMILLAN COMPANY/ 1917/ All rights reserved

গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা : 8+268। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বারোটি চিত্র এই সংস্করণে মুদ্রিত হয়।

অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ গ্রন্থটির সূচনায় একটি 'TRANSLATOR'S PREFACE'-এ মূল বইটির রচনার ইতিহাস বিকৃত করে লেখেন : 'In these memory pictures, so lightly, even casually presented by the author there is, nevertheless, revealed a connected history of his inner life together with that of the varying literary forms in which his growing self found successive expression, up to the point at which both his soul and poetry attained maturity.' এইরূপ একটি গ্রন্থ অন্যভাষায় অনুবাদ করার অসুবিধা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন :

... The translator's familiarity, however, with the persons, scenes, and events herein depicted made it a temptation difficult for him to resist, as well as a responsibility which he did not care to leave to others not possessing these advantages, and therefore more liable to miss a point, or give a wrong impression.

The Translator, moreover, had the author's permission and advice to make a free translation, a portion of which was completed and approved by the latter before he left India on his recent tour to Japan and America

17 May 1917 [বৃহ ৩ জ্যৈষ্ঠ] *Personality* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। লন্ডন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে আছে :

PERSONALITY/ LECTURES DELIVERED/ IN AMERICA/ BY SIR RABINDRANATH TAGORE/ WITH ILLUSTRATIONS/ MACMILLAN AND CO., LIMITED/ ST. MARTIN'S STREET, LONDON/ 1917

—গ্রন্থটিতে ৬টি ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত হয়। এটি অ্যান্ডরুজকে উৎসর্গ করা হয়েছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা : 8+184।

এই গ্রন্থে ৬টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়, যার মধ্যে প্রথম চারটি আমেরিকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত হয়েছিল : I. What is Art? II. The World of Personality III. The Second Birth IV. My School V. Meditation VI. Woman.

Nationalism গ্রন্থের মুদ্রণ নিয়ে দুই ম্যাকমিলান কোম্পানি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়, তার কিছু বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। 6 Jul নিউ ইয়র্ক ম্যাকমিলানের পক্ষ থেকে লন্ডনে লেখা হয় : 'We are particularly desirous of publishing "Nationalism" at an early date and we accordingly propose August 22nd.' লন্ডন ম্যাকমিলানও তারিখটি মেনে নেয়। কিন্তু অন্তত নিউ ইয়র্কে গ্রন্থটি 22 Aug প্রকাশিত হয়নি, সেখানকার সংস্করণে 'Published September, 1917' উল্লেখ দেখা যায়— রবীন্দ্রনাথকে অগ্রিম রয়্যালটি পাঠানো হয় 14 Sep [শুক্র ২৯ ভাদ্র]। রবীন্দ্রনাথ 20 Aug [8 ভাদ্র] 'Nationalism in India' প্রবন্ধটির একটি সংশোধিত পাঠ আমেরিকায় প্রেরণ করেন, কিন্তু সেটি পৌঁছবার আগেই গ্রন্থটি পূর্বপাঠ-সহ প্রকাশিত হয়ে যায় এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, পরেও কখনও এই সংশোধিত পাঠ গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়নি। নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

NATIONALISM/ BY/ SIR RABINDRANATH TAGORE/ AUTHOR OF/ "GITANJALI," "THE CRESCENT MOON," ETC./ New York/ THE MACMILLAN COMPANY/ 1917/ *all rights reserved*

এই গ্রন্থটিও 'TO/ C.E. ANDREWS' উৎসর্গীকৃত, কিন্তু লন্ডন-সংস্করণে উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটি নেই। নিউ ইয়র্ক-সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা : 159+8— শেষের আটটি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থাবলির বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। লন্ডন-সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা : 6+135।

নিউ ইয়র্ক-সংস্করণে প্রকাশক-কৃত একটি 'Preface' আছে :

"Nationalism in the West" is one of a series of lectures delivered throughout the United States during the winter of 1916-17. "Nationalism in Japan" is based upon the lectures delivered in Japan before the Imperial University and the Keio Gijuku University in June and July, 1916. "Nationalism in India," written in the United States late in 1916, is the poet's reflection upon the state of his own country, and gives world-wide completeness to the discussion of Nationalism. The poem at the conclusion of the book, "The Sunset of the Century" was written on the last day of the last century.

Sacrifice and Other Plays গ্রন্থ সম্পর্কে লন্ডন ম্যাকমিলান ব্রেটকে জানায় [24 Jul] : '...you may take it also that October 24th will suit us for the publication of "Sacrifice".' অগ্রিম রয়্যালটির চেক পাঠিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে 30 Oct (মঙ্গল ১৩ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথকে জানানো হয়, দুই-একদিন আগে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থেই উল্লেখ আছে, এটি Sep 1917-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকান-সংস্করণ বইটির আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করছি :

SACRIFICE/ AND OTHER PLAYS/ By/ SIR RABINDRANATH TAGORE/ New York/ THE MACMILLAN COMPANY/ 1917/ *All rights reserved*

গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা : 4+208+8।

এতে চারটি নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল— প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে উৎসর্গীকৃত। *Sanyasi, or Ascetic* 'To Dr. Jagadish Chandra Bose', *Malini* 'To My Niece Indira Devi', *Sacrifice* 'I dedicate this play to those heroes who bravely stood for peace when human sacrifice was claimed for the Goddess of War', *The King and the Queen*' 'To Mrs. Arthur Seymour' — মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে *Sacrifice*-এর উৎসর্গপত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

বৎসরের শুরুতেই প্রতিমা দেবীর পিতা প্রখ্যাত অ্যাটর্নি শেষেন্দ্রভূষণের চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়। রবীন্দ্রনাথ ৫ বৈশাখ [18 Apr 1917] প্রতিমা দেবীকে লেখেন : 'ঈশ্বর তোমার শোককে সফল করুন— মৃত্যুর বাণী তোমার জীবনের মধ্যে সুগভীর শান্তি ও কল্যাণ বহন করে আনুক এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।'[১৪২]

মাধুরীলতার শরীরে ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পত্রে সংবাদটি প্রথম পাওয়া যায় কাদম্বিনী দত্তকে লেখা ১০ আষাঢ়ের [24 Jun] পত্রে।[১৪৩] মাধুরীলতা অভিমানে পিতৃপরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন 1913-এর গোড়াতেই [দ্র রবিজীবনী ৬। ৩৭২]; পিতার বহু প্রয়াসেও সেই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তাঁর সুন্দর শরীরে কালব্যাধির সঞ্চার স্নেহময় পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি, কলকাতায় থাকলেই তিনি দুপুরবেলাটি কন্যার সঙ্গে কাটাতেন। কাদম্বিনী দেবীকেও তিনি সেই কথা

লিখেছেন *3 Jul [১৯ আষাঢ়] : 'আমি দিনের বেলাটা আমার মেয়ের বাড়িতেই থাকি।'[১৪৪] মৈত্রেয়ী দেবী এই বিষয়ে হেমলতা দেবীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : 'অত আদরের মেয়ে বেলা তার মৃত্যুশয্যায় সব অপমান চেপে তিনি দেখা করতে যেতেন। শরৎ তখন টেবিলের উপর দু পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেত। পা নামাত না পর্যন্ত— এমনি করে অপমান করত। উনি সব বুকের মধ্যে চেপে মেয়ের পাশে বসতেন, মেয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকত।'[১৪৫] জামাতা কী করতেন বলা সম্ভব নয়, কিন্তু মেয়ের ক্ষেত্রে কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। ক্যাশবহিতে 'শ্রীমতী বেলাদিদির জন্য ঔষধ খরিদ' [১৬ আষাঢ়], 'সদয় মালী দঃ ৩০শে আষাঢ় হইতে ২রা শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৫ দিন শ্রীমতী বেলা দেবীর জন্য ফুল খরিদ' [৩ শ্রাবণ], 'পূজনীয় কর্ত্তাবাবু মহাশয় বেলা দিদিকে দিবার জন্য লন ৫০০্' [২৮ ভাদ্র], 'বেলা দিদির জন্য গোলাপ আতর' [১৬ আশ্বিন], 'বেলা দিদির জন্য Nurse' [১৮ পৌষ], 'পূজনীয় শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বেলাদিদিকে দেখিতে যাওয়ার গাড়িভাড়া' [১১ চৈত্র] ও আরও বহু যে-হিসাব দেখা যায়, তা থেকে অন্য একটি ছবি ফুটে ওঠে। সারা বছর ধরে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বেগ বহন করতে হয়েছে, বারবার মাধুরীলতার স্বাস্থ্যের অবনতির খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছেন তিনি। সব উদ্বেগের অবসান হয় পরের বছর ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ [বৃহ 16 May 1918] সকালে— এইদিন মাধুরীলতার জীবনাবসান হয়।

চৈত্র মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। অ্যান্ডরুজ তাঁর খুব অনুরক্ত ছিলেন, এই খবর পেয়ে সেবা করবার জন্য তিনি দিল্লি থেকে চলে আসেন। একটি তারিখহীন পত্রে [সম্ভবত ১৮ চৈত্র তারিখে লেখা] রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লিখেছেন : 'বড়দাদার হঠাৎ শরীর খুব খারাপ হওয়াতে তাঁকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। প্রথমটায় মনে হয়েছিল আরোগ্যের কোনো আশা নেই— কিন্তু এখন অনেকটা সেরে উঠেচেন, আর ভাবনার কারণ নেই বলে আজই দ্বিপু আশ্রমে ফিরে যাচ্চেন।'[১৪৬]

রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৩২২ সালে— ২৭ আষাঢ় [সোম 12 Jul 1915] 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি বিচিত্রা-সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কিন্তু ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তাঁর জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ-জনিত অনুপস্থিতির জন্য এর কাজে শিথিলতা দেখা দেয়। জাপান থেকে কাম্পো আরাই অবশ্য গত বৎসরেই এসেছিলেন— জাপানি রীতির বড়ো পটে জাপানি তুলির কাজ তাঁর কাছে শেখার জন্য ছাত্রছাত্রীরাও সমবেত হচ্ছিলেন। কিন্তু সব কাজই চলছিল উৎসাহহীনভাবে। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পরে তাতে জোয়ারের বেগ লাগল। ১৩২৪ বঙ্গাব্দকে বিচিত্রা-র স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই বৎসরে এর কার্যাবলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, সুতরাং জীবনকথা অংশেই তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে ঘটনাবলির একটি কালানুক্রমিক বিবরণ সংকলন করে দিচ্ছি।

বিচিত্রা-র সঙ্গে একটি মডেল স্কুল ছিল, সেখানে ইংরেজি পড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ একজন বাংলা না-জানা ইংরেজ পুরুষ বা নারী শিক্ষিকা চেয়েছিলেন ১৩২২ সালে। তখন এমন কাউকে তিনি পেয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। বর্তমান বৎসরের ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায় : 'বঃ Miss Larcher দঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারি হইতে ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ২ মাসের বেতন ৩০্ টাকা হিসাবে ৬০্'— কিন্তু এই হিসাবের পুনরাবৃত্তি আর চোখে পড়েনি। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'অক্ষয়কুমার রায়' ফাইলে অজ্ঞাত কোনো এক ব্যক্তিকে

রবীন্দ্রনাথ ২৬ আষাঢ় [10 Jul] লেখেন : 'রথী সম্ভবতঃ কালিগ্রাম গেছে তাই তোমাকে জানাইতেছি নরভূপ ও অক্ষয়কে বিচিত্রার দোতলায় (যেখানে Miss Larcher ছিলেন) থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।' এই সময়ের মধ্যেই তিনি কর্মত্যাগ করেন।

এই বৎসর বিচিত্রা-র প্রথম সভাটি হয় ১৩ আষাঢ় [27 Jun] বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থাবলি প্রকাশের বিষয়ে আলোচনার জন্য। এই বিষয়ে আর-কোনো সভা হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

এই বৎসর বিচিত্রা-য় কয়েকটি নূতন কার্যক্রম নেওয়া হয়, তার একটি হল গ্রন্থাগার। রথীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে 28 Aug [১২ ভাদ্র] শ্রীমতী সেমূরকে যা লিখেছিলেন, তা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। তিনি বিদেশি পদ্ধতিতে কার্ড-ইনডেক্সের প্রবর্তন করতে রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য নেন—৭ ফাল্গুন [19 Feb 1918] ক্যাশবহির একটি হিসাব উদ্ধৃত করি : 'বঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দঃ লাইব্রেরির পুস্তক মিছিল করার জন্য পাওনা হিসাবে ২৫৲'। ৩০ শ্রাবণ [15 Aug] বিচিত্রা গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়।

উক্ত চিঠিতে বিচিত্রা-র অন্যবিধ কাজকর্মের খবরও আছে। তিনি লিখেছেন : 'My cousin Gaganendra is publishing a series of caricatures that are falling like bombshell in the reactionary camps'—এখানে তিনি গগনেন্দ্রনাথের 'বিরূপ বজ্র' ও 'অদ্ভুত লোক/Realm of the Absurd' ব্যঙ্গচিত্রের সংকলন-দুটির কথা বলেছেন— দুটিই 1917-এ প্রকাশিত হয়। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :'To the Vichitra we have lately added a colour printing press.' নিজের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র ছাপানোর জন্য গগনেন্দ্রনাথ নিজেই এই লিথোপ্রেস স্থাপন করেন, এই প্রেসেই তাঁর দ্বিতীয় সংকলন 'অদ্ভুত লোক'-এর ছবিগুলির লিথোগ্রাফ করা হয়।

দেড় টাকা মূল্যের বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক 'বিরূপ বজ্র'-তে তেরোটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়। 'Foreword' লেখেন জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু গ্রন্থটির মর্মকথা বিবৃত হয়েছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় অস্বাক্ষরিত একটি রচনায় : 'When deformities grow unchecked but are cherished by blind habit it becomes the duty of an artist to show that they are ugly and vulgar and therefore abnormal. This is the only excuse that can be offered to those to whom the following caricatures may succeed in giving offence.' বিভিন্ন পত্রিকায় গ্রন্থটির যে-সব সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার কয়েকটি পরবর্তী গ্রন্থ 'অদ্ভুত লোক'-এ উদ্ধৃত হয়েছে।

চার টাকা মূল্যের 'অদ্ভুত লোক' বা 'Realm of the Absurd' 'বিচিত্রা'-র প্রতীক, 'VICHITRA PRESS./ DWARAKANATH TAGORE'S STREET./ CALCUTTA.', 'LITHOGRAPHED/ BY/ HARI CH/ MANDAL.' পরিচিতি-সহ কান্তিক প্রেসে হরিচরণ মান্না-কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। এতে মলাটের ছবিটি ছাড়া ১৫টি ব্যঙ্গচিত্র মুদ্রিত হয়।

গগনেন্দ্রনাথের পরবর্তী গ্রন্থ 'নব হুল্লোড়' বা 'Reform Screams' প্রকাশিত হয় থ্যাকার, স্পিংক অ্যান্ড কোং থেকে 1921-এ, তখন বিচিত্রা-র অবলুপ্তি ঘটেছে।

মুকুলচন্দ্র আমেরিকা থেকে এচিং পদ্ধতি শিখে এসেছিলেন, ছাপাবার জন্য প্রেসও নিয়ে আসেন সেখান থেকে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Mukul has got his etching press fitted up is now engaged in doing a series of Calcutta views.' কলকাতার জীবনযাত্রার স্কেচ আঁকার কথা বিস্তারিতভাবে তাঁর 'দিনলিপি'তে

আছে [দ্র সমতট প্রকাশন : 105]। তিনি কলকাতা কংগ্রেস উপলক্ষে বারোজন বিখ্যাত বাঙালির ছবি দিয়ে *Twelve Portraits* বই ছাপিয়েছিলেন, তার মুদ্রক অবশ্য U. Ray & Sons প্রতিষ্ঠান।

রথীন্দ্রনাথ তাঁদের আর-একটি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন এই চিঠিতে : 'We are trying to issue a monthly publication— in which the pictures of the artists will be reproduced.' এই কাজটি শেষপর্যন্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করেন।

রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন : '...from the last week we have started regular weekly meetings in which papers will be read and discussed.' নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা করা যায়নি, কিন্তু এই বৎসর প্রায়ই সভা আহ্বান করা হয়েছে। সব সভাতে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়নি, কখনও গানবাজনা করা হয়েছে, কখনও আয়োজন করা হয়েছে নাট্যাভিনয়ের। আগের সপ্তাহে ৬ ভাদ্র [22 Aug] অবনীন্দ্রনাথ 'ভারতের চিত্রশিল্পের ধারা' বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৫ ভাদ্র [31 Aug] মুকুল দে লিখেছেন : 'Prof. Geddes আজ বিচিত্রায় education সম্পর্কে lecture দিলেন'।[১৪৬]

২০ ভাদ্র [5 Sep] রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি পাঠ করেন, গানগুলিও নিজেই গেয়ে শোনান। ১৭ আশ্বিন [3 Oct] তিনি পড়েন 'আমার ধর্ম' ও ২৮ কার্তিক [14 Nov] 'ছোটো ও বড়ো'। প্রবন্ধগুলি অন্যত্রও পঠিত হয়েছিল, কিন্তু সবার আগে তিনি এগুলি পড়েছেন বিচিত্রা-সম্মিলনীতে।

অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসু ভালো কথকতা করতে পারতেন। তিনি যাত্রাপালা 'কংসবধ' অভিনয় করেন ২ শ্রাবণ [18 Jul] ও ২৪ ভাদ্র [9 Sep] দু'দিনে।

অন্য অভিনয়ের আয়োজনও হয়েছিল। বিচিত্রা-তে অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনটির একটি পরিবর্তিত রূপ প্রস্তুত করেন। এটি অভিনীত হয় ১০ ও ১২ আশ্বিন [26, 28 Sep]। মেয়েদের ও ছেলেদের দেখার জন্য স্বতন্ত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল।

এর আগে থেকেই 'ডাকঘর' অভিনয়ের আয়োজন শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিন মহড়ার পর নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ২৪ আশ্বিন [10 Oct]। নাটকটি মোট ছ'বার অভিনীত হয়েছিল— অন্য তারিখগুলি হল ২৫, ২৯ ও ৩০ আশ্বিন [11, 15, 16 Oct], ১৬[31 Dec 1917] এবং ২০ [4 Jan 1918] পৌষ। 31 Dec কলকাতা কংগ্রেসে আগত অ্যানি বেসান্ট, টিলক, গান্ধীজি, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতারা 'ডাকঘর'-এর অভিনয় দর্শন করেন। এই নাটকটির অভিনয় ও মঞ্চসজ্জা বস্তুনিষ্ঠা ও ইঙ্গিতময়তার সমন্বয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে গগনেন্দ্রনাথ রক্ষণশীলতার দুর্গে আঘাত করছেন একথা জানিয়ে রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমূরকে লিখেছিলেন : 'and we are going to follow [it] up by giving a public performance of অচলায়তন'। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ নাটকটির 'অভিনয়যোগ্য'-সংস্করণ 'গুরু' রচনা করেন। কিন্তু এটি সম্ভবত বিচিত্রা-য় অভিনীত হয়নি।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ২৯ ভাদ্র [14 Sep] জনৈক Sarkis-সাহেব পাশ্চাত্যসংগীত নিয়ে আলোচনা করেন। ৫ আশ্বিন [21 Sep] বিচিত্রা-য় পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। 'সংগীত ও সদালাপ'-এর আরও অনুষ্ঠানের তারিখ ৫ [21 Nov], ১০ [26 Nov], ১২ [28 Nov] ও ২৪ অগ্র [10 Dec]— ১০ তারিখে স্যার মাইকেল স্যাডলার ও ইউনিভার্সিটি কমিশনের সদস্যদের এবং ২৪ অগ্রহায়ণ লেডি

চেমস্‌ফোর্ডকে ভারতীয় সংগীত শোনানো হয়। ভারতসচিব মন্টেগুকে সংগীতের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হয় ৬ পৌষ [21 Dec]। ২৭ চৈত্র [10 Apr] দিনেন্দ্রনাথ সংগীত পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৬ অগ্র [12 Dec] 'পাত্র ও পাত্রী' গল্প, ৩ মাঘ [16 Jan] 'সাহিত্যপাঠ', ২২ ফাল্গুন [6 Mar] 'আয়ারল্যান্ড ও ভারতবর্ষের সমস্যার সাদৃশ্য' ও ৬ চৈত্র [20 Mar] 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা করেন। ৪ পৌষ [19 Dec] ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রমথ চৌধুরী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ২০ চৈত্র [3 Apr] 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের একাংশ' প্রবন্ধ পাঠ করেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ২৪ মাঘ [6 Feb] 'শিল্প ও শিল্পী' ও ৮ ফাল্গুন [20 Feb] 'রূপ ও রেখা', ১৫ ফাল্গুন [27 Feb] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দসরস্বতী', ২৯ ফাল্গুন [13 Mar] ক্ষিতিমোহন সেন 'ভক্ত দাদূর বাণীশিল্প' প্রবন্ধ এবং ১৪ চৈত্র [28 Mar] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিলাসী' গল্প পাঠ করে শোনান।

এই বিবরণের সম্পূর্ণতা বিষয়ে আমাদের কোনো দাবি নেই। কয়েকটি ডায়েরি ও স্মৃতিকথা অবলম্বনে বিচিত্রা-র বিচিত্র অনুষ্ঠানের এই তালিকা সংকলিত হয়েছে, এর বাইরেও কিছু-কিছু অনুষ্ঠান হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয়, সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র কর্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে এখানে। তবে বিচিত্রা-র প্রধান দুর্বলতা হল এর রবীন্দ্র-কেন্দ্রিকতা— তাঁর উপস্থিতি, উৎসাহ ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা যতদিন বজায় থেকেছে, ততদিন বিচিত্রা-ও তার কার্যাবলি অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। আগামী বৎসরের শুরু থেকেই মৃত্যুশোক ও অন্যান্য কারণে তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে— তার পর তিনি শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করে তাকেই সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন— অবশ্যম্ভাবী হয়েছে বিচিত্রা-র অবলুপ্তি।

১১ মাঘ (বৃহ 24 Jan 1918] মহর্ষিভবনে অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব পালিত হয়। প্রাতঃকালের উপাসনায় সত্যেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদিগ্রহণ করলে সুধীন্দ্র উদ্বোধন ও চিন্তামণি উপদেশ প্রদান করেন। রাত্রের উপাসনায় সত্যেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ উদ্বোধন করেন ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ উপদেশ দেন। 'এ বৎসর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, শোভনা দেবী, গার্গী দেবী, বাণী দেবী ও মেধা দেবী কয়েকটী গান গাহিয়া সমস্ত লোককে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।' আগেই বলা হয়েছে, গত বৎসর মাঘোৎসবে এসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কয়েকটি ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ায় অভিভাবকদের আপত্তিতে এইবার তারা আসতে পারেনি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

য়ুরোপের যুদ্ধ এই বৎসরে একটি সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হল। জার্মানি ঘোষণা করেছিল, 1 Feb 1917 থেকে ইংলন্ডের অভিমুখী ও বহির্গামী যে-কোনো দেশের সামরিক ও অসামরিক জাহাজ সাবমেরিনের আক্রমণে ডুবিয়ে দেবে। এপ্রিলের মধ্যে ব্রিটেনের রসদবাহী জাহাজের এতটাই ক্ষতি হয় যে, মাত্র ছ'সপ্তাহের মতো খাদ্যসঞ্চয় তার হাতে থাকে। কিন্তু মার্চে জার্মানি পাঁচটি আমেরিকান জাহাজকে জলমগ্ন করলে ও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত অন্যান্য কারণে আমেরিকা 6 Apr [২৩ চৈত্র ১৩২৩] জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

তখনই সে য়ুরোপের মাটিতে সৈন্য নামায়নি, কিন্তু যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে জার্মানির তটভূমিতে কঠিন অবরোধ সৃষ্টি করে— ফলে জার্মান সাবমেরিন আক্রমণ অনেকটাই কমে যায়।

কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় মিত্র পক্ষের যেমন লাভ হল, তেমনই ক্ষতি হল রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে যাওয়ায়। আমরা আগের অধ্যায়েই বলেছি, 'মার্চ বিপ্লবে'র ফলে রাশিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করলে কেরেনস্কির অন্তর্বর্তী সরকার দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। বলশেভিক পার্টি এই সরকারের বিরোধিতা করে। সুইজারল্যান্ড থেকে বলশেভিক নেতা Vladimir Ilych Ulianov Lenin [1870-1924] এই সরকারকে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী আখ্যা দিয়ে তাঁর দলের লোকেদের এর বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন, আমেরিকা থেকে আর-এক নেতা Leo Trotsky [1879-1940]ও অনুরূপ ঘোষণা করেন। জার্মানি চাইছিল রাশিয়া এই যুদ্ধ থেকে সরে আসুক, তাহলে পূর্বফ্রন্ট থেকে সে তার সৈন্যবাহিনী পশ্চিমফ্রন্টে সরিয়ে আনতে পারবে। তাই একটি 'sealed train'-এ লেনিন ও তাঁর অনুগামীদের সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় আসার ব্যাপারে তারা সাহায্য করে। এরপর 25 Oct 1917 [নূতন ক্যালেন্ডার অনুসারে 7 Nov] বলশেভিক পার্টি পেট্রোগ্রাডে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার ক'রে ক্ষমতা দখল করে। এই ঘটনাই ইতিহাসে 'অক্টোবর' [বা 'নভেম্বর'] বা প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নামে পরিচিত। লেনিন হন নূতন সরকার কাউন্সিল অব্ পিপল্স্ কমিশারের প্রধান। ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মালিকানা ঘোষিত হয়, বিনা ক্ষতিপূরণে খনি শিল্পকারখানা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করে শ্রমিকদের পরিচালনার অধীনে আনা হয়।

লেনিন চেয়েছিলেন, এই 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' অবিলম্বে বন্ধ হোক। মিত্রশক্তি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে রাশিয়া একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ক'রে জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি বিষয়ে আলোচনা শুরু করে। কিন্তু রাশিয়ান প্রতিনিধিরা আলোচনাটিকে রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্র করে তুলছে এই অজুহাতে জার্মানি আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে Feb 1918-এ পুনরায় আক্রমণ শুরু করে দেয়, এবং কার্যত কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়েই বিরাট ভূখণ্ড দখল করে। লেনিন আশা করছিলেন, জার্মানিতেও শীঘ্রই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে— তাই দলের একটি অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও অপমানজনক শর্তে 3 Mar 1918 [রবি ১৯ ফাল্গুন] Brest-Litovsk-এর শান্তিচুক্তি মেনে নেন। শর্তানুযায়ী বাল্টিক প্রদেশগুলি, ইউক্রেন, ফিনল্যান্ড ও ককেশাস জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের অধিকারে আসে। কিন্তু রাশিয়ার জনসাধারণের একাংশ, বিশেষত ক্ষমতা ও অধিকার -চ্যুত সামন্ত, পুঁজিপতি ও সেনাধ্যক্ষেরা, এই চুক্তি মানতে চায়নি। তারা সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে দেয়, রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাদের প্রদত্ত সমরসম্ভার জার্মানির হস্তগত হওয়া রোধ করার অজুহাতে মিত্রশক্তি রাশিয়ার পূর্ব-উপকূলে সৈন্যসমাবেশ করে।

পূর্বফ্রন্টের সমস্যা মিটিয়ে জার্মানি তার সমস্ত শক্তি পশ্চিমফ্রন্টে কেন্দ্রীভূত করে। কিন্তু মিত্রবাহিনীকে বিপর্যস্ত করার কৌশল হিসেবে অধিকৃত অঞ্চল থেকে প্রায় ৩০ মাইল পিছিয়ে গিয়ে 'হিন্ডেনবার্গ লাইন' নামে খ্যাত দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সে কথা না জেনে আক্রমণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনী বিভ্রান্ত হয় এবং বহু সৈন্য হারায়। জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত Aisne ও Somme অঞ্চলে যথাক্রমে ফরাসি ও ব্রিটিশ বাহিনী প্রবল যুদ্ধ ক'রে কয়েক সহস্র গজ জমি উদ্ধার করে, কিন্তু কয়েক লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে।

এই রণাঙ্গনে জার্মানির ভূমিকা ছিল মোটামুটি রক্ষণমূলক। কিন্তু ইটালি সীমান্তে প্রচণ্ড আক্রমণ করে তারা ভেনিসের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ইটালিকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়।

ইত্যবসরে Oct 1917-এ ৪২টি আমেরিকান ডিভিশন য়ুরোপে প্রেরিত হয়, তাদের প্রত্যেকটি ছিল জার্মান ডিভিশনের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু যুদ্ধে অনভ্যস্ত আমেরিকানদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় লেগেছিল। তাদের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় যুদ্ধের শেষ পর্বে, আগামী বৎসরে।

মধ্যপ্রাচ্যের লড়াইয়ে ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনী উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করে। Sep 1916-এই কুট CKut] পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। বাগদাদও অধিকৃত হয়। Sep 1917-এ একটি তুর্ক-জার্মান সেনাবাহিনী বাগদাদ পুনরুদ্ধার করতে গেলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ব্রিটিশ বাহিনী প্যালেস্টাইন থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করে জেরুজালেম অধিকার করে।

ভারতীয় রাজনীতি এই বৎসরে নানা কারণে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এদিকে টিলক ও বেসান্টের হোমরুল লীগের আন্দোলন সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কাজেই গবর্মেন্ট দমননীতির আশ্রয় নেয়। টিলককে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি ও জামিন দিতে বলা হয়েছিল এবং বেসান্টের পত্রিকার জন্য জামিন চাওয়া হয়, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের সরকার সেই অঞ্চলে শ্রীমতী বেসান্টের প্রবেশের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, অনুরূপ আদেশ টিলক ও.বিপিনচন্দ্র পালের ক্ষেত্রে দেয় দিল্লি ও পাঞ্জাব সরকার। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মাদ্রাজ গবর্মেন্ট বেসান্টকে 15 Jun 1917 [১ আষাঢ়] এবং তার দুই সহযোগী G.S. Arundale ও B.P. Wadia-কে পরের দিন অন্তরীণ করে রাখার আদেশ দেয়। হোমরুল লীগকে বেআইনি ঘোষণা করার কথাও তারা ভাবতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত ভারতে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ইন্ডিয়ান হোমরুল লীগের সভাপতি, মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার সুব্রহ্মণ্য আইয়ার 24 Jun 1917 আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনকে একটি চিঠি পাঠান :

An immediate promise of home rule —autonomy— for India would result in an offer from India of at least 5,000,000 men in three months for service at the front, and of 5,000,000 more in another three months. At present we are a subject nation, held in chains, forbidden by our alien rulers to express publicly our desire for the ideals presented in your famous war message: 'The liberation of peoples, the rights of nations great and small, and the privilege of men everywhere to choose their ways of life and of obedience.' The world must be made safe for democracy. Its peace must be planted upon the tested foundations of political liberty. ... The aching heart of India cries out to you, whom we believe to be an instrument of God in the reconstruction of the world.

Permit me to add that you and the other leaders have been kept in ignorance of the full measure of misrule and oppression in India. Officials of an alien nation, speaking a foreign tongue, force their will upon us; they grant themselves exorbitant salaries and large

allowances; they refuse us education; they rob us of our wealth; they impose crushing taxes without our consent; they cast thousands of our people into prisons for uttering patriotic sentiments, prisons so filthy that often the inmates die from loathsome diseases.[১৪৮]

আমেরিকার সংবাদপত্রে চিঠিটি গুরুত্বসহকারে মুদ্রিত হয়। এই চিঠি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনার [3, 18 Jun 1918] সময়ে ভারতসচিব মন্টেগু বলেন— ভারত সরকার স্যার আইয়ারকে জানিয়েছে, তাঁর এই কাজে সরকার বিস্মিত ও দুঃখিত, কিন্তু তাঁর বয়স স্বাস্থ্য ও অতীত বিচারবিভাগীয় মর্যাদার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবার সুপারিশ করছে না, তবে ভবিষ্যতে অনুরূপ আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিবাদে স্যার আইয়ার K.C.I.E. ও দেওয়ান বাহাদুর উপাধি ত্যাগ করে মাদ্রাজ গবর্মেন্টের চিফ সেক্রেটারিকে লেখেন :

After the contemptuous terms which so responsible a Minister of the Crown thought fit to use towards me from his place in the House of Commons it is impossible for me with any self-respect to continue to avail myself of the honour of being a title holder. I therefore feel compelled to renounce my title of K.C.I.E., and Dewan Bahadur. I have accordingly resolved not to receive any communications addressed to me in future with the prefix or Sir, and affix K.C.I.E., or Dewan Bahadur and, hereby intimate such resolution to my correspondents.[১৪৯]

হোমরুল আন্দোলন ক্রমশই তীব্র হচ্ছিল। ব্রিটিশ গবর্মেন্টের কাছে দাবি করা হল এই বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্য। বেসান্টের মুক্তির জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ [Passive Resistance] শুরু করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই উঠেছিল, টিলক চাইলেন হোমরুলের জন্যই এই কার্যসূচি গ্রহণ করতে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একটি যৌথ অধিবেশন ডাকা হল 29 Jul তারিখে। প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে মতামত প্রকাশ করতে বলা হলে 14 Aug মাদ্রাজে প্রস্তাব নেওয়া হয় :

Resolved that, in the opinion of the Madras Provincial Congress Committee, it is advisable to adopt the policy of Passive Resistance in so far as it involves opposition to all unjust and unconstitutional orders against the carrying on of constitutional agitation, and also against the prohibition of public meeting peacefully and constitutionally conducted, to protest against the unjust and unconstitutional orders of internment and a gainst the repressive policy of Government.

এছাড়া বেসান্টকে অন্তরীণ করার উপযুক্ত প্রতিবাদ জানানোর জন্য তাঁকেই 1917-এর কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত করার প্রস্তাব আনেন সুব্রহ্মণ্য আইয়ার 11 Jul [২৭ আষাঢ়]। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

এইসব আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে নবনিযুক্ত ভারতসচিব Edwin Montagu 20 Aug [৪ ভাদ্র] পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনই ব্রিটিশ নীতি এবং এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ও ভারতবাসীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তিনি শীঘ্রই ভারতে আসবেন। এই ঘোষণা ঈপ্সিত ফল প্রসব করল। বাংলার প্রাদেশিক কমিটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গবর্মেন্টের চক্ষুশূল বেসান্টের পরিবর্তে মামুদাবাদের রাজাকে ৩৪-৩০ ভোটে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন করে। 6 Oct এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ সভায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। 'বড়ো' ইংরেজের কাছ থেকে আসা বরের প্রত্যাশায় মডারেট রাজনৈতিক নেতারা উদ্বাহু হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতারা বেসান্টকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করতে বদ্ধপরিকর হন। সেই প্রচেষ্টায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে টেনে আনেন। সেইসব ঘটনা আমরা জীবনকথা অংশে বিবৃত করেছি।

আন্দোলনের চাপে ও কিছুটা কৌশলগত কারণে সরকার বেসান্টকে অন্তরীণদশা থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করে [16 sep : ৩১ ভাদ্র]। এই সংবাদে বাংলার দুই বিবদমান গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বেসান্টকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করে।

26 Dec 1917 [বুধ ১১ পৌষ] দুপুর দুটোর সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নির্মিত বিশাল মণ্ডপে কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশনের উদ্বোধন হল ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগান দিয়ে। ৪৯৬৭ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নিয়েছিলেন, এটি একটি রেকর্ড। পাঁচ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় চারশ জন মহিলা। এর পরে সাধারণত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বাগত ভাষণ দিতেন। কিন্তু এবারে রীতিভঙ্গ করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন তাঁর 'India's Prayer' কবিতা পড়ার জন্য। কংগ্রেসের সরকারি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে : 'The Chairman of the Reception Committee then called upon Sir Rabindra Nath Tagore to read out his opening ovation, then he recited the following verses in a voice which, reaching the farthest corners of the pandal, hushed the vast audience, with its music and heartfelt eloquence.' অতঃপর অমলা দাশের নেত্রীত্বে শ্বেতাম্বরা মহিলা ও বালিকারা 'বন্দেমাতরম্' পরিবেশন করেন।

পূর্ববর্তী কংগ্রেস অধিবেশনগুলির তুলনায় বর্তমান কলকাতা কংগ্রেস অনেক দিক থেকে স্বাতন্ত্র দাবি করতে পারে। যদিও গৃহীত প্রস্তাবে ভারতের আনুগত্য, মন্টেগুর উদ্দেশে স্বাগতসম্ভাষণ ইত্যাদি জানানো হয়েছে, তবুও Release of the Ali Brothers, Press Act, Internments, Responsible Government, Coercive Legislation প্রভৃতি প্রস্তাবের সুর একটু কড়া হয়ে উঠেছে। বেসান্ট তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেন :

... And let me say to the Government of India and Britain, with all frankness and good will, that India is demanding her Rights, and is not begging for concessions. It is for her to say with what she will be satisfied. ... In this attitude, the Democracy of Great Britain supports us; the Allies, fighting as Mr. Asquith said, 'for nothing short of freedom', support us; the great Republic of the United States of America supports us. Britain cannot deny her

own traditions, contradict her own leading statesmen, and shame the free Commonwealth, of which she is the glorious Head in the face of the world.

—স্বীকার করতেই হবে, কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে এই ধরনের উক্তি এর আগে উচ্চারিত হয়নি।

প্রতি বৎসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে একটি Social Conference অনুষ্ঠিত হত। 3 Nov [১৭ কার্তিক] ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'There is a strong desire in many quarters that you should be asked to preside over the next session of the All India Social Conference to be held in Calcutta during the Congress time.' রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির কী উত্তর দিয়েছিলেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তিনি যে ভেবেছিলেন তার প্রমাণ আছে ২২ কার্তিক রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে : 'ভেবেছিলুম কন্‌গ্রেসের সময় একটা ইংরেজি বক্তৃতা দেব সেইটে বসে বসে লিখ্‌ব। কিন্তু আজকাল আমার মনের তেমন উদ্যম নেই— তা ছাড়া বোধ হয় শক্তিও কমে গেছে।'[১৫০] শেষপর্যন্ত এই কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি কবির ভূমিকাই পালন করেন 'India's Prayer' কবিতা পাঠ ক'রে। কংগ্রেস-নেতাদের জন্য তিনি সাহিত্যিক ভোজেরও আয়োজন করেছিলেন 31 Dec 'ডাকঘর' অভিনয় দেখার আহ্বান জানিয়ে।

অ্যানি বেসান্ট জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন, তাই সরকার তাঁকে অন্তরীণ করায় সারা ভারতে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল— পরিণামে তারা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সকল অন্তরীণ বন্দীদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। যদিও কংগ্রেস অধিবেশনে এইভাবে বিনা বিচারে কারাগারে বন্দী বা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় অন্তরীণ করে রাখার বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ প্রত্যাশিত ছিল তা সংগঠিত হয়নি। সরকারি সন্ত্রাসের প্রকোপ বাংলাদেশে ছিল সবচেয়ে বেশি। সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকাদিতে এই বিষয়ে অনেক লেখা হয়েছে— কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা সভা করে এর অনেক প্রতিবাদ করলেও একে জনবিক্ষোভে পরিণত করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ লেখায় ও সরকারি মহলে তাঁর যতটুকু প্রতিপত্তি ছিল তার সাহায্যে কিছু প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন— পল্লীসংগঠন-কার্যে সহকর্মী অতুলচন্দ্র সেন, ছাত্র অনাথবন্ধু চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কষ্টলাঘবের জন্য তিনি কী চেষ্টা করেন তা জীবনকথা অংশে বর্ণিত হয়েছে। হয়তো এইসব কারণেই 30-31 Mar 1918 [১৬-১৭ চৈত্র] তারিখে চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি পদে 24 Feb [১২ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচিত করা হয়। অজ্ঞাত কোনো কারণে তিনি রাজি না হলে অন্তরীণদের সপক্ষে সংগ্রামরত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য অখিলচন্দ্র দত্তকে সভাপতি করা হয়েছিল।

উপরের বক্তব্যটির সম্ভবত কিছু ব্যাখ্যা দরকার। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ওকালতি ব্যবসায়ে খ্যাতিমান অখিলচন্দ্র দত্ত [1869-1950?] অন্তরীণদের প্রসঙ্গ তুলে প্রায়ই গবর্মেন্টকে বিব্রত করতেন। 4 Jan 1918 [২০ পৌষ] গোয়েন্দা দপ্তরের নির্দেশের অপব্যাখ্যা করে অত্যুৎসাহী এক পুলিশ অফিসার বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে সিন্ধুবালা নামী দুজন বিবাহিতা যুবতীকে গ্রেপ্তার করে প্রশাসনিক গাফিলতিতে প্রায় পনেরো দিন কারাগারে আটকে রেখে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সংবাদপত্রগুলির সমালোচনায় বিব্রত বাংলা গবর্মেন্ট 17 Feb সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, 'The order of arrest was an error of judgment.'

এর দুদিন পরে ব্যবস্থাপক সভায় অখিলচন্দ্র দুঁদে উকিলের মতো সুওয়াল করে প্রস্তাব করেন সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী অফিসারদের শাস্তি দেওয়া হোক। সরকার এই দাবি মেনে নেয়নি বটে, কিন্তু এইভাবে গবর্মেন্টকে হাস্যাস্পদ করে অখিলচন্দ্র বীরের সম্মান লাভ করেন।

অন্তরীণদের অবস্থা নিয়ে এইরূপ প্রতিবাদ ও লেখালেখি হলেও তাঁদের কার্যকর সাহায্য করার কোনো সংস্থা বাংলায় গড়ে ওঠেনি। Indian Civil Rights Committee নামে একটি সংস্থা গড়ে এই বিষয়ে পথ দেখাল মাদ্রাজ। এই কমিটির প্রণীত কার্যবিধি নিয়ে আলোচনা করার জন্য 5 Mar [২১ ফাল্গুন] কলকাতার টাউন হলে একটি জনাকীর্ণ সভায় ড রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করে উক্ত কমিটির বঙ্গীয় শাখা খোলা হয়। এর উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ : (১) বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নিপীড়নমূলক আইনের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার ব্যাপারে সক্রিয়তা; (২) অন্তরীণদের পরিবারগুলিকে আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্য দেওয়া; (৩) নিপীড়নমূলক আইনের শিকার ব্যক্তিবর্গের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া ও তাঁদের সর্ববিধ সাহায্য দেওয়া; (৪) ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা আইন প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে দেশে ও ইংলন্ডে আন্দোলন করা; (৫) এইসব কাজ চালানোর ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে একটি তহবিল স্থাপন। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধ ও তাঁর চিঠিপত্রগুলির কথা স্মরণ করতে পারি।

এইসব ঘটনা ও প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লববাদের উৎস ও তার প্রতিকারের পন্থা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার মন্টেগুর সম্মতি নিয়েই সিডনি রাওলাটের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করে 10 Dec 1917 [২৪ অগ্র], কমিটির কাজ হল : 'To investigate and report on the nature and extent of the criminal conspiracies connected with the revolutionary movement in India, (2) to examine and consider the difficulties that have arisen in dealing with such conspiracies and to advise as to the legislation, if any, necessary to enable Government to deal effectively with them.' সন্দেহ নেই, বিনাবিচারে কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ বা নজরবন্দী রাখার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা হচ্ছিল, তাকে আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। ভারতসচিব মন্টেগু স্বায়ত্তশাসনের পন্থাপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্যই নাকি ভারতে এসেছিলেন, তাঁর প্রথম দান এই কমিটি— যার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কুখ্যাত রাওলাট অ্যাক্ট প্রণীত হয়। সেটি সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রয়োজনসাধনের জন্যই পরিকল্পিত বলে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে Apr 1918-এ কমিটি রিপোর্ট জমা দেয় ও 6 Feb 1919-এ ব্যবস্থাপক সভায় বিল এনে 23 Mar তাকে আইনে পরিণত করা হয়। সেক্ষেত্রে ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হয় 23 Dec 1919, আইন-অনুযায়ী সংস্কার প্রবর্তিত হয় 1 Jan 1921 তারিখে।

৮ ও ৯ বৈশাখ [শনি-রবি 21-22 Apr 1917] ভবানীপুরে ৬৪ হরিশ মুখার্জি রোডে নির্মিত মণ্ডপে চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ বৈশাখ দুপুর একটায় 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর স্বাগতভাষণের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি পদে চিত্তরঞ্জনের নাম প্রস্তাব করেন এবং ফজলুল হক ও হরদয়াল নাগ তা সমর্থন করেন। অতঃপর চিত্তরঞ্জন বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। এটি 'বাঙ্গলার কথা'

নামে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা নারায়ণ-এ [পৃ ৪৮৫-৫৩৭] এবং ৫৩ পৃষ্ঠার স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণ নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

বক্‌র্‌-ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানিকে কেন্দ্র করে বিহারের শাহাবাদে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়, ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এর আগে এত বড়ো দাঙ্গা আর হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার হিন্দু ইব্রাহিমপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করে। অনেক কষ্টে পুলিশ দাঙ্গা দমন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু তার পরেই 2 Oct [১৬ আশ্বিন] আরও বেশি জায়গা জুড়ে দাঙ্গা আরম্ভ হয়, প্রায় ছ'দিন এই এলাকায় আইনশৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। ক্ষুদ্র জমিদারেরা হাতি বা ঘোড়ায় চড়ে মুসলমানদের ঘর জ্বালানো ও সম্পত্তি লুঠকরার কাজ তদারক করে। 9 Oct পার্শ্ববর্তী গয়া জেলার ত্রিশটি গ্রাম লুঠ হয়। ভারতরক্ষা আইনে প্রায় এক হাজার লোককে বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ও বড়ো' [দ্র প্রবাসী, অগ্র; কালান্তর ২৪। ২৭২-৯৩] প্রবন্ধটির সূচনা করেছেন এই দাঙ্গার কথা উল্লেখ করে।

1915-এ ভারতে আসার পরে গোখলের পরামর্শে গান্ধীজি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দিয়ে এক বৎসর সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এর পরে তিনি প্রথম আন্দোলনে নামেন বিহারের চম্পারন জেলায় নীলচাষীদের উপর ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিবারণে। লক্ষণীয়, এই আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্য নেননি, সর্বাংশে নির্ভর করেছেন স্থানীয় নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জে. ভি. কৃপালনী, ব্রজকিশোর প্রসাদ প্রভৃতির উপর। নিজের রাজনৈতিক গণভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ও এই আন্দোলন তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। 8 Apr 1917 [২৬ চৈত্র ১৩২৩] কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি 10 Apr স্থানীয় নেতা রাজকুমার শুক্লার সঙ্গে চম্পারন রওনা হন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুসৃত রীতি অনুযায়ী অভিযুক্ত ও অভিযোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের সন্তোষজনক পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি মন্তব্য করেন, এখানকার অবস্থা নাটাল বা ফিজির চেয়েও খারাপ। নীলকর-সমর্থক স্থানীয় শাসকেরা গান্ধীজির কার্যকলাপ বন্ধ করতে 16 Apr তাঁকে এই জেলা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। গান্ধীজি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দেন তিনি এই নির্দেশ অমান্য করবেন এবং ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে কাইজার-ই-হিন্দ পদক ফিরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। বিব্রত গভর্মেন্ট তাঁর বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নীলচাষীদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে ও গান্ধীজিকেও তার সদস্য করতে বাধ্য হল। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিহার ও উড়িষ্যার শাসনপরিষদ 4 Mar 1918 [২০ ফাল্গুন] Champaran Agrarian Act বিধিবদ্ধ করে। এর ফলে চাষীদের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়। ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তনে গান্ধীজির এই প্রথম প্রয়াসটি এইভাবে জয়যুক্ত হওয়ায় তাঁর রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। গ্রামভিত্তিক ভারতবর্ষের সঙ্গে গান্ধীজির এই প্রথম পরিচয় তাঁর পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

চম্পারন সত্যাগ্রহে জয়লাভ করে গান্ধীজি প্রায় একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন ধরনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। আমেদাবাদের সূতাকলের শ্রমিকেরা মজুরিবৃদ্ধির জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন। আমেদাবাদে গিয়ে গান্ধীজি শ্রমিক ও

মালিকদের সঙ্গে কথা বলে মিল-মালিকদের অনুরোধ করেন অশান্তি সৃষ্টি না করে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে। মালিকরা লক-আউট [22 Feb 1918], ঘোষণার পর 12 Mar মিল খুললে গান্ধীজির পরামর্শে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে, তিনি শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে ও তাদের মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনশন শুরু করলে মালিকপক্ষ নতি স্বীকার করে, শ্রমিকদের মজুরি ৩৫% বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শহুরে রাজনীতিতেও গান্ধীজির প্রভাব বিস্তৃত হল। ভারতে অনশনের অস্ত্র তিনি এই প্রথম প্রয়োগ করলেন। শ্রমিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও সংগত সমাধান করে গান্ধীজি মালিকপক্ষেরও আস্থা অর্জন করেন। ধনী মিলমালিক অম্বালাল সারাভাই-এর ভগিনী অনসূয়াবেন গান্ধীজির সহযোগিনী হয়ে ওঠেন, অম্বালাল আগে থেকেই তাঁর অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক কাজকর্মে ধনিক শ্রেণীর প্রচুর সহযোগিতা তিনি লাভ করেছিলেন।

আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি গুজরাটের খেড়া [Kheda] জেলার চাষীদের সপক্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। অজন্মার জন্য শস্যহানি হওয়ায় কৃষকদের দাবি ছিল রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখা। কিন্তু সরকার এই দাবি মানতে অস্বীকৃত হয়। গান্ধীজির পরামর্শে গুজরাট সভা চাষীদের রাজস্ব দিতে নিষেধ করে [10 Jan 1918]। কিন্তু খেড়ার কালেক্টর খাজনা আদায় করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। 22 Mar 1918 [৮ চৈত্র] নাদিয়াদে অনুষ্ঠিত কৃষকদের বিরাট এক সভায় গান্ধীজি রাজস্ব বন্ধের ডাক দিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লাভজনক আইনব্যবসা পরিত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দেন। সরকারও দমনমূলক ব্যবস্থা নিয়ে কৃষকদের জমি বাজেয়াপ্ত ও সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারকেই নতি স্বীকার করতে হয়। 25 Apr [১২ বৈশাখ ১৩২৫] বোম্বাই গবর্মেন্ট দুঃস্থ কৃষকদের খাজনা মকুব করে বন্দীদের মুক্তি দেয়। গান্ধীজির তৃতীয় আন্দোলনটিও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে শ্রমিক ও কৃষিজীবীদের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি বিতর্ক দেখা দিয়েছিল সুদূর আমেরিকায়। আমরা আগেই বলেছি, ভারতের স্বাধীনতার জন্য গদর পার্টি আমেরিকায় প্রচার চালাচ্ছিল। য়ুরোপীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই পার্টির নেতারা জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। লালা হরদয়াল [1884-1939] তাঁর সংগঠনশক্তি ও বাগ্মিতার দ্বারা আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়দের অনেককেই পার্টির সদস্য বা তার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু আমেরিকানও ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের প্ররোচনায় আমেরিকান গবর্মেন্ট দেশ থেকে বহিষ্কারের ভূমিকাস্বরূপ 25 Mar 1914 তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে, ফলে অনুগত সহকর্মী রামচন্দ্র ভরদ্বাজের হাতে পার্টির দায়িত্ব সমর্পণ করে তিনি জামিনে মুক্ত থাকার সময়ে আমেরিকা ত্যাগ করে য়ুরোপে চলে যান।

যুদ্ধ শুরুর আগেই জার্মানিতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সংগঠিত হয়েছিলেন। লড়াই আরম্ভ হলে তাঁরা জার্মান গবর্মেন্টের সাহায্য লাভ করলেন। জার্মানির অর্থসাহায্যে হেরম্বলাল গুপ্ত ভারতে অস্ত্র ও সুশিক্ষিত বিপ্লবীদের পাঠাবার কয়েকটি পরিকল্পনা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার সবগুলিই ব্যর্থ হয়। অতঃপর Feb 1916-এ ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে [1877-1971] এই কাজ সংগঠিত করতে আমেরিকায় পাঠানো হল। জার্মানরা অর্থসাহায্যে কার্পণ্য করেনি। May 1916-এ ডাঃ চক্রবর্তীকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া সত্ত্বেও

তিনি আগস্টে আরও পনেরো হাজার ডলার চেয়ে পাঠান। জার্মান কনসুলেট রামচন্দ্রকে প্রতি মাসে এক হাজার ডলার দিত। কিন্তু কাজ এগিয়েছিল সামান্যই। এঁদের সততাও প্রশ্নাতীত ছিল না।

আমেরিকায় অবস্থিত ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা এঁদের উপর নজর রাখত। 1917-এর গোড়ায় আমেরিকা যখন যুদ্ধে যোগ দেবার পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তারা আমেরিকান গবর্মেন্টকে এঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করে। 6 Mar 1917 ভোরে নিউ ইয়র্কে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয় ও প্রচুর কাগজপত্র সরকারের হাতে আসে। চক্রবর্তীও তাঁর সহযোগিদের পরিচয় ফাঁস করে দেন। 7 Apr রামচন্দ্র ও তাঁর ১৬ জন সহকর্মী গ্রেপ্তার হন। শিকাগো ও অন্যান্য জায়গা থেকে আরও অনেককে ধরা হয়। 7 Jul [২৩ আষাঢ়] সান ফ্রান্সিসকোর আদালতে ১০৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়, বিচার শুরু হয় 20 Noy [৪ অগ্র]। সব অভিযুক্তেরাই নিজেদের নিরপরাধ ঘোষণা করেন। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে অনুমতি দেওয়া হয় নিজেই সওয়াল করতে। তিনি এমন তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিতে শুরু করেন যে, অন্যান্য অভিযুক্তেরা বাধ্য হন তার প্রতিবাদ করতে। বিচারের সময়ে সাক্ষীদের জবানবন্দিতে দলনেতাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অবিশ্বস্ততার চিত্রটি নগ্ন হয়ে প্রকাশ পায়। প্রমাণিত হয়, রামচন্দ্র দলের টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন। বিচারের শেষ দিনে এক অভিযুক্ত রাম সিং আদালতের মধ্যেই চারটি গুলিতে রামচন্দ্রকে হত্যা করেন ও মার্শালের গুলিতে নিজেও নিহত হন।

23 Apr 1918 [১০ বৈশাখ ১৩২৫] মামলার রায় ঘোষিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির নানা মেয়াদের শাস্তি হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক কম শাস্তি পেয়েছিলেন ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, তাঁর ত্রিশ দিন জেল ও পাঁচ হাজার ডলার জরিমানা হয়— অথচ তিনিই ছিলেন ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের অন্যতম এজেন্ট, যাঁর হাত দিয়ে জার্মানরা টাকা পাঠাত। সন্দেহ হয়, বিচারপর্বে তাঁর ভূমিকা ছিল পিচ্ছিল [মাথায় ভেসলিন মাখার স্বভাবের জন্য তিনি 'oily leader of the oily revolution' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন]— সরকারকে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করার পুরস্কার হিসেবেই তিনি লঘু শাস্তি লাভ করেছিলেন।

এই ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীই রবীন্দ্রনাথের নাম হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় [মামলাটি এই নামেই অভিহিত হয়েছিল] টেনে আনার জন্য দায়ী। 21 Nov রবীন্দ্রনাথ যেদিন নিউ ইয়র্কে প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেইদিনই তিনি আমস্টারডামের ঠিকানায় একটি স্বাক্ষরহীন পোস্টকার্ড পাঠান : 'Rabindranath has come at our suggestion and saw Count Okuma, Baron Shrimpei Goto, Massaburo Suzuki, Marquis Yamaauchi, Count Terauchi and others. Terauchi is favourable and others are sympathetic.' 10 Jan 1917 তিনি বার্লিন কমিটিকে জানান, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বারো হাজার ডলার দিয়েছেন ইত্যাদি। মামলা চলার সময়ে এইসব খবর আমেরিকার সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছে, সেখান থেকে উদ্ধৃত হয় জাপানি সংবাদপত্রগুলিতে। এইরূপ একটি খবর পড়ে 3 Mar 1917 পিয়র্সন জাপানের কিয়োটো শহর থেকে *The Japan Chronicle*-এর সম্পাদকের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে এই অপবাদ সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এইসব খবরের টুকরো তিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকেও পাঠিয়েছিলেন। ইংরেজ গোয়েন্দারা তখন ছায়ার মতো পিয়র্সনকে অনুসরণ করছে। তাঁর চিঠি বাজেয়াপ্ত হয়ে সরকারের হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলে তিনি খবরটি জানতে পারেন। এর পরের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ের জীবনকথা অংশে প্রদত্ত হয়েছে।

30 Nov 1917 [শুক্র ১৪ অগ্র] ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিনে ‘বসু-বিজ্ঞান-মন্দির’-এর উদ্বোধন হল। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় ও অনেকের দানে তিনি এই গবেষণাগার নির্মাণ করেন। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রভৃতি অনেক শিল্পী এই মন্দিরকে অলংকৃত করেন। উদ্বোধনের বিবরণে *The Amrita Bazar Patrika* [1 Dec] লেখে : ‘...The proceedings opened with the singing of a Vedic song followed by the recital of invocation “stotras” in Sanskrit. Some of the senior students approached Dr. Bose and after garlanding him begged his blessings. Dr. Bose blessed them all after which Dr. Bose read his speech as follows’— এর পর পত্রিকাটি তাঁর ‘The Voice of Life’ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে ‘মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন’ গানটি লিখে দেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১ বৈশাখ ১৩২৪ [শনি 14 Apr 1917] প্রাতে যথারীতি রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা করেন, তাঁর ভাষণের অনুলিপি রক্ষা করা হয়নি। কিন্তু ৫ বৈশাখ বুধবারে তিনি মন্দিরে যে উপদেশ দেন, সেটি জনৈক ছাত্র কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা ‘শান্তি’-তে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ৫৭তম জন্মোৎসব এবার আশ্রমেই পালিত হল। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি সেখানে সমবেত হন। উৎসব চলে তিন-চার দিন ধরে।

২৩ বৈশাখ [রবি 6 May] সন্ধ্যায় ‘বাঙাল-সভা’ বসে। সীতা দেবী লিখেছেন :

খোলা মাঠেই সভা হইতেছিল। মেয়েরা ও মান্যগণ্য অতিথিবর্গ তক্তপোষে বসিলেন, ছেলেরা বসিল মাটিতে শতরঞ্চি বিছাইয়া। সর্বসম্মতিক্রমে সুকুমারবাবু সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে সুকুমারবাবুর পত্নী শ্রীমতী সুপ্রভাকেই সভানেত্রী করা হোক, কারণ আজন্ম কলিকাতায় বাস করিয়া সুকুমারবাবুর বাঙালত্ব খানিকটা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সুপ্রভা রাজী না হওয়াতে সুকুমারবাবুই সভাপতির পদে বহাল রহিলেন। সভার কার্যতালিকা বেশি বড় ছিল না। একটি গল্প, একটি বিজ্ঞাপন ও একটি রিপোর্ট পড়া হইল, সবই বাঙাল ভাষায়। সভার কার্য যথাসম্ভব বাঙাল ভাষাতেই হইতেছিল। অনেকে উঠিয়া ছোট ছোট বক্তৃতা দিলেন, বক্তব্য সকলেরই প্রায় এক, ‘তাঁহাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।’ বক্তাদিগের ভিতর নাম মনে পড়ে দুইজনের, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকেও তাঁহার মামার বাড়ির (মালদহ) ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথকেও সভাপতি অনুরোধ করিলেন তাঁহার মামার বাড়ির ভাষায় কিছু বলিতে। রবীন্দ্রনাথ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, খুলনার ভাষার মাত্র দুইটি কথা তিনি জানেন, তাহাতে বক্তৃতা দেওয়া চলে না। সে কথা-দুইটি হইতেছে ‘কুলির অম্বল ও মুগির ডাল।’ অতঃপর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ দিলেন অতি কষ্টে। বেশ পুরাপুরি বাঙাল ভাষা হইল না।[১৫১]

২৪ বৈশাখ সন্ধ্যায় আরও অতিথি আসেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর স্ত্রী সরোজনলিনী। রাত্রে সংস্কৃত ‘বেণীসংহার’ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হল। সীতা দেবী লিখেছেন :

অভিনয় মুক্ত আকাশের নীচে হইবে বলিয়া প্রথমে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আকাশে সামান্য একটু মেঘসঞ্চার দেখিয়া, নাট্যঘরের ভিতরেই অভিনয়ের আয়োজন হইল। ...বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে নাটকের আখ্যানবস্তু বাংলায় বলিয়া গেলেন। ছাত্রেরা, বিশেষ করিয়া শিশুবিভাগের দল ‘সাধু, ‘সাধু করিয়া প্রচুর সাধুবাদ দিল। সংগীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় সূত্রধর-রূপে দেখা দিলেন। তিনি সংস্কৃত গান গাহিয়া, রঙ্গমঞ্চে ফুল ছড়াইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর আসল অভিনয়টুকু হইল। ইহাতে বেশি সময় লইল না দেখিয়া সভাস্থ সকলের অনুরোধে, সুকুমারবাবু তাঁহার ‘শব্দকল্পদ্রুম’-নামক কৌতুকনাট্যটি পাঠ করিলেন। ইহার গানগুলিও হইল বটে, তবে তাঁহার দলের লোকেরা এখানে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে গান গাহিলেন।[১৫২]

২৫ বৈশাখ [মঙ্গল 8 May] সকালে আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তার বিবরণ আমরা জীবনকথা অংশে দিয়েছি। রাত্রে 'অচলায়তন' অভিনীত হয়।

২৬ বৈশাখ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গ্রীষ্মবকাশ আরম্ভ হয়। সম্ভবত পূর্বরীতি মেনে ১ আষাঢ় [শুক্র 15 Jun] বিদ্যালয় খোলে।

১৩ আষাঢ় [বুধ 27 Jun] Devapriya W. Singha নামক একটি সিংহলি ছাত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হন। তিনি 'My Journey to India' [*The Ashram*, Oct-Nov 1917/ 41-44] প্রবন্ধে লেখেন, 20 Jan সিংহল ত্যাগ করে তিনি অভিভাবকের সঙ্গে কলকাতায় আসেন— মাস-চারেক সেখানে পড়াশুনোর পরে 'My guardian told me many pleasant news about our Asram, and praised much for its works. Then he said, he will try to admit me to this Asram, if it is possible. I also told him that I am willing to go there. So on the 27th of June it was arranged to start for the Asram. In the evening of this day I came to this beautiful and holy place of Shantiniketan.' কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমজীবনের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন করেন। আশ্বিন ১৩২৪-সংখ্যা বাগান-এ তাঁর আঁকা দুটি রঙিন ছবি দেখা যায়। Jan-Feb ও Mar 1918-সংখ্যা *The Ashram* তিনিই সম্পাদনা করেন। সম্ভবত এর পরেই তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। অতঃপর আশ্রম-পত্রিকাগুলিতে তাঁর নামের উল্লেখ আর দেখা যায় না।

আমেরিকায় বক্তৃতা করে রবীন্দ্রনাথ যে আয় করেছিলেন, তা সেখানকার ব্যাঙ্কে রক্ষিত ছিল। ক্যাশবহির ১৬ জ্যৈষ্ঠের [30 May] হিসাবে দেখা যায়, ম্যাকমিলান কোম্পানির ৩৯২৪১ টাকা ৬ আনার একটি চেক জমা পড়েছে— তার থেকে ৩০২০০ টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয় তারকনাথ পালিতের দেনা মেটানোর জন্য, ৯০০০ টাকা বিদ্যালয়ের খাতে পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে শতকরা ৮ টাকা সুদে জমা রাখা হয়, অন্য কোনো সূত্র থেকে সর্বাধ্যক্ষ নেপালচন্দ্র রায়কে 'বিদ্যালয়ের হিসাবে দেওয়া যায় ৬৩৮৩ ০'। এর ফলে বিদ্যালয়ের অর্থাভাব সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়।

গ্রীষ্মবকাশের পর বিদ্যালয়ে কয়েকটি পরিবর্তন হয়। 9 Jul [২৫ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে লেখেন :

> The boys have begun their agriculture in right earnest under the leadership of Santosh Mitra; and I believe it is not going to be like the road— the brilliant work of Nepal Babu— which suddenly stops, with a sublime futility, at the brink of Nowhere. The artist Surendra Kar has joined our school, and his presence is very much appreciated by the boys and the teachers. Our former student and a veteran of Calcutta football fields, Gora, has taken up the work of a mathematical teacher in our school in the place of Sachindra Babu, and I am sure he will prove to be a valuable acquisition to us.[১৫৩]

—'গোরা' হচ্ছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবের খ্যাতিমান ফুটবল খেলোয়াড় গৌরগোপাল ঘোষ। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আশা সত্য হয়েছিল, ১৩৪৭ সালে অকালমৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি আন্তরিকভাবে বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর সেবা করে গেছেন। বিশিষ্ট শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করকে চিত্রশিক্ষক হিসেবে পাওয়ায় প্রতিষ্ঠান সত্যই উপকৃত হয়েছিল— শান্তিনিকেতনের গৃহস্থাপত্য ও পরিবেশ-পরিকল্পনাতেও তাঁর বহুমূল্য অবদান রয়েছে। সন্তোষকুমার মিত্র এতদিন ছিলেন বিদ্যালয়ের চিত্রশিক্ষক, কিন্তু এখন থেকেই তিনি কৃষি ও পল্লীসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বালকদের দ্বারা অভিনীত 'ডাকঘর' নাটকে অমলের চরিত্রাভিনেতা পিতৃহীন আশামুকুল দাস মাতার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হন গ্রীষ্মবকাশের পরে। তাঁকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে 'ডাকঘর' অভিনয়ের ভাবনা দেখা দেয়। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, বিদ্যালয়েই পূজাবকাশের সময়ে অভিনয়টি হবে। তাই ২৭ আষাঢ় শান্তিনিকেতনে রিহার্স্যাল শুরু হয় [দ্র পুণ্যস্মৃতি। ১১৪]। কিন্তু এর পরেই রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস-রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ায় অভিনয়ের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় কলকাতার বিচিত্রা-য়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুক্তিদাপ্রসাদ বা প্রসাদ বা মুলুকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রুগ্ন বালকটিকে ছাত্রাবাসে না দিয়ে পারিবারিক পরিবেশে রেখে পড়ানোর উদ্দেশ্যে দেহলির অদূরে একটি ছোটো মাটির বাড়ি ক্রয় করেন। রামানন্দ এবং তাঁর বিদূষী কন্যাদ্বয় শান্তা ও সীতা দেবী প্রধানত থাকতেন সেখানে। এঁদের উপস্থিতি শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। সীতা দেবী ডায়ারি রাখতেন, পরে সেই ডায়ারি অবলম্বনে 'পুণ্যস্মৃতি' রচনা করে তিনি রবীন্দ্রজীবনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন। আশ্রমে মেয়েদের একটি সাহিত্যসভা ছিল, সেটিও এঁদের উপস্থিতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সভার মুখপত্র হিসেবে 'শ্রেয়সী' নামে একটি হস্তলিখিত পত্রিকা তাঁরা প্রকাশ করেন ১০ আশ্বিন ১৩২৪ [বুধ 26 Sep], সম্পাদিকা হন রামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তা দেবী। এই পত্রিকার ইতিহাস সম্পর্কে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় [আশ্বিন ১৩২৫] সম্পাদিকা লেখেন :

...গত বৎসর শ্রাবণ মাসে সাহিত্যসভার একটি অধিবেশনে এখানকার আশ্রমাচার্য্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমাদের এই সভাকে কেন্দ্র করে আমরা যাতে নানাভাবে নিজেদের মনের বিকাশ কর্‌তে পারি, সেইজন্য তিনি আমাদের কাছে নানারকম কাজের নমুনা ধরেন! শুধু সাহিত্যচর্চ্চা বল্‌লে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু বোঝাবার জন্যে সেই সময়ে তিনিই এই সভার নাম "সাধনা সভা" রাখেন। "সাধনা" আমাদের তেমন সাধনায় প্রবৃত্ত কর্‌তে পারে নি।...

"সাধনা" সভার নামকরণের দিনে আশ্রমের মেয়েদের নিজের হাতে গড়া একখানা সাময়িক কাগজ প্রকাশ কর্‌তে সভাপতি মহাশয় আমাদের বলেন। আমরা সে কাজের ভার গ্রহণ করি। ...আমাদের উৎসাহে আনন্দিত হয়ে সেই সময় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের পত্রিকার নামকরণ করেন।

আশ্বিন ১৩২৪-এ 'শ্রেয়সী'র প্রথম সংখ্যা বেরোয়। আশ্বিন-সংখ্যা 'শান্তি'তে গৌরীকান্ত রায় 'মাসিক পত্রিকা (আলোচনা)' করতে গিয়ে লেখেন : 'সম্প্রতি মহিলা সাহিত্য সভা চালিত "শ্রেয়সী" নাম্নী একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। মেয়েদের মধ্যে সাহিত্য আলোচনা শান্তিনিকেতনে এই প্রথম।' পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ছিল, কিন্তু ১৩২৪ ও ১৩২৫ বঙ্গাব্দের প্রথম দুটি সংখ্যা ছাড়া অন্যগুলি এখনও পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অমিতা সেনের সৌজন্যে পত্রিকাটির যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাগুলি রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে। এখানে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হল।

মলাটটি রঙিন চিত্রশোভিত, দ্বিতীয় মলাটে লেখা : 'শ্রেয়সী/ ১০ই আশ্বিন বুধবার/ ১৩২৪ সাল/ ত্রৈমাসিক পত্র'। সম্পাদিকা শান্তা দেবী বি.এ. 'সূচনা'য় লেখেন :

...শান্তিনিকেতনে যে কয়েকটি মহিলা আছেন, শ্রেয়সী তাঁহাদেরই মিলিত চেষ্টার ফল। কোনো বিশেষ বয়সের মেয়েদের কাগজ ইহা নয়; সকলেরই এ আপনার। এই 'শ্রেয়সী'কে সাজাইয়া শ্রেয়ের পথে অগ্রসর করিতে আমাদের যে একপ্রাণতা ও একাগ্রতার প্রয়োজন আছে, তাহা আমাদেরই শ্রেয়ের পথে লইয়া চলিবে এই আমাদের আশা। "শ্রেয়সী"কে সুন্দর করিতে আমাদের জ্ঞান বহুমুখী করিতে হইবে, অধ্যবসায় অটুট করিতে হইবে, হৃদয় মন সজাগ রাখিতে হইবে, তবেই 'শ্রেয়সী' ও তাহার সেবিকারা শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবেন।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মোট একুশটি রচনা ছিল : ১। শ্রেয়সী (কবিতা), ২। সূচনা/ [শান্তা দেবী], ৩। ব্যাধি ও প্রতিকার (প্রবন্ধ)/ সীতা দেবী, ৪। রাজগিরি বা রাজগৃহ (ভ্রমণ)/ যুগলমোহিনী দেবী, ৫। নারীশক্তি

(প্রবন্ধ)/ ঐ, ৬। গোকুল/ হেমলতা দেবী, ৭। অভিনন্দন ('ফিজি দ্বীপের কুলি রমণীগণের প্রতি অত্যচার নিবারণের জন্য মহামতি সি, এফ, এস এ্যান্ড্রুজ্ মহোদয়ের দ্বিতীয়বার ফিজি গমন উপলক্ষ্যে' লিখিত কবিতা), ৮। খুচর কথা/ হেমলতা দেবী, ৯। শিশুর শিক্ষায় নারীর কি স্থান/ মীরা দেবী, ১০। বিদেশিনীদের কাজ/ শান্তা দেবী, ১১। শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর/ স্বর্ণরেখা দেবী, ১২। লক্ষ্মীর কথা/ শৈলবালা দেবী, ১৩। লেবু পোকা/ রমা দেবী, ১৪। তুমি (কবিতা)/ তরুলতা দেবী, ১৫। খাসিয়া ভ্রমণ/ কিরণবালা সেন, ১৬। যথার্থ আপন (কবিতা)/ জ্যোৎস্নলতা দেবী, ১৭। পুণ্ডরিক (কবিতা)/ হেমলতা দেবী, ১৮। মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি/ রেণুকা দেবী, ১৯। ব্যর্থ আকাঙক্ষা (কবিতা)/ জ্যোৎস্নালতা দেবী, ২০। মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতকথা/ কুমুদকামিনী দেবী, ২১। লোকমাতা (কবিতা)/ হেমলতা দেবী।

—রচয়িত্রীদের কারো-কারো পরিচয় উদ্ধার করা দুরূহ।

মেয়েদের সাহিত্যসভার অধিবেশন হত প্রতি বুধবার সন্ধ্যায়। একবার তাঁরা fancy dress-এর আয়োজনও করেন। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, কিন্তু বড়ো মেয়েদের চেষ্টা সফল হয়নি।

পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিবাসী সাঁওতালদের শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পক্ষ থেকে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। বাইরে থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসতেন, তাঁরা এই কাজে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদ বা মুলু এর অতিরিক্ত একটি সান্ধ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করেন সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে ভুবনডাঙার দরিদ্র বালকদের পড়াবার জন্য। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি শিক্ষকদের বাড়ি থেকে পুরোনো খবরের কাগজ সংগ্রহ করে বোলপুরে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে আসতেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পর রামানন্দ এই বিদ্যালয়ের জন্য এক হাজার টাকা দান করেন, বিদ্যালয়টির নাম হয় প্রসাদ বিদ্যালয়।

২৮ আশ্বিন [রবি 14 Oct] থেকে বিদ্যালয়ে পূজাবকাশ আরম্ভ হয়, খোলার তারিখটি সম্ভবত ৩০ কার্তিক [শুক্র 16 Nov] ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরে।

অবাঙালি ছাত্রেরা যেমন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তে আসছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের অনুরাগী অবাঙালিরাও তেমনি দেখতে আসছিলেন এখানকার কাজকর্ম। পৌষ-সংখ্যা বাগান-এর 'আশ্রমসংবাদ'-এ লেখা হয়েছে :

গত ১লা পৌষ শনিবারে [রবি 16 Dec] শ্রীযমুনালালজী ও তাঁহার সঙ্গীগণ আশ্রমে আসিয়া আশ্রম পরিদর্শন করেন। ইহারা সকলেই "মধ্যপ্রদেশবাসী"। সেইদিন বিনোদনপর্ব্বে নাট্যঘরে "বাল্মীকিপ্রতিভা" শিশুদের দ্বারা অভিনীত হয়। নানা কারণে সেদিনকার অভিনয় ভাল হয় নাই। তৎপরে "জনগণ" ও "শান্তিনিকেতন" গান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গানদুটিও সেদিন ভাল হয় নাই। আমাদের গায়কদলের মধ্যে যাহারা বড় ছেলে তাঁহারা সেদিনকার গানে যোগদান করেন নাই।...

শ্রীযমুনালালজী আরও কিছুদিন থাকিয়া ৫ই তারিখে চলিয়া যান। তিনি আশ্রমকে ১০০০৲ টাকা, সাঁওতাল বিদ্যালয়ে ১৫৲ টাকা, গ্রাম্য লাইব্রেরীতে ১৫৲ টাকা, সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিবার নিমিত্ত ৪০৲ টাকা, একটি দরিদ্র বালকের একমাসের খরচ ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।...

গত ৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার [বুধ 19 Dec] বৈকাল ৪টার সময় শ্রী ব্যোমানজী আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসেন। ইনি একজন পার্শি বণিক। ... আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিজ্ঞানমন্দিরে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ...তিনি আমাদের সাঁওতাল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া ২০০৲ দান করিয়াছেন।

উপাসনার পর সত্যকুটীরে একটি সভা হয় সেই সভায় ব্যোমানজী একটি বক্তৃতা দেন। ..."বুদ্ধি, জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে বঙ্গবাসী ভারতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটি জিনিষের বড় অভাব রহিয়াছে তাহা practical বুদ্ধি। কি করিয়া কাজ করিতে হয় বঙ্গবাসী তাহা জানে না। বঙ্গদেশে পাট, চা ও কয়লা প্রচুর পরিমাণে হয়। বঙ্গবাসীরা যদি ইহার ব্যবসা করিত, তাহা হইলে আর্থিক অবস্থায় বঙ্গদেশ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত। ব্যবসা করে না বলিয়াই বঙ্গদেশ দরিদ্র হইয়া রহিয়াছে।

ইহার পর শ্রীযমুনালালজী... একটি বক্তৃতা দেন। ইনি মধ্যপ্রদেশে একটি আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।...

ইহার পর পূজনীয় আচার্য্যদেব একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ...“সমস্ত পৃথিবীর চোখ আমাদের এই আশ্রমের উপর পড়িয়াছে। যেটি সবচেয়ে বড় জিনিষ সেটি আমাদের লাভ করিতে হইবে। এই আশ্রমে এমন একটি জিনিষ আছে যাহা দ্বারা বিশ্বের মঙ্গল করা যায়। তোমাদের এখন সেই জিনিষটিকে কাজে লাগাইতে হইবে। সেইটি তোমাদের লাভ করিতে হইবে।”

তৎপরে “জনগণ ও শান্তিনিকেতন” গান হইয়া ছিল। গান দুটি বেশ জমিয়াছিল। তাহার পর ব্যোমানজী ছেলেদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন। পরদিন সকালে তিনি চলিয়া যান।

সীতা দেবীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ৭ পৌষ সকালে ‘একদল মারাঠী, মান্দ্রাজী, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাও তাঁহাদের ভিতর দুই-চারিটি ছিলেন’। পরের বছর এইরূপ কয়েকজন গুজরাটি নারীপুরুষ এসে চারটি বালককে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে যান।

২২ পৌষ [রবি 6 Jan 1918] বোম্বাইবাসী মোরানজি আশ্রম পরিদর্শনে আসেন; ‘তিনি সাঁওতাল বিদ্যালয়ে ১০০৲ টাকা ও দরিদ্র সাঁওতাল মেয়েদের বস্ত্র ক্রয় করিবার নিমিত্ত ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।’

৭ পৌষ [শনি 22 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমের সপ্তবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। রাত্রে যথারীতি বাজি পোড়ানো হয়।

পরদিন ৮ পৌষ ছাতিমতলায় উপাসনা করে বিদ্যালয়ের ২৪তম বার্ষিক অধিবেশন হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। সর্বাধ্যক্ষ নেপালচন্দ্র রায়ের প্রতিবেদন পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটো বক্তৃতা করেন। রাত্রে নিচু বাংলায় ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ অভিনীত হয়। সীতা দেবী লিখেছেন :‘মেয়েদের সাজসজ্জা খুবই ভালো হইয়াছিল, অভিনয়ও ছোট ছোট মেয়েদের পক্ষে বেশ ভালো হইয়াছিল। সন্তোষবাবুর একটি ভাগিনেয়ী, ডাকনাম রানু, ক্ষীরির ভূমিকায় বেশ ভালোই অভিনয় করিল। সন্তোষবাবুর দুই বোন নুটু আর রেখা লক্ষ্মী এবং রানী কল্যাণী সাজিয়াছিল, অন্যান্য অভিনেত্রীদের নাম এখন মনে পড়িতেছে না। ভিতরবাড়ির উঠানেই অভিনয় হইল।’[১৫৪]

৯ পৌষ সকালে আশ্রমের পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্মরণসভা হয়।

কলকাতা য়ুনিভার্সিটি কমিশনের চেয়ারম্যান ড স্যাডলার কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শান্তিনিকেতনেও যান, কিন্তু তার তারিখটি উদ্ধার করা যায়নি। ড স্যাডলার 19 Mar 1919 কলকাতা ত্যাগের আগে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : ‘I shall never forget Bolpur, our talks there and at your home in Calcutta’. কমিশনের রিপোর্টেও ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা আছে :

It is a boarding school for boys; situated on a rolling upland in open country, and combining, in its course of training and methods of discipline, Indian tradition with ideas from the West. With regard to the general work of the school it must suffice to say that it is no small privilege for boys to receive lessons in their vernacular from one of the most accomplished and celebrated writers of the age. No one who has seen the poet, sitting bare-headed in a long robe in the open veranda of a low-roofed house the wide hedgeless fields stretching to the horizon beyond— with a class of little boys, each on his carpet, in a circle before him on the ground, can ever forget the impression, or be insensible to the service

which Sir Rabindranath Tagore renders to his country by offering to the younger generation the best that he has to give.[১৫৫]

ড স্যাডলার জগদানন্দ রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, প্রমদারঞ্জন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায়ের অভিমতও রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন।

অ্যান্ডরুজ ও পিয়র্সন চুক্তিদাস-প্রথার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে ফিজিতে গিয়েছিলেন 1915-এ, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। অ্যান্ডরুজ একাই এই বৎসর সেখানে যান অবস্থার পর্যালোচনা করার জন্য। তাঁর জনসেবার স্বীকৃতি দেবার জন্য ফিজির ভারতীয়েরা এবার তাঁকে 'দীনবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করেন।[১৫৬] ২৭ ফাল্গুন [11 Mar 1918] তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে 'ফিজিতে ভারতীয়দের অভাব' বিষয়ে বক্তৃতা দেন — '১১ মার্চ মিঃ এন্ড্রুস ফিজি হইতে প্রত্যাগত হইয়া যে বক্তৃতা দেন তাহারই অনুবাদ' উক্ত শিরোনামে চৈত্র-সংখ্যা শান্তিতে প্রকাশিত হয়।

৩০ চৈত্র [শনি 13 Apr 1918] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করেন।

পূজাবকাশের পরে বিদ্যালয় খুললে আদ্যবিভাগের বড়ো ছাত্রদের মধ্যে পাকশালার ব্যবস্থা নিয়ে একটি বিক্ষোভ দেখা দেয়। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ছিলেন তখন পাকশালার অধ্যক্ষ। এই বিষয়ে 'বাগান'-এর পৌষ-সংখ্যায় লেখা হয় : 'আমাদের অধ্যাপকেরা সকলে একমত হইয়া আদ্যবিভাগের ছেলেদের হস্তে নিজেদের আহারের ভার প্রদান করিয়াছেন। উহাদের প্রত্যেককে ১২ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। রান্নাঘরে তাহাদের জন্য আলাদা রান্না হইবে। ছেলেরা ইচ্ছামত টাকা জমা দিয়া সেখানে আহার করিবে। ...কি করিয়া নিজেকে গোছাইয়া চলিতে হয় তাহা তাহারা শিক্ষা করিবে।' শেষের বাক্যটি সম্ভবত ছাত্রবিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশের অন্তর্গত। হুকুমজারি না করে ছাত্রদের কিছুটা দাবি মেনে নিয়ে দাবির অযৌক্তি তাদের বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর ছাত্রশাসনতন্ত্র-কৌশলের বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮ চৈত্র [1 Apr] তিনি জগদানন্দ রায়কে যে লেখেন : 'বিদ্যালয়ের পাকশালা বিভাগের নূতন কোনো ব্যবস্থা হয়েছে কি? অর্থাৎ ছেলেরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে সকলে মিলে তার একটা ভার নিতে পেরেচে কি? এ সম্বন্ধে আদ্যবিভাগের ছেলেদের মন প্রসন্ন হয়েচে ত?' শান্তিনিকেতনের শান্তি যে মাঝেমাঝেই বিঘ্নিত হত এইসব ঘটনা তারই দৃষ্টান্ত!

উল্লেখপঞ্জী

১ পুণ্যস্মৃতি। ৮০

২ চিঠিপত্র ৫। ২১৯, পত্র ৫৩

৩ ঐ ১২। ২৭০, পত্র ৪

৪ ডায়েরি। ৬৫

৫ ঐ। ৬৮

৬ পুণ্যস্মৃতি। ৯৩-৯৪

৭ ঐ। ৯০

৮ ঐ। ১২৬

৯ শান্তা দেবী : পূর্বস্মৃতি [1983]। ৮৪

১০ আশামুকুল দাস, ‘ডাকঘরের কথা’ : দেশ, ২৫ আশ্বিন ১৩৯৮। ৩৫

১১ ডায়েরি। ৭০-৭১,

১২ পুণ্যস্মৃতি। ১০১-০২

১৩ ডায়েরি। ৭২

১৪ পুণ্যস্মৃতি। ১০৩

১৫ ঐ। ১০৪

১৬ মহানগর, শারদীয় ১৩৮৯। ৮

১৭ চিঠিপত্র ৫। ২২০, পত্র ৫৪

১৮ দীনেশচন্দ্র সিংহ, ‘বিশ্বকবি-বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ (আশুতোষ পর্ব)’ : দেশ, ২১ বৈশাখ ১৩৯৭। ৪৮

১৯ সবুজ পত্র, বৈশাখ। ৪-৬

২০ চিঠিপত্র ৫। ২২০, পত্র ৫৫

২১ ঐ ৫। ২২৩, পত্র ৫৭

২২ পুণ্যস্মৃতি। ১০৫

২৩ ঐ। ১১১

২৪ চিঠিপত্র ৭। ৮২, পত্র ৪৬

২৫ ঐ ৭। ৮৩, পত্র ৪৭

২৬ ঐ ৪। ৮১, পত্র ৩০

২৭ ঐ ৫। ২১৯, পত্র ৫৩

২৮ ঐ ১২। ২৭১, পত্র ৫

২৯ ঐ ১৫। ১৮-১৯, পত্র ১২

৩০ ডায়েরি। ৮০

৩১ ঐ। ৮০-৮১

৩২ *Letters to a Friend*/ 74

৩৩ র-মূল, অক্ষয়কুমার রায়-ফাইল

৩৪ পুণ্যস্মৃতি। ১১৫ :

৩৫ *V.B.Q.*, May-July 1943/78

৩৬ পুণ্যস্মৃতি। ১১৬

৩৭ *Letters to a Friend*/ 75

৩৮ র-প্রতিলিপি

৩৯ র-মূল

৪০ র-প্রতিলিপি

৪১ অমল হোম : পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। [১৩৬৮]। ১৫২

৪২ ডায়েরি। ৮৫।

৪৩ ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি। ৪৫

৪৪ নারায়ণ, আশ্বিন-কার্তিক। ৮৪০

৪৫ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৬০২, পাদটীকা ২

৪৬ র-মূল

৪৭ দেশ, শারদীয় ১৩৭৪। ১০

৪৮ চিঠিপত্র ১১। ১০, পত্র ৩

৪৯ র-প্রতিলিপি

৫০ র-মূল

৫১ র-প্রতিলিপি

৫২ চিঠিপত্র ১১। ৮-৯, পত্র ২

৫৩ ঐ ৫। ২২৪, পত্র ৫৮

৫৪ পুণ্যস্মৃতি। ১২০

৫৫ র-মূল

৫৬ দ্র অসিতকুমার হালদার : রবিতীর্থে। ৯৭

৫৭ দ্র ‘গ্রন্থপরিচয়’ : সংগীতচিন্তা ২৮। ৯০৫

৫৮ যুগান্তর, শারদীয়া ১৩৬৮। ২২

৫৯ *Amrita Bazar Patrika*, 7 May 1961 [Facsimile]

৬০ শ্রাবণী পাল-সম্পাদিত ‘মুকুল দে-র দিনলিপি’ : সমতট প্রকাশন : Jul-Sep 1995/ 219 [এই দিনলিপিটি থেকে পরেও আমরা বহু উদ্ধৃতি দিয়েছি, কিন্তু সেগুলি সংখ্যা-চিহ্নিত করা হয়নি]

৬১ দ্র নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ১ [১৩৮৯]। ৪২২-২৩

৬২ পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। ২১৪-১৫

৬৩ পুণ্যস্মৃতি। ১২২

৬৪ চিঠিপত্র ৭। ৮৫, পত্র ৪৯

৬৫ পুণ্যস্মৃতি। ১২৩

৬৬ ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি। ৪৯

৬৭ রবিতীর্থে। ১০৭

৬৮ ডায়েরি। ৯২

৬৯ রবিতীর্থে। ১০৪-০৫

৭০ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৪৯, পত্র ১৩

৭১ পুণ্যস্মৃতি। ১২৬-২৭

৭২ র-প্রতিলিপি

৭৩ যুগান্তর, শারদীয় ১৩৬৭। ২২, পত্র ২২

৭৪ র-প্রতিলিপি

৭৫ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ১৪, পত্র ৪

৭৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৭। ৮, পত্র ৫

৭৭ চিঠিপত্র ১২। ২৩১-৩২, পত্র ১

৭৮ ঐ ১২। ৫৮-৫৯, পত্র ৫২

৭৯ ঐ ১২। ৬৩-৬৪, পত্র ৫৪

৮০ ঐ ১২। ৬৫, পত্র ৫৫

৮১ প্রবাসী, কার্তিক। ১১১-১২

৮২ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৭, পত্র ৪

৮৩ ঐ। ৮, পত্র ৬

৮৪ ঐ। ৮-৯, পত্র ৭

৮৫ ঐ। ১৫, পত্র ৫

৮৬ চিঠিপত্র ৫। ২৩৬-৩৭, পত্র ৬৫

৮৭ ঐ ১১। ১১, পত্র ৫

৮৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৭। ৭, পত্র ৩

৮৯ চিঠিপত্র ৫। ২২৪-২৬, পত্র ৫৯

৯০ পিয়র্সন। ২৭৯

৯১ ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী। ৫০

৯২ র-প্রতিলিপি।

৯৩ চিঠিপত্র ৫। ২৩৪, পত্র ৬৩

৯৪ পুণ্যস্মৃতি। ১৩৪

৯৫ *Imperfect Encounter*/ 246, Note 2

৯৬ দেশ, ২৭ অগ্র ১৩৯৩। ১৭-১৮, পত্র ৩৯

৯৭ র-মূল

৯৮ চিঠিপত্র ৫। ২৩৫, পত্র ৬৪

৯৯ র-প্রতিলিপি

১০০ চিঠিপত্র ৭। ৮৭, পত্র ৫৩

১০১ ঐ ৬। ৬৪, পত্র ২৮

১০২ দেশ, ২৭ অগ্র ১৩৯৩। ১৭, পত্র ৩৯

১০৩ চিঠিপত্র ১২। ১০৭, পত্র ৮৯

১০৪ পুণ্যস্মৃতি। ১৩৬-৩৭।

১০৫ ঐ। ১৩৮

১০৬ ঐ। ১৪০

১০৭ ঐ। ১৪৩

১০৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১০, পত্র ৯

১০৯ পুণ্যস্মৃতি। ১৪৪-৪৫

১১০ যুগান্তর, শারদীয় ১৩৬৭। ২৩, পত্র ১৪

১১১ অমল হোম, 'বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক' : বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩। ৫০

১১১ক *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 14 [1965]/152

১১২ দেশ, শারদীয় ১৩৯২। ১৩

১১৩ চিঠিপত্র ১১। ১৩-১৪, পত্র ৭

১১৪ ঐ ১২। ৬৭, পত্র ৫৬

১১৫ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮৫

১১৬ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : রবীন্দ্রনাথ [১৩৪৮]। ৪৬

১১৭ *Early Revolutionary: Movement in Bihar*, p.108—ঐ। ৩৯

১১৮ Krishna Kripalani : *Rabindranath Tagore : A Biography* [1980]/ 273-74

১১৯ র-প্রতিলিপি

১২০ র-মূল

১২১ তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৭৩

১২২ রবীন্দ্রবীক্ষা ২৬ [১৩৯৮]। ১১, পত্র ২

১২৩ র-প্রতিলিপি

১২৪ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৬১১-১২, পাদটীকা ৫

১২৫ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩। ৩, পত্র ৪

১২৬ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ১, পত্র ১

১২৭ ঐ। ২, পত্র ৩

১২৮ ঐ। ১-২, পত্র ২

১২৯ পুণ্যস্মৃতি। ১৪৯

১৩০ র-প্রতিলিপি

১৩১ র-মূল

১৩২ পুণ্যস্মৃতি। ১৪৬-৪৭

১৩৩ ঐ। ১৪৮

১৩৪ ঐ। ১৪৯

১৩৫ *V.B.Q.*, May-July 1943/78-79

১৩৬ সুকুমার বসু : 'বিচিত্রা-পর্ব', বি. ভা, প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯। ৪৪৫

১৩৭ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৩, পত্র ৪

১৩৮ *V.B.Q.*, May-July 1943/ 80

১৩৯ Ms. 275A.

১৩৯ক যাত্রী ১৯। ৩৬৯

১৪০ পুণ্যস্মৃতি। ১৫২

১৪১ ঐ। ১৫৩

১৪২ চিঠিপত্র ৩। ২৭, পত্র ১৩

১৪৩ দ্র ঐ ৭। ৮২, পত্র ৪৬

১৪৪ ঐ ৭। ৮৩, পত্র ৪৭

১৪৫ মৈত্রেয়ী দেবী : রবীন্দ্রনাথ—গৃহে ও বিশ্বে [১৩৮৩]। ২৮

১৪৬ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৩, পত্র ৪

১৪৭ সমতট, Jul-Sep 1995/ 212

১৪৮ R.C. Majumdar: *History of The Freedom Movement*, Vol.2 [1975] 353-54

১৪৯ *Indian Annual Register, 1919, Vol. I, Part II* edited by H. N. Mitra/ 52

১৫০ চিঠিপত্র ২। ৬৬, পত্র [২১]

১৫১ পুণ্যস্মৃতি। ৯৬-৯৭

১৫২ ঐ। ১০১

১৫৩ LF/74

১৫৪ পুণ্যস্মৃতি। ১৪৩

১৫৫ চিঠিপত্র ১৫। ১০৪-তে উদ্ধৃত

১৫৬ দ্র চার্লস ফ্রিয়র এণ্ডরুজ। ১২৯

---

* র-প্রতিলিপি। পত্রটি *The Bengalee* [7 Sep]-তে 'The Internments and Mrs. Besant/ Sir Rabindra Nath Tagore's Letter' শিরোনামে মুদ্রিত হয় [ঈষৎ পাঠান্তর-সহ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৬০১-০২]; সুতরাং রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপির তারিখ অবশ্যই ভুল।

* কিন্তু স্যাডলার 22 Jun 1918 রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'I have tried to summarise what you said to me in Calcutta on November 20 last'; কমিশনের প্রশ্নাবলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত তিনি নোটবুকে টুকে নেন। কালিদাস নাগ-প্রদত্ত তথ্য সঠিক হলে এটি তৃতীয় সাক্ষাৎকার হবে।

অ ষ্ট প ঞ্চা শ   অ ধ্যা য়

১৩২৫ [1918-19] ১৮৪০ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের অষ্টপঞ্চাশ বৎসর

গত বৎসর ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চৈত্রের প্রায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন। হয়তো সেই কারণেই এই বৎসর নববর্ষের দিনে [রবি 14 Apr 1918] মন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় বহিরাগতদের ভিড় ছিল কম। ২৯ চৈত্র তিনি যখন শান্তিনিকেতনে রওনা হন, তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন কেবলমাত্র কালিদাস নাগ। তিনি ডায়েরি-তে লিখেছেন : 'এবার কেউ আসেনি— কবিকে একেবারে একা পেয়ে ৩-৪ দিন প্রাণ ভরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।' ১ বৈশাখের বিবরণ তিনি সংক্ষেপে সেরেছেন : 'নববর্ষের উপাসনা যেন নবজীবনের সূচনা হয়ে এল— সারাজীবন মনে থাকবে।' সীতা দেবী অবশ্য বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন : 'রবীন্দ্রনাথ [দেহলির] উপর হইতে নামিয়া মন্দিরের পথে চলিয়াছেন দেখিয়া আমরাও তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। কবি পণ্ডিতজিকে [ভীমরাও শাস্ত্রী] ডাকিয়া কি যেন বলিলেন, অনুমান করিলাম গানের কথাই হইবে। আরম্ভে পণ্ডিতজি দুই-তিনজন ছেলেকে লইয়া একটি গান করিলেন। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই করিলেন। উপাসনান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।'[১] কী গান গাওয়া হয়েছিল, তিনি লেখেননি ও উপাসনাটিরও কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায়নি।

দিনেন্দ্রনাথ তখনও কলকাতা থেকে ফেরেননি, কিন্তু তাঁরই বাড়ির বারান্দায় গানের আসর বসল। "গান অনেকগুলি হইল, বেশির ভাগই 'ফাল্গুনী'র। নূতন গানও কয়েকটি হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দুই-তিনটি গান গাহিলেন এবং সদ্য-রচিত তিনটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। এইগুলি পরে 'পলাতকা'য় স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর সাধু বাংলা ও কথ্য বাংলা ভাষা, ইহার ভিতর কোন্‌টা কবিতার উপযুক্ত বাহন তাহা লইয়া কথা চলিল।"[১] পলাতকা-র কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষা ব্যবহারের বিশেষ পরীক্ষা করেছিলেন, সম্ভবত তারই সূত্রে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। এতে মুদ্রিত কবিতাগুলি তারিখহীন, যে-কয়টি কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তাতেও তারিখ নেই। সুতরাং বলা সম্ভব নয়, কোন্ তিনটি কবিতা তিনি পাঠ করেছিলেন। তবে ভারতী, প্রবাসী ও সবুজ পত্র-এর বৈশাখ ১৩২৫-সংখ্যায় যথাক্রমে 'চিরদিনের দাগা', 'নিরুদ্দেশ' ['পলাতকা'] ও 'মুক্তি' কবিতাগুলি ছাপা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ এই আসরে উল্লিখিত তিনটি কবিতা পড়ে শোনাতে পারেন।

সীতা দেবী আরও লিখেছেন : 'বিকালের দিকে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের শয়নকক্ষে ছোটখাট একটা সভা হইতেছে। ...পরে নেপালবাবুর কাছে শুনিলাম যে মন্টেগু-সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের Home Rule সম্বন্ধে যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল, সেইগুলিই তিনি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন।' মন্টেগুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 6 Apr-এর চিঠি

ও 10 Apr-এ লেখা তাঁর উত্তরের কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এইগুলিই তিনি শিক্ষকদের কাছে পড়ে শুনিয়েছিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রসাদ [মুলু] ভুবনডাঙায় দরিদ্র বালকদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে একটি নাইট স্কুল স্থাপন করেছিলেন। এইদিন বিকেলে সেই স্কুলের ছাত্রদের নিমন্ত্রণ ছিল। তাদের খাওয়া দেখতে রবীন্দ্রনাথও আসেন। বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার পর দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর কাছে অসংখ্য চিঠি আসতে থাকে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে তিনি অধিকাংশ পত্রেরই উত্তর দিতেন। কিন্তু তখন তাঁর চিঠির প্রতিলিপি রাখার ব্যবস্থা চালু হয়নি, ফলে এইসব চিঠির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। এই আসরে তিনি কিছু অদ্ভুত চিঠির উল্লেখ করে বলেন, 'আমি যদি সে চিঠিগুলো বই করে ছাপাতুম, তা হলে সেখানা খুব remarkable বই হ'ত।'

এর পরে ছেলেদের সার্কাস আরম্ভ হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানেও কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

এইদিন J.D. Andersonকে লেখা তাঁর একটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়, এটি 'ইংরেজি গীতাঞ্জলির গদ্যরূপ' শিরোনামে ছন্দ [১৩৮২] গ্রন্থে [পৃ ২৪১-৪২] সংকলিত হয়েছে। অ্যান্ডারসনের এক বন্ধু *Gitanjali*-র দুটি কবিতাকে ছন্দোবদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করেন। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েও তিনি ইংরেজি গদ্যের আশ্চর্যজনক ক্ষমতার মহিমা কীর্তন করে মন্তব্য করেছেন : 'I think one should frankly give up the attempt at reproducing in a translation the lyrical suggestions of the original verse and substitute in their place some new quality inherent in the new vehicle of expression.' এই চিঠিতেই তিনি লেখেন, তিনি সবুজ পত্র-সম্পাদককে লিখেছেন তাঁর বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা ['ছন্দ' ('ছন্দের অর্থ')]-সংবলিত চৈত্র-সংখ্যাটি অ্যান্ডারসনকে পাঠিয়ে দিতে। অ্যান্ডারসন প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে রবার্ট ব্রিজেসকে প্রেরণ করেন।

পরের দিন ২ বৈশাখ সকালে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর পুত্রের অন্নপ্রাশনে আচার্যের কাজ করেন। তিনিই শিশুর মুখে প্রথম অন্নদান করে নামকরণ করেন 'সৌম্যকান্ত'।

তাঁর অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা যাওয়ার আয়োজন তখন চলছিল। এই উপলক্ষে কলকাতা যাত্রার পূর্বে বালিকা রাণু অধিকারীকে একটি কৌতুকপূর্ণ পত্রে লেখেন :

> তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্ছি সেই-জাতের পাখি। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করছি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তা হলে বেরিয়ে পড়ব।[২]

বাধা সত্যই ঘটেছিল। অন্তরের দিক থেকেও বাধা ছিল, সেই কথাই বলেছেন সীতা দেবীকে :

> যতই যাবার আয়োজন করছি ততই কিন্তু মন বলছে, এবার তোমার যাওয়া হবে না। এক-একবার ভাবি থেকে যাই, আবার থাকতেও ইচ্ছে করে না। আমাদের এই খোলা মাঠের মধ্যে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন একটা মোহ আছে, সে কেবলি যেন বলে "এই ভালো"। কিন্তু এটা একটা মোহেরই আবরণ, একে ছিন্ন ক'রে যেতে হবে।[৩]

বিকেলের গাড়িতে তিনি কলকাতা যাত্রা করেন। পরের দিন ৩ বৈশাখ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন : 'শীঘ্র আমেরিকায় যাত্রা করচি। পৃথিবীর চারদিকে প্রলয় বহ্নি জ্বলে উঠেছে। ইতিহাস আবার নূতন করে গড়ে উঠবে — এই সময় আমারও কিছু কাজ আছে বলে মনে হয়— এখন ঘরের কোণে বসে থাকতে পারলুম না।'[৪]
*20 Apr [৭ বৈশাখ] কাদম্বিনী দত্তকে লিখলেন : 'যাবার উদ্যোগে ব্যস্ত আছি। আমাদের জাহাজ আগামী

২১শে বৈশাখে [4 May] ছাড়বে। কিন্তু এ জাহাজ কেবল সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যাবে। তার পর কবে জাহাজ পাওয়া যাবে এবং সে জাহাজ কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে কিছুই ঠিকানা নেই। আপাতত আর কিছু নয়, সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারলেই আরাম পাই।'[৫] কিন্তু জাহাজ ছাড়ার তারিখ নির্দিষ্ট ছিল না, সহযাত্রী কারা হবেন সে বিষয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। রথীন্দ্রনাথ 23 Apr [১০ বৈশাখ] ডায়ারিতে লিখেছেন : 'About this time came to know that the boat wouldn't start before the 8th. Passports were ready. Father decides to go to Bolpur next Thursday [2 May] & come back to Calcutta on the 7th, the day before his birthday./ Pratima & myself have decided to accompany father. It is not quite sure whether Nagen would go, but he wants to go very much.' 1 May তিনি শ্রিমতী সেমূরকে লিখে পাঠালেন : 'We are going to sail for America next week— whole family including Mr. Andrews. ...passports had been arranged and everything got ready.' কিন্তু অদৃষ্টের দেবতা তখন আড়ালে বসে হাসছিলেন!

রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার কথা জেনে মণ্ডা ক্লাব ৯ বৈশাখ [সোম 22 Apr] তাঁকে একটি সভায় সংবর্ধিত করেন।[৬] অনুষ্ঠানটির কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

১০ বৈশাখ কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'A private conference of the new party leaders held this evening at our house. The discussion was about the Delhi Conference. Instructions were given to Mr. B. Chakravarty & Mr. Chanda regarding their attitude in the conference proceedings. Khaparde was present.' 27-29 Apr দিল্লিতে যে War Conference বসার কথা ছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা হয়েছিল। পরদিন এই প্রসঙ্গ তুলেই রবীন্দ্রনাথ সীতা দেবীকে বলেন : 'আমি রোজ ভাবি একবার তোমাদের বাড়ি যাব তা এখানে এসে এমন politics-এর পাল্লায় পড়েছি যে কিছুতেই আর সময় হয়ে ওঠে না।'[৭]

সীতা দেবীর লেখা থেকেই জানা যায়, ১১ বৈশাখ [বুধ 24 Apr] বিচিত্রা-য় একটি সভার আয়োজন হয়েছিল, বিষয় ছিল 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'। 'দুতলার ঘরের সজ্জায় একটু পরিবর্তন দেখা গেল, অবগুণ্ঠিত বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে বড় বড় চিত্রবিচিত্র জাপানী লণ্ঠন আলোক বিতরণ করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথের 'চেহারা অনেক খারাপ দেখিলাম। অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি অন্তরের বেদনা চাপিয়া বাহির-সংসার ও জনসাধারণের দাবি মিটাইয়া চলিতেন, কিন্তু সংগ্রামের চিহ্ন সবটাই চাপা দিতে পারিতেন না, মুখশ্রীর ভিতর শ্রান্তি ফুটিয়া উঠিত অনেক সময়ই।' কলকাতায় থাকলেই তিনি প্রতিদিন মৃত্যুপথযাত্রিণী মাধুরীলতাকে [বেলা] দেখতে যেতেন। কন্যার বেদনা স্নেহময় পিতার মুখে প্রতিফলিত হত।

বিচিত্রা-র অনুষ্ঠানে 'শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, নলিনী দেবী এবং অরুন্ধতী সরকার বাজাইলেন, গানের দলে ছিলেন কবি স্বয়ং, অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। কবিতা পাঠ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একলাই করিলেন। একটি নূতন কবিতা ও একটি আগেকার লেখা। সভা শেষ হইল Moonlight Sonata দিয়া।'[৮]

বিচিত্রার আর একটি অধিবেশন হয় ১৮ বৈশাখ [বুধ 1 May]। দিনেন্দ্রনাথের গান দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তারপর 'রবীন্দ্রনাথ কাব্য সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিলেন এবং নিজের নবরচিত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন।' পার্শি বণিক বোমানজি ও রংপুর কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপালের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কয়েকটি ইংরেজি কবিতাও পড়ে শোনান। একজনের অনুরোধে তিনি 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যটিও সম্পূর্ণ পাঠ করেন। এর পর শোনান আর-একটি নূতন কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমুদ্রযাত্রা করতে চাইলেও গান্ধীজি চাইছিলেন, তিনি যেন দেশেই কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকেন। অ্যান্ডরুজ ফিজিতে চুক্তিদাসপ্রথার অবসান সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লিতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি তাঁর মুখেই রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার কথা শোনেন। অ্যান্ডরুজের কলকাতায় ফেরার সময়ে তিনি তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি চিঠি দেন, চিঠির তারিখ 30 Apr [১৭ বৈশাখ]। তিনি লিখলেন :

...We are on the threshold of a mighty change in India. I would like all the pure forces to be physically in the country during the process of her new birth. If therefore you would at all find rest anywhere in India, I would ask you and Mr. Andrews to remain in the country and kindly to lend me Mr. Andrews now and then....

Mr. Ambalal has asked me to say that he will welcome you and your company as his honoured guests in his bunglow at Matheran. The season there ends about the middle of June. Mr. Ambalal is also prepared to secure for your accomodation at Ooty if you wish. I suggest that it would be better if you come and stay at Matheran for the time being and then decide whether you will pass the rest of the hot season at Ooty.

I do hope you will soon recover from the nervous strain you are suffering from.[৮ক]

—পত্রের আন্তরিকতার সুরটি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর অবশ্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করতে পারেননি; তবে অম্বালাল সারাভাইয়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, তার সূচনা এখানেই।

রথীন্দ্রনাথের ডায়ারির তথ্য সঠিক হলে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে নিয়ে ১৯ বৈশাখ [বৃহ 2 May] শান্তিনিকেতনে যান, যদিও ক্যাশবহিতে তাঁদের যাত্রার হিসাব আছে ২০ বৈশাখে। ২৫ বৈশাখ [বুধ ৪ May]-এর মধ্যেই তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইতিপূর্বেই লন্ডনের *The Quest* পত্রিকায় 'The Philosophy of Rabindranath Tagore' নামে দুটি প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি একই নামে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে লন্ডনস্থ ম্যাকমিলান কোম্পানি দ্বারা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে অবহিত করালে 20 Dec 1917 [৫ পৌষ ১৩২৪] শান্তিনিকেতন থেকে একটি চিঠি লিখে তিনি প্রুফগুলি দেখতে চান। রাধাকৃষ্ণণ প্রত্যুত্তরে 27 Apr 1918 [১৪ বৈশাখ] গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ জানিয়ে প্রুফগুলি প্রেরণ করেন। 8 May [২৫

বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরের একটি খসড়া করেন। তাতে ভূমিকা লেখার অনুরোধ এড়িয়ে গিয়ে লেখেন: 'For about my philosophy I am like M. Jourdain who had been talking prose all his life without knowing it. It may tickle my vanity to be told that my writings carry dissolved in their stream pure gold of philosophical speculation, and that gold bricks can be made by washing its sands and melting the precious fragments— but yet it is for the readers to find it out and it would be a perilous responsibility on my part to give assurance to the seekers and stand gurantee for its realisation.'[৯] তিনি লেখেন, প্রুফগুলি অ্যান্ডরুজের কাছে আছে, স্পষ্ট অসংগতিগুলি সংশোধন করে তিনিই সেগুলি ফেরৎ পাঠাবেন। Nov 1918-এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

২৫ বৈশাখ [বুধ 8 May] রবীন্দ্রনাথ ৫৭ বৎসর পূর্ণ করে ৫৮ বছরে পদার্পণ করলেন। কলকাতায় আত্মীয়-বন্ধু মহলে তাঁর জন্মদিন সমারোহের সঙ্গে পালিত হল। রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Father's 57th [58th] birthday celebration comes off tonight. About 100 guests have been invited. Nandalal & others under the direction of Abandada have tastefully decorated the upperhall of Bichitra for the feast with flowers & আল্পনা painting on the ground around which in a rectangle the seats for the guest have been arranged. Mrs. [Indira] Chaudhuri has arranged to entertain with music selected from different periods of father's writings, while father has agreed to say a few words explaining the differences in melody, expression, metre etc. of these different periods.' সীতা দেবীও অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনা বিস্তৃততর।[১০] মূল উৎসবটি গগনেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় আয়োজিত হয়েছিল। মাল্যদান, প্রণাম ইত্যাদির পর ভীমরাও শাস্ত্রী দুটি গান করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর একটি গানের পরে রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রভা রায়, রমা দেবী ও অজিতকুমার মিলে একটি গান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মালা-চন্দন / (কবিগুরুর জন্মদিনে)/ বাংলাদেশের হৃদ্‌কমলে গন্ধরূপে নিলীন হ'য়ে ছিলে,/ মূর্ত্তি কখন নিলে?...' ৪ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। অতঃপর 'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ছোট একটি বক্তৃতা করিলেন। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে লাগাম ছাড়িয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন।' এর পর আরও অনেকগুলি গান হল— বেশির ভাগ মায়ার খেলা-র গান ও গুটিকয়েক বর্ষার গান। 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি 'মায়ার খেলা'র গানের মধ্যে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।' গানের আসর শেষ হয় প্রায় সাড়ে ন'টার সময়ে। রবীন্দ্রনাথ 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে' গেয়ে সভাভঙ্গ করেন। 'অনেকেই জোর করিয়া চোখের জল সংবরণ করিলেন।'

আহারের আয়োজন হয় বিচিত্রা-হলে। তার সাজসজ্জার বিবরণ রথীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া যায়। সীতা দেবী একটু অতিরিক্ত সংবাদ দিয়েছেন : 'প্রত্যেক অতিথির বসিবার জায়গায় তাঁহার নাম লেখা একখানি কার্ড, পাছে স্থানচ্যুত হয় বলিয়া এক-একটি পদ্মকলিকার দ্বারা কার্ডগুলি চাপা রহিয়াছে' —তাঁর আসন পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের পাশে।

জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাই 1916-এর শেষে শিল্পকলা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন, এখন তাঁর ফিরে যাবার সময় হল। রবীন্দ্রনাথ ২৫ বৈশাখেই রেশমি কাপড়ের উপরে জাপানি তুলিতে একটি

কবিতা লিখে তাঁকে বিদায়-উপহার দিলেন :

বন্ধু,/ এক দিন/ অতিথির প্রায়/ এসেছিলে ঘরে,
আজ তুমি যাবার বেলায়/ এসেছ অন্তরে।

কাম্পো আরাই 11 May [শনি ২৮ বৈশাখ] জাপানের উদ্দেশে রওনা হন।

অ্যান্ডরুজ এইদিন রাতে দিল্লি থেকে ফিরে আসেন। সান্‌ফ্রান্সিসকোতে ব্রিটিশ গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে কয়েকজন ভারতীয়ের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হয়েছে, এই তথ্য তিনি দিল্লি থেকে সংগ্রহ করে আনেন। পরের দিন ২৬ বৈশাখ তিনি বাংলার গবর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ গুর্‌লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন :

Mr. Andrews saw Mr. Gourlay this morning. He showed Mr. Andrews a letter, with some paper cuttings he had received from Pearson. Reports have appeared in many papers in America & Japan about father being implicated in the San Francisco Conspiracy case. The prosecuting counsel brought forward evidence to show that father went to America last time at the instigation of German emissaries & that he had confidential interviews with Count Terauchi & Okuma in Japan.

Father is very indignant on getting to know this. He thinks, while such rumours are being spread in America, it wouldn't be nice for him to go there. Mr. Andrews went to the B.I.Co's offices & got the passages cancelled.

আমেরিকা থেকে জর্জ ব্রেট খবরটি দিয়েছিলেন অনেক আগে 15 Apr [২ বৈশাখ], কিন্তু সেটি তখনও এসে পৌঁছয়নি। প্রস্তাবিত বক্তৃতাসফর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জেমস পন্ডের মতামত জানতে অনুরোধ করেছিলেন। পন্ড বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেননি, তিনি বলেন যুদ্ধফেরৎ বীরেদের বক্তৃতাই তখন সর্বাধিক জনসমাদর লাভ করছে। এরপরেই তিনি লেখেন : 'Moreover, Mr. Pond and I are very much upset because you have been accused in the press in this country of being disloyal, a good many paragraphs having appeared from time to time indicating that you have had connection with German agents or with certain disloyal elements in India.' এ সত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে লেখেন, বক্তৃতাসফর আশানুরূপ সফল না হলেও তা জনমনের ভ্রান্তি দূর করতে ও তাঁর বইয়ের ক্রমহ্রাসমান বিক্রয়কে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে।

যাই হোক্, অ্যান্ডরুজ ও অন্য সূত্রে বিষয়টি জেনে রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে একটি চিঠি পাঠান :

When I was about to embark for America only a few days ago some newspaper cuttings from Japan came to my hands containing informations about a prosecution of some Hindus in San Francisco for revolution intrigue against the British Government I find that the

prosecution counsel mentions my name implicating me in this charge of conspiracy assuring the court that he has documentary evidence to support it. It is also stated that my last tour to America was undertaken at the instigation of some German agents to whom I gave to understand that Count Terauchi was favourable to my secret proposal and Count Okuma sympathaiser.

Though I feel certain that my friends in America and my readers there who have studied my writings at all carefully can never believe such an audacious piece of fabrication, yet the indignity of my name being dragged into the mire of such calumny has given me great pain. It is needless to tell you that I do not believe in patriotism which can ride roughshod over higher ideals of humanity, and I consider it to be an act of impiety against one's own country when any service is offered to her which is loaded with secret lies and dishonest deeds of violence. I have been outspoken enough in my utterences when my country needed them, and I have taken upon myself the risk of telling unwelcome truths to my own countrymen, as well as, to the rulers of my country. But I despise those tortuous methods adopted whether by some Government or other groups of individuals, in which the devil is taken into partnership in the name of duty. I have received great kindness from the hands of your countrymen, and I entertain great admiration for yourself who are not afraid of incurring the charge of anachronism for introducing idealism in the domain of politics, and therefore, I owe it to myself and to you and your people to make this avowal of my faith and to assure your countrymen that their hospitality was not bestowed upon one who was ready to accept it while wallowing in the subsoil sewerage of treason.

উইলসনকে একটি কেব্‌ল্‌ও পাঠানো হয় 11 May তারিখে : 'Newspapers received concerning conspiracy trial San Francisco wherein prosecution counsel implicated me. I claim from you and your country protection against such lying calumny.'

কেব্‌ল্‌টি যদিও 13 May ওয়াশিংটনে পৌঁছেছিল, কিন্তু 31 Aug চিঠিটি পৌঁছবার আগে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। চিঠিটি পেয়ে সরকারি দপ্তরে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 3 Aug স্টেট ডিপার্টমেন্টের সচিব Leland Harrison বিচার বিভাগের সচিব Charles Storeyকে রবীন্দ্রনাথের চিঠির কপি পাঠিয়ে জানতে চান কীভাবে এর উত্তর দেওয়া হবে। স্টোরি 9 Aug লেখেন, সানফ্রান্সিসকো মামলার অ্যাটর্নি Prestonএর কাছ থেকে সওয়ালের সময় যে-যে অংশে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হয়েছে তার কপি যেতে পারে এবং 'if it appears that the newspaper articles which Tagore saw are not borne out by the record we might be able to convince Tagore that the Government was not responsible for any calumny to which he was subjected.' 14 Aug একটি চিঠিতে হ্যারিসন পরামর্শটি গ্রহণ করলেন। অতঃপর 6 Sep

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল LaRue Brown একটি চিঠিতে হ্যারিসনকে জানালেন, তিনি উক্ত অংশগুলির ফটোকপি ও অ্যাটর্নি প্রেস্টনের একটি চিঠি পাঠাচ্ছেন, যাতে তিনি লিখেছেন— ১৪০ নং দলিল প্রসঙ্গে আসামীপক্ষের উকিল Healyর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছাপা সাংবাদিকদের উচিত হয়নি, যা নিতান্তই রসিকতা : 'The department is further advised by Mr Preston that no evidence implicating Sir Rabindranath Tagore in the Hindu conspiracy has at any time come to his attention.'[১১]— কিন্তু এই চিঠির সঙ্গে যে ফটোকপিগুলি পাঠাবার কথা ছিল সেগুলি পাঠাতে ভুলে গেছেন। পরবর্তী স্তরে ভুলের মাত্রা আরও বেড়েছে, শেষে 29 Oct কাগজপত্রগুলি ফাইলে সমাধিস্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে জানানোও হয়নি যে, সরকারিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

কিন্তু সংবাদপত্রের বিবরণে কী ছিল? [এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩-এ কিছু আলোচনা করেছি।] স্টিফেন হে 28 Feb 1917-সংখ্যা *New York Times*-এর একটি সংবাদের উল্লেখ করেছেন : 'One of the documents presented as evidence, a letter from an Indian in Washington D.C., to a German agent in Amsterdam, asserted that Tagore came to the U.S. "at our suggestion", and implied that he tried to enlist support for the conspiracy from Count Okuma and others during his stay in Japan.'[১২]

এইসবের মূলে ছিলেন একজন বাঙালি তথাকথিত বিপ্লবী ডঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী— ভারতে বিপ্লব ঘটানোর জন্য যিনি জার্মানির অর্থসাহায্য ব্যবহার করতেন বলে কথিত। তিনিই 21 Nov 1916 আমস্টারডামে লেখেন : 'Rabindranath has come at our suggestion and saw Count Okuma, Baron Shrimpei Goto, Massaburo Suzuki, Marquis Yamanuchi, Count Terauchi and others. Terauchi is favourable and others are sympathetic.' 10 Jan 1917 তিনি বার্লিন কমিটিকে জানান: 'Rabindranath Tagore thinks, if he now goes to Sweden, he may be suspected and his usefulness curtailed. His intention is to hasten home and do whatever he can. ...We have given him 12,000 dollars.' এইসব দলিল যখন আদালতে প্রকাশ করা হয়, তখন আসামীপক্ষের উকিল প্রশ্ন করেন : 'Tagore is not one of the defendants?' তখন সরকারি অ্যাটর্নি রসিকতা করে জবাব দেন : 'No, he is not. We overlooked him in our haste.' এইগুলিই সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলে।

এতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর ক্ষোভ কেবল উইলসনকে চিঠি ও তারবার্তা পাঠিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। 9 May তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমাকেও মর্মবেদনার কথা জানিয়ে লেখেন : 'I have never met Count Terauchi in my life and I shall esteem it a kindness if you will convey to him the pain which this canard caused me.' ওকুমাকে তিনি এই নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে ওকুমা 10 Jul লেখেন, তিনি উক্ত অভিযোগকে গুরুত্বই দেননি, তবে ইন্দো-জাপানিজ্ অ্যাসোসিয়েশনের Mr Soyeshimaকে প্রতিবাদ করতে বলেছেন ও রবীন্দ্রনাথের পত্রের অনুবাদ প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

রথীন্দ্রনাথ 11 May [২৮ বৈশাখ] ডায়ারিতে লেখেন : 'Letter to President Wilson ...posted this afternoon. Copy of same forwarded to the Viceroy with a covering letter. [রাত্রি ৮টায় প্রেরিত কেব্‌ল্‌টির উদ্ধৃতি] Father visited the American Consul this morning. He said that the Amer. people would not take the supposed implication with the conspiracy case seriously —his name could never be associated with such vile affairs. He would be just as much welcome in America now as before.'

ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে পাঠানো চিঠির জবাব দেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি J.L. Maffey 17 Jun [৩ আষাঢ়] তারিখে : 'His Excellency the Viceroy now desires me to reply to your letter of May 12 and to express his sympathy with you in finding your name dragged into such unwarrantable prominence in the American Press. His Excellency is well aware that there is no foundation whatever for the suggestions made and he is willing that you should make any use of this letter you think fit.' 25 Jun অ্যান্ডরুজ এই চিঠির প্রতিলিপি আমেরিকায় ব্রেটকে প্রেরণ করেন, প্রতিলিপি কেব্‌ল্‌গ্রামেও পাঠানো হয়। ব্রেট সংবাদটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেন ও সংবাদপত্রের কিছু কর্তিকা রবীন্দ্রনাথকে পাঠান 26 Aug তারিখে।

এই সংকটের মধ্যে দুঃসংবাদ এল, রাজনৈতিক কারণে পিয়র্সন পিকিঙে গ্রেপ্তার হয়েছেন। 12 May [রবি ২৯ বৈশাখ] রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Received news of Pearson's arrest for political reasons at Peking. Mr Andrews left for Simla in the evening to see the Viceroy regarding Pearson.'

রবীন্দ্রনাথ এইদিন উইলসনকে লেখা চিঠির কপি পাঠিয়ে ভাইসরয়কে যে চিঠি লেখেন, তার খসড়ার বৃহদংশ জুড়ে আছে পিয়র্সনের প্রসঙ্গ। অংশটি বহু কারণে উদ্ধারযোগ্য :

I know Mr. P. intimately, is one of those Englishmen whose chivalrous love of humanity has drawn my heart to the English people revealing to me where its true greatness is. His connection with my school in Bolpur has ever appeared to me as providential, for I hold it firmly that until in India we have institutions in which Englishmen can join Indians in collaboration of love for higher purposes of humanity the object of our history will remain unfulfilled and the spiritual untruth of our situation will be a source of trouble for both parties. Pearson was able completely to win the heart of our teachers & boys by his selflessness and extraordinary power of sympathy, and I feel certain that mostly owing to his presence my school escaped in a great measure the occasional outbreak of irritation & excitement that passed over Bengal in recent times. So long as he was with me the patchwork of miserly politics had no attraction for him and he sobrely devoted his life to the fundamental service of Education and moral regeneration of man through love &

righteousness, a man of his type, full of generous impulses is liable to lend himself to misunderstandings and to come to grief in troublous times like the present one. I am not aware what is the nature of the offence with which he is charged but I am sure he is incapable of doing anything underhand & dishonourable. I know that I have no power to help him and that he has resources in himself manfully to bear his sufferings, but I feel it my duty to bear testimony to his nobleness and express my faith in his absolute probity whatever appearance his present situation may have for the public.[১৩]

19 May [রবি ৫ জ্যৈষ্ঠ] অ্যান্ডরুজ কলকাতায় ফিরে এলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Mr Andrews came back from Simla this morning. Viceroy was very unsympathetic in his interview & declined to move in the matter of Pearson's arrest.'

ভাইসরয়ের সহানুভূতিশূন্য হওয়ার কারণ ছিল। পিয়র্সন অনেকদিন ধরেই পুলিশের সন্দেহভাজন তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; ভারত, জাপান, আমেরিকা ও চীনে তাঁর গতিবিধির সংবাদ বহু যত্নে ইংরেজ গুপ্তচরেরা সংগ্রহ করেছে ও ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রণতি মুখখাপাধ্যায় রচিত 'উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন' গ্রন্থের পরিশিষ্টে [পৃ ২৬৫-৮০] প্রদত্ত Home Political Departmentএর 40-সংখ্যক ফাইলের প্রতিলিপিতে। D. Petrie 16 Mar 1918 Sir John Jordanএর উদ্দেশে যে বিবরণ প্রস্তুত করেছেন, তা বহুদিনের পরিশ্রমের ফসল। সেইজন্যই ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি রবীন্দ্রনাথের 12 May-র পত্রের উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু পিয়র্সন-সংক্রান্ত অংশটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

China (War Powers) Order in Council, 1917 আইন অনুযায়ী পিয়র্সনকে ইংলন্ডে পাঠানোর আদেশ জারি করা হয় 17 Apr [৪ বৈশাখ] ও 23 Apr [১০ বৈশাখ] তাঁকে সাংহাই থেকে 'জাপান' জাহাজে তুলে দেওয়া হয়, নির্দেশ থাকে তাঁকে পথিমধ্যে কোনো বন্দরেই নামতে দেওয়া হবে না। তবে সেন্সর-সাপেক্ষে চিঠি পাঠাননায় নিষেধ ছিল না। তাই পিয়র্সন 20 May কলম্বোর নিকটে জাহাজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'I have, since my unceremonious departure from Peking, been through a bewildering variety of experiences ranging from that of the captive Czar of all the Russians, to that of the ascetic in a monastic cell.' এই অবস্থায় তাঁর সান্ত্বনা— 'I am at least happy in the thought that I have given an opportunity of sharing sufferings and enduring suspicions which only my love for India has brought upon me.' পিয়র্সনকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়নি— তিনি ম্যাঞ্চেস্টার শহরে ব্রাউটনপার্কের বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন, তাঁর গতিবিধি বাড়ির পাঁচ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধশেষে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

আমেরিকায় যাওয়ার আয়োজন পণ্ড হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ 13 May [৩০ বৈশাখ] শ্রীমতী মূডিকে ও 14 May শ্রীমতী সেমূরকে দুটি চিঠি লিখে খবরটি জানান। বিষয় এক হলেও দুটি চিঠির লেখার ভঙ্গি আলাদা— পত্রপ্রাপিকাদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী হয়তো এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। শ্রীমতী সেমূরকে লেখা চিঠিটি

উইলসনকে লেখা পত্রের সমগোত্রীয় —রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন দুটিতেই উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে :

It was specially disgusting to me because I hate to be put in the same category with politicians and diplomats who deal with secret lies and found their schemes upon filth pits of iniquity. I should be proud openly to suffer for truth or my country, but I never can persuade me to believe that lying intrigue can be the proper price to pay for anything of abiding value. With Man the end is not the only object, but the means also; and however absurdly paradoxical it may sound yet it is true that for us most often the means of attainment is a truer object than the attainment of object itself and that defeat is not always with the vanquished, but with the victor. For man's world of being far transcends his world of gaining, and though it cannot be proved by the logic of the ledger book yet truly it is a foolish bargain for him in which individuals or nations offer their souls in exchange for success. Everybody should know by this time that I am not an apostle of success and I donot believe in a freedom which is merely political. For this false ideal of freedom has overrun the whole world with narrow patches of national preserves surrounded by thorny hedges of slavery, giving rise to mutual hatred, suspicion and lying diplomacy. The time has come when man must know that true freedom is moral freedom and for it we must fight with moral weapons.

—পত্রটি স্বচ্ছন্দে *Nationalism* গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান পেতে পারে।

শ্রীমতী মূডিকে লেখা চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ আশাবাদী; পুরো ঘটনাটির পশ্চাদ্বর্তী মিথ্যাচারকে ধিক্কার দিয়ে তিনি লেখেন : 'However, this unnatural state of things, prolific of monstrosities in all forms of untruth and injustice, cannot last forever. Therefore I still entertain hope of one day finding my way to your table, enjoying a generous portion of your ice cream and your warmhearted friendliness.'[১৪]

বৈশাখ ১৩২৫-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

ভারতী, বৈশাখ ১৩২৫ [৪২/১] :

৬৪ 'গান' ['অশ্রুনদীর সুদূর পারে'] দ্র গীত ১। ২২৩

৭৯-৮২ 'চিরদিনের দাগা' ['ওপার হতে এপার পানে খেয়া-নৌকো বেয়ে'] দ্র পলাতকা ১৩। ৫-৯

গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় দ্র স্বর ১৬।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৫ [১ ৮/১/১] :

১ 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' দ্র গীত ২। ৫৬৮

৬৮-৬৯ 'নিরুদ্দেশ' ['ঐ যেখানে শিরীষ গাছে'] দ্র পলাতকা ১৩। ৩-৫

দিনেন্দ্রনাথের করা গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত হয় ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় দ্র স্বর ১৬।

সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২৫ [৫/১] :

৩-৭ 'মুক্তি' ['ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো'] দ্র পলাতকা ১৩। ৯-১২

The Modern Review, May 1918 [Vol. XXIII,No. 5]:

473-79 'At Home and Outside'

তীব্র হতাশার বেদনার মধ্যে আনন্দের প্রবাহ নিয়ে এলেন বালিকা পত্রবন্ধু রাণু অধিকারী। তাঁদের পত্রালাপের ইতিহাস ন'মাসের পুরোনো হলেও তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হল ১ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 15 May] তারিখে। রথীন্দ্রনাথ এইদিন ডায়ারিতে লিখেছেন: 'Ranu, the little girl of eleven, with whom father has had such an interesting correspondence, came this evening with her family. She is such a bright girl. But she felt shy before such a company here. She asked father to go to see her tomorrow or the day after.' রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ৮ ভাদ্র [25 Aug] তাঁকে যে চিঠিতে এই প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সংকোচের আভাস নেই : 'আমি যখন তোমাকে লিখেছিলুম যে, আমাকে তুমি নারদমুনির মত মনে করে হয়ত ভয় করবে, তখন আমি কত বড় ভুলই করেছিলুম— আমি যে ছ ফুট লম্বা মানুষ, এত বড় গোঁফদাড়িওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার লোক, আমাকে দেখে তোমার মুখশ্রী একটুও বিবর্ণ হল না— এসে যখন আমার হাত ধরলে তোমার হাত একটুও কাঁপল না, অনায়াসে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে দিলে, কণ্ঠস্বরে একটুও জড়িমা প্রকাশ হল না— এ কি কাণ্ড বল দেখি?' তাঁর পিতা কাশীর দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী তখন চিকিৎসার জন্য সপরিবারে কলকাতায় এসে ভবানীপুরে ৩৫ ল্যান্সডাউন রোডের একটি বাড়িতে উঠেছিলেন।

এর পরের দিন ২ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 16 May] সকালে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার [বেলা] মৃত্যু হল। তিনি ক্ষয়রোগে পীড়িত ছিলেন, তখনকার চিকিৎসাশাস্ত্রে এই রোগের প্রতিকার ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ কন্যার মৃত্যুর জন্য মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ লিখেছেন :

Sister died this morning about 7. Father was going with Dr. Subodh Basu as usual to see her when they met Dr. Nandi from whom they learnt that death had occured a few minutes ago. Dr. Bose asked if father would go to take a last look. Father didn't want it— he said he wouldn't be able to bear it. So they came back home. We let him remain very quiet upstairs. He was quite composed. He had said to Dr. Bose that he was quite prepared, death could no longer frighten him. ...Ramananda Babu, Mrs. Chaudhuri & others came in the evening. Father talked with them freely.

—সীতা দেবীও পুণ্যস্মৃতি [পৃ ১৬৯] গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

যুদ্ধে গিয়ে জে.ডি. অ্যান্ডারসনের চতুর্থ পুত্রের নিরুদ্দিষ্ট হবার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 27 Jul [১১ শ্রাবণ] কন্যার মৃত্যুকে স্মরণ করে তাঁকে লিখেছেন : 'It must be very like the period of incessant torment which I have lately gone through when my daughter lay suffering from a mortal illness. I had been expecting her death everyday; all the same, death is a terrible surprise whenever it comes. Our love refuses to believe in its truth and yet has to accept it as a fact. Through my repeated experiences I have come to know that there must be a harmony between life and death in a great truth where they both are one.' এর পরে তিনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার যথার্থই লিখেছেন, পলাতকা কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'শেষ প্রতিষ্ঠা'র সঙ্গে মাধুরীলতার মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

মাধুরীলতার স্মরণে রবীন্দ্রনাথ 'মাধুরীলতা বৃত্তি' প্রবর্তন করেন। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র শশধর সিংহ জুন মাস থেকে মাসিক পঁচিশ টাকা করে এই বৃত্তি পেয়েছেন।

রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Father went to see Ranu in the afternoon. He said he would feel better if he were to go out somewhere.' বহুবর্ষ পরে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় [অধিকারী] এক অপ্রকাশিত স্মৃতিচারণে এই দিনের কথা বলেছেন :

> কবিকে সেই দেখা প্রথম। কবির একান্ত স্নেহের দুলালী বেলার মৃত্যু দিন। আমরা তখন ৩২ ল্যান্স্‌ডাউন রোডে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করে এক ভিখারীর মত তিনি আমাদের গৃহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন রাণু, রাণু কোথায় গেলে। ···মাকে বললেন— রাণু কৈ, তাকে দেখতে এলাম।

স্মৃতিচারণে অল্পস্বল্প ত্রুটি আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা বোঝার পক্ষে বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ— বেলার শূন্য স্থানটি বালিকা রাণু সেই মুহূর্তেই পূর্ণ করেছেন। কিছুদিন পরে ১১ শ্রাবণ [27 Jul] তিনি রাণুকে লিখেছেন :

> আমার খুব দুঃখের সময়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে; —আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে সে আমার বড় মেয়ে, শিশুকালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি; তার মত সুন্দর দেখতে মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্তেই তুমি আমার কাছে এলে— আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেবার সময় আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আমার কেবল নয়, সে দিন যে তোমাকে আমার ঘরে আমার কোলের কাছে দেখেচে তারই ঐ কথা মনে হয়েচে। তাকে আমরা বেলা বলে ডাকতুম, তার চেয়ে ছোট আর এক মেয়ে আমার ছিল তার নাম ছিল রাণু, সে অনেকদিন হল গেছে। কিন্তু দুঃখের আঘাতে যে অবসাদ আসে তা নিয়ে ম্লান হতাশ্বাস হয়ে দিন কাটালে ত আমার চলবে না। কেননা আমার উপরে যে কাজের ভার আছে। তাই আমাকে দুঃখ ভোগ করে দুঃখের উপরে উঠতেই হবে। ···সেই জন্যেই খুব বেদনার সময় তুমি যখন তোমার সরল ও সরস জীবনটি নিয়ে খুব সহজে আমার কাছে এলে এবং এক মুহূর্তে আমার স্নেহ অধিকার করলে তখন আমার জীবন আপন কাজে বল পেলে— আমি প্রসন্নচিত্তে আমার ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলুম।[১৫]

যোগাযোগটি শুভ সংঘটন হিসেবেই এসেছে— কিন্তু এরূপ ঘটনা না ঘটলেও রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই আপন মানসিক শক্তিতেই এই মহাদুঃখকে পেরিয়ে যেতেন!

তবুও অতিক্রমণের কাজটি সহজ হয়নি। 20 May [৬ জ্যৈষ্ঠ] রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন :

Father is very restless. He thinks he must go away somewhere— to break away from his present surroundings. He feels there is a change coming in his life— so that in order to realise this he must go to some new country— or some place from his friends &

acquaintances, & from the work in which he is engaged, & which he must do if he has to stay here. This is what is pressing him so much to go abroad. We all thought that the canard in connection with the Conspiracy Case should be treated with contempt & should not by any means prevent his going to America.

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অ্যান্ডরুজ ও রথীন্দ্রনাথ জাহাজে স্থান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টমাস কুক অ্যান্ড সন্সের অফিসে গিয়ে ম্যানিলা হয়ে সানফ্রান্সিসকো-গামী আমেরিকান জাহাজ Santa Cruz-এ চারটি বার্থ রিজার্ভ করে আসেন। আগস্ট মাসের শেষদিকে জাহাজটির যাত্রা শুরু করার কথা। ক্যাশবহিতে এইদিনের হিসাবে আছে: 'বঃ Thos Cook & Sons Bank দঃ আমেরিকা গমন জন্য টিকিট খরিদ বাবদ জমা দেওয়া যায় ১০০০৲'। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'We are keeping the news very quiet this time— since there are always so many candidates for accompanying father.'

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যহ ভবানীপুরে গিয়ে রাণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রথীন্দ্রনাথ লেখেন [22 May] : 'Father is meeting Ranu nearly everyday. He has got greatly attached to her. She has read most of father's Bengali works, though she doesn't understand most of them. She is so absolutely simple. Father wants to take her family with him to Shelida or Bolpur to spend. their holiday with him.' রাণু তাঁর বই পড়ার বিবরণ দিয়ে সম্ভবত Aug 1917-এ লিখেছিলেন :

আমি আপনার গোরা, নৌকাডুবি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজর্ষি, বৌঠাকুরুণর [য] হাট, গল্প সপ্তক সব পড়েছি। কোন কোন জায়গায় বুঝতে পারিনি কিন্তু খুব ভাল লাগে। আপনার কথা ও ছুটির পড়া থেকে আমি আর আমার ছোটবোন কবিতা মুখস্ত করি। চতুরঙ্গ ফাল্গুনি ও শান্তিনিকেতন সুরু করেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা শারোদোৎসব [য] এসবো পড়েছি।

এইরূপ সর্বগ্রাসী পড়ার ক্ষুধা বালকবয়সে রবীন্দ্রনাথেরও ছিল, পরিণত বয়সে নিজের ছেলেমেয়েদের ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও বড়ো বড়ো বই পড়তে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি— তাই রাণুর পড়ার এই ফিরিস্তি তাঁর স্নেহ আরও বেশি করে আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য রাণুর এই প্রথম চিঠির উত্তর তিনি দিয়েছিলেন কৌতুকের সুরে ৩ ভাদ্র ১৩২৪ [রবি 19 Aug 1917] তারিখে :

যেদিন বড় হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আসতে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয়ত সব ভাল লাগবে না— তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে শুতে দেবে।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের মনে অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে দূরে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, তা চরিতার্থ করতে রথীন্দ্রনাথ আশুতোষ চৌধুরীর তিনধরিয়ার বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। তারই ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ রচনাকার্যে নিমগ্ন হলেন। এই সময়েও *Gitanjali*-পর্বের মতো ব্যাপার ঘটল। নূতন রচনার তাগিদ নেই মনের মধ্যে, তাই পুরোনো রচনার ইংরেজি অনুবাদ করে সৃষ্টিশীল মন তৃপ্ত হয়েছে। 25 May [শনি ১১ জ্যৈষ্ঠ] রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'In the afternoon father finished translating মুকুট। The way he did this was to take the Bengali book in his hand & dictate the translation in English to Mr. Andrews who put it down on paper.' এইরূপ অভিনব উপায়ে অনুবাদ-কর্মের নিদর্শন পরেও আমরা দেখতে পাব।

অনুবাদটির নামকরণ করা হয় 'The Crown'। এটি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত অ্যান্ডরুজের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, অভিজ্ঞান-সংখ্যা : 249(A)—ফুল্‌স্ক্যাপ ধরনের কাগজের বত্রিশটি পৃষ্ঠায় লেখা। পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া অ্যান্ডরুজের হস্তাক্ষরে লিখিত, কিন্তু অন্যূন বারোটি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ সংশোধন, সংযোজন ও বর্জন করেছেন। রচনাটি দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পরে রবীন্দ্রবীক্ষা ৯ [শ্রাবণ ১৩৯০]-এ মুদ্রিত হয়েছে, রচনাশেষে সম্পাদকীয় টীকাও সংযোজিত [পৃ ১৭–৩৬]। অনুবাদটি যথাসম্ভব মূলানুগ, কেবল কিছু-কিছু বাক্য বর্জিত বা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু শেষ দৃশ্যে যুবরাজের সংলাপের '…তুমি অভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না'-র পরবর্তী অংশ অনুবাদে নেই— সম্ভবত শেষ পৃষ্ঠাটি পাণ্ডুলিপি থেকে স্খলিত হয়ে হারিয়ে গেছে।

ডায়ারির পরবর্তী অংশে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Mr. Andrews is busy making a selection from father's works for use in Indian schools. Macmillans wish to publish this & try to get it sanctioned as a text book. This will bring some money to the Bolpur School.' 12 May [২৯ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ James H.Cousins-কে যে চিঠি লেখেন, তা থেকে জানা যায় ম্যাকমিলানের প্রস্তাবটি বহু পুরোনো; কিন্তু অ্যান্ডরুজের ফিজি ও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের ফলে কাজটি বিলম্বিত হওয়ায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে লেখেন কাজটি কাজিন্‌সের সহায়তায় সম্পন্ন করতে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে অ্যান্ডরুজ কাজটি হাতে নিলে রবীন্দ্রনাথ কাজিন্‌স্‌কে লেখেন : 'I hope you will not mind if he in collaboration with me finishes the work. My help will be needed, as I wish some new stories to be translated and included in this book.' *Stories from Tagore* নামে গ্রন্থটি Oct 1918-এ নিউইয়র্কের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়। এতে সংকলিত আটটি গল্পের মধ্যে দুটি নূতন— 'Master Mashai' ও 'The Son of Rasmani'.

অ্যান্ডরুজ বইটির একটি দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন, যা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শেরই প্রতিধ্বনি :

Every experienced teacher must have noticed the difficulty of instructing Indian children out of books that are specially intended for use in English schools. It is not merely that the subjects are unfamiliar, but almost every phrase has English associations that are strange to Indian ears. The environment in which they are written is unknown to the Indian school boy and his mind becomes overburdened with its details which he fails to understand. He cannot give his whole attention to the language and thus master it quickly.

The present Indian story-book avoids some at least of these impediments. The surroundings described in it are those of the students' everyday life; the sentiments and characters are familiar. The stories are simply told, and the notes at the end will be sufficient to explain obscure passages. It should be possible for the Indian student to follow the pages of the book easily and intelligently. Those students who have read the stories in the original

will have the further advantage of knowing beforehand the whole trend of the narrative and thus they will be able to concentrate their thoughts on the English language itself.

8+237 পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে দশটি গল্পের অনুবাদ সংকলিত হয় : The Cabuliwallah, The Home-Coming [ছুটি], Once there was a King [অসম্ভব কথা], The Child's Return [খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন], Master Mashai, Subha, The Post Master, The Castaway [আপদ], The Son of Rashmani, The Babus of Nayanjore [ঠাকুর্দা]।

26 May [রবি ১২ জ্যৈষ্ঠ] রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন : 'Father finished translating শারদোৎসব (Autumn Festival) at one sitting. In the afternoon he showed the MSS. to Andrews.' আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে আমেরিকায় থাকার সময়ে আরবানা শহরে 2–3 Jan 1913 শারদোৎসব ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৬। ৩৭২]। বর্তমান অনুবাদটি একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ অথবা পূর্বের অনুবাদটিরই পরিমার্জন কিনা তা স্পষ্ট করে বলার উপায় নেই, তবে পাণ্ডুলিপিটিতে [Ms. 39] অ্যান্ডরুজের হস্তাক্ষরে কিছু সংশোধনের চিহ্ন থাকায় নিশ্চিত বলা যায় এটিই অ্যান্ডরুজকে দেখানো হয়েছিল। আমরা আগে মন্তব্য করেছিলাম 'অনুবাদটি মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেনি', কথাটি ঠিক নয়। এটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত মডার্ন রিভিয়্যু-তে Nov 1919 [pp. 469–82]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়ে 'Re-printed from the Modern Review for November, 1919' বিজ্ঞপ্তি-সহ ৪০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বিস্তৃত প্রাসঙ্গিক তথ্য-সহ পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রবীক্ষা ২৭ [পৌষ ১৪০১]-এ মুদ্রিত হয়েছে [পৃ ২৫–৬২]।

27 May [সোম ১৩ জ্যৈষ্ঠ] রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Father read some new Bengali poems recently composed to Dr. Maitra, Sukumar [Roy], Ajit [Chakravarti], Jatin Bagchi, Charu Banerjee & others who came in the evening. Afterwards he read the translation of শারদোৎসব।'

পরের দিন ১৪ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সপরিবারে তিনধরিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল, টিকিট কাটা হয়েছিল, ভৃত্যেরা জিনিসপত্র নিয়ে আগের দিন যাত্রাও করেছিল। কিন্তু হঠাৎ মত বদল করে তিনি অ্যান্ডরুজকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান। হতভম্ব রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন : 'We had made arrangements to go to Tindharia, where Sir Ashutosh had kindly lent his house for our use, this evening. Servants with luggage had gone yesterday. This morning it began to rain. Whether it was on that account or not we do not know, father suddenly changed his mind, decided not to go to Tindharia & then immediately afterwards went off to Bolpur. It took us nearly off our feet.' অ্যান্ডরুজের সঙ্গী হওয়ার খবর জানা যায় ক্যাশবহি থেকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করে ইংরেজ সরকার শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছিল, তাকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় 'তোতাকাহিনী' [সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২৪। ৬০৮–১৩] রচনা করেছিলেন, কিন্তু মূল লক্ষ্য ভেদ করার উদ্দেশ্যে নিজেই সেটিকে 'The Parrot's Training' [*The Modern Review*, Mar 1918/ 351–52] নামে অনুবাদ করেন। এরপর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ৮টি ব্যঙ্গচিত্র ও নন্দলাল

বসুর আঁকা মলাট-সহ এটি পুস্তিকাকারে প্রকাশের আয়োজন হয় কলকাতার Thacker Spink & Co. থেকে। 16 Mar [২ জ্যৈষ্ঠ] রথীন্দ্রনাথের ডায়ারি থেকে জানা যায়, থ্যাকার স্পিংক চূড়ান্ত প্রুফ পাঠিয়েছে; 30 May [বৃহ ১৬ জ্যৈষ্ঠ] তিনি লেখেন : 'Thacker Spink & Co. have sent 50 copies of "Parrot's Training". The book has come out today.' গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ :

THE PARROT'S TRAINING/ By/ RABINDRANATH TAGORE/ (*Translated by the Author from original Bengali,*)/ With Eight Drawings by/ ABANINDRA NATH TAGORE/ And a Cover Design by/ NANDA LAL BOSE/ CALCUTTA AND SIMLA/ THACKER, SPINK & CO/1918

4+7 পৃষ্ঠার বড় মাপের বইটি 'TO/ PATRICK GEDDES' উৎসর্গ করা হয়।

নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত বইটি রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন [*28 May : ১৪ জ্যৈষ্ঠ] : 'Parrot's এক এক কপি Rothenstein, Ernest Rhys, Yeats, Roberts (Montaguর Secretary) Sturge Moore Manchester Guardiantকে পাঠাস। ভারতবর্ষে Mr. Cousins, Woodroffe, Blunt, Bombay Chronicle প্রভৃতিকে।'[১৭] এঁরা ছাড়াও অনেকে বইটি উপহার পেয়েছিলেন, তা জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁদের চিঠি থেকে। তাঁদের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, বইটি লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছিল। 11 Jun প্যাট্রিক গেডেস ইন্দোর থেকে লেখেন : 'Admirable! The parrot is being avenged! ...It would have pleased you— the delight with which my friend C.E. Dobson here, Rector of the big High school ...carried off this & gloated over it; & showed it to the very people it is meant to kill (or cure?). I am sure it will help the cause everywhere.' তিনি লেখেন, য়ুরোপ ও আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য তিনি ২৫০ থেকে ৫০০ কপি বই সংগ্রহ করবেন। শুধু তাই নয়, একই বিষয়ে একটি রচনা প্রকাশ করে 26 Jun [১২ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে তার কুড়িটি কপি পাঠিয়ে মডার্ন রিভিয়্যু-সম্পাদক ও বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের অনুরোধ জানিয়ে লেখেন : 'Herewith at last I send you my contribution to the Parrot's Freedom, which I hope you'll give me your criticism.'

স্যাডলারকেও রবীন্দ্রনাথ বইটি পাঠিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য তার আগেই মডার্ন রিভিয়্যু-তে এটি পড়ে সম্পাদককে 'enthusiastic appreciation' জানিয়েছিলেন। এই খবর জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ গেডেসকে লেখেন [15 Jun]: 'Sometime ago he spent a night here in our school when I had an opportunity of long conversations with him. I was delighted to find that in all vital things about education we agreed. But I am afraid the commission is composed of members most of whom differ in their views from Dr. Sadler and the people are already expressing their doubt about the result.' কমিশন রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান করেছিল, কিন্তু স্যাডলারের সঙ্গে আলোচনাতেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই যুক্তিতে তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। স্যাডলার সেই আলোচনার যে নোট নিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার 22 Jun [৮ আষাঢ়] তাঁকে পাঠিয়ে দেন। তিনি 27 Jun [শুক্র ১৩ আষাঢ়] সেটি মোটামুটি অনুমোদন করে একটি বিষয় স্পষ্ট করার জন্য লেখেন :

I have always tried to introduce Englishmen as teachers and helpers in my school, but it must be noted that it was not for the sake of efficiency. My school, as you know, is not a mere teaching institution,— it is my intention to bring up in this place our boys in an atmosphere of human brotherhood. For the carrying out of the object, I always welcome help from my English friends when its source is true love for Man and a genuine sympathy for our boys. Before I came across such friends I had tried the experiment with an Englishman who was an efficient teacher having a wider experience in teaching Indian boys. But it had the opposite effect to what I aimed at because of his lack of sympathy for Bengali boys. Being naturally sensitive the minds of Bengali boys are sure to be poisoned by this feeling of hatred against the Western people, if placed under foreign teachers who do not love them and therefore do not care to understand them. The bonds of human relationship of love and sympathy are more needed for our students from their Western teachers than a mere official dutifulness and efficiency.

I would wish some such addition as this to be made to the sentence about English teachers :—

"But he would refuse such help, at all costs,— as being educationally harmful,— where lack of sympathy prevented a true human relation between the English teacher and his Bengali pupils."

চিঠিটি আমাদের 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধ ও তার ইংরেজি অনুবাদ 'Indian Students and Western Teachers' [*The Modern Review*, Apr 1916]-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে ও এখানে যে ইংরেজ শিক্ষকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তিনি সম্ভবত মিঃ লরেন্স— রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এসে তা রক্ষা করতে পারেননি, ফলে পত্রপাঠ তাঁকে বিদায় দিতে হয়। মিস বুর্ডেট ও ক্যাপটেন পেটাভেল সম্পর্কেও তিনি খুশি হতে পারেননি। বস্তুত ইংরেজের কাছে ইংরেজি শিক্ষা করা ভালো বলে মনে করলেও তিনি মানবিক ও জাতিগত সম্পর্কের উপরই জোর দিয়েছেন বেশি— বিশ্বভারতীতে এই আদর্শকেই তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য, স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের সংযোজনটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছিল।

গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসেন, সেইজন্যে বিদ্যালয়ের কাজে মনোনিবেশের সুযোগ বিশেষ নেই— মন দিলেন চিঠি লেখায়। কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে লেখা হয়ে গেল একটি প্রবন্ধ 'At the Cross Roads.' ভারতের শাসন-সংস্কার নিয়ে মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট তখন প্রকাশ হওয়ার মুখে। গত কয়েকমাস ধরে এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল, রবীন্দ্রনাথও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, বহু ধর্ম জাতি ও ভাষায় বিভক্ত ভারতবাসী সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয়, সুতরাং ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়া দরকার ব্রিটিশ শাসনাধীনে ক্রমে ক্রমে। রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন

করেও মন্তব্য করেছেন : 'When an Englishman in England discusses this, he bases his discussion on his full faith in his own countrymen. ...But it is not the best ideals of a people that govern a foreign country. The unnaturalness of the situation stands in the way, and everything tending to encourage the baser passions of man,— the contemptuous pride of power, the greed of acquisition,— come uppermost.' ইংরেজের সমৃদ্ধি ভারতের পরাধীনতার উপর নির্ভরশীল, আর সেই কারণেই তার দান সবসময়েই সংকুচিত হতে বাধ্য— 'For the ideal of the Nation is not a moral one,— all its obligations being based upon selfishness with a capital S.'

আমেরিকায় ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ বিষয়ে বক্তৃতার সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তিনি এমন এক আদর্শবাদের কথা প্রচার করছেন যা 'practical' নয়। উত্তরে তিনি বলেন : 'But I assert that the absurdity is not in the idealism itself, but in our own moral shortsightedness.' তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, সংঘর্ষমুখী য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদ এখন এক সংকটের সম্মুখীন এবং সম্ভবত বর্তমান মহাযুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নয়। গ্রিস বা রোম তার মহত্ত্বের মধ্যেই বেঁচে আছে, তার বর্তমান সম্পদের মধ্যে নয়। 'For centuries the Jews have had no political existence, but they live in the best ideals of Europe leavening its intellectual and spiritual life.'

রাশিয়ার বিপ্লবের প্রসঙ্গ তুলে রচনাশেষে তিনি লিখেছেন, এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট তথ্য জানা যায়নি তাই এই বিপ্লবের পরিণতি সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন— 'No doubt if Modern Russia *did* try to adjust herself to the orthodox tradition of nation-worship, she would be in a more comfortable situation to-day, but this tremendousness of her struggle and hopefulness of her tangles do not, in themselves, prove that she has gone astray. It is not unlikely that, as a nation, she will fail; but if she fails with the flag of true ideals in her hands then her failure will fade, like the morning star, only to usher in the sunrise of the New Age.' রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশ্য উল্লেখ, এর পর তার অগ্রগতি তিনি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে গেছেন।

প্রবন্ধটি লেখার পর তিনি ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শনি 1 Jun] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন : 'Rothensteinকে চিঠি লিখতে গিয়ে একটা পোলিটিক্যাল প্রবন্ধ লেখা হয়ে গিয়েছিল— এণ্ড্রুজ সেইটে কপি করে মডারণ রিভিয়ুর জন্যে রামানন্দবাবুকে পাঠিয়েচেন কিন্তু সেটা প্রকাশযোগ্য কি না আমার সন্দেহ আছে। রামানন্দবাবুকে বিচার করে দেখতে বোলো। ওটা কাগজে বের হবে মনে করে লিখিনি। ওটা যদি ছাপা না হয় আমি তাতে লেশমাত্র ক্ষুব্ধ হব না।'[১৮] কিন্তু প্রবন্ধটি Jul [pp. 1–4]-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে ছাপা হয়েছিল। উক্ত পত্রেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'Anatole France-এর White Stones বই থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে তোমাদের কাগজে ছাপবার জন্যে এণ্ড্রুজকে লিখতে বলেছিলুম— বোধ হয় লিখেচেন। জিনিসটা অত্যন্ত উপাদেয়। ওটা তোমাদের Gleanings বা আর কোনো বিভাগে দিলে লোকের ভালই লাগবে।' এই কথাও মানা হয়েছিল— 'Gleanings' বিভাগে 'Modern Civilisation' [p.40] ও 'The Two Great Civilisation' [pp.40–41] শিরোনামে উক্ত গ্রন্থের দুটি অংশ উদ্ধৃত করা হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পাদটীকায়

'See passages quoted from M. Anatole France in "Gleanings" in this number' লিখে উক্ত অংশগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

কিন্তু রোটেনস্টাইনকে চিঠি লিখতে গিয়ে প্রবন্ধটি লেখা হয়ে যায় বলে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, 1 Jun তাঁকে লেখা চিঠিতে তার চিহ্নমাত্র নেই [দ্র *Imperfect Encounter/* 247–48, No.125]— তাতে ব্যক্ত করেছেন অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার বাসনা, 'a homesickness for the far away'. কন্যার মৃত্যুসংবাদকেও এর সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন তিনি : 'I very seldom speak about it to anybody. ...She was exceptionally beautiful in body and mind, and I can not but think that all things that are real in this world cannot afford to lose the intense reality of her life and yet remain the same.'

রোটেনস্টাইনের জ্যেষ্ঠা কন্যা Rachel 12 Apr একটি চিঠিতে পারিবারিক বিভিন্ন খুঁটিনাটি সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে 2 Jun জানান, আকর্ষণীয় সংবাদের অভাবেই তাঁর চিঠি লেখা শক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য তাঁর চিঠিতে নূতন খবরও আছে। রথীন্দ্রনাথ দুটি ময়ূর এনে এখানকার বাগানে ছেড়ে দেবেন, এই কথা জানিয়ে প্রশ্ন করেন : 'Do you know any creature in your country whose tail is gorgeously bigger than its entire body?' এর পরেই লিখেছেন : 'We had a pet deer. It would tamely take its food from our hands and graze free in our lawn. We never believed that she could ever leave us. But when the spring time came and our sal avenue was in blossom the call of the forest came upon her and one afternoon she ran and ran crossing field after field and never came back.' এই ঘটনারই অভিঘাতে কয়েকমাস আগে 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' [দ্র গীত ২। ৫৬৮–৬৯] গানটি রচিত হয়েছিল। এইদিন তিনি রোটেনস্টাইনের স্ত্রী অ্যালিসকেও একটি চিঠি লেখেন।

রাণুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর পিতা ফণিভূষণ চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করেন। রাণু একটি চিঠিতে লেখেন : 'আমরা 4th June [মঙ্গল ২১ জ্যৈষ্ঠ] বিকেল বেলা বোলপুরে এসে পৌঁছুব।' ২৩ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমার সেই বালিকা বন্ধুটি এখানে এসে জুটেচে, আমার দিন বেশ কাটচে।'[১৯] একমাসেরও বেশি সময় তাঁরা শান্তিনিকেতনে কাটান। রাণুর এই দীর্ঘকালীন সান্নিধ্য কন্যাশোক ভুলতে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিল।

লিংকন শহরবাসীদের কাছ থেকে যে ছাপাখানাটি রবীন্দ্রনাথ উপহার পেয়েছিলেন, সেটিকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আমেরিকার ওমাহা শহরে থাকার সময়ে তিনি সেখানকার Barnhart Brothers & Spindler Co.-কে টাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাঠাবার জন্য ৫৪০ ডলার দেন। কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো সম্ভব হয়নি, তবে কিছুদিন পরে 10 Jul 1917 *Kasama* জাহাজে সেগুলি প্রেরিত হয়। সেইসব টাইপ ও যন্ত্রাদি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ উক্ত ২৩ জ্যৈষ্ঠের পত্রে চারুচন্দ্রকে লেখেন :

ছাপাখানাটাকে খাড়া করা গেছে। একজন লোক দরকার যিনি বলে দিতে পারেন কি কি জিনিসের প্রয়োজন এবং তার খরচ কত। সুকুমারের ভাই [সুবিনয় রায়] শুনেচি ওস্তাদ। কিন্তু বড় ওস্তাদ না হলেও চলবে— একজন লোক যাঁর ছাপাখানা চালাবার অভিজ্ঞতা আছে যিনি দরদস্তুর ও আইনকানুন জানেন এমন কাউকে দিন দুয়েকের জন্যে কি পাওয়া যায় না? হয়ত তুমিই বলতে পার কিন্তু তোমার কি অবকাশ হবে? যাইহোক এ সম্বন্ধে পরামর্শ ও সহায়তা চাই।

এই চিঠি পাওয়ার কিছুদিন পরে ১ আষাঢ় [শনি 15 Jun] মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ সুকুমার রায়কে সঙ্গে নিয়ে চারুচন্দ্র শান্তিনিকেতনে যান। দলে আরও কয়েকজন ছিলেন, কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'আমিও বোলপুর যাত্রা করলুম। সুকুমার, অজিত, চারুবাবু, নির্মল [কুমার সিদ্ধান্ত] প্রমুখ।'[২০] 20 Jun [বৃহ ৬ আষাঢ়] তিনি লেখেন : 'প্রায় এক সপ্তাহ কবির সঙ্গে কাটিয়ে সকলে আজ ফেরা গেল। এমনভাবে কবিকে দিতে কখনোও দেখিনি। রানু ও তার বাবার সঙ্গে আলাপ হল।' 16 Jun বৃষ্টির মধ্যে শান্তিনিকেতনে এসে সীতা দেবী লিখেছেন : "দেখিলাম দেহলীর দোতলার ছোট ঘরটিতে বসিয়া কয়েকজন যুবক কি যেন শুনিতেছেন। সুকুমারবাবু, কালিদাসবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে দূর হইতেই চিনিতে পারিলাম। ইঁহারা পূর্ব্বের দিন কবিবরের সহিত 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' যাপন করিতে আসিয়াছেন শুনিলাম।"[২১] আমাদের মনে হয়, নিতান্ত সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা আসেননি, সুকুমার রায় ও চারুচন্দ্র এসেছিলেন শান্তিনিকেতন প্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে। এই প্রেসে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ 'গীতপঞ্চাশিকা' আশ্বিন ১৩২৫-এ প্রকাশিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ [৪২/২] :

১২৮—৩৫ 'মায়ের সম্মান' ['অপূর্বদের বাড়ি'] দ্র পলাতকা ১৩। ১৮—২৫

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ [১৮/১/২] :

১৬৯—৭৮'যেনাস্যাঃ পিতরো যাতাঃ' ['মা কেঁদে কয়'] দ্র পলাতকা ১৩। ২৫—৩৫ ['নিষ্কৃতি']

মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ [১০/১/৪] :

৩৩৭—৪২ 'ফাঁকি' ['বিনুর বয়স তেইশ তখন···'] দ্র পলাতকা ১৩। ১২—১৭

সূচিতে কবিতাটিকে 'কথা-কাব্য' নামে অভিহিত করা হয়।

সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ [৫/২] :

১১৭—২১ 'রবীন্দ্রনাথের পত্র' দ্র চিঠিপত্র ৫। ১৫২—৫৩

প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা [পৃ ১১৭]-সহ রবীন্দ্রনাথের 29 Jan 1898-এ লেখা ও একটি তারিখহীন পত্র এখানে মুদ্রিত হয়।

১২২—২৯ 'ছিন্ন পত্র' ['কর্ম যখন দেবতা হয়ে···'] দ্র পলাতকা ১৩। ৪৫—৫০

The Modern Review, June 1918 [Vol. XXIII, No. 6]:

581 'The Conqueror' ['From triumph to triumph they drove their chariot···']

597—602 'At Home and Outside'

655—57 'Gleanings' / 'The Meeting of the East and the West'

The Manchester Guardian-এর 28 Mar 1918 [p. 37]-সংখ্যা থেকে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এটি *The Living Age* পত্রিকার 25 May [pp. 477–80]-সংখ্যাতেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কবিতাটি 'তখন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে' [প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৪। ৫১১; পূরবী ১৪। ৪–৫]র অনুবাদ।

সীতা দেবী ২ আষাঢ় শান্তিনিকেতনে আসেন, এই সময়ের অনেক ঘটনার বর্ণনা তাঁর পুণ্যস্মৃতি-তে পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে যে অতিথিরা এসেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'সুকুমারবাবুরা দিন-চার ছিলেন বোধ হয়। এ চার দিনই গান গল্প কবিতা-পাঠ প্রভৃতি একটানা চলিত। দিন-দুই charade play-ও হইল। যাত্রার দিন [20 Jun : ৬ আষাঢ়] বার-তিন-চার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা -পূর্বক ট্রেন ফেল করিয়া, শেষে সত্য সত্যই তাহারা চলিয়া গেলেন।'[২২]

এই সময়ে গ্রীষ্মবকাশের পর বিদ্যালয় খুলল। সীতা দেবী লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছেলেদের ক্লাসে রীতিমত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা যাহারা ক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রী নয়, তাহারাই বোধ হয় ক্রমে ক্রমে দল ভারী হইয়া উঠিতেছিলাম। অন্য শিক্ষকরা আসিয়া বসিতেন, এমন-কি অ্যান্ড্রুজ সাহেবও প্রায়ই আসিয়া বসিতেন, যদিও বাংলা তিনি বিশেষ বুঝিতেন না। দশ-বারো বছরের ছেলের দল সমানে বসিয়া শেলী এবং ব্রাউনিঙের কবিতা পড়িতেছে— এ এক দেখিবার জিনিস ছিল। অন্য জিনিসও অবশ্য তিনি পড়াইতেন। তবে ছোটদের অন্যায়রকম ছোট ভাবার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ছিলেন না, কাজেই তাহারা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া যথার্থ সুন্দর জিনিস তাহাদের পরিবেশন করিতে কোনোদিনই পশ্চাৎপদ হইতেন।[২২]

বালিকা রাণুর সর্বত্র অবাধগতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখার ঘরেও যেমন যেতেন, গাছতলার ক্লাশে বা মন্দিরের উপাসনাতে উপস্থিত হওয়ার কোনো বাধা ছিল না তাঁর। রাণুকে লেখা পরবর্তী অনেক চিঠিতে শান্তিনিকেতনের বহু ছবি এই কারণেই পারিপার্শ্বিক বর্ণনা-সহ ফুটে উঠতে পেরেছে।

কিছুদিন পরে *10 Jul [বুধ ২৬ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ নিজের মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে :

> এখানে এসে অবধি এক লাইন লিখিনি। মনটা ক্লান্ত হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে আজকাল মাষ্টারি করে থাকি। তাতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময়ে থাকে না অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়েই চলতে থাকে— এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে। ···এইজন্যে পঞ্চাশোর্দ্ধে ঐ অনিশ্চিত অনিয়মিত অসাময়িক কাজটা ছেড়ে দিয়ে গুরুমশাইগিরি ধরেচি। তাতে বেশ ভালই থাকি। [২৩]

এইভাবেই তাঁর দিন কাটছিল। সীতা দেবী লিখেছেন : '১৩ই জুলাই [শনি ২৯ আষাঢ়] বোধ হয় দেহলীর ছাদে বসিয়া অনেকগুলি পুরাতন কবিতা রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া শুনাইলেন। ব্যাখ্যাও কিছু কিছু করা হইয়াছিল। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' ও 'সিন্ধুর প্রতি' এই দুইটি কবিতা আমরা শুনিলাম।'[২৪] এইরূপই একটি আসর প্রসঙ্গে রাণু শান্তিনিকেতনে থেকেই তাঁকে লিখেছেন : 'আজ কি আপনি গান্ধারীর আবেদন পাঠ করবেন? কোথায় পাঠ করবেন? আপনি জগৎবিখ্যাত কবিতাটী শোনালে আমি খুসী হব। ···আমিও অভিসারটী বলব। শান্তিও বলবে।'[২৫] সীতা দেবী লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ এই সময়টা খুব বেশি করিয়া কাজে ডুবিয়া ছিলেন— গান রচনা করা, ক্লাস পড়ানো, গান শিখানো, নিজের রচনা পাঠ করিয়া সকলকে শুনানো, এই-সবের ভিতর দিয়াই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। বিশ্রাম যে কখন করিতেন দেখিতে পাইতাম না। ···বিকালে নিজের ছোট ছাদটিতে বসিতেন, চারি দিক হইতে অনেকে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, দেখিতে দেখিতে স্থানটি সভায় পরিণত হইত।'[২৬]

আলোচ্য সময়ের কিছু আগে রাণুর মামা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সপ্তাহ কালের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন, তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ তখন সেখানকার ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি ছাত্র-শিক্ষকদের সভায় 'কো বাং চো চাং' ['কোমর বাঁধো চোখ চাও'] নামে হিন্দি ও বাংলায় এক বক্তৃতা করেন। কাশী ফিরে গিয়ে তিনি আলিগড়ে ভগ্নী সাবিত্রী দেবীকে একটি চিঠিতে লেখেন [10 Jul : ২৬ আষাঢ়] :

মধ্যে ফণীভূষণের অবস্থাটা একরকম ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা হইতে ফণীভূষণকে নিজের সঙ্গে বোলপুর লইয়া আসিয়াছিলেন। মার পেটের ভাই যেমন করে, রবিঠাকুর ফণীভূষণের জন্য এমনি করিয়াছেন। ...মহর্ষির বাড়ি থাকিবার জন্য দিয়াছিলেন; সমস্ত দিন প্রায় আমাদের নিকট বসিয়া থাকিতেন। ...রবিঠাকুর (ইনিও মস্ত চিকিৎসক) ও সব ডাক্তাররা একবাক্যে ৬ মাস আরাম করিতে বলিয়াছেন। ...কিন্তু ...পেট যে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাই কাল কাশী ফিরিয়া আসিতেছে। আমি দুদিন আগে আসিয়াছি।[২৭]

এই পত্র থেকে ফণিভূষণ অধিকারী ও রাণু-সহ তাঁর পরিবারের শান্তিনিকেতন ত্যাগের দিনটি জানা যায়। ২৬ আষাঢ় [বুধ 10 Jul] দুপুরের গাড়িতে রওনা হয়ে ট্রেনে বসে রাণু রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন; চিঠিটি পথের বিচিত্র বর্ণনা-সহ 'আমি খুব কাঁদছি। আপনার জন্যে খুব মন কেমন করছে', 'আমার খুব কান্না পাচ্চে', 'আপনার নাওয়া হয়ে গেছে কে চুল আঁচড়ে দেবে আপনাকে', 'একটুও ভাল লাগছে না', 'আমার সন্ধ্যেবেলা ভাল লাগবে না। আপনারও বোধহয় ভাল লাগবে না', 'আজ সন্ধ্যেবেলা তো আমি আর আসব না আপনি বোধ হয় সভা করবেন। এবার যেদিন ছাতে বসবেন সেদিন নিশ্চয় আপনার আমার জন্যে মন কেমন করবে। আপনি একলাটী চুপ করে বসে থাকবেন'-জাতীয় কথায় পূর্ণ।[২৮] এই কথাগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর সম্পর্কের ও তাঁদের মিলিত জীবনযাত্রার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ চিঠিটির দীর্ঘ উত্তর দেন ৩০ আষাঢ় [রবি 14 Jul]। তিনি লিখেছেন : 'রেলের পথে তোমার মন যে খারাপ হয়েছিল সেই পড়ে আমার বড় কষ্ট হল। তুমি মনে কোরো না আমি বুঝতে পারিনি। সেই বুধবারের দিন যখন তোমার গাড়ি চলছিল, আর আমি যখন চুপটি করে আমার কোণে, এবং সন্ধ্যাবেলায় আমার ছাদে বসে ছিলুম তখন তোমার কষ্ট আমাকে বাজছিল। আমি মনে মনে কেবল এই কামনা করছিলুম যে, বাদলের উপরে যেমন ইন্দ্রধনু তৈরি হয়, তেমনি করে তোমার অশ্রুভরা কোমল হৃদয়ের উপরে স্বর্গের পবিত্র আলো পড়ুক, সৌন্দর্য্যের ছটায় তোমার জীবনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পূর্ণ হয়ে উঠুক।'[২৯] তিনি লিখেছেন, যাঁর কাজে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন 'সেই উৎসর্গকে তিনি যে গ্রহণ করেচেন তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নানা ইসারায় জানিয়ে দেন— হঠাৎ তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেচ, তোমার উপরে আমার গভীর স্নেহ তাঁর সেই ইসারা। এই আমার পুরস্কার। এতে আমার কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'

এতদিন তিনি রাণুকে চিঠি লিখেছিলেন বালিকা পত্র-বন্ধু রূপে, চোখে না দেখে— তাতে স্নেহের প্রকাশ ছিল, কিন্তু তা ছিল হাস্য-কৌতুক-পরিহাসে ভরা— চিঠিগুলিতে স্বাক্ষর করেছিলেন 'শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। সাক্ষাৎ-পরিচয়ের পরে চিঠিতে হাস্য-কৌতুক সবই আছে, কিন্তু মঙ্গলকামনা চারিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাতে গাম্ভীর্যের সুর লেগেছে— স্বাক্ষর পরিবর্তিত হয়ে গেছে 'তোমার রবিদাদা' পাঠে, যা কিছুদিন পরে 'ভানুদাদা'য় রূপান্তরিত হবে। রাণু প্রথম চিঠি লিখেছিলেন 'প্রিয় রবিবাবু' সম্বোধনে— এতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানিয়েছেন : 'তোমাকে শ্রীমতী রাণু যাতে না বলি এই তোমার ইচ্ছে— কিন্তু আমাকে যদি "প্রিয় রবিবাবু" বলে চিঠি লেখ তাহলে আমি তোমাকে শ্রীমতী রাণুদেবী

পর্য্যন্ত বলতে ছাড়ব না। তুমি আমাকে যদি রবিদাদা বল তাহলে নালিশ থাকবে না।' এই চিঠির উত্তরে রাণু পাঠ লেখেন 'আমার প্রিয় রবিদাদা', তার পরে ব্যাখ্যা করেন : 'আমার কেন লিখেছি জানেন আপনি আমায় যে চিঠিটা দিয়েছিলেন সেইটে[তে] তোমার রবিদাদা লিখেছেন। তাহলে তো আপনি আমার হয়ে গেলেন, তাই আমার লিখেছি।' 'প্রিয়' পাঠ নিয়েও তাঁর অনুযোগ ছিল [দ্র ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২০], রাণুর উত্তর :

আমি যখন আপনাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম তখনও আপনি আমার কাছে নিতান্ত কেবল রবিবাবুই বুঝি ছিলেন। তখনও আমি আপনাকে ভালবাসতাম। কিন্তু তখনকার চাইতে এখন বেশী ভালবাসি। আমি আপনাকে তো আর ইংরেজি কায়দায় প্রিয় লিখিনি। প্রিয়র বাংলা মানে যা হয় তাই লিখেছি। আমি আর কাউকে প্রিয় লিখিও না। আপনি তো কবিতায় অনেক প্রিয় লেখেন, আমি লিখলেই বুঝি যত দোষ। আমি প্রিয় যে চিঠি লেখবার পাঠ তা জানিও না। আপনাকে প্রিয় লাগে বলেই লিখি। আপনি ঠাকুরকে যেমন বলেন, আমিও আপনাকে তেমনি প্রিয় বলি।[৩০]

এই অকাট্য যুক্তির কাছে রবীন্দ্রনাথ পরাস্ত হন।

উক্ত ৩০ আষাঢ়ের চিঠিতে অনেক উল্লেখযোগ্য সংবাদ আছে। রাত্রি থেকে অবিরাম বৃষ্টি পড়ায় সকালে ক্লাশ বসেনি, 'তাই এই সুযোগে এণ্ড্রুজ সাহেব তার খাতা নিয়ে সকালেই আমার কাছে হাজির, তাকে 'ঘরেবাইরে' তর্জ্জমা করে যাচ্চি, সে লিখে নিচ্চে।' তথ্যটি কৌতূহলজনক। আমরা জানি, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'At Home and Outside' নামে মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত হয়ে পরে *The Home and the World* [1919] নামে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থেও অনুবাদক-রূপে সুরেন্দ্রনাথের নাম আছে। কিন্তু এই চিঠি থেকে জানা যায়, অ্যান্ডরুজের অনুলেখনে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে উপন্যাসটি তর্জমা করেছিলেন। বিষয়টি স্পষ্ট হয় লন্ডনে ম্যাকমিলানকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে [5 Nov] : 'My nephew Surendranath has translated the latest novel of mine which I think you will find fully acceptable. A large part of it I have done myself and it has been carefully revised.' রাণুকে লেখা আরও অনেকগুলি চিঠিতে প্রসঙ্গটি আছে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপর ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই পড়েছিল, গুটিকয়েক অবাঙালি ছাত্র তখন থেকেই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন— কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন পরিচিতির সূত্রে এখানে এসেছিলেন। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে— রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে অনেকে তাঁদের পুত্রদের এখানে ভর্তি করতে উৎসুক হন। রবীন্দ্রনাথ ৩০ আষাঢ়েই রাণুকে লিখেছেন :

কাল একদল গুজরাটি অতিথি আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েচেন। সঙ্গে তাঁদের মেয়েরা আছেন। ছোট ছোট ছেলেও অনেকগুলি। তার মধ্যে চারটি ছেলেকে তাঁরা এখানে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাঁরা বেণুকুঞ্জ পরিপূর্ণ করে আছেন। আমাকে তাঁদের সঙ্গে হিন্দীভাষায় আলোচনা করতে হয়েছিল। ভাগ্যে, তুমি কিংবা শান্তি [রাণুর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী] সেখানে উপস্থিত ছিলে না তাই 'কে' এবং 'কো' এবং 'নে' এবং হুয়ী হৈ ও হুয়া হৈ এর উপর দিয়ে নির্ম্মম ভাবে আমার জাপানী চটিসমেত হুহু করে চলে গেলুম— ওঁরাও দেখলুম প্রসন্ন মনে সয়ে গেলেন, পুলিসে খবর দিতে ছুটলেন না। বোধ হয় ক'দিন তোমাদের কাছে সেইসব হিন্দী দোঁহা শুনে শুনে আধঘন্টাকাল অনর্গল হিন্দী বলেও একটা ফৌজদারী বাধল না, শান্তিনিকেতনের শান্তি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে।

Theodore Douglas Dunn বাঙালি কবিদের ইংরেজি কবিতার একটি সংকলন প্রকাশের আয়োজন করছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলেন। 30 Jun [১৬ আষাঢ়] তিনি লেখেন,

লংম্যানস্ গ্রীন অ্যান্ড কোং বইটি ছাপার দায়িত্ব নিয়েছে এবং সরোজিনী নাইডু ও মনোমাহন ঘোষ তাঁদের কবিতা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন; 'When I have some material in proof to let you see, you will probably allow me to come and see you again, and then we can talk over the work and you will be able to decide what part in it you will play. There can be no Hamlet without the Prince.' রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই নিয়েছিলেন, গ্রন্থটির জন্য তিনি একটি দীর্ঘ 'Foreword' লিখে দেন।

বইটি 1918-এই প্রকাশিত হয়েছিল। ভূমিকাটি রচনার সময় আমাদের জানা নেই, সুতরাং এর আলোচনা এখানেই করে নেওয়া যেতে পারে। সংকলনটিকে 'a self-recording evidence of the earliest response that Bengal gave to the touch of the West' আখ্যা দিয়ে তিনি লেখেন, বাংলা 'is the only country in the Orient which has shown any distinct indication of being thrilled by the voice of Europe as it came to her through literature.' য়ুরোপের অপরিমেয় শক্তি ও সমৃদ্ধি দেখে অনেক প্রাচ্যদেশই অভিভূত হয়েছে, কিন্তু বাংলা নাড়া খেয়েছে পাশ্চাত্যের নূতন ভাবধারায়। এর প্রথম ফল দেখা গেছে প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায়। সাহিত্যের মাধ্যমেই এই চেতনা এসেছিল, প্রথম দিকে সাহিত্যেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত য়ুরোপীয় মনের সংস্পর্শে এসে বাংলার চিত্তজাগরণের দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রামমোহন রায়ের জীবনবাণীর কথা উল্লেখ করেছেন— 'a life centering in the spiritual idea of the all-pervading oneness of God, as inculcated in the Upanishads, and comprehending in its circumference all varities of human activities from the moral down to the political. It was a call to move and fully to live, not from a blind love of movement, but as directed by an inner guidance coming from the heart of India's own freedom.' এদেশের নবজাগরণ প্রথমে বিদেশাগত সবকিছুকেই অতিরঞ্জিত বিশ্বাসে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ক্রমেই তা উপলব্ধি করেছে যে নিজের ভিতর থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখাটি শেষ করেছেন এই বলে : 'I believe foreign readers, while reading this book, will find much to think of in the fact that Bengal's response through literature to the call of the West is something unique in the history of the modern East. It has a future, for it is quickened with life, and it carries within itself a hope that one day it will become a great channel for communication of ideas between the adventurous West and East of the immemorial tranquility.

গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো ইংরেজি কবিতা নেই, কিন্তু মনোমোহন ঘোষ-কৃত তাঁর 'ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি' কবিতাটির অনুবাদ এতে সংকলিত হয়েছে [pp. 109–10]। বইটি বাংলার গবর্নর আর্ল অব্ রোনাল্ড্শে-কে উৎসর্গ করা হয়।

জামাতা নগেন্দ্রনাথ কিশোরদের উপযোগী একটি শারদীয় সংকলন 'পূজার ছুটি' [পরে নামকরণ করা হয় 'পার্ব্বণী'] নামে প্রকাশ করার আয়োজন করছিলেন। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চাইলে তিনি অন্যান্য পরামর্শের সঙ্গে ২১ আষাঢ় [5 Jul] তাঁকে লেখেন : 'রামমোহন রায়ের উপর তুমি যেটা লিখেচ সেটা "পূজার ছুটি'তে চলবে না। কেননা ওর মধ্যে যে আলোচনা আছে সে সাধারণ পাঠকের পক্ষে রুচিকর হবে না। এ

বইয়ে এমন কোনো প্রসঙ্গ থাকা উচিত না যা কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে অপ্রিয় হবে।'[৩১] রামমোহনকে কোনো সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করায় তাঁর আপত্তি ছিল। নিজেকেও তিনি সম্প্রদায়ের সীমার বাইরে নিয়ে আসতে চাইছিলেন, তার পরিচয় মেলে তাঁকে লেখা আশুতোষ চৌধুরীর 7 Jul [২৩ আষাঢ়]-এর পত্র থেকে : 'ভাই রবি, তুমি "আদিসমাজ" থেকে সরে গিয়েছ শুনে দুঃখিত ও আশ্চর্য হলুম। "আদি সমাজে"র একটু বিশেষত্ব আছে— তাহা যদিও অনেকটা পারিবারিক, তবুও হিন্দু সমাজের নিকটবর্ত্তী— দেশের মনের ভাবের কাছাকাছি— দূরে, সংস্কারক ভাবে গিয়ে পড়েনি। তারই দরুণ দেশের ধর্ম্মভাবের উন্নতি করা আদিসমাজের পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা সাধারণ সমাজের কিংবা নববিধানের সম্ভব নহে। ...আমার অনুরোধ তুমি সরে যেও না— আবার নিজের বলে হাতে লও। ...আগামী বুধ বৃহস্পতিবার High Court ছুটি। তোমাদের অসুবিধা না হলে আমি বোলপুরে আসিতে পারি। Changeও হবে— কথাবার্ত্তাও হবে ও তোমার schoolও ভাল করে দেখা হবে।'[৩২] ১৩২২ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনাথ সমাজে নূতন প্রাণসঞ্চারের জন্য যে মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাব করেছিলেন, আশুতোষ চৌধুরী তাতে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবিত মণ্ডলীর কী পরিণতি হয়েছিল, সঠিকভাবে জানা যায় না। বর্তমানে ঠিক কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠিটি লেখা আমাদের জানা নেই। রথযাত্রার ছুটিতে আশুতোষ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কিনা বা এলেও তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী কথাবার্তা হয়েছিল তাও জানা যায় না। এ বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা সমসাময়িক অন্য কোনো চিঠিতেও প্রকাশিত হয়নি। কয়েকদিন পরে অন্য প্রসঙ্গে তিনি দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখেছিলেন [৫ শ্রাবণ] : 'সাধনা সম্বন্ধে কোনো সম্প্রদায় বিশেষের নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য পাওয়া যাইতে পারে এরূপ আমি বিশ্বাস করিনা। মানুষের মধ্যে যে সামাজিকতার ক্ষুধা আছে সম্প্রদায় কেবল তাহাই পূরণ করিতে পারে কিন্তু আত্মার ক্ষুধা যে অমৃতে মেটে, সে অমৃত ত অনেকগুলি লোকে দল বাঁধিলেই জোটে না।'[৩৩] আর বিশেষভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন ২৫ পৌষ ১৩২৬ [10 Jan 1920] সুকুমার হালদারকে : 'ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে মত নিয়ে লড়াই করা বা কারো মনে আঘাত দেওয়া আমার দ্বারা হবে না। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও আমার মতের মনের যোগ নেই। আমি সকল সমাজের বাইরে চলে গেছি।'[৩৪] এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে আর কখনোই জোড়াসাঁকোতে আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দেননি।

আষাঢ় ১৩২৫-এ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি এইরূপ :

ভারতী, আষাঢ় ১৩২৫ [৪২/৩] :

১৯১–৯৫ 'ভোলা' ['হঠাৎ আমার হল মনে'] দ্র পলাতকা ১৩। ৪১–৪৫

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৫ [১৮/১/৩] :

১৯৩–৯৮ 'মালা' ['আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে'] দ্র পলাতকা ১৩। ৩৬–৪১

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৫ [৫/১০–১২] :

২৮৪–৮৫ বাল্মীকি-প্রতিভার গান/ কেন গো আপন মনে দ্র স্বর ৪৯

২৮৬–৮৭ কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা দ্র ঐ

২৮৮ বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী দ্র ঐ

২৮৯–৯১ এই যে হেরি গো দেবী আমারি দ্র ঐ

পাদটীকায় লেখা হয় : '"বাল্মীকি-প্রতিভার" গান শেষ হইল। আগামী বর্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ফাল্গুনী"[র] গান ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।'

সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২৫ [৫/৩] :

১৬২–৬৫ 'কালো-মেয়ে' ['মরচে-পড়া গরাদে ঐ…'] দ্র পলাতকা ১৩। ৫১–৫৩

The Modern Review, July 1918 [Vol. XXIV, No. 1]:

1–4 'At the Cross Roads'

4–9 'At Home and Outside'

পূজাবকাশের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ একটানা শান্তিনিকেতনে কাটান, তাঁর সময় কাটে প্রধানত ছাত্রদের পড়িয়ে ও তাদের জন্য পড়া তৈরি করে। আর আছে রাণুকে লেখা ছোটোবড়ো চিঠি— যা আশ্রমের কথায় পূর্ণ, যাকে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পত্রাবলী-র ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন 'শান্তিনিকেতনের জীবন-যাত্রার চলচ্ছবি' বলে। মুদ্রিত আকারে চিঠিগুলি পেয়ে ৪ Aug 1930 [২৩ শ্রাবণ ১৩৩৭] তিনি সুদূর কোপেনহেগেন থেকে রানী মহলানবিশকে লেখেন : 'শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরদেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়ছি বলে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম — কোথায় আছি।'[৩৫] ৫ শ্রাবণের চিঠিতে আছে একটি প্রবল বর্ষণমুখর সন্ধ্যার বিবরণ— হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খড়ের বাড়িতে বাজ পড়ে অগ্নিকাণ্ড ও ছাত্রদের অগ্নিনির্বাপণের বৃত্তান্ত দিয়ে লিখেছেন : 'কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয় না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে করে করে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। আর দূরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত করতে লাগল। ওরা যদি না দেখত এবং না এসে জুটত তা হলে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ড হত।'[৩৬] এই পত্রে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের জন্য তাঁর গর্বের মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। ১২ শ্রাবণ নিজের কাজের বিবরণ দিয়েছেন : 'সকালে তুমি তো জান আমার তিন ক্লাসের পড়ানো আছে। তার পরে স্নান করে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখার থাকে চিঠি লিখি। তার পরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তার পরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি— কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। …ঐ ছেলেদের কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে-কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্যের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়।'[৩৭] বিদ্যালয়ের আর-একটি চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে ১৫ শ্রাবণের চিঠিতে :

কাল আমার পঞ্চমবর্গের ছেলেরা দুপুর বেলায় এসে ধরে পড়ল, তাদের খাওয়াতে হবে। …সমরেশ [সিংহী] হচ্চে ওদের সর্দ্দার। সেই আমার কাছে এসে দরখাস্ত করলে। আমি বল্লুম আচ্ছা বেশ। তাই সন্ধ্যাবেলায় আমার নীচের দক্ষিণের বারান্দায় বসে ওদের ভোজ হয়ে গেছে। ওদের ফরমাস ছিল লুচির। লুচি ডাল ছোকা চাটনি যেমনি পাতে পড়া অমনি কোথায় যে অদৃশ্য হতে লাগল তার ঠিকানা পাওয়া গেল না— তার উপরে আম ছিল রসগোল্লা ছিল। ভাগ্যিস্ সব শেষে বৃষ্টি এসে পড়ল, নইলে ওদের খাওয়া ফুরত না অথচ আমার খাবার ফুরিয়ে যেত। এই লোভী বাঁদরগুলোকে আমি খুব ভালবাসি। এরা ক্লাসে কি রকম চেঁচায় জান ত— এখনো সেইরকম চেঁচামেচি করে, সমস্ত শান্তিনিকেতন অশান্ত হয়ে

ওঠে— আমার ক্লাসে ওরা মনে করে খেলা—এ ত পড়া নয়— আমি যেন ওদের খেলার সর্দ্দার। সত্যিই আমি তাই— মনের ভিতর দিকে আমার আর বয়স হল না— আমি সাতাশের চেয়েও কম— আমি জানি তাই তোমার ইচ্ছা করে আমাকে ছোট ছেলের মত সাজাতে, এবং যত্ন করতে, আদর করতে।[৩৮]

এই হল ছাত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের একটি দিক, আর-একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায় রাণুকে লেখা ২১ শ্রাবণের পত্রে। সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণের জন্য কোনো ক্লাশ হয়নি— কিন্তু 'থার্ড ক্লাসের ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পারলুম না— তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক পড়লে সমস্ত আলগা হয়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ করে আনা গেল।' ছাত্রদের অনেক দুষ্টুমি তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় লাভ করত, কিন্তু কর্তব্যকর্মে অবহেলার সুযোগ তাঁর কাছে পাওয়া খুবই শক্ত ছিল।

অবশ্য এরই মধ্যে কবি-মানুষটিও মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে অল্প বিশ্রাম নিয়ে 'অন্যদিন হলে উঠে আমার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্লাসের জন্যে পড়ার বই লিখতে বসতুম— কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভালো লাগল না, তাই 'বিদায়-অভিশাপ'টা ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গিয়েছিলুম। বেশ ভালোই লাগছিল; পাতা দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় চিঠি হাতে করে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'[৩৯] শুধু 'বিদায়-অভিশাপ' নয়— সীতা দেবীর বর্ণনা ও কালিদাস নাগের 'ডায়েরি' থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ 1 Sep [রবি ১৫ ভাদ্র] তাঁদের 'সতী', 'নরকবাস', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ও 'গান্ধারীর আবেদন'-এর ইংরেজি অনুবাদও পড়ে শোনান। 21 Aug [বুধ ৪ ভাদ্র] রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র অনুবাদ পাঠ করার কথা লিখেছেন। এগুলি এই সময়েই অনূদিত হয়েছিল ও পরে *Fugitive* [1921] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইতিমধ্যে আশ্রমে অতিথিসমাগম অব্যাহত ছিল। জুলাই মাসের শেষ দিকে একদিন বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত স্ত্রী সরোজনলিনীকে নিয়ে আশ্রমে আসেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসুর এক ভ্রাতুষ্পুত্রও সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। ভাদ্র মাসের গোড়ায় আসেন দিল্লির সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্র। 21 Aug [বুধ ৪ ভাদ্র] রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে একটি দিনের বর্ণনা লিখেছেন :

সন্ধ্যার সময় দীনুর ঘরে Mr. Rudra ও অন্যান্য অধ্যাপকেরা এসে বসেছিলেন। ছেলেদের গান শেখা হয়ে গেলে Politics সম্বন্ধে কথা উত্থাপিত হল। বাবা বলছিলেন self-govt. নিয়ে আমরা এত চেঁচামেচি করছি, কিন্তু তার ভিত্তি যে তলতল করছে, কিসের উপর সে দাঁড়াবে? আমাদের এখন নীচের দিক থেকে কাজ করা দরকার হয়েছে। যারা interned হয়েছে তাদের কষ্ট সম্বন্ধেই বেশি লেখালেখি না করে আমাদের বলা উচিত যে এ কষ্ট কিছুই না— এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যারা স্বাধীনতা পেয়েছে তারা কি কম কষ্ট পেয়েছে? তারপর বাবা বল্লেন political situationএর উপর একটা লেখবার তাঁর মাথায় আছে— কিন্তু আবার Political ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন সেই ভয়ে লিখছেন না। গল্পটা এ—ই সৃষ্টির শেষাশেষি দিকে যখন বাঘ, ভাল্লুক, মানুষ সবই সৃষ্টি হয়ে গেছে তখন ব্রহ্মা দেখলেন হাতে আর কিছুই নেই খানিকটা কেবল মরুৎ ও ব্যোম অবশিষ্ট আছে। সেটা নষ্ট না করে তিনি মনে করলেন এই দিয়ে এমন একটা জীব সৃষ্টি করবেন যার কেবল গতিই থাকবে— এই মনে করে ঘোড়া সৃষ্টি করলেন।

এই কাহিনীসূত্র অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'ঘোড়া' কথিকাটি লেখেন— কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয় কিছু পরে সবুজ পত্র-এর বৈশাখ ১৩২৬ [পৃ ৫৫–৫৯]-সংখ্যায় [দ্র লিপিকা ২৬। ১২৬–২৮], সেখানে এর নাম ছিল 'মুক্তির ইতিহাস'।

রথীন্দ্রনাথের ডায়ারিতে বর্ণিত রবীন্দ্রনাথের সংলাপ গল্পটির রাজনৈতিক পটভূমিকাটি উদ্‌ঘাটিত করেছে, রচনার সময়কালও অনেকটা সুনির্দিষ্ট হয়েছে। এর কিছুদিন পূর্বেই জুলাই মাসে বিচারপতি সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে গঠিত সিডিশন কমিটির রিপোর্ট ও ভারতের শাসনসংস্কারের প্রস্তাব-সংবলিত মণ্টেগু-চেমসফোর্ড

রিপোর্ট যুগপৎ প্রকাশিত হয়। এই দুটি রিপোর্টের প্রকাশকালের সমাপতন কৌতুকপ্রদ— ইংরেজের কৃপণ মুষ্টি থেকে দ্বিতীয় রিপোর্টে যে ভিক্ষার ইঙ্গিত আছে, প্রথম রিপোর্টটি তার অনেকটাই হরণ করে নিতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পটি এরই পটভূমিকায় রচিত।

২৬ শ্রাবণ [রবি 11 Aug] ক্ষিতিমোহন সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা রেণুকার বিবাহ হয়। বিবাহের একটি কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন ২৭ শ্রাবণ রাণুকে লেখা চিঠিতে। আশ্রমের ছাত্র-'কবি' সতীশচন্দ্র রায় এই বিবাহ উপলক্ষে একটি কবিতা লিখেছিলেন— অমিতা সেন জানিয়েছেন, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'লেখনীর স্পর্শ লাভ করেছিল'।[৪০]

উক্ত চিঠিতে একজন বিশিষ্ট অতিথির আশ্রমে আসার সংবাদ আছে : 'পেরুর (দক্ষিণ আমেরিকার) কন্সাল জেনেরাল আজ বিকেলের গাড়িতে আমাদের বিদ্যালয় দেখতে আসবে। তাহলে আজ রাত্রে সে আর যাবে না — কাল কতক্ষণ থাকবে কে জানে। ...আমি এণ্ড্রুজকে বলে দিয়েছি তাঁর ঘরেই তিনি ওঁকে স্থান দেবেন— কোনোমতে দুজনে ঝগড়া না করে একঘরে দুটো দিন কেটে যাবে।'[৪১] উল্লেখ্য, ছ'বছর পরে এই পেরুর আহ্বানেই তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পেরু যাওয়া হয়নি।

শান্তিনিকেতনে থাকলে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত বুধবারের উপাসনায় ভাষণ দিতেন। কিন্তু আগের মতো এগুলিকে লিখিত রূপ দেওয়ার উৎসাহ তাঁর ছিল না, অনুলেখনের নিয়মিত ব্যবস্থাও তখন গড়ে ওঠেনি। এই সময়ে তাঁর কয়েকটি ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিখিত রূপ পাওয়া যায় রাণুকে লেখা চিঠিতে। একটি তারিখহীন [? ২৯ শ্রাবণ বুধ 14 Aug] চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ডরুজ একবার এসে, আমি কী বলেছি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন।' এর পরে তিনি উপাসনার সংক্ষিপ্ত মর্ম চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছেন [দ্র ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১১]। অনুরূপভাবে ২৫ ভাদ্রের উপাসনার মর্ম পাওয়া যায় ১৭-সংখ্যক পত্রে, ১ আশ্বিনের উপাসনার মর্ম লিখিত হয়েছে ১৮-সংখ্যক পত্রে। এইভাবে রাণুকে লেখা এইসময়কার পত্রাবলি হয়ে উঠেছে তাঁর সমকালীন জীবনালেখ্য।

শ্রাবণ ১৩২৫-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৫ [৪২/৪] :

২৭৩–৭৪ 'হারিয়ে যাওয়া' ['ছোট্ট আমার মেয়ে'] দ্র পলাতকা ১৩। ৬০–৬১

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৫ [১৮/১/৪] :

২৮৯–৯৩ 'আসল' ['বয়স ছিল আট'] দ্র পলাতকা ১৩। ৫৪–৫৮

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৫ [৬/১] :

১৪–১৭ তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে দ্র স্বর ৪০

১৯–২০ সঙ্গীতের মুক্তি

গানটির স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ। 'সংগীতের মুক্তি' ভাদ্র ১৩২৪-সংখ্যা সবুজপত্র-তে মুদ্রিত হয়েছিল, আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা-র শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩২৫ [১/১] :

১–৮ ‘সমবায়’ দ্র সমবায়নীতি ২৭। ৪৫১–৫৭

The Modern Review, August 1918 [Vol. XXIV, No. 2] :

116–22 ‘The Home and Outside’

ভাণ্ডার পত্রিকাটির এই নব-সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন বীরভূমের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকচন্দ্র রায়, Bengal Co-operative Organisation Society-র মুখপত্র হিসেবে এটি কলকাতার ৬ নং ডেকার্স লেন থেকে প্রকাশিত হয়। তারকচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ‘সমবায়’ প্রবন্ধটি লিখে দেন। জমিদারি দেখাশোনার সময় থেকেই তিনি গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ করতে গিয়ে সমবায়নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। George Russell [A.E.]-এর *The National Being* বইটি তাঁর প্রিয় পাঠ্য ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কাজে ও কথায় তিনি সমবায়ের আদর্শকে প্রচার করেছেন বহুভাবে। তাই বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতির মুখপত্র ভাণ্ডার প্রকাশের উপলক্ষে তিনি ‘সমবায়’ প্রবন্ধটি লেখেন। এখানে তিনি গোড়াতেই মন্তব্য করলেন: ‘পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পূরা, একলা-মানুষ টুকরা মাত্র।’ দল বেঁধে দাঁড়াতে পারলে দারিদ্র্যেরও ভয় কেটে যায়। সুতরাং গ্রামবাংলার দারিদ্র্য দূরীকরণে একত্রিত হওয়া বা সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি : ‘এই কোঅপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যাবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক-এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে।’ সমবায়ের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখেননি, মনুষ্যত্বের বিকাশের লক্ষ্যকেও তিনি উপস্থাপিত করেছেন বর্তমান প্রবন্ধে :

> আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া— বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্বমানবের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়ো মানুষ করিতে হইবে— আর-এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া।

উল্লেখ্য, এই আদর্শ কয়েকমাসের মধ্যে বিশ্বভারতী-তে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-পড়ানোয় ব্যাপৃত ছিলেন, ভাদ্র মাসের শুরু থেকে তাঁকে আনুষঙ্গিক আর-একটি কাজে নিমগ্ন হতে দেখা গেল। সাধারণত তিনি ক্লাশ নিতেন তৎকালীন পঞ্চম [বর্তমান ষষ্ঠ] ও তৃতীয় [বর্তমান অষ্টম] শ্রেণীতে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব থেকে তিনি এন্ট্রান্স [বর্তমান দশম শ্রেণীতেও ইংরেজি পড়াবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ৮ ভাদ্র [রবি 25 Aug] তিনি রাণুকে লেখেন : ‘আমার ক্লাসের কাজ এখন অনেক বেড়ে গেছে। সকালে যেমন পড়াতুম তেমনি পড়াই, তার পরে আবার দুপুরবেলায় খাওয়ার পরে এন্ট্রেন্স ক্লাসের তর্জ্জমা করানোর ভার আমাকে নিতে হয়েচে। ...এতকাল আমি থার্ড ক্লাসে ইংরেজি পড়িয়েছি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়াইনি সেইটে ওদের একটা খেদ ছিল— যেমনি শুনলে ওদের আমি পড়াব অমনি

ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেচে।'[৪২] রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি পড়ানোর পদ্ধতিতে তর্জমার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। অন্য ক্লাশে তিনি তর্জমা করাতেন মুখে মুখে, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের জন্য তিনি লিখিত অনুবাদ-চর্চার আয়োজন করলেন। এই কাজে তিনি অন্যেরও সাহায্য নেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'এই সময়ে তিনি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের জন্য একটি তর্জমার বই তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজে নানা ইংরেজি মাসিক পত্র ও পুস্তক হইতে খানিকটা করিয়া জায়গা দাগ দিয়া দিতেন, আমাদের অনেকের উপর ভার ছিল সেগুলি সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা। আমার এই কাজটি বড়ই মনের মত হইয়াছিল।'[৪৩]

সীতা দেবী-লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত অনুবাদ-চর্চা-র একটি পাণ্ডুলিপি [Ms. 373] রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে। ৫২ পৃষ্ঠার এক্সারসাইজ বুকের ৩৯ পৃষ্ঠায় এই অনুবাদ-চর্চার নিদর্শন [১৭টি অনুচ্ছেদ— ৪, ১৩—১৪, ২০, ২৬—২৮, ৪৭-৪৯, ৫১—৫২, ৫৭—৬০] পাওয়া যায়। মূল ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ-সংবলিত দুটি গ্রন্থ অনতিবিলম্বে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে [১৩৪০ :1933] ও অচলিত সংগ্রহ রবীন্দ্ররচনাবলী-র 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে গ্রন্থগুলির প্রকাশ-কাল উল্লিখিত হয়েছিল 1917 [১৩২৪ বঙ্গাব্দ], কিন্তু তা ঠিক নয়। সীতা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে রচনাকার্যের সময়কালটি চিহ্নিত করা যায়— তাছাড়া যে Santiniketan Press-এ দুটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তা 1917-এ চালু করা সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত দুটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে আখ্যাপত্র নেই, বাংলা গ্রন্থে 'ভূমিকা' অংশও নেই। ১৪০ পৃষ্ঠার অনুবাদ-চর্চ্চ-র মুদ্রকের পরিচয় আছে : Printed by Jagadananda Roy/ AT THE SANTINIKETAN PRESS/ ***Brahmacharya-Ashram. Dist. Birbhum.*** *Selected Passages for Translation/ from English to Bengali*-র মুদ্রকের পরিচয়ও তাই, বইটি ১৩২ পৃষ্ঠার। দুটিতেই ২২৬টি করে অনুচ্ছেদ আছে, প্রতিটি অনুচ্ছেদের নীচে কঠিন শব্দের ইংরেজি বা বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া ছিল— যেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়। এই সংস্করণে অনুচ্ছেদগুলির ক্রম ও ভাষার পরিবর্তনও করা হয়েছিল।

শারদীয়া উপলক্ষে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বালকবালিকাদের জন্য একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। প্রথমে 'পূজার ছুটি' নামকরণ করা হলেও পরে নাম দেওয়া হয় 'পার্ব্বণী'। স্বভাবতই তিনি লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি ১২ ভাদ্র তাঁকে লেখেন : 'কোনো রকম লেখা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। একদিনও আমার সময় নেই— মনও অন্যদিকে দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। তাই পার্বণীতে কোনো মজার কিম্বা গম্ভীর রকমের লেখা দেওয়া আমার অসাধ্য।'[৪৪] নগেন্দ্রনাথ 'সমবায়' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুমতিও দেননি। তবে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তিনি সংকলনটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ৯ আশ্বিন [26 Sep] নগেন্দ্রনাথকে লেখেন :

তোমার "পার্ব্বণী" পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। ইহা ছেলে বুড়ো সকলেরই ভাল লাগিবে। তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। দেশের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত লেখকদের ঝুলি হইতে বাংলা দেশের ছেলেদের জন্য এই যে পার্ব্বণী আদায় করিয়াছ ইহা একদিকে যত বড়ই দুঃসাধ্য কাজ অন্যদিকে তত বড়ই পুণ্যকর্ম্ম। বস্তুত আমি ইহার বৈচিত্র্য, সৌষ্ঠব ও সরসতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি— অথচ ইহার মধ্যে পাঠকদের জানিবার, ভাবিবার, বুঝিবার কথাও অনেক আছে। তোমার এই সংগ্রহটি কেবলমাত্র ছুটির সময় পড়িয়া তাহার পরে পাতা ছিঁড়িয়া, ছবি কাটিয়া, কালী ও ধূলার ছাপ মারিয়া জঞ্জালের সামিল করিবার সামগ্রী নহে— ইহা আমাদের শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডারে নিত্যব্যবহারের জন্যই রাখা হইবে। প্রথম খণ্ড পার্ব্বণীতে যে আদর্শে ডালি সাজাইয়াছ বৎসরে বৎসরে তাহা রক্ষা করিতে পারিলে মা ষষ্ঠী ও মা সরস্বতী উভয়েরই তুমি প্রসাদ লাভ করিবে।[৪৫]

১৩২৬ সালের ‘পার্ব্বণী’ প্রকাশিত হয়নি, চিঠিটি ১৩২৭ সালের পার্ব্বণী-তে মুদ্রিত হয়।

১ আশ্বিন ১৩২৫ [18 Sep] তারিখে প্রকাশিত ‘পার্ব্বণী’-তে নগেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একটি নূতন রচনা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সেটি হল ‘ঠাকুর্দ্দার ছুটি’ [‘তোমার ছুটি নীল আকাশে’, পৃ ৮–৯]— কবিতাটি কিছুদিন পরে পলাতকা [Oct 1918] কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। আরও দুটি রচনা ‘শরতের গান’ [‘শরতে আজ কোন্ অতিথি’, পৃ ১] ও গল্প ‘ইচ্ছাপূরণ’ [পৃ ২–৭] অবশ্য পুরোনো লেখা— গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি [পৃ ১৬৫–৬৬] এতে ছাপা হয়েছে।

ভাদ্র ১৩২৫-এ সাময়িকপত্রে স্বরলিপি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো বাংলা রচনা মুদ্রিত হয়নি :

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২৫ [৬/২] :

৩৪–৩৬ গানের সুরের আসনখানি দ্র স্বর ১১

স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

The Modern Review, September 1918 [Vol. XXIV, No. 3] :

219–21 ‘The Object and Subject of a Story’

276–83 ‘At Home and Outside’

এছাড়া ‘Notes’ বিভাগে ‘Sir Rabindranath Tagore’s Message to the Wood National College’ *Commonweal* পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হয়।

‘The Object and Subject of a Story’ কোনো নূতন রচনা নয়; ঘরে-বাইরে উপন্যাসটি সবুজ পত্র-তে প্রকাশের সময়ে কোনো মহিলার সমালোচনা-মূলক পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে ‘টীকাটিপ্পনী’ [দ্র সবুজ পত্র, অগ্র ১৩২২। ৫১৯–২৮; গ্রন্থপরিচয় ৮। ৫২১–২৬] লেখেন, এটি তারই ইংরেজি অনুবাদ। শেষ অনুচ্ছেদটির কিয়দংশ অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

অ্যানি বেসান্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটি বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথকে চ্যান্সেলার নির্বাচিত করা হয়েছিল, তারই অন্তর্গত মদনাপল্লীতে অবস্থিত Wood National College-এ গ্রীষ্মবকাশের পর জুলাই মাসে কলেজ খুললে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উদ্দেশে যে বাণী প্রেরণ করেন, *Commonweal*-এ প্রকাশিত সেই বাণীটি উদ্ধৃত হয় মডার্ন রিভিয়্যু-তে :

> Every morning the messenger of light comes to the flower buds with the message of hope for their blossoming. Every morning the same light also comes to us raising our curtain of sleep. The only word which it daily repeats to us is: “See.” But what is that seeing which is as the flowering of our sight? The scene which the light brings before our eyes is inexpressibly great. But our seeing has not been as great as the scene presented to us, we have not fully seen. We have seen mere happenings, but not the deeper truth, which is measureless joy. And yet the morning light daily points its finger to the world. It bends down upon a grass blade with a smile that fills the sky and says to us, “See.’

প্রবাসী-র ভাদ্র ১৩২৫-সংখ্যায় ‘কষ্টিপাথর’ বিভাগে [পৃ ৪১৮–২০] শ্রাবণ-সংখ্যা ভাণ্ডার থেকে ‘সমবায়’ প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হয়।

পুজোর ছুটির আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন, অন্যান্য ঘটনার দিক দিয়ে দিনগুলি ছিল বৈচিত্র্যহীন। অধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্র মাসখানেক শান্তিনিকেতনে থেকে ২৭ ভাদ্র [13 Sep] দিল্লি যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ ২৯ ভাদ্র রাণুকে লেখেন : 'এতদিন এখানে দিল্লির সেন্ট স্টীফেন কলেজের অধ্যক্ষ রুদ্রসাহেব ছিলেন, তিনি রোজ আমার ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গে বসে যেতেন— তাঁর খুব উৎসাহ ছিল— প্রায় একমাস ছিলেন— পর্শুদিন চলে গেছেন।' এই চিঠিতেই লিখেছেন, ছাত্রদের গোলমালে বিধুশেখর শাস্ত্রীর পড়াশুনোর অসুবিধা হওয়ায় লাইব্রেরি ঘরের বারান্দা থেকে তাঁর পড়ানোর ক্লাশ তুলে এনেছিলেন নিজের দোতলার শোবার ঘরে— কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার স্থানপরিবর্তন ঘটাতে হয়। নূতন স্থানটির বর্ণনা করে লিখেছেন : 'জগদানন্দ বাবুর বাসার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ আছে— এই বটের ছায়াতলে গোল একটি চালা তুলেছি— লাইব্রেরি থেকে সেখানে আমার পাথরের আসন তুলে এনেছি— এখানে দরকার হলে আমার আসন ঘিরে একশো লোক বসতে পারে। এই জায়গাটি বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। ছেলেদের বলেচি, তারা নিজের হাতে এখানে আসবার রাস্তা তৈরি করে দেবে— আর চারিদিকে চান্‌কা তৈরি করে ফুলের গাছ লাগিয়ে দিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে।'[৪৬] সীতা দেবী স্থানটির বর্ণনা দিয়েছেন : 'প্রকাণ্ড গাছের তলায় একটি গোল ছত্রাকার মণ্ডপ, ভিতরে অশ্বখুরের আকৃতির একটি মাটির বেদী, ছেলেরা নীচে আসন পাতিয়া বসিয়া বেদীটিকে ডেস্‌ক্‌রূপে ব্যবহার করিত। এধারে-ওধারে বেতের চৌকি ও মার্বেল পাথরের চৌকি গোটাকয়েক সাজানো থাকিত, সেখানে আমাদের মত রবাহূত শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা গিয়া বসিত।'[৪৭] ৬ আশ্বিন [23 Sep] রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখেছেন : 'ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে শিখচে এবং দ্রুতবেগে এগচ্চে এতেই আমি পুরস্কার পাচ্চি। আজ থেকে তিনদিন কবিতার ক্লাস। আজ শেলির West wind আরম্ভ করেচি– আমার ছাত্রদের খুব ভাল লেগেচে। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বাড়চে। ছুটির পরে যদি সময় পাই তাহলে শেলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লেখবার চেষ্টা করব।'[৪৮] দুদিন পরে রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'I am sure you would enjoy watching me giving lessons to a class of the average age of fourteen, explaining to them in Bengali Shelly's Hymn to Intellectual Beauty and his Ode to the West Wind. I can assure you that now they understand those two poems in all their depth of truth and wealth of imagination.' এর পরেই নিজের শিক্ষণপদ্ধতির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন : 'It is my experience that, if properly treated, the lessons that are difficult are more stimulating and attention compelling, and thus in a manner easier in the long run, than obviously easy lessons. The claim upon the students' mental concentration itself and their glow of pride in overcoming difficulties are of greater help for their growth of mind than anything that may be in the lessons themselves.'[৪৯]

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী প্রভৃতি মেয়েদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেহলির ছাদেও শেলির কবিতা-পাঠের আসর বসাতেন। এই ছাদের আসরের বিভিন্ন বর্ণনা সীতা দেবীর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। সমবায় নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক ভাবনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ একদিন ছাত্রদের ডেকে সমবায় সমিতি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন : 'বড়রা নিবিষ্ট মনে শুনিল, ছোটর দল ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। অনেক রাত্রি হইয়া গেল সভা

ভঙ্গ হইতে।' ১ আশ্বিন [বুধ 18 Sep] তিনি প্রাক্তন ছাত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখেন : 'আমরা বিদ্যালয়ে একটি Co-operative Store খুলিবার চেষ্টায় আছি। আমাদের এখানে বৎসরে ৩০/৪০ হাজার টাকার জিনিস কেনা হয় সুতরাং যদি কোনো ব্যবস্থা করিতে পারি তবে অনেক অপব্যয় বাঁচিবে।'[৫০] প্রশান্তচন্দ্রকে উল্লিখিত পত্রে লিখেছেন : 'আমাদের latest খবর হচ্চে এই যে আমরা এখানে Co-operative Store খুলে ছেলেদের মধ্যে এই আইডিয়াটা ছড়াবার চেষ্টায় আছি।' এই পরিকল্পনা অনুসারে 20 Dec 1918 'শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড' নিবন্ধীভুক্ত হয়।

সম্ভবত ১ আশ্বিন দেহলির ছাদেই শিশুদের সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সীতা দেবী লিখেছেন :

শিশুদের সাহিত্য-সভা তখনকার দিনেও বড়দের সাহিত্য-সভার চেয়ে উপভোগ্য হইত বেশি। শিশু সাহিত্যিকদের সম্পাদক তখন ছিলেন শ্রীমান্ মৌলি শাস্ত্রী, খুব যোগ্য সম্পাদকই ছিলেন। কবি ও সংগীতকার ছিলেন শ্রীমান্ সমরেশ সিংহ। তাঁহার শিশুকণ্ঠের আশ্চর্য সুন্দর গান এখনও কানে বাজে। সেদিনকার গান গল্প ও কবিতা-পাঠ সবই খুব ভালো লাগিয়াছিল, শুধু 'কাবুলী বেড়াল' অভিনয়টা তেমন ভালো লাগে নাই। [৫১]

এইদিন প্রাতে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করেন। উপাসনার মর্মার্থ তিনি রাণুকে লিখে পাঠিয়েছেন ৪ আশ্বিনের [21 Sep] পত্রে [দ্র ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৮]।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ধীরে ধীরে বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার স্থান করে দিচ্ছিলেন। এইবার তিনি এম.এ. পরীক্ষাতেও দেশীয় ভাষা [vernaculars] পড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক Dr. I. Jehangir Tarapourwala [1884–1956] রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রার্থনা করলে তিনি 22 Sep [রবি ৫ আশ্বিন] তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। আশুতোষের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করেও তিনি উচ্ছ্বসিত হতে পারেননি, কারণ 'the misgivings I feel owing to my natural distrust of the teaching that dominates our university education.' তিনি লিখলেন, বাংলা ভাষা উচ্চশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়াই বিকশিত হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে এবং অন্তত প্রথম দিকে জনসাধারণের কাছ থেকেও এই ভাষাচর্চা কোনো স্বীকৃতি পায়নি। এর ফল অবশ্য একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, জাগতিক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া বা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধের বাইরে থেকে ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে। আমাদের সাহিত্যিক ভাষা এখনও তরল অবস্থায়, নূতন চিন্তা ও অনুভবকে সে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে। 'And, therfore, our language, the principal instrument for shaping and storing our ideals, should be allowed to remain much more plastic than it need be in the future where standards have already been formed which can afford a surer basis for our progress.' কিন্তু ভাষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা তাঁর কাছে উৎসাহজনক মনে হয়নি তার সংকীর্ণ ও পণ্ডিতী মানসিকতার জন্য। একটি মৃত ভাষার ব্যাকরণ-কণ্টকিত আদর্শে গঠিত পণ্ডিতী-বাংলা কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট, যা আমাদের ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। 'The artificial language of a learned mediocrity, inert and formal, ponderous and didactic, devoid of the least breath of creative vitality, is forced upon our boys at the most receptive period of their life.'

এর পরে তিনি লেখেন, আধুনিক য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে মাতৃভাষা— ছাত্রেরা এই ভাষাতেই পাঠ গ্রহণ, লিপিকরণ ও প্রকাশ করার ফলে মাতৃভাষার নিরন্তর পরিচয় লাভ করে, ফলে বিশেষ শ্রেণীর পণ্ডিতদের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে না। বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের রচনারীতির বিশিষ্টতা, তাঁদের ভাষার জীবন্ত প্রভাব সর্বদা গভীরভাবে তাদের মনকে স্পর্শ করে— কাজেই সর্বোচ্চ উপাধির জন্য তাদের প্রয়োজন হয় কেবল মাতৃভাষার ইতিহাস ও শব্দতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু ব্যক্তিগত আগ্রহ ও পড়াশোনা ছাড়া আমাদের ছাত্রদের জন্য সেই সুযোগ নেই। ফলে পণ্ডিতদের বানানো কৃত্রিম ও অনমনীয় ভাষাদর্শের সংস্পর্শে আসতে তারা বাধ্য। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ভাষার সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করতে প্রয়োজন পরীক্ষানিরীক্ষার স্বাধীনতা।

অসম্ভাব্যতার অভিযোগে ভূষিত হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করেছেন। প্রথমত, এম.এ. পরীক্ষার্থীর ক্লাশে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই— কেন না বিবাহিতা মেয়েরা ও বহু ছাত্র তা পারবেন না; দ্বিতীয়ত, বাংলা পড়ার ব্যবস্থা কেবল একটি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়— কারণ, উপভাষা ও লোকসাহিত্যের চর্চা ক্লাশের বাইরে হওয়াই ভালো এবং এর ফলে কোনো কৃত্রিম আদর্শে ছাত্রদের বাঁধা পড়ার আশঙ্কাও থাকে না। রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে কোনো পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট করাতেও আপত্তি করেছেন : ‘the university should not make any attempt, by prescribing definite text-books, to impose or even authoritatively suggest any particular line of thought to the students, leaving each to take up the study of any prescribed subject,— grammar, philology, or whatever it may be, along the line best suited to his individual temperament, judging of the result according to the quantity of concientious work done and the quality of the thought-process employed.’ রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

পরের দিন ৬ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে উক্ত চিঠি লেখার কথা জানিয়ে লেখেন : ‘তুমি তাঁর [ড তারাপুরওয়ালা] কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ে দেখো এবং যদি মনে কর এটা লুকোনো থাকা উচিত নয় তাহলে তাঁকে অনুরোধ কোরো তিনি যেন Modern Review কিম্বা যেখানে হোক এটা সাধারণের সম্মুখে আলোচনার জন্য প্রকাশ করেন।’[৫২] এই চিঠিটি ‘Vernaculars for the M.A.Degree’ নামে *The Modern Review* [Nov 1918/ 462–63]-তে তারিখ ও প্রাপকের নাম ছাড়া মুদ্রিত হয়।

দীনেশচন্দ্র সেন পত্রটি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন [?১৮ অগ্র] : ‘আপনি বাংলায় এম,এ পরীক্ষার সম্বন্ধে “মডার্ণরিভিউ”তে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা আমরা পড়িয়াছি এবং আশুবাবু অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িয়াছেন। তিনি বলেন ভাষার মুখে আবর্জ্জনা ফেলিয়া তিনি তাহার প্রবাহ রোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত উপদেষ্টা কেহ নাই। আপনি এম-এ পরীক্ষার বোর্ডে যদি থাকিতে সম্মত হন, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী অনেক কাজ হইবে। আশুবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি ইউনিভার্সিটি কমিশনের কার্য্যে সারাদিন এত ব্যাপৃত যে বোলপুরে যাইতে পারিতেছেন না। আপনি এখানে আসিলে খবর পাইলে দেখা করিতে চেষ্টা পাইবেন।’[৫৩] রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ১৯ অগ্র তাঁকে লেখেন : ‘এবারে কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম,এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।’[৫৪] এই আলোচনা হয়েছিল কি না বলা যায় না।

রাণু যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রথম পত্র লেখেন তখন তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন 'প্রিয় রবিবাবু' বলে। এতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। শান্তিনিকেতন ভ্রমণের পর এই পাঠ পরিবর্তিত হয় 'রবিদাদা'তে। কিন্তু অন্য নামের জন্য গবেষণাও চলছিল। ৬ আশ্বিন [23 Sep] রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : "তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ 'রবিদাদা' না বলে আমাকে আর একটা নামে সম্ভাষণ করতে পার কি না। ...'ভানু' নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয়, তবু আমি একবার নিজেই গ্রহণ করেছিলুম— ওর আর একটুখানি সুবিধা আছে— ওটা রাণুর সঙ্গে মিলে যায়/ এক যে ছিল রাণু/ তার দাদা ছিল ভানু।'[৫৫] রাণুর প্রস্তাবটি পছন্দ হয়, তিনি জবাবে লেখেন : 'আমি আপনার নাম কবিদাদা ভেবেই রেখেছিলাম। আর ভানু নামটাও বেশ। একটু মোটা মোটা বোধ হয়। কিন্তু আমার বেশ সুন্দর লাগে। আর আর-কেউ আপনাকে ভানুদাদা বলে না। আর বেশ রাণুর সঙ্গে মেলে। এইজন্যে সব চাইতে ভাল লাগে।'[৫৬] এই একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করে রাণু এই পত্রেই সম্বোধনের পাঠ লেখেন : 'আদরের ভানুদাদা'। পরবর্তী পত্রগুলিতে এই পাঠই ব্যবহৃত হয়েছে— রবীন্দ্রনাথও এটি লিখে খুশি হয়েছেন, তাঁর পত্র-সংকলনের নাম দিয়েছেন 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'।

উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েছে— মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্র ফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস— কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশজোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা— আমাদের লাল রাস্তার দুই ধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে করে পথিকদের শারদ সঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্চে। ...অন্তরে বাইরে ছুটি ছুটি ছুটি এই রব উঠেছে। ছুটিরও আর কেবল প্রায় দুই সপ্তাহ আছে।'

বিদ্যালয়ে শারদাবকাশ শুরু হয় মহালয়ার দিন ১৭ আশ্বিন [শুক্র 4Oct] থেকে। তার আগে 27 Sep [১০ আশ্বিন] সেখানে রামমোহন স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সীতা দেবী লিখেছেন : 'সন্ধ্যার সময় মন্দিরেই স্মৃতিসভা হইল। ছেলেরা শিউলি ফুলের মালা দিয়া মন্দির খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিল। বক্তৃতা করিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাবা। একটু রাত হইয়া যাওয়াতে কয়েকটি ছোট ছেলে মন্দিরের ভিতরেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।'[৫৭]

এইদিনই মেয়েদের পত্রিকা 'শ্রেয়সী'র দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। হাতে-লেখা পত্রিকাটির দুটি বর্ষের দুটি মাত্র সংখ্যা ররীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে। তাই বলা সম্ভব নয়, মধ্যে আর-কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কি না। সীতা দেবী তাঁর লেখা 'নাটকের পঞ্চমাঙ্ক' নামের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন [দ্র পুণ্যস্মৃতি। ১৭৭], কিন্তু দুটি সংখ্যার কোনোটিতেই রচনাটি নেই।

ছুটির আগে অভিনয়ের জন্য 'শারদোৎসব' নির্দিষ্ট হয়েছিল। 'কিন্তু দিনুবাবুর জ্বর হওয়ায় তাহা পণ্ড হইল, তাহার পরিবর্তে ছোট একটি সংস্কৃত নাটক এবং শারদোৎসবের ইংরেজি অনুবাদটি অভিনীত হইল। কলিকাতা হইতে অতিথি অতিশয় অল্প কয়েকজন আসিলেন।'[৫৭] তবে ছুটির আগের উৎসবটা এবার তেমন জমিল না, আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাতে।' যুদ্ধের সময় এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল বলে এই জ্বর 'যুদ্ধজ্বর' নামে কুখ্যাত। 'সংস্কৃত অভিনয়টির পর শ্রীমান্ মুলু ও কয়েকটি ছেলে একটি মূক অভিনয় করিল। গল্পটিতে এক গুরুর অনন্ত দুর্গতি দেখানো হইল।'[৫৮]

ছুটির কয়েকদিন পর ২২ আশ্বিন [বুধ 9 Oct] রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলকাতা আসেন। 'দঃ ২২ আশ্বিন হাওড়া ষ্টেসেন হইতে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় শ্রীযুক্ত দাদাবাবু মহাশয় ও শ্রীমতী বধূমাতা ঠাকুরাণীর আগমন

বাবদ গাড়ী ভাড়া'র হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথও চিঠিতে এইদিন আসার কথা লিখেছিলেন— নতুবা রথীন্দ্রনাথের ডায়ারির তারিখটি হল ৪ Oct মঙ্গলবার। তিনি একটি গুরুতর তথ্য দিয়েছেন এই তারিখের বিবরণে :

We arrive at Calcutta this afternoon from Bolpur, where we spent the whole of the school term, father busy teaching boys & writing text books in English. Just before coming down while talking with me & Mr. Andrews father got quite excited over the idea of making the Bolpur institution a truly representative Indian educational colony, where boys from all the provinces of India would come together to get an education & a culture that is national & at the same time modern. The different colonies of boys would keep to their own peculiar customs & manners where they do not conflict with our national ideals, & they would thus get a training from their childhood to respect each other in spite of outward differences. In India, unity cannot mean unification; we must get used to this from the beginning. Bolpur institution should not be sectarian, or provincial.

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের কথা ভাবছেন না— ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটি বিদ্যালয়ের আশ্রয়ে সম্মিলিত করারই কথা ভেবেছেন। অবশ্য অনেক আগে আমেরিকা থেকে রথীন্দ্রনাথকেই লিখেছিলেন [11 Oct 1916] : 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্‌চে— ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।'[৫৯] কিন্তু অন্তত আলোচ্য মুহূর্তে তাঁর চিন্তা ভারতেরই সীমানায় আবদ্ধ। অ্যানি বেশান্ট-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছিল, তাঁর আহ্বানে তিনি শীঘ্রই মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হন— তার প্রাক্কালে তারই আদর্শ তাঁর মনকে অধিকার করেছিল, এমন মনে করা যেতে পারে। 9 Oct-এর ডায়ারিতে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

Many Gujrati & Marwari gentlemen— many of those who have sent their boys to Santiniketan— came to our house to confer with father. Father explained them his ideas regarding the future of the school, which appealed to them & they grew quite enthusiastic. They promised to help as best as they could. Rs.500/- was handed over by Mr. Keshabjee for the technical dept. shortly to be opened.'

শান্তিনিকেতনে একটি টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার ভাবনা বহু পুরোনো। ছোটো আকারে এর ব্যবস্থা সেখানে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বড়ো মাপের আয়োজনের কথা ভাবছিলেন। এই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পার্শি বণিক বোমানজি, এই লক্ষ্যে তিনি ৫০০০ টাকা দান করেছিলেন— তাঁর শর্ত ছিল কেবল অন্য ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা সম্ভব হলে তবেই এই দানের কথা প্রচার করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 16

Sep [৩০ আশ্বিন] তাঁকে লেখেন : 'Rathi informs me of your very generous offer to help my institution in carrying on its technical department. In spite of all my difficulties I have ventured to start it, struggling on with it against obstacles. Your timely offer of aid comes to me as a great relief.'[৬০] বোমানজি প্রতি বৎসর এই পরিমাণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দানটি কাজে লাগানোর সুন্দর একটি প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথ 13 Oct [৩০ আশ্বিন] ১৫০ ডলার মূল্যে দুটি ১০ ফুট ব্যাসের Red Cross Windmill পাঠাবার জন্য আমেরিকায় জর্জ ব্রেটের কাছে অর্ডার প্রেরণ করেন। উইন্ডমিলগুলি এলে এগুলি ব্যবহৃত হয় ইঁদারা থেকে জল তোলার কাজে। রবীন্দ্রনাথের দুঃখ ছিল এগুলি ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল জাগাতে পারেনি বলে। তিনি 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো করে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।'[৬১]

এর কিছুকাল আগে শান্তিনিকেতনে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছিল। কুষ্টিয়া থেকে ঠাকুর কোম্পানির একটি পরিত্যক্ত তৈলচালিত ডায়নামো-সহ এঞ্জিন আনানো হয়। তৎকালীন ছাত্র ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা লিখেছেন : 'সেটি বসানো হল পুরাতন ছাপাখানার পশ্চিমদিকের একটি ঘরে। আশ্রমের মধ্যে বহু লম্বা লম্বা কাঠের থাম পোঁতা হল বৈদ্যুতিক তারের সংযোগের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেক ছাত্রাবাসেই বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা হল। বোধ হয় পুরাতন কল বলে অথবা অন্য কোনো কারণে বাতিগুলির আলোর জোর সমান থাকত না, কখনও আলো বেশি হত আবার কিছুক্ষণ পরেই কম হয়ে যেত।'[৬২] এই ব্যবস্থার একটি সূচনাকাল নির্ধারণ করা যায় ক্যাশবহির ৬ শ্রাবণের [22 Jul] হিসাব থেকে : 'বঃ প্রভু সিং দঃ বোলপুরের বাড়ীতে Electric আলো পাখা ফিট করার জন্য ৫০০' টাকা। অবশ্য ছাত্রাবাসে বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল পরবর্তী বৎসরে।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি মোটরবাসও কেনা হয়েছিল। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা জানিয়েছেন, এইসব যান্ত্রিক সুবিধা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জেনে রবীন্দ্রনাথ দ্বারিকের দোতলায় একটি সভা ডাকেন। সকলের মতামত শোনার পর রবীন্দ্রনাথ 'ধীরে ধীরে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে আধুনিক সভ্যতার মধ্যে আমাদের বাস করতেই হবে যখন বর্তমান যুগে আছি, এ ভিন্ন অন্য কোনো উপায় আমাদের নেই। প্রাচীন ভারতের যা ভালো তাকে আমরা ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করব, তার থেকে গ্রহণীয় যা তাও গ্রহণ করব কিন্তু সবই বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে। পুরাতন ভালোকে আমরা গ্রহণ করব নূতনের অর্থ দিয়ে।'[৬৩] অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী ছিলেন— কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে তাঁর প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। বিজ্ঞানের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সুতরাং তার অবদানকে অস্বীকার করার মতো প্রাচীনপন্থী তিনি ছিলেন না— কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে দাসে পরিণত করবে এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন তিনি 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'তে।

কলকাতায় এসে *10 Oct [বৃহ ২৩ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন : 'কলিকাতায় এসেছি। সম্ভবত পর্শু শনিবারে মাদ্রাজের দিকে যাব।'[৬৪] ২৫ আশ্বিনের হিসাবে 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের

pithapuram গমনকালীন ব্যয় ১ম ২খানা …মধ্যম ২ খান …রামের জন্য তৃতীয় শ্রেণী'র টিকিট কেনার খবর পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Father left for Pithapuram. He intends to visit Mr. Cousins at Madanpalle & perhaps Mrs. Besant at Adyar, afterwards. Suren Kar (artist) & Nagen has accompanied him. On coming back from the station I met R— who said he had sent telegrams all over Madras, so that the people would be ready to give receptions whereever he went.' তিনি আরও লেখেন : 'Received letter addressed to father from Mrs.Besant requesting him to accept the Presidentship of the coming Congress at Delhi. Forwarded letter.'

পত্রটির তারিখ 5 Oct— সম্ভবত সেন্সারের কৃপায় এত দেরি করে আসে :

I wonder if you will let us have the great joy of electing you as President of the Congress. Your words would go everywhere & you could claim India's freedom as none other can. The Subject Committee can be taken by some ex-president & thus spare your strength. It is the speech that matters. Would it be any help if I become one of the Congress Secretaries for the year?

Please let me know if we may propose your name.[৬৫]

রথীন্দ্রনাথ 'উপরে জরুরী লেখা ছিল বলে খুলে পাঠিয়ে দিলুম' লিখে চিঠিটি পিতাকে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী উত্তর দিয়েছিলেন তা জানা যায় না, তবে নিশ্চয়ই নঞর্থক— মিসেস বেসাণ্ট 18 Oct যে চিঠি লেখেন সেটি থেকেই তাঁর উত্তরটি অনুমান করা যায়। প্রস্তাবটি সম্ভবত অন্যান্য সূত্র থেকেও এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ ৮ কার্তিক [25 Oct] প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'আমাকে কন্‌গ্রেসের সভাপতি-মঞ্চে টেনে তোলবার জন্যে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ সকল দিক থেকেই জাল ফেলা হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে জালের টান দুই একবার অনুভব করেছিলুম তাই এবার সেয়ানা হয়েচি। চিরকাল ভাবরসের জলাশয়ে বাস করে এসেছি, পলিটিক্সের শুকনো ডাঙায় বাঁচব কেমন করে? …আর যাই হোক্, "কন্‌গ্রেসওয়ালা"র ছাপ আমার পক্ষে অত্যন্ত মিথ্যা। যে স্থান আমার, সে জায়গায় ও মার্কা একেবারেই চলে না।'[৬৬]

রবীন্দ্রনাথের পিঠাপুরম-যাত্রা সুখের হয়নি। ২ কার্তিক [শনি 19 Oct] কলকাতায় ফিরে এসে পরদিন তিনি রাণুকে লেখা পত্রে তাঁর যাত্রাপথের দুর্গতির বিবরণ দিয়েছেন :

যখন পিঠাপুরম পৌছতে কেবল একটা স্টেশন মাত্র আছে, এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্র-সভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল, আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুরনি, তার বাঁশির ডাক, তার ধূমোদগার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, স্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হয়ে রইল যে, 'চরাচরমিদং সর্বং' যে চঞ্চল, এ কথাটা মিথ্যা বলে বোধ হল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্ ধক্ ধুক্ ধুক্ করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তার পরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠলুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মতো।[৬৭]

সুরেন্দ্রনাথ কর এই প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হন। তিনি জানিয়েছেন, পিঠাপুরমের রাজা ছিলেন ব্রাহ্ম, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভক্ত। তাঁর বারংবার অনুরোধের ফলে রবীন্দ্রনাথ তিন-চার দিন থাকার কথা ভেবে

পিঠাপুরম রওনা হন। সেখানকার দিনগুলির ‘স্মৃতিচারণ’ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ :

প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে একটা ছোট দোতলা বাড়িতে গুরুদেবের থাকবার ব্যবস্থা হ’য়েছিল। বাড়ির চারিদিকে বাগানে বাতাবি ও নানা ধরণের অসংখ্য লেবুর গাছ ছিল। রাজার সেক্রেটারি এসে গুরুদেবের আহারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেনে গেলেন। আমিষ-নিরামিষের বাছবিছার নেই শুনে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হ’লেন। ...

যাই হোক, খাওয়াদাওয়ার কিন্তু তেমন সুবিধে ছিল না ওখানে। গুরুদেব তো বলেই ফেললেন, ‘দেখ, সুরেন, এরকম খাওয়া তো বেশিদিন সহ্য করা যাবে না,— তা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলেই ভালো।’ ওখানে শুধু একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল ওঁর, তা হচ্ছে ওখানকার একজন বিখ্যাত বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী। পরে গুরুদেব তাঁকে কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। এঁর বীণা শুনে গুরুদেবের এত ভাল লাগল যে প্রথমে যে ঠিক করেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, তা বাতিল করে অসুবিধে সত্ত্বেও থেকে গেলেন কয়েকদিন। সেই বীণকর রাত্রে আহারের পর বারান্দায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বীণা বাজাতেন। গুরুদেব একটা চেয়ারে বসে স্তব্ধ হ’য়ে শুনতেন তাঁর বীণাবাদন— অনেক রাত পর্যন্ত।[৬৭ক]

রবীন্দ্রনাথ রাজাকে অনুরোধ করেন, বীণকরকে কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিতে। রাজা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। আর এসেছিল পিঠাপুরমের বাগানের সেই লেবুফুলের চারা, সেগুলি লাগানো হয়েছিল ‘নতুন বাড়ি’র পাশে।

পিঠাপুরম থেকে তাঁর লেখা একটিমাত্র চিঠি পাওয়া যায়, যেটি তিনি লিখেছেন ডাঃ নীলরতন সরকারের ভাগিনেয়ী সুরীতি দেবীকে [1892–1953] *16 Oct [বুধ ২৯ আশ্বিন] : ‘বার বার নিমন্ত্রণ পেয়ে অবশেষে পীঠাপুরমের রাজার এখানে এবার ছুটিতে এসেছি। আরো দক্ষিণে যাবার কথা ছিল কিন্তু এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লুম যে আবার আশ্রমে ফেরবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠেচে। পর্শু শুক্রবারে এখান থেকে দৌড় দেব। শনিবার দুপুর বেলায় কলকাতায় পৌঁছব। ...এখানে সমস্ত দিন লোকজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপঅভ্যর্থনার হাঙ্গামে হয়রান হয়ে আছি।’[৬৭খ]

এই কারণেই মাদ্রাজ না গিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘After his visit to Pithapuram father came back to Bolpur. He was rather disappointed with the visit, though the Rajah was very kind & a nice gentleman. The only thing he enjoyed there was the Vina playing by the Rajah’s Vinkar, which the Rajah himself could not appreciate.’ ৩ কার্তিক ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায় : ‘শান্তিনিকেতন আশ্রমের নামে Allahabad Bankএর এক চেক ৫০০’ টাকা — হয়তো পিঠাপুরমের রাজা এই উপহার দিয়েছিলেন। ১৩২৬ সালের ভাদ্র মাসে রাজা উক্ত বীণকরকে কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন।

৫ কার্তিক [22 Oct] ক্যাশবহিতে ‘খোদ কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের মাণিকতলা ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট’ যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। এইদিন কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লেখেন : ‘কবি কলকাতা এসেছেন— আমার খোঁজ করছেন জেনে গেলুম। পাতিসরের অনেক গল্প হল। রাতে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন’। পরের দিন ৬ কার্তিক বুধবার ‘শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বোলপুর গমনের’ হিসাব থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছেন। ১০ কার্তিক তিনি রাণুকে লিখেছেন : ‘আমার ভ্রমণ শেষ হল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানে আবার এসে ফিরেছি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্তন করা দরকার কিন্তু দেখা গেল সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর— সেইটে ভালো করে বুঝে

দেখবার জন্যেই কেবল পরিবর্তন দরকার।'[৬৮] ভ্রমণ করে তাঁর অখুশি এইভাবে দার্শনিকতার আবরণে প্রকাশ করেছেন।

স্পেনের কবি হুয়ান রামোন হিমেনেথ [Juan Ramon Jimenez, 1881—1954] ও তাঁর ভাবী স্ত্রী সেনোবিয়া কাম্প্রুবি [Zenobia Camprubi, 1887—1956] স্পেনীয় ভাষায় 1915-এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই অনুবাদ করেন *La Luna Nueva* এটি *The Crescent Moon*-এর ভাষান্তর। এর পরে তাঁরা আরও বই অনুবাদ করতে থাকেন— ক্রমে ক্রমে অনূদিত হতে থাকে *El Jardinero [The Gardener], El Cartero del Rey [The Post Office], Pajaros Perdidos [Stray Birds], La Cosecha [Fruit Gathering], El Asceta [Sannyasi], El Rey y la Reina [The King and the Queen], Malini, Ofrenda Lirica (Gitanjali), Ciclo de la Primaveral [The Cycle of Spring]* এবং *Las Piedras Hambrientas [Hungry Stones]* দুটি খণ্ড। শেষ সাতটি বই 1918-এ প্রকাশিত।[৬৯]

ইতিমধ্যে হুয়ান ও সেনোবিয়া বিয়ে করেছেন 1916-এ, নিজের অজ্ঞাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিবাহের ঘটক হয়েছিলেন।

হিমেনেথ-দম্পতিদের রবীন্দ্রানুবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল; তাঁদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও এনে দিয়েছিল। সুতরাং জনৈক Muzzio Saenz-Pena স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে মাদ্রিদ ও আর্জেন্টিনা থেকে রবীন্দ্রানুবাদের বই প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন এই খবর পেয়ে সেনোবিয়া কঠিন প্রতিবাদ করেন ম্যাকমিলানের কাছে [14 Jun]। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অনুমতি দেননি। এর পরেই সেনোবিয়া তাঁর প্রথম দীর্ঘ পত্রটি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন [13 Aug] :

For so long, I have been writing to you in imagination & the letters I have written are so many, that now I actually sit down to write as a fact, I cannot quite realize that this is going to reach you, & I know that it will say nothing at all of all the things I have thought in four years. My husband has always said to me "Do not write. Dont you see that Rabindranath Tagore does not know us. What will a letter tell him? Wait till the war is over & then we shall go to see him, in England, if he is there, if not, in India, to his school, which would be much better." But India is far away, & time passes & what if we never met & I had lost forever the joy of one direct communication with you? When one thinks of all the wonderful souls throughout the ages & wishes that one might have had the blessing of sitting for one moment in their presence, the idea that there is such a soul in the world at present & that one is letting time pass without hastening to touch the hem of his garments is miserable.[৭০]

চিঠির ভাষা যেন পূজার মন্ত্র হয়ে উঠেছে! সেনোবিয়া লিখেছেন, তিনি স্বামীকে এই চিঠি লেখার কথা জানাননি— কেননা উত্তর না পেলে তিনি মর্মাহত হবেন। জীবনস্মৃতি-তে কথিত ফাদার পেরারেন্দার কথা

উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন তাঁর স্বামীও একই অঞ্চলের অধিবাসী। উত্তরের জন্য ডাকঘর-এর অমলের মতো অপেক্ষা করবেন জানিয়ে তিনি চিঠিটি শেষ করেছেন।

যুদ্ধের জন্য ডাক যাতায়াতে যেটুকু দেরি হয়েছিল তার বেশি সেনোবিয়াকে অপেক্ষা করতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চিঠির উত্তর দেন 27 Oct [রবি ১০ কার্তিক] :

I am deeply touched to know from your delightful letter that I have readers in your country who truly appreciate my writings. I believe there is something in the atmosphere and in the physical aspects of your motherland somewhat similar to those in ours which bring my lyrics close to your hearts. And this inspires in me a strong desire to visit your country if I am ever able to come to Europe when the war is over.'[৭১]

লক্ষণীয়, সেনোবিয়ার চিঠির উত্তপ্ত আবেগের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উত্তর নিছক ভদ্রতার। পরেও স্পেনে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার পরেও তা বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

এই চিঠি লেখার পরেই রবীন্দ্রনাথের মনে বিদেশ-যাত্রার ভাবনা আবার জেগে উঠল। ১৯ কার্তিক [5 Nov] রাণুকে লিখেছেন :

তোমার চিঠির উপরেই তুমি লিখেচ, "আপনি কি করচেন?" ···সে ব্যক্তি তার সেই কোণের ডেস্কে বসে খাতা খুলে তার বাংলা কবিতার নতুন তর্জ্জমাগুলি নিয়ে খুব কষে মাজা ঘষা করচে। ···যুদ্ধ থেমে গিয়েচে, পথ খোলসা হয়েচে, আনাগোনার সময় আবার কাছে আস্‌তে চল্‌ল, কাজেই আবার থলি ঝেড়ে দেখচি আমার তহবিলে কি আছে। হিসাব করে দেখা গেল যা আছে তাতে আমার বেশ চলবে। এ কথা তো তোমার জানা আছে পূর্ব্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত ভানুর যাত্রা-পথ— সেই প্রদক্ষিণ শেষ করতে না পারলে ত তার বিদায় মঞ্জুর হবে না— সেইজন্যেই আজ সকালবেলায় কোণে বসে আমার পশ্চিমের পথ পরিষ্কার করতে লেগে গেছি।[৭২]

Fugitive-এর বিশেষ সংস্করণের কবিতাগুলি ছাপার ব্যবস্থা হচ্ছিল, কাব্যনাট্যও অনেকগুলি অনূদিত হয়েছিল— 'ইংরেজি তর্জ্জমা' বলতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো এগুলিকেই বুঝিয়েছেন। একই দিনে তিনি লন্ডনের ম্যাকমিলানকে অ্যান্ডারসনের নৌকাডুবি অনুবাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'There is a chance of my going to England directly the war is over and as that appears to be near at hand it will be possible for me to cooperate with Mr.Anderson.' সুরেন্দ্রনাথের করা ঘরে-বাইরে-র অনুবাদ ম্যাকমিলানের কাছে পৌছে গিয়েছিল, ছিন্নপত্র-এর অনুবাদ সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। বোঝা যায়, বিদেশযাত্রার পাথেয় তিনি জমিয়ে ফেলেছেন। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় 11 Nov [সোম ২৫ কার্তিক]।

অসম্পূর্ণ ভ্রমণের শেষে পূজাবকাশের মধ্যে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা নির্ভার মনে দিন কাটাচ্ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি সেখানে আহ্বান করেন।[৭৩] রাণুর জন্মদিন [১৭ কার্তিক] পালনের সংবাদ তাঁর চিঠিতে জেনে ২২ কার্তিক লেখেন : 'রাণুর জন্মতারিখটি সময়মত না পাওয়ায় তাকে সময়মত আমার আশীর্ব্বাদ পাঠানো হল না। ···পর্শুদিন চিঠিতে তোমার জন্মোৎসবের আভাস পেয়ে তখনই হাতের কাছে একখানা ওড়না ছিল সেইটে পাঠালুম।'[৭৪]

অবশ্য উদ্বেগও ছিল। ৮ কার্তিক প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : 'ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলুম মীরা আর তার ছেলে নিজামের হায়দ্রাবাদে সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত। "শান্তি" বলে তার ছোট দেবর এই ব্যামোতেই সেখানে মারা গেছে। আমি মনে ভাবলুম আমার যে রকম দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েচে তাতে এই আঘাতটা বোধ হয় কাটবে না। টেলিগ্রামের গতিকও ভাল ঠেকছিল না। ওখানে ডাক্তার ল্যাঙ্কেষ্টর আছেন, মীরাদের দেখবার জন্যে আমি তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিলুম। তিনি এবং ডাক্তার নাইডুতে মিলে একরকম করে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেচেন। কাল খবর পেয়েছি ডাক্তার বলেচে এখন আর কোনো ভাবনার কারণ নেই।'[৭৫] ৩ অগ্র কাদম্বিনী দত্তকে লিখেছেন : 'রথীর সামান্যরকম ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, এখন সুস্থ হয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এসেচে। ...যাঁরা আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন সকলেই রীতিমত রোগ ভোগ করেচেন।'[৭৬] কিন্তু ব্যাধির শেষ তখনও হয়নি।

একসময়ে কথা ছিল রাণুর পিতা সপরিবারে দেওয়ালির ছুটির সময়ে শান্তিনিকেতনে আসবেন। কিন্তু 'নানা ব্যাঘাতে' তা হবে না জেনে রবীন্দ্রনাথ ১৯ কার্তিক তাঁকে লেখেন : 'আস্‌তে পারলে খুব খুসি হতুম সে কথা তুমি নিশ্চয় জান। কিন্তু আমার পণ এই যে, যেটা ইচ্ছা করি সেটা যখন না ঘটে তখন ধরে নিই আমার ঠাকুরের ইচ্ছাই ফল্‌ল। তাঁর ইচ্ছাকেই খুব সহজে গ্রহণ করবার জন্যে মনকে প্রস্তুত রেখে দিই। নিজের মুখরা ইচ্ছাটাকে নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে, হাত পা নেড়ে, গলা চড়িয়ে, কোঁদল করতে আমার ভারি লজ্জা করে। নিজের ইচ্ছাটাকেই যেমন তেমন করে জয়ী করবার চেষ্টা করতে গিয়েই সংসারে যত অনর্থ ঘটে— এ কথা বেশ জানি অথচ মাঝে মাঝে ভুলে যাই।'[৭৭] দার্শনিকতা করে রবীন্দ্রনাথ নিজের আগ্রহ চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রাণু তাঁর সহজ বুদ্ধিতে ও আপন ইচ্ছাতেই ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হন। কয়েকদিন কাটিয়ে তিনি ২ অগ্র [18 Nov] কাশীতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই লিখলেন : 'যাবার বেলায় তুমি মন খারাপ করে চোখের জল ফেলে চলে গিয়েচ তাই আমার মনটা ব্যথিত আছে, আজই ছোট্ট এই চিঠি তোমাকে লিখে পাঠাচ্চি— যেদিন কাশীতে পৌছবে তার পর দিনেই এটি তোমার হাতে গিয়ে পড়বে।' এর পরের অংশটি ভানুসিংহের পত্রাবলী-তে আছে [দ্র পত্র ২৪], সুতরাং বেশি উদ্ধৃত করার দরকার নেই— সেখানে লঘুচালে অনেক কথা লিখে তিনি রাণুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। এখানে এইটাই দেখবার যে, এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ছোট্ট এই বালিকার জন্য এতটা সময় ব্যয় করেছেন। একসময়ে বালিকা ইন্দিরাকেও তিনি অনেক গভীর কথা দীর্ঘ পত্রাকারে লিখে পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেখানে অনেক জায়গাতেই ইন্দিরা ছিলেন কোনো বক্তব্য প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র— এখানে রাণুর ভূমিকা কিন্তু ব্যক্তিরূপেই চিহ্নিত হয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি, বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাধারা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল— ফলে সাময়িকপত্রে তাঁর রচনার পরিমাণও নিতান্ত কম। আশ্বিন-কার্তিক মাসের সূচিটি এখানে সংকলিত হল :

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, আশ্বিন ১৩২৫ [৬/৩] :

৩৯–৪১ ফাল্গুনীর গান /(বেণুবনের গান) /ওগো দখিন হাওয়া দ্র স্বর ৭

৫০–৫১ 'সঙ্গীতের মুক্তি'

স্বরলিপিটি ইন্দিরা দেবী-কৃত।

ভূমি-লক্ষ্মী, আশ্বিন ১৩২৫ [১/১] :

১–৫ ‘ভূমি-লক্ষ্মী’ দ্র পল্লীপ্রকৃতি ২৭। ৫২৪–২৭

The Modern Review, October 1918 [Vol. XXIV,No. 4] :

323 ‘Hope’ [‘I can never believe…’]

381–88 ‘At Home and Outside’

‘ভূমি-লক্ষ্মী’ ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বীরভূম কৃষি-সমিতি সমবায় কর্তৃক সিউড়ি থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রক সিউড়ির বাণী প্রেসের মুরলীমোহন দত্ত। পত্রিকাটি থেকে জানা যায়, বীরভূম কৃষি-সমিতি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 1905-এ স্থাপিত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সমিতির যোগের ইতিহাস পত্রিকাটি থেকে স্পষ্ট নয়। সমবায়ের প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় পেয়ে সম্ভবত সম্পাদকেরা লেখা প্রার্থনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিরাশ করেননি। প্রবন্ধটিতে তিনি চাষীর সমস্যার প্রায় সমস্ত দিকগুলি নিয়েই আলোচনা করে লিখেছেন :

> আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়— সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই যে ‘ভূমিলক্ষ্মী’ কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অনুভব করিতেছি। বস্তুত লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না।

প্রবন্ধটি প্রবাসী-র কার্তিক-সংখ্যায় ‘কষ্টিপাথর’ বিভাগে [পৃ ১৩৩–৩৪] পুনর্মুদ্রিত হয়।

The Modern Review, November 1918 [Vol. XXIV, No. 5] :

447–53 ‘At Home and Outside’

462–63 ‘Vernaculars for the M. A. Degree’

এই পত্র-প্রবন্ধটির বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

অগ্রহায়ণ ১৩২৫-এ স্বরলিপি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো নূতন বাংলা রচনা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়নি, কেবল *The Modern Review*-এর Dec 1918 [pp. 547–55]-সংখ্যায় ‘At Home and Outside’ ছাপা হয়েছিল। উপন্যাসটি এই সংখ্যাতেই শেষ হয়ে *The Home and the World* নামে ম্যাকমিলান থেকে May 1919-এ প্রকাশিত হয়।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, অগ্র ১৩২৫ [৬/৫] :

৭২–৭৩ আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে দ্র স্বর ৪০

৮১–৮২ ওগো নদী আপন বেগে দ্র স্বর ৭

৮৩–৮৮ সঙ্গীতের মুক্তি

স্বরলিপিকার যথাক্রমে দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী। ‘সঙ্গীতের মুক্তি’র পুনর্মুদ্রণ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হয়।

আশ্বিন মাসে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত পঞ্চাশটি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি ‘গীত-পঞ্চাশিকা’ নামে প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

গীত-পঞ্চাশিকা/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত/ স্বরলিপি/ শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক/ লিখিত/ শান্তিনিকেতন প্রেসে/ শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বীরভূম।/ আশ্বিন, ১৩২৫/ মূল্য দুই টাকা

বইটি ‘শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ কর্তৃক/ ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্/ কলিকাতা/ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ হইতে প্রকাশিত’ হলেও ছাপা হয়েছিল শান্তিনিকেতন প্রেসে, এই প্রেসে ছাপা এইটিই প্রথম বই।

পৃ ২+২ [সূচি ৫১টি গান ৫০টি স্বরলিপি]+২ [ব্যাখ্যা]+১১৮ [গান ১–৩০; স্বরলিপি ৩১–১১৮]।

এইসময়ে শান্তিনিকেতন প্রেসে আর একটি ইংরেজি বই ছাপা হয়, তার নাম *The Fugitive*— ‘PRIVATE’ আখ্যা দিয়ে বিতরণের উদ্দেশ্যে বইটি স্বল্পসংখ্যক মুদ্রিত হয়েছিল। এর একটি কপি পিয়র্সনকে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন [12 Dec বৃহ ২৬ অগ্র] :

> In the meantime I send you a sheaf of songs, some of which may be of use to you. The book has been printed in that press which we got from Lincoln. It is too small for regular printing business, so, like that gift of a diamond stud to a man whose shirt was of a poor quality, it has necessitated further expenditure, far exceeding its own value, to give it complete fitness. It is needless to say that this book is not for the public. A dozen copies of this has been printed and the first copy to you carrying my message of love.

পুনশ্চ তিনি লেখেন : ‘There are errors enough in this book to prove that it is a genuine product of our press with নিমাই, বিষ্ণু and a few others for its compositors.’

রবীন্দ্রভবনে গ্রন্থটির একটি পাণ্ডুলিপি আছে [Ms 89(i)]— নোটবইয়ের মাপের ছোটো সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা। এইটিই যে প্রেসকপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ছাপাখানার কালির দাগ থেকে তা বোঝা যায়। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লেখা এই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের কিছু পার্থক্য আছে, সম্ভবত প্রুফ দেখার সময়ে পরিবর্তনগুলি হয়েছে। মোট ৮০টি কবিতা বা গানের অনুবাদ বইটিতে আছে। তবে 1921-এ ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত একই নামের বইয়ের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯১, মলাটে লেখা :

PRIVATE/ THE FUGITIVE/ Rabindra Nath Tagore

শেষ পৃষ্ঠায় : Printed by Jagadananda Roy/ AT THE/ SANTINIKETAN PRESS. Birbhum.

৯ অগ্র [25 Nov] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছেন : ‘সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেছে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখতে পারিনি। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখতে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু-মহাভারতেরই মতো হয়ে উঠবে।’[৭৯] রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে সম্ভবত লিপিকা-র অন্তর্গত ‘স্বর্গ-মর্ত’ [সবুজ পত্র, ফাল্গুন। ৬৪৯–৫৭] নাটিকাটি রচনা করছিলেন।

১৭ অগ্র [মঙ্গল 3 Dec] রাণুকে আরও খবর জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : ‘অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেছে, আজ থেকে ইস্কুলমাস্টারি ফের শুরু হল। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েছি। ···পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাইনে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে, কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট করে কলম চালিয়ে দিনযাপন করছি। সামনেকার খাতাপত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভালো করে চোখ তুলে যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাকতে ঘটে উঠছে না। সন্ধ্যার পরে সেই নীচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হয়ে থাকে। কারণ— আজকাল দুটি একটি করে গান জমছে।’[৮০] এই গানগুলি স্বরলিপি-সহ ‘গীতিবীথিকা’ [বৈশাখ ১৩২৬]-য় সংকলিত হয়েছে। পলাতকা-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms 112] এর অনেক

গান পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি তারিখহীন। তবে তা থেকে গান রচনার ক্রমটি অনুধাবন করা সম্ভব। এর মধ্যে 84–85 পৃষ্ঠায় লিখিত প্রথম গানটি হল 'অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক' [গীত ১। ১৪৫]— পলাতকা-র 'ঠাকুরদাদার ছুটি' কবিতার পরে রচিত। এর পরের গানগুলি হল :

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে দ্র গীত ১। ১৪৫
দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় দ্র ঐ ২। ৫৫৭
সে যে বাহির হল আমি জানি দ্র ঐ ২। ৩৮৬
তোমায় কিছু দেব বলে দ্র ঐ ১। ৩০
আমি আছি তোমার সভার দুয়ার দ্র ঐ ১। ২৩৪
ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে দ্র ঐ ২। ৫৩৯
আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম দ্র ঐ ১। ৬
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে দ্র ঐ ১। ১১
সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই দ্র ঐ ১। ১৫
গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি দ্র ঐ ১। ১৫
তোমার দ্বারে কেন আসি দ্র ঐ ১। ১০৬
যে আমি ঐ ভেসে চলে দ্র ঐ ২। ৫৫৬
যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে দ্র ঐ ১। ১১
জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে দ্র ঐ ১। ১০
নমি নমি চরণে দ্র ঐ ১। ১৯৯
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় দ্র ঐ ১। ২১৫

২৪ অগ্র [মঙ্গল 10 Dec] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছেন : 'এ দিকে রোজ আমার একটা করে নতুন গান বেড়েই চলেছে। ···প্রায় পনেরোটা গান শেষ হয়ে গেল।'[৮১] উপরের তালিকায় মোট সতেরোটি গান আছে, সুতরাং 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' পর্যন্ত পনেরোটি গান ২৪ অগ্রহায়ণের মধ্যে লিখিত বলে মনে করা যেতে পারে।

গানের জগতে বাস করলেও বাইরের জগতের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপায় ছিল না। মারাঠি পত্রিকা 'ভারত-সেবক'-এর সম্পাদক আর. জি. প্রধান বিঠলভাই ঝাভেরভাই প্যাটেলের অসবর্ণ-বিবাহ বিল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বিলটি সমর্থন করে 19 Dec [৪ পৌষ] লেখেন, আমাদের দেশের কিছু লোক এই বিলের প্রতিবাদ করছেন এই ধারণায় যে যদি বিলটি আইনে পরিণত হয় তবে হিন্দুসমাজের সর্বনাশ হবে, এ কথা অত্যন্ত লজ্জা ও হীনতার পরিচায়ক। তাঁরা বোধ হয় বিবেচনা করে দেখছেন না যে যারা ইতিমধ্যেই সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে প্রস্তুত আছে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চারিত্র্যনীতি ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম রীতি পালন করাবার জন্য শাসকশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বল প্রয়োগের কোনো দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'To say that Hindu society cannot exist unless it has victims who are forcibly compelled to live the life of falsehood and cowardice, is tantamount to saying that it should not exist at all. Moreover, such an implication is a libel

against the spirit of Hinduism, which all through its history has been accomodating differences of creeds and customs, allowing mixture of castes and making new social adjustments from the time of Mahabharat'. যে-সব লোক নিজে চিন্তা ক'রে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে চায়, যাদের বুদ্ধি ও আচরণের স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ আছে, তাদের সব দেশের সমাজই সন্দেহের চোখে দেখে ও তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে। কিন্তু যে-সব লোকের ধারণা ও মত অনুযায়ী কাজ করবার সততা ও সাহস আছে তারাই সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করার উপযুক্ত পাত্র, যে সমাজ এই রকম লোকের স্ব-সমাজে থাকা অসম্ভব করে তোলে 'is doomed to breed interminable generations of slaves.' তাই তিনি ধিক্কার দিয়ে লেখলেন : 'Where the society is terribly effective in its weapons of persecution it is shameful to appeal to a foreign Government to stiffen by its sanction a social tyranny,. to rob people of their right to the freedom of conscience, and in the next moment to ask from the same Government a wider political emancipation.'

পত্রটির মর্মানুবাদ মাঘ-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'শ্রীযুক্ত প্যাটেলের বিল সম্বন্ধে রবিবাবুর মত' [পৃ ৩৮১–৮২] শিরোনামে মুদ্রিত হয়। ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজকে রবীন্দ্রনাথ যে প্রায় একই সূত্রে গ্রথিত করে চিন্তা করছিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ থেকেই তা প্রকাশ পাচ্ছিল, বর্তমান পত্র তারই অন্য একটি উদাহরণ।

শান্তিনিকেতনের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব শুরু হয় ৭ পৌষ [রবি 22 Dec] প্রাতঃকালে। সীতা দেবী লিখেছেন : 'উপাসনার আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ একলা একটি গান গাহিলেন, পরে ছেলেরা সমবেতভাবে দুই-তিনটি গান করিল। আচার্যের কাজ কবিই করিলেন।'[৮৩] সান্ধ্য-উপাসনায় 'গান এ বেলা অতি সুন্দর হইয়াছিল। আচার্যদেবকে দেখাইতেছিল যেন একটি দীপ্ত অগ্নিশিখা।' কোনো উপাসনারই মুদ্রিত রূপ পাওয়া যায় না।

মাঘ ১৩২৫-সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকার 'সাময়িকী'তে [পৃ ২৫৯–৬১] সম্পাদক জলধর সেন পৌষমেলার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি সন্ধ্যার উপাসনার বর্ণনায় লেখেন : 'শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রগণ এই উপলক্ষে সার রবীন্দ্রনাথের রচিত তিনটী গান গায়িয়া [য] উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।' এর পরে তিনি গান-তিনটি উদ্ধৃত করেন— 'অন্ধকারের উৎস হতে', 'সারা জীবন দিল আলো' ও 'আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে'। লেখকের পরবর্তী বর্ণনাটি খুবই মূল্যবান : "আমার সঙ্গী প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমস্ত দেখিয়া (এই তাঁহার ও আমার প্রথম শান্তি-নিকেতন দর্শন) বলিলেন, 'সবই ত দেখিলাম, কিন্তু স্কুল কৈ?' রথীন্দ্রবাবু কতকগুলি গাছ দেখাইয়া বলিলেন, ঐ সকল গাছ-তলাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়"। শরৎচন্দ্রের এই প্রথম শান্তিনিকেতন-ভ্রমণের সংবাদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তাঁরা সেই রাত্রিটি অতিথিশালায় অবস্থান করে পরের দিন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

উক্ত বিবরণের সূচনায় জলধর সেন লিখেছিলেন : 'বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা বোলপুরে শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়েছিলাম।' 'বিশেষ কার্য্য'টির বর্ণনা করেছেন গোপালচন্দ্র রায়, কিন্তু তিনি কোনো সূত্র নির্দেশ করেননি :

জলধর সেনের বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। ...এই কুমারখালিও ছিল রবীন্দ্রনাথদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এই দিক থেকে জলধর সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথদের প্রজা।

সেবার জলধরবাবুর কয়েক বৎসরের বেশ কিছু টাকা খাজনা বাকি পড়ে যায়। এই বাকি খাজনার কিছু মাপ করাবার জন্য জলধরবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। জলধরবাবু যাবার সময় শরৎচন্দ্রকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

জলধরবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর বাকি খাজনার কিছুটা মাপ চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত বাকি খাজনাই সেদিন মকুব করে দিয়েছিলেন।[৮৩ক]

৮ পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ঊনবিংশতম বার্ষিক সভা রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। '৮ই যে সভা হয় তাহাতে এইবার তিনিই সভাপতি হইলেন। আমাদের দেশের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন। সেইদিনই সভাভঙ্গের পর, শিশুবিভাগের ঘরগুলির পিছনের মাঠে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হইল— ৮ই পৌষ ১৩২৫। অনেক বৈদিক আচারাদি অনুষ্ঠিত হইল। ভিত্তির জন্য যে গর্তটি কাটা হইয়াছিল, মন্ত্রপাঠাদির পরে কবি তাহার ভিতর আতপতণ্ডুল জল কুশ ফুল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলেন। বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিশ্বমানবের প্রতিনিধি-স্বরূপ গর্তে মৃত্তিকা দিলেন।'[৮৪] সীতা দেবীর লেখায় মিস্ ফেরিং* নামক এক ডেনিশ মহিলারও উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'At the Paus Utsab this year many people from the other provinces of India had come. On the 8th of Paus the foundation stone of the বিশ্ববিদ্যালয় was laid before this assembly after father had explained in a short lecture the aims & purposes of this institution. This lecture has been printed in a pamphlet form for distribution. About ten thousand rupees of donation was promised on the spot.' পুস্তিকাটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে শান্তিনিকেতন পত্রিকা-র বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী' [দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৪৫–৪৬] প্রবন্ধে পুস্তিকাটির বক্তব্যের কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যেতে পারে। এতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। ...এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে। ...

...শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই-সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা -দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানেই স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

...সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। ...আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল -লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে রূপ দেবার প্রয়াস করে আসছিলেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু লক্ষণীয়, তিনি এখানে শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনাটিকেও আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত

করেছেন। রথীন্দ্রনাথ কয়েকমাস পরে শিলঙ থেকে শ্রীমতী সীমূরকে পরিকল্পনাটির বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠান [17 Apr 1919] :

Last year was a busy one for us at the school. Ideas for its expansion in different directions have developed very rapidly. It was merely a school upto this time— it is going to be a much bigger thing in the future. Bigger not in buildings, gymnasiums and playgrounds — but bigger as a centre of higher education and culture. The school will be only a part of a more comprehensive scheme of education covering all the activities of our life, in fact a true University — not exactly in European sense— but more like what we had in ancient Nalanda, an educational colony which will be in direct touch with all the requirements of the modern man. Here we are going to have colonies of teachers and students from every province of India and though each will retain their own individuality and learn to respect each other's individual differences, they will all be brought up in an atmosphere where the ideal of life would be held far above any feeling of the sect, community or narrow nationality. Here the intellectual life of the community will run parallel with the social and the material.

এরপর পিতার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটি বিবৃত করে লিখেছেন :

The economic activities will be just as much a means of education as the lectures in the classroom. Music and art will have an important place in the programme. The method of education will be quite different from that followed in our present day universities, specially in India. In every important branch of learning there will be one or two teachers who by the merit of their own research or work attract students to live with them and while learning help in carrying out the work they are engaged in. We have already got chairs in Buddhist and Jaina Philosophy, in Sanskrit, in the modern languages of India. Nandalal Bose is coming from the next session to start the nucleus of a national school of art. A technical department has been opened with mechanical and electrical workshops, a printing house and a weaving school. Land is being acquired to start a farm. A co-operative store has been organised, and soon a co-operative Rice mill and oilmill will follow.

ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করেই : 'We want the thing to grow and develop slowly, so that it will always be possible to go back or try a new experiment whenever a mistake has been made.'

পত্রটি থেকে উদ্ধৃতি অনেক দীর্ঘ হল, কিন্তু পরিকল্পনার পরিধিটি বোঝার পক্ষে এটি সহায়ক হবে বলে মনে করি।

কিন্তু বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হলেও তার কাজকর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি। শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণভারত সফরে যাওয়ার কথা ছিল। তাছাড়া মৃত্যুদূত চকিতে হানা দিল আশ্রমপরিবারে।

৯ পৌষ সকালে আশ্রমের লোকান্তরিত অধ্যাপক ও ছাত্রদের স্মরণ করে আমবাগানে উপাসনা হল নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে। এরপর মেয়েদের 'আনন্দবাজার' বসল। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী দেবী এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩] কিন্তু কয়েকদিন পরে ১৮ পৌষ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে তাঁর মৃত্যু হয়। মিস্ ফেরিং, সীতা দেবী, হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী প্রভৃতি অনেকেই এই জ্বরে আক্রান্ত হন। অন্যেরা অল্প রোগভোগের পর অব্যাহতি পেলেও প্রতিমা দেবীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়েছিল। পূর্বোল্লিখিত পত্রে রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমুরকে লেখেন, প্রায় একমাস যমে-মানুষে টানাটানি চলার পর তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। রথীন্দ্রনাথ লেখেন :

Pratima's health completely broke down after the severe attack of influenza from which she suffered for over two months. We were at that time at Bolpur feeling quite safe from the areas infected. But unfortunately at the time we have the annual celebrations at the school, a guest from Calcutta brought the infection and the three persons who attended her were down with it immediately afterwards. One of my cousins never recovered from it— but Protima went on struggling between life and death for nine or ten weeks after which she was left a wreck of her formal self.

—রথীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত অনুযায়ী, মিস্ ফেরিং রোগের বীজ বহন করে এনেছিলেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তীও ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর সংকটজনক অবস্থার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ১৪ পৌষ [রবি 29 Dec] দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন : 'অজিতের অবস্থার কথা শুনে মন বড় উদ্বিগ্ন হল। বুঝতে পারচি কোনও আশা নেই এবং এতক্ষণে হয়ত জীবন অবসান হয়ে গেছে। অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল— ও যদি চলে যায় ত একটা ফাঁক রেখে যাবে।'[৮৫] এইদিনই অজিতকুমারের জীবনাবসান ঘটে। ২০ পৌষ [শনি 4 Jan 1919] রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে লেখেন :

অজিতের মৃত্যু তার বন্ধুদের অন্তরে যে স্থান শূন্য রেখে গেল তা যে পূরণ হবার নয় তারি ক্লিষ্ট পরিচয় রয়েছে তোমার চিঠিতে। তরুণ বয়সেই অজিত আমার কাছে এসেছিল, অনুরাগে ও শ্রদ্ধায় তার সমস্ত সত্তা আমার সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল অতি অল্পদিনেই। তার সাহিত্যবিচারবুদ্ধির সঙ্গে মিলেছিল তার উদার দৃষ্টি। এমনটি অল্পই দেখা যায়। তার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি সে দিয়েছে আমাকে ঘিরে। ইদানীং সে একটু দূরে সরে গিয়েছিল, সেটা একদিক থেকে ভালই হয়েছিল তার স্বাতন্ত্র্যবিকাশে।[৮৬]

অজিতকুমারের উপার্জনশীল ভ্রাতা সুজিতকুমার কিছুকাল আগে মারা যান। সেই কারণে লাবণ্যলেখা ও তাঁর চারটি শিশুসন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অজিতকুমারের স্মৃতির উদ্দেশে তিনি কোনো প্রবন্ধ বা কবিতা লেখেননি, এই চিঠিই তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য। এর আগে ১৭ পৌষ [বুধ 1 Jan 1919] জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল— সে সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করতে পারত। ঠিক বর্ত্তমানে সে-রকম আর কোনো বাংলা লেখক আমার ত মনে পড়চে না।'[৮৭]

শরৎকালে রবীন্দ্রনাথ দাক্ষিণাত্যভ্রমণ অসমাপ্ত রেখেই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আহ্বান অব্যাহত ছিল। 24 Dec [৯ পৌষ] James H. Cousinsকে তিনি কৌতুকভরে লেখেন :

Certainly this time I shall never fail to see you at Madanapalle. But my heart quakes to imagine what is awaiting me at your Presidency, and I hope I shall be able to keep up my courage up to the last moment and take the final desparate step towards the South. Death's door is called the southern door in Bengal and I won't claim me as a duly consecrated victim sacrificed to the myriad-tongued divinity of the Public meeting. However it will not be possible for me to be present at your Art Exhibition and I shall not be free to move before the last week of January. But should I not warn you not to put too implicit a faith upon my promises? Chanakya advices never to trust women and Kings, but I think poet should top the list of all unreliables.

কিন্তু জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের পরিবর্তে প্রথম সপ্তাহেই ১৯ পৌষ [3 Jan] তিনি রাণুকে লিখলেন : 'পরশু চললুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনা-পল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে'। এই কথাটি তিনি রক্ষা করেছিলেন, যদিও তাঁর ফিরতে মার্চ মাস হয়ে গিয়েছিল। ২১ পৌষ 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় ও জামাইবাবু মহাশয় হাওড়া ষ্টেসেন হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায়। 'জামাইবাবু' হচ্ছেন নগেন্দ্রনাথ, দক্ষিণভারত তাঁর পরিচিত জায়গা বলে তিনিই সঙ্গী নির্বাচিত হন— রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাঁর কর্মপ্রাপ্তির আশাবৃদ্ধির সম্ভাবনাও হয়তো বিবেচিত হয়েছিল। শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করও সঙ্গী হয়েছিলেন। ২২ পৌষ [সোম 6 Jan] ক্যাশবহির হিসাবটি এইরূপ : 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের মাদ্রাজ গমনকালীন হাওড়া ষ্টেসেনে মালপত্র লইয়া যাওয়ার ও জামাইবাবু মহাশয়ের যাওয়ার মোট ৩ খান গাড়ীভাড়া' —এখানে সুরেন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ না থাকলেও তাঁর 'স্মৃতিচারণ'-এ এই ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।[৮৮]

রথীন্দ্রনাথ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পটভূমিকাটি বর্ণনা করেছেন তাঁর ডায়ারিতে :

After he came back [from South] there were pressing invitation from many places in the South, especially Bangalore, Mysore & Madura, which father could not very well refuse. In Bangalore Mr. [Gnan Saran] Chakravarti had arranged to open an Art Exhibition, & he wanted father to open it. Then the Maharaja of Mysore, & afterwards the Principal of the American College at Madura, requested him to give a course of three lectures at his College, in consideration of which he would pay all travelling expenses as well as contribute a decent sum of money to the funds of the Santiniketan School. All these made him decide going down to South after the Pous Utsab was over.

রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভ্রমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন 'মৈসুরের কথা' প্রবন্ধে :

বাঙ্গালোরে ড্রামাটিক এসোসিয়েশন নামে একটি সভা আছে। মৈসুর রাজ্যের সুযোগ্য রাজস্বসচিব শ্রীজ্ঞানশরণ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার সভাপতি। গত বৎসর মাঘ মাসে এই সভার একটি সাম্বৎসরিক উৎসবে আমি নিমন্ত্রণ পাই। নিমন্ত্রণে গেলাম, তার একটা কারণ অনেক দিন হইতে মৈসুর রাজ্য দেখিবার ইচ্ছা ছিল, আর-একটা কারণ, শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের সঙ্গে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে, আমার মনে ছিল মৈসুর সেই আলোচনার একটি ভাল ক্ষেত্র।[৮৯]

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী বড়োদিনের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধনের পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করছিলেন। তাঁর লেখা ২ পৌষের [17 Dec] একটি চিঠি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে, তার থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তাঁকে 12 Dec একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লেখেন, কলকাতা থেকে কয়েকটি ছবি আসতে দেরি হওয়ার কারণে 10 Jan 1919 [২৬ পৌষ] উদ্বোধনের দিন নির্দিষ্ট করে যদিও তিনি টেলিগ্রাম করেছেন, তবুও সবকিছু নির্ধারিত হবে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও সুবিধানুযায়ী। তিনি লিখেছেন :

আপনি মাইশোর রাজ্যে কত দিন কাটাইতে পারিবেন তাহা জানিলে কোথায় কবে যাইবেন এবং কত সময় থাকিবেন তাহা স্থির করা সম্ভব হইবে। ব্যাঙ্গালোরের বন্দোবস্ত যদি আপাতত এইরূপ হয় তাহা হইলে আপনার কোনও অসুবিধা হইবে কি?

১০ই জানুয়ারী শুক্রবার— ব্যাঙ্গালোরে পৌছন ও বিশ্রাম; সহর দেখা
১১ই জানুয়ারী শনিবার— সকালে স্থানীয় সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিকগণের সহিত মিলন/ সন্ধ্যায় বক্তৃতা
১২ই জানুয়ারী রবিবার— সন্ধ্যায় নাট্য সমিতি কর্তৃক রামদাস বা অন্য নাটকের অভিনয়।
১৩ই জানুয়ারী সোমবার— সকালে চিত্রপ্রদর্শনী দেখা/ বৈকালে সম্মিলন
১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার— মাইশোর বা অন্য দর্শনীয় স্থানাভিমুখে যাত্রা।

সাধারণ-কর্তৃক অভ্যর্থনা বা প্রকাশ্য সভাদিতে যোগদানের জন্য আহ্বান সম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন যে সে সব মোটেই হইতে পারিবে না। সে বিষয়ে যতদূর সাধ্য আপনার আদেশ পালন করিব। কিন্তু আপনি আসিলে ঐ সকল ব্যাপার যে একেবারে বন্ধ রাখিতে পারিব সে শক্তি আমার নাই। তবে যাহাতে ঐ সকল অনুষ্ঠান আপনার পক্ষে বিরক্তিকর বা কষ্টকর না হয় সে বিষয়ে আমরা সকলেই চেষ্টা করিব।

—পরিশেষে তিনি তাঁর 'জ্ঞানালয়' নামক বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের আশ্রয় নেবার জন্য অনুরোধ করেছেন।

কিন্তু এই সূচি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালোর-যাত্রার খবর প্রচারিত হলে মহীশূর থেকেও তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসে পৌছয়। ড সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা'স কলেজে ছিলেন। কিছুদিন আগে Nov 1918-এ লন্ডন থেকে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ *The Philosophy of Rabindranath Tagore* প্রকাশিত হয়েছে। বইটি জনসমাদর লাভ করে, ফলে 1919-এই তার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রচার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে রাধাকৃষ্ণণ বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। এটি পেয়ে 28 Dec 1918 [১৩ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

Your book has reached me and delighted me. When you sent me its proofs, I felt greatly reluctant in going over them and I asked Mr. Andrews to do it for me. I cannot presume to have any definite opinion about the philosophy of my own writings, and even if I do, it is not unlikely to be wrong. Therefore, I tried to keep, as much as was possible for me, a mood of detachment from the subject matter of your book and I read it as it is dealt with another person than myself. And though my criticism of a book that concerns me may not be seriously accepted, I can say that it has surpassed my expectations. The earnestness of your endeavour and your penetration have amazed me in this book; and I am thankful to you for

the literary grace of its language which is so beautifully free from all technical jargon and a mere display of scholarship.[৮৯ক]

খুবই স্বাভাবিক, এই চিঠি পেয়ে কৃতার্থ রাধাকৃষ্ণণ মহীশূর রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিকে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগে পরিণত করার চেষ্টা করবেন। ড সনৎ বাগচী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথকে লেখা মহারাজাস কলেজের এন. এস. সুব্বা রাওয়ের একটি পত্র থেকে দেখা যায় এই কলেজের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে অনুরোধ করে পত্র দেন।' পাদটীকায় ড বাগচী লিখেছেন : 'পত্রের তারিখ ৩ জানুয়ারি ১৯১৮ [১৯১৯], রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও রবীন্দ্রনাথকে লেখেন (৬ জানুয়ারি ১৯১৯) : 'I am informed that you are to visit Mysore on an invitation from His Highness the Maharaja about the middle of the month. We shall feel honoured if while you are here, you will make it convenient to visit the University of Mysore. There will be no elaborate programme and the visit may be arranged in such a manner as to suit your own convenience and inclination.' রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ"।[৮৯খ] আমরা অবশ্য উক্ত পত্রদুটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে খুঁজে পাইনি।

ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী ['শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের মাদ্রাজ গমনকালীন হাওড়া ষ্টেসেনে মালপত্র লইয়া যাওয়ার ও জামাইবাবু মহাশয়ের যাওয়ার মোট ৩ খান গাড়ীভাড়া'] রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ ভারত যাত্রার দিন ২২ পৌষ [সোম 6 Jan], কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-কার তারিখটি 8 Jan বলে উল্লেখ করেছেন।[৯০]

রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ হয়ে বাঙ্গালোর পৌঁছন ২৭ পৌষ [শনি 11 Jan] সন্ধ্যায়। *The Mysore Patriot* [21 Jan] লেখে : '...greeted him at the Cantonment station on Saturday evening where a crowd awaited him. Every station between Madras and Bangalore must have presented similar spectacle and he was evidently tired.'

12 Jan [রবি ২৮ পৌষ] শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন নির্দিষ্ট হয়। উৎসবের আগে বিকেলে রবীন্দ্রনাথ ১৫৯ সুলতানপেটে বি ভি সুব্বারাওয়ের বাড়িতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মিলিত হন। অনেক দেশীয় ও বিদেশি অভ্যাগতের মধ্যে সস্ত্রীক কাজিন্স্‌ও উপস্থিত ছিলেন। অ্যান্ডরুজও এই সময়ে বাঙ্গালোরে আসেন। তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হলে বৈদিক মন্ত্রগান ও পবিত্র হরিদ্রাবর্ণের তণ্ডুল বৃষ্টি করে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়। শ্রী গুণ্ডাপ্পা কানাড়ি ভাষায় তাঁর রচনার অনুবাদ-সংক্রান্ত সমস্যার কথা উত্থাপন করলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতির কারণে অন্য ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গত সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অভ্যস্ত ভাষা ও ছন্দের যে পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন সেটিও শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলেন।

সন্ধ্যায় বাঙ্গালোর নাট্যনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ চারুশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বাঙ্গালোর অ্যামেচার ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুন্দর রৌপ্যাধারে তাঁকে মানপত্র দেওয়ার পর তিনি 'The Message of the Forest'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এইবারে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে তিনি যে তিনটি প্রবন্ধ

পড়েন এটি তার প্রধানতম। প্রবন্ধটি ১৫ অগ্র ১৩১৬ তারিখে পঠিত 'তপোবন' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪। ৪৫৭–৮০] অবলম্বনে রচিত।

পরের দিন [13 Jan] সন্ধ্যায় একই স্থানে রবীন্দ্রনাথ 'The Centre of Indian Culture' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান। এই প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীর কাছে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রথম ব্যাখ্যা করলেন। প্রবন্ধটিতে নূতন কথা বিশেষ নেই, শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা, ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি প্রভৃতি যেসব কথা তিনি বহুকাল ধরেই প্রচার করে আসছিলেন এখানেও সেইসব কথাই তিনি অবাঙালি শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন। সংক্ষেপে এই কথাগুলি তিনি 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজি প্রবন্ধটি আডিয়ারের [Adyar] Society for the Promotion of National Education-এর উদ্যোগে নন্দলাল বসু-কৃত অলংকরণ-সহযোগে একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় [1919]।

এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণটি আমরা দেখিনি, তদাভাবে দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

THE/ CENTRE/ OF/ INDIAN CULTURE/ BY/ RABINDRANATH TAGORE/ WITH VIGNETTES/ BY/ NANDALAL BOSE/ (*Second Edition*)/ THE/ SOCIETY FOR THE PROMOTION/ OF NATIONAL EDUCATION/ ADYAR, MADRASI/ 1921

50 পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি ১৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। নন্দলাল বসুর আঁকা ১৭টি চিত্রাণু এতে আছে।

৩০ পৌষ [মঙ্গল 14 Jan] বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রেরা একটি সংবর্ধনার আয়োজন করে। অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ একটি কৌতুকপূর্ণ ভাষণ দেন। *Karanataka* পত্রিকা থেকে বক্তৃতার প্রতিবেদনটি *The Modern Review* [Feb 1919/ 190–91]-তে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে : 'Underlying the playful humour of the poet-philosopher is one of the great lessons of his life, the lesson of how to remain always young and receptive and creative and capable of growth.' চার দেয়ালের বাইরে উদ্যানের বৃক্ষতলে ও তরুণদের মাঝখানে এই সংবর্ধনা তাঁর ভালো লেগেছে এই কথা জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর চুলদাড়ি দেখে তাঁকে বয়স্ক মনে হলেও আসলে তিনি তাদেরই সমবয়স্ক— 'There are men who are old, old not in the tenth century after Christ or tenth century before Christ, but in the 20th I mean; and some who are 57 like myself, but in reality not older than "27". —কথাটি রাণুর কথা মনে করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, সম্ভবত এই ভাষণটির কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ পরে বক্তব্যটিকে একটি প্রবন্ধের আকার দেন 'Towards the Future' [*The Modern Review*, June 1920/ 613–18] শিরোনামে।

উপযুক্ত তথ্যের অভাবে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালোর-বাসের অন্যান্য বিবরণ দেওয়া শক্ত। জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী 14 Jan মহীশূর বা অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের কথা লিখেছিলেন, হয়তো এইদিনই তিনি বাঙ্গালোর ত্যাগ করেন।

19 Jan [রবি ৫ মাঘ] সন্ধ্যায় তিনি মহীশূরের রঙ্গচারলু মেমোরিয়াল হলে সর্দার লক্ষ্মীকান্তরাজ উর্স্-এর সভাপতিত্বে 'Education in General' [? 'The Centre of Indian Culture'] বিষয়ে বলেন। 20 Jan [সোম ৬ মাঘ] প্রাসাদ উদ্যানে স্থানীয় মহারাজা কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা তাঁকে সংবর্ধনা দেয় ও

৫০০ টাকা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দান করে। রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদনে'র ইংরেজি অনুবাদ 'The Mother's Prayer' পাঠ করে শোনান। এদিন সন্ধ্যায় তিনি মহারানী কলেজও পরিদর্শন করেন ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ইংরেজি অনুবাদ 'The Trial' পড়ে শোনান। এইদিনই তিনি শান্তিনিকেতনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখেন : 'বক্তৃতার ঘূর্ণীর মধ্যে পড়েচি। আসর খুব জমে উঠেচে। কিন্তু আরো বক্তৃতা লিখতে হবে। তার জন্য বই চাই।····পত্রপাঠ আমাকে লাইব্রেরী থেকে মহায়ান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় বই পাঠিয়ে দেবে'— যে বইগুলি তিনি পাঠাতে লেখেন তার মধ্যে ছিল Suzuki-রচিত *The Awakening of Faith, Sermons of a Buddhist Abbot, Proceedings of Concordia*— যাতে অধ্যাপক আনাসাকির একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে।[৯০]

মহীশূরে দেশীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার সংমিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করলেও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে খুশি করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন :

ইহার মধ্যে আমাদের আপন কিছুই নাই, ইহা একেবারেই নকল। ইহাতেই বুঝিলাম বিদ্যাসম্বন্ধে ভারতবর্ষ আপন সাহস একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে বিদ্যালয়কে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া থাকি, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষকে বড় জায়গা দিতে আমরা কুণ্ঠিত। যেন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে য়ুরোপের বাহিরে বিশ্বই নাই। ···সেই জন্য মৈসুরের মত স্থানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঁটকাঠ, তাহার চৌকিটেবিল, তাহার পুঁথিপত্র, তাহার বিষয় ও আশয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ নিতান্তই সঙ্কুচিত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিদ্যাগারের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি এই আস্থার অভাব, এই সম্মানের অভাব যে কিরূপ গভীরভাবে আমাদের মনকে আত্ম-অবিশ্বাসের মধ্যে চিরদিনের মত মজ্জিত করিয়া দিতেছে সে কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত শক্তি আমরা হারাইয়াছি। মৈসুরে আমাদের ভরসার বিষয় অনেক দেখিয়াছি তাই এখনও এই আশা মনে রাখিলাম যে, ভারতের লক্ষ্মী যেমন সেখানকার রাজ্যব্যবস্থায় পশ্চিমবাসিনী লক্ষ্মীর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়াছেন তেমনই একদিন মৈসুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমের বাণীর সঙ্গে আমাদের ভারতীর একাসনে মিলন হইবে— কিন্তু সেই আসনটি হইবে ভারতেরই আসন।

তাঁর ভ্রমণসঙ্গী সুরেন্দ্রনাথ কর বলেছেন :

মহীশূরের মহারাজার 'বসন্ত-প্রাসাদে' [বসন্ত মহল] একদিন তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। রাজোচিত সম্বর্ধনার আয়োজন হ'য়েছিল তাঁর উদ্দেশে। মহীশূরে অবস্থানের শেষের দিকে গুরুদেব একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। এই সময় এন্ড্রুজ সাহেব এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। উনি গুরুদেবকে রাজি করালেন কিছুদিন বিশ্রাম নেবার জন্য মহীশূরে থেকে যেতে। গুরুদেব আমাকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন আর ফিরে যাবার পথে দক্ষিণ ভারতের আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখে যেতে বললেন।[৯০ক]

বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ এই মিলনের আদর্শকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করে গেছেন।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'বঙ্গলুর ও মৈসুরে দিন দশ কাটাইয়া বিশ্রামের জন্য কবি উটি পাহাড়ে চলিলেন। সেখানে প্রায় পক্ষকাল ছিলেন (২১ জানুয়ারি - ৫ ফেব্রুয়ারি)'।[৯১] এই বছরের শুরুতে গান্ধীজির মাধ্যমে আমেদাবাদের শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই উটিতে তাঁর বাংলোয় গ্রীষ্মাবকাশ কাটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তখন তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। বলা সম্ভব নয়, এইবারে তিনি অম্বালালের বাংলোতেই অবস্থান করেছিলেন কিনা। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর জন্য একটি স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধান হচ্ছে জেনে ১ ফাল্গুন [13 Feb] ত্রিচিনাপল্লী থেকে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লেখেন : 'উটিতে বাড়ি পাওয়া সহজ কিনা জানিনে, যখন সেখানে ছিলুম যদি তোর চিঠি পেতুম তাহলে ভাল করে খবর নিতে পারতুম। ওখানে অনেক রাজার অনেক বাড়ি আছে আমি যদি চাই ত পেতে পারি। কিন্তু সেই সব রাজার সঙ্গে দেখা না হলে ঠিক করা শক্ত। বিজিয়ানাগ্রামের একটা বাড়ি আছে, ববিলিরও আছে। ···কিন্তু আমি মনে করচি, বোম্বাইয়ে ম্যাথেরানে তোরা ভাল থাকতে পারবি। আমি আজই ম্যাথেরানের জন্যে লিখ্‌চি।'[৯১ক] অম্বালাল

গান্ধীজির মারফৎ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ম্যাথেরানের বাংলোতেও আমন্ত্রণ করেছিলেন, এ কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি।

উতকামন্ডে অ্যান্ডরুজ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপের কোনো বিবরণ পাওয়া না গেলেও তাঁকে নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসাহের একটি সংবাদ পাওয়া গেছে *New India* [14 Mar] পত্রিকায়। Tagore's Renaissance Society নামে একটি সমিতি স্থাপনের খবর দিয়ে পত্রিকাটি লেখে : 'A Society after the name of Sir Rabindranath Tagore was formed here recently by a few young Theosophists, with the object of creating and developing an interest and taste in Eastern Literature and Art. The inaugural address was delivered by Mr. C.F. Andrews, M.A., when he accompanies the Poet to the hills early last month.'

উতকামন্ড থেকে কোয়াম্বাটুরে এলে 5 Feb [বুধ ২২ মাঘ] তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়।[৯২] সেখান থেকে তিনি পালঘাট পৌঁছন 7 Feb [শুক্র ২৪ মাঘ] সকালে। পত্রিকায় তাঁর সংবর্ধনার বিবরণ প্রকাশিত হয় : 'Dr. Sir Rabindranath Tagore accompanied by Mr. C. F. Andrews, and son-in-law Mr. Ganguli reached Palghat yesterday [7 Feb] morning by mail from Coimbatore. The members of the Reception Committee, led by Messrs. I.A. Subbaramiar, High Court Vakil and Mr. K. Kunhikattan Thampan and others received the distinguished party at the Olavakot junction and escorted them to Palghat. On alighting from the train Sir Rabindranath was given a great ovation amidst cries of Vande Mataram. The National Indian Boys Scouts under Dr. A. Govinda Menon, the President of the Palghat Troop, presented a Guard of Honour.'

এইদিন বিকেল ৫-৩০য় পেন্টল্যান্ড গার্ডেন্স্-এ রবীন্দ্রনাথকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৩ টাকা, ২ টাকা ও ১ টাকা প্রবেশমূল্য সত্ত্বেও অনেক আগে থেকেই সভাস্থল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শ্রীসুব্রামানিয়ার কালিকটের বিদ্যাবিলাসম্ প্রেসে ছাপা সবুজ সিল্কের উপর মুদ্রিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করে ত্রিবান্দ্রমের আর্ট স্কুলে প্রস্তুত গজদন্তখচিত চন্দন কাঠের বাক্সে ভরে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। সংক্ষিপ্ত প্রতিভাষণের পরে রবীন্দ্রনাথ 'gave a most thrilling address on "The Message of the Forest" and kept the large audience spell-bound for nearly half an hour.' এর পরে নাগরিকদের পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতনের সাহায্যার্থে ১০০৮ টাকা তাঁকে দেওয়া হয়।

পরের দিন 8 Feb সকালে পালঘাটের ছাত্রসমাজের অভিনন্দন গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে নিয়ে Banol Mission Hall-এ যান। একজন ছাত্র অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। *New India* পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরের প্রতিবেদনে লিখেছে :

He addresses public bodies in his mother tongue generally and not least in the English language. ...It was difficult to get mastery of a foreign language. He was not in the habit of standing and speaking because that was not natural with them. It was natural to sit down and think and not really to think while standing. His message, they would find out in almost in all

his writings. He had great love for students always and wished to be among themselves in the same level with them, and not seated on a platform. That was their fault. Had they given him a seat among them he would have spoken all that was best in him and all that he had in his hearts. But in that situation he felt separated from them and that was more than an excuse with him for not saying much. However, he would express his gratitude in a formal manner and as they were waiting for another lecture, he would not take much of their time and therefore resume his seat.

এর পরে অ্যান্ডরুজ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও তার বিশেষত্ব সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে কলপথিতে সংস্কৃত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান।

এইদিনই রাত্রে তিনি সালেম শহরে পৌঁছন, স্টেশনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

9 Feb [রবি ২৬ মাঘ] সকালে সালেমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি ঘরোয়াভাবে সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে কথা বলেন— পীড়নমূলক রাওলাট বিল সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা কোনো আইনই নয়। পরিশেষে তিনি 'গান্ধারীর আবেদন'-এর ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেন, যা তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বিকেল চারটেয় স্থানীয় ইলেকট্রিক থিয়েটারে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনরসিমায়িয়ারের সভাপতিত্বে সালেমের জনসাধারণের পক্ষ থেকে সাহিত্যসমিতি এবং ছাত্রেরা অভিনন্দনপত্র পাঠ করে রৌপ্যমণ্ডিত কারুকার্যখচিত গজদন্তের আধারে তাঁকে উপহার দেন। ধরমপুরী তালুক বোর্ডের সহ-সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ চেট্টিয়ার শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিখচিত একটি অপূর্ব কাংস্যনির্মিত কাপ উপহার দেন। এর পরে রবীন্দ্রনাথ 'The Centre of Indian Culture' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সাহিত্যসমিতি পরিদর্শনে যান ও সভ্যদের কাছে 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এর অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনান। রাত্রে সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্যেরা স্টেশনে গিয়ে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানান।

10 Feb সকাল ছটায় ত্রিচিনাপল্লীর ত্রিচি ফোর্ট স্টেশনে পৌঁছলে সেখানকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর টি, দেশিকাচারিয়ার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। এখানেও বয়স্কাউটরা প্যারেড করে তাঁকে স্টেশনের বাইরে মোটরগাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সকালে তিনি মন্দির ও বিখ্যাত শ্রীবাণীবিলাস প্রেস পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় Laviey Hall-এ ত্রিচিনাপল্লী, ও শ্রীরঙ্গমের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ইংরেজি ও সংস্কৃতে লেখা দুটি অভিনন্দনপত্র পঠিত হলে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতি ও জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এর পরে তিনি চন্দ্রালোকে কাবেরী নদীতে শ্রীরঙ্গমের বিখ্যাত নৌকা-উৎসব দেখে আসেন।

11 Feb দুপুরে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে কুম্ভকোনম পৌঁছলে সেখানকার কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ স্ট্যাথাম ও ছাত্রেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ কলেজ হলে তাঁকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। 'The poet after acknowledging the welcome with gratitude, read a soul-stirring paper, completed just yesterday as if to do special honour to this ancient city on "The Spirituality in the popular religion of India".'

12 Feb সকালে রবীন্দ্রনাথ তাঞ্জোর অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে পশুপথিকোয়েল [Pasupathikoil] নামক একটি স্টেশনে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে মাল্যভূষিত করে অভিনন্দনপত্র দেন ও বৈদিক ব্রাহ্মণেরা পূর্ণকুম্ভম্ উৎসর্গ করেন। সকাল নটায় তাঞ্জোরে পৌঁছলে রাওবাহাদুর V. A. Bhandayar-এর নেতৃত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁরই বাড়িতে আতিথ্য প্রদান করেন। বিকেলে তিনি ইউনিয়ন ক্লাব ও হ্যাভলক লাইব্রেরি পরিদর্শন করে সদস্যদের অনুরোধে স্বরচিত গ্রন্থগুলির আখ্যাপত্রে স্বাক্ষর করেন ও ভিজিটার্স' বুকে তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা লিখে দেন। সেখান থেকে মোটরে বেসান্ট-লজে গিয়ে সদস্যাদের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর গবর্মেন্ট ট্রেনিং স্কুলে উপস্থিত হলে প্রধান শিক্ষক আপ্পাস্বামী আয়ার ও অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে দেওয়ালে রবীন্দ্র-রচনা থেকে উদ্ধৃতি ও তাঁর নাটকের দৃশ্যাবলির চিত্র টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল— ছাত্রেরা *Chitra* অভিনয়ও করে। পরে স্থানীয় একটি থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ The Message of the Forest পাঠ করেন। এর পরে তিনি সুদর্শন সভা-অভিনীত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখেন।

13 Feb [বৃহ ১ ফাল্গুন] বোটমেলে ত্রিচিনাপল্লীতে ফিরে তিনি ছাত্রদের কাছে নিজের রচনা পাঠ করেন, Hindu Religious Union-এর সদস্যাদের কাছে 'Education in India' ['The Centre of Indian Culture'] প্রবন্ধটি পড়ে শোনান ও শান্তিনিকেতনের সাহায্যার্থে অভিনীত একটি নাটক দেখেন। এইদিন তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> বম্বাই হয়ে ঘুরে বক্তৃতা দিতে দিতে যাব ঠিক করেচি। মাঝে মাঝে টাকা পাঠাচ্চি নিশ্চয়ই পেয়েছিস। আমার ইচ্ছা, শান্তিনিকেতনের জন্যে জমি কিনে অথবা অন্য উপায়ে স্থায়ী আয়ের সংস্থানের জন্যে টাকা খরচ করা হয়। শান্তিনিকেতনের প্রতি দেশের দৃষ্টি যেরকম পড়েছে তাতে ওকে লক্ষ্মীছাড়া রকম করে রাখা আর চল্‌বে না। আমার সঙ্গে তোরা কেউ এলে বুঝতে পারতিস দেশের উৎসাহ এবং শ্রদ্ধা কত বেশি। আমার এতে কেবলি মনে ভয় এবং লজ্জা হচ্চে— আনন্দ হচ্চে না। খুব ঘুরতে এবং খাটতে হচ্চে কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আমার আসা সার্থক হয়েচে। না এলে অন্যায় হত। শান্তিনিকেতন যদি সত্যকার জিনিস না হয় এবং স্থায়ী না হয় তবে মলেও আমার সে লজ্জা যাবে না। বাইরের লোকে ওকে যেরকম করে দেখ্‌চে আমাদের অধ্যাপকেরা এখনো সেরকম করে দেখ্‌তে পাচ্চেন না। সেইজন্যেই আমি উদ্বিগ্ন আছি।[৯৩]

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দক্ষিণ ভারত সফরে এসে রবীন্দ্রনাথ যে সমাদর ও উৎসাহ লাভ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে পত্রটির আশাবাদী সুর বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নয়। ক্যাশবহিতে বিভিন্ন দফায় ইনসিওর যোগে টাকা পাঠানোর হিসাবও দেখা যায়। তবে অসুস্থতার জন্য 'বম্বাই হয়ে ঘুরে বক্তৃতা দিতে দিতে' যাওয়ার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

ত্রিচিনাপল্লী থেকে 13 Feb রাত্রেই রবীন্দ্রনাথ মাদুরা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি দেওয়ান গণপতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরের দিন 14 Feb [২ ফাল্গুন] স্থানীয় আমেরিকান মিশনারি কলেজের হলে বিরাট জনসভায় তিনি 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই আক্রান্ত হলেন ইনফ্লুয়েঞ্জায়। ফলে পরের দিন মাদুরা কলেজের যোড়শ বাৎসরিক উৎসবে তিনি যোগদান করতে পারলেন না। কিন্তু 'Andrews, who arrived towards the close of the proceedings … extended an invitation to those who were engaged in educational work and others interested in that work to meet Sir Rabindranath tonight to discuss some educational problems.'

এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়ে তিনি 21 Feb [শুক্র ৯ ফাল্গুন] আমেরিকান কলেজের অ্যাসেম্বলি হলে কে. রামা আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বক্তৃতা 'The Spirit of Popular Religion' পাঠ করেন। এই দিন 'The

Members of the Municipal Council of Madura' তাঁকে একটি নাগরিক সংবর্ধনায় সংবর্ধিত করেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ভি. শ্রীনিবাসাচারি ও অপর তিনজনের স্বাক্ষরিত একটি অভিনন্দনপত্র থেকে তথ্যটি জানা যায়।

পরের দিন সকালে তিনি ইউনিয়ন ক্লাব পরিদর্শনে গেলে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সি. শ্রীনিবাসন আয়ার তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। এখানেও তাঁকে নিজের বইতে স্বাক্ষর করতে ও বাণী লিখে দিতে হয়। সন্ধ্যায় তৃতীয় ও শেষ বক্তৃতা দেন 'Education in India'। শেষ বক্তৃতা বলেই জনতার ভিড় অত্যন্ত বেশি হয়েছিল। টিকিট বিক্রি করে সংগৃহীত হয়েছিল ১৫৭৫ টাকা, ব্যয় বাদ দিয়ে সমস্ত টাকা শান্তিনিকেতনের উন্নয়নে প্রদত্ত হয়।

অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই অঞ্চলের সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে ১১ ফাল্গুন রবিবার [23 Feb] বিকেলে সদলবলে বোট মেলে মদনাপল্লী রওনা হন। একটি পত্রিকা লেখে : 'Mr. Tagore has come here to take complete rest for some days. Principal James H. Cousins and Mr. A. Tampos, I.C.S., Sub-collector went to the Railway station and motored the poet to Oladana. The early hours of this morning saw all the boys and teachers of the College very busy in receiving the illustrious guest. At the Olcott Bunglow the College Scouts lined themselves in rows and the motor stopped at the gate, Dr. Tagore got down from the car and walked into the garden to his rooms. He is accompanied by Mr. Andrews and Mr. Dey. His programmes here is not yet settled.' মিঃ দে ব্যক্তিটি কে আমাদের জানা নেই।

বন্ধু কাজিন্সের সঙ্গে উড্‌স্ কলেজে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ জানতে পারেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও ছাত্রের সাহায্যের জন্য দান সংগ্রহ করছে— 'on hearing of the disaster, [he] offered to deliver a special lecture in Madanapalle, in aid of the Relief Fund. He also handed over a bank order which he had just received from Japan.'

সম্ভবত এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন' গানটি গেয়ে শোনান ও ইংরেজিতে অনুবাদ করে 'The Morning Song of India' নামকরণ করেন। গানটি উড্‌স্ কলেজে প্রাত্যহিক উদ্বোধনসংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। মদনাপল্লীর থিয়োসফিক্যাল কলেজে রক্ষিত মূল ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপির তারিখ 28 Feb 1919 [শুক্র ১৬ ফাল্গুন]।[৯৪] এই যোগাযোগের সূত্রে বহুকাল পরে ভারতের জাতীয় সংগীত সংক্রান্ত বিতর্কে যোগ দিয়ে Cousins 'জনগণমন' গানের পক্ষ সমর্থন করে লেখেন [3 Nov 1937] : 'My suggestion is that Dr. Rabindranath's own intensely patriotic, ideally stimulating, and at the same time world-embracing *Morning Song of India (Janaganamana)* should be confirmed officially, as what it has for almost twenty years been unofficially, namely, the true National Anthem of India.'[৯৫]

উক্ত ১৬ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন : 'মাঝে মাদুরায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় কিছুদিন শয্যাগত ছিলুম — এখন একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম করচি। আবার পর্শু মাদ্রাজের অভিমুখে যাত্রা করব।'[৯৬]

এই পত্র অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ১৮ ফাল্গুন [রবি 2 Mar] মদনাপল্লী ত্যাগ করেন। অ্যানি বেসান্টের আমন্ত্রণে মাদ্রাজ হয়ে তাঁর আডিয়ারে যাওয়ার কথা ছিল— সেখানকার ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির তিনি চ্যান্সেলার। কিন্তু

কতকগুলি কারণে তিনি তখনই মাদ্রাজ না গিয়ে গেলেন বাঙ্গালোরে। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করার প্রতিদানে দেশবাসী আশা করছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে তারা দায়িত্বশীল 'স্বরাজ' লাভ করবে। মন্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড রিপোর্টে তেমন আশাই জেগেছিল। কিন্তু তারই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে রাওলাট বিল উত্থাপিত হলে সংগত কারণেই ভারতবাসী শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আলোচ্য সময়ে এই বিষয়ে বিতর্কে ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ উক্ত আইনকে বেআইন আখ্যা দিলেও তাঁর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে তখন অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। এর উপরে তাঁর সামাজিক মতামত নিয়ে তখন ব্রাহ্মণ-শাসিত রক্ষণশীল মাদ্রাজিরা সমালোচনায় মুখর হয়ে রয়েছেন। কিছুদিন আগেই ভি. জে. প্যাটেলের অন্তর্বর্ণ বিবাহ বিল সমর্থন করে তাঁর পুত্র মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত হয়েছে। সেইজন্য তিনি মাদ্রাজের পরিবর্তে বাঙ্গালোরে গিয়ে 4 Mar *New India* পত্রিকায় একটি দীর্ঘ পত্র পাঠালেন তাঁর প্রকৃত অবস্থানটি ব্যাখ্যা করে :

I take this opportunity of making it clear to all that I do not belong to any political party whatever, and that what I have to say to my countrymen is not of the present moment or of the prevailing political unrest. I have never felt any attraction for devising means to build the machinery for extracting favours from unwilling hands, thus perpetuating the cult of moral servitude and making our people live in the most unhealthy mental atmosphere of continual hope and despair. It has ever been my endeavour to find out how to develop the power in ourselves by which we can truly earn the gratitude of all mankind and win our place as those who give out of their abundance and do not solely rely upon the doles of half-hearted charity.

পত্রটির বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-বিষয়ক মতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সম্পাদক পত্রটির টীকায় লেখেন : 'We are glad to say that no party spirit has been shown in connection with the illustrious guest of Madras. All parties have, we learn, been offered tickets for his lectures, all College Principals, Editors, Clubs, etc., and have been accepted in every case, but one.'

8 Mar [শনি ২৪ ফাল্গুন] বাঙ্গালোর ত্যাগের আগের দিন রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় Mythic Society-র উদ্যোগে মহীশূরের যুবরাজ শ্রীকান্তিরাজ নরসিংহরাজ ওয়াদিয়ারের সভাপতিত্বে 'The Spirit of Popular Religion in India' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। যুবরাজের সভাপতির ভাষণটিও উল্লেখযোগ্য : 'We feel more than ever confirmed in the belief that our knowledge of our country is still very inadequate, as you all know it was exactly a realisation of this circumstance which led to foundation of the Mythic Society whose object is to give and spread a fuller knowledge of Indian life in all its aspects.'

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন : 'কবি এই সফরে মৈসুর সরকার হইতে তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ উপঢৌকন ছাড়া কোনো আর্থিক সাহায্য পান নাই। মৈসুর হইতে পরেও কখনো কিছু পান নাই।'[৯৭]

বাঙ্গালোর থেকে 9 Mar [রবি ২৫ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজে এসে মায়লাপুরে হাইকোর্টের উকিল টি. এস. রঙ্গস্বামী আইয়ারের গৃহে আতিথ্য নিলেন।

পরের দিন 10 Mar ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির চ্যান্সেলার হিসেবে তিনি আরমেনিয়ান স্ট্রিটের গোখেল হলে বিচারপতি শেষাদ্রি আইয়ারের সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা 'The Ideal of Education in India' ['The Centre of Indian Culture'] পাঠ করেন। টিকিটের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিনামূল্যে। পরবর্তী দুটি দিনে দুটি বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'The Message of the Forest' ও 'The Spirit of Popular Religion in India'।

পরের দুটি দিন রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 13 Mar [বৃহ ২৯ ফাল্গুন] বিকেলে প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলে অধ্যক্ষ মিঃ অ্যালান তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। কুইন মেরি কলেজের ছাত্রীরা এবং কিছু নারী-পুরুষ অভ্যাগতও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে শারদোৎসব-এর ইংরেজি অনুবাদ The Autumn Festival পাঠ করেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে আর্যগণসভা ভক্তিমূলক নাটক 'ললিতঙ্গী' অভিনয়ের আয়োজন করে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে গেলে চন্দন কাঠের বাক্সে তাঁকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তাঁর শিক্ষামূলক কাজগুলি দক্ষিণভারতে সমাদৃত হওয়ায় ও আর্যগণসভা তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছে দেখে তিনি কৃতজ্ঞতা অনুভব করছেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে তিনি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ইচ্ছুক ও তাঁর আশা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী তাঁর কুড়ি বছরের সাধনাকে সার্থক করতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন।

পরের দিন 14 Mar [শুক্র ৩০ ফাল্গুন] সকাল দশটায় অ্যান্ডরুজকে নিয়ে আইন কলেজে উপস্থিত হলে অধ্যক্ষ মিঃ আর্থার ডেভিস তাঁকে স্বাগত জানান। ছাত্রেরা একটি অভিনন্দনপত্র দিয়ে মাল্যভূষিত করলে রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধনার প্রত্যুত্তর দেন।

এরপর মোটরে করে এগারোটার সময় তিনি মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে উপস্থিত হন। সেখানকার অ্যান্ডারসন হলে ওয়েসলিয়ান কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রেরাও সমবেত হয়েছিলেন। সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি সবসময়েই ছাত্রদের সঙ্গ পছন্দ করেন। এরপর তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে The Mother's Prayer [গান্ধারীর আবেদন] কবিতাটি পড়ে শোনান।

মাদ্রাজে তাঁর আরও অনেকগুলি কর্মসূচি নির্ধারিত ছিল। 16 Mar সকাল আটটায় পিঠাপুরমের রাজার সভাপতিত্বে উইলিংটন সিনেমায় The Message of the Forest বক্তৃতা ও প্রবেশমূল্য বাবদ সংগৃহীত অর্থ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হবে এমন ঘোষণাও করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে গৃহবন্দী থাকার পরিবর্তে তিনি ১ চৈত্র [শনি 15 Mar] ক্যালকাটা মেলে কলকাতা রওনা হন। '৩রা চৈত্র [সোম 17 Mar] শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা আগমনকালীন হাওড়া ষ্টেসেন হইতে জোড়াসাঁকোর বাটীতে মালপত্র আনার খরচ' হিসাব থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের তারিখটি জানা যায়। কালিদাস নাগ ডায়েরি [পৃ ১২৯]-তে লেখেন : 'বিকালে ···বাড়ি ফিরছি এমন সময়ে ট্রাম থেকে দেখি মোটরে কবি— ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ে তাঁর গাড়িতে চেপে বাড়ি এসে অনেক গল্প হল।' ৫ চৈত্র [বুধ 19 Mar] সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বিচিত্রায় সভা হয়— 'উপলক্ষ্য— "ভ্রমণ বৃত্তান্ত"— শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর দাক্ষিণাত্য সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

অসুস্থতার জন্য মাদ্রাজের কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করলেও তিনি কলকাতায় এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেননি। 21 Mar [শুক্র ৭ চৈত্র] সন্ধ্যায় এম্পায়ার থিয়েটারে একটি বিরাট জনসভায় তিনি 'The Centre of Indian Culture' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে আহূত এই সভায় টিকিট বিক্রি করে অর্থসংগ্রহ করা হয়েছিল। মঞ্চের উপর সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক গেডেস, অধ্যক্ষ জনস্টন, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সরলা রায়, অ্যান্ডরুজ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপবিষ্ট ছিলেন। সংবাদপত্রগুলিতে সভা ও বক্তৃতার দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

পরের দিন ৮ চৈত্র [শনি 22 Mar] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসেন। পিয়র্সনের বাড়ি দ্বারিকের দোতলা তখন নির্মিত হয়েছে। ঠিক হয়েছিল, আশ্রমে ফিরে তিনি দেহলির পরিবর্তে এই দোতলায় বাস করবেন—দেহলিতে থাকবেন সস্ত্রীক দিনেন্দ্রনাথ। সীতা দেবী লিখেছেন :

> একদিন সকালে দেখি সামনের বাড়ি ঝাড়াপোঁছার বেজায় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। সেদিন শনিবার বোধ হয়। উপরতলায় খাট বিছানা চেয়ার টেবিল অনেক-কিছু তোলা হইতেছে। সন্ধ্যার সময় কবির ভৃত্য সাধুকেও দেখিতে পাইলাম, সঙ্গে তাহার গোরুর গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র। আশ্রমবাসিনী একজনের মুখেই শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ রাত্রির ট্রেনে আসিয়া পৌছিবেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও শুনিলাম যে তিন-চার দিনের ভিতরেই তিনি আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন, সেখান হইতে কাশী যাইবেন।[৯৮]

পরদিন 'খবর পাইলাম দুপুরবেলা তিনি আশ্রমের সকলকে কিছু বলিবেন। তাঁহার উপরের ঘরেই সভা হইল। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ অধ্যাপকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। অনেকগুলি বই আনিয়াছিলেন, সেগুলি সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বিকাল হইয়া আসার মুখে সভা ভঙ্গ হইল। ···মান্দ্রাজে যে-সব বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহারই একটি সন্ধ্যার পর পড়িয়া শুনানোর কথা হইল, কিন্তু শিশুবিভাগ এই সময় আবদার ধরিয়া বসিল যে সে-সময় গুরুদেবকে তাহারা সার্কাস দেখাইবে। ছেলেদের আবদার তাঁহার কাছে কখনও উপেক্ষিত হইত না, সুতরাং সার্কাস দেখিতেই তিনি চলিলেন!'

১০ চৈত্র [সোম 24 Mar] রাত্রে রবীন্দ্রনাথ 'The Centre of Indian Culture' প্রবন্ধটি আশ্রমিকদের পড়ে শোনালেন তাঁর নূতন বাসস্থানের শয়নকক্ষে। পাঠের পর কিছুক্ষণ আলোচনাও চলে।

১১ চৈত্র 'মঙ্গলবার দুপুরে দেখিলাম তাঁহার ঘরে অনেক লোক। কিসের সভা খোঁজ লইয়া জানিলাম যে অধ্যাপকরা তাঁহার সঙ্গে কাজের কথা বলিতেছেন। ···বিকালে আবার দেখিলাম তিনি দেহলীর ছাদে গিয়া বসিয়াছেন। ···আমরা গিয়া বসিবার কিছু পরেই Folk Religion in India নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শ্রোতা অনেকেই জুটিলেন, তবে সকলে যে প্রবন্ধটি বুঝিতে পারিতেছেন না তাহা দেখিতেই পাইলাম।'

১২ চৈত্র বুধবার রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে তাঁর ঘরে পড়ে শোনালেন The Message of the Forest প্রবন্ধ। পাঠান্তে কিছু আলোচনাও হল।

১৩ চৈত্র [বৃহ 27 Mar] বিকেলে দিনেন্দ্রনাথ ও অ্যান্ডরুজকে নিয়ে তিনি কাশীর পথে কলকাতা যাত্রা করেন। এর আগে ১১ চৈত্র তিনি রাণুকে লিখেছিলেন : 'কাশী ত যাবই তা কপালে যা'ই থাক্। ···তোমার বাবাকে লিখেছিলেম যে, শনিবারে গিয়ে পৌঁছব। সেটা ঘটবে না। আমার নিজের বারেই প্রভাতে গিয়ে উদয়

হব— রবিবারে— সেদিন তোমার ছুটি— ঝগড়া করবার এবং ঝগড়া মেটাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'[৯৯]

কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ ১৪ চৈত্র [শুক্র 28 Mar] সন্ধ্যায় জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কালিদাস নাগ ডায়েরি [পৃ ১৩১]-তে লেখেন : 'সুকুমারের [রায়] বাড়ি এসে Bose Institute-এ একসঙ্গে কবির বক্তৃতায় আসা গেল। Message of the Forest তেমন জমল না।'

১৫ চৈত্র [শনি 29 Mar] রওনা হয়ে রবীন্দ্রনাথ পরদিন রবিবার কাশী পৌছন। বহুদিন আগে রাণু তাঁকে কাশীতে তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, না যাওয়ার জন্য অনেক মান-অভিমানও হয়েছিল— এতদিন পরে তার অবসান হল।

কাশীতে রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মসূচির বিবরণ খুবই অস্পষ্ট।

২২ চৈত্র [শনি 5 Apr 1919] 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রগণ' একটি সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনপত্র দেন, রবীন্দ্রভবনে এটি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভাষণ ও অনুষ্ঠানের কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

অর্চ্চনা [ফাল্গুন ১৩২৬। ১৮–২১] পত্রিকায় '২৩ চৈত্র বারাণসী-শাখার সাহিত্যপরিষদে বক্তৃতা' 'স্যর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারাংশ' থেকে একটি অনুষ্ঠানের সংবাদ জানা যায়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণে [১৩২৬] বারাণসী শাখার ১০ম বার্ষিক (১৩২৫) বিবরণীতে লিখিত হয় : 'কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কাশীতে সমাগত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ২১শে চৈত্র (১৩২৫) এক বিশেষ সভা আহূত হয়। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু বারাণসী-শাখা সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট কার্যক্ষেত্রের নির্দেশপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া শাখা-সভাকে উপকৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন।' দুটি বিবরণে একটি অনুষ্ঠানই উল্লিখিত হয়েছে কিনা বলার উপায় নেই। মনে হয়, ২৩ চৈত্র [রবি 6 Apr] তারিখটিই ঠিক। 'কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বারাণসী-শাখা-সাহিত্য-পরিষদে শুভাগমন উপলক্ষে অভিনন্দন' ও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আরও তিনটি প্রশস্তিতে এই তারিখটিই পাওয়া যায়। এগুলি থেকে জানা যায়, সাহিত্য পরিষদের বারাণসী শাখার অনুষ্ঠানটিতে সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা একটি গান অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গেয়ে শোনান, সুশীলচন্দ্র নিজের লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী 'বঙ্গ-রবি কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভ দর্শনোপলক্ষে ভক্তি-উপহার'-স্বরূপ একটি দীর্ঘ কবিতা পড়ে শোনান। চার ছত্রের স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক উপহার দেন 'কাশীযোগাশ্রমস্থ শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য'।

অন্যান্য বিবরণ মেলে রাণুকে লেখা একটি কৌতুকপূর্ণ চিঠি [৩ বৈশাখ ১৩২৬] থেকে :

> তোমাদের কাশীতে তিনটে বক্তৃতা করেছিলুম বলে তুমি আমাকে খুব ধম্‌কেচ— এই বুঝি তোমার কৃতজ্ঞতা? আমি আরো ভাব্‌লুম তোমার কাশীকে আমি খুব খুসি করে আসব তাই তোমার জরির চাদর গলায় ঝুলিয়ে সার রবীন্দ্রনাথ তাঁর চমৎকার বক্তৃতাশক্তির দ্বারা কাশীবাসী সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন ভাঙা গলাকে আরো ভেঙে তাঁর সামান্য শক্তিতে যতটুকু পারলে সেই মত সামান্যই কিছু বলে এলেন— আর যাই হোক্ তোমার কাশীর লোক বুঝলে মানুষটা নিতান্ত মুখচোরা নয়, পীড়াপীড়ি করলে দুই একটা কথা বলতে পারে। এটা কি ভানুদাদার রাণুর পক্ষে খুসির কথা নয়?[৯৯]

পরেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই তিনটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেছেন, সবটাই নিশ্চয় ঠাট্টা নয়।

সম্ভবত ২৫ চৈত্র [মঙ্গল 8 Apr] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। সীতা দেবী লিখেছেন :

১৯১৯-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার কয়েক দিন আগে হইতেই বাড়ি ঝাড়পোঁছা চলিতেছে দেখিলাম, পরে টেলিগ্রামও আসিল। বিকালের ট্রেনেই আসিলেন, বাড়ি বসিয়াই তাঁহার আগমন দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি তিনি দিনুবাবুর গানের ক্লাসে আসিয়া বসিয়া আছেন। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি তাঁহাকে একেবারেই কাবু করে নাই। অথচ শরীর তাঁহার তখন অসুস্থই। পরদিন বুধবার [২৬ চৈত্র : 9 Apr], কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের আচার্যের কাজ করিলেন না, শুনিলাম কিছু অসুস্থ আছেন।[১০০]

রবীন্দ্রনাথও রাণুকে ২৬ চৈত্র লিখেছেন : 'রাণুকে ছোট্ট চিঠি লিখচি— কারণ ডাক্তার বলেচে শুয়ে থাকতে— শুয়ে শুয়ে চিঠি লেখা যায় না— তাই শোওয়া এবং বসার মধ্যে অল্পক্ষণের জন্যে সন্ধি করে নিয়েচি— সেই সন্ধির সর্ত্ত এই যে বেশিক্ষণ বসতে পারব না।' সীতা দেবী লিখেছেন তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও তখন লোকের ভিড় তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকত।

এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। এরই প্রাথমিক কার্যসূচি হিসেবে তিনি 6 Apr রবিবার সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করলেন। কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলে দিল্লি ও কয়েকটি জায়গায় আগের রবিবার 30 Mar হরতাল পালিত হয়। কিন্তু সর্বত্র সত্যাগ্রহের আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, বহু স্থানে অনিয়ন্ত্রিত জনতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। দিল্লিতে জনতা-পুলিশের সংঘর্ষে অনেক লোক হতাহত হল। 5 Apr [শনি ২২ চৈত্র] গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন সত্যাগ্রহের সমর্থনে একটি বাণী দেবার জন্য। তিনি লেখেন :

...I venture to ask you for a message from you— a message of hope and inspiration for those who have to go through the fire. I do it because you were good enough to send me your blessings when I embarked upon the struggle. The forces arrayed against me are, as you know, enormous. I do not dread them, for I have an unquenchable belief that they are supporting untruth and that if we have sufficient faith in truth, it will enable us to overpower the former. But all forces work through human agency. I am therefore anxious to gather round this mighty struggle the ennobling assistance of those who approve it. I will not be happy until I have received your considered opinion on this endeavour to purify the political life of the country. If you have seen anything to alter your first opinion of it, I hope you will not hesitate to make it known. I value even adverse opinions from friends, for though they may not make me change my course, they serve the purpose of so many lighthouses to give out warnings of dangers lying in the stormy paths of life.[১০১]

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের ঘটনাবলির উপর নজর রাখতেন। এইদিনই লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তাঁকে লেখেন : 'আপনার একটা cable দুই দিন আগে পেয়েছি যাহাতে counsel from other provinces appearing before cts Martial in the Punjabএর কথা জানিয়েছেন।' এ থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবল খবরই রাখতেন না, কখনও কখনও প্রতিকারেরও

চেষ্টা করতেন। সীতা দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, তিনি গান্ধীজির চিঠি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পড়ে শুনিয়েছিলেন, শোনান তার উত্তরও। উত্তরটি 12 Apr [শনি ২৯ চৈত্র] তারিখ-চিহ্নিত, এটির কপি তিনি সংবাদপত্রেও প্রেরণ করেন। *The Indian Daily News* [16 Apr] পত্রিকায় এর একটি কপি আমরা দেখেছি। এটি একটি ঐতিহাসিক পত্র। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতেই প্রথম গান্ধীজিকে 'মহাত্মাজি' বলে সম্বোধন করে লিখলেন :

Power in all its forms is irrational,— it is like the horse that drags the carriage blindfolded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistance is a force which is necessarily moral in itself; it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes a temptation.

I know your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for heroes and not for men led by impulses of the moment. Evil on one side naturally begets evil on the other, injustice leading to violence and insult to vengefulness. Unfortunately such a force has already been started, and either through panic or through wrath our authorities have shown us their claws whose sure effect is to drive some of us into the secret path of resentment and others into utter demoralisation. In this crisis you, as a great leader of men, have stood among us to proclaim your faith in the ideal which you know to be that of India, — the ideal which is both against the cowardliness of hidden revenge and the cowed submissiveness of the terror-striken. ...

I have always felt, and said accordingly, that the great gift of freedom can never come to a people through charity. We must win it before we can won it. And India's opportunity for winning it will come to her when she can prove that she is morally superior to the people who rule her by their right of conquest. She must willingly accept her penance of suffering, — the suffering which is the crown of the great. Armed with her utter faith in goodness she must stand unabashed before the arrogance that scoffs at the power of spirit.

...This is why I pray most fervently that nothing that tends to weaken our spiritual freedom may intrude into your marching line, that martyrdom for the cause of truth may never degenerate into fanaticism for mere verbal forms, descending into the self-deception that hides behind sacred names.

রবীন্দ্রনাথের এই সাবধানবাণী ইতিমধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। দিল্লি, আমেদাবাদ, অমৃতসর, লাহোর, কলকাতা প্রভৃতি প্রায় কোনো জায়গাতেই সত্যাগ্রহীরা সংযম পালন করতে পারেননি— ফলে পুলিশও

নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যালীলা চালিয়ে গেছে। এরই চরম পরিণতি দেখা গেল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে ৩০ চৈত্র [রবি 13 Apr 1919] তারিখে [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩]।

রবীন্দ্রনাথের শরীর ভালো ছিল না। তাই বর্ষশেষের উপাসনা কে করবেন তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। সীতা দেবী লিখেছেন :

মন্দিরে উপাসনা কে করিবে তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ করিতে পারিবেন না ইহা সকলে ধরিয়াই লইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি জানাইলেন যে আচার্যের কাজ তিনিই করিবেন, অন্য কোনো ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই।

…আগাপোড়া সাদা গরদের পোষাক পরিয়া কবি আসিয়া আচার্যের আসন গ্রহণ করিলেন; অসুস্থতা তাঁহার চেহারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম, কিন্তু কোনো কাজ তিনি সংক্ষেপে সারিলেন না। সবই যথারীতি হইল। আসন ত্যাগ করিবার সময় মনে হইল যেন তাঁহার কষ্ট হইতেছে।[১০২]

কালিদাস নাগ লিখেছেন : "সকালের গাড়িতে প্রশান্তের সঙ্গে বেরিয়ে বোলপুর এসে কবিকে প্রণাম করলুম। তাঁর ঘরের পাশে আমাদের স্থান হল। সন্ধ্যাটা তাঁর লেখা, 'attitude towards nature', Romain Rolland প্রভৃতি নিয়ে চমৎকার কথা হল।"[১০৩] কিন্তু তিনি বা সীতা দেবী কেউই উপাসনার মর্মকথাটি লিপিবদ্ধ করেননি।

এর আগে আমরা অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পর্যন্ত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচি দিয়ে এসেছি। এখানে পরবর্তী মাসগুলির সূচি সংকলিত হল।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, পৌষ ১৩২৫ [৬/৬] :

৯৮—৯৯ ফাল্গুনীর গান/ ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে দ্র স্বর ৭

স্বরলিপিটি ইন্দিরা দেবীর করা।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫ [৬/৭] :

১১১—১২ 'মোদের যেমন খেলা' দ্র স্বর ৭

এই গানটিরও স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী করেছেন।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩২৫ [৬/৮] :

২৫—২৬ 'আমাদের পাকবে না চুল' দ্র স্বর ৭

স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী-কৃত।

সবুজ পত্র, ফাল্গন ১৩২৫ [৫/১১] :

৬৪৯—৫৭ 'স্বর্গ-মর্ত্ত' দ্র লিপিকা ২৬। ১৭২—৭৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৪০ শক :

৩১৯—২০ ব্রহ্মসঙ্গীত। (মাঘোৎসবে গীত)

৩১৯ 'ভোরের বেলা কখন এসে' দ্র গীত ১। ১১৫

৩১৯ 'আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে' দ্র ঐ ১। ৭১—৭২

৩২০ 'ভুবন জোড়া আসনখানি' দ্র ঐ ১। ১৪৬

৩২০ 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার' দ্র ঐ ১। ১৩

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, চৈত্র ১৩২৫ [৬/৯] :

১৪০—৪১ 'আমাদের ভয় কাহারে' দ্র স্বর ৭

ইন্দিরা দেবী গানটির স্বরলিপি করেছেন।

এই মাসে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রনাথের ৩০টি **গান** 'বৈতালিক' নামে প্রকাশিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

গত বৎসরের শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন, ৯ বৈশাখ [সোম 24 Apr] তাঁর ক্যাশবহিতে তাঁর 'বোলপুরে শুভগমনের' হিসাব দেখা যায়। একই দিনের হিসাবে আছে, তিনি দ্বিপেন্দ্রনাথকে ২২৫৲, অরুণেন্দ্রনাথকে ২৫০৲, সুধীন্দ্রনাথকে ২৫০৲, কৃতীন্দ্রনাথকে ২২৫৲ ও সৌম্যেন্দ্রনাথকে ৩০৲ টাকা করে মাসোহারা দিচ্ছেন।

এই বৎসর জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারকে কয়েকটি মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হয়— সবগুলিই অকালমৃত্যু। ২ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 16 May] রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যু হয় যক্ষ্মারোগে। ১২ জ্যৈষ্ঠ [রবি 26 May] সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী বাল্যসঙ্গিনী ইরাবতী দেবীর জীবনাবসান হয়। ১৮ পৌষ [বৃহ 2 Jan 1919] ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে মারা যান কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী দেবী। ইনফ্লুয়েঞ্জা তার কিছু পূর্ব থেকে মহামারী আকারে প্রায় সারা পৃথিবীতেই দেখা দিয়েছিল— প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের সমসাময়িক বলে এটি 'যুদ্ধজ্বর' নামেও পরিচিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এই রোগের জীবাণু বহন করে এনেছিলেন মিস্ ফেরিং নামের এক ডেনিশ মহিলা। তিনি অল্পের উপর দিয়েই রক্ষা পান, কিন্তু যাঁরা তাঁর সেবা করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর আক্রান্ত হন। তাঁদের মধ্যে প্রতিমা দেবী, হেমলতা দেবী ও সুকেশী দেবীর অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে— ক্যাশবহিতে 'অকসিজেন গ্যাসের জন্য' খরচ দেখা যায়। প্রতিমা দেবী ও হেমলতা দেবী রক্ষা পান, কিন্তু সুকেশী দেবীর জীবনাবসান ঘটে। প্রতিমা দেবী প্রায় দু'মাস অসুস্থ ছিলেন, দীর্ঘ চিকিৎসায় তাঁর পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে আসে। এর পরে হাওয়া বদলের জন্য রথীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলঙ পাহাড়ে নিয়ে যান।

এই জ্বরে অজিতকুমার চক্রবর্তীও মারা যান ১৪ পৌষ [রবি 29 Dec]।

মীরা দেবী পুত্র নীতীন্দ্রকে নিয়ে হায়দ্রাবাদে ছিলেন। সেখানে তাঁর কনিষ্ঠ দেবর শান্তির ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃত্যু হয়। এর পরে মীরা দেবী ও নীতুও এই রোগে আক্রান্ত হন। শেষপর্যন্ত তাঁরা অবশ্য সুস্থ হয়ে ওঠেন।

২ ফাল্গুন [শুক্র 14 Feb] অবনীন্দ্রনাথের কন্যা ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী করুণা দেবীর মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

এর পাশাপাশি কয়েকটি শুভবিবাহও সংঘটিত হয়। মাঘ মাসে গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতার বিবাহ হয় সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কয়েকদিন পরে সমরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা অণিমার সঙ্গে ঈশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। দুটিই আন্তঃপারিবারিক বিবাহ।

বিচিত্রা-র অস্তিত্ব এই বৎসরেও বজায় ছিল। সুরেন্দ্রনাথ কর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিলেও নন্দলাল বসু বিচিত্রা আর্ট স্টুডিয়োর জন্য মাসে ৩০৲ টাকা করে পেয়েছেন, আগে পেতেন ৬০৲ টাকা। বীরেশ্বর নাগ বিচিত্রা লাইব্রেরি দেখাশোনার জন্য পেয়েছেন মাসে ২০৲ টাকা করে। রবীন্দ্রনাথ তখন বিদ্যালয়ে ছাত্র-পড়ানোয় আনন্দ পাচ্ছেন, তাই বিচিত্রা-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে গেলেও তার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কয়েকটি অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়। ১১ বৈশাখ [বুধ 24 Apr] 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' হয়— ইন্দিরা দেবী, নলিনী দেবী ও অরুন্ধতী সরকার বাজান এবং রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তী গান করেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নূতন ও পুরোনো কবিতা পড়ে শোনান। ১৮ বৈশাখের [বুধ 1 May] অধিবেশনে দিনেন্দ্রনাথের গান ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা-পাঠ হয়। ২৫ বৈশাখ [বুধ 8 May] হয় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব।

গ্রীষ্মের ছুটিতে অনেকে বেড়াতে যান বলে মাসদেড়েক বিচিত্রা-সম্মিলনীর অধিবেশন বন্ধ রাখার কথা ভাবা হয়। তার আগে ২৯ বৈশাখ [রবি 12 May] একটি অধিবেশন হয়। কাম্পো আরাই প্রায় দেড় বছর ভারতে অবস্থান করে এইদিন জাপান রওনা হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দার্জিলিং, রাঁচি প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন ও অজন্তায় গিয়ে সেখানকার গুহাচিত্রাবলি কপি করেন।

উক্ত ২৯ বৈশাখের পরে দীর্ঘকাল বিচিত্রা-সম্মিলনীর আর-কোনো অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রায় দশ মাস পরে ৫ চৈত্র [বুধ 19 Mar 1919] আর-একটি সভার কথা জানা যায়, দক্ষিণভারত থেকে ফিরে এইদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' বর্ণনা করেন। এর আগে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন— সুরেন্দ্রনাথ কর আগেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন, নন্দলাল বসু এর পর থেকে অনিয়মিতভাবে বিশ্বভারতী-র নবপ্রতিষ্ঠিত কলাভবনে চিত্রকলা শিক্ষা দেবার জন্য যাতায়াত শুরু করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকলে তাঁকে ঘিরে লোকজন জড়ো হয়েছেন, কিন্তু তাকে বিচিত্রা-সম্মিলনীর অধিবেশন বলা চলে না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারি থেকে জানা যায়, তাঁর উদ্যোগে ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শনি 1 Jun] রাঁচিতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনীত হয়। কিন্তু বৃষ্টির জন্য এদিন অনেকেই আসতে না পারায় ৪ আষাঢ় [মঙ্গল 18 Jun] এটি পুনরভিনীত হয়।

৫ ভাদ্র [বৃহ 22 Aug] রাখিপূর্ণিমার দিনে রামমোহন লাইব্রেরি হলে সঙ্গীত সঙ্ঘের সপ্তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের জমিদারির আয় এই বৎসর খুবই কমে যায়। 12 Dec [২৬ অগ্র] তিনি পিয়র্সনকে লিখেছেন : 'I suppose you know that following a series of bad years we had a devastating flood in our Kaligram estate at the end of the last rainy season, which has left us stranded on the crest of depletion from where we are hungrily looking out for prospects of new resources.'[১০৪] হয়তো এই কারণেও বিচিত্রা-র কাজকর্ম গুটিয়ে আনতে হয়।

এই রকম আর্থিক অবস্থার মধ্যে জামাতা নগেন্দ্রনাথ বালক-পাঠ্য একটি পূজাবার্ষিকী প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২১ আষাঢ় [5 Jul] তাঁকে লেখেন : 'সম্প্রতি বিদ্যালয়ের ছাপাখানা প্রভৃতি নানা কাজে কেবলি টাকা ঢাল্‌তে হচ্চে— ৬/৭শো টাকা যদি আট্‌কে

থাকে তাহলে খুবই অসুবিধা ঘট্‌তে পারে।'[১০৫] তিনি সোজাসুজি তাঁকে বাধা দিতে পারেননি, কিন্তু উৎসাহও দেননি। জেদি নগেন্দ্রনাথ দমেননি, অনেক বিখ্যাত লেখক ও চিত্রশিল্পীর সহায়তায় ১ আশ্বিন [18 Sep] দুটি রঙিন ও অনেক সাদা-কালো ছবি-সহ ৬+১৬৬ পৃষ্ঠার দেড় টাকা মূল্যের 'পার্ব্বণী' পূজাবার্ষিকীটি প্রকাশ করেন। 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ তিনি লেখেন :

সকল দেশেই পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতি আনন্দোৎসবে ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য নানারকম আয়োজন করা হইয়া থাকে, কেননা ইহাদের তরুণ মুখশ্রীতে হাসি না ফুটিলে উৎসব-দেবতার পূজা সম্পূর্ণ হয় না। …

কিন্তু বাংলা দেশে এই ধরণের কোন বই নাই এবং ইহার অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেই এদেশের সর্ব্বজনপরিচিত লেখকলেখিকা ও চিত্রশিল্পীগণের সহযোগীতায় যে] "পার্ব্বণী" নাম দিয়া সর্ব্বপ্রথম এই নূতন ধরণের একখানি বই প্রকাশিত হইল। "পার্ব্বণী" প্রকাশ করিবার প্রস্তাব লইয়া আমি যাহাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছি সকলেই আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাহাতে বইখানি বালকবালিকাদের কাছে আদৃত হয় তজ্জন্য তাঁহারা গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও ছবি দিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গীন্ সুন্দর করিয়া তোলা সম্ভব করিয়া দিয়াছেন; সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বইখানির নামকরণ করিয়াছেন এবং সুনিপুণ চিত্রলেখক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় প্রচ্ছদপটের চিত্রখানি আঁকিয়া দিয়াছেন; এই সৌজন্যের নিমিত্ত আমি ইঁহাদের সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বালকবালিকাদের কাছে "পার্ব্বণী" আদৃত হইলে প্রতি বৎসরই পূজার পূর্ব্বে তাহাদের হাতে একখানি "পার্ব্বণী" দিতে পারিব, এই আশা রাখি।

নগেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের দুটি পুরোনো রচনার সঙ্গে একটি নূতন কবিতাও ['ঠাকুর্দ্দার ছুটি'] প্রকাশ করেন। অন্যান্য লেখকেরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ['চণ্ড', 'আলপনা'], জগদানন্দ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ['ছেলে ভুলান গান', 'শরতের ফুল', 'গলার তোয়াজ'], সীতা দেবী, চুণীলাল বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষকুমার মজুমদার, শান্তা দেবী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জীবনময় রায়, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ['মামলার ফল'], শিবনাথ শাস্ত্রী ['দাদামশা'র সাধের নাতি'], ইন্দিরা দেবী, সুকুমার রায় ['খাই খাই'], যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ['গণা আর মাপা'], দিনেন্দ্রনাথ। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা রঙিন ছবি 'শরৎ' মুখচিত্র হিসেবে ছাপা হয়।

নগেন্দ্রনাথ সংখ্যাটি সুরেন্দ্রনাথের কন্যা মঞ্জুশ্রীকে উৎসর্গ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

গত বৎসরের শেষে রাশিয়া ও রুমানিয়া জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করে। ফলে জার্মানি পূর্বফ্রন্ট থেকে সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র পশ্চিম ফ্রন্টে সরিয়ে এনে ফ্রান্সে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দেয়। ফরাসি ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, জার্মানরা প্যারিসের চল্লিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়।

এই সংকটজনক অবস্থায় ফরাসি জেনারেল Fochকে ব্রিটিশ, ফরাসি, আমেরিকান ও ইটালিয়ান বাহিনীগুলির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। জার্মানরা যুদ্ধ করেছিল তাদের সর্বশক্তি নিয়ে, ফলে তার রসদ তখন নিঃশেষিতপ্রায়। তাই 18 Jul মিত্রবাহিনী যে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে তাতে Marne থেকে জার্মানরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। 8 Aug ব্রিটিশ সেনাদের আক্রমণে জার্মানরা Somme রণক্ষেত্র থেকেও বিতাড়িত হয়। Ypres থেকে ব্রিটিশ ও বেলজিয়ানরা অগ্রসর হয়ে বেলজিয়াম, সমুদ্রোপকূল জার্মান আধিপত্য থেকে মুক্ত করে। সৈন্য, কামান ও ট্যাঙ্কের সংখ্যার দিক দিয়ে মিত্রবাহিনী ছিল অনেক এগিয়ে। ফলে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস জুড়ে জার্মান সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণ অব্যাহত থাকে, ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল

ও বেলজিয়ামের এক-তৃতীয়াংশ শত্রুমুক্ত হয়। প্রায় একই সময়ে জার্মানির মিত্ররা একে একে পরাজিত হতে থাকে। 29 Sep বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে, ফলে জার্মানি ও তুরস্কের সংযোগ ছিন্ন হয়। প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে 2 Oct দামাস্কাসের পতন হয়, কিছুদিনের মধ্যে দার্দানেলিস প্রণালী উন্মুক্ত করে কনস্ট্যান্টিনোপল মিত্রবাহিনীর অধিকারে আসে। 30 Oct তুরস্ক মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এই সময়েই ইটালির সীমান্তে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়ে 3 Nov যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

এইসব ঘটনায় ও নৌ-অবরোধ জনিত খাদ্যাভাবে জার্মানদের মনোবল তখন ভেঙে পড়ার মুখে। সেনাধ্যক্ষেরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলেও সমরোপকরণের অভাবে তা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া দেশে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, নৌবাহিনীতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে 9 Nov [২৩ কার্তিক] জার্মান সম্রাট কাইজার দেশত্যাগ করে হল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন; নূতন সমাজতান্ত্রিক চ্যান্সেলার Frederich Ebert-এর নির্দেশে 11 Nov [সোম ২৫ কার্তিক] সকাল পাঁচটায় জার্মানি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে, তার ছ'ঘন্টা পরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। অস্ট্রিয়াতেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, পরিণামে অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। Susanne Everett *World War I* [1985] গ্রন্থে প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়েছেন— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১০ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে ৭.৫ লক্ষ ব্রিটিশ ও আইরিশ, বাকি সৈন্য অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও আফ্রিকার। প্রায় ১৭ লক্ষ ফরাসি সৈন্য প্রাণ হারায়। জার্মান প্রাণহানির সংখ্যা ২০ লক্ষেরও বেশি। রাশিয়াতেও ১০ লক্ষের বেশি সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। অসামরিক জীবনহানির সংখ্যাও কম নয়— খাদ্যাভাব-জনিত অপুষ্টির কারণে 1918-এর শীতকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আক্রমণেই বহু লোক মারা যায়। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের জন্যই প্রায় দু'কোটি লোকের মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে ভারতের ভূমিকাও ছোটো ছিল না। যুদ্ধাবসানে Dec 1918-এ ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, সেই উপলক্ষে কেমব্রিজে একটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে মন্টেগু বলেন : 'During the war, 1,161,789 Indians had been recruited and 1,215,338 men had been sent overseas from India, 101,439 of whom had become casualties.'

চার বছর তিন মাস দীর্ঘ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে প্যারিসে যুদ্ধরত দেশগুলির প্রতিনিধিরা সমবেত হলেন শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে— যা Paris Peace Conference নামে পরিচিত। বিজয়ী চারটি দেশের শীর্ষনেতারা ['the Big Four']— Georges Clemenceau [1849—1929], David Lloyd George [1863–1945], Thomas Woodrow Wilson [1856–1924] ও Vittorio Emanuele Orlando [1860–1952] আলোচনার প্রথম পর্বে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভার্সাইয়ের প্রাসাদে প্রথম বৈঠক বসে 18 Jan 1919 [শনি ৪ মাঘ] তারিখে। জার্মানির বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের ফরাসি দাবি অন্যান্য নেতারা মেনে নিতে পারেননি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগেই 8 Jan 1918 আমেরিকান কংগ্রেসে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট উইলসন দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে তাঁর চৌদ্দ দফা ['Fourteen Points'] প্রস্তাব পেশ করেন। এগুলি হল : গোপন কূটনৈতিক বোঝাপড়ার জায়গায় খোলাখুলি বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, দেশের উপকূল অঞ্চল ছাড়া যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে সমুদ্রকে উন্মুক্ত রাখা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধানিষেধের হ্রাস, অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস, সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের স্বার্থে ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির পুনর্বিবেচনা, জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া ও বেলজিয়ামের অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়া, ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন [Alsace-

Lorraine] প্রত্যর্পণ, ইটালি অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ও পোলান্ডের পুনর্গঠন, তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান ও দার্দানেলিস প্রণালীকে নিরপেক্ষ অঞ্চল ঘোষণা এবং ছোটো বড়ো রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা। চতুঃশক্তির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রান্স ও ব্রিটেনের এত ঔদার্য ভালো লাগেনি, কিন্তু শেষপর্যন্ত এই চৌদ্দ দফার ভিত্তিতেই প্যারিসে শান্তি আলোচনা আরম্ভ হয়।

এর পরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বহু চুক্তি সম্পাদিত হয়। 28 Jun 1919 [রবি ১৪ আষাঢ় ১৩২৬] জার্মানির সঙ্গে যে চুক্তি হয়, তা ভার্সাইয়ের চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তির শর্তাদি জার্মান প্রতিনিধিদের জানিয়ে তাঁদের মন্তব্য পেশ করতে বলা হলেও তাঁদের কোনো প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা হয়নি। একতরফা ভাবে য়ুরোপের আঞ্চলিক পুনর্গঠন এবং সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শর্তাবলি জার্মানিকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন, বেলজিয়ামকে মরেসনেট ও ইউপেন-মালমেডি, লিথুয়ানিয়াকে মেমেল, চেকোশ্লোভাকিয়াকে পূর্ব সাইলেশিয়ার কিয়দংশ, পোলান্ডকে সাইলেশিয়ার অন্য অংশ ও বাল্টিক সাগরে পৌঁছবার পথ হিসেবে পোলিশ করিডর ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ডানজিগ উন্মুক্ত বন্দর হিসেবে চিহ্নিত হল। আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স পনেরো বছরের জন্য জার্মানির খনিজ ও শিল্পপ্রধান সার [Saar] উপত্যকা দখল করল।

জার্মানিকে সামরিক দিক থেকে দুর্বল করার জন্য তার সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষে সীমাবদ্ধ করা হয়, বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার নীতি বাতিল হয়, ট্যাঙ্ক ভারি অস্ত্রশস্ত্র সাবমেরিন ও সামরিক যুদ্ধবিমান নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়, রাইন নদীর পূর্বতীরে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত অঞ্চল থেকে সমস্ত সামরিক ঘাঁটি অপসারণ করা হয়। আফ্রিকা ও দূরপ্রাচ্যে জার্মানির উপনিবেশগুলির দায়িত্ব অছি হিসেবে অর্পিত হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার উপর।

জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত করে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। আমেরিকা ও ব্রিটেন এর বিরোধী হলেও ফ্রান্সের চাপে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য 'Reparations Commission' গঠন করা হয়, 1921-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জার্মানিকে ৬৫০ কোটি পাউন্ড দিতে হবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে। বকেয়া দেনার দায়ে ফ্রান্স 1923-তে Ruhr শিল্পাঞ্চল দখল করে।

অন্যান্য বিজিত দেশগুলির উপরও কমবেশি অনুরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে। 10 Sep 1919 অস্ট্রিয়ার সঙ্গে St-Germain চুক্তি করা হয়। Mar 1919-এ অস্ট্রিয়া সাধারণতন্ত্র জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে ভোট দিলেও ভার্সাইয়ের চুক্তি তাকে স্বীকার করেনি। অনেকগুলি প্রদেশ সার্বিয়া, পোলান্ড, রুমানিয়া ও ইটালিকে হস্তান্তরিত করে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত নূতনভাবে নির্ধারিত হয়। সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে আনা হয় মাত্র ত্রিশ হাজারে।

Treaty of Neuilly [27 Nov 1919] দ্বারা বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট হয় কুড়ি হাজার। এর একটি সমৃদ্ধ গম-উৎপাদনকারী অঞ্চল রুমানিয়াকে ও পশ্চিম থ্রেস গ্রিসকে দেওয়া হয়, ফলে বুলগেরিয়া ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে।

হাঙ্গেরির সঙ্গে Trianon চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 4 Jun 1920, তার এক-তৃতীয়াংশ ভূভাগ রুমানিয়া, নবগঠিত চেকোশ্লোভাকিয়া এবং সার্বস ক্রোট্স্ ও শ্লোভেনেস রাজ্যকে দেওয়া হয়— হাঙ্গেরির জনসংখ্যা দু'কোটি

থেকে মাত্র আশি লক্ষে নেমে আসে।

Aug 1920-তে তুরস্কের সঙ্গে Severs চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে আড্রিয়ানোপল, স্মারনা ও ইস্তাম্বুলের প্রায় সমগ্র পশ্চাদ্‌ভূমি গ্রিসকে দেওয়া হয়; বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালী আন্তর্জাতিক অধিকারে এনে অসামরিক প্রশাসন চালু করা হয়। সিরিয়াকে ফরাসি তত্ত্বাবধানে [Mandate] এবং ইরাক, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডান ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। কিন্তু মুস্তাফা কামালের [1881–1938] নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত তুর্কি প্রজাতন্ত্র গ্রিক আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। 1922-তে এক যুদ্ধে তুর্কিরা গ্রিসকে হারিয়ে স্মারনা দখল করে ও কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। এই সংকট মেটানোর জন্য পূর্ববর্তী চুক্তি সংশোধন করে 24 Jul 1923-তে Lusanne-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্মারনা, পূর্ব থ্রেস ও আড্রিয়ানোপলে তুর্কি অধিকার স্বীকৃত হলে কামাল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে যথাক্রমে ফরাসি ও ব্রিটিশ তত্ত্বাবধান মেনে নেন।

মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশগুলি মহাযুদ্ধের পূর্বে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তুরস্কের সুলতানগণ আরব উপজাতিগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেন ও নিজেদের ইসলামি জগতের ধর্মগুরু বা খলিফা বলে পরিচয় দিতেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দেওয়ায় মিত্রপক্ষ সুকৌশলে আরব জাতীয়তাবাদকে তুর্কি সুলতানের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Thomas Edward Lawrence [1888–1935] বা Lawrence of Arabia আরবদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মক্কার শরিফ হুসেন ইব্‌ন আলি ও তাঁর পুত্র ফয়জলকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে প্ররোচিত করেন। হুসেনের নেতৃত্বে হজ্জাজ প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফয়জল দামাস্কাস জয় করেন। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইংরেজের আনুকূল্যে হুসেন হজ্জাজের স্বাধীন রাজা হিসেবে স্বীকৃত হন, তাঁর এক পুত্র ফয়জল ইরাকের রাজা ও আর-এক পুত্র আবদুল্লা ট্রান্সজর্ডানের আমীরের পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তুর্কি প্রজাতন্ত্র ছাড়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ইংরেজ ও ফরাসি ম্যানডেটের অধীনে থাকে। এই তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা তাদের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি মিত্রশক্তির ব্যবহার ছিল বাহ্যত বন্ধুত্বপূর্ণ, সেই কারণে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে আরব নেতৃবর্গের পূর্ণ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক গোপন চুক্তি দ্বারা আরব রাজ্যগুলির ভাগ্য নির্ধারিত করা হয়। আরবদের কাছে সবচেয়ে আপত্তিকর ছিল Balfour Declaration নামে পরিচিত ব্যবস্থাটি। ব্রিটেনের বিদেশমন্ত্রী Arthur Balfour 2 Nov 1917 বিশিষ্ট ইহুদি নেতা Lord Rothschildকে একটি চিঠি লিখে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের একটি নিজস্ব বাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। যুদ্ধশেষে প্যালেস্টাইন ব্রিটিশ ম্যানডেটের অধীন হওয়ার সুযোগে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে ইহুদি সেখানে এসে বাস করতে শুরু করে। প্রচুর অর্থব্যয়ে তারা জমি কিনতে থাকায় আরবরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। ধনী ইহুদিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। এর ফলে মাঝে মাঝে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং পরে আমেরিকা ইহুদিদের পক্ষ সমর্থন করায় 14 May 1948 ইস্রায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তার পরবর্তী ইতিহাসও ইহুদি-আরব সংঘর্ষের ঘটনায় পূর্ণ। এইভাবে যুদ্ধের আগে ও পরে য়ুরোপ ও মধ্য-এশিয়ার মানচিত্র সম্পূর্ণ নূতন চেহারা নেয়।

প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতির অনতম ছিল একটি জাতিসঙ্ঘের [League of Nations] প্রতিষ্ঠা, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, যুদ্ধবর্জনের অঙ্গীকার, অস্ত্রহ্রাস এবং মুক্ত কূটনীতি। সদস্য রাষ্ট্রদের পারস্পরিক বিরোধে মধ্যস্থতা ও শর্ত অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারও জাতিসঙ্ঘকে দেওয়া হয়। ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলির মধ্যে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, তাই 10 Jan 1920 [শনি ২৫ পৌষ ১৩২৬] ভার্সাই চুক্তি কার্যকর হওয়ার দিনেই জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় ছিল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায়।

কিন্তু সূচনাতেই জাতিসঙ্ঘ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে প্রস্তাবক দেশ আমেরিকা যোগ না দেওয়ায়। আমেরিকার সিনেট ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলি মানতে অস্বীকার করে জাতিসঙ্ঘে যোগ দেয়নি। ফলে সংস্থাটি ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের কুক্ষিগত হয়ে উইলসনের উদার আদর্শবাদকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। তাই শান্তির নামে যে চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে তীব্রতর ভবিষ্যৎ অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে। কুড়ি বছরের মধ্যে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেয়।

গত বৎসর অক্টোবর [বা নভেম্বর] বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান হয়ে লেনিনের নেতৃত্বে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসারের জন্য শান্তির প্রয়োজন ছিল। সেইজন্যই লেনিন জার্মানদের অন্যায় দাবির কাছে নতি স্বীকার করে বিস্তৃত ভূখণ্ডের বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি। পুরোনো অধিকার হারিয়ে শিল্পপতি, জমিদার ও ক্ষমতার অংশীদার সেনানায়কদের একাংশ দেশে প্রতিবিপ্লবী সংঘর্ষ শুরু করে। বিপ্লবী রাশিয়ার যুদ্ধবর্জন অন্যান্য যুদ্ধরত দেশগুলিতে শান্তি আন্দোলনকে জোরদার বা বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে মিত্রবাহিনীর অন্তর্গত দেশগুলি অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকা প্রতিবিপ্লবী শ্বেত বাহিনীকে ['White Army'] সাহায্য করতে সৈন্য প্রেরণ করে। উত্তর রাশিয়ায় একটি বহুদেশীয় সৈন্যদল মারমানস্ক বন্দরে অবতরণ করে ও Archangel দখল করে নেয়। ফ্রান্স দখল করে ওডেসা, ইরাকের দিক থেকে আক্রমণ ক'রে ব্রিটেন তৈলসমৃদ্ধ বাকু অধিকার করে। পূর্বসীমান্তে ব্লাডিভস্তক অধিকৃত হয় জাপানি ও আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা। বাল্টিক অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহে এস্তোনিয়া ও লাতভিয়া এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ফিনল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে। এদিকে ফরাসিদের সহায়তায় পোলান্ড ইউক্রেনের বিস্তৃত অংশ দখল করে। আরও অনেক প্রতিবিপ্লবী সংঘর্ষে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বিপদের সম্মুখীন হয়। কিন্তু বিদেশি শক্তির আক্রমণে রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব দেশপ্রেম জাগ্রত হল। এই আবেগকে সম্বল করে ট্রটস্কি রেড আর্মি গঠন করেন এবং প্রতিবিপ্লবী ও বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। পরিণামে লালফৌজই জয়যুক্ত [1922] এবং Union of Soviet Socialist Republic [U.S.S.R.] প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বিচিত্র ধরনের। হোমরুল লীগের আন্দোলন মন্দীভূত না হলেও স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত মন্টেগু-ঘোষণায় আশান্বিত হয়ে জাতীয়তাবাদী নেতারাও ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সুযোগে বড়োলট চেম্‌স্‌ফোর্ড 27–29 Apr [১৪–১৬ বৈশাখ]

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত Imperial War Conference-এ ভারতীয় নেতাদের দিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন : 'That this Conference authorizes and requests His Excellency the Viceroy to convey to His Majesty the King-Emperor an expression of India's dutiful and loyal response to his gracious message, and assurance of her determination to continue to do her duty to her utmost capacity in the great crisis through which the Empire is passing.' এই প্রস্তাব গ্রহণে পাছে কিছু শর্ত আরোপ করেন, সেই আশঙ্কায় টিলক ও বেসান্টকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা হয়নি। অবশ্য গান্ধীজি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, যোগদানে প্রাথমিক অস্বীকৃতির পর তিনি সর্বশক্তি দিয়ে সৈন্যসংগ্রহে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

দিল্লির Imperial War Conference-এর মতো প্রদেশগুলিতেও গবর্নরেরা প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। উদ্দেশ্য একই ছিল, যুদ্ধপ্রয়াসে ভারতীয় সৈন্য ও অন্যান্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করা। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে বোম্বাই প্রদেশের গবর্নর লর্ড উইলিংডন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। 10 Jun [২৭ জ্যৈষ্ঠ] বোম্বাইতে এই সম্মেলন চলার সময়ে তিনি প্রারম্ভিক বক্তৃতায় হোমরুল লীগের কার্যকলাপের নিন্দা করেন এবং এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে টিলক ও কেলকারকে কিছু বলতে বাধা দিলে তাঁরা এবং গান্ধীজি, জিন্না, B.G. Horniman ও R.P. Karandikar তার প্রতিবাদে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। গান্ধীজি গবর্নরকে চিঠি লিখে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশের জন্য তাঁকে আহ্বান করেন। 16 Jun তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রায় বারো হাজার লোকের এক সভায় গবর্নরের আচরণের নিন্দা করা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি গান্ধীজি টেলিগ্রাম করে মন্টেগুকেও পাঠান। অবশ্য এর পরেও গান্ধীজি বোম্বাই প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তিনি 11 Aug [২৬ শ্রাবণ] নাদিয়াডে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। 1 Oct [১৪ আশ্বিন] প্রায় মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যান তিনি। অসুখের জের চলে Jan 1919-এর প্রায় শেষ পর্যন্ত। 20 Jan বোম্বাইতে অর্শের অপারেশনের পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সন্ত্রাসবাদের কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য 10 Dec 1917 রাওলাট কমিটি গঠিত হয়, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। লাহোরে অনুষ্ঠিত চারটি বৈঠক ছাড়া কমিটির সবগুলি বৈঠক বসে কলকাতায়, অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে সাক্ষ্যপ্রমাণ গৃহীত হয়— সাক্ষীদের নাম প্রকাশিত হয়নি, সাক্ষ্যের অসংগতি প্রমাণের কোনো সুযোগও জনসাধারণের ছিল না। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করে কমিটি তার রিপোর্ট জমা দেয় 15 Apr 1918 [২ বৈশাখ], রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় 19 Jul [৩ শ্রাবণ] তারিখে, মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শাসনসংস্কার রিপোর্ট [8 Jul : ২৪ আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত] প্রকাশের এগারো দিন পর। তারিখ দুটির সমাপতন লক্ষণীয়, ইংরেজের কৃপণ দক্ষিণ হস্ত যে দানটুকু বরাদ্দ করেছিল চতুর বামহস্ত তার অনেকটাই কেড়ে নিতে চেয়েছে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে। বস্তুত ভারতরক্ষা আইনে ইংরেজ আমলারা নিপীড়নের ক্ষেত্রে যে অবারিত সুযোগ লাভ করেছিল, যুদ্ধশেষে এই আইন রদ হলে তা থাকবে না— আর শাসনসংস্কারের প্রস্তাবে ভারতবাসী প্রশাসনকে অন্তত খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করবে, এই আশঙ্কায় তারা বৈপ্লবিক কাজকর্মের জুজু দেখিয়ে আইনের আবরণে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আদায় করতে চাইছিল। রাওলাট রিপোর্ট এই ইচ্ছারই প্রতিফলন। যুদ্ধবিরতির ছ'মাস পরে ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হবার আগেই তাই তাড়াহুড়ো করে রাওলাট আইন বা Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919 পাশ করিয়ে নেওয়া হয় [21

Mar 1919 : ৭ চৈত্র]। কিন্তু রাসবিহারী বসুর দেশত্যাগ, বাঘা যতীনের মৃত্যু, দিল্লি লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবীদের শাস্তিদানের পর এই সময়ে ভারতে বৈপ্লবিক কাজকর্মের কোনো অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। কিন্তু অবাক লাগে, রিপোর্ট দুটি প্রকাশিত হলে মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে রাওলাট রিপোর্ট ততখানি গুরুত্ব পায়নি জননেতাদের কাছে।

মন্ট-ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশের পরে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের মডারেট-গোষ্ঠী সংস্কার-প্রস্তাবকে সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যে 17 Aug [৩২ শ্রাবণ] কলকাতায় একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতাদের অভিমত ছিল এটিকে অগ্রাহ্য করার পক্ষে। 14 Jul বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হয় : 'That this Conference is of opinion that the scheme of Reforms of the Viceroy and the Secretary of State is disappointing and unsatisfactory and does not present real steps towards responsible government.'

কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গেলে সংস্কার-প্রস্তাব গ্রহণের দিকেই পাল্লা ভারি হতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদীদের একটি বৃহৎ অংশ রিপোর্টটিকে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েও শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রস্তাবটি বিবেচনার উদ্দেশ্যে সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে 29 Aug-1 Sep [১২–১৫ ভাদ্র] বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মডারেট-গোষ্ঠী এই অধিবেশন বয়কট করেন। তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করে Indian Liberal Federation বা ভারতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘ নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। মন্টেগুর ডায়ারি থেকে জানা যায়, এর পিছনে তাঁর হাত ছিল। বিশেষ কংগ্রেস অবশ্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা মেনে নিতে মডারেটদের আপত্তি হবার কথা ছিল না। কিন্তু তাঁরা আলাদা হতেই মনস্থ করেছিলেন, যা তাঁদের রাজনৈতিক অপমৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। বিশেষ কংগ্রেস সংস্কার-প্রস্তাবকে 'অসন্তোষজনক ও হতাশাব্যঞ্জক' আখ্যা দিয়েও একে পুরোপুরি বর্জন করেনি, তবে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন লাভের উদ্দেশ্যে কতকগুলি সংশোধনীর প্রস্তাব করে। Dec 1918-এ দিল্লিতে মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশনে মন্ট-ফোর্ড সংস্কার-প্রস্তাব সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাবই প্রকাশিত হয়। অসুস্থ গান্ধীজি কোনো অধিবেশনেই উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু তিনি সাধারণভাবে এই প্রস্তাব সমর্থন করে আন্দোলনের সাহায্যে এর ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।

কিন্তু গান্ধীজি ও দেশবাসীকে যা প্রায় খেপিয়ে তুলল, তা হচ্ছে রাওলাট রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত দুটি বিল— Indian Criminal Law (Amendment) Bill No. 1 of 1919 Criminal Law (Emergency Powers) Bill No. II of 1919— ভারতরক্ষা আইনের নিপীড়নমূলক ধারাগুলি অব্যাহত রেখে এতে জনগণের সাংবিধানিক অধিকার সম্পূর্ণ হরণ করার ব্যবস্থা পাকা করতে চাওয়া হয়েছিল।

6 Feb 1919 [২৩ মাঘ] ভাইসরয় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন, এইদিনই রাওলাট বিল পেশ করা হয়। দেশীয় সদস্যদের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বিলগুলি সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রেরিত হয়। প্রথম বিলটি সরকার প্রত্যাহার করে নিলেও দ্বিতীয় বিলটি সিলেক্ট কমিটির ভারতীয় সদস্যদের প্রতিবাদী মন্তব্য-সহ 8 Mar [২৪ ফাল্গুন] আলোচনার জন্য পেশ করা হল। 18 Mar [৪

চৈত্র] ভারতীয় সদস্যদের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে রাওলাট বিল পাশ হয়। স্যার ডব্লিউ. ভিনসেন্ট দেশবাসীকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেন, আইনটি আপাতত মাত্র তিন বৎসরের জন্য বলবৎ থাকবে। 21 Mar [৭ চৈত্র] ভাইসরয়ের স্বাক্ষর লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এর প্রতিবাদে মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না ও মজহর-উল-হক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

গান্ধীজি এই বিলের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেন। 24 Feb [১২ ফাল্গুন] গান্ধীজি, বল্লভভাই প্যাটেল, অনসূয়া সারাভাই প্রভৃতি সত্যাগ্রহ অঙ্গীকারে [Satyagraha Pledge] স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয়, যেহেতু এই দুটি বিল 'are unjust, subversive of the principles of liberty and justice, and destructive of the elementary rights of individuals on which the safety of the community as a whole and the State itself is based, we solemnly affirm that, in the event of these Bills becoming law and until they are withdrawn, we shall refuse civilly to obey these laws and such other laws as a Committee, to be hereafter appointed, may think fit, and we further affirm that in this struggle we will faithfully follow truth and refrain from violence to life, person or property.' এর পরে গান্ধীজির সভাপতিত্বে একটি সত্যাগ্রহ সভা গঠিত হয়। তিনি প্রস্তাব করেন, এই বিলের প্রতিবাদে এক দিন সারা দেশের লোক কর্মবিরতি পালন এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে উপবাস ও প্রার্থনা করবে। প্রথমে তারিখটি 30 Mar [রবি ১৬ চৈত্র] ঘোষিত হলেও পরে সম্ভবত আরও প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য তারিখটি নির্ধারিত হয় 6 Apr [রবি ২৩ চৈত্র]।

কিন্তু তারিখ পরিবর্তনের সংবাদ যথাযথভাবে পরিবেশিত হয়নি, ফলে অনেক জায়গায় 30 Mar-এই হরতাল পালিত হয়। অন্যান্য জায়গায় হরতাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ থাকলেও দিল্লিতে জনতার উপরে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে, বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে গেলে তাঁর সঙ্গেও পুলিশ দুর্ব্যবহার করে। আহতদের চিকিৎসার জন্য পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার ইংরেজ নার্সেরা বিদ্রোহীদের শুশ্রূষা করতে অস্বীকার করে।

লেফটেনান্ট-গবর্নর Michael O'Dwyerএর কুশাসনে পাঞ্জাবের অবস্থা বহুদিন ধরেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ছিল। 1915-এ গদর বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন ও লক্ষ লক্ষ পাঞ্জাবিকে প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্যদলে যোগদান করতে বাধ্য করে তিনি ইতিমধ্যেই সকলের অপ্রিয় হয়েছিলেন। যুদ্ধ-ফেরৎ বেকার সৈন্যরা এই অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ফলে পাঞ্জাবে 30 Mar ও 6 Apr-এর হরতাল শান্তিপূর্ণ হলেও সর্বাত্মক ছিল। 9 Apr অমৃতসরে রামনবমীর মিছিলও শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এই মিছিলে শিখ ও মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান শাসকদের চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে দিল্লির হাঙ্গামার সংবাদে উদ্বিগ্ন গান্ধীজি দিল্লি অভিমুখে রওনা হলে দিল্লি ও পাঞ্জাবের সরকার তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। 10 Apr পথিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পরের দিন বোম্বাই নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সারা ভারত অশান্ত হয়ে ওঠে। আমেদাবাদে গুজব রটে, গান্ধীজির শিষ্যা অনসূয়াবেনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উত্তেজিত জনতা আমেদাবাদে সরকারি বাড়ির ক্ষতিসাধন ও দুজন য়ুরোপীয়কে হত্যা করে।

এর উপর 10 Apr পাঞ্জাবের জনপ্রিয় নেতা ডাঃ সত্যপাল ও ড সৈফুদ্দিন কিচলুকে অজ্ঞাতস্থানে নির্বাসিত করা হলে অমৃতসর ও লাহোরে বিক্ষোভ দেখা দেয়, পুলিশ গুলি চালায়। গুলিচালনার প্রতিবাদে

অমৃতসরে জনতা হিংসাত্মক হয়ে উঠে পাঁচজন ইংরেজকে হত্যা ক'রে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, চার্চ প্রভৃতি জ্বালিয়ে দেয়। জনতা মিস্ শেরউড নামক এক ইংরেজ নার্সকে আক্রমণ করলে এক ভারতীয় তাঁকে রক্ষা করেন। এর ফলে শান্তিরক্ষার জন্য মিলিটারিকে ডেকে অমৃতসরের শাসনভার জেনারেল Reginald Edward Harry Dyer [1864–1927]-এর উপর ন্যস্ত হয়। ডায়ার শহরে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। 13 Apr [রবি ৩০ চৈত্র] বৈশাখী উৎসব উপলক্ষে প্রায় দশ হাজার লোক, তাদের অনেকেই গ্রামবাসী, উক্ত নিষেধের কথা না জেনে শহরের পূর্বদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি উদ্যানে সমবেত হন। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার অপরাধে ডায়ারের সেনাবাহিনী উদ্যানের একমাত্র প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে বিনা প্ররোচনায় বিন্দুমাত্র সতর্ক না ক'রে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। সরকারি মতেই মৃতের সংখ্যা ৩৭৯ ও আহত ১২০০— বেসরকারি হিসাবে প্রায় এক সহস্র লোক নিহত হয়েছিল। পরে তদন্তকারী হাণ্টার কমিশনের সামনে উদ্ধত ডায়ার বলে, সংকীর্ণ পথের কারণে অস্ত্রবাহী গাড়ি আনা যায়নি ও গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে মৃতের সংখ্যা এত কম, নইলে উচিত শিক্ষা পেত আন্দোলনকারীরা। 14 Apr পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হয়। এইদিনই গুজরানওয়ালায় বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। অভূতপূর্ব সব শাস্তির পরিকল্পনা করা হয়— তার মধ্যে মাটিতে নাক ঘষা, হামাগুড়ি দিয়ে চলা, সারাদিন গ্রীষ্মসূর্যের রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা, জনসমক্ষে চাবুক মারা যে-কোনো য়ুরোপীয়কে দেখলেই বাধ্যতামূলক সেলাম প্রভৃতিও ছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ সংবাদ প্রকাশ ও প্রেরণের উপরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, ফলে পাঞ্জাব বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর পরের ঘটনা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১ বৈশাখ [রবি 14 Apr 1918] প্রাতে যথারীতি রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে মন্দিরে উপাসনা করে নববর্ষকে বরণ করেন। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী উপাসনার আরম্ভে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে একটি গান করেন, দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথই গেয়ে শোনান।

রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র মুলু বা প্রসাদ নিকটবর্তী গ্রাম ভুবনডাঙায় দরিদ্র ছাত্রদের নিয়ে একটি নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যালয়গৃহের কাঠামোটি মোটামুটি এখনও রক্ষিত আছে; পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের সামনে একটি স্মৃতিফলক বসানো হয়েছে। এইদিন বিকেলে সেই ছাত্রদের খাওয়ানো হল। সীতা দেবী লিখেছেন : 'ঘাসের উপরেই সকলে বসিল, দুই লাইন করিয়া। এক দল হিন্দু, আর-এক দল মুসলমান। হিন্দু রমণীর হাতের রান্না খাইতে অবশ্য মুসলমান ছেলেরা কোনো আপত্তি করিল না। তখনও ধর্মমত লইয়া পাগলামিটা বেশি দূর গড়ায় নাই।'[১০৬]

সন্ধ্যায় ছেলেদের সার্কাস হয়। সীতা দেবী লিখেছেন :

> যথারীতি কাপড়ের বেড়া দিয়া, চীৎকার করিয়া, টিন পিটাইয়া সার্কাস শুরু হইল। ···সার্কাসে অবশ্য ছেলেদেরই খেলা শুধু দেখানো হইল, জন্তু-জানোয়ার কিছু ছিল না। ছেলেদের ভিতর দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষবাবুর একটি ক্ষুদ্র ভাগিনেয়, ডাক নাম রুনী, এই দুইজনেই খুব বাহবা পাইল। সার্কাসে একটু ভাঁড়ামি থাকা দরকার। যতীন কর -নামক একটি বালক আর-এক সাথী লইয়া এই অংশের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ক্লাউনের

খেলার নাম হইয়াছিল 'মোজাকে খেল'। 'মোজা'গুলি অবশ্য বালকবালিকারা যতটা উপভোগ করিল, আমাদের ততটা ভালো লাগে নাই, অবশ্য বিশেষ মন্দও লাগে নাই। সার্কাসে ব্যাণ্ডও বাজিল, ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজও হইল।'[১০৭]

তৎকালীন ছাত্র ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা অবশ্য জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে একটি বাচ্ছা ঘোড়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যাকে খেলা শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন নেপালি ছাত্র নরভূপ— খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি নাম করেছেন নানা কসরতে পারদর্শী মেঘেন ও চণ্ডীর। তিনি লিখেছেন :

প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে একটি গীত বাজানোর পরই শুরু হয় খেলা। সমস্ত আয়োজন, ভাবগতি দেখে তখন মনে হয়েছিল যেন সত্যিই আসল সার্কাস দেখছি। একটির পর একটি খেলা সুন্দরভাবে দেখানো হয়ে গেলে সকলের শেষের খেলাটি কয়েকটি ছেলেকে একটি গোরুর গাড়িতে বসিয়ে সেটি একটি শুয়ে থাকা ছেলের বুকের ওপর দিয়ে পারাপার করা। দ্বিজেন মুখোকে আমরা দ্বিজেন গুণ্ডা বলে ডাকতাম, তার শরীর ছিল পালোয়ানের মতো ঠাস। গায়েও ছিল অসীম শক্তি। শতরঞ্জ পেতে মাটির ওপরে চিত হয়ে সে শুয়ে আছে, তার বুকের ওপর কাঠের তক্তা পেতে দেওয়া হল এবং কয়েকটি ছাত্র বসিয়ে পাশ থেকে গোরুর গাড়িটিকে যখন তার বুকের ওপর ওঠানো হল, তাই না দেখে গুরুদেব চোখ বুজে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লেন— হয়তো বা ছেলেটি মরেই যাবে এই ভয়ে। কিন্তু গাড়িটি যখন তার বুকের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল এবং ছাত্রটি বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াল তখন গুরুদেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছেলেটিকে পিঠে হাত বুলিয়ে তার বাহাদুরীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।[১০৮]

পরদিন ২ বৈশাখ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মী সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন উপাসনা করেন, রবীন্দ্রনাথ শিশুর মুখে অন্নদান করে নাম রাখেন 'সৌম্যকান্ত'।

এইদিনই আশ্রমের ছাত্রেরা একটি অসমসাহসিক কর্ম করে। নিকটবর্তী একটি গ্রামে চিতাবাঘ বেরিয়েছে শুনে 'আদ্যবিভাগের কয়েকজন বড় বড় ছেলে লাঠি, ভোজালি, রাম-দা, যে যাহা পাইল তাহা লইয়াই বাঘ শিকার করিতে যাত্রা করিল। ···ক্রমে অধ্যাপকেরা, মাঝারি ছেলেরা এবং অবশেষে শিশুবিভাগের বাচ্চার দলও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল।' এই বর্ণনা দিয়ে সীতা দেবী লিখেছেন : 'এখন ভাবিলে অবাক্ লাগে যে কেহ তাহাদের বারণ করে নাই কেন। সাধারণ বাঙালী ছেলের তো শুধু-হাতে বাঘ মারিতে যাওয়ার উৎসাহ কখনও হয় না, হইলেও অভিভাবকবর্গ তাহাতে উৎসাহ মোটেই দেন না। তখনকার আশ্রমের আবহাওয়াই ছিল অন্যরকম।'[১০৯]

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ছাত্রের সহায়তায় নেপালি তরুণ নরভূপ রায় প্রায় হাতাহাতি লড়াই করে বাঘটিকে হত্যা করেন। সীতা দেবী ক্ষিতিমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন্দ্রমোহন সেনের নাম করেছেন, কিন্তু প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে ছাতা হাতে তাঁর যুদ্ধযাত্রার যে বিবরণ দিয়েছেন তা ঠাট্টা না হলে তাঁর কৃতিত্ব মেনে নেওয়া শক্ত। প্রমথনাথ বীররসাত্মক এই ঘটনাটিকে হাস্যরসাত্মক করে তুলেছেন নিজের ও বন্ধু ভজুর বীরত্বের বর্ণনায় এবং 'লক্ষ লক্ষ খাদিত মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি' হিসেবে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর বাঘের মাংস খেতে চাওয়ার ইতিবৃত্ত রচনা করে। নিজের রাঁধা 'সুপক্ক ঘৃতসুগন্ধি' সেই মাংস তাঁর নাকি খাওয়া হয়নি পাগলে বাঘের মাংস খেলে পাগলামি সেরে যায় শুনে! এই বর্ণনা পড়ে সীতা দেবীর মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করতে হয় : 'তখনকার আশ্রমের আবহাওয়াই ছিল অন্যরকম'!

নরভূপ ও গুরুতর আহত কয়েকটি ছাত্রকে কলকাতায় পাঠাতে হয় চিকিৎসার জন্য।

এইদিনই দুপুরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা রওনা হয়েছিলেন, সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা রওনা হবার কথা ছিল। কিন্তু সান ফ্রান্সিসকোতে ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নাম টেনে আনায় সেই যাত্রা বাতিল হয়। কলকাতায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যু হয় ২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে। কন্যার স্মৃতিকে

বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার বাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'মাধুরীলতা বৃত্তি' নামে ২৫ টাকার একটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, শশধর সিংহ দীর্ঘকাল এই বৃত্তি লাভ করেছেন।

বিদেশ যাত্রা বাতিল হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেন। এর আগে আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে লিংকন শহরের অধিবাসীরা বিদ্যালয়ের জন্য একটি ছাপার মেসিন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এর জন্য আমেরিকাতেই তিনি টাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম পাঠাবার নির্দেশ দেন। দেরি হলেও সেগুলি গত বৎসরেই পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু মুদ্রণকার্য আরম্ভ করার সরকারি অনুমতি পেতে দেরি হওয়ায় তখনই কাজ আরম্ভ করা যায়নি। সেই বাধা দূর হলে রবীন্দ্রনাথ ২৩ জ্যৈষ্ঠ [6 Jun] প্রবাসী-র সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন, পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ 'সুকুমারের ভাই'কে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসার জন্য। চারুচন্দ্র এই বিষয়ে বিলিতি ডিগ্রি-পাওয়া সুকুমার রায়কেই সেখানে নিয়ে আসেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র নিমাই, বিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকটি ছাত্রকে কম্পোজ ও ছাপানোর কাজ শিখিয়ে শান্তিনিকেতন প্রেস চালু হয়। এখান থেকে প্রথম মুদ্রিত বই 'গীতপঞ্চাশিকা' প্রকাশিত হয় আশ্বিন মাসে। তার পরে বেরোয় 'অনুবাদ-চর্চ্চা' ও *Selected Passages for Translation from English into Bengali*। এই বৎসরে আর-একটি বই মুদ্রিত হয় *The Fugitive*—'Private Circulation'-এর জন্য অল্প কয়েকটি কপি ছাপা হয়েছিল।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য সপরিবারে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর তৃতীয়া কন্যা প্রীতি বা রাণুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর পত্রমিতালি গড়ে উঠেছিল। কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য ফণিভূষণকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করলে তিনি সপরিবারে 4 Jun [২১ জ্যৈষ্ঠ] সেখানে আসেন। মাসাধিককাল সেখানে থেকে তাঁরা ২৬ আষাঢ় [বুধ 10 Jul] কাশী রওনা হন। এই সময়ের মধ্যে রাণু শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিলেন, ফলে তিনি ফিরে যাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে তাঁর জীবনযাত্রা ও শান্তিনিকেতনের পরিবেশ আরও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে পেরেছে।

রাণুর মামা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিশ্বনাথ তখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। পুত্রকে দেখতে এসে তিনি কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি বাংলা ও হিন্দি ভাষায় 'কো বাং চো চাং' (কোমর বাঁধো চোখ চাও) শীর্ষক একটি বক্তৃতা করে সকলকে মুগ্ধ করেন।

ক্ষিতিমোহন সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা রেণুকার বিবাহ হয় ২৬ শ্রাবণ [11 Aug] হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এই উপলক্ষে ক্ষিতিমোহনকে ২০০ টাকা দান করা হয়েছে। বিবাহের একটি কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা আছে রাণুকে লেখা ২৭ শ্রাবণের পত্রে। বিদ্যালয়ের কবি-ছাত্র সতীশচন্দ্র রায় এই উপলক্ষে একটি কবিতা লেখেন, অমিতা সেন তাঁর 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' গ্রন্থে [পৃ ১৯–২২] সেটি উদ্ধৃত করেছেন।

রাণুকে লেখা উক্ত চিঠিতেই পেরুর কন্সাল জেনারেলের আশ্রম পরিদর্শনে আসার কথা লেখা হয়েছে। এর কিছুদিন পরেই দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স্ কলেজের প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্র এসে ৪ ভাদ্র থেকে ২৭ ভাদ্র [21 Aug-13 Sep] শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যান।

এখানকার প্রতি আগ্রহ অনেকেরই বাড়ছিল। একটি গুজরাটি পরিবার এখানে এসে তাঁদের চারটি সন্তানকে ভর্তি করে দিয়ে যান।

বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। হাতের কাজে ছেলেদের পারদর্শী করার জন্য এখানে একটি টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রথমাবধিই ছিল, এর জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ও করেছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এবারে তিনি আরও গুরুত্বের সঙ্গে এই কাজে হাত দিলেন। কুষ্টিয়ার কুঠিবাড়িতে ঠাকুর কোম্পানির আমলের একটি জেনারেটর ছিল। সেটিকে আনা হল বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে। ৬ শ্রাবণ [22 Jul] 'বোলপুরের বাড়ীতে Electric আলো ও পাখা ফিট করার জন্য' প্রভু সিংকে ৫০০ টাকা দেওয়ার হিসাব থেকে এর সূচনাকালটি চিহ্নিত করা যায়। ছাত্রাবাস প্রভৃতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় পরের বছরে। ১০ ফুট ব্যাসের দুটি 'Red Cross' উইন্ডমিল পাঠানোর জন্য আমেরিকায় জর্জ ব্রেটকে রথীন্দ্রনাথ চিঠি লেখেন 13 Oct [২৬ আশ্বিন]। এইসব পরিকল্পনার কথা শুনে পার্শি বণিক বোমানজি টেকনিক্যাল বিভাগের জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার টাকা করে দান করার প্রস্তাব করেন। নাম প্রকাশ করতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁর দানের কথা জেনে অন্যেরা যদি উদ্বুদ্ধ হন তাহলেই তাঁর নাম প্রকাশ করা যেতে পারে বলে তিনি শর্ত দেন। ২৩ আশ্বিন [10 Oct] 'মাঃ Bomanjee Ratanjee' ৫০০০ টাকা পাওয়া যায়।

এর ফলে রবীন্দ্রনাথ আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 20 Oct [৩ কার্তিক] তিনি বঙ্কিমচন্দ্র রায়কে লেখেন : 'বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রথী সেখানে গিয়া একটা টেক্‌নিক্যাল বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে— একটা Smithy খোলা হইয়াছে— আরো অনেক প্রকারের আয়োজন হইতেছে।'[১১০] কিন্তু তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনের মতো জায়গায় এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও সরঞ্জাম পাওয়া দুরূহ ছিল। তাই ৪ বৈশাখ ১৩২৬ [17 Apr 1919] তাঁকেই লিখতে হয় : 'এখানে টেক্‌নিকাল বিভাগের আয়োজন কিছু কিছু হয়েছে— যন্ত্রও এসেচে— কেবল চালনা ও শিক্ষাদান করবার লোকের অভাব। প্র— বলে একজন national college-র লোককে রাখা হয়েছিল— তিনি honest নন, তাঁকে বিদায় করতে হয়েচে। বিদ্যুৎ আলোর ব্যবস্থা সেই কারণেই পড়ে আছে।'[১১১] ছুটি উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য এসে পরামর্শ দিয়ে যাওয়ার অনুরোধও তিনি করেছিলেন। কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও ছাত্রদের অনাগ্রহের ফলে এই চেষ্টাও যথেষ্ট সুফল প্রসব করেনি।

যুবা বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের আদর্শকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। এইবারে তিনি বিদ্যালয়েও একটি সমবায়ভাণ্ডার স্থাপন করে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এই আদর্শ সঞ্চার করতে সচেষ্ট হলেন। সীতা দেবী জানিয়েছেন, 'Co-operative Society সম্বন্ধে ছেলেদের সব বুঝাইয়া বলা হইবে বলিয়া ছাদেই একটি ছোটখাট সভা ও হয়। এই সময়েই ১ আশ্বিন [18 Sep] রবীন্দ্রনাথ প্রাক্তন ছাত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখেন : 'আমরা বিদ্যালয়ে একটি Co-operative store খুলিবার চেষ্টায় আছি।' রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ [শ্রাবণ ১৩৯১] থেকে জানা যায়, শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড 20 Dec 1918 [৫ পৌষ] নামে এটি নিবন্ধীকৃত হয় [রেজিস্ট্রেশন নং ৩৯৩]। বর্তমান 'বিশ্বভারতী সমবায় সমিতি' এরই উত্তরসূরি।

নারায়ণ কাশীনাথ দেবল ভাস্কর্যবিদ্যা শিখে ইংলন্ড থেকে ফিরে এসে বিচিত্রা-য় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

থেকে জানা যায়, তিনি মাটি দিয়ে রাণুর একটি মূর্তিও গড়ছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি কাজের যথার্থ ক্ষেত্র পাননি। তাই চাকুরির সন্ধানে মাদ্রাজে গিয়ে সম্ভবত সেখানকার গবর্মেন্ট আর্ট স্কুলে যোগ দেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না।

রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করে কলকাতায় গিয়ে সিটি স্কুলে কাজ করছিলেন। বিচিত্রা লাইব্রেরির বইপত্র ক্যাটালগ করার কাজও তিনি করেছিলেন। সেখানে সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা সুধাময়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবার কথা ছিল। আশ্রমের কাজে তাঁকে আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ ৫ ভাদ্র [22 Aug] লেখেন :

ইংরেজি পড়াইবার, লাইব্রেরি দেখিবার লোকের দরকার। আপাতত আমিই পড়াইতেছি, আমার পড়ানোর প্রণালী কঠিন, কাহাকেও তৈরি করিয়া লইতে চাই। সস্ত্রীক যদি আসিতে পার তবে ত ভালই হয় কিন্তু কোথায় যে জায়গা দিব এখনো ভাবিয়া পাইনা। নূতন ঘর তৈরি করিবার মত সামর্থ্য নাই। দেবল চলিয়া গেছে। যদি তাহার ঘরে তোমাদের চলে এবং ওটা পাওয়া সম্ভব হয় তবে কথাই নাই। একবার দুই একদিনের জন্য যদি আসিতে পার তবে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়।[১১২]

প্রভাতকুমার এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

শিক্ষকদের সপরিবারে থাকার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। একধরনের সমাধানের বিবরণ পাওয়া যায় ১৩ শ্রাবণের ক্যাশবহির হিসাব থেকে : 'বঃ নেপালচন্দ্র রায় দঃ তাঁহার নিজ জমি খরিদের জন্য হাওলাত দেওয়া যায় ১৫০৲'। গৃহসমস্যার সমাধানের জন্য এটি ও অন্যান্য পথ নেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী বৎসরের বিবরণে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন একটানা আশ্রমে ছিলেন বলে প্রতি বুধবারে সকালে তিনি মন্দিরে উপাসনা করেছেন। পূর্বের মতো এই উপাসনা লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু কোনো-কোনো দিনের উপাসনার মূল কথাগুলি তিনি রাণুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রতিদিন উপাসনার পরে অ্যান্ডরুজ তাঁর কাছ থেকে মূল বক্তব্য ইংরেজিতে বুঝে নিতে আসেন বলেই কথাগুলি তাঁর মনে থাকে। অ্যান্ডরুজও এই অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে লেখা 21 রুঞ্জব-এর চিঠিতে : 'The days of the last term, when I was with you,— seem now like a dream; and it is a dream of great happiness to look back upon,— especially those wonderful evenings, when you gave us so overflowingly from your own abundance; and those Wednesday mornings in the mandir, with the treasured joy always before me of sitting afterwards at your feet and hearing your own version of your Bengali words.'[১১৩]

১০ আশ্বিন [শুক্র 27 Sep] সন্ধ্যায় মন্দিরে রামমোহন-স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

এইদিনই 'শ্রেয়সী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা শান্তা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ৭৪ পৃষ্ঠার হাতে-লেখা পত্রিকাটির রচনা-সূচিটি এইরূপ : রামলীলা/সীতা দেবী; গ্রন্থসাহেব/কিরণবালা সেন; চিরদিনের [কবিতা]/হেমলতা দেবী; পূর্ববঙ্গে বর্ষাকাল/রেণুকা দেবী; অন্নবস্ত্র/যুগলমোহিনী দেবী; বোঝা বওয়া/হেমলতা দেবী; চন্দননগর ভ্রমণ/শৈলবালা দেবী; মোক্ষদা দেবী/রমা দেবী; চিত্র পরিচয় [কবিতা]/[নামহীন]; নৌকাডুবি/

শোভনা দেবী; আত্মোৎকর্ষের পথ/[নামহীন]; মণ্ডলীর মূল্য/শান্তা দেবী; পাতিব্রত্য/সুরবালা দেবী; হাতি ধরা/স্বর্ণরেখা দেবী; বেদনা [কবিতা]/[নামহীন]।

ভাদ্র মাসে দুই শিল্পী ছাত্র পাঁচকড়ি ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের [1904–80] সম্পাদনায় 'ছবি' নামে ক্ষণজীবী একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রভবনে এর মাত্র দুটি সংখ্যা রক্ষিত আছে— ভাদ্র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা। প্রথম সংখ্যাটির ভূমিকায় সম্পাদকেরা লিখেছেন : 'পূজনীয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের উৎসাহ ও একান্ত সাহায্যে আজ আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি বাহির করিতে সমর্থ হইলাম।' এই সংখ্যায় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, বিনোদবিহারী, পাঁচকড়ি ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্নদাকুমার মজুমদার প্রভৃতির ১৪টি ছবি আছে— পরের সংখ্যায় আছে ১২টি ছবি।

১ আশ্বিন [বুধ 18 Sep] সন্ধ্যায় দেহলির ছাদে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে শিশু-সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়; সম্পাদক মৌলিনাথ শাস্ত্রী ও কবি-গায়ক সমরেশ সিংহ। সীতা দেবী লিখেছেন, সেদিনকার গান গল্প ও কবিতা-পাঠ সবই ভালো হয়েছিল— শুধু 'কাবুলি বেড়াল' অভিনয়টি তাঁর ভালো লাগেনি।

১৭ আশ্বিন [শুক্র 4 Oct] মহালয়ার দিন থেকে পূজাবকাশ আরম্ভ হয়। তার আগের দিন ১৬ আশ্বিন 'শারদোৎসব' অভিনয় হবার কথা ছিল, কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় ছোটো একটি সংস্কৃত নাটক ও *Autumn Festival* অভিনীত হয়।

'যুদ্ধজ্বর' নামে পরিচিত ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকারে পৃথিবীর বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ৫ শ্রাবণ [21 Jul] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছেন : 'আমাদের ইস্কুলেও সেই জ্বর এসে পড়েচে। কিন্তু অন্য জায়গার মত তেমন প্রবল নয়। অনেক ছেলেই এখন হাঁসপাতালে গেছে।' সীতা দেবী লিখেছেন : 'এই সময়ে আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাত বেশিরকম আরম্ভ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ একটু উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোজই পীড়িত ছেলেদের দেখিয়া বেড়াইতেন, চিকিৎসাও করিতেন। সাধারণ উদ্ভিদ হইতে কি একটা প্রতিষেধকও তৈয়ারি করিলেন, যথাকালে সেবন করিয়া অনেকে জ্বরের হাত এড়াইল।'[১১৪] কয়েকমাস পরে অজিতকুমার চক্রবর্তীর মরণাপন্ন পীড়ার কথা শুনে তিনি গর্ব করে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন : 'ছাত্র সৌভাগ্যক্রমে সকলেই ভাল আছে— তাদের সকলকেই রোজ পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাওয়াই— আমার বিশ্বাস সেই জন্য তাদের মধ্যে একটি case-ও হয়নি, অথচ তারা অধিকাংশই সংক্রামকের কেন্দ্র থেকে এবং রোগগ্রস্ত পরিবার থেকে এসেচে।'[১১৫]

কিন্তু এত করেও আশ্রমকে মৃত্যুর আঘাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। পৌষোৎসবের সময়ে মিস্ ফেরিং নামের একজন ডেনিশ মহিলা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আসার কিছুদিন পরেই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। অল্পদিনের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেও আশ্রমের মহিলাদের মধ্যে যাঁরাই তাঁর সেবা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই এই রোগের সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকজন সামান্য রোগভোগের পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী ও কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী দেবীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। অন্য দুজন দীর্ঘ চিকিৎসায় সুস্থ হন, কিন্তু সুকেশী দেবীর মৃত্যু হয় ১৮ পৌষ [2 Jan 1919] তারিখে। সীতা দেবী লেখেন, সুকেশী দেবীর শ্রাদ্ধের দিন [২৭ পৌষ] ম্যাট্রিক টেস্টে পাস করেনি বলে একটি ছাত্র আত্মহত্যা করে। তার দু-একদিনের মধ্যে একটি সাঁওতাল ভৃত্য রেললাইনে কাটা পড়ে, অনেকে এটিকেও আত্মহত্যা বলে মনে করেন। 'সকলেই যেন আতঙ্কে স্তব্ধ, কয়েকজন চাকরবাকর কাজ ছাড়িয়া ভয়ে পলাইয়া গেল।'

১৭ অগ্র [মঙ্গল 3 Dec] রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছেন : 'অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেছে, আজ থেকে ইস্কুলমাস্টারি ফের শুরু হল।' বিদ্যালয়ের ছুটি হয়েছিল ১৭ আশ্বিন, দু'মাস পুজোর ছুটি থাকা কিছুটা অস্বাভাবিক— এর বিশেষ কোনো কারণ ছিল কিনা বলার উপায় নেই।

তবে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়কে নূতন রূপ দেবার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুজোর ছুটি আরম্ভ হলে ২২ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। তার আগের দিন অ্যান্ডরুজ ও রথীন্দ্রনাথের কাছে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে একটি সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র করে তোলার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। পরের দিন গুজরাটি অভিভাবকেরা কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁদের কাছেও পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা উৎসাহিত হয়ে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, সেখানেই কেশবজি টেকনিক্যাল বিভাগের জন্য ৫০০ টাকা দান করেন।

এর পরে এরই প্রস্তুতি চলতে থাকে। ২৫ অগ্র [11 Dec] রবীন্দ্রনাথ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'আমাদের বিদ্যালয়ের নানারকম নূতনের প্রবর্তন ও পুরাতনের সংস্করণের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছি। ঘরবাড়িও অনেক বাড়াতে হচ্চে।'

৭ পৌষ [রবি 22 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক পালিত হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কাজ করেন।

ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন [1860–1939] ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [1876–1938] এইদিন পৌষমেলায় উপস্থিত ছিলেন— উভয়েরই এইটি প্রথম শান্তিনিকেতন ভ্রমণ। জলধর সেন মেলার বিবরণে লিখেছেন :

> দেখিলাম, অনেক স্থান হইতে বহু দোকানদার নানা দ্রব্যের দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। সহস্র-সহস্র নর-নারী, বালক-বালিকা অনেক দূর হইতে এই মেলা দেখিতে এবং নানা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। অনেকগুলি গো-যানে চড়িয়া গৃহস্থ মহিলারাও মেলা দেখিতে আসিয়াছেন। ···
>
> মেলায় শুধু দোকানপাট আসিলেই হয় না, অন্য প্রকার আমোদেরও আয়োজন করিতে হয়। শান্তি-নিকেতনে তাহারও অভাব দেখিলাম না। এক স্থানে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানা খাটাইয়া তাহার নীচে যাত্রা-গান আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাত্রাওয়ালারা কংসবধ পালা গান করিতেছিল, আর শত শত নর-নারী সেই যাত্রা শুনিতেছিল। ···এক স্থানে দেখিলাম, বাউলেরা গানের আসর জমাইয়া বসিয়াছে; আর একদিকে কতকগুলি লোক নাগর-দোলায় দোল খাইতেছে। সকলেরই মুখে আনন্দের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে। ···
>
> উপাসনা শেষ হইলে আমরা বাজী-পোড়ানো দেখিতে গেলাম। শুনিলাম, বীরভূম অঞ্চলের কারিগরেরাই এই উপলক্ষে বাজী সরবরাহ করিয়া থাকে,— কলিকাতা বা অন্য স্থান হইতে বাজী আনা হয় না; সুতরাং আমরা মনে করিয়াছিলাম, বিবাহ-আদি ব্যাপারে যে সকল মামুলী বাজী পোড়ান হয়, তাহাই হইবে; এই কন্‌কনে শীতের মধ্যে শুধু কর্ম্মভোগই হইবে। কিন্তু বাজী পোড়ান আরম্ভ হইলে আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম; মফস্বলে, বিশেষতঃ বীরভূম জেলার পল্লী-কারিগরেরা যে সমস্ত বাজী প্রস্তুত করিয়াছিল, সে প্রকার বাজী মফস্বলে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কে ইহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবে? এই বোলপুর অঞ্চলের কারিগরেরা উৎসাহ পাইলে আরও কত উন্নতি করিতে পারে। উৎসাহের অভাবে আমাদের দেশের কত উৎকৃষ্ট শিল্প যে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে, তাহার কথা কে ভাবে? বোলপুরের এই মেলা দেখিয়া একটী কথাই বার-বার আমাদের মনে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে যদি অনুষ্ঠাতৃগণ এই জেলার বা জেলার এই অংশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য পুরস্কার দেন এবং সমাগত কৃষক ও শিল্পীদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই মেলার আয়োজন অধিকতর সার্থক হয়।[১১৬]

জলধর সেনের এই প্রস্তাব কিছুদিনের মধ্যেই কার্যকর হয়; ১৩২৯ সালের মেলায় গ্রাম্য শিল্প ও কৃষি-বিষয়ক একটি বড়ো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

৮ পৌষ [সোম 23 Dec] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বার্ষিক সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। সভাভঙ্গের পরে 'শিশুবিভাগের ঘরগুলির পিছনের মাঠে' বৈদিক আচারাদি ও মন্ত্রপাঠের পর ভিত্তিগর্ভে রবীন্দ্রনাথ আতপতণ্ডুল

জল কুশ ফুল প্রভৃতি নিক্ষেপ করে বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 'বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিশ্বমানবের প্রতিনিধি-স্বরূপ গর্তে মৃত্তিকা দিলেন'। দুপুরে স্পোর্টস্ এবং বিকেলে সুকুমার রায়ের 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান ও কতকগুলি কৌতুকাভিনয় হয়।

৯ পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে আশ্রমের লোকান্তরিত অধ্যাপক ও ছাত্রদের স্মরণ করে উপাসনা হয়। নেপালচন্দ্র রায় আচার্যের কাজ ও জগদানন্দ রায় পরলোকগতদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন।

এর পরে মেয়েরা একটি 'আনন্দবাজার' খোলেন। সীতা দেবী লিখেছেন :

হট্টগোল হইল প্রচুর, জনসমাগমও শান্তিনিকেতনের পক্ষে বেশ ভালোই হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময়ই জমিল সব-চেয়ে বেশি। আমরা দুই বোন এবং সুকেশী দেবী নিচুবাংলায় হেমলতা দেবীর ঘরের সামনে ব্লাউজ ফ্রক প্রভৃতির একটি দোকান খুলিয়াছিলাম। আশ্রমবাসী কয়েকজন যুবক আমাদের ক্রেতা জুটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, জিনিস বিক্রি হইল মন্দ নয়। ··· আমাদের পাশে মিস্ ফেরিংও একটি দোকান খুলিয়া বসিয়াছিলেন। বিকালে নিচুবাংলার ঘেরা উঠানে শামিয়ানা টাঙাইয়া খাবারের দোকান খোলা হইল। সুকেশী দেবীর বালক-ভৃত্য লক্ষ্মণের গলায় ঝুলানো মস্ত এক প্ল্যাকার্ডে 'শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন, বউঠাকুরানীর হাটে' লিখিয়া, ছেলেটাকে আশ্রম ঘুরিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ছেলের দল এইবারে সদলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সরবে এবং সানন্দে মেলা চলিতে লাগিল। তাহার পর যে যাহার দোকানপাট তুলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলাম।[১১৭]

এই বিবরণ থেকেই জানা যাচ্ছে, মেলাটি 'বৌঠাকুরানীর হাট' নামেও অভিহিত হয়েছিল। ৯ ফাল্গুনের হিসাবে লেখা হয়েছে : 'Dr. D.N. Maitra দঃ বৌঠাকুরাণীর হাটে কাপড় খরিদ করেন···৭৲' ২৬ ফাল্গুনের আর-একটি হিসাব : 'শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দঃ শান্তিনিকেতনের বৌঠাকুরাণীর হাটে কাপড় বিক্রি বাবদ জমা ৩৬ ৷৷৹।

জীবনস্মৃতি-র বিস্তারিত 'গ্রন্থপরিচয়'-প্রণেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এইদিনই তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে প্রাক্তন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর দুই কন্যার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন।

১০ পৌষ [বুধ 25 Dec] মন্দিরে খ্রিস্টোৎসব হয়।

এর পরে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণভারত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য অনেক দান সংগ্রহ করেন। ৬ ফাল্গুন [18 Feb 1919] ক্যাশবহিতে হিসাব লেখা হয়েছে : 'মাঃ Sir R. Tagore ১ চেক ৩৫০৲ ১ চেক ৮০০৲ নগদ ৯০০৲ / ২০৫০৲', পরের দিনের হিসাব : 'মা° শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দঃ ইনশিওর যোগে নগদ পাওয়া যায় ১৬০০৲'। সেখানে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে দুর্বল হয়ে পড়লেও ৩০ চৈত্র [রবি 13 Apr 1919] সন্ধ্যায় যথারীতি বর্ষশেষের উপাসনা করেন।

উল্লেখপঞ্জি

১ পুণ্যস্মৃতি। ১৫৩

২ ভানুসিংহের পত্রাবলী [১৩৬৯]। ১৫, পত্র ৫

৩ পুণ্যস্মৃতি। ১৫৮

৪ চিঠিপত্র ১১। ১৫, পত্র ৮

৫ ঐ ৭। ৯১, পত্র ৫৯

৬ দ্র সুকুমার সাহিত্যসমগ্র ৩। ২৮৭

৭ পুণ্যস্মৃতি। ১৬৩

৮ ঐ। ১৬৪

৮ক *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 14/ 383–84, No. 261

৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল খসড়া, অস্বাক্ষরিত

১০ দ্র পুণ্যস্মৃতি। ১৬৫–৬৭

১১ সমীর রায়চৌধুরী, 'জার্মান-হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলা ও রবীন্দ্রনাথ' : যুবমানস, May 1987/ ২০

১২ Stephen N.Hay, 'Tagore in America': *American Quarterly*, Fall 1962 / 400

১৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খসড়া

১৪ *A House in Chicago* / 156

১৫ র-প্রতিলিপি

১৬ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ১০, পত্র ১

১৭ বি.ভা.প., শ্রাবণ ১৩৭৫। ৩, পত্র ৫

১৮ দেশ, ২৫ ফাল্গুন ১৩৯১। ১২, পত্র ৬৯

১৯ ঐ। ১২, পত্র ৭০

২০ ডায়ারি। ১১৩

২১ পুণ্যস্মৃতি। ১৭১

২২ ঐ। ১৭২

২৩ চিঠিপত্র ৫। ২৪৩, পত্র ৬৯

২৪ পুণ্যস্মৃতি। ১৭২–৭৩

২৫ র-মূল

২৬ পুণ্যস্মৃতি। ১৭৩

২৭ অপ্রকাশিত পত্র

২৮ দ্র বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১। ২০–২১, পত্র ১

২৯ ঐ। ১, পত্র ১

৩০ ঐ। ২৩, পত্র ৪

৩১ দেশ, ১৭ অগ্র ১৩৬২। ৩২৩, পত্র ১৮

৩২ র-মূল

৩৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৬৩। ১৫, পত্র ৫

৩৪ র-মূল

৩৫ পথে ও পথের প্রান্তে [১৩৬৩]। ১১০, পত্র ৪৮

৩৬ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ১৮, পত্র ৬

৩৭ ঐ। ১৯–২০, পত্র ৭

৩৮ র-প্রতিলিপি

৩৯ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ২৩, পত্র ৯

৪০ দ্র অমিতা সেন : শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা [1987]। ১৯–২২

৪১ র-প্রতিলিপি

৪২ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১। ৫, পত্র ৩

৪৩ পুণ্যস্মৃতি। ১৮৮

৪৪ দেশ, ১৭ অগ্র ১৩৬২। ৩২৩, পত্র [২২]

৪৫ ঐ। ৩২৩, পত্র [২৩]

৪৬ র-প্রতিলিপি

৪৬ক র-মূল

৪৭ পুণ্যস্মৃতি। ১৮৮

৪৮ দেশ, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ১৭৪, পত্র ৩

৪৯ *Imperfect Encounter* / 253, No.128

৫০ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১। ২৪, পত্র ২৩

৫১ পুণ্যস্মৃতি। ১৮৮

৫২ দেশ, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ১৭৪, পত্র ৩

৫৩ চিঠিপত্র ১০। ৬২–৬৩, পত্র ৭

৫৪ ঐ ১০। ৪৭, পত্র ৪৩

৫৫ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৪৫, পত্র ১৯

৫৬ র-মূল

৫৭ পুণ্যস্মৃতি। ১৯৩

৫৮ ঐ। ১৯৫

৫৯ চিঠিপত্র ২। ৫৫–৫৬, পত্র [১৯]

৬০ র-প্রতিলিপি

৬১ শিক্ষা [১৩৭৯]। ২৪৮

৬২ স্মৃতিপটে [১৩৯৮]। ৫৩–৫৪

৬৩ ঐ। ৫৪

৬৪ চিঠিপত্র ৭। ৯৫, পত্র ৬৪

৬৫ র-মূল

৬৬ চিঠিপত্র ৫। ২৪৬, পত্র ৭১

৬৭ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৫৫–৫৬, পত্র ২২

৬৭ক সুরেন্দ্রনাথ কর, 'স্মৃতিচারণ' : রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর [১৪০০]। ১২

৬৭খ বি.ভা.প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২। ১৯১, পত্র ৬

৬৮ ঐ। ৫৭–৫৮, পত্র ২২

৬৯ দ্র শিশিরকুমার দাশ ও শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় : শাশ্বত মৌচাক : রবীন্দ্রনাথ ও স্পেন [১৩৯৪]। ১৪৯–৫০

৭০ র-মূল

৭১ র-প্রতিলিপি

৭২ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১। ৮, পত্র ৫

৭৩ দ্র চিঠিপত্র ১১। ১৭, পত্র ১০

৭৪ র-প্রতিলিপি

৭৫ চিঠিপত্র ৫। ২৪৭, পত্র ৭১

৭৬ ঐ ৭। ৯৬, পত্র ৬৫

৭৭ র-প্রতিলিপি

৭৮ *V.B.Q.*, May-July 19437 / 85–86

৭৯ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৬৩–৬৪, পত্র ২৬

৮০ ঐ। ৬৪–৬৫, পত্র ২৭

৮১ ঐ। ৭০, পত্র ২৯

৮২ প্রবাসী, মাঘ। ৩৮১

৮৩ পুণ্যস্মৃতি। ১৯৮

৮৩ক গোপালচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র [১৩৭১]। ১১৭

৮৪ ঐ। ২০০

৮৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১০, পত্র ১১

৮৬ বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪। ৯৩

৮৭ চিঠিপত্র ৬। ৬৮–৬৯, পত্র ৩০

৮৮ দ্র শোভন সোম-সম্পাদিত রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর [১৩৯৯]। ১৫–১৭

৮৯ শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৬

৮৯ক S. Radhakrishnan : *The Philosophy of Rabindranath Tagore* [1961]/ vi

৮৯খ ড সনৎ বাগচী : রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ [১৪০০]। ৬১, ৬৭

৯০ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩ [১৩৯৭]। ৯

৯০ক রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর। ১৬

৯১ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ৫

৯১ক চিঠিপত্র ২। ৭৫, পত্র [২৬]

৯২ *Indian Annual Register, 1919* ed. H. K. Mitra/ 20

৯৩ চিঠিপত্র ২। ৭৫–৭৬, পত্র [২৬]

৯৪ দ্র Probodhchandra Sen : *India's National Anthem* [1972] 24

৯৫ ঐ

৯৬ চিঠিপত্র ৭। ৯৭, পত্র ৬৬

৯৭ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ৮

৯৮ পুণ্যস্মৃতি। ২০৪

৯৯ র-প্রতিলিপি

১০০ পুণ্যস্মৃতি। ২০৯

১০১ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. XV/ 180, No. 175

১০২ পুণ্যস্মৃতি। ২১১

১০৩ ডায়েরি। ১৩৪

১০৪ *V.B.Q.*, May-July 1943/ 85

১০৫ দেশ, ১৭ অগ্র ১৩৬২। ৩২৩, পত্র [২০]

১০৬ পুণ্যস্মৃতি। ১৫৪

১০৭ ঐ। ১৫৫–৫৬

১০৮ স্মৃতিপটে। ৩৯

১০৯ পুণ্যস্মৃতি। ১৫৯

১১০ দেশ, শারদীয় ১৩৬৮। ৫, পত্র ৬

১১১ ঐ। ৫, পত্র ৮

১১২ র.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩। ৩

১১৩ *V.B.N.*, Aug 1975/ 24

১১৪ পুণ্যস্মৃতি। ১৮৬

১১৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১১, পত্র ১১

১১৬ জলধর সেন, 'সাময়িকী' : ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৫। ২৫৯–৬১

১১৭ পুণ্যস্মৃতি। ২০০–০১

---

* মিস্ ফেরিং [Esther Faering] ডেনিশ মিশনের সদস্যা হিসেবে ভারতে এসে মাদ্রাজ অঞ্চলে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করছিলেন। গান্ধীজির সূত্রে অ্যান্ডরুজ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। এই আগমনের পটভূমি ও পরিণতির আভাস পাওয়া যায় 6 Jan 1919 অ্যান্ডরুজকে লেখা গান্ধীজির চিঠি থেকে : '…As you assure me that she entirely filled your place I can have nothing more to say. But I felt upon Miss Faering's letter that she could not very well take the higher English classes, or for that matter, even the lower classes at Shantiniketan.' [The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 15, No. 83] ফলে কিছুদিন পরেই মিস্ ফেরিং শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে গান্ধীজির কাছে সবরমতী আশ্রমে চলে যান। সেখানেও তাঁর অবস্থান দীর্ঘ হয়নি, 19 May 1920 তিনি ভারত ত্যাগ করে ডেনমার্কের উদ্দেশে রওনা হন।

ঊনষষ্টি অধ্যায়

১৩২৬ [1919–20] ১৮৪১ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ঊনষষ্টি বৎসর

নববর্ষের দিন [সোম 14 Apr] কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লিখেছেন : 'ভোরে কবি জাগিয়ে দিলেন— নববর্ষের উপাসনা— কবি একেবারে প্রাণ ভরে দিলেন।'[১] মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলিপি বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। এই ভাষণে তিনি বললেন, নববৎসরের নবোদিত সূর্য তার আনন্দের অভিবাদন দিয়ে পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে, মানুষকেও করেছে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ সাড়া কি মিলেছে? 'সেই সাড়া যে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তার জ্ঞান, তার প্রেম, তার শক্তি ত অল্প নয়। …সেই পরিপূর্ণ মানুষের জাগ্রত দৃষ্টিই আকাশের চির নবীন আলোকের প্রত্যুত্তর।' তিনি বললেন :

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই পরিপূর্ণ মানুষটি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে। …বিশ্বব্যাপী আনন্দের সঙ্গে আমাদের আত্মার আনন্দ সম্মিলিত হবে, এই জন্যেই ত ইতিহাসে দেখ্‌তে পাচ্চি নানা রকমে মানুষ আপনার জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে এই বিরাট বিশ্বের অভিমুখে কেবলই বৃহত্তর করে উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা চেরছে। তার সমস্ত বিপ্লব রক্তপাত সমস্ত সমৃদ্ধি ও পতনের মধ্যে এই চেষ্টারই জয়পরাজয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ হচ্চে। সেই বিরাটের সঙ্গে মানবাত্মার পূর্ণ সামঞ্জস্যে বাধা দিচ্চে কিসে? মানুষের স্বার্থ মানুষের অহঙ্কার। …এই যে আমার সামনে ঐ বালকগুলি বসে আছে ওদের প্রত্যেকেরই মধ্যে যে অসীমকালের আকাঙ্ক্ষার ধন নিহিত হয়ে রয়েচে— তার কি আশ্চর্য্য শক্তি, কি অসীম মূল্য। কিন্তু সেই ধনের জন্যে সমাজে দাবী জাগেনি— তাই সেই অপরিসীম সম্পদ প্রচ্ছন্ন রেখেই এমন কত মানুষ আপনাকে কি দীনতার মধ্যে বিলুপ্ত করে দিয়ে চলে যাচ্চে।

এইজন্যেই তিনি বললেন, অন্যান্য দেশের মতো মানুষের সীমানার মধ্যেই পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে ভারতবর্ষ বিশ্বকে আপন চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত করে জানতে চেয়েছে— কেননা 'মানুষের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি নিতান্ত কেবল একটা বাহুল্য জিনিষ হত তাহলে তার ইন্দ্রিয় এবং মন একেবারে একে দেখতে ও জানতেই পারত না। কিন্তু গ্রহনক্ষত্র নিয়ে বিশ্ব এই যে মানুষকে ঘিরে রয়েছে মানুষের আত্মার সঙ্গে তার গভীর যোগ আছে বলেই সে এমন করে প্রকাশমান।' সেইজন্যেই তিনি উপাসকদের আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'বড় বড় রাজ্যসাম্রাজ্যের সিংহদ্বারের বাইরে দিয়ে যে পথ গিয়েচে সেই পথ দিয়েই আমরা চলব। সংসারের পথ আমাদের নয়, আমাদের পথ বিশ্বের পথ, ধনমানের পথ আমাদের নয়, আমাদের পথ মুক্তির পথ।' সেই পথে চলেই আমরা অসত্য থেকে সত্যে অন্ধকার থেকে আলোকে মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌঁছব।

দিনের অন্যান্য সময়ের বিবরণে কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'দুপুরটা কবির সঙ্গে, রাণু, sex problems, clothes convention ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হল— সন্ধ্যায় অধ্যাপকসভায় কবির আর-এক মূর্তি দেখে মাথা নিচু করলুম— কী অচলা নিষ্ঠা! কী বিশ্বাস!'[১] সান্ধ্য-আলোচনার বিবরণে সীতা দেবী লিখেছেন : 'সন্ধ্যার সময় তাঁহার উপরের বারান্দায় একটি সভা বসিল। রবীন্দ্রনাথ ছোটো একটি বক্তৃতা দিলেন। আশ্রমবাসীদের জীবনে আশ্রমের আদর্শ রক্ষা করার বিষয়েই বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল।'[২]

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ; দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়ে যে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তার জের তখনও কাটেনি। ৩ বৈশাখ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখেছেন : 'বক্তৃতা উপলক্ষে দক্ষিণভারতে একচোট ভ্রমণ সেরে সম্প্রতি কাশীতে গিয়েছিলুম। সেখানেও বক্তৃতার পালা ছিল। এক্ষণে অসুস্থ হয়ে ক্লান্ত দেহে শয্যাগত হয়ে আছি। ডাক্তারের আদেশ মত সকল কর্ম ত্যাগ করে কিছুকাল শুয়ে থাকতে হবে।'[৩] তাঁর এই সময়ের অনেক চিঠির বক্তব্য একই রকম।

৩০ চৈত্র [রবি 13 Apr 1919] পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে যে বীভৎস ঘটনা ঘটে গেছে তখনও তার খবর তাঁর কাছে পৌঁছয়নি, তাই এখনকার চিঠিপত্রে সেই প্রসঙ্গ নেই।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী তখন শিলঙে গ্রীষ্মবকাশ যাপন করছেন। ৩ বৈশাখ প্রতিমা দেবীকে শান্তিনিকেতনের খবরাখবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমাদের এখানে বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভের উৎসব হয়ে গেল। এবারে কলকাতা থেকে বেশি কেউ আসেনি— কেবল প্রশান্ত আর কালিদাস এসেছিল— তারা আমার উপরের ঘরেই ছিল। মেয়েরা কেউ আসে নি, এলে একটু মুস্কিল হত।'[৪] আমার উপরের ঘর' বলতে রবীন্দ্রনাথ দেহলির ঘরকে বুঝিয়েছেন— তিনি তখন পিয়র্সনের বাড়ি 'দ্বারিকে'র উপর নবনির্মিত দোতলায় বাস করতে শুরু করেছেন। তার একতলায় পুত্র-কন্যা নিয়ে মীরা দেবী বাস করছেন— দিনেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক এসেছেন দেহলি বাড়ির নিচের তলায়।

কালিদাস নাগ ও প্রশান্তচন্দ্র ২ বৈশাখ 'কবির সঙ্গে দুপুরে সংগীতচর্চা করে' সেইদিন রাত্রের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যান। এদিনই সন্ধ্যায় দুই বিহারি ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাঁরা বলেন : 'আপনি মহাত্মা, আমরা আপনার দর্শনে আসিয়াছি। এই সংসারের ভোগে মন আর তৃপ্ত হয় না। কি পন্থা অবলম্বন করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সহজ হয়?' রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ তাঁর জানা নেই, আর সকল মানুষের পথ কখনোই এক হতে পারে না। তবে 'যে জায়গায় সঙ্গ ভালো এবং যেখানে সাধনার অনুকূল হাওয়া বহে সেখানে স্বতই মন শক্তি লাভ করে। ···অন্তরের সেই শক্তিকে না পাইলে সাধনার সত্য অপেক্ষা সাধনার প্রণালীটাই আমাদিগকে বেশি পাইয়া বসে। তখন আমরা হয় সম্প্রদায়ের পূজা করি, নয় বাহ্য অভ্যাসের।' তাছাড়া 'আমাদের প্রত্যেকের এমন কোন মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত যাহা নিয়তই আমাদের স্বার্থের বন্ধনকে ক্ষয় করিয়া দিতে থাকে।' সেই ভদ্রলোকেরা চলে যাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের সঙ্গে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করেন। কা[লিমোহন ঘোষ] জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় 'পন্থা' নামে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনুলেখন প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে দেখা যায়, কালিমোহনের লেখার উপরে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর সংস্কার করেছেন।

৩ বৈশাখ [বুধ 16 Apr] রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> আমার এখন আর নড়াচড়া করবার ইচ্ছে নেই— অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়েচি, এখন ছুটিতে এইখানেই চুপ করে পড়ে থাকব বলে মনে স্থির করেচি। আজকাল আমি লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজই করিনে— অধিকাংশ সময়ই শুয়ে কাটাই। সুরমার বিয়েতে নলিনী আমাকে ডেকেচে কিন্তু কলকাতায় যেতে ইচ্ছে নেই, আর বিয়ের গোলমালের মধ্যে যোগ দেবার শক্তি নেই। আমিই অনুষ্ঠানের কাজ করব নলিনীদের এই বিশেষ ইচ্ছা কিন্তু এই সব হাঙ্গামের মধ্যে যেতে আমার কিছুতেই মন যায় না। আমার আর এক উপসর্গ দেখা দিয়েচে। কিছু দিন থেকে আমার কান প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। সেইটেতে আমাকে কিছু উদ্বিগ্ন করেচে। ক্ষিতিবাবুকে নিয়ে হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার চেষ্টা করা যাচ্চে।[৫]

এই অসুস্থতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে প্রায় সমস্ত কাজ থেকেই নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় না হলে তিনি মন্দিরে বুধবারের উপাসনা বন্ধ করেননি। তাই ১০ বৈশাখ বুধবার [23 Apr] তিনি যথারীতি উপাসনা করেন, তার অনুলিপি আষাঢ়সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়। এখানেও রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি নববর্ষের ভাষণের অনুবৃত্তি করেন : 'আত্মাকে সত্য বলে জানলে সেই আত্মাকে প্রকাশ করবার পরমশক্তি নিজের মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করি। কিন্তু আত্মাকে সত্য বলে জানতে গেলেও তার আবরণ দূর করতে হবে। সেই আবরণকে দূর করবার জন্যেই প্রবৃত্তিকে দমন করা, স্বার্থকে ত্যাগ করা। বাধার ভিতর দিয়েও আত্মাকে যতক্ষণ না সত্য বলে নিশ্চিত জানব, ততক্ষণ এই কাজ কঠিন, যখন সত্য বলে জানব তখন এই কাজ আনন্দময়।'

বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ আসন্ন হয়ে এসেছিল। কিন্তু তার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথকে। টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার জন্য বোমানজি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, অন্যদের কাছ থেকেও কিছু টাকা জোগাড় হয়েছিল; কিন্তু কাজ খুব-একটা এগোয়নি। তাই ৪ বৈশাখ আমেরিকা-ফেরৎ প্রাক্তন শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র রায়কে লিখলেন : 'এখানে টেক্‌নিক্যাল বিভাগের আয়োজন কিছু কিছু হয়েছে— যন্ত্রও এসেচে— কেবল চালনা ও শিক্ষাদান করবার লোকের অভাব। প্র— বলে একজন national college-র লোককে রাখা হয়েছিল — তিনি honest নন, তাঁকে বিদায় করতে হয়েচে। বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা সেই কারণেই পড়ে আছে। তুমি একবার ছুটি উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্যে এসে যদি আমাদের পরামর্শ দিয়ে যাও তাহলে ভাল হয়।'[৬] ব্যবস্থা কিছু হয়েছিল— আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয় : 'আশা করা যাইতেছে ছুটির পর ইলেকট্রিক আলো জ্বলিবে ও টেকনিক্যাল বিভাগের কাজ খুব অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ হইবে।' বায়ুচক্র দিয়ে ইঁদারা থেকে জল তোলা আরম্ভ হয়েছে, সেকথা জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যাতেই জানানো হয়েছিল।

উক্ত সংখ্যাতেই খবর ছিল : 'গুরুদেবের আমেরিকাবাস কালে Lincoln সহরের অধিবাসিগণ আশ্রমের বালকদিগের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্রমের যাবতীয় ছাপার কাজ ও গুরুদেবের সঙ্গীত পুস্তকাদি ছাপা হইতেছে। দুটি আশ্রম-বালক ছাপার কাজ শিখিতেছে। সাঁওতাল বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া বই বাঁধাইবার কাজ শিখাইয়া আনা হইয়াছে।'

'সঙ্গীত পুস্তক' ইতিমধ্যেই দুখানি প্রকাশিত হয়েছিল— 'গীত-পঞ্চাশিকা' [আশ্বিন ১৩২৫] ও 'বৈতালিক' [চৈত্র, ১৩২৫]। 'বৈশাখ ১৩২৬'-এ প্রকাশিত হল 'গীতি-বীথিকা'। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

গীতি-বীথিকা/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত/ স্বরলিপি/ শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক/ লিখিত/ শান্তিনিকেতন প্রেসে/ শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/ শান্তিনিকেতন, বীরভূম।/ বৈশাখ, ১৩২৬/ মূল্য এক টাকা।

[পিছনের পৃষ্ঠায় :] শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ কর্ত্তৃক/ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত/ ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২ [সুচি ২১টি গান] + ২ [ব্যাখ্যা] + ৫৬ [গান ১–২১ পৃষ্ঠা; স্বরলিপি ২২–৫৬ পৃষ্ঠা]।

এই গ্রন্থের ১৮টি গানের পাণ্ডুলিপি পলাতকা-র পাণ্ডুলিপির [Ms 112] শেষ অংশে পাওয়া যায়। 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে' গানটি রচিত হয়েছিল 1 Jan 1918 [১৭ পৌষ ১৩২৪] তারিখে Ms. 111-এ, এই পাণ্ডুলিপিতে রচিত সব গানই 'গীত-পঞ্চাশিকা'য় মুদ্রিত হলেও এই গানটি ছাপা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় গানটি Ms. 112-এ কপি করে 'গীতি-বীথিকা'য় স্থান দিয়েছেন। তার অতিরিক্ত দুটি গান এখানে আছে :

মাটির প্রদীপখানি আছে দ্র গীত ২। ৫৮৬–৮৭
পথিক হে, ঐ যে চলে দ্র ঐ ১। ২২৩

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংগীত-পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে 'শান্তিনিকেতন আশ্রমসম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের জন্য মাসিক পত্র' 'শান্তিনিকেতন' বৈশাখ ১৩২৬ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের আদি ইতিহাস'-শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন : 'বাংলা ১৩২৫ সালে নিয়মিতভাবে আশ্রমের নানারকম খবর পাইবার জন্য প্রবাসী আশ্রমিকদের মনে আগ্রহ হয়। সেইজন্য কলিকাতা সংঘ হইতে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয় যাতে তাঁহারা এইরূপ একখানি সাময়িক পত্রিকা বাহির করেন। ...প্রথম সংখ্যা ছাপিবার সমস্ত খরচ তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় বহন করেন।'[৭] জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় লেখা হয় : 'শান্তিনিকেতনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের ব্যয় সাহায্যের জন্য আশ্রমের পুরাতন ছাত্র শ্রীমান তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি,এল, দশ টাকা দান করিয়াছেন।'

আশ্রমসংগীত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' থেকে আমরা যেথায় মরি ঘুরে/ সে যে যায় না কভু দূরে/ মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে' motto হিসেবে পত্রিকার নামের তলাতেই উদ্ধৃত হল। রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'তেই পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে লিখলেন :

> ...এই আশ্রম হইতে অনেকে বাহির হইয়া গেছে। তাহারা সকলেই যে ইহার টান স্বীকার করে তাহা নহে, কিন্তু অনেকেই করে। সেই অদৃশ্য টান আশ্রমের বাহিরেও আশ্রমকে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই বিস্তার প্রতিদিনই দূরব্যাপী হইয়া একটি বৃহৎ মণ্ডলী রচনা করিতেছে।
>
> এখন কথা উঠিয়াছে এই যে, কেবলমাত্র সেই অন্তরের অদৃশ্য টানই ত যথেষ্ট নয়, আশ্রমের সঙ্গে একটা দৃশ্য যোগ, একটা আলোকের বাঁধন থাকা চাই। আশ্রমের মণ্ডলী যাহাতে আশ্রমকে দেখিতে পায় এবং সেই মণ্ডলীকেও যাহাতে আশ্রম সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে পারে পরস্পরের মাঝখানে এমন একটা সংবাদের আলোক-দৌত্য রাখিতে হইবে।
>
> এই আবেদনটি বাহিরের সেই মণ্ডলী হইতেই আশ্রমের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ...আশ্রমের বাহিরেও যে-সকল ছাত্র এই আশ্রমকে প্রীতি দিয়া শ্রদ্ধা দিয়া সত্য করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক গতিবিধির পথ মুক্ত করিবার জন্যই আমরা এই পত্র বাহির করিলাম।
>
> এই কাগজে আমরা যাহা কিছু বলিব তাহা কেবল-মাত্র আমাদের আশ্রমের ছাত্র ও আত্মীয়দিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিব। তথাপি একাগজ বাহিরের কাহারো হাতে গিয়া পড়িবে না এমন আশা করি না। কিন্তু তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, আমাদের আলাপ ঘরের লোকের আলাপ, ইহার সহিত তাঁহাদের যোগ নাই। ...আজ হইতে আমাদের এই ছোট পত্রটি ছোট খেয়া নৌকাটির মত আশ্রমের এপার হইতে আশ্রমের ওপারে আনাগোনা করিয়া দুই পারের যোগ রক্ষা করুক।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তাঁর লেখার টানেই বাইরের লোক এই পত্রিকা পড়বেন। তাই তিনি এমন লেখাও এতে লিখেছেন যার লক্ষ্য বৃহত্তর জনসমাজ। উদাহরণস্বরূপ আমরা ইংরেজিশিক্ষা বা শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধাবলির উল্লেখ করতে পারি।

ফুল্‌স্‌ক্যাপ মাপের চারটি পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি সংখ্যা শান্তিনিকেতন প্রেসেই ছাপা হত। প্রথম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন জগদানন্দ রায়, মুদ্রাকর হিসেবেও তাঁরই নাম ঘোষিত হয়। প্রথম সংখ্যার লেখক প্রায় সম্পূর্ণতই রবীন্দ্রনাথ। রচনাগুলি হল :

[১] 'সূচনা'

[১] 'গান' ['পাখী আমার নীড়ের পাখী'] দ্র গীত ২। ২৭৮–৭৯

[১–২] 'নববর্ষ/ (নববর্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশের সারাংশ)'

[২–৩] ‘মৈসুরের কথা’

[৩] ‘তথ্য-সংগ্রহ’

[৩–৪] ‘বিশ্বভারতী’ দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৪৫–৪৬

[৪] ‘ইংরেজি শেখা’

[৪] ‘সংবাদ’

এদের মধ্যে ‘সংবাদ’ ছাড়া বাকি সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের রচনা। ‘মৈসুরের কথা’ ভ্রমণকাহিনী নয়, ভ্রমণ-সূত্রে ঐ দেশীয় রাজ্যে গিয়ে শিক্ষার যে প্রণালী তিনি দেখে আসেন তারই বিশ্লেষণ করেছেন এই প্রবন্ধে। দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার করে যে তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধ তিনি পাঠ করেছিলেন, তারই মূল কথা বিবৃত করেছেন ‘বিশ্বভারতী’ প্রবন্ধে। সূচনাতে লিখেছিলেনও সেকথা : ‘আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক সহরে পাঠ করিয়াছি। বিষয়টি এত বড় যে আমাদের এই ছোট পত্রপুটে তাহা ধরিবে না। সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মটুকু এখানে বলি।’

‘তথ্য-সংগ্রহ’ রচনাটিও শিক্ষামূলক— একটি রচনা-পর্যায়ের ও কার্যপদ্ধতির দিক্‌নির্দেশ। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ এখানে লিখেছেন, পুঁথির উপর অধিক নির্ভরতার কারণে যেটা আমাদের ঘরের কাছেই আছে তার সম্পর্কে জানতে হলেও আমরা যথাস্থানে না গিয়ে লাইব্রেরির দিকে ছুটি। এর ফলে সব বিষয়েই বইয়ের উপর নির্ভর করে ‘বুদ্ধি অত্যন্ত কুঁড়ে হইয়া যায় এবং জ্ঞানকে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক খাটো বলিয়া মনে হয়।’ এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ছুটির পরে আশ্রমের নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রাম ও সাঁওতালদের পাড়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে একদল ছাত্রকে নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন তিনি :

> এই কাজটাতে কেবল যে পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তিরই চর্চ্চা হইবে তাহা নহে, চারিদিকের মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ছাত্রদের ঔৎসুক্য জন্মিবে। এই উৎসাহের অভাবেই আমাদের দেশে স্বদেশপ্রীতি পুঁথিগত হইয়া থাকে …পলিটিক্সের আতসবাজিতেই আমাদের দেশানুরাগ জ্বলিয়া ছাই এবং ধোঁয়া হইয়া যায়। দেশকে জানা এবং দেশের সেবা করাই যে প্রকৃত স্বাদেশিকতা এ কথা গোড়া হইতে আমাদের শিক্ষা করা চাই। দেশের বস্তু ও মানুষকে অবজ্ঞা করিব অথচ কেবল দেশের নামটাকেই পূজা ও স্তব করিয়া বেড়াইব এমন বিড়ম্বনা যেন আমাদের ছাত্রদের পক্ষে চিরন্তন না হইয়া উঠে।

‘ইংরেজি শেখা’ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় ‘ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ’ লিখেই তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই দুটিমাত্র লেখাতেই তিনি বিষয়টির গোড়াপত্তন করেন অত্যন্ত গভীরভাবে, ভাষাশিক্ষাপদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি বিচার ক’রে। তিনি লেখেন : ‘ইংরেজি শিক্ষাতত্ত্ব গ্রন্থে Foreign language শিক্ষা বলিয়া যে আলোচনা আছে তাহা ইংরেজের পক্ষে য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা। সে আলোচনা যে আমাদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষাসম্বন্ধে খাটে না সে কথা মনে রাখা দরকার। আমরা যখন হিন্দি শিখি তখন সেই পরিচ্ছেদের পরামর্শ গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই।’ কারণ য়ুরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে যে অন্তর্লীন ঐক্য আছে, বাংলা ও হিন্দি ভাষার মধ্যে সেই ঐক্য বর্তমান; কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মধ্যে সেই ঐক্য নেই। কাজেই মাতৃভাষার সংস্কারের সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সংস্কার মেলে না বলেই ইংরেজি শিখতে গিয়ে মন দুঃখ পায়।

এমন স্থলে আমাদের মন কি করে? দুইকে যখন সম্পূর্ণ এক করিয়া দিয়া সে ভার লাঘব করিতে না পারে তখন দুই স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ঘটাইতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধকে বলিব তুলনার সম্বন্ধ। যে ভাষা শিখিতেছি সে ভাষা আমার মাতৃভাষার সঙ্গে কোন্‌খানে মেলে এবং কোন্‌খানে মেলে না ইহাই স্পষ্ট করিয়া জানার দ্বারাই নূতন ভাষা আয়ত্ত করা স্বাভাবিক প্রণালী।

পরের সংখ্যায় এই প্রণালী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ক্রিয়াপদের আলোচনা দিয়ে 'ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ' করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, বিশেষ্য-বিশেষণগুলো স্থির, আর ক্রিয়া-পদগুলিই তাদের বাহন, তাদের চলৎশক্তি। তাছাড়া অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ নিজেই একটি বাক্য, তার রূপও বিশুদ্ধ। 'এই জন্য আজ প্রায় পনেরো বছর হইল, অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের চর্চ্চার দ্বারা ইংরেজি শিক্ষারম্ভ আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম; তাহার বাংলা নাম দিয়াছিলাম শ্রুতিশিক্ষা, ইংরেজি নাম Language drill। এখানে তিনি 'ইংরাজি সোপান' প্রথম খণ্ড [1904] বইটির কথা বলেছেন, যার 'উপক্রমণিকা' অংশ পরে 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' [?1909] নামে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি সম্ভবত বৈশাখের মাঝামাঝিই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসী-র 'কষ্টিপাথর' বিভাগে [পৃ ১৭৫–৭৭] 'গান', 'নববর্ষ', 'মৈসুরের কথা' ও 'বিশ্বভারতী' রচনাগুলি উদ্ধৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এইসব লেখা ও প্রকাশের কাজে নিমগ্ন থাকলেও তাঁর লেখার অভাবে সবুজ পত্র বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এই নিয়ে অনুযোগ করলে ১৭ বৈশাখ [বুধ 30 Apr] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে— পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদপত্রের এডিটর হব।' চিঠির দীর্ঘ জবাব দিয়েছেন, সবুজ পত্র-এর দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন— কিন্তু লেখার প্রতিশ্রুতি দেননি। চিঠির শেষে লিখেছেন :

…ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবকমহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশুমহারাজের সভায় সভার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি— মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। …বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেইজন্যে যৌবনমধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষকাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। …আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই। …আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয় হবে, বাধামুক্ত হবে, জড়তা, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে।[৮]

সত্যই এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু চিন্তা ও সময় ব্যয় করছিলেন ছাত্রদের শিক্ষাদান ও শিক্ষাপদ্ধতির পন্থা নির্ধারণে। প্রমথ চৌধুরী এই চিঠিটিই পত্রিকায় ছাপতে চাইলে তিনি ২০ বৈশাখ আর-একটি চিঠি লিখে তার অনুমতি দেন [দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ। ২–৬]। সঙ্গে তাঁকেই লেখা প্রমথ চৌধুরীর ঐ তারিখেরই একটি পত্র মুদ্রিত হয় [দ্র ঐ। ৭–১১]। সরলা দেবীর 'সৎ-চিদ্‌-আনন্দ' নামের একটি কবিতা সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিল; সেটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্বপত্রের পরিশিষ্টে লেখেন : 'সরলার কবিতার ছন্দটি এতই হাড়গোড়ভাঙা যে, এ'কে সংস্কার করার চেয়ে এ'কে নতুন করা অনেক সহজ। সে সাহস আমার নেই এবং সেটা ঠিক উচিতও হবে না।' কবিতাটি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [পৃ ১৩৪] ছাপা হয়।

কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য কাজ করে ও আলস্য-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন রাখতে পারেননি। পাঞ্জাবের কিছু-কিছু খবর সংবাদপত্রে ছাপা হলেও সংবাদ প্রেরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ায় সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল সেখানে ভয়ানক কিছু ঘটেছে ও ঘটছে। দিল্লিতে জনতা-পুলিশের সংঘর্ষ ও পুলিশী অত্যাচারের বিবরণ

কাগজেই বেরিয়েছে। তাই অ্যান্ডরুজ চৈত্র মাসের শেষে অসুস্থ শরীর নিয়েই দিল্লি রওনা হন। ইতিমধ্যে দিল্লির আরও কিছু খবর সুশীল রুদ্রের চিঠিতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 24 Apr [বৃহ ১১ বৈশাখ] অ্যান্ডরুজকে লিখলেন : 'Give my love to Rudra and tell him that I am deeply thankful to learn that in the late disturbance in Delhi moral cowardliness showed itself in the men in power and not in the people who have been accustomed to live for more than a century under the insult of *pax Britannica* the peace which we have to buy at the cost of our vitality and self-respect.' কিন্তু এই লিখেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, একই দিনে আরও একটি চিঠি দিলেন অ্যান্ডরুজকে :

I donot know whom I should pity more— our people or our Government. The utter demoralization of the latter is becoming so ugly in its enormity that the very success which it may breed will be monstrous, imposing a long lasting and terrible burden upon its parent power. Of one thing our authorities seem to be unconscious— it is that they have completely lost their moral prestige.

এক সময়ে ব্রিটিশ সরকারের বিচার ও সততার উপর দেশবাসীর আস্থা ছিল, কিন্তু গত যুদ্ধের সময়েই দেখা গেছে ব্রিটিশ সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদ সম্বন্ধে তাদের গভীর অবিশ্বাস। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে সরকারের সচেতন হওয়া উচিত— 'For the mere sight of power in itself is insufferable to man and God alike unless it stands upon the truth of moral law.'

পরের দিন সকালে রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত পত্র পেয়েই সেটি অ্যান্ডরুজকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, এটি পড়েই তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল তৎক্ষণাৎ সেটি ভাইসরয়কে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার পরেই তাঁর মনে হল ভাইসরয় তো একজন ব্যক্তি নন, তিনি তো একটি যন্ত্রের অংশমাত্র— তাই এই চিঠি পড়ে যখন তাঁর ভালোরকম ক্ষুধার উদ্রেক হবে, তখন সেই যন্ত্র হাজার হাজার পরিবারের উপর অবর্ণনীয় দুর্দশা বিস্তার করবে। পত্রে নাম গোপন করা হয়েছে বলে তারা ব্যঙ্গ করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্য গোপন করে ও সমালোচনার কণ্ঠরোধ করে নিজেদের অপকর্মগুলিকে অন্ধকারে রাখার জন্য যত্নবান হবে। এই আচরণকে ধিক্কার দিয়ে তিনি লিখলেন : 'Well, we cannot but remain silent, but our retaliation will come by the self-poisoning which the English people is bringing upon itself through its decaying morals and exhaustion of human sympathy.'

অ্যান্ডরুজকে লেখা আর-একটি চিঠি *The Hindu* পত্রিকার 15 May-র সাপ্তাহিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, প্রায় সবগুলি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা আরও রক্তের জন্য চেঁচাচ্ছে। তারা নিশ্চিত, বর্তমান গণ্ডগোলের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টচক্র আছে। অবশ্যই আছে, কিন্তু তারা কারা? প্রচুর গণ্ডগোল হচ্ছে ব্রিটিশ-শাসিত তিনটি দেশে— আয়ার্ল্যান্ড, মিশর ও ভারতে— সভ্যতা, মানসিক প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক সেই দেশগুলি। 'Is it unthinkable that the mischief-maker may be lurking somewhere in the common element which they all have, namely the one people which governs them? It is not in the system of the government or the law but in the men entrusted

with the carrying on of the government, the men who have not the imagination or sympathy truly to know the people whom they rule, the men who imagine that it is their material power which carries its own permanence in itself, and that therefore the eternal truths of human nature and moral providence can be ignored in its favour.' এই লোকগুলি নিজেদের দিকে না তাকিয়ে বাইরে গোলমালকারীদের খুঁজে বেড়ায় 'and easily succeed in catching some stray dog to give it a bad name and hang it.' কিন্তু এইভাবে তাদের নিজেদের মধ্যেই ক্ষতিকারতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'It is the same kind of ignorance of the eternal laws which primitive peoples show when they hunt for some so-called witches to which they ascribe the cause of their illness while carrying the disease germs in their own blood.' ডাইনিদের উপর অত্যাচার ও আভিচারিক নিয়ম মেনে তাণ্ডবনৃত্য করে তাদের পুড়িয়ে মারা সহজ, কিন্তু ব্যাধি আরও বেড়ে যাবে, প্রয়োজন হবে আরও কঠোর নিয়ম পালন করে আরও বেশি সংখ্যক ডাইনি-পোড়ানোর।[৯]

*26 Apr [শনি ১৩ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখলেন : 'এণ্ড্রুজ দিল্লিতে। সেখান থেকে দুই একটা চিঠি যা লিখেচেন তাতে মনটাকে উত্তপ্ত করেছে। আমার মনের তাপমানযন্ত্র আমার কলম। সুতরাং তার ভাষাটা চড়ে উঠচে। দু তিনখানা গরম চিঠি এণ্ড্রুজকে পাঠিয়েচি। বক্ষ্যমান চিঠিখানি আজ লিখে মনে করলুম আপনার সম্পাদকী দরবারে তার নকল পাঠাই। এটা বর্ত্তমান দুর্য্যোগের দিনে প্রকাশযোগ্য হবে কি না জানিনে। আপনি যা ভাল মনে করেন করবেন।'[১০] দুঃসাহসী সম্পাদক রামানন্দ পত্রটি 'Sir Rabindranath Tagore's Letter to a Friend' শিরোনামে 'Notes' [*The Modern Review*, May/ 556–57]-এ ছাপিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'I believe our outcry against the wrongs inflicted upon us by our governing power is becoming more vehement than is good for us. We must not claim sympathy or kind treatment with too great an insistence and intensity.' তিনি বিদ্যালয়জীবনের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, অশ্রাব্য গালিগালাজ-সহ একজন শিক্ষক [হরনাথ পণ্ডিত] যখন তাঁকে দৈহিক শাস্তি দিতেন, তখন তিনি না কেঁদে শাস্তিকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করতেন এবং এইভাবেই তাঁর নৈতিক জয় হত। হয়তো শিক্ষকের বিবেককে তা স্পর্শও করত না, কিন্তু তিনি নিজে জয়ের আনন্দ অনুভব করতেন। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি লিখলেন :

He who causes suffering becomes small when his victims have the power to rise above it by their heroism of fearlesness. This is the lesson which Gandhi has been trying to preach to his countrymen, and now when his attempt to hold the banner of moral power above those of the brute forces has met with an apparent failure, when those of us who desire success without having to pay for it and others who wait interminable days to reap their harvest of comfortable politics from the soil of sycophancy are hastening to disown him with shrill protestation of innocence, Gandhi's personality shines before us with a greater glory than when his light was blurred by the duststorm of popularity. And this one fact of his presence

in our midst reconciles us to whatever sufferings we are passing through and whatever others we have to face. The expression of the best ideal of the age need not grow fat in bulk but let it become immortal with its truth. And the rejection of it by a number of timid people overwhelmed with terror by no means proves its rejection by our history.[১১]

সত্যাগ্রহীদের অসংযত ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে 18 Apr [শুক্র ৫ বৈশাখ] আন্দোলন আহ্বান করাকে 'a blunder of Himalayan miscalculation' আখ্যা দিয়ে গান্ধীজি সাময়িকভাবে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তাঁকে লেখা 12 Apr-এর পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই দিকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এই পত্রে তাঁর সমালোচনা করেননি তিনি, বরং তাঁর আদর্শকেই জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ-অ্যান্ডরুজের এই পর্বের সবগুলি চিঠি রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের এতগুলি চিঠির উত্তরে অ্যান্ডরুজের প্রথম চিঠিটির তারিখ 1 May [বৃহ ১৮ বৈশাখ]। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি সিমলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল নৈরাশ্যজনক। রবীন্দ্রনাথ-যে লিখেছিলেন, ভাইসরয় ও তাঁর উপদেষ্টারা মানবানুভূতি-বিবর্জিত যন্ত্রের অংশমাত্র— তার উদাহরণ দিয়েছেন তিনি : 'I found that the appeals to the Viceroy about the public whipping had had their effect and that it had been stopped— but the public were not to be told this, because it was important not to weaken the prestige of martial law.' রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে যে চিঠি লিখেছিলেন, বা শাসনসংস্কারকে উপহার বা দান -রূপে গ্রহণ না করার তাঁর বহুবার-কথিত উপদেশ— তার ভবিষ্যদ্বাণীতুল্য গুরুত্ব তিনি এখন উপলব্ধি করতে পারছেন। জাতিগত সাম্যদৃষ্টি বিষয়ে গত প্রায় একশো বছর ব্রিটিশরা ধোঁকা দিয়ে এসেছে ভারতবাসীকে, কিন্তু তার সবটাই 'one continual lie, one perpetual deceit.' তিনি লিখলেন : 'And today in 1919 the last shred of pretence at equality is thrown away and race insolence stands out stark naked for every one to see, in acts of flogging of Indians in their own public streets, in martial law proclamations that are frankly, brutally for Indians only, in aeroplanes bombing helpless villagers and machine guns firing on crowds armed only with sticks.'[১২] পাঞ্জাবের দুর্দশা সম্পর্কে যে-সব খবর তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তার সবই তিনি আভাসে এর মধ্যে বলে দিলেন— এর বেশি চিঠিতে লেখা তখন উচিতও ছিল না।

এর পরে তিনি কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শাদির উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ফিরে পরের চিঠি লিখলেন 9 May [২৬ বৈশাখ] দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্'স্ কলেজ থেকে। পাঞ্জাবের ঘটনাবলি সম্পর্কে একটি বেসরকারি তদন্তের জন্য কয়েকটি সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে অ্যান্ডরুজকে মনোনীত করা হয়েছিল ও সম্পাদকেরা সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে পাঞ্জাবে প্রবেশের অনুমতি দিতে। বিশিষ্ট মুসলিম নেতা হাকিম আজমল খানও তাঁকে সিমলা যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অ্যান্ডরুজ লিখেছেন, সেই রাত্রেই তিনি সিমলা রওনা হবেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। অনেক দ্বিধার পর তিনি সিমলা যান। কিন্তু 14 May [৩১ বৈশাখ] চিঠিতে লিখলেন হতাশার কথা। ভাইসরয়ের সেক্রেটারি Maffey ছাড়া আর সকলেরই আচরণ ছিল সতর্কতাপূর্ণ। 'Then the Viceroy saw

me, and every hope I had was dashed to the ground by that visit. He was cold as ice with me and full of racial bitterness, referring again and again to the murders of English people at Amritsar, but resenting it when I spoke of the intolerable wrongs from which Indians had suffered. I cannot tell you how miserable it all was. I could not bear the way he spoke and wished to get the interview finished as quickly as possible and so got up and the interview was over.'[১৩]

কিন্তু ভাইসরয় তাঁকে লাহোর পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাই অ্যান্ডরুজ অবিলম্বে পাঞ্জাব রওনা হন। কিন্তু অমৃতসরে পৌঁছবার আগে ট্রেনেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পরদিন বিকেলে দিল্লির ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। এরপর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি বোম্বাই যান 16 May [২ জ্যৈষ্ঠ] এবং সেই রাত্রেই তাঁর সঙ্গে আমেদাবাদে আসেন। পরদিন দুটি চিঠি লিখে তিনি এইসব খবর রবীন্দ্রনাথকে জানান। কালীনাথ রায়ের মামলায় ব্যারিস্টার নর্টন ও জে. এন. রায়ের পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, চেম্‌স্‌ফোর্ড সেটি তুলে নিয়েছেন জেনে অ্যান্ডরুজ আশা করেন যে, তাঁকেও হয়তো পাঞ্জাবে ঢুকতে দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি, ব্যর্থহৃদয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে হয়।

এইসব চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথের মন ক্ষোভে-দুঃখে পীড়িত হয়ে ওঠে। ফণিভূষণ অধিকারী সপরিবারে গ্রীষ্মবকাশ যাপন করতে সিমলার কাছে সোলনে গিয়েছিলেন। রাণুর চিঠিতে সেখানকার শীতল আবহাওয়ার বর্ণনা পড়ে তিনি শান্তিনিকেতনের গরমের বিবরণ দিয়ে ৮ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 22 May] তাঁকে লিখলেন :

> আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সইতে পারি কিন্তু মর্ত্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্ছে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তাই কতশত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইছে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয় নি।[১৪]

এইভাবেই তাঁর মনে নাইটহুড-ত্যাগের ভূমিকা রচিত হয়েছে।

যাই হোক, বৈশাখে তাঁর জীবনযাত্রা ধীরমন্থর গতিতে বয়ে চলছিল। বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ করার পরিকল্পনাও রূপ নিচ্ছিল। দক্ষিণভারতে বক্তৃতাসফরের ফলে সেখানে বিশ্বভারতী সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। জামাতা নগেন্দ্রনাথ কাজের সন্ধানে তখন হায়দ্রাবাদে। ১৪ বৈশাখ [27 Apr] তাঁকে লেখেন :

> বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে যে মুদ্রিত বিবরণী চেয়েচ সে সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। জানি না আমার মধ্যে কি একটা ত্রুটি আছে যে জন্য আমার দেশের লোককে আমি আমার কাজে আহ্বান করে সঙ্গে পাইনে। আসল কথা, দল বাঁধতে গেলে খাঁটি সোনায় বিস্তর মিথ্যার খাদ মিশাতে হয়— অনেক ভড়ং এবং লোকের মন জোগাবার জন্যে অনেক অত্যুক্তি দরকার হয়ে পড়ে, তাতে কর্ম্মসাধনার বিশুদ্ধতা এবং তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়। এই জন্যেই বিধাতা আমাকে এতকাল কোণে ঠেলে লোক-সহায়তার প্রলোভন থেকে রক্ষা করে নিঃসঙ্গভাবে কাজ করিয়েছেন। সেই একলা-সাধনার দিন [যদি] উত্তীর্ণ হয়ে থাকে তাহলেই বাইরের লোকে সাড়া দেবে— নইলে আমি ইচ্ছা করচি বলেই যে সাড়া পাব তা হবে না।[১৫]

আশায় উদ্দীপ্ত এই চিঠির পরবর্তী অংশে দক্ষিণভারতের ছাত্রদের খবর জানাতে বলেছেন, ছুটির পর মহাস্থবির বৌদ্ধ দর্শন, বিধুশেখর শাস্ত্রী পালি, অ্যান্ডরুজ ইংরেজি এবং নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রকলা শিক্ষা দেবেন। মদনাপল্লী থেকে একটি ছাত্র নন্দলালের কাছে চিত্রশিক্ষা করতে আসবেন, এ খবরও

তিনি দিয়েছেন। শান্তিনিকেতন, প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়্যু-তে এই সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয়।

১৯ বৈশাখ [শুক্র 2 May] রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের শীলগ্রহণ বিষয়ে একটি ভাষণ দেন, এরই লিখিত রূপ 'শীলগ্রহণ' নামে আশ্বিন-কার্তিক [পৃ ১৪–১৫]-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়। শ্রীধর্মাধর রাজগুরু মহাস্থবির হিন্দি ভাষায় আশ্রমবাসীদের কাছে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন, সম্ভবত উক্ত সভাতেই রবীন্দ্রনাথ যা বলেন প্রবন্ধটিতে সেই কথাগুলিই ব্যক্ত হয়েছে।

২৪ বৈশাখ [বুধ.7 May] রবীন্দ্রনাথ একটি গান লেখেন : 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে' [দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ। ১; গীত ২। ৫৫৫]।

২৫ বৈশাখ [বৃহ ৪ May] শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের ৫৯তম জন্মদিন পালিত হয়। এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য কালিদাস নাগ, সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সস্ত্রীক প্রাক্তন ছাত্র অরুণচন্দ্র সেন প্রভৃতি কলকাতা থেকে আসেন। কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লিখেছেন : 'ভোরে উঠে কবির জন্মদিনে তাঁকে প্রণাম করে উপাসনায় যোগ দিলুম— তারপর তাঁর ঘরে এসে সকলে বসে তাঁর ধর্ম অথবা আর্টের অভিব্যক্তি কেমন ধারায় চলছে, সে বিষয়ে তাঁর মুখে শোনা গেল।' সীতা দেবী এর আগেই আশ্রমবাসের পর্ব মিটিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন সপরিবারে [৮ বৈশাখ], সুতরাং তাঁর লেখা থেকে জন্মোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পাবার সুযোগ নেই। কালিদাস নাগ লিখেছেন, সন্ধ্যায় 'বাঙাল সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

সম্ভবত এইদিন রাত্রেই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা 'বিসর্জন' ও সংস্কৃত নাটক 'মহাবীর চরিত'-এর তৃতীয় অঙ্ক অভিনয় করে। প্রথমটি দিনেন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয়টি পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী পরিচালনা করেন। অবশ্য রবীন্দ্রজীবনী-কার অভিনয়ের তারিখ ২৮ বৈশাখ বলে উল্লেখ করেছেন,[১৬] বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মবকাশ এইদিন থেকে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে ২৬ বৈশাখ লিখেছেন, 'আজ থেকে বিদ্যালয় ছুটি হল'[১৭] —অভিনয় তার আগে হওয়াই স্বাভাবিক।

২৮ বৈশাখ [রবি 11 May] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লেখেন : 'যথারীতি জন্মোৎসব হয়ে গেল— সেদিন আমার নামের প্রথম অংশ বলবান ছিল— তার পর দিন থেকে দ্বিতীয় অংশ আপন পালা সুরু করেচে। বেশ পেট ভরে বৃষ্টি হয়েচে।'[১৮] এইদিনই তাঁর কন্যাদ্বয় শান্তা ও সীতা দেবীকে 'সংযুক্তা দেবী' বলে সম্বোধন করে 'প্রবাসীর জন্য প্রান্তরবাসীর উপহার' একটি গান পাঠান : 'এই বুঝি মোর ভোরের তারা/ এল সাঁঝের তারার বেশে' [দ্র প্রবাসী, আষাঢ়। ১৯৭; গীত ২। ৩২৩; স্বর ৩৩।

জন্মোৎসবে যাঁরা কলকাতা থেকে এসেছিলেন তাঁরা সবাই পরের দিন ফিরে যাননি। কালিদাস নাগ 9 May [শুক্র ২৬ বৈশাখ] ডায়েরিতে লিখেছেন :

> আজ সকালে কবির কাছে তাঁর গানের স্তর-পর্যায়ের কথা তুলতে, তিনি একধার থেকে প্রায় ১০০ গান একটু২ গেয়ে সুরের ক্রমনির্দেশ করে গেলেন— ভারি উপকার হল।
>
> দুপুরটা পণ্ডিতজী এলেন, রাগ-রাগিণীর সম্বন্ধে প্রসঙ্গ জমল। বেশ লাগল।
>
> সন্ধ্যায় কবি তাঁর 'folk literature' প্রবন্ধ লেখা শোনালেন।[১৯]

10 May [শনি ২৭ বৈশাখ] তিনি লিখেছেন : "সকালে পণ্ডিতজী ও আমি কবির কাছে নতুন গান শিখলুম। তারপর সমাজ প্রসঙ্গ অনেকক্ষণ ধরে চলল, Individualism vs. Social Abstraction সম্বন্ধে

চমৎকার আলোচনা হল।/ দুপুরটা সুকুমারের সঙ্গে পারিবারিক কথাবার্তা, তারপর কবির কাছে এসে বিদায় নিলুম। 'অন্ধকারের উৎস হতে' গানটি লিখে আমায় দিলেন।"

প্রশান্তচন্দ্র অসুস্থ হয়ে আগের দিনই কলকাতায় ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ২৭ বৈশাখ লেখেন :

এখান থেকে তুমি জ্বর নিয়ে গেলে তাতে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কেমন থাক আমাকে জানিয়ো।

আমার ক্লান্তি আমার সঙ্গিনীর মত আমার প্রেয়সীর মত আমাকে নিভৃতে নিয়ে এসে আমার জানলাটি খুলে দিয়েচে। এই অবকাশটি পেয়ে আমার মন উড়ে চলেচে আপন শৈশবের দিকে। জীবনের পশ্চিম দিগন্তের আভাটি জীবনের পূর্ব দিগন্তে প্রতিফলিত হয়ে তাকে কিছু ফিরিয়ে দিয়ে গেল।[২০]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে সৃষ্টিমূলক রচনা বলতে প্রধানত গানই লিখছিলেন। কিন্তু সেগুলি তারিখ-চিহ্নিত না হওয়ায় বলা সম্ভব নয়, কোনগুলির মধ্যে পত্রোল্লিখিত ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। হয়তো 'সংযুক্তা দেবী'কে প্রেরিত 'এই বুঝি মোর ভোরের তারা' গানটি এইদিনই লিখিত হয়েছিল।

বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সূচি আমরা পূর্বেই দিয়েছি। ভারতী ও প্রবাসী-তে এই মাসে তাঁর কোনো রচনা মুদ্রিত হয়নি। বৈশাখ-সংখ্যা সবুজ পত্র 12 Jul [২৭ আষাঢ়]-এর পরে প্রকাশিত হয়, কারণ এই তারিখে লেখা অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' প্রবন্ধ উক্ত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। তাহলেও নিয়মরক্ষার জন্য আমরা সূচিটি এখানেই দিচ্ছি :

সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২৬ [৬/১] :

১ 'গান' ['আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়'] দ্র গীত ২। ৫৫৫, স্বর ৪২

২–৬ 'রবীন্দ্রনাথের পত্র' দ্র চিঠিপত্র ৫। ২৪৯–৫৪, পত্র ৭৩

৫৫–৫৯ 'মুক্তির ইতিহাস' দ্র লিপিকা ২৬। ১২৬–২৮ ['ঘোড়া']

The Modern Review, May 1919 [Vol. XXV, No. 5]:

443–54 'The Message of the Forest'

539–40 'Notes'/ 'Sir Rabindranath Tagore's Letter to Mr. Gandhi'

556–57 'Notes'/ 'Sir Rabindranath Tagore's Letter to a Friend'

12 Apr গান্ধীজিকে ও 26 Apr অ্যান্ডরুজকে লেখা দুটি চিঠি 'Notes'-এ মুদ্রিত হয়।

সবুজ পত্র বন্ধ করে দেবার ইচ্ছা ত্যাগ করে প্রমথ চৌধুরী এতে লেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাগিদ দিলে তিনি ২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 16 May] তাঁকে লিখলেন : 'আচ্ছা মাঝে মাঝে তোমাদের কাগজে লিখব কিন্তু সে লেখা হবে বৈশাখের বালুতটবাহিনী মন্দস্রোত ক্ষীণ ধারাটির মত। অর্থাৎ তাতে পণ্যবোঝাই নৌকো চলবার আশা নেই— অবগাহন স্নানও হবেনা— নিতান্ত স্বগত উক্তির মত— ···কাল সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা ধাঁ করে লিখে ফেলবার চেষ্টা করব। ধাঁ করে যদি না হয় তবে হবেই না— কুঁড়েমির লেখা হাউইয়ের মত যদি ছুটল তবে সোঁ করে আর যদি গড়িমসি হতে লাগল তবে বুঝলুম আগুন ধরলনা।'[২১] পরের দিন ৩ জ্যৈষ্ঠ [17 May] লিখলেন : 'একটা লেখা আজ লিখে রেজেষ্ট্রি করে পাঠালুম। হাল্কা ছাঁদে হাল্কা কথা লিখব মনে করে কলম ধরেছিলুম— কিন্তু কলম কি সত্যই আমি ধরি? তাহলে এমন দশা হয়? যাই হোক্, একটা লেখা

হয়েছে— সম্পাদকের দাবী মিট্‌ল। কুমোরের চাকে যখন বেগ পুরো মাত্রায় থাকে তখন সেই বেগের চোটে সূক্ষ্ম কাজ সহজেই আকার পায়। আজকাল আমার বুদ্ধিতে সেই বেগ নেই তাই জিনিষটা কিছু মোটা রকম হল।'[২২] লেখাটি হল 'বাতায়নিকের পত্র'-এর প্রথমটি। ৭ জ্যৈষ্ঠের আগে আর-একটি পত্র পাঠিয়ে উক্ত তারিখে লেখেন : 'তোমার কাগজের জন্য দুটো পত্র পরে পরে পাঠিয়েছি। আজ আর একটা পাঠাচ্চি। …বড় ক্লান্তির মধ্যে লিখেচি কিন্তু বড় দুঃখে। মনে করি আর কিছু লিখব কিন্তু ঘুরে ফিরে একই কথা বেরিয়ে পড়ে। নিজের মনের বেদনা এবং লেখকের লেখনী এই দুইয়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক না থাকলে লেখা ভাল হয় না তা জানি— কিন্তু কি করা যাবে?'[২৩] প্রবন্ধের শেষে তারিখ আছে '৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬' [সোম 19 May], কিন্তু ৮ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 22 May] আবার লিখলেন : 'Still they come. কিন্তু বাস্‌। তুমি দুই সংখ্যা একসঙ্গে বের করচ অতএব এস্থলে অধিক দোষের হবে না। এই চারটেতে মিলে চতুর্দ্দোলার বেহারার মত একটা কথাকেই কাঁধে করে নিয়ে চলেচে। অতএব এ'কে ভাগ করতে গেলে সেটা শোকাবহ হবে।'[২৪] কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, বৈশাখ-সংখ্যা সবুজ পত্র বেরোয় শ্রাবণ মাসে— সুতরাং সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা প্রবন্ধ অনেক পরে ছাপতে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেননি, তাই পত্রাকার প্রবন্ধগুলি প্রবাসী-তে একসঙ্গে আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ২২১–৩৫] মুদ্রিত হয়। এর সুরেন্দ্রনাথ-কৃত ও রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত অনুবাদ 'Letters from an Onlooker' ছাপা হয় July [pp. 1–13]-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে।

'বাতায়নিকের পত্র' রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছিলেন হালকা চালে। ৪ জ্যৈষ্ঠ তিনি রাণুর ভ্রমণবৃত্তান্তের উত্তরে লেখেন : 'তুমি গেছ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেছি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। …আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম, এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাত। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চলে চলে ভ্রমণ করছ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা-কিছু চলছে, তাদের চলায় আমার চলা।'[২৫] প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠির আদলে চলিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধের শুরুতে একই ধরনের কথা আছে। কিন্তু তাঁর মন তখন দেশের দুর্দশা ও বিশ্ব-রাজনীতির ভবিতব্য চিন্তা করে ভারাক্রান্ত, সুতরাং মানসিক ভ্রমণের পথ দিয়ে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই পৌঁছে গেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষণে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপদেশ চেয়ে তিনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তাঁকে দিয়ে আসেন। চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থটির মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত টীকাটিপ্পনী যোগ করে ৩ জ্যৈষ্ঠ চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট করে রেখেচি।/ এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, জানতে পারবে।'[২৬] চণ্ডীমঙ্গল তিনি আগেও পড়েছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্ব-রাজনীতির পটভূমিকায় নূতন করে বইটি পড়তে গিয়ে তাঁর মনে যে চিন্তা উদ্রিক্ত হয়েছে তার ছায়া পড়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, আনাতোল ফ্রাঁসের *White Stone* বইটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল— সেই বই থেকে দুটি উদ্ধৃতি মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশের জন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধেও তিনি তাঁর লেখা থেকে তিনটি বড়ো উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন নিজ বক্তব্যের সমর্থনে।

প্রথম মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ নিজের লোভ চরিতার্থ করবার জন্য যে সংঘর্ষে নেমেছিল তার অন্যতম লক্ষণ ছিল শক্তির প্রদর্শনী— টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা দিয়ে সেই শক্তিকে বহুগুণিত করে দেখানোই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে এক পক্ষ যখন হেরে যাচ্ছিল, তখন তারা প্রশ্ন তুলছিল ধর্মনীতির। তাইতে 'আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল, এতদিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেননা তার মন ফিরছে।' কিন্তু যুদ্ধশেষে সেই পক্ষ যখন জয়ী হল, তখন 'কথা-কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি'র মতলব নিয়ে যে পীস্-কন্‌ফারেন্স বসেছে— সেখানে শান্তি লক্ষ্য নয়, লোভই বড়ো হয়ে উঠেছে; সুতরাং 'একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসকার হল না, মন বদল হয় নি।' এই লোভী মন আবার অন্যের প্রতি সন্দিগ্ধ, তাই Yellow Peril-এর আতঙ্কে য়ুরোপীয় শক্তিধরেরা চিন্তিত হয়ে আছে, পাছে তাদের লাভের বখরায় অন্য-কেউ ভাগ বসায়। আর তাই চীনের গোলমাল থামাবার জন্য একজন জার্মান ফিল্ড-মার্শালের নেতৃত্বে পাঁচটি বৃহৎ য়ুরোপীয় শক্তি কামান-বন্দুকের সাহায্যে দুর্বল চৈনিক সৈন্যদের দমন করেছিল এবং 'having in this fashion covered themselves with military glory, the five powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose province they divide themselves among themselves.' আনাতোল ফ্রাঁসের এই ব্যঙ্গাত্মক উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে রাখে দুর্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়।'

য়ুরোপের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেশের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'য়ুরোপের সঁড়িখানা থেকে পোলিটিক্যাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে।' আমরা ধর্মের নাম করেই একদল লোক বলছি, ধর্মভীরুতাও ভীরুতা; বলছি যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। ...ধর্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে— সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো জোর নয়।' গায়ের জোর বা শক্তির সাধনার এই ঝোঁক তাঁকে মঙ্গলকাব্যের শক্তিপূজার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। উদ্ভবকালীন সামাজিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে তিনি লিখলেন : 'একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তির স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভব গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।' য়ুরোপের শক্তিপূজকও আজ মহাসমারোহে শক্তির পুজোয় বসেছেন, বলছেন, 'যিশুর মতো অমন গরীবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। ...আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাত।'

পঞ্চম বা শেষ পত্রে রবীন্দ্রনাথ ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক অবিচারের প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রশ্ন তিনি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধেও তুলেছিলেন। এখানে তিনি লিখলেন : 'আমরা নিজের সমাজে যে-অন্যায়কে আটেঘাটে বিধিবিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের

হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায়।' কিছুদিন আগে একটি আলোচনা তিনি নিজের কানেই শুনেছিলেন, মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নিচে হিন্দু ও মুসলমান আহার করতে পারবে না, তাতে হিন্দুমুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য না থাকলেও। আবার এঁরাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলে বিদেশি কর্তৃপক্ষের হাত আছে বলে অভিযোগ করেন। কেন এই নিষেধ, প্রশ্ন করলে তার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। উত্তর মেলে না অন্যান্য বহুবিধ সামাজিক বিধিনিষেধের যৌক্তিকতার প্রশ্নেরও।

এই পত্র-পঞ্চকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দেশীয় ও বিশ্ব-রাজনীতির গ্লানি ও দুর্বলতার দিকটিই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। সমাধানের পথ যেটি নির্দেশ করেছেন গান্ধীজির নির্দেশিত পথের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বিদ্যমান :

> আমাদের জন্যে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে দিক, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড় হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। ...
>
> আজকের দিনে যে কারণে হোক দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা করবার আছে, সেটা হচ্ছে ধর্মবুদ্ধিতে যখন অন্যপক্ষের পরাভব হচ্ছে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব। তা হলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব হানি করবে না বরং বাড়াবে।

মঙ্গলকাব্য ও শক্তিপূজা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্লেষণ ও মন্তব্য করেছিলেন, সেইটি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। প্রত্যুত্তরে তিনি 'শক্তিপূজা' [প্রবাসী, কার্তিক। ৪৮–৪৯; কালান্তর ২৪। ৩১৭–২০] প্রবন্ধে লেখেন : " 'বাতায়নিকের পত্রে' আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।" আমরা অবশ্য একটিমাত্র 'প্রতিবাদ' দেখেছি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'বাঙ্গলা ভাষার মঙ্গলকাব্য' [দ্র ভারতবর্ষ, ভাদ্র। ৩৪১–৪৫]। এতে তিনি শক্তিতত্ত্ব, চণ্ডী ও মনসার সঙ্গে শিবের স্ত্রী-কন্যা সম্পর্ক, শক্তির জগজ্জননী রূপ প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করে লিখেছেন : 'মঙ্গলকাব্যের কবি যে ভাবে দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিপরীত দিক হইতে দেখিয়াছেন, উভয়ের angle of vision সম্পূর্ণ বিভিন্ন।' তাঁর আর-একটি গুরুতর অভিযোগ, 'এক দেবতাকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়'-জাতীয় ভাষা প্রয়োগ করে অপরের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া রবীন্দ্রনাথের উচিত হয়নি : 'এই সকল ভাষা মহাদেব, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দুর আরাধ্য দেবতার প্রতি প্রয়োগ শোভন নহে। আমাদের দেশের মার্জ্জিত-রুচি ব্যক্তিগণ যদি অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া অশোভন ভাষার প্রয়োগ করিবেন, তাহা হইলে সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব লইয়া যাহারা পরস্পর গালাগালি করে তাহাদের কি দোষ দিব?'

রবীন্দ্রনাথ উত্তরটি লিখেছেন চলিত ভাষায়, তবে 'বাতায়নিকের পত্র'-এর মতো লঘুভাবে নয়, যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে। তিনি স্বীকার করেছেন : 'কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য।' কিন্তু মঙ্গলকাব্যের শক্তিতত্ত্ব বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন সেই তত্ত্ব শাস্ত্রীয় নয়, তা নিতান্তই লৌকিক— পৌরাণিক রূপ দিতে গিয়ে লৌকিক দেব-দেবীর উপর শাস্ত্রীয় রূপ আরোপ করা হয়েছে, অথচ জোড় মেলেনি : 'আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্যভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য-অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।'

বসন্তকুমার অবশ্য এই উত্তরে সন্তুষ্ট হননি, তিনি দ্বিতীয় প্রবন্ধ লেখেন 'শক্তিপূজা' নামে [দ্র ভারতবর্ষ, ফাল্গুন। ২৮৯–৯৬]। রবীন্দ্রনাথ এর কোনো উত্তর দেননি।

এই প্রবন্ধ সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর। তিনি 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথের 'বাতায়নিকের পত্র' তাঁহার যোগ্য হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমরা পড়িতে, মনে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে বলি। রবীন্দ্রনাথের এই যুগধর্ম্মের বিশ্লেষণ ও সনাতন মানবধর্ম্মের নির্দ্দেশ— তাঁহার কম্বুকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত এই ভারতবাণী বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিবে। ইহা ইউরোপের পক্ষেও মহৌষধ, এশিয়ার পক্ষে ও আমাদের পক্ষে মৃত সঞ্জীবনী সুধার কাজ করিবে। ইউরোপ যদি তাহার ভাবনা না ভাবে, বর্ত্তমানের মোহে ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া থাকে, ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা যেন বর্ত্তমানের আলোকে আমাদের অবস্থার বিচার করিতে পারি, অবস্থার মত ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতের পথে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বাতায়নিকের পত্রে সেই পথের সন্ধান দিয়াছেন।[২৭]

৮ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 22 May] 'বাতায়নিকের পত্র' লেখা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই কলকাতায় চলে আসেন— 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয় ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জোড়াসাঁকোর বাটীতে' আসার হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। মীরা দেবী অসুস্থ হওয়ায় পুত্রকন্যা-সহ ৩১ বৈশাখ কলকাতায় আসেন। সীতা দেবী লেখেন : 'মীরা দেবীর অসুখ বাড়াতে কবি কলিকাতায় আসিলেন।' ১৩ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 27 May] বিদ্যালয়ের শিক্ষক রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা সুধাময়ী দত্তের বিবাহ হয়। সীতা দেবী লিখেছেন :

একবার মনে আশা হইল যে, হয়তো বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইবেন, কিন্তু কন্যার পীড়ার জন্যই বোধহয় তিনি আসিতে পারিলেন না। ···বৃহস্পতিবার [১৫ জ্যৈষ্ঠ : 29 May] সকালে মন্দিরপ্রাঙ্গণে নূতন বর-কনের ছবি তোলা হইতেছে, দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, এমন সময় রাস্তায় গাড়ি থামার শব্দে সে দিকে চাহিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজসাহেব গাড়ি হইতে নামিতেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলাম। তাঁহারা দোতলায় বাবার ঘরেই আসিয়া বসিলেন। মীরা দেবী কিছু ভালো আছেন শুনিলাম। তিনি স্বয়ং কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'যেরকম চারিদিক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ভিতরে ভিতরে পুড়ে পুড়ে কি ক'রে ভালো থাকব?' ···অল্পক্ষণ পরেই তিনি চলিয়া গেলেন।[২৮]

প্রভাতকুমার লিখেছেন : 'জীবনীলেখক সেদিন কলিকাতায়; রামানন্দবাবুর দ্বিতলের বারান্দায় উভয়কে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম— কবির কী গম্ভীর, কী স্তব্ধ মূর্তি! তখন আমরা জানিতাম না যে পাঞ্জাবে কী ঘটিয়াছে এবং রামানন্দবাবুর সহিত কবি কী পরামর্শ করিতেছেন।'[২৯] তিনি তারিখটি 28 May বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সীতা দেবীর স্মৃতিচারণ ডায়ারি-নির্ভর বলে আমরা তাঁর দেওয়া তারিখটিই গ্রহণযোগ্য মনে করি।

এই সময়ের কয়েকটি দিনের বর্ণনা পাওয়া যায় কালিদাস নাগের ডায়েরি-তে। তিনি 28 May [বুধ ১৪ জ্যৈষ্ঠ] লেখেন : 'প্রশান্তর FRS confirmed হয়েছে জেনে তাকে congratulate করতে এলুম, তারপর বিচিত্রায় এসে কবির সঙ্গে দেখা— Punjab ও present discontent সম্বন্ধে যে চিঠি পড়লেন, শুনে অবাক।' সম্ভবত পাঞ্জাবের ঘটনা প্রসঙ্গে অন্যের লেখা কোনো চিঠি রবীন্দ্রনাথ পড়ে শুনিয়েছিলেন। 29 May [বৃহ ১৫ জ্যৈষ্ঠ]-র বিবরণ : 'দুপুরে ছট্‌কুকে সঙ্গে করে প্রশান্তকে নিয়ে কবির কাছে এসে গান শেখা— কী চমৎকার সব সুর এসেছে— কান জুড়িয়ে গেল।' আবার 30 May [শুক্র ১৬ জ্যৈষ্ঠ] কালিদাস লিখলেন : 'কবির কাছে এসে গান শিখে হঠাৎ তাঁর এক নতুন মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।'[৩০] এই বর্ণনাগুলি মূল্যবান। ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ পেরেছেন ততক্ষণ সংগীতশিক্ষা প্রভৃতি স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন— কিন্তু তৃতীয়দিন গান শেখানোর পরে আর সংযম রাখতে পারেননি; কালিদাস নাগ

লেখেননি, কিন্তু অনুমান করা যায়, ব্রিটিশ সরকারের পাশবিকতা ও দেশনেতাদের নির্বীর্যতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ তীব্র হয়ে ফেটে পড়েছে।

এই ক'টি দিনের অন্য একটি চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কলকাতায় আসার পর তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই ঐতিহাসিক সময়ের বিবরণ পাঁচটি পৃষ্ঠায় লিখে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের এক মাস আগে 6 Jul 1941 [রবি ২২ আষাঢ় ১৩৪৮] তাঁকে দিয়ে তারিখ-সহ স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। সেই দলিলটি প্রশান্তচন্দ্র-রানী মহলানবিশ-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এখন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত হয়েছে। অবশ্য তার অনেক আগেই প্রশান্তচন্দ্র "'লিপিকা'-র সূচনা" শিরোনামে রচনাটি শারদীয়া দেশ ১৩৬৭ [পৃ ২১–২২]-সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, গরমের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেবার তিনি বাইরে না গিয়ে কলকাতাতেই ছিলেন। সংবাদপত্র ও চিঠির মাধ্যমে এবং লোকের মুখে পাঞ্জাব ও জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর তখন কিছু-কিছু করে জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। এমন সময়ে 'রুচিরাম সাহনির কাছ থেকে অনেক কথা একদিন বনোয়ারিলাল চৌধুরী কবিকে এসে শুনিয়ে গেলেন।' সেইসব শুনে রবীন্দ্রনাথ এত অস্থির হয়ে উঠলেন যে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রথীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। প্রশান্তচন্দ্রই তখন তাঁর মেজোমামা ডাঃ নীলরতন সরকারকে ডেকে আনলেন। তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

কবির শরীর তখন এমন দুর্বল যে দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। সারাদিন একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে থাকেন। লেখা বন্ধ। কথাবার্তা কম বলেন। হাসি-গল্প তো নেইই। ...শুয়ে থেকে কবি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। Andrews সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটছে, তা নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন লোকও প্রতিবাদ করবে না, এটা কবির পক্ষে অসহ্য। Andrews সাহেবকে মহাত্মাজির কাছে পাঠালেন এক প্রস্তাব নিয়ে। তখন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে লোক প্রবেশ করা নিষেধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা যে মহাত্মাজি যদি রাজি থাকেন, তবে মহাত্মাজি আর কবি দুজনে দিল্লীতে গিয়ে মিলবেন। সেখান থেকে দুজনে একসঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তা হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। Andrews সাহেব মহাত্মাজির কাছে চলে গেলেন।

অ্যান্ডরুজের বার্তার জন্য রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রশান্তচন্দ্রও দিনের অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে কাটান। একটি বড়ো চেয়ারে হেলান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার গল্প বলতে গিয়ে গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানবাড়িতে কাটানো দিনগুলির কথা স্মরণ করে সম্ভব হলে সেখানে গিয়ে কয়েকটি দিন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রশান্তচন্দ্র খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সেই বাগানবাড়ি এখন বনোয়ারিবাবুর এক শরিকের হাতে। তিনি জানালেন, রবীন্দ্রনাথ যতদিন ইচ্ছা সেখানে কাটাতে পারেন। ঠিক হল, একদিন গিয়ে দেখে আসবেন— থাকার ব্যবস্থা পরে হবে।

ইতিমধ্যে Andrews সাহেব গান্ধিজির কাছ থেকে ফিরে এলেন। সকাল বেলা পুরোনো বাড়ির দোতলায় পশ্চিমদিকের বারান্দায় কবি বসে আছেন। Andrews সাহেব আসতেই অন্য সব কথা ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হোলো? কবে যাবেন?" Andrews সাহেব একটু আস্তে আস্তে বললেন, বলছি সব— গুরুদেব কেমন আছেন এই সব কথা পাড়ছেন, কবি আবার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী হোলো? তখন Andrews সাহেব বললেন যে, গান্ধিজি এখন পাঞ্জাবে যেতে রাজি নন্— "I do not want to embarrass the Government now"—শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বললেন না।

সেইদিনই বা দু'একদিনের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পেনেটির বাগানে যান। কিছুক্ষণ থেকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সেই পেনেটির বাগানে আর ফেরা যায় না।' তাঁরা ফিরে আসেন [দ্র রবিজীবনী ১ (১৩৮৯)। ১৪১]।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [1872–1956] একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি তাঁকে বিকালে নিয়ে আসতে বলেন। যথাসময়ে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র শোনেন, একটু আগে একটি ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছেন— কোথায় যাচ্ছেন কাউকে বলে যাননি, অথচ এইসব ব্যবস্থা করতেন প্রশান্তচন্দ্র নিজে। জয়গোপালবাবুকে নিয়ে তিনি বিচিত্রা লাইব্রেরির ঘরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

…বেশ যখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে— সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা হবে— কবি একটা ঠিকে গাড়িতে ফিরে এলেন। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। তারপরে তিনজনে পুরোনো বাড়ির বড়ো কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় সিঁড়ির পাশে বসবার ঘরে গিয়ে বসলুম। পাঁচ সাত মিনিট কথা বলতে বলতেই দেখলুম, কবি খুব ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক। জয়গোপালবাবু নিজেই উঠে পড়লেন। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছি— কবি আমাকে পিছু ডেকে বললেন, প্রশান্ত একটা কথা শুনে যাও। আমি জয়গোপালবাবুকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলুম। পশ্চিমের বারান্দা অন্ধকার। কবি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। কাল তুমি এখানে এসো না।" আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? "তা জানবার দরকার নেই। তোমাকে বারণ করছি। আমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে। কাল তুমি এখানে আসবে না। আমি বারণ করে দিচ্ছি।" দেখলুম কবি খুব বিচলিত। কিছু না বলে চলে এলুম।

…রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয়নি— হয়তো চারটে হবে— উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম। …জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন দরোয়ানরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানলা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে বসে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ করে বসে আছেন। পাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন পড়ো। বড়লাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। আমি পড়লুম।

কবি তখন বললেন— সারারাত ঘুমাতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার, তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে— বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বল্‌লে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সব চেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা-ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে। কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়ো লাটকে তার পাঠানো— খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দবাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এই সব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল।

অমল হোম লিখেছেন : 'অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে আমি শুনেছি, ৩০শে [?৩১শে] মে সকালে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে তাঁর চিঠিখানি দেখালেন, তখন তিনি সেটিকে একটু মোলায়েম করে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ জানালে, তিনি সাহেবের দিকে এম্‌নি করে তাকিয়েছিলেন যা তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন না কোনোদিন— "Such a look as I had never seen in the eyes of Gurudev before or after!"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ কবে চিঠিটি লেখেন এই নিয়ে কিছুটা সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। চেম্‌স্‌ফোর্ডকে লেখা চিঠির অন্তত দুটি খসড়া তিনি করেছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের লেখার সঙ্গে দেশ-এ যে খসড়ার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে, সেটি স্বাক্ষরিত ও তারিখ আছে 'May 30, 1919'। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অপর খসড়াটি স্বাক্ষর ও তারিখ -হীন। দুটি খসড়া মেলালে বোঝা যায়, অনেক কাটাকুটি-করা পূর্বোল্লিখিত খসড়াটিই আগে লেখা। আর ভাইসরয়কে পাঠানো চিঠিটির তারিখ 'May 31st, 1919'—সরকারি চিঠিপত্রে এই তারিখটিই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু

আশ্চর্য এই যে, চিঠিটিতে প্রদত্ত ঠিকানা ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন— সরকারের পক্ষ থেকে লেখা চিঠিগুলিও এই ঠিকানাতেই প্রেরিত হয়।

পত্রটি ঐতিহাসিক। সারা ভারতের পৌরুষ যখন কঠোর শাস্তির ভয়ে নপুংসকের ভূমিকা নিয়েছে, তখন বাংলার এক কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল নির্ভীক ধিক্কারবাণী :

5, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta, May 31st, 1919.

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the nobler vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with

due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully,

Rabindranath Tagore

31 May কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লেখেন : 'ভোরে উঠেই কবির কাছে এসে দেখি Chelmsford-কে তাঁর Kt.hood resign দিয়ে এক চিঠি লিখেছেন— শোনালেন, গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল।' ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এইদিন রবীন্দ্রনাথের '২ খানা বিলাতী চিঠি …৩ খানা পত্র' প্রেরিত হয়েছে। হয়তো এই চিঠিরই প্রতিলিপি তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। আর-একটি হিসাবে রয়েছে : 'গুরুদেবের লেখার টাইব করার জন্য শ্রীযুত সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া যায় ১২' টাকা।

পত্রের প্রতিলিপি বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'কলিকাতার ২ জুন তারিখের দৈনিকে রবীন্দ্রনাথের 'স্যর' পদবি-ত্যাগ-পত্র ও দৈনিক বসুমতীর অতিরিক্ত সংখ্যায় উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল।'[৩২] পাদটীকায় লিখেছেন : 'ভাইসরয়কে লিখিত পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক বসুমতী, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ শনিবার। মূল ইংরেজি কোনো কোনো কাগজে শনিবার ও বেশির ভাগ কাগজে সোমবার ২ জুন (১৯ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয়'। রবীন্দ্রভবনে এই সংবাদ-সংক্রান্ত মূল কর্তিকাগুলি নষ্ট হয়ে গেলেও মাইক্রোফিল্মে বসুমতী-র এই বিশেষ সংখ্যাটির প্রাসঙ্গিক অংশ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রজীবনী-কারের বক্তব্য-অনুযায়ী, পত্রটি রচনার দিনই 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তার অনুবাদ করিয়ে পত্রিকাটির বৈকালিক অতিরিক্ত সংখ্যায় সেটি প্রকাশ করেন [বঙ্গানুবাদটির জন্য দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২১–২২; অমল হোম : পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। ৭১–৭৩]। উল্লেখ্য, হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং সেইসময়ে বসুমতী-তে বা পরে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অনুবাদ করানোর দাবি কখনও করেননি [তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৮) গ্রন্থে অনুবাদটি 'তাঁহার কৃত' মন্তব্য আছে]— অবশ্য বঙ্গানুবাদটি প্রথম প্রকাশ করার কৃতিত্ব নিয়ে তিনি পত্রিকাতে গর্ব করেছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, অনুবাদটির ভাষা নিতান্তই অ-রাবীন্দ্রিক। 'বাঙ্গালী' নামক একটি পত্রিকা লিখেছিল : 'এই মথী লিখিত সুসমাচারের নমুনায় উৎকট বাঙ্গালা পাঠ করিয়া এই সমাচারের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে'— এই উদ্ধৃতি 'বসুমতী'তেই আমরা পড়েছি।

এই পত্র প্রসঙ্গে সীতা দেবী লিখেছেন:

> কাগজে কাগজে তাহা লইয়া প্রচুর লেখালেখি চলিল। এই চিঠিখানি সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ২রা জুন একবার এবং ৪ঠা জুন আর-একবার আমাদের বাড়ি আসিলেন। সারাক্ষণই রাজনৈতিক আলোচনা চলিত, …পাশের ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের কথাবার্তা কিছু কিছু কানে যাইত। দেশী এক সংবাদপত্র তাঁহাকে ঐ পত্র লেখার ফল হইতে বাঁচাইবার জন্য কি একটা বোকামিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিল, তাহা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলাম বাবাকে বলিতেছেন, 'আমাকে এমন অপমান কেউ কখনও করে নি।'[৩৩]

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অত্যন্ত পুরোনো একটি মাইক্রোফিল্মে 'কাগজে কাগজে… লেখালেখির কিছু নমুনা আছে, কিন্তু ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় তার অধিকাংশই পড়া শক্ত। যেটুকু পড়া গেছে, তার মধ্য থেকে 4 Jun

'Taking Risks' শিরোনামে অমৃতবাজার পত্রিকা-র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

...Under existing law in India, and in the present temper of the authorities, common prudence would have certainly counselled silence in this case; and Rabindra Nath has undoubtedly done a rather risky thing in refusing to listen to it. But should not the Government itself consider the occasion in judging his action? We say it not to beg clemency of the Government in his case. Rabindra Nath would indignantly repudiate such an appeal as an insult. But we ask the Government to take this view in its own interest only.

সীতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে 'বাঁচাইবার জন্য' যে 'বোকামিপূর্ণ' প্রবন্ধের কথা লিখেছেন, সেটি সম্ভবত এইটিই। কর্তিকাটির উপর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে রেখেছেন : 'কালকের অমৃতবাজার পত্রিকার লেখাটা বিপিনবাবুরই— তিনি স্বীকার করেছেন। মানুষ এত দুমুখো হতে পারে। আশ্চর্য্য। চারু'। বোঝা যায়, এই 'common prudence' থেকেই বিপিনচন্দ্রের তৎকালীন পালনকর্তা চিত্তরঞ্জন সভা ডাকার ব্যাপারে সতর্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন!

উক্ত মাইক্রোফিল্মে কয়েকটি বাংলা কাগজের কর্তিকাও আছে। একটি নাম-তারিখ-হীন কর্তিকায় 'রবীন্দ্রনাথের উপাধিবর্জ্জন' শিরোনামে লেখা হয় :

...উপাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ এখন মেঘমুক্ত রবির ন্যায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। ...সমগ্র দেশ যে সময় নির্ব্বাক, ভীত, সকলেই যে সময় "চাচা আপনা বাঁচা" নীতির আশ্রয় লইবার জন্যই ব্যস্ত ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ সকল লজ্জা ভয় ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া অগণিত মূক জনসঙ্ঘের গভীর বেদনা এক অপূর্ব্বভাবে প্রকাশ করিয়া যে অনন্যসাধারণ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিলেন তাহা ইতিহাসে বিরল।

—এর পরে পত্রিকাটি 'হিতবাদী' থেকে পত্রটির অনুবাদ উদ্ধৃত করেছে।

কিন্তু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'নায়ক' ২০ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 3 Jun] 'কা'র মানে মান?' সম্পাদকীয় টীকায় লেখে :

যে মান রাখিতে জানে, আদর আব্দার সহিতে পারে তাহারই কাছে মান কাড়াইতে হয়; তাহারই সম্মুখে আদর সোহাগ দেখাইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কাহার কাছে আব্দার করিয়া মান কাড়াইতে উদ্যত হইয়াছেন? ইংরেজ তোমার কে?...

আমরা গত কল্য সোমবারের কাগজে বলিয়া রাখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের "স্যর" উপাধি গ্রহণ করাই গোড়ায় বড় ভুল হইয়াছিল। তাহার পর সে উপাধি বর্জ্জন করিয়া তিনি বৃহত্তর প্রমাদ করিয়াছেন। ...গোড়ার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ আর একটা প্রমাদে পড়িয়াছেন। এ দ্বিতীয় প্রমাদ হইতে তিনি সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবেন কি?...

আর-একটি অংশে 'নায়ক' লেখে : 'রবীন্দ্রনাথ উপাধি বর্জ্জন করিয়া নিজের সুবিধা কি করিয়াছেন তাহা জানি না, দেশের ও জাতির যে কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই, তাহা বলিবই। আমরা তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিলাম না।'

এই চিঠি লেখা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। তখন রাওলাট অ্যাক্ট পাশ হয়ে গেছে। সুতরাং রাজার প্রতি অসম্মানের অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার ও কঠিন শাস্তি দেওয়া অসম্ভব ছিল না। তিনিও জানতেন সে কথা। তাই ঠাট্টার সুরে 1 Jun রাণুকে লিখেছেন : 'তোমাদের সোলনে আমাকে যেতে লিখেছ, কিন্তু সিমলা সোলনের খুব কাছেই। যদি আমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যায় তাহলে সে দৃশ্য তুমি সইতে

পারবে না, তোমাকে দুই চক্ষের জল বর্ষণ করতে হবে। আমি ভিতু মানুষ, আমি রাজদ্বার থেকে দূরে থাকি।' কিন্তু এই সময়ে তিনি রাজদ্বারের খুব কাছেই পৌঁছে গিয়েছিলেন!

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির ফলে দেশে ও বিদেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একসময়ে রবীন্দ্র-বিদূষণে যিনি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই সাহিত্য-সম্পাদক ১৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 1 Jun] লেখেন : 'শ্রীচরণকমলেষু/ "এই ত তোমার যোগ্য কথা।"/ প্রণত/ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি'। 2 Jun জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং থেকে লিখলেন : 'বন্ধু তুমি ধন্য।' ২১ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 4 Jun] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'নীরব নিবেদন' জানান ৫৬ ছত্রের একটি কবিতা লিখে [দ্র ভারতী, আষাঢ়। ২৪৩]। রবীন্দ্রভবনে মূল রচনাটি রক্ষিত আছে।

বিশপ্‌স্‌ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক Rev. Gordon Milburn-কে রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রবন্ধের কপি পাঠিয়েছিলেন, ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন [4 Jun]: " 'At the Cross Roads' deals with questions about which you will not want the opinion of an Englishman & much has happened since it was written. Things seem now to have reached a state when it is useless to have opinions: nothing but the decapitation of O'Dwyer by order of the Government & public exposure of his head in the streets of Lahore is likely to be of much use. But I am afraid there is no chance of that happening. What a devil the man must be." [কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাইটহুড-ত্যাগের পটভূমিকায় রচিত এই চিঠিতেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'Sir' বলে সম্বোধন করেছেন।] অ্যান্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংবলিত একটি সংবাদপত্র-কর্তিকা রোটেনস্টাইনকে পাঠান; তিনি 11 Jul রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'How can I not approve of it? You have not put off, but have put on dignity.'[৩৪]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন মৃত্যুশয্যায়। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগের সংবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয় শনিবার 31 May; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন :

> রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার [১৯ জ্যৈষ্ঠ] প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় নিমগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল।[৩৫]

২৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 6 Jun] রাত্রে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়।

পক্ষান্তরে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা ইংলিশম্যান রবীন্দ্রনাথের পত্রকে ব্যঙ্গ করে লিখেছে : 'No one will more painfully surprised than he himself to find that it will not make ha'porth of difference. As if it mattered a brass farthing whether Sir Rabindranath Tagore who has probably never been heard of in the wilds of the Punjab, and who as a writer is certainly not so popular as Colonel Frank Johnson approved of the Government's policy or not! As if it mattered to the reputation, the honour and the security of British rule and justice whether this Bengali poet remained a Knight or a plain Babu!'

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডও রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে এই ধরনের প্রতিবাদ আশা করেননি। তাঁর পরামর্শদাতাদের একজন এ বিষয়ে মন্তব্য লেখেন : 'The insolence of resigning an honour conferred

by the King for literary attainments on the ground of disagreement with the policy of the Government is patent.'[৩৬]

11 Jun [বুধ ২৮ জ্যৈষ্ঠ] চেম্‌স্‌ফোর্ড একটি 'প্রাইভেট' টেলিগ্রামে [Telegram P., No.655, 11th June 1919, 1-30 p.m.] ভারতসচিব মন্টেগুকে জানান :

A letter dated 31st May has been addressed to me by Rabindranath Tagore announcing his desire to resign Knighthood, which was conferred on him in June 1915, as a protest against the policy followed by Government in dealing with the recent troubles in the Punjab. He, however, communicated it to the press before its receipt here. As there are no Insignia and no Letters Patent to be handed back as an outward sign of renunciation, the case is not parallel with that of Subramaniya Ayyar and the title can, it is presumed, only be revoked by His Majesty by whom it was granted. I propose to reply, in view of the advertisement that would be given to Tagore and of the fact that grant of his request might be interpreted as admission of mistaken policy in the Punjab, that I am unable myself to relieve him of his title and, in the circumstances, do not propose to make any recommendation to His Majesty on the subject. Please let me know by telegram if this view is concurred in.[৩৭]

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের চিঠি পাওয়ার দশদিন পরে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস থেকে S.R. Hignell 12 Jun তাঁর চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে লেখেন : 'The matter is receiving attention and a further communication will be made to you in due course.'

12 Jun ভাইসরয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে সেইদিনই Sir T.W. Holdnass [?]-এর কাছে তাঁর মতামতের জন্য প্রেরিত হয়। তিনি 13 Jun নোটে লেখেন :

The Pol. A.D.C. has discussed the matter with the Home Office (wh. looks after Knight-bachelorhood) and with Sir F. Ponsonly.

The only way by wh. a Knight-bachelor can be released of the Honour is by "degradation". This means the issue of Letters Patent notifying his degradation. It was done in the case of Sir Roger Casement. It wd. be quite inapplicable in the present case. The Viceroy's action is right.

We should send copy of the telegram to Ld. Stamfordham saying that you propose to concur with the Viceroy.

Lord Stamfordham 14 Jun Windsor Castle থেকে লেখেন : 'I have shewn the King your letter of today and the copy of the private telegram from the Viceroy regarding Sir Rabindranath Tagore's desire to resign his Knighthood. His Majesty approves of the Viceroy's

proposed procedure. Later on, if it is necessary to degrade him, Letters Patent would have to be issued to that effect.'

এর পর S.R. Hignell 20 Jun [শুক্র ৫ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : '…His Excellency the Viceroy is unable himself to relieve you of your title of Knighthood, and that, in the circumstances of the case, he does not propose to make any recommendation on the subject to His Majesty the King Emperor.'

রবীন্দ্রনাথ মন্টেগুর কাছেও টেলিগ্রাম করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি ভাইসরয়কে জানান [Telegram P., No.1544, 23rd June 1919, 11–25 p.m. (Recd.25th, 9 a.m.)]: '...Rabindranath Tagore has wired to me his letter to you for submission to the King if I think fit. Please convey reply to him from me in the same sense as that of answer proposed in your private telegram of the 11th instant.' 26 Jun [বৃহ ১১ আষাঢ়] প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস থেকে উক্ত মর্মে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি পাঠানো হয় এবং এইখানেই তাঁর পত্রের ব্যাপারে সরকারপক্ষ থেকে ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য এই বিষয় নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, কিন্তু সরকারি দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ 'স্যার'ই থেকে যান। বিদেশে ও দেশে ইচ্ছামতো তাঁকে 'স্যার' বা 'ডঃ' উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছে— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে আর কখনোই 'স্যার' উপাধি ব্যবহার করেননি।

নাইটহুড-ত্যাগ নিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সরকারপক্ষ শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নিয়ে তাকে আরও তীব্র করার নির্বুদ্ধিতা দেখায়নি— একে নীরবে উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেছে। কিন্তু 'রাজা'কে অপমান করার 'insolence' ইংরেজ কোনোদিন ক্ষমাও করেনি। বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন 1921-এ আমেরিকায় গেছেন, তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নানাভাবে বাধা দিয়েছে। ইংলন্ডে গিয়ে তিনি ইংরেজ বন্ধুদের অনেকের আচরণে উত্তাপের অভাব অনুভব করেছেন।

স্বদেশেও এই উপাধি-ত্যাগের প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিচিত্র ধরনের। অমৃতবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত মন্তব্যের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। 'নায়ক' লেখে : 'আজ অমৃতবাজার পত্রিকার সাহসে কুলাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পত্রখানা আজ ছাপাইয়াছে। গত কল্য পত্রের কিঞ্চিৎ ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছিল ইংলিশম্যান ছাপিয়াছে দেখিয়া আজ সাহসে ভর করিয়া চিঠি খানি ছাপাইয়াছে। অথচ যাহাতে সর্ব্বাগ্রে চিঠিখানি অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়, সে পথে চেষ্টা হইয়াছিল।' 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একসময়ে রবীন্দ্রবিরোধীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের উপাধিত্যাগকে মর্যাদান্বিত করায় 'নায়ক'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গ করে লেখেন : 'বসুমতী সহসা বিষম রবিভক্ত হইয়াছে। অথচ ঐ বসুমতী আপিস হইতে নারায়ণ মাসিক পত্র বাহির হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্রাট হইবার সময়ে সাহিত্যের দল ঘোর করিয়াছিল। তাহার পর "তোমরা কাহারা" এই প্রবন্ধ বসুমতীতে লিখিয়া যশোর সম্মেলনে গোল ঘটাইয়া যিনি বাহাদুরী লইয়াছিলেন, তিনি পূরা দমে সহসা সম্পাদক সাজিয়া রবি ভক্ত।' পাঁচকড়ি 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তিনি 'বসুমতী' থেকে রবীন্দ্রনাথের পত্রের অনুবাদ 'বাঙ্গালী'তে ছাপালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ 'আর কি সময়, নাহি রসময় বাজাতে মোহন বাঁশী' শিরোনামে লেখেন : 'বাঙ্গালী বসুমতীর নিন্দাপ্রসঙ্গে সেই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মে রবির কিরণ আবর্জ্জনাস্তূপেও পতিত হয়— তাহা প্রতিরোধ করা যায় না।'

10 Jun পাঞ্জাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে পাঞ্জাবের ঘটনাবলি ও শাসন-সংস্কার নিয়ে আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হয় 26 Jun [বৃহ ১১ আষাঢ়] তারিখে। এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় :

That this meeting of the citizens of Calcutta gratefully records its appreciation of the protest entered by Sir Sankaran Nair and Rabindranath Tagore against the policy pursued by the Government of India in relation to the Punjab disturbances and records respectfully and with regret the fact that His Excellency Lord Chelmsford has lost the confidence of the public and this meeting humbly beseeches His Imperial Majesty to recall Lord Chelmsford.

কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক স্বীকৃতি কেবল এই প্রস্তাবটুকুতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। জগদীশচন্দ্র ছাড়া আর-কোনো বড়ো মাপের ব্যক্তি এই কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাননি, পক্ষান্তরে গান্ধীজি শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে 6 Jun একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'The Punjab horrors have produced a burning letter from the Poet. I personally think it is premature. But he cannot be blamed for it.'[৩৮] 3 Nov 1919 'Punjab Letter' লিখতে গিয়ে ও আরও বহু লেখায় তিনি রবীন্দ্রনাথের নামের আগে 'Sir' উপসর্গ যোগ করে দিয়েছেন!

এর ফলে 1925–26-এ একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। 'The Poet and the Charka' [*Young India*, 5 Nov 1925] প্রবন্ধে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের নামের আগে 'Sir' উপাধি ব্যবহার করায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একই শিরোনামে 'Notes' [*The Modern Review*, Dec 1925/ 725] বিভাগে একটি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক টীকা লেখেন। এর প্রতিবাদ করেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের রিসার্চ স্কলার সুবোধচন্দ্র বসু; তিনি লেখেন, 'in all his books published by the Macmillan Company, "Sir" is put before his name invariably in every volume—not only in the reprints of those which were published before he is said to have renounced his title but also in those which have very recently been published.' 'Editor's Note'-এ রামানন্দ সাতটি সম্প্রতি-প্রকাশিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, যাতে উক্ত উপাধি ব্যবহার করা হয়নি [দ্র 'Comment and Criticism', Jan 1926/ 50–51]। এই বিতর্কের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয় 'Rabindranath Tagore and Knighthood' [Feb 1926/ 158] নামে, বর্তমান প্রসঙ্গে এটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :

Being aware that a discussion has been raised in regard to my Knighthood, I feel it right to put clearly my own view of it before the public. It is obvious that it was solely to give utmost emphasis to the expression of my indignation at the Jallianwalla Bagh massacre and other deeds of inhumanity that followed it that I asked Lord Chelmsford to take it back from me. If I had not fully realised the value of this title, it would have been impertinent on my part to offer it as a sacrifice when such was needed in order to give strength to my voice. I have not the overweening conceit discourteously to display an insincere attitude of contempt

for a title of honour which was conferred on me in recognition of my literary work. I greatly abhor to make any public gesture which may have the least suggestion of a theatrical character. But in this particular case, I was driven to it when I hopelessly failed to persuade our political leaders to launch an adequate protest against what was happening at that time in the Punjab.

A title of personal distinction for some merit that has a universal value is never a reward of favour To show honour where it is truly due is the responsibility of the party who does it and any token of it should not be thrown away, unless for an exceptional occasion or purpose which is painfully imperative. I am not callously insensitive to the approbation which I have been fortunate enough to gain from outside my own country, and for the same reason, I also feel proud that men like Jagadish Chandra Bose and Prafulla Chandra Ray have won a title valuable like any other real recognition which our country may rightfully claim. The only complaint that can be made is that this title is fast losing its distinction through its heterogenous association and that the above-named illustrious countrymen of ours are made to put up with too many strange bed-fellows in their career of glory. While concluding, I confess to an idiosyncrasy, which has already been pointed out by the Editor of this journal, that I do not like any addition to my name,— Babu or Sriyut, Sir or Doctor, or Mr., and, the least of all, Esquire. A psycho-analyst may trace this to a sense of pride in the depth of my being and he may not be wrong.

রাজনৈতিক নেতারা রবীন্দ্রনাথের উপাধি-ত্যাগকে সর্বাধিক অসম্মান করেন Dec 1919-এর অমৃতসর কংগ্রেসে। সেখানে ইংরেজের অত্যাচার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সভা-কাঁপানো অনেক বক্তৃতা হয়েছিল, কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের একটি উল্লেখ ছাড়া কোনো বাঙালি ও অবাঙালি নেতার মুখে রবীন্দ্রনাথের উপাধি-ত্যাগের ঐতিহাসিক পত্র সম্বন্ধে একটি বাক্যও উচ্চারিত হয়নি। অমল হোম এই বিষয়ে একটি ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করানোর জন্য কী চেষ্টা করেছিলেন আর তার কী পরিণতি ঘটেছিল, তার বিবরণ আছে তাঁর 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' [১৩৬৮] গ্রন্থের 'অমৃতসর কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথের চিঠি' [পৃ ১০৫–১৩] প্রবন্ধে। এখনও কোনো-কোনো বাঙালি বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ উপাধি ত্যাগ করতে কেন ৫৬ দিন সময় নিয়েছিলেন তার চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে চলেছেন! ১০ আষাঢ় [বুধ 25 Jun] রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে বড়ো দুঃখে লিখেছিলেন :

আমাদের কত যে দুঃখ কত যে দায়িত্ব তার সীমা নেই— অথচ আমরা কেবল দুঃখটাকেই বহন করে চলেছি দায়িত্বকে গ্রহণ করচি নে এইটেতে আমরা কেবলি নেবে যাচ্চি। সকল বড় বড় দেশেই এমন সকল বীর আছে যারা দুর্গতিকে চরম বলে কিছুতেই স্বীকার করে না— যারা নিজের প্রাণ দিয়েও তাকে উপহাস করে। আমরা আলস্য ঔদাস্য বশত দুর্গতির সঙ্গে আপষে সন্ধি করে বসে আছি— এমন কি, তার পক্ষসমর্থন করে তার প্রশংসা করে তার বলবৃদ্ধি করচি। সেইজন্যে এতদিন আমি বড় দুঃখ পাচ্ছিলুম যে, আমাদের যুবকেরাও এই ভীরুতা এই কপটতাকেও আত্মশ্লাঘায় পরিণত করে আস্ফালন করে বেড়াচ্চে। এতদিন এই নিয়ে কেবলি লড়াই করেছি এবং দেশের লোকের কাছ থেকে নিয়ত মার খেয়েচি।

—সেই মার এখনও চলেছে!!

যেদিন নাইটহুড-পরিত্যাগের পত্র লেখা ও পাঠানো হল, সেইদিন বিকেলের বর্ণনায় প্রশান্তচন্দ্র লিখেছেন :

…বিকালে গিয়ে শুনি কবি দোতলা থেকে তিনতলায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি একটা ছোটো বাঁধানো খাতা, লাল মলাট দেওয়া। তাতে কী লিখছেন। আমি যেতেই বললেন, এই শোনো আরেকটা লেখা, লিপিকার প্রথম যেটা লেখা হয় "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এল" [দ্র লিপিকা ২৬। ১০৭–০৮, 'প্রশ্ন']। তখন পাঞ্জাব কোথায়, জালিয়ানালা-বাগ কবির মন থেকে মুছে গিয়েছে। দিনের পর দিন এক একটা করে "লিপিকা"র লেখা চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি, সমস্ত অসুখ তখন একদিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছে।

লাল মলাটের ঐ ছোটো বাঁধানো খাতাটির হদিশ এখনো পাওয়া যায়নি। মোট দুটি পাতার 'প্রশ্ন' ও 'মেঘলা দিনে' রচনা-দুটির পাণ্ডুলিপি [Ms.391] ও 'একটি চাউনি', 'একটি দিন', 'গল্প বল', 'ভুল [য] স্বর্গ', 'পায়ে চলার পথ', 'কর্ত্তার ভূত' ও 'মেঘদূত' 'প্রবাসীর জন্য' লিখিত সাতটি রচনার ফটোকপি [Ms.441] মাত্র পাওয়া গেছে। এগুলি নিছক প্রেসকপি, প্রথম রচনা-দুটিও সম্ভবত তাই।

প্রশান্তচন্দ্র ঠিকই লিখেছেন, নাইটহুড-পরিত্যাগের পত্র প্রেরণের পর রবীন্দ্রনাথের মনের ক্ষোভ দূরীভূত হওয়ায় তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন। এই সময়ে কালিদাস নাগ প্রায় প্রত্যহ তাঁর কাছে গিয়েছেন। 1 Jun [১৮ জ্যৈষ্ঠ] তিনি ডায়েরি-তে লেখেন : 'দুপুরে …কবির কাছে এসে সুকুমার আমি প্রশান্ত মিলে গল্প করা গেল— গান কিছু শোনা হল'; 3 Jun '[বিকালে] প্রশান্তর ঘরে এসে তাদের সঙ্গে কবির কাছে এলুম'; 4 Jun 'প্রশান্তর ঘরে এলুম, সেখানে তাকে ও জীবনকে সঙ্গে নিয়ে কবির কাছে এলুম'; 10 Jun 'কবির কাছে এলুম। দ্বিজেনমামা এসেছিলেন, অনেক গান শেখা গেল। কাল নতুন লেখা শোনাবেন বললেন।'

11 Jun [বুধ ২৮ জ্যৈষ্ঠ] বিচিত্রা-র একটি সম্মিলনী হয়। সীতা দেবী লিখেছেন :

১১ই জুন বিচিত্রা সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে আবার জোড়াসাঁকো গেলাম। …প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। সেটি কবির উপাধি-ত্যাগ উপলক্ষে রচিত ['নীরব নিবেদন']। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে কতকগুলি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। এই ধরণের লেখা তখন সবে আরম্ভ করিয়াছেন, শ্রোতাদের কেমন লাগিল তাহা বোধহয় জানিতে কিছু উৎসুক ছিলেন। অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। …

তাহার পর ছন্দ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল, সর্বশেষে গান। এক-একটা গানই দুই-তিনবার করিয়া তাঁহাকে গাহিতে হইল, কারণ কয়েকজন যুবক সেগুলি শিখিতে বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অবশেষে কবি ক্লান্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়াতে সভাভঙ্গ হইল।[৪০]

কালিদাস নাগও লিখেছেন : 'কবির সভায় এসে নতুন গদ্য কাব্যগুলি শোনা গেল— অপূর্ব! তারপর গান চলল'।[৪১] 'নতুন গদ্যকাব্যগুলি'র সংখ্যা বা শিরোনাম কেউই উল্লেখ করেননি, তারিখ-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপির অভাবে রচনার ক্রমনির্দেশও সম্ভব নয়।

বিচিত্রা-সম্মিলনীর পরেও রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন। এই কয়েকদিনের কিছু বিবরণ পাওয়া যায় কালিদাস নাগের ডায়েরি-তে। 13 Jun [শুক্র ৩০ জ্যৈষ্ঠ] তিনি লেখেন : 'জোড়াসাঁকো এলুম— আরো দুটো নতুন গদ্যকাব্য লেখা হয়েছে, কবি শোনালেন ও কাল চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন, তারপর প্রশান্তর সঙ্গে ফিরলুম। …নেপালবাবুও ছিলেন।' ৩১ জ্যৈষ্ঠ তিনি লিখেছেন : 'আজ কবি চা খেতে ডেকেছেন তাই সকাল২ বেরিয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে বালিগঞ্জে প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি এসে, সেতার শুনে জীবনের সঙ্গে ফেরা গেল।' 16 Jun [সোম ১ আষাঢ়] তাঁর দেওয়া সংবাদ : 'কবির কাছে এলুম— তিনি যেন আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন— নতুন আরো দুটি লেখা শোনালেন ও 'জ্বালব না' গানটি শোনালেন— কাল বোলপুর যাচ্ছেন—

প্রণাম করে ফিরলুম।' এখানে 'আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে' [শান্তিনিকেতন, ভাদ্র। ১৯; গীত ১। ১৪৪; স্বর ৪২] গানটির রচনাকালের কিঞ্চিৎ হদিশ পাওয়া যাচ্ছে।

কালিদাস নাগ 'কাল' অর্থাৎ ২ আষাঢ় শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা লিখলেও ক্যাশবহিতে রবীন্দ্রনাথের যাওয়ার হিসাবাদি পাওয়া যায় ৩ আষাঢ় [বুধ 18 Jun] তারিখে। এই তারিখেই তিনি রাণুকে লেখেন :

কাল ছিলুম কলকাতায়, আজ বোলপুরে। ···আকাশে ঘন ঘোর মেঘ— বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েছে কেবল আমি আসি নি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে— তার পরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুরবেলায় যখন খেয়ে এসে বসলুম তখন বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে এক মাঠ থেকে আর-এক মাঠে। আর তার কলসংগীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইল না। ···যা হোক, বর্ষা বিদায় হবার পূর্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুশি হয়েছি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ করে রাখব— আর পাকা জাম, আর কেয়াফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম, আর যদি পারি গোটাকতক আষাঢ়ে গল্প।[৪২]

এর আগেও তিনি অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁকে ব্যাপৃত রেখেছে লিপিকা-র নূতন ধরনের রচনাগুলি— যা প্রায় অবিরল ধারায় লিখিত হচ্ছিল, যাকে তিনি উক্ত পত্রে 'আষাঢ়ে গল্প' বলে অভিহিত করেছেন। সেই খবর কয়েকদিন পরে তিনি রাণুকে দিয়েছেন নিজেকে বৃষ্টিদানে অলস আষাঢ়ের মেঘের সঙ্গে তুলনা করে :

নিজে প্রায় অষ্টপ্রহর পড়ে থাকি জানলার কাছে কেদারায় হেলান দিয়ে— কাজকর্ম্মের নামগন্ধ নেই। ওরা যেমন খাপছাড়া রকম করে একটু আধটু বৃষ্টি বর্ষণ করে আমিও তেমনি এক আধবার খাতাটা টেনে নিয়ে মাথায় যা আসে একটু আধটু লিখে ফেলি। এম্‌নিতর কুঁড়েমি করতে করতেও লেখা মন্দ জমেনি— প্রায় একখানা বইয়ের মত হয়ে এল। কবি মানুষের ঐ হচ্চে মজা, যে-সময়ে কুঁড়েমি জমে সেই সময়েই তাদের কাজ বেশি হয়। আর যে সময়ে ব্যস্ত থাকি সেই সময়ে সব কাজ নষ্ট হয়।[৪৩]

এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অবশ্য অনেক পরে ১৩২৯ [Aug 1922] সালে।

সরকারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে রবীন্দ্রনাথ যখন জাতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তান্বিত, তখন তাঁর কাছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস-বিরোধী এক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ এল ফরাসি সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ্ রোম্যাঁ রলাঁর 1868–1944] কাছ থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিশ্বগ্রাসী লোভের আগুন যেভাবে মানুষের জীবন ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেছিল— রলাঁ, আঁরি বারবুস [Henri Barbusse, 1873–1935]-প্রমুখ যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী কিছু শান্তিকামী মানুষ তার বিরুদ্ধে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা 'Declaration of Independence of the Spirit' নামে একটি প্রচারপত্র রচনা করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমমনোভাবাপন্ন কিছু ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করতে থাকেন। রলাঁ আঁদ্রে জিদ্-কৃত *Gitanjali*-র অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই 'নুভেল রেভু ফ্রাঁসেজ' পত্রিকায় মুদ্রিত কয়েকটি কবিতার তর্জমা পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর 9 Aug 1916-এ নিউ ইয়র্কের *The Outlook* পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'The Message of India to Japan' পড়ে মুগ্ধ হন, অনুভব করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁরই মতাদর্শের অংশীদার। বক্তৃতাটির কিয়দংশ 'জাপানের প্রতি ভারতের বাণী' [Message de I'Inde an Japan'] নামে অনুবাদ করে রলাঁ তাঁর স্বরচিত 'নিহত জনগণের প্রতি' [*Aux Peuples Assassines*] পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেন।[৪৪] 'জাঁ ক্রিসতফ' পড়ে মুগ্ধ অমিয় চক্রবর্তীর 31 Jan 1917-এর চিঠি পেয়ে রলাঁ Mar 1917-এ তাঁকে লিখেছিলেন : 'কয়েক বছর যাবৎ আমি অনুভব

করছি ইউরোপের ভাবনার সঙ্গে এশিয়ার ভাবনার মিলন ঘটানোর জরুরী প্রয়োজনটি। ...আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করি, কারণ অনুভব করি, তাঁর মধ্যে এখনই এই ঐকতান ঝঙ্কৃত হচ্ছে।'[৪৫] আমেরিকার *Christian Science Monitor* পত্রিকায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার পড়েও রলাঁ একইরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ 1913-এ লন্ডনের নার্সিং হোমে রোগশয্যায় শুয়ে রলাঁর 'জা ক্রিসতফ' পড়ে আর্নেস্ট রীজ্‌কে তাঁর সমানুভূতির কথা জানিয়েছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৬। ৪১৯–২০]। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একধরনের আত্মিক যোগ আগেই গড়ে উঠেছিল। রলাঁ ভারতবর্ষে তাঁর প্রচারপত্র পাঠাতে গিয়ে তাই একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কথাই ভেবেছেন।

Villeneuve (Vaud), Hotel Byron, Switzerland থেকে রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম পত্রটি লেখেন 10 Apr [বৃহ ২৭ চৈত্র ১৩২৫] তারিখে :

Certain free spirits, who feel the need of standing out against the almost universal oppression and servitude of the intellect, have conceived the project of a Declaration of Independence of the Spirit, a copy of which I enclose. Would you give us the honour of uniting your own name with ours? It appears to me that our ideas are not out of harmony with yours. ...We think of collecting at first three or four signatories for each country,— if possible, one writer, one savant, one artist,— and then publish the Declaration, making the appeal chiefly to the intellectual elite of all the nations. ...I could wish that henceforth the intellect of Asia might take a more regular part in the manifestation of the thought of Europe. My dream will be that one day we may see the union of these two hemispheres of the Spirit; and I admire you for having contributed towards this more than anyone else.

রলাঁ লেখেন, আঁরি বারবুস ছাড়াও শিল্পী Paul Signac, Dr. Frederik van Eeden, Prof. Georg Fr. Nicolai, Henry van de Velde, Stephen Zweig এই ঘোষণা সমর্থন করেছেন, Bertrand Russell, Selma Lagerlof, Upton Sinclair, Benedetto Croce ও আরো অনেকে সমর্থন করবেন বলে আশা করা যায়।

Mar 1919-এ লিখিত Declaration D'Independance de I'esprit-এর টাইপ-কপি রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। ইংরেজি তর্জমায় তার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

Toilers of the spirit, companions, scattered all over the world, separated from one another for five years by armies, by censorship and hate of nations at war, we take this opportunity, when barriers are falling and frontiers are re-opening, of making an appeal to you to re-form your fraternal union,— but let it be a fresh union, firmer and stronger than the one which existed before....

Arise! Let us extricate the spirit from these compromises, these humiliating alliances, this secret slavery! The spirit is the servant of none. It is we who are servants of the spirit. We have no other master. ...We serve Truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste. Of course we shall not dissociate ourselves from the interests of Humanity! We shall work for it, but for it *as a whole*. We do not recognise nations. We recognise the People— one and universal,— the people who suffer, who struggle, who fall and rise again, ...the People comprising all men, all equally our brothers. And it is in order to make them, like ourselves, aware of this fraternity, that we raise above their blind battles the Arch of Alliance, of the Free Spirit, one and manifold, eternal.

রবীন্দ্রনাথ কবে এই চিঠি পেয়েছিলেন, জানা নেই। কিন্তু উত্তর দিতে তাঁর অস্বাভাবিক দেরি হয়— অবশ্য যুদ্ধোত্তর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় চিঠিপত্র পৌঁছচ্ছিল অনেক দেরিতে, রবীন্দ্রনাথের 24 Jun [মঙ্গল ৯ আষাঢ়]-এর চিঠির উত্তর রলাঁ দেন 26 Aug [সোম ৯ ভাদ্র]। রবীন্দ্রনাথ জবাবে লেখেন :

When my mind was steeped in the gloom of the thought, that the lesson of the war had been lost, and that people were trying to perpetuate their hatred and anger into the same organised menace for the world which threatened themselves with disaster, your letter came and cheered me with its message of hope. The truths that have always been uttered by the few and rejected by the many and have triumphed through their failures. It is enough for me to know that the higher conscience of Europe has been able to assert itself in one of her choicest spirits through the ugly clamours of passionate politics; and I gladly hasten to accept your invitation to join the ranks of those free souls, who in Europe have conceived the project of a Declaration of Independence of the Spirit....

এর পরে রবীন্দ্রনাথ রলাঁর চিঠি ও ঘোষণাপত্রের ইংরেজি অনুবাদ দেশীয় একটি পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি চান। তিনি লেখেন, জাপানের বক্তৃতা ও একই বিষয়ে অন্যান্য ভাষণ-সংবলিত *Nationalism* গ্রন্থটি রলাঁর কাছে পাঠাবার জন্য তাঁর প্রকাশককে লিখবেন। রলাঁর চিঠি, প্রচারপত্রটির ইংরেজি অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথের চিঠি *The Modern Review*, July/ 80–82-তে মুদ্রিত হয়। ভারত থেকে কেবল আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী ঘোষণাপত্রটিতে স্বাক্ষর করেন। গান্ধীজি-সহ অন্যান্য বাঙালি ও ভারতীয় নেতাদের এই ব্যাপারে উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই ছিল না— দেশীয় রাজনীতির সংকীর্ণ ঘূর্ণাবর্তেই তাঁরা পাক খেয়েছেন, বিশ্বরাজনীতির উত্থানপতন ও জটিলতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, এ বিষয়ে তাঁরা কিছুমাত্র ভেবেছেন বলেও মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি পাবার আগেই প্যারিস থেকে রলাঁ তাঁকে দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন 9 Jul [২৪ আষাঢ়]। তিনি জানান, এ পর্যন্ত ৪১ জন প্রচারপত্রটিতে স্বাক্ষর করেছেন, পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া তাঁদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল : Georges Duhamel, A. Einstein, Hermann Hesse, Verner von Heidenstam, P.J. Jouve, Lehmann প্রভৃতি। কিছুকালের মধ্যে সহস্রাধিক ব্যক্তি এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু রলাঁর শান্তির সেনাবাহিনী বিশ্বরাজনীতিতে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছিলেন, 'The truths that save us have always been uttered by the few and rejected by the many'— 'higher conscience of Europe' 'ugly clamours of passionate politics'-এর কাছে পরিত্যক্ত হয়। রলাঁ লিখেছেন :

সর্বদেশের স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের লইয়া গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের কল্পনা তখন আমার মনে ছিল। ইচ্ছা ছিল, যে-সকল বুদ্ধিজীবী যুদ্ধপন্থী জাতীয়তাবাদীদের খাতায় নাম লিখাইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার অপকর্মে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, এই সঙ্ঘ তাহাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়া 'মননজীবীদের বিশ্বসঙ্ঘের' মূলনীতিগুলি নির্দ্ধারণ করিবে। আমি চাহিয়াছিলাম, এই সঙেঘর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সমালোচনাকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক ছাত্রসমিতি ইত্যাদি, অর্থাৎ এককথায় বিশ্বব্যাপী এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যাহা ভবিষ্যৎ সমাজের মস্তিষ্কের কাজ করিবে।

…কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই ঘোষণাবাণীর মারফতই বুঝা গেল আমাদের সেনাবাহিনী কত শূন্য, কত ব্যর্থ, কত আত্মপ্রবঞ্চিত। এই আমার স্বপ্নভঙ্গের, আশাভঙ্গের প্রথম অভিজ্ঞতা, প্রথম হইলেও তীব্রতা ইহার কম নহে।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এর আগে বহুবারই আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করেছেন, পরেও অনেকবার করবেন। কিন্তু তিনি দমে যাননি। বিশ্বভারতীর নীড়ে সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করার স্বপ্ন নিয়ে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' নিজেরই এই বাণী স্মরণ করে দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন— নিজের জীবনকেই বাণী করে তুলতে চেয়েছেন। আপাত-ব্যর্থতাও ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

অন্য আলোচনায় যাবার আগে আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের রচনাসূচিটি উদ্ধার করছি :

প্রবাসী-র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [১৯/১/২] রবীন্দ্রনাথের কোনো নূতন রচনা নেই, কেবল বৈশাখ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন থেকে 'কষ্টিপাথর' বিভাগে 'গান', 'নববর্ষ', 'মৈসুরের কথা' ও 'বিশ্বভারতী' রচনাগুলি উদ্ধৃত হয়।

শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ [১/২] :

[১] 'অসন্তোষের কারণ' দ্র শিক্ষা [১৩৭৯]। ১৭১–৭৩

[২] 'ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ'

[৩] 'কৈফিয়ৎ'

[৪] 'গান' ['মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'] দ্র গীত ২। ৫০৯; স্বর ৪২

The Modern Review, June 1919 [Vol. XXV, No. 6]:

563–67 'Mother's Prayer' দ্র *The Fugitive II*

এই রচনাটি 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্য-কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত তর্জমা— 'Translated by the Author from His Bengali Original/ Composed 22 Years Ago' পরিচয়-সহ মুদ্রিত হয়। রচনাটি 31 May-র আগেই ছাপা হয়ে গিয়েছিল বলে 'Sir' উপাধি-সহ প্রকাশিত হয়।

ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই করে আসছেন, 'অসন্তোষের কারণ' তারই ক্রমানুসৃতি। এই শিক্ষাপদ্ধতি ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারীর জোগান দেওয়ার জন্যই গড়ে উঠেছিল, অন্য কোনো জীবিকায় পটু হওয়ার ব্যবস্থা তাতে ছিল না। তাই এখন চাহিদার চেয়ে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেকার ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাছাড়া ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা পঠিত বিদ্যার প্রয়োগ করছে কেবল পুঁথি মিলিয়ে, নূতন উদ্ভাবনে সেই শিক্ষা আমাদের প্রবৃত্ত করেনি। রবীন্দ্রনাথ একেই অসন্তোষের বাইরের ও ভিতরের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন : 'আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।' অথচ বুদ্ধির কৃশতা ও নির্জীবতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নয়, জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ পণ্ডিতের প্রজ্ঞা তার অন্যতম প্রমাণ। প্রাচীনকালেও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তবু এই শিক্ষা যে আমাদের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত করে না, তার কারণ এ শুধু জমা হয়েছে— খাদ্য যেমন শরীরের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে রক্ত মাংস স্বাস্থ্য শক্তিতে পরিণত হয় ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োগ আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনভাবে ঘটেনি। অথচ নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার সময়ে অভ্যাসের মোহে আমরা সেই অচল শিক্ষাপদ্ধতিরই পুনরাবর্তন করে চলেছি। কিন্তু এভাবে চলা উচিত নয়। 'এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।' শিক্ষাকে কেমন করে সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়, ক্রমে ক্রমে সেই আলোচনা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করেছেন। কিন্তু ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা করলেও বিশ্বজ্ঞানের ভাণ্ডারে প্রবেশ করার চাবিকাঠি-স্বরূপ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপেক্ষা করেননি, 'ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ' রচনাটি তার অন্যতম প্রমাণ। এটির সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

'কৈফিয়ৎ' নিতান্তই সাময়িক রচনা। কেবল 'আশ্রমসম্পর্কীয়' লোক ছাড়া 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার গ্রাহক আর-কেউ হতে পারবেন না, এই নিয়মের বিরুদ্ধে আশ্রমের লোকেরাই অভিযোগ করছেন— তাঁদের প্রশ্ন : 'আমাদের যাহা সংকল্প ও সাধনা তাহা কি বাহিরের লোকের জানার অধিকার নাই?' রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈফিয়তে বলেন, যে-হাটে ওজনদরে জিনিস বিক্রয় হয় সেই হাটে এই ছোটো কাগজটির কোনো দাম নেই। কাগজটি ছোটো, তার কারণ—

> …আমাদের আশ্রমের লোকের কাছে আশ্রমসম্বন্ধীয় সকল কথাই ভূমিকা বাদ দিয়া বলা চলে— কেননা তাহাদের স্মৃতিরাজ্যে ভূমিকার পত্তন হইয়াই আছে। …সেই সব আত্মীয়রা সাহিত্যিক হাটে আমাদের প্রবন্ধ যাচাই করিবে না— তাহারা কেবলমাত্র জানিতে চায়, আশ্রমে আমরা কি ভাবিতেছি, কি বলিতেছি, কি করিতেছি। …এই জন্যই যেখানে ছোট হইলেও খাটো হইবার আশঙ্কা নাই সেই আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যেই আমরা এই পত্রখানির গতিবিধি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

প্রায় দেড়মাস গ্রীষ্মবকাশের পর বিদ্যালয় খোলে ১০ আষাঢ় [বুধ 25 Jun]। পরের দিন রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে উপাসনা করেন, তাঁর 'উপদেশের মর্ম্ম' শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়। কাজের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন মিলিত হয়, তেমনি তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঈর্ষা বিদ্বেষও মথিত হয়ে ওঠে বিশ্বের বর্তমান অশান্তির পটভূমিকায় সেই মানব-সম্পর্কের দিকটি তাঁর ভাষণে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৮ পৌষ ১৩২৫ [23 Dec 1918] তারিখে, তার প্রকৃত কার্যারম্ভ হল ছ'মাস পরে ১৮ আষাঢ় [বৃহ 3 Jul]। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন, সেটির সারসংকলন করা হয় শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৪৬–৫১]। তিনি বললেন, পাশ্চাত্যে মানুষের জীবনে একটি লক্ষ্য আছে— সেখানকার শিক্ষাদীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকেই মানুষকে নানারকম বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে, তারই সঙ্গে অন্যবিধ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, কেবল জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠেছে— 'কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে— সকল প্রয়োজনের উপরে সে।' এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন — সেখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড় ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করবেন। সাহসের অভাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রস্তুতিকে বাদ দিতে পারেননি তিনি, কিন্তু যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ও মনের দাসত্ব ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন।

একসময়ে [১৩১৮] বিধুশেখর শাস্ত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করে স্বগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে অন্যসকল শিক্ষার পত্তন করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল 'জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।' নানা বাধায় তাঁর সংকল্পটি সিদ্ধ হয়নি। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রমে ফিরিয়ে এনে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে ভাষাতত্ত্বের চর্চায় নিয়োজিত করেন। 'আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না।' এইভাবেই বিশ্বভারতীর বীজ উপ্ত হয়েছিল। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বহু লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে তাঁর বিশ্বাস, 'বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।'

ভাষণের শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ও অধ্যাপকদের বিবরণ দিয়ে বলেন : 'বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। ...একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।'

কয়েকদিন পরে ২৬ আষাঢ় [শুক্র 11 Jul] রাণুকে লিখেছেন :

> এখানে আজকাল অধ্যয়ন অধ্যাপনার খুব ধুম পড়ে গেচে। পালি প্রাকৃত সংস্কৃত সিংহলী বাংলা ইংরেজি দর্শন ব্যাকরণ অলঙ্কার ইত্যাদি চল্‌চে। ছবি ও গানও জমে উঠেচে। সন্ধ্যাবেলায় একদিন আমি বাংলা কাব্য আর একদিন ব্রাউনিঙের কাব্য আলোচনা করে সুধীবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করে থাকি। সকালবেলায় বালকদের ক্লাসও কিছু কিছু নিচ্চি। ইতিমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমন্ত্রণ সহ টেলিগ্রাম আসচে, অনেক দ্বিধা করে করে শেষকালে ঠিক করেচি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সমুদ্রপাড়ি দেব। যে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েচি বিদায় নেবার পূর্ব্বে তাকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আসা উচিত, নইলে ক'দিনই বা এখানে থাকা আর কতটুকুই বা দেখা।[৪৫]

টেলিগ্রাম আমরা দেখিনি, কিন্তু 10 Jul অ্যান্ডরুজকে লেখা মেলবোর্ন য়ুনিভার্সিটির রেজিস্ট্রারের একটি চিঠি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে :

The matter of the invitation to Sir R. Tagore has only just been finally settled by the several Universities ...those of Western Australia, Adelaide, South Australia, ourselves, Sydney, New South Wales. The Universities of Queensland and Tasmania have been informed. ...As the Universities are taking the responsibility of these guarantees, it is understood that Sir R. Tagore will lecture only under their auspices unless on your arrival, some modification of this agreed to. It is also understood that after covering your expenses, any surplus proceeds from the lectures will be at Sir R. Tagore's disposal, and that he will apply any such monies for the benefit of his school.[৪৬]

এই প্রসঙ্গে অ্যান্ডরুজ 21 Jul আমেরিকায় ব্রেটকে লেখেন : 'The Poet is now preparing to go to Australia next April & to come on to America in the Fall of next year. We all hope that this engagement in Australia will be a refreshment & a holiday to the Poet. জেম্‌স কাজিন্‌স্‌ তখন জাপান-ভ্রমণ করছেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ অস্ট্রেলিয়াতে সম্ভাব্য ভ্রমণের কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন তাঁকে 22 Jul [৫ শ্রাবণ] তারিখে :

Invitations have come to me from Australia which I have accepted. It is a country whose youthfulness is still unimpaired joyfully carrying in its vigorous immaturity its unrealised future. This, I am sure, will attract me greatly, all the more because my own country is obsessed with its past— the past which has made our future anaemic drawing away all its life blood to itself— like a dying parent uselessly draining away blood from the veins of a devoted child. However, my visit to Australia is not going to be before the next summer— and in the meanwhile I shall have to be busy with my institution whose scope I am trying to extend.

কিন্তু কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ জানতে পারেন, তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়াতেই একদল লোক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। এই কারণেই তিনি ভ্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করেন। কারণটি তিনি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন 26 Apr 1921 মেলবোর্নের Rev. P. A. Wisewould-কে :

Some time ago I was invited by some of the Australian Universities and I was about to start for Australia. Just then I had reasons to believe that my proposed visit to that country had given rise to angry feelings against the organisers of my lectures. To save them from the consequence of their rashness I cancelled my engagements and made preparations to come to Europe and America. However I hope to come to your country on my own responsibility some day when I have means and leisure.[৪৬ক]

আষাঢ় ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৬ [১৯/১/৩] :

১৯৭ 'গান'['ঐ বুঝি মোর ভোরের তারা'] দ্র গীত ২। ৩২৩; স্বর ৩৩

২২১—৩৫ 'বাতায়নিকের পত্র' দ্র কালান্তর ২৪। ২৯৩—৩১৭

২৮৪ 'কাল-বৈশাখী' ['ঐ বুঝি কাল-বৈশাখী'] দ্র গীত ২। ৪৩৩—৩৪; স্বর ৪২

সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২৬ [৬/৩] :

১৮০—৮১ 'কথিকা' দ্র লিপিকা ২৬। ১০৬—০৭ ['প্রথম শোক']

সবুজ পত্র-এর বর্তমান সংখ্যাটি অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

The Modern Review, July 1919 [Vol. XXVI, No. 1]:

1—13 'Letters from an Onlooker'

81—82 'Rabindranath Tagore's Reply to Romain Rolland'

'Letters from an Onlooker' 'বাতায়নিকের পত্র'-এর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ও রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত ইংরেজি তর্জমা। রবীন্দ্রনাথ ৫ শ্রাবণ [21 Jul] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'Letters from an Onlooker'-এর আলাদা কপি কি এখনো ছাপা হয় নি? আমি বিলাতের বন্ধুদের পাঠাতে চাই।'[৪৭] মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত অনেক রবীন্দ্র-রচনারই এরূপ 'আলাদা কপি' বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঠানোর জন্য ছাপা হত, অনেকেরই পত্রে তার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৬ [১/৩] :

[১] '(১০ই বৈশাখ বুধবার শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশের মর্ম্ম)' দ্র র°র°[পব.] ১৪। ৯১১—১৩

[২] 'খাদ্য চাই'

[৩] 'প্রতিশব্দ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫২৩—২৫

[৩—৪] 'বিদ্যার যাচাই' দ্র শিক্ষা ২৮। ৪০৩—০৫

[৪] 'গান' ['আমার বেলা যে যায়'] দ্র গীত ১। ১০; স্বর ৩৩

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার সময় থেকেই 'সাময়িক সারসংগ্রহ' 'আলোচনা' প্রভৃতি শিরোনামে বিদেশি সাময়িকপত্রে মুদ্রিত বিভিন্ন রচনার সারসংকলন করতেন, কখনও-কখনও তার সঙ্গে নিজস্ব টীকাও যুক্ত হত — 'খাদ্য চাই' সেই শ্রেণীর রচনা। কোনো এক বিদেশি পত্রিকায় তাঁর বন্ধু H.w. Nevinson জার্মানির বর্তমান দুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে খাদ্যাভাবে সেখানকার অধিবাসীদের শরীর-মনের উপযুক্ত পুষ্টির অভাবের কথা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রে নিজের দেশের কথা উত্থাপন করে বলেছেন, খাদ্যের অপ্রতুলতার হেতু এদেশের মানুষের কর্ম্মশক্তি কম— অন্য দেশে যে-কাজ একজনে করে আমাদের দেশে সেই কাজ করতে চারজনের দরকার হয়। 'ইহাতে কেবল কাজের পরিমাণ নষ্ট হয় তাহা নহে, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেননা, কাজের শক্তি থাকিলে সেই শক্তি খাটাইতে আনন্দ হয়, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছা হয় না। কর্ম্ম সম্বন্ধে সেই সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুণ। ⋯এদেশে কর্ত্তব্য এড়াইবার জন্য ইচ্ছার উৎপত্তি

প্রধানতই শরীর পোষণের অভাব হইতে। ...কৃশতাবশত জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নাই বলিয়া জীবনযাত্রাসম্বন্ধে আমরা গড়িমসি করিয়া ফাঁকি দিতেছি, এ সম্বন্ধে আমরা সত্যপর হইতেছি না। ...শরীরমনের উপবাসজাত যে অবসাদ, ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া রাখিয়াছে তাহার ভার কি সামান্য?' খাদ্যের প্রাচুর্য সৃষ্টির জন্য অর্থের প্রয়োজন, বিজ্ঞজনেরা তার ব্যবস্থার বিধান রচনা করবেন। কিন্তু সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেই কিছুটা শারীরিক পুষ্টিবৃদ্ধি করা সম্ভব। এই কারণেই 'আমাদের আশ্রমের বালকদের আহারের সামগ্রী ও রুচি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিবার ও দৃঢ়ভাবে তাহা কাজে লাগাইবার সময় আসিয়াছে।' ছুটির পর থেকে এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি আশ্রমমণ্ডলীকে অনুরোধ করেছেন।

'বিদ্যার যাচাই' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নিন্দা করেছেন। বাল্যকালে রাজনারায়ণ বসু তাঁদের ইংরেজি শেখানোর ভার নিয়ে ইংরেজ কবিদের শ্রেণীবিভাগ-করা একটি ফর্দ তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রেণীবিন্যাসের বদল হয়েছে। কিন্তু সেই বদলও হয়েছে ইংলণ্ডের কাব্যবিচারকদের দ্বারা, আমরা চোখ বুজে সেই বিচারকেই মেনে চলছি। 'ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। ...আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই।' তাই রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে নিজের কবিতা ও বিদেশি কবিতা পাঠ ও বিশ্লেষণ করে বিশ্বভারতীর শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহিত্য যাচাই করবার দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়াস করেছিলেন। শান্তিনিকেতন-এর শ্রাবণ-সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী-সংবাদ' পরিবেশন করতে গিয়ে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় সেই খবরই দিয়েছেন : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিয়মিতভাবে Browning পড়াইতেছেন ও বাঙ্‌লাসাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।' একইভাবে অ্যান্ডরুজও 'ইংরাজীভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা' দিয়েছেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় [রবীন্দ্রজীবনী-কারের ভ্রাতা] শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি ২৯ আষাঢ় [সোম 14 Jul] তাঁকে লেখেন :

> প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে শিষ্য গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যেখানে সত্য সেখানে এই নিয়মটি সুন্দর। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তোমরা সেই গুরুরূপেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছ অর্থাৎ ইহা তোমাদের পক্ষে ইস্কুল নহে— ইহার সহিত তোমাদের কল্যাণসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এইজন্য ইহার সহিত তোমাদের দান প্রতিদানের সম্বন্ধ সত্য।
>
> তোমরা জান আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয় বাহির হইতে প্রায় কোনো সাহায্য পায় নাই অন্তত বাংলা দেশ হইতে। সে জন্য ইহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা এখনও ঘোচে নাই। আমি চাঁদার উপর ভরসা রাখি না— যদি এমন দিন আসে যখন আশ্রমের ছাত্রেরাই ইহার অভাব মোচনের ভার গ্রহণ করে তবে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য ভাবিতে হইবে না। ...
>
> এইজন্যই তোমার চিঠিতে যখন জানিলাম বিদ্যালয়ের বিশেষ কোনো অভাব মোচনের জন্য তুমি নিয়মিত ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তখন আমি মনে বড়ই আনন্দ এবং উৎসাহ বোধ করিলাম। কারণ তোমার এই দৃষ্টান্ত অন্যকে বল দিবে এবং তাহাদের পথও সহজ করিয়া তুলিবে।

রবীন্দ্রনাথ এর পরে জানিয়েছেন, সংক্রামক রোগাক্রান্ত ছাত্রদের জন্য একটি পাকা বাড়ির হাসপাতাল ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা মাঝারি রকমের করতে হলে পাঁচ হাজার টাকা ও নিতান্ত ছোটো আকারেও করার জন্য

তিন হাজার টাকার প্রয়োজন। উভয়ের পত্র শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে মুদ্রিত হয়। সেখানে প্রয়োজনের ফর্দ কিছুটা দীর্ঘ— হাসপাতালের সঙ্গে সেখানে 'আশ্রমবাসী সকলের জন্য একটি সাধারণ সভাগৃহ আর অতিথিশালা'ও যুক্ত হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের দুধ জোগানোর জন্য গো-শালা ও গোপালনের উপযোগী বড়ো কৃষিক্ষেত্রেরও প্রয়োজন আছে, 'নতুবা বালকদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার দিবার সমস্যা আমাদের দুরূহ হইয়া উঠিবে।' শেষে তিনি লিখেছেন : 'ইহা ছাড়া হাঁসপাতাল [য], গ্রন্থাগার, পাকশালা প্রভৃতির ছোট ছোট প্রয়োজনের জিনিষ যাঁহার যেমন ইচ্ছা মাঝে মাঝে দিতে পারেন এবং নিকটবর্ত্তী দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতিও যাহা কিছু পাওয়া যায় কাজে লাগিতে পারিবে।'

বিশ্বভারতীর কাজকর্মের জন্য শান্তিনিকেতনে বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল। কৃষি ও বাগিচা বিভাগের উন্নতি ঘটছিল। সুরুলের বাড়িতে কৃষিকার্য দেখবার ভার দেওয়া হয়েছিল সন্তোষকুমার মিত্রকে। গো-শালাও সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রাক্তন ছাত্রদের অর্থে তাঁদেরই ব্যবহারের জন্য একটি ঘর তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু তাঁদের প্রতিশ্রুত অর্থ সম্পূর্ণ না পাওয়াতে আশ্রম থেকে ঋণ নিয়েই সেই বাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হয়। আশ্রমের পূর্বদিকে রেললাইনের ধারে একখণ্ড জমি কিনে সেখানে একহাজার লেবুগাছ লাগানো হয়।

বিশ্বভারতীর এইসব কাজে রবীন্দ্রনাথ মগ্ন হয়ে ছিলেন। সেই কথাই লিখেছেন প্রমথ চৌধুরীকে বুধবার [*30 Jul : ১৪ শ্রাবণ] : 'আমি ভয়ঙ্কর জোরে মাস্টারি করচি। তাতে অনেক ভাবনার কথা দুঃখের কথা অপমানের কথা ভুলে থাকা যায়।'

কিন্তু বিদ্যালয় নিয়ে থাকলেই তাঁর চলত না, কিছু সামাজিক দায়ও মেনে চলতে হত। ভ্রাতুষ্পুত্রী মনীষা দেবীর কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হওয়ার কথা ছিল ১৬ শ্রাবণ [শুক্র 1 Aug]। রবীন্দ্রনাথ এই বিবাহে উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই কথা মনে রেখেই ৫ শ্রাবণ চারুচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'পনেরই শ্রাবণে কলকাতায় যাব দিনদুয়েক থাকব।'[৪৯] একই কথা লিখেছেন উক্ত পত্রে প্রমথ চৌধুরীকে, ইতিমধ্যে আরও কিছু আমন্ত্রণ যুক্ত হয়েছিল : 'কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব। রবিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভা বসবে সন্ধ্যা ছটার সময়— অতএব তোমাদের ওখানে শনিবারে যদি সভা কর তাহলে কোনো বিঘ্ন হবে না। শুক্রবারে সরস্বতীর বিবাহ। সোমবারেই আমাকে ফিরতে হবে।'[৫০] একই দিনে তিনি চারুচন্দ্রকেও লেখেন : 'কাল সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব— সোমবার সকালে ফিরব— ইতিমধ্যে তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'[৫১]

এই ব্যবস্থানুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ১৫ শ্রাবণ [বৃহ 31 Jul] সন্ধ্যাতে কলকাতায় পৌঁছন ও পরদিন সরস্বতী দেবীর বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। কিন্তু তার পরের দিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের ব্যারাম হওয়ায় S.N. চৌধুরী ২/৩ আগষ্ট দেখিতে আসায় তাঁহার গাড়ি ভাড়া…৬৲ …রাত্রে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত আইসেন তাঁহার ফি…৮৲' হিসাব থেকে উদ্বেগের খানিকটা আভাস মেলে। কিন্তু 2 Aug-ই কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লেখেন : 'কাল কবির কাছে সকালে খাবার কথা ঠিক হল।' পরের দিন বিচিত্রা-য় একটি সভা হওয়ার আমন্ত্রণপত্র বিতরিত হয়েছিল— 'উপলক্ষ্য— "পাঠ"— শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ কাল— ১৮ই শ্রাবণ, রবিবার, সকাল ৭-৩০'[৫২] —কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকা পালন করতে পারেননি; কালিদাস নাগ লিখেছেন : 'সকালে বিচিত্রায় এসে শুনি কবি অসুস্থ। অবনীবাবু তাঁর যাত্রা শোনালেন।'[৫৩]

১৮ শ্রাবণ [রবি 3 Aug] বিকেলে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতিসভার আয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ দেহে প্রয়াত বন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সম্ভবত কোনো বক্তৃতা দেননি। 5 Aug তিনি যদুনাথ সরকারকে লিখেছেন : 'রামেন্দ্রবাবুর শোক-সভায় সভাপতিত্ব করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িয়াছি।'[৫৪] কালিদাস নাগ এইদিন ডায়েরি-তে লেখেন : 'সকালে কবিকে দেখে এলুম— একটু ভালো আছেন।' সীতা দেবীও সম্ভবত এইদিনই তাঁকে দেখতে যান। তিনি লিখেছেন :

তাঁহার তিনতলার শয়নকক্ষে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, মেঝেতে পাতা বিছানায় তিনি শুইয়া আছেন, পাশে গৈরিকধারিণী এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। শুনিলাম তিনি কবির চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের পত্নী প্রফুল্লময়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত হইয়া শুইয়া থাকিতে ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই, অসুখকে তিনি আমলই দিতেন না। চেহারা বড়ই ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। ···

অসুস্থ ছিলেন বলিয়াই বাড়ির অনেকে ক্রমাগত ঘরের ভিতর যাওয়া-আসা করিতেছিলেন। কবির ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে রোগশয্যায়ও রোগীর মত না থাকার জন্য স্নেহের ভর্ৎসনা করিতেছেন শুনিয়া একটু কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বকিতে পারেন এমন লোকও তাহা হইলে আছেন![৫৫]

রবীন্দ্রনাথের সোমবার শান্তিনিকেতনে ফেরার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তারিখ পরিবর্তিত হয়। ২২ শ্রাবণ [বৃহ 7 Aug] ক্যাশবহিতে 'বোলপুর গমনের ১ম শ্রেণী ১, Andrews ও মীরা দেবীর ২ দ্বিতীয় শ্রেণী, সাধু নরেন ঠাকুর ও গোপাল চাকর ৩য় শ্রেণী'র টিকিট ক্রয়ের হিসাব থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের তারিখটি জানা যায়।

গ্রীষ্মাবকাশের পর নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে এসে চিত্রশিক্ষা দেবার কাজে যোগ দেন। আগের বছরেই এসেছিলেন আর-একজন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। এঁদের আকর্ষণে মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে দুটি ছাত্র বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। এঁদের নিয়ে দ্বারিক বাড়িতে শিল্পকলা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, নাম হয় কলাভবন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর ২৬ শ্রাবণ [সোম 11 Aug] তাঁর সভাপতিত্বে এখানে আশ্রম-সম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশন হয়; ভাদ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয় : 'শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদের সহিত এসরাজ তবলা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে বর্ষার গান গাহিয়া সভাস্থল খুব জমাইয়া তুলিয়াছিলেন।' একে একধরনের 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানও বলা যায়। এর পর ৩২ শ্রাবণ [রবি 17 Aug] কলকাতার মোহনবাগান দলের সঙ্গে আশ্রমের ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ হয়। 'খেলার পরে সন্ধ্যাকালে কলাভবনে অর্থাৎ গুরুদেবের নূতন দোতলা বাড়ীতে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের বিনোদনের জন্য শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বাবু ছাত্রদের সহযোগে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গান গাহিয়াছিলেন।' কিছুদিন আগেই বিষ্ণুপুর থেকে নকুলেশ্বর গোস্বামী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র শেখানোর জন্য বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিলেন অর্থাৎ বীজাকারে সংগীতভবনের প্রতিষ্ঠাও তখনই ঘটেছিল। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই কেবল সংগীতশিক্ষায় ইচ্ছুক ছাত্রদের আহ্বান জানানো হয়েছে আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ 'আশ্রমে সঙ্গীত শিক্ষা'-শীর্ষক বিজ্ঞপ্তিতে।

শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৬ [১৯/১/৪] :

৩৬৭–৬৮ 'কর্ত্তার ভূত' দ্র লিপিকা ২৬। ১২৯–৩২

এছাড়া ‘কষ্টিপাথর’ বিভাগে [পৃ ৩৮১–৮৩] আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন থেকে মন্দিরের উপদেশটি বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চারটি রচনাই মুদ্রিত হয়।

সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২৬ [৬/৪] :

১৯৩–৯৬ ‘কথিকা’ দ্র লিপিকা ২৬। ১৩৫–৩৭ [‘অস্পষ্ট’]

শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩২৬ [১/৪] :

[১] ‘১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশের মর্ম্ম’

[১–৩] ‘বিশ্বভারতী (১৮ই আষাঢ় বিশ্বভারতীর কার্য্যারম্ভের দিনে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারসংকলন’ দ্র বিশ্বভারতী ২৭। ৩৪৬–৫১ [২]

[৪] ‘পত্র’

The Modern Review, Aug 1919 [Vol. XXVI, No. 2]:

188–89 ‘The Trial of the Horse’

এটি লিপিকা-র ‘ঘোড়া’ রচনাটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

ভাদ্রমাসের প্রথম দিকটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে মোটামুটি ঘটনাবিরল। ছাত্র-পড়ানো ও বিশ্বভারতীর কাজের অঙ্গ হিসেবে সন্ধ্যাবেলায় স্বরচিত বা বিখ্যাত ইংরেজ কবিদের কবিতা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কাজ। তবে অন্যবিধ ব্যস্ততাও ছিল। সবুজ পত্র-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি পেয়ে ৪ ভাদ্র [বৃহ 21 Aug] প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন :

> আমি আজকাল অত্যন্ত কাজের ভিড়ে পড়ে এখনো পড়বার সুযোগ করতে পারিনি। ক্লান্তি ও ব্যস্ততা দুই একসঙ্গে এসে মেলাতে আমার না হচ্চে ভাল করে কাজ, না হচ্চে ভাল করে বিশ্রাম। কিছুকাল থেকে বিদেশী অতিথির আনাগোনা বড় বেশি হয়েচে— তাতেও অনেক সময় যায়। সম্প্রতি এখানে একজন পার্সির আবির্ভাব হয়েচে— তাঁর ছেলে এখানে বেদান্ত শেখবার জন্যে ইচ্ছুক— অথচ তার সংস্কৃত জানা নেই— দেবনাগরী অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না। বর্ণপরিচয় থেকে বেদান্ত পর্য্যন্ত বহুদূর পথ— এতদূর এ’কে বহন করে চলা সহজ হবেনা।[৫৬]

এই বর্ণনার একটি হাস্যকর দিক অবশ্যই আছে, কিন্তু বিশ্বভারতীর আদর্শ যে ভিন্ন দেশবাসী ও ধর্মাবলম্বী লোকেদেরও আকর্ষণ করে আনছিল এই সদর্থক তথ্যটিও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯ ভাদ্র [শুক্র 5 Sep] ক্যাশবহির একটি হিসাব : ‘পিথাপুরাণ [পিঠাপুরম] হইতে বীণাবাদক ও তাহার সঙ্গীয় লোক আসায় তাহাদের বোলপুর যাওয়ার ৩খানা’ টিকিটের বিবরণ আরও একটি যোগের দৃষ্টান্ত দেয়। গত বছর পিঠাপুরমের রাজার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, ট্রেনের গোলমালে সেই ভ্রমণ সুখকর হয়নি— কিন্তু রাজদরবারের বীণকরের বাজনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। রাজা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, উক্ত বীণকরকে তিনি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেবেন— সেই প্রতিশ্রুতি এখন পালিত হল। শিক্ষাকার্যেও তিনি অংশগ্রহণ করেন; আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লিখিত হয় : ‘পিঠাপুরম হইতে বীণাবাদক শ্রীযুক্ত সঙ্গমেশ্বর [শাস্ত্রী] আশ্রমে আসিয়াছেন। দিনুবাবু ও পণ্ডিতজী তাঁহার কাছে বীণা শিক্ষা করিতেছেন। বীণকার কিছুকাল এখানে শিক্ষাদান কার্যে থাকিবেন আশা করিতেছি।’ পুজোর ছুটি শুরু হলে বীণকার ৮ আশ্বিন [বৃহ 25 Sep] শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন ‘১৩২৬ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদন’-এ জানান : ‘পিঠাপুরমের মহারাজার অনুগ্রহে আমরা অদ্বিতীয় বীণাবাদক শ্রীযুক্ত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীকে গত বৎসর কিছুকাল

ধরিয়া পাইয়াছিলাম। তাঁহার অপূর্ব্ব বীণাবাদনে যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহার উপযুক্ত ধন্যবাদ দেওয়া অসম্ভব। শ্রীযুক্ত সঙ্গমেশ্বর আশা দিয়াছেন যে, এই [পৌষ] উৎসবের পর আবার আসিয়া তিনি কিছুকাল এখানে বাস করিবেন।'

১০ ভাদ্র [বুধ 27 Aug] রবীন্দ্রনাথ যথারীতি মন্দিরে উপাসনা করেন, ভাষণটি আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়। এই ভাষণে তিনি বললেন, কাব্যের ভাষা যার জানা নেই সে বানান শব্দরূপ অলংকার ছন্দের নিয়মে পর্যুদস্ত হয়ে মনে করে পাঠককে দুঃখ দেওয়াই কাব্যের লক্ষ্য। কিন্তু রসজ্ঞের ধারণা অন্যরূপ। তেমনি জগতের আনন্দরূপ যিনি দেখেছেন তিনি বলতে পারেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'— কিন্তু যাঁরা বিশ্বসৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে যান তাঁদের কাছে সেই রূপ ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ বললেন :

এই আনন্দের জগৎ হচ্চে ত্যাগের দ্বারা আত্মপ্রকাশের জগৎ। এখানে আত্মার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য আত্মোৎসর্জ্জনের দ্বারা নিজেকে নিয়ত ব্যক্ত করে। তাই অমৃতলোকে আমাদের অধিকার প্রবৃত্তির উল্টা পথে, ত্যাগের পথে। ...

আমাদের এই আশ্রমকে যদি আমরা ত্যাগের ক্ষেত্র করে তুলতে পারি তাহলে সেই আত্মোৎসর্গের সাধনার দ্বারা আমাদের এখানকার কর্ম্ম সত্যরূপ কল্যাণরূপ আনন্দরূপ ধারণ করবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের যে চরম লক্ষ্য আত্মাকে উপলব্ধি, আমাদের সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হবে।

কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই আশ্রমকে একটি দুঃখের আঘাত সহ্য করতে হল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য শান্তিনিকেতনের বাসা ত্যাগ করে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন ৮ বৈশাখ [সোম 21 Apr]। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদ [মুলু] বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। রুগ্ন শরীরেও মুলু আশ্রমজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। ভুবনডাঙায় একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে মুলু পুরোনো কাগজ বিক্রির টাকায় গরীবদের পড়াবার একটি আয়োজন গড়ে তুলেছিলেন। কয়দিনের জ্বরে তাঁর জীবনাবসান হয় ১৯ ভাদ্র [শুক্র 5 Sep] তারিখে। ২১ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ সীতা দেবীকে লেখেন : 'মুলুর অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে মর্ম্মাহত হয়েচি। ওকে আমি মনে মনে বিশেষ স্নেহ করতুম। তোমাদের বিশেষত তোমার মায়ের শোক অন্তরের সঙ্গে অনুভব করচি। কিছু পরিমাণ বেদনার ক্ষমতাই আমাদের আছে কিন্তু সান্ত্বনার ক্ষমতা ত নেই। ঈশ্বর তোমাদের শান্তি দিন এই প্রার্থনা করি।'[৫৭] 'সোমবার' তিনি রামানন্দকেও অনুরূপ পত্র লেখেন। ৪ আশ্বিন [রবি 21 Sep] মুলুর শ্রাদ্ধের দিনে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করেন, তাঁর ভাষণটি 'শ্রীমান্ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়' নামে অগ্রহায়ণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন ও প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। অবশ্য তৎপূর্বেই রচনাটি ১৬ কার্তিক-সংখ্যা তত্ত্ব-কৌমুদী-তে একই শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বুধবার' [৭ আশ্বিন] রামানন্দকে লেখেন : 'মুলুর শ্রাদ্ধদিনের উপাসনা উপলক্ষ্যে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার সারমর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি কোনোরূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন ত করিবেন। ইহার কাপি আমার কাছে নাই। অতএব প্রয়োজন অতীত হইলে ইহা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন— অগ্রহায়ণের শান্তিনিকেতনে ছাপিব।'[৫৮] রামানন্দ এই উপলক্ষে মুলুর প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ের কার্যপরিচালনার্থ এক হাজার টাকা দান করেন। তিনি পরে পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি স্মারকগ্রন্থ ['প্রসাদ'] প্রকাশের আয়োজন করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থের জন্যও একটি রচনা ['ছাত্র মুলু'] পাঠিয়ে দেন।

২৩ ভাদ্র [মঙ্গল 9 Sep] পূর্ণিমারাত্রে সত্যকুটিরে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'বাগান' পত্রিকার নবম বার্ষিক সভা হয়। এইদিন পত্রিকাটির ভাদ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হল।

ভাদ্র ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়। ভাদ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে কোনো নূতন রচনা প্রকাশিত হয়নি, তবে শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন থেকে '১১ আষাঢ়ের উপদেশ' ও 'বিশ্বভারতী' এবং বিলম্বে প্রকাশিত বৈশাখ-সংখ্যা সবুজ পত্র থেকে 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়' গানটি ও 'মুক্তির ইতিহাস' ['ঘোড়া'] 'কষ্টিপাথর' বিভাগে উদ্ধৃত হয়।

শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৩২৬ [১/৫] :

১–২ 'কল্যাণ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪ [প.ব.]। ৯১৩–১৪

২–৩ 'অনুবাদ চর্চ্চা'

৩–৪ 'প্রতিশব্দ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫২৫–২৭, ৫২৭–২৮

৪ 'গান' ['আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে'] দ্র গীত ১। ১৪৪; স্বর ৪২

The Modern Review, Sep 1919 [Vol. XXVI, No. 3]:

240–50 'The Runaway' দ্র *The Runaway and Other Stories* [1959]

'The Runaway' 'অতিথি' গল্পের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

'কল্যাণ' রচনাটি যে একটি মন্দির-উপাসনার লিখিত রূপ পত্রিকায় তার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এটিই যখন সম্পাদিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ শান্তিনিকেতন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে [১৩৪২] সংকলিত হয়, তখন এর পটভূমিকাটি বুঝতে অসুবিধা হয় না— সেখানে অবশ্য এর কোনো শিরোনাম নেই। আরও অনেকগুলি এইরূপ উপাসনা শিরোনাম-সহ স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে— পরে তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটি উক্ত গ্রন্থে সংক্ষেপিত আকারে গৃহীত হয়। এইগুলি তারিখ-চিহ্নিত নয়।

'অনুবাদ-চর্চ্চা' জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় মুদ্রিত 'ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ' প্রবন্ধের অনুবৃত্তি। উক্ত প্রবন্ধের উল্লেখ করে তিনি লিখলেন :

> ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার গড়নের তফাৎটা খুব বেশি। বাংলার সাহায্যে আমাদের ছেলেরা যখন ইংরেজি শেখে তখন সুবিধার খাতিরে সেই তফাৎটা যতটা সম্ভব চাপা দেওয়া হয়, আর বাংলা ভাষাকে ভাঙিয়া চুরিয়া উল্টা পাল্টা করিয়া করিয়া প্রায় ইংরেজির কাছাকাছি করিয়া তুলি। ইহাতে উপস্থিতমত কিছু সুবিধা হয় কিন্তু ভাষাপ্রয়োগের অভ্যাসটা চিরদিনের মত বিগড়াইয়া যায়। ···ইংরেজিতে কতকগুলি প্রয়োগ আছে যাহা বাংলারীতির সঙ্গে এতই পৃথক যে বাংলা ভাষাকে ভাঙিয়া চুরিয়াও সে প্রয়োগের কাছে যাইবার জো নাই।

এরপর তিনি প্রচুর উদাহরণ প্রয়োগ করে দুটি ভাষার প্রভেদ ও অনুবাদ করবার পদ্ধতিটি বোঝাবার প্রয়াস করেছেন। একটি ইংরেজি বাক্যকে বাংলায় তর্জমা করে আবার সেইটিরই ইংরেজি রূপান্তর ঘটিয়ে মূল ইংরেজি বাক্যটির সঙ্গে তুলনা করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, যা তিনি 'অনুবাদচর্চ্চা' গ্রন্থটির বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণের মাধ্যমে ছাত্রদের শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন।

আষাঢ়-সংখ্যায় 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> কেবল পরিভাষা নহে, সকলপ্রকার আলোচনাতেই আমরা এমন অনেক কথা পাই যাহা ইংরেজি ভাষায় সুপ্রচলিত, অথচ যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। ইহা লইয়া আমাদের পদে পদেই বাধে। আজিকার দিনে সে সকল কথার প্রয়োজন উপেক্ষা করিবার জো নাই। এইজন্য শান্তিনিকেতন পত্রে আমরা মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা করিব— তাহা যে সাহিত্যে চলিবে এমন দাবী করিব না, কেবল তাহার যাচাই করিতে ইচ্ছা করি। আমি চাই আমাদের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এ সময়ে [?সম্পর্কে] কিছু ভাবিবেন। কোনো শব্দ যদি পছন্দ না হয়, বা আরেকটা শব্দ যদি তাঁহাদের মাথায় আসে, তবে এই পত্রে তাহা জানাইবেন।

উক্ত প্রবন্ধে তিনি Nation শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন। কয়েকটি প্রতিশব্দ রচনা করে সেগুলি সম্পর্কে পাঠকদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি Originality-র প্রতিশব্দ হিসেবে কৌলীন্যের অনুসরণে 'মৌলিন্য' ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিধুশেখর শাস্ত্রী এর ব্যাকরণগত ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রবীন্দ্রনাথ ৫ শ্রাবণ চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'শান্তিনিকেতন পত্রে কোন কোন প্রবন্ধে মৌলিন্য কথাটা ব্যবহার করেচি সেটা চলবে না। তার স্থানে স্বমূলকতা কি চলে? নেহাৎ না হয় ত মৌলিকতা বসিয়ে দিয়ে অর্থাৎ যখন প্রবাসীতে উদ্ধৃত করবে।'[৫৯] বর্তমান প্রবন্ধেও তিনি বিষয়টি উত্থাপন করে বিধুশেখরের একটি মন্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

৮ আশ্বিন [বৃহ 25 Sep] থেকে পূজাবকাশ শুরু হওয়ার কথা ছিল। রীতি অনুসারে তার আগে ৬ আশ্বিন বিদ্যালয়ে 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। রিহার্সাল ও অন্যান্য আয়োজন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ৩১ ভাদ্র ক্যাশবহিতে 'নন্দলাল বাবু বোলপুর থিয়েটারের জন্য পোষাক ইত্যাদী লইয়া যাওয়ার হিসাব দেখা যায়। কালিদাস নাগ অভিনয়ের দিন ডায়েরি-তে লিখেছেন : 'সকাল ১০টার গাড়িতে এক দল : হাবল [হিতেন্দ্রনাথ সান্যাল], নির্মল[চন্দ্র সিদ্ধান্ত], অশোক [চট্টোপাধ্যায়], সুশোভন[চন্দ্র সরকার], কিশোরী [?সাঁতরা], ইত্যাদি বোলপুরে আসা গেল। খুব স্ফূর্তিতে কাটানো ও শারদোৎসব দেখা গেল। —অপূর্ব প্রেরণায় কবি সন্ন্যাসীর ভূমিকা করলেন।' কিন্তু অন্যান্য ভূমিকায় কারা অভিনয় করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন, অন্য কোনো সূত্র থেকেও এই তথ্য জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের আগেই শারদোৎসব-এর মূল কথাটি ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেটি আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ৮—৯] 'শারদোৎসব' নামে মুদ্রিত হয় [দ্র শারদোৎসব-গ্রন্থপরিচয় ৮। ৫৪১—৪৬]। তিনি লেখেন : 'আগামী ছুটির পূর্বরাত্রে আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আয়োজনও চলিতেছে। শারদোৎসব নাটকটি বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করিয়াই তৈরি হইয়াছিল; তাহার বাহিরের ধারাটি ছেলেদের বুঝিবার পক্ষে কঠিন নহে, কেবল তাহার ভিতরের কথাটি হয়ত ছেলেরা ঠিক বোঝে না।' প্রবন্ধের বাকি অংশ সেই 'ভিতরের কথাটি'রই বিশ্লেষণ।

'শারদোৎসব' অভিনয়ের পরের দিন 'বুধবার' [৭ আশ্বিন : 24 Sep] রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে লিখলেন : 'শরীর আজকাল পূর্ব্বের চেয়ে ভাল আছে। তাই এবারে কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তনে যাবার চেষ্টা করব না। এইখানেই নির্জ্জনে ছুটি কাটাবার চেষ্টা করব।'[৬০] কিন্তু এর দুদিন পরেই তাঁকে কলকাতায় দেখা যায়— 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের ৯ই আশ্বিন তারিখে হাওড়া ষ্টেসন হইতে মাল আনার গাড়িভাড়া' হিসাব থেকে খবরটি জানা যায়। পুত্রশোকাতুর রামানন্দ পুজোর ছুটি কাটানোর জন্য সপরিবারে পুরী রওনা হন 30 Sep। সীতা দেবী লিখেছেন : 'কলিকাতা হইতে বাহির হইবার দিন-কয়েক আগে শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমাদের বাড়ি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া গেলেন। দিন-দুই পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেদিন আর কোনো অভ্যাগত উপস্থিত না থাকায় বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলাম।'[৬১] কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু 'শুক্লাষষ্ঠী' [১৩ আশ্বিন মঙ্গল 30 Sep] তিনি শান্তিনিকেতন থেকে রাণুকে লিখেছেন : 'যতদিন রাজধানী কলকাতায় ছিলুম ততদিন সময়টা ছিল কাজকর্ম্মে লোকের ভিড়ে একেবারে নিরেট— সেখানকার পাথর

বাঁধানো রাস্তার মত— সে রাস্তায় আপিসগাড়ি ট্র্যামগাড়ি চলে কিন্তু কোনো একটু ফাঁকে বনফুল ফোটে না।'[৬২] আগের দিন 'বোধ হচ্চে পঞ্চমী'তেও তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এইদিন প্রথম তাঁর শিলঙ-ভ্রমণের সংকল্প ব্যক্ত হল : 'আমি আবার সেই পুরাতন কোণটিতে এসে ঢুকেচি। মীরাপিসি নেই, বৌমা নেই, কমলও নেই, থাকবার মধ্যে আছে সাধুচরণ। ...এখানে মাঠের মধ্যে ঐ এক সাধুসঙ্গে আমার দিন কাট্‌বে কি করে? তাই ঠিক করেছি বিবাগী হয়ে একেবারে শিলং পাহাড়ে চলে যাব— সেখানে চাটগাঁ বিভাগের কমিশনার সাহেবের বাগান বাড়িতে তপঃসাধন করব'।[৬২] অথচ শরৎকালটি তিনি আশ্রমেই কাটাতে চেয়েছিলেন। 'পূর্ণিমা'য় [২২ আশ্বিন বৃহ 9 Oct] কলকাতা থেকে আশ্রম-ত্যাগের কারণটি বর্ণনা করে রাণুকে লিখেছেন :

...আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ছুটির কয়দিন আশ্রমে নির্জ্জন বাস করব— কিন্তু আমার সেই মাঠের বাড়ি— যাকে আমি বলি রবির উত্তরায়ণ— সেটা এখনও অতিথির অধিকারে। সুদীর্ঘকালেও তাকে বিচলিত করতে পারা গেল না— অবশেষে আমাকেই বিচলিত হতে হল। তারপরে এবার আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র অনেকে এসে জুটেছে, তারা ক্ষণে ক্ষণে আমাকে বেষ্টন করে ধরত। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল আমার ভাগ্যে ওখানে অবকাশ নেই।'[৬২]

তাই ১৮ আশ্বিন [রবি 5 Oct] বিকেলের গাড়িতে তিনি কলকাতা যাত্রা করেন।

রলাঁর 10 Apr-এর পত্রের যে উত্তর রবীন্দ্রনাথ 24 Jun দিয়েছিলেন, রলাঁ তার জবাব লেখেন 26 Aug; *Nationalism* ও *The Home and the World* বইগুলি পাঠাবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন :

It gives me profound pain (and, I might say, remorse, if I did not consider myself a human being rather than a European) when I consider the monstrous abuses which Europe makes of her power, this havoc of the universe, the destruction and debasement of so much material and moral wealth of the greatest forces on earth which it would have been in her interest to defend and to make strong by uniting them to her own. The time has come to react. It is not only a question of justice, it is a question of saving humanity.

After the disaster of this shameful world war which marked Europe's failure, it has become evident that Europe alone cannot save herself. Her thought is in need of Asia's thought, just as the latter has profited from contact with European thought. These are the two hemispheres of the brain of mankind. If one is paralysed, the whole body degenerates. It is necessary to re-establish their union and their healthy development.[৬৩]

চিঠির শেষাংশে রলাঁ লিখেছেন, অনেকদিন ধরেই তিনি এমন একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করার কথা ভেবেছেন, যা য়ুরোপ ও এশিয়ার নৈতিক সম্পদকে প্রকাশ করবে। 'It would not concern itself with politics, but with the treasures of thought, of art, of science, and of faith.'

রলাঁর এই ভাবনা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য লাভ করেছে। ভিতরের ও বাইরের আশ্রমিক ও আশ্রম-হিতৈষীদের মধ্যে যোগসূত্র রচনার জন্য তিনি এই বছরের গোড়া থেকে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা প্রকাশ

করছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে অবাঙালি ভারতীয়রাও আশ্রমের অনুরাগী হয়েছেন— বিদেশিদের অনেকেরও আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় কয়েক বৎসর পরে, *The Visva-Bharati Quarterly* প্রকাশের মাধ্যমে।

রলাঁর চিঠির উত্তরের খসড়া তৈরি করে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর মতামতের জন্য রাঁচিতে পাঠান 'বিজয়া' [১৭ আশ্বিন শনি 4 Oct]-র দিন :

এইসঙ্গে একটা ইংরেজি চিঠির খসড়া পাঠাচ্চি। রোমাঁ রোলাঁদের চিঠির উত্তর। যদি কোথাও আপত্তি বোধ কর বা বদল ইচ্ছা কর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ো। সুরেন ওখানে আছে কিনা জানিনে— যদি থাকে তাকে দেখিয়ো। এই চিঠি এবং রোমাঁ রোলাঁদের পত্রের তর্জ্জমা মডারন রিভিয়্যুতে ছাপানোর ইতিকর্ত্তব্যতা বিচার করে জানিয়ো।[৬৪]

পরের দিন এটি তিনি অ্যান্ডরুজকেও পাঠিয়ে লেখেন : 'I donot think I should publish it in Indian paper before the enquiry is over. Don't you think so?'[৬৫] চিঠিটি প্রকাশিত হয়নি।

শেষপর্যন্ত চিঠিটি 14 Oct [মঙ্গল ২৭ আশ্বিন] তারিখ দিয়ে রলাঁর প্যারিসের ঠিকানা জানা না থাকায় লন্ডন-ম্যাকমিলান মারফৎ তাঁর কাছে পাঠানো হয়। তিনি লিখলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল য়ুরোপে গিয়ে রলাঁর সঙ্গে দেখা করার— কিন্তু সেখানকার অস্থিরতা ও দেশের নানারূপ দুর্দশার জন্য এখনই দেশ ছেড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন।

It hurts me very deeply when I think that there is hardly a corner in the vast continent of Asia where men have come to feel any real love for Europe. The great event of the meeting of the East and the West has been deserted by the spirit of contempt on the one side and a corresponding hatred on the other. The reason is, it was greed which brought Europe to Asia and threat of physical power which maintains her there. This prevents our mutual relationship from becoming truly human and this makes it degrading for both parties. Parasitism, whether based upon power or upon weakness, must breed degeneracy.. And the time seems fast approaching when the soul will be sucked dry from the civilisation of Europe also by the growing lust of gain in her commerce and politics, unless she has the wisdom and power to change her mind and not merely her system.

এশিয়া ও য়ুরোপের মনীষীদের মুক্তচিন্তার বাহন হিসেবে একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পকে সোৎসাহে সমর্থন করেও তিনি রলাঁকে সচেতন করে দিলেন এশিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে :

At the same time you must know that in the Asia of the present age, intellect and all means of expression remain unorganised. Our minds are disunited and our thoughts scattered. The vocal section of our countrymen is mainly occupied with mendicant politics and petty journalism. The cramping poverty of our life and its narrowness of prospect tend to make most of our efforts feeble and our aims immediate. We greatly need some outside call to make us conscious of our mission. So long proud Europe has only claimed our homage and

gained but the least and the worst that we can give. But if your paper comes bearing to us Europe's claim to our best thoughts we may well hope that response will not be found wanting.

প্রমথ চৌধুরী ও অ্যান্ডরুজকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য আছে। প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'কাঞ্চি-কাহিনীর ইংরেজিটেও পাঠাই। ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের মন্তব্য চাই এবং এটা এখানকার কোনো কাগজে ছাপব কি না বোলো। ইংলন্ডের Daily News বা Nationএ পাঠাতে পারি।' অ্যান্ডরুজকে লিখেছেন : I am sending you a copy of my story of the "Clown". Do you advise me to send it to some paper in England or in America? It will reach all your readers if it is published in the Atlantic Monthly. Send it back to me with your criticism of its grammar and phraseology. I do not want it to be narrowly suggestive of any particular event, it should be a piece of literature.'

স্পষ্টই বোঝা যায়, এখানে লিপিকা-র 'বিদূষক' কাহিনীটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২৯-সংখ্যা ভারতী-তে, তাই কাহিনীতে সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির প্রতিহিংসা-স্পৃহার প্রতি যে কটাক্ষ আছে তা অনেকটা লঘু হয়ে গেছে। হয়তো সেই কারণেই ইচ্ছাকৃতভাবে রচনাটির প্রকাশ এত বিলম্বিত করা হয়। 'The Clown' নামে কাহিনীটির ইংরেজি অনুবাদ দেশের বা বিদেশের কোনো পত্রিকায় প্রকাশের সংবাদ জানা যায়নি। আমেরিকার হুটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত রোটেনস্টাইনের কাগজপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত তিনটি টাইপ-করা পৃষ্ঠায় 'The Clown'-এর পত্রে উল্লিখিত পাঠটি দেখা যায়, যার বহুল-পরিবর্তিত সংক্ষিপ্ত একটি রূপ *The Fugitive* [1921] গ্রন্থে ছাপা হয়। রোটেনস্টাইনকে লেখাটি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এই সময়েই পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু উভয়ের প্রকাশিত পত্রাবলির মধ্যে এর কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।

আশ্বিন ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

ভারতী, আশ্বিন ১৩২৬ [৪৩/৬] :

৪২৩ 'প্রশ্ন' দ্র লিপিকা ২৬। ১০৭–০৮

৪২৪ 'অক্ষমতা' দ্র লিপিকা ২৬। ৯৪–৯৫ ['মেঘলা দিনে']

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৬ [১৯/১/৬] :

৫০৫ 'পায়ে-চলার পথ' দ্র লিপিকা ২৬। ৯৩–৯৪

এছাড়া 'কষ্টিপাথর' বিভাগে [পৃ ৫৬৩–৬৬] 'শান্তিনিকেতন' থেকে 'কল্যাণ', 'অনুবাদ-চর্চ্চা' ও 'প্রতিশব্দ' রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৬ [১১/২/২] :

১০৫–০৬ 'পুরোণো বাড়ি' দ্র লিপিকা ২৬। ১০১–০২

সূচিতে রচনাটি 'গদ্য কাব্য' পরিচয়ে চিহ্নিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতন, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬ [১/৬–৭] :

১–২ ‘(১০ই ভাদ্র শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশ)’

২–৩ ‘বিদ্যাসমবায়’ দ্র শিক্ষা ২৮। ৪০৫–০৯

৩–৫ ‘বাংলা কথ্যভাষা’ দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫৫৬–৬০

৫–৬ ‘উদ্যোগ শিক্ষা’

৬ ‘আহারের অভ্যাস’

৬ ‘গান’ [‘দুঃখ যে তোর নয়রে চিরন্তন’] দ্র গীতালি [সং] ১১। ৩০১; গীত ১। ২৪০; স্বর ৩৩

৬–৭ ‘মিলনের সৃষ্টি’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৪ [প.ব.]। ৯১৪–১৫

৮–৯ ‘শারদোৎসব’ দ্র শারদোৎসব [গ্র.প.] ৭। ৫৪১–৪৬

৯–১০ ‘প্রতিশব্দ’ দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫২৮–৩১

১০–১১ ‘মনোবিকাশের ছন্দ’

১১–১৩ ‘অনুবাদচর্চ্চা’ দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫৪৯–৫৪।

১৩ ‘গান’ [‘আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে’] দ্র গীত ২। ৩২২; স্বর ৩৩

১৩–১৪ ‘তেল আর আলো’

১৪–১৫ ‘শীলগ্রহণ’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৪ [প.ব]। ৯১৬–১৭

এই রচনাগুলির মধ্যে প্রথমটি ও ‘মিলনের সৃষ্টি’ মন্দিরের উপদেশ— সংক্ষেপিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ শান্তিনিকেতন-এর দ্বিতীয় খণ্ডে [১৩৪২] গৃহীত হয়েছে। ‘তেল আর আলো’ রচনাটিও সম্ভবত মন্দিরের উপদেশের লিখিত রূপ। ‘দুঃখ যে তোর নয়রে চিরন্তন’ গানটি গীতালি-র পাণ্ডুলিপি [Ms. 131] থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়। রচনার তারিখ ১ আশ্বিন ১৩২১ [18 Sep 1914], সুরুল। এই সংখ্যায় আরও দুটি গান মুদ্রিত হয়— ‘তীরে কি আর আসবে না তোর তরী’ ও ‘আমার বোঝা এতই করি ভারী’, কিন্তু এগুলি রবীন্দ্র-রচনা বলে স্বীকৃত নয় বলে গীতবিতান-এ গৃহীত হয়নি।

বিশ্বভারতীতে পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার যে বিপুল আয়োজন হয়েছিল, ‘বিদ্যাসমবায়’ প্রবন্ধ প্রধানত তারই পশ্চাদ্‌বর্তী ভাবনাটি প্রকাশ করেছে। বর্তমানকালে ভারতীয়দের মানসিক বিকাশের জন্য ইংরেজি বা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়— এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে।’ তাঁর মতে, ‘জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। ...অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।’ আর তা করতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তার শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করে জানা চাই। বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন— প্রধানত এই চার শাখায় প্রবাহিত হয়েছিল। পরে তার সঙ্গে পার্সি ও ইসলামি ধারা এসে মিলিত হয়। সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যা বন্যার আকারে এসেছে—

তাকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। 'অতএব আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।' বস্তুত বিশ্বভারতীতে একেবারে প্রাথমিক পর্ব থেকে সেই কাজই করা হচ্ছিল। ক্রমে তার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে।

একটি আমেরিকান মাসিকপত্রে ছাত্রদের কেজো শিক্ষা দেবার কথা পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবনার উদয় হয়, 'উদ্যোগশিক্ষা' প্রবন্ধটিতে তারই প্রকাশ ঘটেছে। আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছাত্রদের নিতান্ত পুঁথিগত শিক্ষায় ব্যাপৃত না রেখে বাগান-তৈরি প্রভৃতি নানাধরনের কেজো শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকদের ঔৎসুক্যের অভাববশত সেই কাজে সাফল্য আসেনি একথা তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। আশ্রমে গোষ্ঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রায় দশ বছর আগে, কিন্তু কোনো ছাত্র দুধ দোওয়া শেখার চেষ্টা করেনি— ফুটবল খেলায় তাদের যে উৎসাহ তার কিয়দংশও সব্‌জির বাগানে ফসল ফলানোতে দেখা যায়নি। রান্নাঘরে বহুবিধ সুবিধা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য তিনি আধুনিক চুলার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু অভ্যাসের জড়তার জন্য পাচকেরা তার সুযোগ গ্রহণ করেনি। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি লিখলেন : 'যাহা-কিছু চলিয়া আসিতেছে তাহা নিঃসন্দেহই ভালো বলিয়াই চলিয়া আসিতেছে এই জড় বিশ্বাস আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন হইতেও কিছুতেই তাড়ানো যায় না। সকল সভ্যদেশেই আরো-ভালোর রাস্তায় লোক চলিতেছে, আমাদের দেশে সে রাস্তা বন্ধ। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, এ দেশের যাহা কিছু পরিবর্ত্তন প্রায় সমস্তই বাহিরের তাড়নায় হইতেছে; তাহাতে আমাদের অন্তরের সম্মতি নাই। ইহা আমাদের অন্তরতম দাসত্বেরই লক্ষণ।'

প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কোনও অনুষ্ঠানের সংকল্প মনে উদিত হলে মানসিক জড়তাবশত আমরা গোড়াতেই ভাবি অনেক টাকা না হলে তা পত্তন করাই সম্ভব নয়। কিন্তু যখন টাকা আসে তখন দেখা যায় কিছুই সফল হল না। এর জন্য তিনি মনের নিরুদ্যমকে দায়ী করেছেন। 'সেই নিরুদ্যম মন টাকা পাইলেও, হয় কিছুই করে না, নয় তাহার প্রচুর অপব্যয় করিয়া অল্প ফল পায়।' যা আছে তাকে নিয়েই চেষ্টা করে দেখার মধ্যে যে মানসিক আত্মনির্ভরতার বোধ আছে— সেইটিই যে বড়ো শিক্ষা একথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন।

পরবর্তী প্রবন্ধ 'আহারের অভ্যাস'-এ তিনি এই আলোচনারই অনুবৃত্তি করেছেন। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও দুর্মূল্যতা একটি অত্যন্ত কঠিন বাস্তব সত্য। ফলে পুষ্টির অভাবে শরীর নানা রোগের শিকার হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভ্যাসের বন্ধনে আমাদের খাদ্যরুচি বদলানো শক্ত— তার ফলে আয়োজনের বাহুল্যজনিত অর্থব্যয় যথেষ্ট, কিন্তু পুষ্টিকারিতা অল্প। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মাদ্রাজে উত্তর পশ্চিমে যেখানেই আমরা কোনো আশ্রমের আহার-ব্যবস্থার সন্ধান লইয়াছি সেখানেই দেখা গিয়াছে সে সকল জায়গায় খাদ্যের বৈচিত্র্য কম অথচ পোষণ-কারিতা বেশি বলিয়া ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক সহজ। ...বাংলা দেশে এরূপ সাধারণ পাকশালার ম্যানেজারের মত কৃপাপাত্রজীব আর জগতে নাই।' এইজন্য তিনি আশ্রমের ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেছেন, রোগব্যাধির বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহের জন্যই আহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভ্যাসের অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। অবশ্য এইটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। শান্তিনিকেতন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় পরিবেশিত 'সংবাদ' থেকে জানা যায়, সহকারী স্যানিটারি কমিশনার ডাঃ বাত্রা, ফরমুস্‌জি মনচারজি ডাডিনা, ডাঃ চুণীলাল

বসু প্রমুখ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ আশ্রমে এসে 'স্বাস্থ্য ও খাদ্যতত্ত্ব' বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। ডাঃ চুণীলাল বসুর বক্তৃতার সারমর্ম মাঘ-সংখ্যায় অনেকটা জায়গা নিয়ে ছাপা হয়। চৈত্র-সংখ্যায় একটু গর্বের সঙ্গেই লেখা হয় : 'এখন আমাদের আহারের বেশ একটু উন্নতি হইয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে আমরা ঘি-মাখানো রুটি পাইতেছি। সপ্তাহে দুই তিন দিন খিচুড়ি, জলখাবার মাঝে মাঝে চিনাবাদাম হইতেছে।'

ছাত্রদের শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কতখানি ভেবেছেন ও কতটা পড়াশোনা করেছেন 'মনোবিকাশের ছন্দ' প্রবন্ধটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ছেলেদের পড়াতে গিয়েই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির একটা স্বাভাবিক জোয়ারভাঁটা আছে। অন্যান্য শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। জনৈক রাস্ক সাহেবের বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, শিশুদের মনোবিকাশ একটি ছন্দ মেনে চলে তা অনেকাংশে তাদের দৈহিক বৃদ্ধির সমসূত্রে চলে। বছরের একসময়ে তাদের দেহের বৃদ্ধি ঘটে, অন্যসময়ে তা মন্দগতি লাভ করে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের নিয়মিত ওজন নেওয়া হয়, একসময়ে সবারই ওজনবৃদ্ধি বাধা পেয়েছে দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন — কিন্তু ঋতুগত কারণ থাকার সম্ভাবনা বিচার করেননি। তিনি নিজের ক্ষেত্রে দেখেছেন : 'কাব্য গান প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু আমার পক্ষে অনুকূল। …শীতের সময়ে আমার অন্য কাজে উৎসাহ হয়, গদ্য প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা দেওয়া তখন আমার পক্ষে সহজ হয় কিন্তু রসোহিত্য রচনার উৎসাহ সে সময়ে দুর্ব্বল থাকে। বোধ হয় এই কারণেই আমেরিকায় ইংলন্ডে আমি বক্তৃতা প্রভৃতি লিখিয়াছি কিন্তু কখনো কাব্য লিখি নাই, লিখিবার ইচ্ছা মনেও উদিত হয় নাই।' এই অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে হয়েছে, সাহিত্যশিক্ষা গণিতশিক্ষা বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতিরও হয়তো ঋতুভেদ আছে। তাছাড়া ঘন্টায় ঘন্টায় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকের মতে, বৈচিত্র্য মনকে বিশ্রাম দেয়— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, 'মন যেমন খানিকটা চেষ্টার তাড়নায় চলে তেমনি খানিকটা গতির বেগেও চলে। সেই গতির বেগকে একদিকে থামাইয়া দিয়া আবার আরেক দিকে চালনা করিবার সময় মনের একটা সহজ শক্তির অপব্যয় ঘটে।' অতএব উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা দরকার। সাহিত্যপাঠকে একটানা চলতে দিয়ে তার মধ্যে গদ্য পদ্য প্রবন্ধরচনা আবৃত্তি ইত্যাদি সমশ্রেণীর ভাগে বিভক্ত করে বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে। অঙ্ককেও গণিত-অঙ্ক ও ফলিত-অঙ্কে ভাগ করে তাত্ত্বিক শিক্ষা ও তার প্রয়োগের খেলায় সজীব করে তোলা সম্ভব।

আশ্বিন ১৩২৬-এ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে 'আগমনী' নামে একটি পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয়। 'নিবেদন'-এ সুরেশচন্দ্র লেখেন : 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমনী নামটি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।' এতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয় :

২–৫ 'আগমনী' দ্র লিপিকা ২৬। ১৬৮–৭১

২০২–০৩ 'মাতৃ-বন্দনা' দ্র পরিশিষ্ট ৩ [প.ব.]। ১২৯৫–৯৬

২০২ 'হে জননি, ফুরাবে না তোমার যে দান'

'মাতঃ!/ পুণ্যময়ী মাতৃভূমি'

'জননি, তোমার করুণ চরণখানি'

২০৩ 'জননি, তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি'

'হে জননি, বসিয়াছ মরণের মহা-সিংহাসনে'

'ওগো মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের মা যিনি'

এর মধ্যে 'জননি, তোমার করুণ চরণখানি' গীতাঞ্জলি-র অন্তর্ভুক্ত; অন্য রচনাগুলি প্রথম প্রকাশিত হল। এগুলির রচনা-কাল অনুমান করা শক্ত। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিপিকা-র স্মৃতিমূলক অনেকগুলি রচনা লিখেছিলেন। তাই রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'এই পুরোনো স্মৃতির অভিঘাতেই কি নিজ জননীর কথাও কবির স্মরণে উদিত হয় এবং 'আগমনী' নামে পূজা-বার্ষিকে (১৩২৬) 'মাতৃবন্দনা' নামে কয়েকটি কবিতা প্রকাশের জন্য দেন? কবিতাগুলি পুরাতন বলিয়াই মনে হয়; একটি তো গীতাঞ্জলিতে মুদ্রিত হয়।[৬৬]

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ১৮ আশ্বিন [রবি 5 Oct] শিলঙের পথে কলকাতা যাত্রা করেন বিকেলের গাড়িতে। যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল না, কারণ 'এই সময়ই উজ্জ্বল সূর্যের আলোয়, রঙিন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে কাশমঞ্জরির উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হয়ে উঠেছিল।' তাই 'স্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টানছিল।' রাত এগারোটায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে শুনলেন, গঙ্গা-পারাপারের ব্রিজ খুলে দিয়েছে, নৌকায় নদী পার হতে হবে। 'পূর্ণিমা' [২২ আশ্বিন বৃহ 9 Oct]-র দিন এইসব বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে একটি কৌতুককর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন :

সবে জোয়ার এসেছে— ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস করে পড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করি নি— ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন।[৬৭]

'খোদ বাবু মহাশয়ের স্টেসন হইতে পোল পর্য্যন্ত গাড়িভাড়া ॥০ নৌকাভাড়া ১৲ গাড়ি ১৲'— ক্যাশবহির এই শুষ্ক হিসাবের অন্তরালে সেই গঙ্গাজল-সিক্ত কৌতুক প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে!

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন [২২ আশ্বিন] বিকেলে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, কমলা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ও সাধুচরণকে নিয়ে শিলঙের উদ্দেশে রওনা হন। রথীন্দ্রনাথ পুরোনো মিনার্ভা মোটরগাড়িটি বিক্রি করে Russa Engineering Works থেকে একটি নূতন গাড়ি কিনেছিলেন। সেই গাড়িটি, বনমালী পারুই ও অপর একটি ভৃত্য আগেই রওনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই যাত্রাও সুখের হয়নি, দুর্ভোগের বিস্তৃত বিবরণ আছে রাণুকে লেখা 'কৃষ্ণাতৃতীয়া' [২৫ আশ্বিন রবি 12 Oct]-র চিঠিতে।[৬৮] পূর্বদিন শিলঙে পৌঁছে তাঁরা Brookside নামক একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার এটিকে একটি 'ভাড়াবাড়ি' বলে জানিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বোধ হচ্চে পঞ্চমী' [১২ আশ্বিন : 29 Sep] তিথিতে রাণুকে লেখা চিঠিতে 'চাটগাঁ বিভাগের কমিশনার সাহেবের বাগান বাড়িতে' আশ্রয় নেওয়ার কথা লিখেছিলেন। হেম চট্টোপাধ্যায় 'শিলঙে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছেন : "তখন তিনি উঠেছিলেন মিঃ কে, সি দে'র বাংলো 'ব্রুক সাইডে'।"[৬৯] ২৮ আশ্বিন রাণুকে সেই বাড়ির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর— নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরামকেদারায় আকীর্ণ। জানালাগুলো সমস্তই শার্সির, তার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি, দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে

উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইশারায় কথা বলবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফুল গাছের চাকায় কত রঙ-বেরঙের ফুল যে ফুটেছে তার ঠিক নেই— কত চামেলি, কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ— আরো কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল।[৭০]

গত বৎসর পিঠাপুরম-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পর শিলঙ আসার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল না, কিন্তু এখানে এসে তাঁর ভালো লেগেছে। সেই কথাই লিখেছেন ১ কার্তিক [শনি 18 Oct] প্রাক্তন ছাত্র হিতেন্দ্রনাথ নন্দীকে :

শিলঙ পাহাড়ে এসে খুব ভাল লাগচে। দার্জ্জিলিঙের চেয়ে অনেক ভাল—···। এখনও শান্ত হয়ে বসতে পারি নি— লোকের ভিড় চল্‌চে। কাল ব্রাহ্মসমাজে এখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলোচনা করবার কথা আছে। আমাকে বেদীতে বসে উপাসনা করতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে রাজি নই। আসবার সময় গৌহাটি অঞ্চলে বৃষ্টি পেয়েছিলুম কিন্তু এখানে এসে অবধি বৃষ্টি নেই— বেশ উজ্জ্বল রৌদ্র দেখা দিয়েচে। আমরা যে জায়গায় আছি এ খুব নিভৃত এবং এখানকার রাস্তাগুলি বেশ নির্জ্জন— দেওদার গাছের অবগুণ্ঠনে ঢাকা এবং ছোট নির্ঝরিণীর কলস্বরে মুখরিত। এখানে ছুটির শেষ পর্যন্ত থাকবার ইচ্ছা আছে।[৭১]

হেম চট্টোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর বক্তৃতা করার কথা লিখেছেন : 'সেবার আর একদিন মাত্র দেখেছিলুম, পুলিশবাজারের ব্রাহ্মসমাজে। কবি সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন।'[৬৯]

এখানে এসে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে রচনার উৎস খুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিমগ্ন থাকতে হয়েছে ইংরেজি বক্তৃতা লেখায়। ৩ কার্তিক [সোম 20 Oct] কালিদাস নাগকে লিখেছেন :

ছুটির ক'টা দিন ইংরেজি লিখে কাটাচ্ছি— সুতরাং এ'কে ছুটি বলা চল্‌বে না। অস্ট্রেলিয়ায় যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলির কাছ থেকেই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। বাঙালীর মনের কথা যদি বাংলা ভাষায় বল্‌লে চলত তাহলে ভাবনা ছিলনা— কিন্তু মন সহজে যে ভাষায় কথা কয় ঠিক তার উল্টো ধরণের ভাষার লাইনে কলম চালাতে হবে— এই অত্যন্ত বেয়াড়া রকমের সার্কাস প্র্যাক্‌টিস করতে আমার শারদীয় অবকাশ কাটাতে হবে।[৭২]

প্রমথ চৌধুরীকেও ১৩ কার্তিক [বৃহ 30 Oct] তিনি অনুরূপ কথাই লিখেছেন : 'এখানে ইংরেজি লেখায় হাত দিয়েচি। অস্ট্রেলিয়ায় বক্তৃতার কথা আছে তাই তৈরি হতে হচ্চে। কিছু ইংরেজি তর্জ্জমাও করেচি। দুই একটা ছোট কথিকা লিখেচি।'[৭৩]

এই পত্রে কিছু বৈষয়িক কথাও আছে। জমিদারি বিভাগ নিয়ে অনেকদিন ধরেই কথা চলছিল, তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ও ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনাবেচার ফাটকা কারবারে নিযুক্ত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ জমিদারির কাজকর্মে অবহেলা করছিলেন। রথীন্দ্রনাথও বিশ্বভারতীর কাজে পিতাকে সাহায্য করার জন্য তখন অনেকটাই শান্তিনিকেতন-বাসী। সুতরাং আবার জমিদারি-বিভাগ বা কোনো-এক পক্ষের কিনে নেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় প্রমথ চৌধুরীর পত্রে। রবীন্দ্রনাথের পত্রের ভাবে মনে হয়, তাঁর ইচ্ছা ছিল সুবিধাজনক শর্তে সুরেন্দ্রনাথই বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম পরগনা কিনে নিন। অবশ্য এ ব্যাপারেও স্নেহশীল পিতৃব্য সুরেন্দ্রনাথের সুবিধার দিকেই লক্ষ্য রাখতে চেয়েছেন : 'যাই হোক্ না, আমার নিজের দিক আমি যেমন ভাবব সুরেনের দিকও আমি ঠিক তেম্‌নি করেই ভাবব— ওকে মুস্কিলের মধ্যে ফেলে আমি কোনো সুবিধেই চাইনে।' শেষপর্যন্ত অবশ্য জমিদারি বিভক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে কালিগ্রাম পরগনা। সুরেন্দ্রনাথ বিরাহিমপুরও রক্ষা করতে পারেননি, ভাগ্যকুলের রাজাদের কাছে তা বিক্রি করে দিতে হয়। বালিগঞ্জের জমিবাড়ি কিছুদিন পরেই বিড়লাদের কাছে বিক্রীত হয়ে যায়। একটি সংবাদে প্রকাশ : 'The total area of Birla Park is about 20 Bighas. …It was purchased by the Birlas from some members of the famous Tagore family on Nov.26, 1919 [১০ অগ্র ১৩২৬]'।[৭৪]

উক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'কাল আমি শিলঙ ছেড়ে গৌহাটি যাব— তার পরে সেখান থেকে আমাদের মণিপুর যাবার কথা চল্‌চে। তাহলে আরো দিন দশেক পরে আমরা ফিরব।' প্রকৃতপক্ষে মণিপুরে যাওয়ার পরিকল্পনা তাঁরা নিজেরাই করছিলেন, আহ্বান আসছিল শ্রীহট্ট [সিলেট] থেকে। সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ 'শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ'[৭৫] প্রবন্ধে লিখেছেন, রবীন্দ্র-ভক্ত তাঁর পিতা গোবিন্দনারায়ণ সিংহ সিলেটের ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে টেলিগ্রাম করলে দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রাপথের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে আসতে চাননি। গোবিন্দনারায়ণ তাতে নিরস্ত না হয়ে 'আঞ্জুমান ইসলাম', 'মহিলা সমিতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও আমন্ত্রণ জানালে অগত্যা তিনি রাজি হন। তখনও শিলঙ-সিলেট মোটরপথ নির্মিত হয়নি, চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত গাড়িতে এসে খাসিয়া কুলিদের পিঠে-বাঁধা চেয়ারে বসে সিলেটে আসতে হত। কিন্তু এইরূপ ভ্রমণ তাঁর পছন্দ না হওয়ায় গৌহাটি হয়ে রেলপথে সিলেটে আসার পথই তিনি বেছে নেন।

১৪ কার্তিক [শুক্র 31 Oct] বিকেলে গৌহাটি পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তিনটি দিন সেখানে কাটান অরুণেন্দ্রনাথের কন্যা লতিকার স্বামী সেখানকার আইন কলেজের অধ্যক্ষ জ্ঞানাভিরাম বরুয়ার বাড়িতে।

পরদিন ১৫ কার্তিক [শনি 1 Nov] সন্ধ্যায় স্থানীয় জুবিলি পার্কে কবি-সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। সত্যভূষণ সেন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারাংশ সংকলন করেছেন 'গৌহাটিতে রবীন্দ্রনাথ[৭৬] প্রবন্ধে। তিনি বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ, প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়। এদেশে অনেকের ধারণা, পাশ্চাত্যবাসীরা আত্মসর্বস্ব। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন মানুষও আছেন, মানুষের প্রতি প্রীতিতে যাঁদের হৃদয় পরিপূর্ণ— তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য।

১৬ কার্তিক সকালে কার্জন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি শাখার পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। উত্তরে তিনি বলেন, সাহিত্যচর্চা যৌথ কারবার নয়, নির্জনেই তা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। তবে সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতিরও উপযোগিতা আছে। পরিভাষা রচনা প্রভৃতি কাজ সম্মিলিত চেষ্টাতেই সম্ভব হয়। সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন শাখাগুলির প্রধান কাজ হওয়া উচিত, স্থানীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা তথা তথ্য সংগ্রহ করা। এতে যেমন জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, তেমনি যাঁরা সাহিত্যস্রষ্টা তাঁরা এইসব তথ্য থেকে সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে কাজ করতে হবে, তুচ্ছ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে শক্তির অপচয় করা ঠিক নয়।

ভাষণের পর তাঁকে একটি গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি প্রাথমিক আপত্তির পর 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটি গেয়ে শোনান। সত্যভূষণ সেন লিখেছেন : 'এই সম্বর্দ্ধনা সভা গৌহাটী সহরের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইতিপূর্ব্বে এই সহরে আর কোনো সভায় এত জন সমাগম হয় নাই। লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণেরও যেন জায়গা ছিল না।'

এইদিনই দুপুর দুটোয় আইন কলেজের হলে মহিলাদের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন; শ্রোত্রীদের অনুরোধে দুটি গানও গেয়ে শোনান। অসমীয়া মহিলারা তাঁদের শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ নিজেদের হাতে প্রস্তুত এণ্ডি ও মুগার কাপড় উপহার দেন। এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তিনি তখন বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত, বস্ত্রবয়ন সেই শিক্ষার অঙ্গ। অগ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ আশ্রম-সংবাদে ছাপা হয় : 'এখানকার মেয়েদের রেশমের কাপড় বোনা শিখাইবার জন্য গুরুদেব তাঁতের

কাজ-জানা একজন স্ত্রীলোককে আসাম হইতে আনিয়াছেন।' পৌষ-সংখ্যায় লেখা হয় : 'তাঁত-শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে মহিলাদের তাঁত শিক্ষার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।'

বিকেল চারটের সময় তিনি ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা করে সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রাঙ্গণে শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করেন। এখানে তিনি যে ভাষণ দেন, তারই লিখিত রূপ অগ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৯৭–৯৮] 'শিবনাথ শাস্ত্রী' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। তিনি বললেন, শিবনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, তাঁকে তিনি, চিনেছেন মহর্ষির সঙ্গে তাঁর যোগের মাধ্যমে। তাঁর 'আত্মচরিত'ও তিনি পড়েছেন। শিবনাথের প্রকৃতির যে লক্ষণটি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সেটি হল তাঁর প্রবল মানব-বৎসলতা, মানুষের ভালোমন্দ দোষগুণ সব নিয়েই তাকে ভালোবাসবার শক্তি। 'যাঁহারা শুষ্কভাবে সঙ্কীর্ণভাবে কর্তব্যনীতির চর্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল— এইজন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না।' কিন্তু এই মানববাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁকে পদে পদে মানুষকে আঘাত করতে হয়েছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে তিনি আঘাত করেছেন তো বটেই, ব্রাহ্মসমাজে আসার পর যাঁদের চরিত্রে আকৃষ্ট হয়েছেন, যাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল— তাঁদের বিরুদ্ধেও তাঁকে বারবার কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করতে পারেনি। 'যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মানবপ্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীরিত।'

১৭ কার্তিক [সোম 3 Nov] আসাম-বেঙ্গল রেলপথে লামডিং হয়ে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূ-সহ সিলেট রওনা হন। 'শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের লেখক সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য বদরপুরে যান। বদরপুর রেলওয়ে জংশনে তখন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন ছাত্রী ইন্দুমতী বাস করতেন। তাঁরা সকলে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হন। কুলাউড়া জংশনে তাঁদের রাত্রিবাস করতে হল ট্রেনে। পরদিন [১৮ কার্তিক : 4 Nov] সকালে সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার পর পথে মাইজগাঁও, বরমচাল, ফেচুগঞ্জ প্রভৃতি স্টেশনে ট্রেন থামলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে তাঁকে সংবর্ধিত করেন।

১৯ কার্তিক [বুধ 4 Nov] প্রাতে সিলেট স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ পদার্পণ করলে বাজি পুড়িয়ে ও সমবেত জনতার হর্ষধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে সিলেটের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সুসজ্জিত বোটে রবীন্দ্রনাথ এবং বজরায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী সুরমা নদী পার হয়ে চাঁদনিঘাটে উপনীত হন। 'চাঁদনিঘাট পত্র-পুষ্প-পতাকা মঙ্গলঘটে সুসজ্জিত, ঘাটের সবগুলো সিঁড়ি লাল শালুতে মোড়া।'

মৌলবী আবদুল করিম [1863–1943]-কে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সুসজ্জিত ফিটনে ওঠেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা তখন গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টানতে শুরু করে। ব্যাপারটি জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করলেও ছাত্রেরা উৎসাহের আতিশয্যে তাতে কর্ণপাত করেনি। শহরের উত্তর-পূর্বাংশে

একটি ছোটো টিলার উপর পাদরি টমাস সাহেব তাঁর বাংলোর পাশের বাড়িটি রবীন্দ্রনাথের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রাচ্যরীতিতে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মাল্যচন্দন দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়।

সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। সমাজের সম্পাদকের অনুরোধে তিনি প্রথমেই 'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে' গানটি গেয়ে শোনান।

পরদিন ২০ কার্তিক [বৃহ 6 Nov] সকাল আটটায় টাউন হলের প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর উপস্থিতিতে জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সৈয়দ আবদুল মজিদ উর্দুভাষায় কবিপ্রশস্তি করেন। অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, সেটি 'বাঙালীর সাধনা' নামে পৌষ-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয় [পৃ ২৭৮—৮১]।

রবীন্দ্রনাথ নম্রচিত্তে অভিনন্দন গ্রহণ করে মন্তব্য করলেন, এই সূত্রে সিলেটের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর যে যোগ হল তা কেবল তাঁর সাহিত্যের যশ নিয়ে নয়— বাংলাদেশের মানুষ নিজের মধ্যে যে শক্তির জাগরণ অনুভব করছে, সেই শক্তি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছে মনে করে তাঁরা তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন।

তাঁর মতে, ভারতে কেবল বাঙালির মধ্যেই একটি বিশেষ সাধনা নব্যবঙ্গের আরম্ভ থেকে দেখা দিয়েছে। তখন থেকেই কেবল পুরাতনকে আঁকড়ে না থেকে নূতনকে তাঁরা অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন, তারই ফল দেখা দিয়েছে সাহিত্যে সমাজে শিক্ষায় দীক্ষায়। তাঁরা নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাই ভারতের অন্য জাতিরাও বিশ্বাস করছে বাঙালির কাছ থেকে তারাও কিছু পাবে।

কিন্তু এতে যেন বাঙালির অহংকার বা অপরের প্রতি অবজ্ঞা না দেখা দেয়। কারণ, 'সেই শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি যে শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়। যে শক্তি কেবল আপনার দিকেই টানে, আপনার দিকে কাড়ে সে ভাঙনের শক্তি, বিরোধ বিবাদ তার ফল। আর যে শক্তি সৃষ্টি করে, সে আপনাকেই দান করে।' রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, অন্য প্রদেশবাসীদের বাঙালি সম্পর্কে একটি বিরোধের ভাব আছে, আর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধিতা তো খুবই প্রকট। নব্যবঙ্গের সাধনাকে জয়যুক্ত করেছিল প্রধানত হিন্দু-বাঙালি— তাই পিছিয়ে-পড়া মুসলমান-বাঙালি তাদের সম্পর্কে একটা বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের ভাব পোষণ করে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সেই বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে অর্থাৎ যতদিন তাদের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের অভাব থাকবে ততদিন তারা পরস্পরকে আঘাত করবে। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অহংকারকে উগ্র করে তুলে, পার্থক্যকে সর্ব্বতোভাবে দুর্লঙ্ঘ্য করে দিয়ে এই বিচিত্র শক্তিপুঞ্জের বিরোধিতার সমাধান হবে না। কেবলমাত্র আত্মত্যাগের যে নম্রতা, যে আনন্দ তার দ্বারাই এই মহৎ সাধনা সফল হতে পারে। বাঙালির মধ্যে, আত্মাভিমান নয়, আত্মোৎসর্গের সেই শক্তি যদি থাকে তবেই বাঙালি ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ উপকরণ নিয়ে আপনাকেই বড় করে সৃষ্টি করতে পারবে।'

আমাদের দেশে জাতিধর্মভাষার ঐক্য নেই। অনেকে মনে করেন, ব্যবসাবাণিজ্যের মিলনে বা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সেই ঐক্য দেখা দেবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিষয়বুদ্ধির দ্বারা যে মিলন ঘটে সে ক্ষণস্থায়ী — প্রয়োজন মিটে গেলেই সে সম্বন্ধ ভেঙে পড়ে। য়ুরোপের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, গরজের বন্ধুত্ব সেখানে কখনোই চিরস্থায়ী হয়নি। তাই তাঁর মতে, 'পরস্পর পরস্পরের জন্যে দেব এই বেহিসাবী প্রেমের সম্বন্ধেই আমরা মিলতে পারব।' যতদিন দেশের অভাব দূর করার জন্য প্রধানত বিদেশি গবর্মেন্টের দিকে করুণ বা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব ততদিন আমাদের সেই দেওয়ার চর্চাটা বন্ধ থাকবে যে-দেওয়ার দ্বারা

জাতির সৃষ্টি হয়। যেখানে দুঃখদারিদ্র্য সেখানে দেশকে দিচ্ছি, যেখানে রোগতাপ সেখানে দেশকে দিচ্ছি, যেখানে অজ্ঞান সেখানে দেশকে দিচ্ছি, যেখানে অন্যায় সেখানে দেশকে দিচ্ছি— এই দেওয়ার রূপকে সত্য করে তুলতে পারলে সেই দানযজ্ঞে সকলকে এক করবে— 'তখনি আমাদের জাতিসৃষ্টির প্রভূত উপকরণস্তূপ আপন বিশ্লিষ্টতা ত্যাগ করে অপরূপ মহিমায় বৈচিত্র্যমণ্ডিত ঐক্যকে ভারতভাগ্যদেবতার মন্দিরচূড়ারূপে অভ্রভেদী করে তুলবে।'

এইদিন [২০ কার্তিক] দুপুরে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে যান। বেলা দুটোর সময় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে মহিলা সমিতি তাঁকে অভিনন্দিত করে। ১৬ অগ্র তত্ত্ব-কৌমুদী-তে লেখা হয় : 'শ্রীহট্ট মহিলাগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নলিনীবালা চৌধুরী একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। একটি সুন্দর রৌপ্যাধারে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়।' রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

মণিপুরিদের বস্ত্রবয়ন-নৈপুণ্য দেখে মণিপুরি তাঁত ও তাদের জীবনযাত্রা দেখার জন্য তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল। তাই মণিপুরি পল্লী দেখার উদ্দেশ্যে তিনি মাছিমপুর পরিদর্শনে যান। কলানিপুণ মণিপুরিরা পল্লীর প্রবেশপথে সারি দিয়ে কলাগাছ পুঁতে কাগজ-কাটা ফুল-লতা-পাতা দিয়ে একটি সুন্দর তোরণ নির্মাণ করেছিল। মণিপুরি মেয়েদের তাঁতে-বোনা কাপড় দেখে পছন্দ হওয়ায় তিনি কিছু কাপড় কিনে আনেন। মণিপুরি ছেলেদের রাখাল-নৃত্য দেখার পর মেয়েদের নাচ রাত্রে দেখবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিকেল তিনটের সময় তিনি বাংলোয় ফিরে আসেন।

সন্ধ্যা সাতটায় টাউন হলে তাঁর আর-একটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। এর অনেক আগে থেকেই সভাস্থল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ লিখেছেন : 'সিলেটে কবি যে-সমস্ত বক্তৃতা করেছিলেন তন্মধ্যে এইটিই সবচেয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। দুঃখের বিষয় অনুলিখিত না হওয়ার দরুণ কবির এই অমূল্য বক্তৃতাটি চিরস্থায়ীরূপে রক্ষিত হ'ল না।' রবীন্দ্রনাথ বলেন— নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও অপ্রীতিই ভারতের দুর্দশার কারণ। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন একতাবদ্ধ হওয়া। বিভেদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হবে ভারতবর্ষই। সূর্য উদিত হয় পূর্বদিকে। আর বাংলাদেশ ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত, সমগ্র ভারতবর্ষ তাই আজ বাংলার দিকেই আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। বাঙালিকেই আজ ভারতের জনজাগরণযজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে হবে।

২১ কার্তিক [শুক্র 7 Nov] ভোরবেলা রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূ-সহ একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তত্ত্ব-কৌমুদী [১৬ অগ্র] লেখে : '[রবীন্দ্রনাথ] ৭ই নবেম্বর প্রাতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দনারায়ণ সিংহ মজুমদারের বাসভবনে তদীয় পৌত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং শিশুটির নাম "শুভব্রত" প্রদান করেন। ···এতদুপলক্ষে গোবিন্দ বাবু "বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রম" ফন্ডে ৩০৲ ত্রিশ টাকা দান করেন।'

সেখান থেকে বাংলোয় ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্ট কলেজ হোস্টেলে যান। ছাত্রেরা শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে আসে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে। সভায় প্রায় চার হাজার লোক হয়েছিল, তার মধ্যে অর্ধেকই ছাত্র। অভিনন্দন-পত্র পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দেন, তার সারমর্ম 'আকাঙ্ক্ষা' নামে পৌষ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন [পৃ ৭–১০]-এ মুদ্রিত হয়। এতে তিনি বললেন, ছাত্রদের মধ্যে তাঁর আসন তিনি সহজেই গ্রহণ করতে পারেন— গুরুরূপে নয়, তাদেরই একজন হয়ে। বাইরে থেকে দেখে তাঁকে বৃদ্ধ বলে

মনে করে ছাত্রেরা তাঁর জন্য উচ্চমঞ্চ নির্মাণ করে। সেইজন্য তিনি লোকালয়ের বাইরে একটা জায়গা তৈরি করে ছাত্রদের ডেকেছেন— কেবল তাদের উপকারের জন্য নয়, নিজেরও উপকারের জন্য। তাদের মধ্যে বসে তিনি অনুভব করেন : 'বৃদ্ধের সতর্ক বিজ্ঞতা বড় সত্য নয়, নবীনের দুঃসাহসিক অনভিজ্ঞতা তার চেয়ে বড় সত্য। কেননা এই অনভিজ্ঞতার ঔৎসুক্যের কাছেই সত্য বারে বারে আপন নূতন শক্তিতে নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান; এই অনভিজ্ঞতার অক্ষুণ্ণ বলেই পুরাতনের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা ভাঙে এবং অসাধ্য সাধন হতে থাকে।' তিনি বললেন, মহৎ আকাঙ্ক্ষার পাথেয় নিয়ে তরুণেরা পৃথিবীতে এসেছে। পেট ভরাবার শিক্ষা পাবার জন্য বেশি সাধনার দরকার নেই— 'কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্যে যে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার দরকার তাকেই শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্যে মানুষের শিক্ষা।'

য়ুরোপ আজ পৃথিবীতে শিক্ষকতার ভার পেয়েছে, সে গায়ের জোরে নয়, আকাঙ্ক্ষার ঔদার্যে। জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে জেনে তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্য আকাঙ্ক্ষা তাকে পৃথিবীর শিক্ষক হবার অধিকার দিয়েছে। 'সেই শিক্ষাকে আমরা যদি পুঁথির বুলি শিক্ষা, কতকগুলি বিষয় শিক্ষা বলে ক্ষুদ্র করে দেখি তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করলুম। মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরমশিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব হচ্চে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য্য, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, মহৎ সঙ্কল্পের দুর্জ্জয়তা।'

এর পাশে রেখে তিনি নিজের দেশের ছাত্রদের সম্বন্ধে বললেন— তারা শুধু 'নোটবুকের পত্রপুট মেলে ধরে মুষ্টি ভিক্ষা করচে, কিম্বা পরীক্ষা পাসের দিকে তাকিয়ে টেক্‌স্‌ট্‌ বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যার উঞ্ছবৃত্তিতে নিযুক্ত'। এখানে অভ্যাসের বন্ধনে ও সংস্কারের জালে মানুষের মন বদ্ধ হয়ে আছে— প্রশ্ন করা, বিচার করা, নূতন করে চিন্তা করা ও সেই চিন্তাকে ব্যবহারে প্রয়োগ করা কেবল যে নেই তা নয়, সেটা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। তাই দারোগাগিরি, কেরানীগিরি, ডেপুটিগিরির চেয়ে বড়ো কোনো আকাঙ্ক্ষা তাদের সামনে নেই। 'অন্য দারিদ্র্যের লজ্জা নেই কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দারিদ্রের মত লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই। কেননা, অন্য দারিদ্র বাহিরের, এই আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্য আত্মার।'

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

তোমাদের আমি দূর থেকে উপদেশ দিতে আসি নি। স্বদেশের এতদিনকার যে পুঞ্জীভূত লজ্জা, যে লজ্জাকে আমরা অহঙ্কারের গিল্টি করে গৌরব বলে চালাতে চেষ্টা করচি সেইটের ছদ্মপরিচয় ঘুচিয়ে তোমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে দেখাতে চাই। ...তোমরা যদি উপরের দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত হও তা হলে সকল বড় দেশ যে ব্রত নিয়ে বড় হয়েচে আমরাও সেই ব্রত নেব। কোন্‌ ব্রত? দানব্রত।

যখন না দিতে পারি তখন কেবল হয় ত ভিক্ষা পাই, যখন দিতে পারি তখন আপনাকে পাই। যখন দিতে পারব তখন সমস্ত পৃথিবী আগ বাড়িয়ে এসে বলবে, "এস, এস, বোস।" তখন জোড়হাত করে একথা কাউকে বলতে হবে না, "আমাকে মেরো না, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ।" তখন সমস্ত মানুষ আপন গরজেই আঘাত হতে আমাদের বাঁচাবে। তখন নিজের দাবীর জোরে সকল অধিকার গ্রহণ করব, পরের কৃপার জোরে নয়।

সভাশেষে রবীন্দ্রনাথ অধ্যক্ষ অপূর্বচন্দ্র দত্তের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে যান। সন্ধ্যায় রায়বাহাদুর নগেন্দ্র চৌধুরীর বাসভবনে এক প্রীতিসম্মেলনে যোগ দেন। শ্রীহট্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

রাত্রে তাঁর বাসস্থানে মণিপুরি বালকবালিকারা তাঁকে মণিপুরি জাতীয় নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ করে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলায় মণিপুরি নৃত্যভঙ্গি যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল, এই মুগ্ধতা থেকেই তার সূত্রপাত। এর পরেই ত্রিপুরায় গিয়ে সেখান থেকে একজন মণিপুরি নৃত্যশিক্ষককে তিনি আশ্রমে নিয়ে যান।

অনেক দিন পরে Feb 1937-এ বোম্বাইয়ের Excelsior Theatre-এ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা-র অভিনয় উপলক্ষে যে পুস্তিকা প্রচারিত হয়, তাতে সংগীত-ভবনের পরিচিতি দিতে গিয়ে যা লেখা হয় সেটি বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

Saved by a chain of difficult range of hills from the puritanical atmosphere of the Bengali Society, dancing existed in its pure pristine glory in the native state of Manipur to the east of Bengal Rabindranath in his visit to Sylhet in 1917 [1919] had the occasion to see an exhibition of Manipuri dancing. He was charmed with the lyrical quality of these dances and a complete absence of any gross sensuousness in these rhythmic forms. He knew his chance had come and he brought along with him two Manipuri dancing teachers for his school.

জাপান ভ্রমণের সময়ে জাপানি নাচ দেখে তার লালসা-বর্জিত দেহভঙ্গির সংগীত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, সেকথা আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি।

গৌহাটি ও সিলেটের জনসমাদর বক্তৃতাবাহুল্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্ত করেছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার কিছুদিন পরে ১৭ অগ্র [3 Dec] তিনি তৎকালে সিংহল-নিবাসী কালিদাস নাগকে লেখেন :

পাহাড় থেকে নেমে আসবার পথে গৌহাটি, শিলেট ও আগরতলা ঘুরে এলুম। বলা বাহুল্য বক্তৃতার ত্রুটি হয়নি। দিনে চারটে করে বেশ প্রমাণসই বক্তৃতা দিয়েছি এমন দুর্ঘটনাও ঘটেচে। এমনতর রসনার অমিতাচারে আমি রাজি হয়েচি তার কারণ ওখানকার লোকেরা এখনও আমাকে হৃদয় দিয়ে আদর করে থাকে এটা দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম। বুঝলুম কলকাতা অঞ্চলের লোকের মত ওরা এখনো আমাকে এত বেশি চেনেনি— ওরা আমাকে যা-তা একটা কিছু মনে করে। তাই সুযোগ পেয়ে খুব কষে ওদের আমার মনের কথা শুনিয়ে দিয়ে এলুম। …যাহোক্, যখন কিছু বলবার ইচ্ছে হবে (বয়স বেশি হলে বাচালতা বাড়ে) তখন একদম শিলেট চাটগাঁ আসাম প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে হাজির হব, এইরকম স্থির করেচি। ৭৭

২২ কার্তিক [শনি 8 Nov] রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে কুলাউড়া ও আখাউড়া জংশন হয়ে ত্রিপুরা দরবারের আমন্ত্রণে আগরতলায় যান। উমেশচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন কুলাউড়া পর্যন্ত তাঁর সহযাত্রী হন। সুধীরেন্দ্রনারায়ণ লিখেছেন : 'ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভট্টপাঠক নামক স্থানটি উমেশবাবু কবিকে ট্রেণ থেকে দেখিয়েছিলেন। বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ভাটেরার টিলার উপরিস্থিত তাঁর ভবনটি একটি বিশেষ সর্তে বিশ্বভারতীকে দান করেন। দানপত্রটিতে কবি দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বহস্তে স্বাক্ষর করেছিলেন।' এই সম্পত্তির কী ব্যবহার ও পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ২৩ কার্তিক [রবি 9 Nov] আগরতলায় পৌঁছন— এটি তাঁর ষষ্ঠবার ত্রিপুরা-ভ্রমণ, বন্ধু মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের অকালপ্রয়াণের [১৩১৫] ও পূর্ববর্তী ভ্রমণের প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে তিনি আবার এখানে এলেন। এবার এসে উঠলেন শহরতলিতে শৈলচূড়ায় অবস্থিত 'মালঞ্চাবাস' উদ্যানবাটিকার পুবদিকে নবনির্মিত 'কুঞ্জবন' বাংলোয়। এখানে একদিন কালীকচ্ছনিবাসী অন্ধ গায়ক দ্বিজদাস রায় তাঁর কাছে এসে দেহতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকটি প্রাচীন 'মালসী' গান শুনিয়ে যান। মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে তাঁর চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যাধি এর আগেই চিকিৎসার অতীত হয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন ২৪ কার্তিক [সোম 10 Nov] রবীন্দ্রনাথ উমাকান্ত অ্যাকাডেমি স্কুলটি পরিদর্শনে যান। স্কুলের হলের পশ্চিমদিকস্থ বারান্দায় পণ্ডিত কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ সংস্কৃতে রচিত প্রশস্তিপত্র পাঠ করে তাঁকে

অভিনন্দিত করেন। প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন : 'পশ্চিম গগনে রবির অস্তগমন দেখিতেই আমরা চিরকাল অভ্যস্ত কিন্তু আজ পশ্চিম গগনে রবির অভ্যুদয়ের বর্ণ সমারোহে সারা প্রতীচ্যের দিঙ্‌মণ্ডল — তথা সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত।' রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক ও ছাত্রদের নানাবিধ উপদেশ দিয়ে স্কুলের পরিদর্শন-পুস্তকে লিখে দেন : 'I am grateful for the reception given to me by the students and teachers of this school and am greatly pleased with what I saw there.'[৭৮]

এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নূতন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আলাপ আলোচনা হল। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : 'সম্ভবতঃ এই সময়ে অথবা অত্যল্পকাল পর শান্তিনিকেতনের হাসপাতাল নির্ম্মাণ কার্য্যে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দান করেন এবং আরও পাঁচ হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কবিকে জ্ঞাপন করেন।'[৭৯] '১৩২৬ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদন'-এ এই দানের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি দেখে মনে হয়, বীরেন্দ্রকিশোর অমাত্যদের প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কায় তাঁর নাম গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন বলেন : 'আগামী বৎসরে হাঁসপাতালের আরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত ৫০০০৲ টাকা বাহির হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা দাতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাইতেছি।' অবশ্য এই প্রতিবেদনের অন্যত্র বীরেন্দ্রকিশোরের নাম করেই কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে : 'বাংলা দেশে একমাত্র ত্রিপুরার রাজদরবার নিকট হইতে বিদ্যালয় দান সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে, সেই জন্য উক্ত রাজবংশের নিকট আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর দেবমাণিক্য বিদ্যালয়ের পরম সুহৃদ ছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যও বিদ্যালয়ের প্রতি যেরূপ প্রভূত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা উপকৃত ও আশান্বিত হইয়াছি।'

বীরেন্দ্রকিশোর আরও একটি ব্যাপারে বিদ্যালয়কে সাহায্য করেন। সিলেটে মণিপুরি নৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বীরেন্দ্রকিশোরকে অনুরোধ করেন একজন মণিপুরি নৃত্যশিল্পীকে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার জন্য। এই অনুরোধ রক্ষা করে মহারাজ কিছুদিনের মধ্যেই ত্রিপুরাবাসী মণিপুরি নৃত্য ও কারু -শিল্পী কুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহকে সেখানে প্রেরণ করেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯ মাঘ [2 Feb 1920] মহারাজকে লেখেন :

> মহারাজ, বুদ্ধিমন্ত সিংহকে আশ্রমে পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার নিকট নাচ শিখিতেছে। আমাদের মেয়েরাও নাচ ও মণিপুরী শিল্পকার্য্য শিখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমাদের দেশের ভদ্রঘরের মেয়েরা কাপড়বোনা প্রভৃতি কাজ নিজের হাতে অভ্যাস করে ইহাই আমাদের ইচ্ছা। এইজন্য আসাম হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী এখানকার মেয়েদের তাঁতের কাজ শিখাইতেছে। কিন্তু শিলেটে আমি মণিপুরী মেয়েদের যে কাজ দেখিয়াছি তাহা ইহার চেয়ে ভাল। আমি বুদ্ধিমন্তের নিকট আমার প্রস্তাব জানাইয়াছি। সে মহারাজের সম্মতি পাইলেই তাহার স্ত্রীকে আনাইয়া এখানকার মহিলাদিগকে মণিপুরী নাচ ও শিল্পকার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে এরূপ বলিয়াছে। এইজন্য এসম্বন্ধে মহারাজের সম্মতি ও আদেশের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।[৮০]

বুদ্ধিমন্ত সিংহের সঙ্গে আরও একজন কলাবিদ আশ্রমে এসেছিলেন। ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয় : 'ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের দরবার হইতে দুইজন কলাবিদ আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রম বালকেরা তাঁহাদের নিকট হইতে মৃদঙ্গ সহযোগে সাঙ্গীতিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে।' পরের সংখ্যাতেও ছাত্রদের 'প্রাতে ব্যায়ামের সময় সাঙ্গীতিক ড্রিল শিক্ষা' করার কথা আছে। এই বছর ১২ চৈত্র তিন মাসের গ্রীষ্মবকাশ আরম্ভ হয়। সম্ভবত সেই সময়েই বুদ্ধিমন্ত সিংহ ও তাঁর সঙ্গী বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

ত্রিপুরা থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ২৬ কার্তিক [বুধ 12 Nov] রাত্রে। পরদিনই সকালের ট্রেনে তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান। ২৯ কার্তিক তিনি রামানন্দকে লেখেন : 'যে রাত্রে শিলং প্রভৃতি ঘুরিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম তাহার পরদিন প্রাতেই এখানে চলিয়া আসিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল ঘটিয়া উঠিল না।'[৮১] ২৮ কার্তিক লাবণ্যলেখা চক্রবর্তীকে লিখেছেন : 'শিলং প্রভৃতি ঘুরে কাল এখানে এসেচি। অমিতা মীরার কাছে বেশ যত্নেই আছে সে ক্লাসেও ভর্তি হয়েচে। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা।'[৮২]

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলে গিয়েছিল ২৩ কার্তিক [রবি 9 Nov]। চারদিন পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে 13 Nov তিনি অ্যাণ্ডরুজকে লিখলেন : 'Boys have come back from their holidays and our works have commenced. I am getting ready to occupy my new house also my seat as the teacher of English.'[৮৩] গ্রীষ্মবকাশের পর নন্দলাল বসু বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ায় আশ্রমে চিত্রকলা-চর্চা গতিপ্রাপ্ত হয়। তাঁর আকর্ষণে অন্য প্রদেশ থেকেও ছাত্রেরা এখানে আসা শুরু করেন। কিন্তু এইসময়ে তিনি এখানে স্থায়ী হননি, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের আকর্ষণে কিছুদিন পরেই কলকাতায় চলে যান। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে লেখেন : 'Nandalal has left this place. He has his employment in Calcutta. This has been a lesson to me. I accept it. Solitude shall be mine and I must see that is fulfilled.' তাঁর স্থানে অসিতকুমার হালদার যোগ দেন। তবে Mar 1920-তেই নন্দলাল আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

কার্তিক ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ কার্তিক ১৮৪১ শক [৪২/১৪] :

১৭১—৭২ 'শ্রীমান্ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়'

৪ আশ্বিন প্রাক্তন ছাত্র প্রসাদ [মুলু]-এর শ্রাদ্ধের দিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে যে উপাসনা করেন, তার সারমর্ম লিখে ৭ আশ্বিন রামানন্দকে পাঠিয়ে দেন। এটি অগ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এও মুদ্রিত হয়। তার আগেই তত্ত্ব-কৌমুদী ভাষণটি ছেপে দেয়।

ভারতী, কার্তিক ১৩২৬ [৪৩/৭] :

৫৯৯ 'সতেরো বছর' দ্র লিপিকা ২৬। ১০৫—০৬

৬০০ 'কৃতঘ্ন শোক' দ্র ঐ ২৬। ১০৫

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৬ [১/২/১] :

১—২ 'মেঘদূত' দ্র লিপিকা ২৬। ৯৭—৯৯

৪৮—৪৯ 'শক্তিপূজা' দ্র কালান্তর ২৪। ৩১৭—২০

মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্তিক ১৩২৬ [১১/২/৩] :

২৭০—৭১ 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' দ্র লিপিকা ২৬। ১০০

সূচিতে রচনাটি 'গদ্য কবিতা' বলে আখ্যাত হয়েছে।

The Modern Review, November 1919 [Vol. XXIV, No. 5]:

469–82 'Autumn Festival' দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ২৭ [পৌষ ১৪০১]। ২৫–৫৮

'শারদোৎসব'-এর এই অনুবাদটি সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ নিজের বসবাসের জন্য মন্দিরের উত্তরের মাঠে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন— নাম দিয়েছিলেন 'উত্তরায়ণ'। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পুজোর ছুটির সময়ে সেই বাড়িতে নির্জনে বাস করবেন। কিন্তু একজন অতিথি বাড়িটি দখল করে থাকায় অগত্যা তিনি শিলং ভ্রমণে চলে যান— এসব কথা আমরা আগেই বলেছি। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেই তিনি গৃহপ্রবেশ করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু ২৭ কার্তিক এখানে এসে পরের দিন রাণুকে লিখলেন :

আজ মেঘ করে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়চে— এই শীতের বৃষ্টি বয়স্ক পুরুষের কান্নার মত— দেখলে রাগ ধরে। আজই আমার সেই মাঠের বাড়িতে উঠে যাবার কথা আছে— কিন্তু এইরকম ছিচকাঁদুনে দিনে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। যদি কাল রোদ্দুর ওঠে তবেই যাব, নচেৎ আজ দিনুবাবুর সেই দোতলা ঘরে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে থাকব।[৮৪]

যাই হোক্, দুই-একদিনের মধ্যে তিনি নূতন বাড়িতে উঠে যান। ১১ অগ্র [বৃহ 27 Nov] অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন : 'শান্তিনিকেতনে আমার বাসা বদল হয়েচে। এখন আছি মাঠের মধ্যে একা— এ একটা নতুন দেশ বললেই হয়। বড় ইচ্ছা করে কিছু না করে চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকি। সে আমার ভাগ্যে এ যাত্রায় ঘটলো না।'[৮৫] ২৫ অগ্র [বৃহ 11 Dec] রাণুকেও প্রায় একই কথা লেখেন :

…এখন মাঠের মধ্যে যে জায়গায় বাসা নিয়েচি এখানে বসে বসেই বেড়ানো চলে। চারিদিকেই খোলা আকাশ খোলা মাঠ। কিন্তু চোখদুটোকে ত লেখবার কাগজের থেকে ছুটি দেওয়া চাই নইলে সে কেবলি কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরে …থেকে থেকে ইচ্ছে করে উত্তরে হাওয়ায় আজকাল যেমন গাছের শুকনো পাতা সব উড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্চে তেমনি করেই সমস্ত কাগজপত্র আকাশে উড়িয়ে দিই— কাজকর্ম্ম সব বন্ধ করে দিয়ে বারান্দাটাতে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে দুটো চক্ষুকে নীল দিগন্তে বিবাগী করে পাঠিয়ে দিই।[৮৪]

কাজকর্ম নিয়ে যতই ক্ষোভ প্রকাশ করুন-না কেন, চিঠিগুলিতেই প্রকাশ পেয়েছে নির্জন এই নূতন বাড়িটি পেয়ে তাঁর কত ভালো লাগছে। রবীন্দ্রজীবনী-কার বাড়িটির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : "শান্তিনিকেতনের উত্তরে সীমাশূন্য প্রান্তরে তাঁহার জন্য যে দুইখানি কুটির নির্মিত হইয়াছে তাহার একটিতে আশ্রয় লইলেন। কবির খেয়ালমতো মাটির ঘর, খড়ের চাল, দরজা-জানালায় দরমার কপাট। ঘরের মেঝে মাটির উপর কাঁকর-পেটানো; কেবল স্নানের ঘরটির মেঝে পাকা। কবির ইচ্ছা সমস্ত হইতে দূরে অত্যন্ত সাদাসিদেভাবে জীবনযাপন করেন। কালে সে-বাড়ির রূপ বদলাইতে বদলাইতে 'কোনার্ক' হইল।"[৮৬]

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অধিক শিক্ষক ও ছাত্রদের স্থানসংকুলানের জন্য শান্তিনিকেতনে ঘরবাড়ির চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। শিক্ষকেরা আগে ছাত্রাবাসেই থাকতেন, ক্রমে তাঁরা সপরিবারে থাকা শুরু করলে 'নতুনবাড়ি' নামে পরিচিত বাড়িটিতে অনেকে আশ্রয় নেন। 'শান্তিনিকেতন সমবায়-ভাণ্ডার লিমিটেড'-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গৃহনির্মাণও সমবায়-পদ্ধতিতে আরম্ভ করার সংকল্প নেওয়া হয়। এ বিষয়ে ২০ বৈশাখ [3 May] রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যলেখাকে লিখেছিলেন : 'এখানে অধ্যাপকেরা সকলে সমবেত হয়ে বাড়ি তৈরি করতে প্রস্তুত হয়েচেন। তুমি যদি সেই সমবায়ে যোগ দাও তা হলে অল্প সুদে হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স থেকে বাড়ি তৈরির টাকা পেতে পার। এঁরা সকলে ১০০০ টাকার বেশি কেউ নিচ্চেন না— কিন্তু পাঁচশো

টাকাতেই অধিকাংশ ঝড়ি তৈরির সংকল্প হচ্চে। সমবায় প্রণালীতে এই কাজ হচ্চে বলে সকলের যোগে খরচ কম হবার কথা।'[৮৭] ২৬ মাঘ [9 Feb 1920] তাঁকে লেখেন : 'এখানে তোমার বাড়ি করবার কথা রথীকে বলেচি— সেও প্রস্তুত হয়েচে। …এখন বিদ্যালয়ে এমন অত্যন্ত স্থানাভাব ও অর্থাভাব ঘটেচে যে আমাদের টানাটানির অন্ত নেই। অনেকগুলো ঘর তৈরিতে হাত দেওয়া গেচে— সেগুলো সম্পূর্ণ করবার মত অর্থসংগ্রহের জন্যে আমাকে ছুটির সময়ে একবার ঘুরতেই হবে— এই সমস্ত দারিদ্র্যের জন্যেই তোমাকে বিদ্যালয়ের ভিতরে জায়গা দেওয়া এতই দুঃসাধ্য হয়েচে। যাঁরা অনেকদিন থেকে আছেন তাঁদেরও রাখতে পারব না বলেই টাকা ধার করে নিয়েও তাঁদের বাড়ি তৈরি করতে হচ্চে।'[৮৮]

এইসব চিঠি লেখালেখির মধ্যে লাবণ্যলেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিত্যক্ত বাড়িটি সংগ্রহের চেষ্টা করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। বাড়িটি ছিল আশ্রমের একেবারে ভিতরে। সেখানে একজন 'বাইরের' ব্যক্তির বসবাস করা তাঁর পছন্দ হয়নি। সেইজন্য তিনি বাড়িটি আশ্রমের পক্ষ থেকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন রামানন্দকে। ২৯ কার্তিক এই বিষয়ে একটি চিঠি লেখার পর ৯ অগ্র[মঙ্গল 25 Nov] স্পষ্ট করেই লেখেন :

লাবণ্যকে আপনাদের এখানকার কুটীরে বাস করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। আমার আশঙ্কা হয় পাছে সে মনে করে আমরা ব্যাঘাত ঘটাইতেছি এইজন্য এই ঘরখানি বিদ্যালয়ের তরফ হইতে ক্রয় করিয়া দখল করিবার প্রস্তাব পাকা করিতে পারিতেছি না। লাবণ্য মনে কষ্ট পায় বা অসুবিধা ভোগ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না। …দীর্ঘকাল আপনার অন্তর্ধানবশত যখন সন্দেহ করিতেছিলাম যে আপনি হয়ত এখানকার মায়া কাটাইলেন তখন আপনার এই ঘরটাকে, নিকটবর্ত্তী পেয়ারা গাছ সমেত, পুনশ্চ আশ্রমে খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে আপনার পুনরাবির্ভাবের কোনো সম্ভাবনা থাকে এই সংশয়ে দ্বিধা করিতেছিলাম। আমরা আপনার স্থলাভিষিক্ত কাহাকেও এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই না— হয় আপনারা, নয় আশ্রম, এই ছিল আমার কামনা। …ইহার মূল্য কি হইতে পারিবে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।[৮৯]

১৩ অগ্র লিখলেন, সাংলি থেকে সেখানকার রানীর ভগ্নী ও তাঁর স্বামী কেমব্রিজের গ্র্যাজুয়েট পটবর্দ্ধন, আশ্রমের কাজে যোগ দিতে জানুয়ারির প্রারম্ভে আসবেন। তাঁদের বসবাসের জন্য এই বাড়িটি প্রয়োজন। এর জন্য তাঁরা তিনশো টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। 'যদি বিক্রয় স্থিরই করেন তবে আপনার আসবাবপত্র সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই মেরামত সারিতে পারিলে সে সময়ে আপনার এই ঘর কাজে লাগাইতে পারিব। আজকাল এখানে স্থানের এত অভাব যে আমরা আশু প্রয়োজনের জন্য তাঁবু কিনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।[৯০] এর পর রামানন্দের পক্ষে বাড়িটি আশ্রমকে দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ রাণুকে [২৮] কার্তিকে লিখেছিলেন : 'এতদিনকার চিঠি জমে পর্ব্বতসমান হয়ে উঠেচে। কত কালে সব জবাব সারা হবে জানিনে।' যেসব চিঠি পাওয়া গেছে, তার থেকেই জানা যায় ওইদিনই তিনি তিনটি চিঠি লিখেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিটি একটি ফরাসি ভাষায় লেখা পত্রের পিছনে লেখা, লিখেছেন : 'ফরাসী চিঠিগুলি আমাকে তর্জ্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরোনা।' আবার ২ অগ্র [মঙ্গল 18 Nov] তাঁকেই লিখলেন :

স্প্যানিশ ভাষায় তোমাদের দখল আছে কি না জানিনে তবে ওটা ফরাসী ভাষার প্রতিবেশী— তোমরা হয়ত কতক ইসারায় কতক অভিধানের সাহায্যে এর একটা মোটামুটি মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবে। সেইটে যদি আমাকে জানিয়ে দাও তাহলে জবাব লিখে পাঠাতে পারি। অল্পকাল হল বোধ

হচ্ছে Danishএ একখানা পত্র পেয়েছিলুম সেটা বুঝতেও পারিনি হারিয়েও গেছে— এমন ঘটনা বারম্বার ঘটচে। Ollendorff যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে আমার সেক্রেটারি রাখি।[৯১]

ফরাসি চিঠিটি ছিল ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট রেভোল্যুশনারি, ছাত্রগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে, স্প্যানিশ চিঠিটি আমরা দেখিনি। চিঠি লেখার পরিশ্রম ছাড়াও এইসব সমস্যার সমাধানও রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়েছে। ডাচ-কবি ডাঃ ভন আদেন রবীন্দ্রনাথের বহু ইংরেজি গ্রন্থ ডাচ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, পত্রালাপের মধ্য দিয়ে তাঁরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। ডাঃ আদেনের 15 Oct-এর চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 19 Nov [৩ অগ্র] লেখেন, তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল য়ুরোপে গিয়ে তিনি ডাঃ আদেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন— কিন্তু দেশের বর্তমান দুর্গতির সময়ে তিনি ভারত ছেড়ে যেতে পারছেন না। এর পরে তিনি য়ুরোপে শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের প্রদর্শনীকে ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন :

The machine guns and airships showering wholesale deaths are grimly serious in a battlefield, but outside it they have the vicius fascination of a clever and ugly toy. The dumb wonder of dismay which these can produce upon men innocent of science has an element of humour for those who are vigorously immune from and ashamed of all sentiments. Making every excuse for the intemperance of superfluous energy suddenly released from an anxious task, we could not believe our eyes when we found men, enormously proud of their newly acquired scientific resources, suddenly setting to work their latest engines of terror against a disarmed crowd of men, women and children. It was extravagantly disproportionate to the necessity of the case, but only suitable for the megalomaniac pride of frightfulness.

It cannot be true that the chivalry of Europe has all along been a myth, but there must be a cause for such steadily growing impairment of her humanity. My heart is drawn to you, my friend, because I know that you are one of those in Europe whose noble mission it is to remove this cause at the root.[৯২]

স্প্যানিশ ভাষায় তোমাদের দখল আছে কি না জানিনে তবে ওটা ফরাসী ভাষার প্রতিবেশী— তোমরা হয়ত কতক ইসারায় কতক অভিধানের সাহায্যে এর একটা মোটামুটি মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবে। সেইটে যদি আমাকে জানিয়ে দাও তাহলে জবাব লিখে পাঠাতে পারি। অল্পকাল হল বোধ হচ্ছে Danishএ একখানা পত্র পেয়েছিলুম সেটা বুঝতেও পারিনি হারিয়েও গেছে— এমন ঘটনা বারম্বার ঘটচে। Ollendorff যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে আমার সেক্রেটারি রাখি।[৯১]

এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি দিক, আর-একটি দিক হল তিনি একটি আশ্রমের আচার্য। সেই হিসাবে তিনি উক্ত ৩ অগ্র [বুধ 19 Nov] পূজাবকাশের অন্তে মন্দিরে প্রথম উপাসনা করলেন [দ্র 'দ্বন্দ্ব', শান্তিনিকেতন, চৈত্র। ১–২; শান্তিনিকেতন ১৪ (প.ব.)। ৯১৮–২১]। তিনি বললেন— প্রয়োজনের খাতিরে আমরা জীবনের মধ্যে নানাধরনের বিচ্ছেদ এনেছি, যেমন আমাদের বাড়ি এক জায়গায় বিদ্যালয় আর-এক জায়গায়— পরিস্থিতিটি ঠিক স্বাভাবিক নয়। পাখির ছানা নীড়ের মধ্যে তার মায়ের কাছেই শিক্ষা পায়, সেই শিক্ষা আনন্দের— কিন্তু মানবশিশু কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়, তার মধ্যে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ আছে। তেমনি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কর্মের বিরোধ প্রবল হয়ে তাকে পীড়িত

করছে। আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ, এ মানুষকে মানে না— 'বস্তুকে, পণ্যকে, কার্যপ্রণালীকে মানে। বস্তুত এটা দাসত্বের যুগ। যেখানে কর্মের সঙ্গে কর্মীর আন্তরিক সম্বন্ধ নেই, যেখানে স্বভাবের সঙ্গে কর্মের যোগ বিচ্ছিন্ন, সেখানেই দাসত্ব। সেই দাসত্ব আজ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত।' এই দাসত্ব উপকরণের কাছেও। যাদের নেই তারা পাবার আকাঙ্ক্ষায় কষ্ট পায়, যাদের আছে তাদের আবার আত্মাভিমান বেড়ে উঠেছে। একেই তিনি ধিক্কার দিয়েছেন ডাঃ আদেনকে লেখা চিঠিতে।

এর পর রলাঁর প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংঘকে ইঙ্গিত করে তিনি প্রশ্ন করলেন, এই সংঘ মানুষের শক্তি ও আত্মার মধ্যে কাকে প্রকাশ করবে তার উত্তরের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে। বর্তমান যুগকে ডেমোক্রেসির যুগ বলে মানুষ গর্ব করে— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন, একজন রাজার পরিবর্তে দশ-বিশ কোটি রাজা নিয়েই কি পৃথিবীর সার্থকতা? 'এই যে সব লক্ষ লক্ষ প্রভুরা মিলে বাণিজ্যের কলুষে পৃথিবীর দেশবিদেশকে কলঙ্কিত করছে, স্বার্থপর রাষ্ট্রনীতিকে সুগভীর গূঢ় মিথ্যার চোরাবালির উপর গড়ে তুলতে যাচ্ছে, আর পরস্পর হানাহানি করে ভ্রাতৃরক্তের ভীষণ বন্যায় ধরণীকে অপবিত্র করছে— এই যে সব যূথবদ্ধ লুব্ধতা ও হিংস্রতার কীর্তিকলাপ, এটা এক প্রভুর না হয়ে বহু প্রভুর কৃত বলেই কি মস্ত গৌরবের বিষয়?'

পৌষ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ৩–৪] '৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশ' টীকা-সহ আর-একটি ভাষণ মুদ্রিত হয়েছে। এটি কখন প্রদত্ত হয়েছিল বলা মুশকিল। এখানেও তিনি আধুনিক জগতের সমস্যার কথা বললেন— 'মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শক্তির লোভ স্বার্থের টান আছে, তাতেই সে কাড়ে, মারে, ঠেলাঠেলি করে; কিন্তু মানুষের প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য হচ্চে প্রেম, তাতেই সে আপনাকে ত্যাগ করে, মৃত্যুর উপরে ক্ষতির উপরে জয়ী হয়।' জীববিজ্ঞান বলেছে, শক্তিই হচ্ছে জগতের মূল নীতি, স্বার্থের সংঘাতই প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতি— যার জোর আছে সেই টিকে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এই সত্যকে বিশ্বের সত্য বলে যখন য়ুরোপ গ্রহণ করেছে তখন থেকেই তার প্রতাপ নিষ্ঠুর হয়ে পৃথিবীকে পীড়ন করছে। কিন্তু যখন সেই পীড়া তাকেই স্পর্শ করল তখন থেকে সে নিজেকে প্রশ্ন করছে কী করলে এই পীড়া দূর হয়। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝছে না যে, সত্যের উপলব্ধি যতক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকে ততক্ষণ দুঃখ দেওয়া এবং দুঃখ পাওয়া থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। যতক্ষণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে শক্তিকেই প্রধান করে দেখব ততক্ষণ স্বার্থকেই আশ্রয় বলে আঁকড়ে ধরব। অবশেষে 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে'।

১৭ অগ্র [বুধ 3 Dec] রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে ভাষণ দেন, সেটি 'অন্তর-বাহির' নামে বৈশাখ ১৩২৭-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ প্রকাশিত হয়। এটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দ্বিতীয় সংস্করণ শান্তিনিকেতন দ্বিতীয় খণ্ডে [১৩৪২] মুদ্রিত হয়েছে [দ্র র°র° (প.ব.) ১৪। ৯২৩–২৬]

ছাত্রদের পড়ানোর কাজও রবীন্দ্রনাথ করে যাচ্ছিলেন। পৌষ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ প্রমথনাথ বিশী লেখেন : 'পূজনীয় গুরুদেবের সান্ধ্য-পাঠসভা নিয়মিতভাবে চলিতেছে। ছুটির পরে তিনি Whitmanএর Leaves of Grass শেষ করিয়া উক্ত কবি সম্বন্ধে Edmond Holmesএর সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন। তার পরে তাঁহার Personality নামক বই হইতে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিয়া George Meredithএর একখানি উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন।' রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, এছাড়াও তিনি Edward Carpenter [1844–1929]-এর *Towards Democracy* কাব্যগ্রন্থ, ব্রাউনিঙের কবিতা, জাপানি কবিতার অনুবাদ ও জার্মান কবি Lessing [1729–81]-এর *Nathan der Weise* [1779] নাটকের অনুবাদ পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন।[৯৩] দুপুরেও

তিনি বিশ্বভারতীর দুই প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র প্রমথনাথ বিশী ও চলমায়-কে ইংরেজি পড়াতেন। ২৫ অগ্র তিনি-যে রাণুকে লিখেছেন : 'এইমাত্র তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমার দুটি ছাত্র এসে উপস্থিত, ঘন্টাখানেক ধরে তাদের ইংরেজি শেখালুম'— এঁরাই সেই ছাত্র। প্রমথনাথ জানিয়েছেন, বাঙালির ভাবালুতা দূর করানোর জন্য "দুপুরবেলা সেকালের উত্তরায়ণের বারান্দায় বসিয়া 'সায়ান্স্ ফ্রম অ্যান ঈজি চেয়ার' পর্যায়ের একখানি গ্রন্থ হইতে রসায়ন সম্বন্ধে স্থূল কথাগুলি বলিতেন। …রসায়নশাস্ত্রের পরে কিছুদিন তিনি মিটিরিয়লজি বা আবহবিদ্যা পড়াইয়াছিলেন।"[৯৪]

বিশ্বভারতী সম্পর্কে চিন্তা ও কর্মে ব্যাপৃত থাকলেও শিশুবিভাগের কথা তিনি ভোলেননি। ২৫ অগ্র [বৃহ 11 Dec] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

মীরা আর প্রভাতের স্ত্রী [সুধাময়ী দেবী] শিশু বিভাগের একদল ছেলের সেবায় নিযুক্ত হয়েচে। মীরা রোজ বিকেলে পালাক্রমে দু'জন করে ছেলেকে নিজের ঘরে খাওয়ায়, আর ওদের সকলের ছেঁড়া কাপড় শেলাইয়ের ভার নিয়েচে। মেয়েদের এই যত্ন ছোট ছেলেদের পক্ষে একান্তই দরকার। বিশেষত দেখতে পাই এখানে অধিকাংশ শিশু বিভাগের ছেলে মাতৃহীন— তাদের চোখে স্নেহের জন্যে ক্ষুধা বড় করুণভাবে যেন লেগেই আছে— মেয়েরা কেউ ওদের অল্প একটু যত্ন করলেই একেবারে তাদের পোষমানা হয়ে যায়। এর থেকে আমি রোজ বুঝতে পারি ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে মেয়েদের যে একটা খুব প্রধান স্থান আছে, সেটা যদি না দেওয়া যায় তাহলে শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা শেষ পর্যন্তই কোনো না কোনো আকারে অন্তরের মধ্যে থেকে যায়। মেয়েদের পরে অশ্রদ্ধা এবং কঠোর নিষ্ঠুরতার একটা কারণ, আমাদের মনের বুদ্ধিগত বিকাশের কার্যে তাদের সাহায্য আমরা অল্পই পেয়েছি। কেবল আমাদের খাওয়ানো পরানো কেবলমাত্র আমাদের দেহের প্রয়োজন সাধনে তাদের সেবা পাই বলেই এক জায়গায় তাদের মূল্য আমাদের কাছে ভিতরে ভিতরে খুব কমে যায়।[৯৫]

ছুটির পরে প্রথম মন্দিরের ভাষণে গৃহ ও বিদ্যালয়ের যে বিচ্ছেদের কথা তিনি বলেছিলেন, এইভাবেই তিনি সেই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করতে চেয়েছেন। একসময়ে তিনি বিদ্যালয়ে বালিকাদের স্থান দিয়েছিলেন, নানারকম সমস্যায় তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আশ্রমিক বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ছেলেদের সঙ্গে। নগেন্দ্রনাথকে যা লিখেছেন, তার মধ্যে 'নারীভবন' স্থাপনের সংকল্পের ইঙ্গিত আছে, যা কিছুকাল পরে বাস্তবায়িত হয়।

এছাড়া আছে লেখা— প্রধানত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার জন্য। অগ্র ১৩২৬-এ তাঁর নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, অগ্র ১৩২৬ [১৯/২/২] :

৯৭–৯৮ 'শিবনাথ শাস্ত্রী' দ্র বি.ভা.প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬ [৭/৪]। ২৩৪–৩৫

৯৯ 'একটি চাউনি' দ্র লিপিকা ২৬। ১০৩–০৪

৯৯ 'একটি দিন' দ্র লিপিকা ২৬। ১০৪

এছাড়াও আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন থেকে বারোটি রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রায় পুরো পত্রিকাটি ছেপে দেওয়ায় সম্পাদক জগদানন্দ রায় আপত্তি করেছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ ১১ অগ্র চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে লেখেন :

শোনা গেল জগদানন্দ সম্পাদকী দরবার থেকে তোমার উপর পত্র জারি করেচেন। তাতে তুমি বিচলিত হোয়ো না। আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রের খিড়কির দরজা জগদানন্দের সভায় আর তার সদর দরজা না হয় প্রবাসী আপিসে রইল তাতে ক্ষতি কি? আমাদের পত্র যোগে আমরা নাম করতেও চাইনে গ্রাহক বাড়াতেও চাই নি, অথচ এখানে যে আয়োজন হচ্চে বাইরে যদি তার ব্যবহার চলে তাহলে তাতে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু নেই।[৯৬]

প্রথাটি অন্যান্য পত্রিকাও শীঘ্রই অনুসরণ করতে থাকে। এর ফল ভালোই হয়েছে। প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা শান্তিনিকেতন-এর চেয়ে অনেক সুলভ, তার ফলে অনেক রবীন্দ্র-রচনা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। একথা পরবর্তীকালের রচনার পক্ষে আরও বেশি প্রযোজ্য।

সবুজ পত্র, কার্তিক-অগ্র ১৩২৬ [৬/৭-৮] :

৩৬৫—৬৬ 'বাঁশি' দ্র লিপিকা ২৬। ৯৯

৪৬৯—৭০ 'কথিকা' দ্র ঐ ২৬। ১০২—০৩ ['গলি']

সংখ্যাটি আরও অনেক পরে বেরিয়েছিল, সম্ভবত মাঘ মাসে— ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-তে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ২ অগ্র ঠাট্টা করে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন : 'শ্রাবণের সবুজপত্র যদি অঘ্রাণে বেরয় তাহলে কি হলদে হয়ে যাবে না?'

শান্তিনিকেতন, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ [১/৮] :

১—২ 'শ্রীমান প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়'

২—৪ 'বাদানুবাদ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫৬২—৬৪; ৫৫৪—৫৬

৫—৬ 'অনুবাদ চর্চ্চা'

৬—৭ 'কলাবিদ্যা'

৮ 'প্রতিশব্দ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫৩১—৩২

এর মধ্যে প্রথম রচনাটি 'গত ৪ঠা আশ্বিনে আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধবাসরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা'।

এই সংখ্যায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাটি হল 'কলাবিদ্যা'। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা থেকেই সেখানে কলাবিদ্যা অর্থাৎ সংগীত ও চিত্রবিদ্যাকে স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, যারা শৈশবে এই দুটি বিদ্যার প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ বোধ করেছে তারাই উঁচু ক্লাসে উঠে এদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। এর কারণ আমাদের দেশের মানসিকতায় আছে। ইংরেজি শিখলে চাকরি মিলবে এই ভাবনা অভিভাবক ও ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে কলাবিদ্যা সম্পর্কে তাদের বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তাদের অন্যতর যুক্তি এই যে, কলাবিদ্যা-চর্চা জাতিকে দুর্বল করে। রবীন্দ্রনাথ সংগীতনিপুণ জার্মান ও সৌন্দর্যপিপাসু জাপানিদের উল্লেখ করে বললেন, কলাবিদ্যা চর্চা করে তারা অলস বা পৌরুষশূন্য হয়ে যায়নি। কারণ, 'আনন্দপ্রকাশ জীবনী শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দ প্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনী শক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। ···যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে কাজ করিতেও ভোলে। ···আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে। ইহা কেবলমাত্র আমাদের মজ্জাগত দীনতার লক্ষণ। ইহাতে আমাদের প্রকৃত কর্ম্মশক্তিকেই দূর্ব্বল করিতেছে।' এইজন্য রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েই বললেন : 'বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।'

The Modern Review, December 1919 [Vol. XXVI, No. 6]:

604 'I know that this life, missing its ripeness in love' দ্র *Crossing*, No. 18

কবিতাটি ‘জীবনে যত পূজা হল না সারা’ গানটির ভাবানুবাদ।

এবারে ৭ পৌষের উৎসব শান্তিনিকেতনে খুব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর ভারতের অনেকেরই দৃষ্টি এর উপরে পড়েছিল। প্রাক্তন ছাত্রেরাও এখানকার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছেন কিছুটা তীব্রতরভাবে। তাঁদের দেওয়া অর্থে প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য একটি আবাসগৃহও নির্মিত হয়, উৎসবাদির সময়ে এসে যাতে তাঁদের থাকার অসুবিধা না দেখা দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রাক্তন ছাত্র ও আশ্রমহিতৈষীর আগমনে উৎসব জমে ওঠে।

৭ পৌষ প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ মোট চারটি ভাষণ দেন, যেগুলি ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ ছাপা হয়। ‘৭ই পৌষ প্রভাত’-এ সম্ভবত ‘বিমল আনন্দে জাগো রে’ গানটি দিয়ে উপাসনার সূচনা হয়, পরে এই গানটির সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ ‘উৎসবের উদ্বোধন’ করেন। পরে মহর্ষির দীক্ষাদিনের ইতিহাসটি স্মরণ করে তিনি বললেন, মৃত্যুর আঘাতে. যেমন মহর্ষির জীবনে বৈরাগ্যের দিন এসেছিল জাতির জীবনেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির সোপান বেয়ে য়ুরোপ ধন মান প্রতাপ ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার সেই আসন আজ মৃত্যুর আঘাতে যেমন টলে উঠেছে ইতিহাসে এমন প্রায় দেখা যায় না। ফলে জীবন সম্পর্কে তাকে আবার চিন্তায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। একদিন সেখানে ফিউডাল তন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ায় নিম্নস্তরের জনসাধারণ উচ্চস্তরের শাসনকর্তাদের স্বার্থের দাসত্ব বহন করে এসেছিল। এখন ডেমোক্রেসির প্রাদুর্ভাবে অন্য ভেদরেখা ক্ষীণ হয়ে এলেও ধনীনির্ধনের ব্যবধান সেখানে বিপুল। এই ধনিকের স্বার্থজালে আজ সমস্ত জগৎপরিবেষ্টিত। ‘এই স্বার্থ যতই বিপুল হয়ে উঠেছে এই স্বার্থের সংঘাত ততই ভয়ংকর হয়েছে। সেই সংঘাতের ভীষণ রূপ আমরা দেখছি। এই ভীষণতা বিজ্ঞানের সহায়তায় ভাবী কালে আরো যে বিরাট মূর্তি ধরবে তার আর সন্দেহ নেই।’ তাই সেখানে সমাজকে গড়ে তোলবার কাজে আর একবার হাত লাগাবার কথা হচ্ছে। কিন্তু একদিকে যেমন শান্তির কথা চলছে আর-এক দিকে তখন প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্রও শাণিত হচ্ছে। যে স্বার্থ বণিক বা রাজার বেশে বসে আছে তারা বাহ্যবেশ অল্পস্বল্প বদলাতে রাজি, কিন্তু কী উপায়ে তাদের আসন অনন্তকাল স্থায়ী হয় তার চিন্তা কিছুতেই ঘুচতে চায় না। এর পর রবীন্দ্রনাথ প্রায় ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন :

> কিন্তু হয় নবজীবনের দীক্ষা নিতে হবে, নয় বারে বারে মৃত্যুর পরে মৃত্যু এসে সমস্ত লোপ করে দেবে, এর মাঝখানে কোনো রফা-নিষ্পত্তির কথা চলবে না। নিজেকেই ঈশ্বর করে এই চলমান জগতের সমস্ত চলাকে নিজের প্রয়োজনের দ্বারা চিরকাল অবরুদ্ধ করে রাখতে পারে সৌভাগ্যক্রমে এমন ক্ষমতা বিশ্বে কারো নেই। বাঁধ ভাঙবেই; সে বাঁধ আরো বড়ো করে বাঁধতে গেলে আরো বড়ো রকমের প্রলয়ের মধ্যেই ভাঙবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সারা পৃথিবী জুড়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা সত্য হতে দেখেছি!

সন্ধ্যাতেও রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উদ্বোধন ও উপদেশ দেন। ‘সমস্ত দিন নানা শব্দে নানা দৃশ্যে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে আবার তাকে উৎসবের মূল কথায় ফিরিয়ে আনতে হবে, নানা তানের ভিতর দিয়ে গানকে যেমন সমে ফিরিয়ে আনতে হয়’— এইটিই দুটি ভাষণের মূল বক্তব্য।

৮ পৌষ [বুধ 24 Dec] ডাঃ চুনীলাল বসুর সভাপতিত্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর বাৎসরিক সভা হয়। সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন ও বিশ্বভারতীর পরিচালক বিধুশেখর শাস্ত্রী বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠ করেন।

'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় লেখা হয়েছে : 'পরে গুরুদেব এবং পূজনীয় সভাপতি মহাশয় যাহা বলেন তাহা অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে'— কিন্তু তাঁদের বক্তব্য মুদ্রিত হয়নি।

৯ পৌষ [বৃহ 25 Dec] সকাল সাড়ে ছ'টায় কালীমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে আশ্রমের পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্মরণার্থ আম্রকুঞ্জে একটি সভা হয়। এর পর সেখানেই ডাঃ চুনীলাল বসু খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর ভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন— দেশে দুধ, ঘি, মাছের মতো পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটেছে ও চাল ডাল দুর্মূল্য। সুতরাং সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য এমন পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের আবিষ্কার করতেই হবে। আমাদের উচিত, চীনেবাদাম, ছাতু, নারকেল প্রভৃতি জিনিসকে প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তোলা। 'দেশের সম্বন্ধে অন্য কোনো কর্ত্তব্য অপেক্ষা এই কর্ত্তব্যটি গৌরবে অল্পতর নয়।'

মধ্যাহ্নভোজনের পর ডাঃ বসু একই বিষয়ে আর-একটি বক্তৃতায় বাঙালির নিত্যব্যবহার্য খাদ্যগুলির গুণাগুণ বিবৃত করে নিরামিষ আহারে দৈহিক শক্তির লাঘব হয় না, এই মত প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ বক্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন— নিরামিষ আহারের কথাটি ছাত্ররা যেন ভেবে দেখে। ভারতের অনেক লোকই নিরামিষাশী। সুতরাং আশ্রমকে যদি সারা ভারতের বিদ্যাক্ষেত্র করে গড়ে তুলতে হয় তবে ছাত্রদের অবশ্যই আমিষ আহার সম্পর্কে সংযম অবলম্বন করতে হবে।

পৌষ উৎসবের পরেই 27 Dec [শনি ১১ পৌষ] পাঞ্জাবের অমৃতসরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩৫তম অধিবেশন বসে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাঁরই আহ্বানে কিনা বলা যায় না, রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রার্থনা মন্ত্র রচনা করে পাঠিয়ে দেন অধিবেশনে পাঠ করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিবেদনে এগুলি পাঠ করার কথা প্রকাশিত হয়নি। ৮ পৌষ রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লেখেন : 'এবারে কন্‌গ্রেসে যে প্রার্থনা মন্ত্র তিনটি পাঠাইয়াছি মডার্‌ন রিভিয়ুর জন্য পাঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময় ও স্থান আছে কিনা জানি না।'[৯৭] ছাপা সম্ভব হয়েছিল, Jan 1920 [p. 83]-সংখ্যায় 'Prayer' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ইংরেজি কবিতা মুদ্রিত হয় :

1. Light thy signal Father, for us...
2. Yet I can never believe that you are lost to us, my king,...
3. If it is thy will let us rush into the thick of conflicts and hurts.

এগুলি যথাক্রমে নৈবেদ্য কাব্যের ৫৯ ['আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে'], ৬২ ['তব চরণের আশা ওগো মহারাজ'] ও ৪৭ ['আঘাতসংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি'] কবিতা অবলম্বনে রচিত। প্রথম দুটি রচনা *Poems* [1942] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে [Nos. 25, 26]।

পৌষ-উৎসবের কয়েকদিন পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ড ফুশে [Dr.Founcher] সস্ত্রীক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুরাতত্ত্ববিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দের [1873–1942] সঙ্গে আশ্রমে আসেন। এঁদেরই আগমনের সংবাদ পেয়ে কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লেখেন : 'এখানকার জন্যে কলকাতা থেকে গোটা ছয়েক লোহার কমোড পাঠিয়ে দিস— মেলার সময় দরকার হবে, পরেও হবে। জানুয়ারি মাসে পাঁচ ছ জন ইংরেজের দল আসবে, তার মধ্যে Ladiesও আছে।'[৯৮]

মাঘ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রদ্যোৎকুমার সেন লেখেন : 'প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের নির্ম্মিত দেবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের ছবি ম্যাজিক লণ্ঠনে দেখাইয়া তিনি [ড ফুশে] আমাদিগকে আনন্দ ও শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। জ্ঞানের তপস্যারত উদারদৃষ্টি এই পণ্ডিতের সঙ্গ আমাদের চিত্তে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে।' রমাপ্রসাদ চন্দও একদিন 'সমুদ্রযাত্রা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। 'নৃতত্ত্ব ও ভারতের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বভারতীতে কিরূপ নিয়মে অনুসন্ধানের কার্য্য চলা উচিত শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি তাহার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিশ্চয়ই তাঁদের এই বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি 1 Jan [বৃহ ১৬ পৌষ] প্রাক্তন ছাত্র নরেন্দ্রনাথ নন্দীকে লেখেন : 'অধ্যাপক ফুশে প্রভৃতি অতিথিদের নিয়ে কয়েকদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। আজ তাঁরা চলে গেছেন, এখন কতকটা ছুটী পেয়েছি।'[৯৯]

এর কয়েকদিন পরে কলকাতা থেকে বিশপ A.G. Fraser আশ্রমে আসেন। দুটি দিন সেখানে কাটিয়ে ফিরে গিয়ে 8 Jan [বৃহ ২৩ পৌষ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'The two days spent at Bolpur will stand out in my mind as two of the greatest of my life.'[১০০]

পৌষ ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬ [১৯/২/৩] :

২১১—১২ 'ভাষাতত্ত্ব আলোচনা' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫৬৪—৬৬

২৭৮—৮১ 'বাঙালির সাধনা'

এছাড়া 'কষ্টিপাথর' বিভাগে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে 'সতেরো বছর', 'কৃতঘ্ন শোক' ও 'কথিকা' ['বাণী'] রচনাগুলি সংকলিত হয়।

শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩২৬ [১/৯] :

৩—৪ '(৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশ)'

'৪—৫ 'সওগাত' দ্র লিপিকা ২৬। ১৫৪—৫৫

৪—৫ 'ধর্ম্মশিক্ষা'

৫—৬ 'শোকাতুরার প্রতি'

৬—৭ 'অনুবাদচর্চ্চা'

৭ 'প্রতিশব্দ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫৩২—৩৪

৭—১০ 'আকাঙ্ক্ষা'

১০ 'বাদানুবাদ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮। ৫৬৪—৬৬

১১—১২ 'মুক্তি' দ্র লিপিকা ২৬। ১৫৫—৫৭

The Modern Review, January 1920 [Vol. XXVII, No. 1]:

83 'Prayer' 1. 'Light thy signal, Father' দ্র *Poems*, No. 25

2. 'Yet I can never believe' দ্র *Poems*, No. 26

3. ‘If it is thy will’

এগুলি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

প্রবাসী ও শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত ‘ভাষাতত্ত্ব আলোচনা’ ও ‘বাদানুবাদ’ একই রচনা। আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা কথ্যভাষা’-শীর্ষক প্রবন্ধটি অগ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে পুনর্মুদ্রিত হয়, সেটি পড়ে বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর কয়েকটি বক্তব্যের সমালোচনা করে যে মন্তব্য পাঠান সেটি প্রবাসী-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। তিনি প্রত্যুত্তরে ৭ অগ্র বিজয়চন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব ২৮ (গ্র.প.)। ৮৯৮—৯৯]। ত্রুটি স্বীকার করে তিনি লেখেন : ‘বাংলা ভাষার সোদরা ভাষাগুলির সহিত পরিচয় না থাকাতে এ সকল বিষয়ে অনেক কথাই আন্দাজে বলিয়া থাকি। কিন্তু আন্দাজে বলারও একটা গুণ এই যে তাহাতে আলোচনার ও সংশোধনের অবকাশ দেওয়া হয়। …বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়— কারণ ইহাতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে কিন্তু আমার সম্বল বেশি নাই, তাই আন্দাজ লইয়া আমার কারবার।’ তিনি লেখেন, ‘আপনার মন্তব্য সম্বন্ধে আমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা পৌষের শান্তিনিকেতনে প্রকাশ করিব’— বর্তমান রচনাটি মূলত সেই ‘প্রশ্ন’, প্রসঙ্গক্রমে ‘প্রবাসীর একজন কবিরাজ পাঠক’ যে ত্রুটি নির্দেশ করেন সেই বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

‘বাঙালির সাধনা’ হল 6 Nov-এ ‘শ্রীহট্ট টাউনহল-প্রাঙ্গণে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা’।

শান্তিনিকেতন-এর অগ্র-সংখ্যায় অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজি অনুচ্ছেদটি দিয়েছিলেন, তারই প্রাপ্ত উত্তর নিয়ে আলোচনা আছে ‘অনুবাদচর্চ্চা’র বর্তমান কিস্তিটিতে।

‘ধর্ম্মশিক্ষা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনাল বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মের স্থানটি কী হবে বিচার করে দেখতে চেয়েছেন। ন্যাশনাল বিদ্যালয় কাকে বলা যায় তার সংজ্ঞা নিরূপণ করে তিনি লিখেছেন : ‘আজকের দিনে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নানাবিধ যে সকল জাতি বাস করিতেছে তাহাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ সত্তাকেই ভারতীয় নেশন বলা যাইতে পারে। অতএব ন্যাশনাল বিদ্যালয় তাহাকেই বলা যায় যেখানে শিক্ষার যোগে জ্ঞানের মিলন সাধনের দ্বারা এই নানা জাতি নানা সম্প্রদায় আপন মানসিক ঐক্য উপলব্ধি করে।’ তিনি বলেন, এক রাষ্ট্রশাসনের অধীনে আমাদের যে ঐক্য তা স্বার্থজনিত কারণে উদ্ভূত নিতান্তই বাইরের ঐক্য, তা কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং ‘ন্যাশনাল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া চাই মনের ভিতরের দিকে জ্ঞানের মিলন। …ভারতে যত সম্প্রদায় ও জাতি আছে সকলেই সকলকে ভাল করিয়া জানিতে পারে ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে এমন বিদ্যার আয়োজন করা দরকার।’ কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্যাসমাবেশ করা সহজ নয়, কারণ ধর্মমতের মধ্যে সত্যকে নিয়েই বিবাদ আছে। এক ধর্মের পূজাবিধিতে জীবহিংসা অবশ্যকৃত্য, আবার কোনো ধর্মে তা অবশ্যত্যাজ্য। সুতরাং এই দুই ধর্মমতকে একত্র করার চেষ্টা বৃথা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

> উপনিষৎ হইতে এমন বিশুদ্ধ ঈশ্বরবাদ পাওয়া যায় যাহা কোনো সঙ্কীর্ণ দেশ কাল বা জাতির বিশেষ সংস্কারের দ্বারা আবৃত নহে। যে-কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায় ঈশ্বরকে স্বীকার করে, উপনিষদে সে আপন ধর্ম্মের প্রশস্ত নির্ম্মল মূলতত্ত্বটি দেখিতে পাইবে। …বাহিরের যে দিকে আকারে প্রকারে আচারে বিচারে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ সে দিকে আমরা নানা ধর্ম্মকে একত্র করিয়া সংঘাত বাধাইব না কিন্তু ভিতরের দিকে যেখানে তাহাদের সকলেরই একটি ঐক্যের স্থান আছে সেইখানেই আমাদের ন্যাশনাল জ্ঞানের মন্দিরে আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায় আসিয়া অবিরোধে মিলিত হইতে পারিবেন।

বিষয়টি নিয়ে সম্ভবত শান্তিনিকেতনেই কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

বিশ্বভারতীর বিদ্যায়তনের শিক্ষা প্রভৃতির যে আদর্শ খাড়া করা হয়েচে সে সম্বন্ধে অনেক তর্কের বিষয় আছে। আর একবার সকলে বসে না আলোচনা করলে চল্‌বেনা। যে কথা বলে আমি ভারতবর্ষের লোককে বিশেষ ভাবে আপীল করেচি সে হচ্ছে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় বিদ্যার সমবায়। এখানে বৈদিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পারসী প্রভৃতি সকল বিদ্যার একটা সমন্বয়ক্ষেত্র হবে তোদের আদর্শের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই।[১০১]

ফণিভূষণ অধিকারীর স্ত্রী সরযূবালার ভ্রাতৃবিয়োগে সান্ত্বনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৭ অগ্র [বুধ 3 Dec] যে পত্র লেখেন, সেটি 'শোকাতুরার প্রতি' নামে প্রকাশিত হয়।

'আকাঙ্ক্ষা' 'শ্রীহট্ট কলেজ হস্‌টেলে ছাত্রদের আহ্বানে যে বক্তৃতা করা হয় তাহারই সারমর্ম্ম'।

'মুক্তি' গ্রন্থভুক্তির সময়ে বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়।

'Prayer' নৈবেদ্য কাব্যের তিনটি কবিতার অনুবাদ, এগুলি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'রাজা' নাটকটির সংস্কার করে 'অরূপরতন' লেখেন। ১ মাঘ [বৃহ 15 Jan] রাণুকে লিখেছেন :

রাজা বলে আমার স্বরচিত একখানা নাটক অভিনয়ের আয়োজন চল্‌চে। সেই নাটক আবার প্রায় আগাগোড়া নূতন করে লিখ্‌চি— যত পারচি গান তার মধ্যে গুঁজে দিচ্চি। আমি স্বয়ং সাজব ঠাকুরদাদা। সাজের জন্যে বেশি কিছু ভাবতে হবে না; কারণ সংসার নাট্যের নেপথ্য বিধানের ভার যাঁর উপরে তিনি স্বহস্তে আমাকে সাজিয়ে রেখেচেন— পরচুলো প্রভৃতি কেনবার জন্যে এক পয়সা আমাকে খরচ করতে হবে না। দুটি একটি নাৎনীকেও নাট্যমঞ্চে পাওয়া যাবে— সুতরাং আমি যে ঠাকুরদাদা, বাহির থেকেও তার সাক্ষীর অভাব হবে না। অভিনয়টা কলকাতায় করতে হবে — সেই ফাল্গুন মাসের শেষে। এই সব ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত আছি।[১০২]

আশ্চর্যের ব্যাপার, রাণুকে লেখা এই পত্র ছাড়া অভিনয় প্রসঙ্গে আর-কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঠিক একই ঘটনা 'অচলায়তন'-এর রূপান্তর 'গুরু'র ক্ষেত্রেও হয়েছিল। সেখানে তবু অভিনয়ের একটি চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়, এখানে এই পত্রটি ছাড়া কোনো প্রয়াসেরও হদিশ মেলে না।

'অরূপরতন' বইটি অভিনয়পত্রীর মতো সরু লম্বা আকারে মুদ্রিত হয়। আখ্যাপত্রটি সংক্ষিপ্ত :

অরূপ রতন/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪ পৃষ্ঠায় ও চতুর্থ মলাটে মুদ্রণ-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রদত্ত হয়েছে, আমরা শেষোক্ত তথ্যটি সংকলন করছি :

প্রকাশক/ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ/ ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শান্তিনিকেতন প্রেসে/ শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত/ শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

পৃ ৪+৭৪।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকটি রচনা করেছিলেন ১৩১৭ সালের কার্তিক মাসে, তার অনতিকাল পরে পৌষ মাসে এটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রকাশের আগে প্রেসকপি প্রস্তুতের সময়েই নাটকটির পরিবর্তন হয়— প্রথম দৃশ্য 'অন্ধকার ঘর' হয় দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয় দৃশ্য 'পথ'কে নিয়ে আসেন প্রথমে। অন্যান্য দৃশ্যে বক্তব্যকে অক্ষুণ্ণ

রেখেও ভাষার বদল ঘটানো হয় বিপুল পরিমাণে। কিন্তু নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ [12 Apr 1921 : ৩০ চৈত্র ১৩২৭]-এ আবার প্রাথমিক বিন্যাস ফিরে আসে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলি সম্পর্কে সম্ভবত একধরনের অতৃপ্তি বোধ করতেন। তাই প্রায়শই তাদের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। গত বৎসরেই তিনি 'অচলায়তন' নাটকের 'সহজে অভিনয়যোগ্য' রূপ 'গুরু' রচনা করেন। বর্তমান বৎসরে 'রাজা' নাটকটিকে 'অরূপরতন'-এ পরিবর্তিত করলেন— 'ভূমিকা'য় লিখলেন : 'এই নাট্যরূপকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত'। রাণুকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, ফাল্গুনের শেষে কলকাতায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে 'অভিনয়যোগ্য' করার জন্য তিনি নাটকটির পুনর্লিখনে নিযুক্ত হন। শুধু ফাল্গুনের শেষে নয়, কোনো দিনই নাটকটি অভিনীত হয়নি— সুতরাং এর অভিনয়যোগ্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এটি নিছক 'রাজা' নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়, 'নূতন করিয়া পুনর্লিখিত' আখ্যাটিই এর ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য।

'রাজা' নাটকে দৃশ্যসংখ্যা ছিল কুড়িটি, 'অরূপরতন'-এ সংখ্যা-চিহ্নিত দৃশ্য দুটি— 'প্রাসাদ-কুঞ্জ' ও 'কান্তিক নগরের পথ'; প্রথমোক্ত দৃশ্যটির 'কুঞ্জ-বাতায়ন' ও 'কুঞ্জদ্বার' নামে দুটি উপদৃশ্য আছে। রাজা এখানে একেবারেই অরূপ, তাঁর কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শোনা যায় না। অনেকগুলি চরিত্রের নাম বদলে গেছে— বর্জিত হয়েছে বেশ কয়েকটি চরিত্র। কাঞ্চীরাজের নাম এখানে বিক্রমবাহু, সুদর্শনার পিতার রাজধানীর নাম কান্যকুব্জের পরিবর্তে কান্তিকনগর— কলিঙ্গ, কোশল, পাঞ্চাল প্রভৃতি পাঁচটি রাজার বদলে পাই দুটি নাম বিজয়বর্মা ও বসুসেন। রাজা চরিত্রের নেপথ্য উপস্থিতি পর্যন্ত বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজার অস্তিত্বকে সর্বব্যাপী করে তুলতে চেয়েছেন। একই কারণে ঐতিহাসিক কান্যকুব্জের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট কান্তিকনগরের অবতারণা— রাজ্যের নাম বাদ দিয়ে রাজাদের নামকরণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই।

'রাজা' নাটকের কিছু-কিছু দৃশ্য ও সংলাপ প্রয়োজন অনুসারে এখানেও ব্যবহার করা হয়েছে। ঠাকুরদাদার চরিত্র, সংলাপ ও কার্যাবলিও অনেকটা রক্ষিত। কিন্তু সুরঙ্গমার কণ্ঠে 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' গানটি ছাড়া আর-কোনো গান রাখা হয়নি। পরিবর্তে 'গানের দল' যাত্রার বিবেকের মতো স্থানে-অস্থানে এসে গান গেয়ে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুরঙ্গমার গান নাম-রূপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে যে মানবিক বোধ ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল, বিবেক-জাতীয় গানের দলের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, অনেকগুলি দৃশ্যের কিছু-কিছু অংশ বাদ দিয়ে সেগুলির সমন্বয়ে দীর্ঘ দৃশ্যাংশগুলি রচিত হয়েছে। সংলাপ ও দৃশ্যের সংখ্যা কমিয়ে 'অভিনয়যোগ্য'তা বৃদ্ধি করাই হয়তো এইসব পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু নাটকের দিক দিয়ে এইভাবে সংক্ষেপণের ফলে, সন্দেহ নেই, একটা অস্বাভাবিক দ্রুততা এসে গেছে।

গানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটি বিপুল। 'রাজা' নাটকে ছিল ছাব্বিশটি গান, 'অরূপরতন'-এ আছে উনচল্লিশটি —এদের মধ্যে এগারোটি সাধারণ— বাকি আঠাশটি নূতন গান [এর মধ্যে আটটি এই নাটকের জন্যই নব-রচিত] প্রথম সংস্করণ 'অরূপরতন'-এ যুক্ত হয়েছে। নাটকের সূচনা ও সমাপ্তি চিহ্নিত হয়েছে দুটি তাৎপর্যমূলক গান দিয়ে— প্রথম দৃশ্যে 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে' এবং সমাপ্তিতে 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে'। রানী সুদর্শনার চোখের ক্ষুধা অগ্নিশুদ্ধি ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়েই অরূপের উপলব্ধিতে পৌঁছেছে। দুঃখভোগের এই তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন নাটকটির ভূমিকায় :

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;— নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,— সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

নাটকের মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যের প্রকাশ অস্পষ্ট থাকতে পারে ভেবেই রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যার পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরেও তিনি নানা প্রসঙ্গে নাটকটির তত্ত্বব্যাখ্যা করেছেন পাঠককে এর তাৎপর্য বোঝানোর জন্য। 'ফাল্গুনী' থেকেই ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল, এই বৎসরেও পূজাবকাশের পূর্বে বিদ্যালয়ে 'শারদোৎসব' অভিনয়ের পূর্বে তিনি নাটকটির তত্ত্ব-ব্যাখ্যা রচনা করে আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত করেন। কিন্তু 'অরূপরতন'-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা শক্ত ভেবেই হয়তো তিনি মঞ্চায়নের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন, উপযুক্ত নারীচরিত্রের অভাবও একটি কারণ হতে পারে। আর সেই কারণেই তিনি 'রাজা' নাটকটিকে প্রত্যাহার করে নেননি— অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন [১৩২৭]। কিন্তু 'অরূপরতন'-কে তিনি ভুলে যাননি। কয়েক বছর পরে 15 Sep 1924 [৩০ ভাদ্র ১৩৩১] কলকাতার আলফ্রেড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি পাঠ করেন, রাণু অধিকারী সুদর্শনা চরিত্রটি মূকাভিনয়ের সাহায্যে রূপায়িত করেন— গানগুলি গেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, সাহানা দেবী, রমা মজুমদার, কনক দাস প্রভৃতি। তারপর 1932 [১৩৩৯] ও 1935 [১৩৪২]-এ রবীন্দ্রনাথ দুবার নাটকটির পুনর্লিখন করেন। 1932-এর পুনর্লিখনটি অবশ্য অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির [Ms. 171] আকারেই থেকে গিয়েছিল [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ২ (পৌষ ১৩৮৩)]। ১৩৪২-এ 'অরূপরতন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়— রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ডে ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে এই সংস্করণটিই প্রচলিত আছে। প্রথম সংস্করণ এর থেকে অনেকটাই পৃথক। গানগুলির স্বরলিপি পাওয়া যায় স্বরবিতান ৪২-এ।

বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, অধিকাংশ নূতন গানের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। নূতন গানগুলির তালিকা দেওয়া হল :

১। চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো দ্র গীত ২। ৫৭৫–৭৬

২। বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি দ্র গীত ১। ৯০

৩। আকাশ হতে খসল তারা দ্র গীত ২। ৪৮৯

৪। আগুনে হল আগুনময় দ্র গীত ১। ২৩৯–৪০

৫। বসন্ত, তোর শেষ করে দে দ্র ২। ৫১১

৬। এখনো গেল না আঁধার দ্র গীত ১। ৭০

৭। আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা দ্র গীত ১। ৩০–৩১

৮। অরূপবীণা রূপের আড়ালে দ্র গীত ১। ১৪৪

এই বছর 27–30 Dec 1919 [১১–১৪ পৌষ] কংগ্রেসের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশন পাঞ্জাবের নিপীড়িত শহর অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। অধিবেশন এখানে হবে তা আগের বছরেই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানেই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অতিরিক্ত তাৎপর্য লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে সকলের ভাষণেই সরকারি নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়। রবীন্দ্রনাথও একই কারণে নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসে গৃহীত অনেকগুলি প্রস্তাব ও সেই উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। ২৮ পৌষ [13 Jan] তিনি রামানন্দকে লেখেন :

এবারকার কন্‌গ্রেসে আমাদের খুব একটা বড় সুর দেবার অবকাশ ছিল। গান্ধী এবং শ্রদ্ধানন্দ সেই সুর লাগিয়েছিলেন কিন্তু মোটের উপর আমার মনে হয় dignity এবং সংযমের অভাব ঘটেচে। পঞ্জাবের উৎপাত সম্বন্ধে আমাদের এত বেশি বাচালতা করা অনাবশ্যক ছিল— উচিত ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের অতিমাত্র উত্তেজনার দ্বারা কমিশনের বিচারকে বিচলিত না করা। আমাদের কথা পৃথিবীর কাছে যাবে না। আজ পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে পৃথিবীর কাছেই বিচার চলচে। আমরা যা পেয়েচি সে ত সয়েচি— তাতে আমাদের উপকারও হয়েচে— কিন্তু দোষীর দণ্ডের ভার সমস্ত জগতের উপর। যদি কমিশন দুর্ব্বলভাবে সত্য গোপন করতে চায়, তখনই আমাদের যা কর্ত্তব্য তা করা উচিত হবে। ঝগড়াটে সুর কিম্বা জিতের বড়াই ছেলেমানুষি— এত বড় উপলক্ষ্যের অনুপযুক্ত। লাট সাহেবকে তাড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে আমরা যে সব আবদার করেছি সে যেন আদুরে ছেলের বাপের কাছে আবদার করার মত— আমাদের কি সেই সম্বন্ধ? সত্য প্রকাশ হোক্ সেইটেই সব চেয়ে বড় দণ্ড, moral দণ্ড, তার চেয়ে ছোট দণ্ড আমরা মাপ করতে পারি— সত্যই নিজের দণ্ড নিজে গ্রহণ করুন— আমরা চঞ্চলতা করে এই বিচার প্রণালীর গাম্ভীর্য নষ্ট করলে দুঃখের কথা।[১০৩]

পাঞ্জাব ও দেশের অন্যত্র যেসব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচারের উদ্দেশ্যে লর্ড হান্টারের সভাপতিত্বে Disorders Enquiry-Committee গঠিত হয়, যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিটি 31 Oct [১৪ কার্তিক] থেকে কাজ শুরু করেছিল। ইংরেজের ন্যায়বুদ্ধির প্রতি তখনও রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল, তাই কমিশনের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ করে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, পাঞ্জাবের সরকারি অন্যায়কারীদের রক্ষা করার জন্য ইংরেজেরই গবর্মেণ্ট ইতিমধ্যে Punjab Indemnity Bill পাশ করিয়ে নিয়েছে [25 Sep]। সুতরাং হান্টার কমিশন তাদের দোষী বলে স্বীকার করে নিলেও তাদের অপরাধ বিচার করে শাস্তিদানের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। হান্টার কমিটির সংখ্যাগুরু রিপোর্টে দেখা যায়, সরকারি পাশবতাকে চুনকাম করার কাজ কমিটি ভালোভাবেই করেছে, দু'একজন অফিসারের জন্য শাস্তিদানের সুপারিশ করলেও তারা অন্যভাবে পুরস্কৃত হয়। অবশ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও গান্ধীজির মতো রবীন্দ্রনাথও জেনারেল ডায়ার প্রভৃতিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না, তাঁরা ভারতবাসীর নৈতিক জয় হলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু চেম্‌স্‌ফোর্ড বা তাঁর আমলারা ভারতীয়দের নৈতিক জয়ে ক্ষুধামান্দ্য বোধ করবেন, তাঁরা এমন দুর্বল হজমশক্তির অধিকারী ছিলেন না।

উক্ত পত্রের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'এণ্ড্রুজের পত্রটি আপনাকে দেখতে পাঠাচ্চি। এর কোন্ অংশ আপনার কাগজে বাহির করা যায় সে আপনি বিচার করে গ্রহণ করতে পারবেন। পত্রখানিতে অনেক কথা ভাববার আছে কিন্তু এতে ভারতবাসীকে যে আহ্বান আছে সেটা প্রকাশ হলে হয়ত কর্ত্তৃপক্ষকে অনর্থক সতর্ক করা হবে এবং ভারতবাসীর পক্ষে সেটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে অ্যান্ডরুজ পাঞ্জাবের কাজ শেষ করে নভেম্বরের শেষে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তিনি চিঠিতে ও বিভিন্ন কাগজপত্র পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। মডার্ন রিভিয়্যু-র 'Notes' বিভাগে উদ্ধৃত ও আলোচনা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ

অনেকগুলি চিঠি রামানন্দকে পাঠিয়ে দেন। উল্লিখিত পত্রে একটি চিঠি পাঠানোর কথা থাকলেও, রামানন্দ 'The Proposed Exclusion of Indians from East Africa' [Feb 1920/ 240–43]-শীর্ষক টীকায় 'We have been permitted to publish the following extracts from two letters written by Mr. C. F. Andrews to Dr. Rabindranath Tagore, on the proposed exclusion of Indians from East Africa' লিখে দুটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন। সম্ভবত 'এতে ভারতবাসীকে যে আহ্বান' জানানো হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মেনে সেই অংশটি রামানন্দ বর্জন করেছিলেন। উল্লিখিত চিঠি বা চিঠিগুলি রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে নেই, সুতরাং বলা সম্ভব নয় কী ধরনের আহ্বান অ্যান্ডরুজ ভারতবাসীকে জানিয়েছিলেন।

The Ashram [Jan 1920] পত্রিকা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ৬ মাঘ [20 Jan] মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মন্দিরে ভাষণ দেন। এই ভাষণটি অনুলিখিত হয়নি। ১১ মাঘ [রবি 25 Jan] মাঘোৎসব উপলক্ষে 'There was a service at the temple conducted by Dr. Rabindranath. There were songs at intervals led by Mr. Dinendranath Tagore and sung by the boys.' পত্রিকাটি জানিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ দুটি ভাষণ দেন। সেগুলির মর্মার্থ দিয়েছে পত্রিকাটি :

"We have constantly to remind ourselves to awake and realise the infinite mercy of God by giving ourselves fully and partially to all.

We know the truth to the extent, we can dedicate our all to the service of the Lord." His second discourse was given in a most impressive manner :—

"Truth cannot be confined to this or that religion, sect or creed. The history of religions is nothing more than one comprehensive thing, a united march of man towards the eternal truth; so we can not blame one system or the other. We should revolt against the bigotry of sects, claiming any monopoly of truth. We should tolerate no longer the tyranny of religious sects seeking to restrict the easy flow of truth. He would bow down his head to the all comprehensive eternal truth whose triumphant march has not been obstructed by any particular creed. He would like to do away with all fetters that have so long been imposed upon truth in the name of religion.

এগুলি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই '১১ই মাঘ মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উদ্বোধন' ও 'উপদেশ' নামে ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন [পৃ ৩–৫]-এ মুদ্রিত হয়। বিশ্বভারতীতে 'বৈদিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পারসী প্রভৃতি সকল বিদ্যার একটা সমন্বয়ক্ষেত্র' করার যে আদর্শ তিনি গ্রহণ করতে চাইছিলেন, তার সঙ্গে এই দ্বিতীয় ভাষণটি খুবই সংগতিপূর্ণ— ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি অনেকদিন থেকেই মত প্রকাশ করে আসছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করতে পারি।

পত্রিকাটি তারিখ না দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সভার বিবরণ দিয়েছে :

The poet had a conversazion, the guests had a pleasant evening in his enlivening company. He announced that he had got a letter from Mr. Andrews and another from Sir

Michael Sadler informing of his efforts in connection with the passing of the Reforms Bill which are of course far short of Sir Michael's expectations.

অ্যান্ডরুজের চিঠিটি শনাক্ত করা সম্ভব নয়, স্যাডলার একটি চিঠি লেখেন 11 Jan 1920 [২৬ পৌষ] তারিখে, কিন্তু এটিতে রিফর্ম কমিশন সম্পর্কে কোনো কথা নেই— তাই মনে হয় এর পরে স্যাডলার আর-একটি চিঠি লিখেছিলেন, যেটি পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন 26 Jan [১২ মাঘ]। স্যাডলার পাণ্ডুলিপি আকারে যে প্রবন্ধটি পড়ে ছিলেন, সেই *The Centre of Indian Culture* পুস্তিকাটি তাঁকেই উৎসর্গ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল এই কথা জানিয়ে তিনি লেখেন :

...My desire was to dedicate it to you (anticipating your permission) as a token of my admiration for your personality, as well as for the work you have done for us with such sympathy and thoroughness. But unfortunately, by some mischance, my instruction failed to reach my publishers in Madras, and when the pamphlet came I was keenly disappointed by noticing the ommission. However, I take this opportunity of telling you that coming to know you has been of real service to us, for all misunderstanding arising out of intellectual and moral inhospitableness, between peoples thrown together, not merely affect their politics but also their spiritual life. I always feel deeply thankful when I have the occasion to learn to love an Englishman— only because our unnatural relationship has been such a great hindrance against true mutual communication. When I read your evidence before the Reform Bill Commission it deepened the impress I had of your broadmindedness. I, for my part, do not have much faith in any political concession if it be an outcome of a policy of prudence, — for all gifts contain a certain amount of moral toxin unwholesome for the receiver when unaccompanied by a true spirit of love which has the divine right to give. It greatly mitigate for me the humiliation of the one-sidedness of such boon when I know you and other Englishmen of your type whose chivalrous humanity is working towards reconstruction of society on a universal basis of co-operation, which is the only sure basis of peace and progress.[১০৪]

উল্লেখ্য, 9 Jul 1919 [২৪ আষাঢ়] স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির খুঁটিনাটি নিয়ে বহু সমালোচনা হলেও এর সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবটি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রশংসনীয় বলে মনে হয়েছিল। ভারতের শাসনসংস্কার বিষয়ে মন্ট-ফোর্ড রিপোর্ট নিয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য যে রিফর্ম কমিশন গঠিত হয়েছিল, স্যাডলার সেখানে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মডার্ন রিভিয়্যু-তে তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। ভারত সরকার উচ্চশিক্ষাকে নিজের কুক্ষিগত রাখার জন্য প্রস্তাব করেছিল, এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের

অধীনে থাকবে। স্যাডলার তার বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করেন, বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাঁর এই বক্তব্যেরই প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

স্যাডলারকে লেখা চিঠির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, তাকেই আরও তীক্ষ্ণ করে লিখলেন ডাচ কবি ফ্রিডরিক ভন আদেনকে 1 Feb [১৮ মাঘ] তারিখে; আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার হৃদয়হীনতা বিষয়ে আদেনের সহমর্মী ছিলেন তিনি, তাই সে কথাও এসেছে এই পত্রে :

We have realised with a cruel sense of despair as to what a great calamity Europe has brought upon the rest of the world. She is using all her resources of science to make permanent the insult of humanity outside her own boundaries. And because her wisdom is the wisdom of science and not of soul, she overlooks that supreme truth that humanity is one, and all deeds of outrage offered to it and habit of insolence cultivated against it are sure to come back upon herself. Lately a gift has come to us from England in the shape of Reform Bill carrying the promise of Self Government to a certain extent. But a bill is no gift unless a heart is there— and so long as our psychology remains unchanged all boons will turn into curses, giving rise to hypocrisy and encouraging the left hand to steal from what the right hand has given.[১০৫]

কিছুদিন আগে 20 Dec 1919 ভ আদেন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'We all in Europe noticed with the greatest interest your refusal of the title "Sir" because of the atrocities in the Punjab. We appreciated it as a good and worthy action, and the impression in England was very strong.' এই কারণেই শত আঘাতেও মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মরতে চাইত না

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অকালপ্রয়াত কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদ বা মুলুর স্মরণে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার কথা ভেবে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ২৬ মাঘ [9 Feb] তাঁকে লেখেন : 'মুলুর সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা ও কালীমোহনের লেখাটি পুস্তিকায় গ্রহণ করিবেন। এন্ড্রুজ সাহেব তাঁহার পত্র ছাপিতে সম্মতি দিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমি এই সঙ্গে একটি লেখা পাঠাইতেছি ইহা আপনার পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে পারেন। ছেলেরা বোধ হয় কেহ কেহ মুলুর সম্বন্ধে লিখিতে প্রস্তুত হইতেছে।/ মুলুর ফোটোগ্রাফ পাইলে তাহার ছবি আঁকানো সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারিব।'[১০৬]

৪ আশ্বিন শান্তিনিকেতন মন্দিরে মুলুর শ্রাদ্ধবাসরে তিনি যে বক্তৃতা করেন তার অনুলেখন, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত কালীমোহন ঘোষের রচনা 'প্রসাদ' ও তাঁর একটি নূতন রচনা 'ছাত্র মুলু' রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দেন। মুলুর সহপাঠী বিজয়কৃষ্ণ বাসু, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশামুকুল দাস ও প্রমথনাথ বিশী 'মুলু' শিরোনামে চারটি স্মৃতিমূলক রচনা লেখেন; অ্যান্ডরুজ ও নেপালচন্দ্র রায়ের দুটি লেখাও উক্ত সংকলনে মুদ্রিত হয়। কিন্তু ছাত্রদের আঁকা মুলুর ছবি পাওয়া সম্ভব হয়নি, পরিবর্তে গৌরগোপাল ঘোষের তোলা 'ভুবনডাঙ্গা প্রসাদ নৈশ বিদ্যালয়' ও দাদা অশোক চট্টোপাধ্যায়ের তোলা মুলুর ফোটোগ্রাফ ব্যবহৃত হয়।

মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের কোনো নূতন রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি। ফাল্গুন ১৩২৬-এ তাঁর নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৪১ শক [৯০৭ সংখ্যা] :

২৯৮ 'নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত'

রামকেলী-ত্রিতাল। মন জাগো মঙ্গল লোকে দ্র গীত ১। ১৫৫; স্বর ২৭

ভৈরবী-ঠুংরী। নমি নমি চরণে নমি কলুষহরণে ঐ। ১৯৯–২০০; ঐ। ৩৪

ললিত-বিভাস—একতালা। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু দ্র ঐ। ১০৮; ঐ। ২৭

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে দ্র ঐ ১। ২১৪; ঐ। ২৭

খট-ঝাঁপতাল। সদা থাক আনন্দে দ্র ঐ ১। ১৩৬; ঐ ৪

সিন্ধু বারোয়াঁ-ঠুংরী। আমি যখন তাঁর দুয়ারে দ্র ঐ। ১৪৪–৪৫; ঐ। ৩৪

এর মধ্যে কোনো গানটিই অবশ্য 'নূতন' নয়।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩২৬ [৭/৮] :

১২২–২৩ ফাল্গুনীর গান/ চলি গো চলি গো দ্র স্বর ৭

স্বরলিপিকার সম্ভবত ইন্দিরা দেবী।

শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩২৬ [১/১১] :

১ ৭ই পৌষ প্রভাত/ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উৎসবের উদ্বোধন

১–৩ ৭ই পৌষ প্রাতে মন্দিরে/ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারমর্ম্ম দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১১১–১৬

৩–৫ ১১ই মাঘ মন্দিরে/ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উদ্বোধন

৭–১০ ৭ই পৌষ/ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সন্ধ্যার উদ্বোধন দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮০–৮৩

১০-১২ 'মনের চালনা'

১২ গান/ এখনো গেল না আঁধার দ্র গীত ১। ৭০; অরূপরতন; স্বর ৪২।

'মনের চালনা' সম্ভবত কোনো মন্দির-ভাষণের লিখিত রূপ।

প্রবাসী-র 'কষ্টিপাথর' [পৃ ৪৪৯] বিভাগে কার্তিক-অগ্র সংখ্যা সবুজ পত্র থেকে 'বাঁশি' ও 'কথিকা' ['গলি'] রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়।

বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন 20 Mar 1915 [৬ চৈত্র ১৩২১]— কোনো ইংরেজ রাজপুরুষের সেইটিই প্রথম শান্তিনিকেতন ভ্রমণ। পরবর্তী গবর্নর আর্ল অব্ রোনাল্ড্‌শে এখানে এলেন 15 Feb 1920 [রবি ৩ ফাল্গুন]। কারমাইকেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র দেখতে আসা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু রোনাল্ড্‌শের আগমনের সিদ্ধান্তটি একটু অন্যরকমের। যুদ্ধের সময়ে ডিফেন্স অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের অধিকার লাভ করে বাংলায় যে সরকারি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল, তার দায়ভাগ ছিল গবর্নর হিসেবে রোনাল্ড্‌শেরই, এই বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধও হয়েছিল। তাছাড়া নাইটহুড ত্যাগের ঔদ্ধত্য

যিনি দেখাতে পারেন, তাঁর আশ্রমে গবর্নরের আগমন খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে আসতে চেয়েছেন, তার অন্তত দুটি কারণ থাকতে পারে। কিছুদিন আগে তিনি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট্সের প্রভাবশালী সদস্যদের বশ করেছিলেন বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকার সরকারি সাহায্যের টোপ দিয়ে। তাঁর শান্তিনিকেতনে আসার পিছনেও একই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি তিনি যে সুগভীর শ্রদ্ধাও পোষণ করতেন তার পরিচয় আছে তাঁর *The Heart of Aryavarta* [1925] গ্রন্থে। সুতরাং তাঁর কর্মক্ষেত্রটিকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার আগ্রহও অবশ্যই তাঁকে প্রণোদিত করেছে।

কিন্তু কারমাইকেলের আগমন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে উৎসাহ ছিল, তার বিন্দুমাত্রও দেখা যায়নি রোনাল্ড্‌শে-র ব্যাপারে। তাই 15 Feb তিনি যখন এলেন, রবীন্দ্রনাথ বসে রইলেন 'দ্বারিক' বাড়ির দ্বিতলে নবপ্রতিষ্ঠিত 'কলাভবন'-এ— রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ও অসিতকুমার হালদার তাঁকে অভ্যর্থনা করেন আশ্রমের দ্বারদেশে। অসিতকুমার[১০৭] ও নন্দলাল বসুর[১০৮] বর্ণনা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ গবর্নরকে দ্বারিকের দ্বিতলেই সংবর্ধনা জানান। কিন্তু রোনাল্ড্‌শে-র বর্ণনা থেকে মনে হয়, তাঁকে যথারীতি আম্রকুঞ্জেই সংবর্ধিত করা হয়েছিল :

I was conducted straightway to a stone seat in a shady grove. In front of me was a stretch of ground smoothed and polished until it resembled the surface of a threshing floor upon which had been chalked out a circular design. This served for a place of assembly which might be said to correspond to the speech room of an English public school. A little behind me, standing under trees, were grouped the teachers, all clad in white. In front of me were the boys of the school drawn up in a semi-circle on the edge of the design. All were dressed in yellow—the colour of spring. On my right was a group of girls, pupils along with the boys at the school. Led by a pundit the gathering chanted Vedic hymns in Sanskrit with striking effect. The significance of the scene could not be lost upon any one acquainted with the outlines of ancient Indian history. Here was a reproduction in miniature of the conditions amid which the civilisation of India had been born, the life close to nature in the heart of the forests which provided the early Aryan settlers with all that they required. One recognised in all that one saw around one both a protest against the artificiality of modern life, and an offering of homage to the ideals and traditions of the past.[১০৯]

গবর্নর ছাতিমতলা, ছাত্রদের বৃক্ষতলে শিক্ষাগ্রহণ, লাইব্রেরিতে বিধুশেখর ও মহাস্থবিরের গবেষণা, সংগীত ও শিল্পচর্চা প্রভৃতি কৌতূহলের সঙ্গে ঘুরে দেখেন। তাঁর গ্রন্থে এই অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অসিতকুমার লিখেছেন :

আশ্রম দেখা শেষ হলে গভর্ণর রবিদাদাকে একান্তভাবে অনুরোধ করলেন গভর্ণমেন্টের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করতে। গভর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় (বা পিঠচাপড়ানো খেয়ে) আশ্রম চালাতে রবিদা কিছুতেই সম্মত হলেন না যদিও তাঁর তখন খুবই অর্থকৃচ্ছ্রতা চলছিল ক্রমশ আশ্রমের কাজ ব্যাপক হয়ে পড়ায়— বিশেষ বিশ্বভারতী স্থাপনার দরুণ। এবিষয় রবিদার বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের গড্ডালিকা প্রবাহের

মধ্যে আশ্রমকে ফেলে বানচাল্ করবেন না কিছুতেই। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের বাঁধা নিয়মের বাইরে শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষত্ব তিনি যে বজায় রেখে চলেছিলেন, সে কথা সকলেই অবগত আছেন।[১১০]

রোনাল্ড্‌শেও এই কথা লিখেছেন ইঙ্গিতে: 'There was one skeleton in the cupboard and that was the matriculation of the Calcutta University, for which the parents of some at least of the boys insisted on their sons being prepared. And when once a boy entered the matriculation classes his interest in painting and music evaporated, for these things possessed no mark-earning value.'[১১১] এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের মুখের কথার অনুলিখনও হতে পারে।

এর কিছুদিন পরে রিপন [বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ] কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারীকে নিয়ে ২১ ফাল্গুন [বৃহ 4 Mar] শান্তিনিকেতনে আসেন। সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণাবাদন শোনার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বহু বিষয়ে আলোচনা হয়। তার বিবরণ তিনি 'শান্তিনিকেতনে একরাত্রি' শিরোনামে চৈত্র-সংখ্যা মানসী ও মর্ম্মবাণী-তে [পৃ ১৮৬–৯৬] প্রকাশ করেন। পরের দিন তিনি অল্পবয়সী বালকবালিকাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের শেলি, টেনিসন ও ব্রাউনিঙের কবিতা পড়ানোর ক্লাশে উপস্থিত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতারও মনোজ্ঞ বিবরণ আছে উক্ত রচনাটিতে। কিন্তু একই দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড তারাপুরওয়ালা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও হেমন্তকুমার সরকার এম. এ. ক্লাশের কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন; কিন্তু বিপিনবিহারীর লেখায় এঁদের কোনো উল্লেখ নেই।

বৈশাখ ১৩২২ থেকে সবুজ পত্র-তে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। তখন থেকেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়। এই বিতর্কের একটি বিস্তৃত ইতিহাস রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিতর্কিত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' [1994] গ্রন্থে পাওয়া যাবে [পৃ ৪০–৭০]। রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে ও পক্ষে অনেকে লেখনী ধারণ করলেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এক মহিলার পত্রের উত্তরে লিখিত 'টীকাটিপ্পনী' [দ্র সবুজ পত্র, অগ্র ১৩২২] লেখা ছাড়া এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মত ব্যক্ত করেননি। সেই সময়েই অভিযোগ উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে সীতার অবমাননা করেছেন। এই বক্তব্য নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক তখনকার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এতদিন পরে সেই প্রসঙ্গটিকেই দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ণিমা-মিলনের সদস্য, দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ছন্দোবদ্ধ আকারে প্রকাশ করলেন ফাল্গুন ১৩২৬-সংখ্যা অর্চ্চনা-য় "রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'" -শীর্ষক ২৬ ছত্রের একটি পদ্যে; তিনি লিখলেন :

> …কিন্তু যেই লেখনীর লজ্জালেশহীন
> বর্ব্বর যথেচ্ছাচার সেই অমলিন
> শুদ্ধ শুচি সতীত্বের তেজে জ্যোতির্ম্ময়
> সীতা-চিত্তে কল্পিয়াছে পাপিষ্ঠ আশয়,
> তার হাতে আর্য্যনারী 'বিমলা'র প্রায়
> যথেচ্ছাচারিণী হবে, কি আশ্চর্য্য তায়?

—তার উত্তরও এল পদ্যে; 'বেতালের প্রশ্ন' [ভারতী, চৈত্র। ৯৮৬] শিরোনামে 'শ্রীত্রিবিক্রম বর্ম্মণ' লিখলেন :

> পরিচয় দিয়ে যাও গো চলিয়ে,

হিঁদুয়ানী-অবতার আমার!
সন্দীপ-কৃত সীতার গ্লানিতে
বোতাম বিদরে যার জামার?
…সীতারে খেম্‌টাউলী বানায়ে কে
নাচালে বানর বৈঠকে,
আমি বলি ওটা গেঁজেল জামাই,
যে হোক্, চাবুক দাও ও'কে।

দীনবন্ধু মিত্র-রচিত 'জামাই-বারিক' ও 'সধবার একাদশী' নাটকের দুটি অংশের প্রতি এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের লেখাটি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। তাঁর বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে ১৪ ফাল্গুন [26 Feb] প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে। প্রমথ চৌধুরী সবুজ পত্র বন্ধ করে দেওয়ার সংকল্প জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন, এর আগে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ প্রস্তাবে বাধা দিলেও এবারে মেনে নিয়ে লিখলেন :

আমার এমন হয়েচে, কোনো লেখা প্রকাশ করতে শিকি পয়সার উৎসাহ বোধ হয় না। যে মূঢ়তা সরল তারও একটা সৌন্দর্য্য আছে যেমন শিশুদের— কিন্তু যে মূঢ়তা কুটিল এবং উদ্ধত তাকে সহ্য করা যায় না। যে সব জিনিষের প্রতি দরদ আছে সজারুদের সভায় তাদের বর্ষণ করতে কতদিন উৎসাহ থাকে বল? ওদের পিঠের কাঁটা এখনো পর্য্যন্ত নাম্‌ল না— থাক্ ওরা ঐ আকাশের দিকে কাঁটা উঁচিয়ে— ওরা ভাবচে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে ওদের ঐ সহজাত সম্মার্জ্জনী দিয়ে ওরা ঝেঁটিয়ে দেবে। পারে ত তাই করুক। ওদের কাঁটার ঝাঁটারই জিৎ হোক্।[১১২]

এই লিখেই তিনি থেমে থাকেননি, পদ্যটি তাঁকে দিয়ে বহুদিন পরে একটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছে— 'সাহিত্য-বিচার' নামে সেটি চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৫২৪–২৬] মুদ্রিত হয় [দ্র গ্র.প. ৮। ৫২৭–৩০]। এর প্রথমেই তিনি ব্যঙ্গের শর নিক্ষেপ করে লিখলেন :

ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানা লইয়া বাংলার পাঠকমহলে এখনো কথা চলিতেছে। হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয় তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইলাম। পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে সেইজন্য এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে রসবোধ নিয়ে যদি কথা উঠত তবে তা কটু হলেও তিনি নীরব থাকতেন। কিন্তু যে কথা উঠেছে তা সাহিত্যসীমানার বাইরের জিনিস— 'তাহা যুক্তির অধিকারের মধ্যে, সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক চলে এবং তর্ক না চালাইলে কর্তব্যপালন করা হয় না। কারণ, যাহা অন্যায় তাহাকে সহ্য করিয়া গেলে সাধারণের প্রতি অন্যায় করা হয়।' সীতার প্রতি তিনি অসম্মান প্রকাশ করেছেন এই অভিযোগটি এতই অদ্ভুত যে তিনি আশা করেছিলেন এমন-কি এই দেশেও তা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু দেখা গেল, লোকে অভিযোগটি উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং 'জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেরূপ নির্বাসিতা হইয়া ছিলেন এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরি-ঘরের টেবিল হইতে নির্বাসিত হইতে থাকিল।' কথাটি অত্যুক্তি নয়, কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষ তাঁদের লাইব্রেরি থেকে বইটি বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২১ ফাল্গুন রিপন কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন :

সম্প্রতি একজন আমাকে একখণ্ড 'অর্চ্চনা' পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হোলো নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে কিছু তীব্র সমালোচনা আছে। আমার অনুমান মিথ্যা হোল না। দীনবন্ধুর ছেলে বঙ্কিমবাবু বলেছেন যে আমি সন্দীপের মুখ দিয়ে সীতার ভয়ানক অপমান করেছি। এ রকম কথা যে

উঠ্‌তে পারে সে আমি কখনও কল্পনা করি নি। যদি একটুও সন্দেহ হোতো তা' হ'লে ওটা বাদ দিতে পারতুম; তা'তে গল্পের কিছুমাত্র হানি হোতো না। গল্পটি পড়্‌লেই বোধ হয় বুঝতে বাকি থাকে না যে সন্দীপের সঙ্গে আমার কোনও Sympathy নেই। যদি ওটা নিখিলেশের মুখ দিয়ে বেরুতে তা' হ'লে বা কথা ছিল। য়ুরোপের সমালোচকেরা এই বইখানাকে সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করছে; সন্দীপ চরিত্র ভয়ানক কিন্তু মোটেই অসম্ভব নয় একথা তাঁরা বলছেন; এই সন্দীপের মুখে যে কথা বসিয়েছি, সে তারই উপযুক্ত। তা' নিয়ে আমাকে দোষ দেবার আগে রামায়ণ মহাভারতের কোনও বর্ণিত বিষয়ের জন্যে বাল্মীকি বেদব্যাসকে দোষ দিতে হয়। 'প্রবাসী'তে আমি একটু লিখে পাঠিয়েছি, আসছে মাসে বেরুবে।[১১৩]

—'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যই প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশের পরেও এই বিতর্কের অবসান হয়নি। 'অর্চ্চনা' পত্রিকার পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যাতেও এই বিষয়ে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখ ১৩২৭-সংখ্যা ভারতবর্ষ-তে 'সাহিত্যিক লড়াই' শিরোনামে বিতর্কিত রচনাগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করে দেওয়া হয়।

একই সময়ে আরও একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল মাঘ-সংখ্যা নারায়ণ-এ মুদ্রিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের 'রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দ' প্রবন্ধটি অবলম্বনে। অকিঞ্চিৎকর এই প্রবন্ধটির প্রতিবাদে নবকুমার কবিরত্ন [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত] 'বিকর্ণ কি ঘন্টাকর্ণ' নামে একটি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক পদ্য প্রকাশ করেন চৈত্র-সংখ্যা ভারতী-তে :

রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার, তাই করো গালমন্দ। …
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস, সারস কিম্বা বক। …
নিমেষে কেউ বোঝে, আবার কেউ বা বছর চল্লিশে
তারও দ্বিগুণ কাট্‌ল বয়েস, আর বোধধাদয় হয় কিসে?

এই কুতর্কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করেননি।

এই সময়ে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উৎসবের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন অনুষ্ঠানটিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১৪ ফাল্গুন [26 Feb] তাঁকে যে-পত্রটি লেখেন, তার অন্তর্নিহিত সরসতার গুণেই সেটি উদ্ধারযোগ্য :

…আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে হইলে কলিকাতায় ভোরের বেলায় আয়োজন সুরু করিতে হয়। তারপর সমস্ত দিনই কতক পথে— কতক সভায়— নড়াচড়া করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরা ছাড়া উপায় নাই। কাজ অল্প কিন্তু তার ঝাঁকানি অত্যন্ত বেশি। এইরূপ বারো ঘন্টার নিরন্তর ধাক্কা সামলাইবার মত শক্তি আমার মজ্জায় নাই। …যদি দক্ষিণ হাওয়ায় পাল তুলিয়া আপনাদের চূর্ণী নদী বাহিয়া বাংলার মহাকবির ভিটায় এই ক্ষুদ্র গীতি কবির নৌকা ভিড়িতে পারিত তবে সেখানে আমি দুই তিন ঘন্টা রসনা চালনা করিলেও কাবু হইতাম না— কিন্তু সমস্ত দিন পথের মার খাইয়া পনেরো মিনিট কালও আমার পক্ষে যুগের সমান হইবে। অতীতকালের মহাকবি এখন চিরবিশ্রামে আছেন। ক্লান্ত মেরুদণ্ডের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হয় না, বর্ত্তমান-কালের গীতি-কবির সেই মস্ত আরামের শয্যাটা এখনো জোটে নাই, অথচ আরামের প্রয়োজন একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিপদে পড়িয়াই কবির স্মৃতিকে দূর হইতেই প্রণাম করিতে হইল— একদিন যখন দুই কবির মোকাবিলা হইবে তখন নিকট হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিব— ইতিমধ্যে আপনারা যুবক-কবি ও কর্ম্মীর দলে মিলিয়া তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলুন।[১১৪]

তাঁর পরিবর্তে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কিন্তু কাছের এই অনুষ্ঠানে যোগ না দিলেও রবীন্দ্রনাথ দূরের আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা করেননি। গুজরাট সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ এসেছিল পৌষ মাসের কোনো সময়ে। প্রস্তুতির সময় দেওয়া হয়নি এই যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তখন সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। প্রধান উদ্যোক্তা ডাঃ হরিপ্রসাদ তখন গান্ধীজির শরণাপন্ন হন। 14 Jan 1920 [২৯ পৌষ] গান্ধীজি লেখেন : '…as

one of the reasons for your inability to attend was the shortness of notice given to you, it was decided to postpone the holding of the Conference to Easter. It could be done without violating any canon of propriety as the Conference is not an annual fixture meeting at an appointed time. I know that you would come if your health and other consideration make it possible for you to accept the invitation and I sincerely hope that the capital of Gujrat will have the honour of receiving you during Easter.'[১১৫] গান্ধীজির অনুরোধ রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করতে পারেননি। তাছাড়া এই সময়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যথেষ্টসংখ্যক গুজরাটি ছাত্র পড়াশোনা করছে ও তাদের অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্যও করছিলেন উদারভাবে। তাই গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদ ও সেখানকার দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের সঙ্গে যোগ স্থাপনের এই সুযোগ তিনি ত্যাগ করতে চাননি। মার্চ মাসের কোনো সময়ে সম্মতি জানিয়ে গান্ধীজিকে তিনি দুটি টেলিগ্রাম পাঠান, সেগুলি অবশ্য পাওয়া যায়নি। গান্ধীজি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে লেখেন [11 Mar : ২৮ ফাল্গুন] :

...Every effort is being made not to overload you with engagements or tamashas. Will you please let me know, if necessary by wire, how long you will be able to give to Gujarat and whether you could visit one or two important centres. The second question is regarding your residence. Will you put up at the Ashram? Nothing would delight me more than to have you at the Ashram. I am most anxious that you should give the benefit of your presence to the many at the Ashram who claim to have been your pupils. Apart from the Gujarati boys and girls and the Sindhi lad Girdhari whom you may recall, Manindra is here still and Saraladevi's son, Deepak, is also at the Ashram. It is situated about four miles from the centre of Ahmedabad and stands on the ridge on the bank of the Sabarmati.

You can, then, either stay at the Ashram or at a private bunglow in Ahmedabad with all the modern appointments. I need not say that you your health and comfort are the primary consideration and your wishes will be faithfully carried out. Will you please also let me know any special arrangements or things you will desire?[১১৬]

আচার্য জে. ভি. কৃপালনীর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরধারি কিছুকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়েছিলেন ও সরলা দেবী চৌধুরানীর একমাত্র পুত্র দীপক তখন সবরমতী আশ্রমের ছাত্র— মণীন্দ্রের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।

চৈত্র ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৬ [১৯/২/৬] :

৫২৪–২৬ 'সাহিত্য-বিচার' দ্র ঘরে-বাইরে [গ্র.প.] ৮। ৫২৭–৩০

সবুজ পত্র, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬ [৬/ ১১–১২] :

৫৬৭–৭৫ 'আমার কথা' দ্র লিপিকা ২৬। ১৬২–৬৭ ['প্রাণমন']

শান্তিনিকেতন, চৈত্র ১৩২৬ [১/১২] :

১–২ 'দ্বন্দ্ব' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪ [প.ব.]। ৯১৮–২১

৩–৪ 'ভারত ইতিহাস চর্চ্চা' দ্র ইতিহাস ১৫ [প.ব.]। ৫২৮–৩০

৬–৭ 'অতিথি'

The Modern Review, April 1920 [Vol. XXVII, No. 4]:

365–67 'Karna and Kunti' দ্র *Fugitive* [1921]/ III

'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধটির সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী সবুজ পত্র বন্ধ করে দিতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখলে তিনি ১৪ ফাল্গুন [26 Feb] লিখেছিলেন : 'তুমি যে এতদিন সবুজপত্র চালিয়ে এসেচ এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। উজানস্রোতে সাহিত্যের লগি ঠেলা বারোমাস মানুষের ভাল লাগে না। ...আচ্ছা, তাই সই, সবুজপত্রের যজ্ঞাবসানে পাঠকবিদায়-স্বরূপে আমার শেষ দেয় কিছু দেব— তার পরে গেট বন্ধ করে দিয়ো।'[১১৭] এইটিই সেই রচনা। সবুজ পত্র অবশ্য তখনই বন্ধ হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন ভাদ্র ১৩২৮-সংখ্যায়; অবশ্য মাঝে দীর্ঘকাল তিনি বিদেশে ভ্রমণ করছিলেন।

৩ অগ্র বুধবার [19 Nov] রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে দুটি ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি পৌষ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়েছিল— অপরটি 'দ্বন্দ্ব' নামে এখানে প্রকাশিত হল।

অধ্যাপক ফুশে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শান্তিনিকেতনে এসে প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ে যেসব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সম্ভবত তাদেরই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ 'ভারত ইতিহাস চর্চ্চা' প্রবন্ধটি রচনা করেন। ইতিপূর্বে একাধিক রচনায় তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতের ইতিহাস অন্যান্য দেশের মতো রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়। এখানে এই মতের পুনরাবৃত্তি করে তিনি জাতিসমস্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। বিশ্বভারতীতে তখন সিংহলের শ্রীধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর অধীনে মহাযান বৌদ্ধপুরাণের অনুশীলনের মাধ্যমে ভারত-ইতিহাসের একটি অচর্চিত অধ্যায় সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছাত্রদের আহ্বান করলেন প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে।

'অতিথি' সম্ভবত একটি মন্দির-ভাষণের লিখিত রূপ।

'Karna and Kunti' 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর ইংরেজি অনুবাদ।

গুজরাট সাহিত্য পরিষদের আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাঁর সম্মতি পেয়ে গান্ধীজি প্রচারকার্য শুরু করেন। গুজরাটি 'নবজীবন' পত্রিকায় 7 Mar [28 ফাল্গুন] তিনি গুজরাটি ভাষায় যে টীকা প্রকাশ করেন তার ইংরেজি অনুবাদ গান্ধী-রচনাবলিতে প্রদত্ত হয়েছে, দীর্ঘ হলেও আমরা সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি প্রদেশবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি তিনি তুলে ধরতে চাইছিলেন তার উদাহরণ হিসেবে :

Sir Rabindranath's Visit

The Sahitya Parishad will be held in April. News had been received that Sir Rabindranath Tagore will grace the Conference with his presence. His visit will be no ordinary event. He is not a politician, but a great poet. In India, certainly he has no equal. Our friend Andrews is himself a poet and in his opinion Sir Rabindranath has no equal today even in Europe.

As he is a poet, so is he a philosopher and believes in God. Andrews has even called him a prophet. This great poet is a priceless gem of India. No one can deny that his poetry is full of spiritual wisdom, ethical ideals and other noble elements. His *Gitanjali* and *Sadhana* stand in a world apart; his stories are full of childhood's joy and, equally, of thought and art.

I should like the capital city of Gujarat to accord him a befitting reception. Deafening cheers are not the right thing for him. Despite the crowd, we should avoid jostling and make way for one beloved of us. The way we decorate the roads should have nothing of the West in it but should be in the manner of the East. He is as great a connoisseur of painting and music as he is a great poet. The expression of our feelings, therefore, should be quiet, artistic and so sincere as to be free in all respects from ostentation or sentimentality. I request the organizers to apply their minds from today and think out proper arrangements so that our guest may feel no strain and Gujarat may accord, with religious fervour, a welcome worthy of itself and the poet.[১১৭]

খুবই সুন্দর লেখা, কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাইটহুড-ত্যাগের প্রায় এক বছর পরেও গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের নামের আগে 'স্যার' উপসর্গটি ব্যবহার করেছেন!

গান্ধীজি 28 Mar [১৫ চৈত্র] 'নবজীবন'-এ আরও একটি টীকা লিখে রবীন্দ্রনাথের সপ্তাহকালীন ভ্রমণের সময়ে জনসাধারণকে সংযত সৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর শরীর সুস্থ নয় বলেই তিনি অধিকসংখ্যক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না, তাঁর সভায় জনসাধারণ যেন সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে। তাহলে হয়তো তাঁকে সুরাট ও ব্রোচেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর পরে গান্ধীজি লিখেছেন : 'How can we honour him best? By helping his enterprise financially. He is deeply attached to his Santiniketan Ashram and the school it runs. The Ashram was founded by his father and the School by himself. He meets the expenses for these from donations received. He has used his own money, too, for these enterprises of his.' গত বৎসর মাদ্রাজ ভ্রমণের সময়ে তিনি সর্বত্র শান্তিনিকেতনের জন্য আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিলেন। 'We think it will create an excellent impression if something like that happens in Gujarat too. We hope this will be borne in mind at every place he visits.'[১১৮]

১২ চৈত্র [বৃহ 25 Mar 1920] বিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে তিন মাস গ্রীষ্মাবকাশের সূচনা হয়, তখন ভাবা হয়েছিল পুজোর ছুটি মাত্র এক সপ্তাহ দেওয়া হবে। এর পর ১৬ চৈত্র [সোম 29 Mar] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা

থেকে সদলবলে বোম্বাই রওনা হন। 'আশ্রমসংবাদ'-এ [শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৭। ১] জানানো হয়েছে : 'ছুটির আরম্ভেই গুরুদেব বোম্বাই যাত্রা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশি তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। মিঃ এণ্ড্রুজ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।' ক্যাশবহিতে লেখা হয় : 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের জন্য হাওড়া হইতে বম্বে পর্য্যন্ত ১খানি প্রথম শ্রেণীর compartment Reserve হয় তাহার ব্যয় ৪ খানা টিকিট ১১৩ ২৬ হিঃ ৪৫২ ল° ১০ চৈত্র তাঁকে 'বম্বে গমন কালীন নগত' ১০০০৲ টাকা দেওয়া হয়।

সংবাদপত্রের কর্তিকার অভাবে রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের সঠিক বিবরণ প্রস্তুত করা দুরূহ। নানা সূত্র মিলিয়ে একটি রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন :

পথে পথে অনেক সম্বর্দ্ধনার সমারোহ পার হইয়া বোম্বাই পৌঁছিলাম। বোম্বাই যাইবার রাস্তায় যে সব কঠিন অনুর্ব্বর প্রদেশ, সেখানে গাছপালা নাই, কোনো রং নাই। সেখানে মেয়েদের ঘাগড়ায় ওড়নায় রঙের অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের এই রংটুকু দেখিয়া বলিলেন, "তবু এদের এতটুকু দরদ আছে যে, একটু রং দিয়া আমাদের নয়নকে তৃপ্ত করিতেছে। বাংলা দেশে প্রকৃতির মধ্যে রঙের অন্ত নাই, কিন্তু সেখানে মেয়েদের বসনভূষণে একেবারে রঙের অভাব।"

ঘাটপর্বতে পৌঁছিতেই প্রকৃতির গম্ভীর সৌন্দর্য্যের সাগরে কবিগুরু ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু কল্যাণ ষ্টেশনে আসিতেই ভোলানাথ সারাভাই প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত লোক অভ্যর্থনা করিবার জন্য বোম্বাই হইতে আসিয়া ট্রেনে উঠিলেন। বোম্বাই স্টেশনে বিপুল একটি অভ্যর্থনা পার হইয়া, বোম্বাইয়ে দিনটুকু মাত্র কাটাইয়া, রাত্রির গাড়ীতেই আমেদাবাদ রওয়ানা হওয়া গেল। বড়োদার স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন রীতিমত রাত্রি আছে। ···

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট হইল।[১১৯]

আমেদাবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন জায়গা নয়, প্রায় ৪২ বছর আগে তিনি এখানে শাহিবাগের প্রাসাদে তিন মাস কাটিয়েছিলেন; প্রার্থনা সমাজে ব্রহ্মসংগীতও গেয়েছিলেন। এবারে এখানে এসে তিনি মিলমালিক অম্বালাল সারাভাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ করলেন 1 Apr [১৯ চৈত্র]। গান্ধীজি লিখেছেন : 'The visit of the greatest poet of the age to Gujarat is no small event. And Gujarat has honoured itself by extending to the poet a royal welcome in its capital.'[১২০] ক্ষিতিমোহন লিখেছেন : 'আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট হইল। ···নানা রাজনীতিগত আলাপ-আলোচনা লইয়াও লোকের পর লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল।'

2 Apr [শুক্র ২০ চৈত্র] আমেদাবাদে হরগোবিন্দদাস কাঁটাওয়ালার সভাপতিত্বে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির কিছু-কিছু অংশ বাদ দিয়ে 'Construction *versus* Creation' নামে *Lectures and Addresses* [1928] গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। অবশ্য গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিবেদনে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি 'Tagore's Reply' নামে ছাপা হয়েছিল। অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' [১৩৮৯] গ্রন্থে প্রবন্ধটির একটি অসামান্য সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন :

আমাদের সভ্যতায়, আমাদের জীবনযাপনে, কীভাবে কোথায় সৃষ্টির চেয়ে নির্মাণের দিকে ঝোঁক হয় বেশি, সেইটে এখানে দেখাতে চেয়েছিলেন কবি। বলেছিলেন সেখানে : উপাদান আর তার প্রকাশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হয় যখন, তখনই আমরা পাই সৃষ্টিকে; আর উপাদান যখন নিজেকেই প্রকাশ করে তার উগ্রতায়, তার বিচ্ছিন্নতায়, সে হলো আমাদের নির্মাণের জগৎ। এ নির্মাণের যে কোনো প্রয়োজন নেই তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়ো-কোনো সৃষ্টির অভিমুখী না হলে ব্যর্থ সে নির্মাণ, সেই হলো এক যান্ত্রিকতা।

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছিলেন একটি মৌলিক ইংরেজি কবিতা দিয়ে :

He, who is one, and without caste and colour,
Who with his manifold power provides people of all colours
with what are their intrinsic needs;
Who is in the beginning and in the end of all, the shining one,
Let him unite us with the wisdom which is good.

অর্থের আধিপত্য আমাদের মস্তিষ্ককে অধিকার করে কীভাবে আমাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করছে, তার উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে তাঁর জাপানযাত্রার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন :

The first thing that shocked me with a sense of personal injury was the sight of the ruthless intrusion of factories on both banks of the Ganges, where they are most unbecoming in their brazen-faced effrontery. The blow which it gave to me was owing to the precious memory of the days of my boyhood when the scenery of this river was the only great thing near my birthplace reminding me of the existence of a world made by God's own hands.

রবীন্দ্রনাথের পরে গান্ধীজি গুজরাটি ভাষায় ভাষণ দিতে গিয়ে কিন্তু সাহিত্যে নির্মাণের উপরই জোর দিলেন। তিনি বললেন, জনসাধারণের উন্নতির জন্যই সাহিত্যিকদের কলম ধরা উচিত, সাধারণের মুখের ভাষার অশ্লীল প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে তাঁদের। আর কবীর বা তুলসীদাসের মতো তাঁদের রচনা যদি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সহায়ক হয় তবেই তাদের মূল্যবান বলে তিনি মনে করেন। বাণভট্টের কাদম্বরী নয়, তুলসীদাসের রামায়ণই তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

Let us consider what kind of literature should be produced if we are to educate the masses. The poet gave us today the right point of view on this. He was shrewd in taking the example of Calcutta. He saw that things are the same in Ahmedabad as in Calcutta and his verbal attacks were entirely for our benefit. Sydney Smith was skilled in the art of satire. By using the pronoun "we", he tried to soften the blow; but our poet has used the pronoun "we" to mean his own people. We should see, however, that his attack is against us. Describing Calcutta, he says that the banks of the sacred Ganga are covered with huge buildings and this has turned what should be a beautiful scene of nature into an eyesore. Such a spot should fill us with thoughts of nature. Instead, when he thinks of Calcutta, his eyes fill with tears.[১২১]

সভাপতি বা অন্যান্য সাহিত্যিকদের প্রতিক্রিয়ার কথা আমাদের জানা নেই।

পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ এরপরে গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমে যান। আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকেরা রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন করেন। পরে অবশ্য এই বিষয় নিয়ে কিছু অপ্রীতিকর

কথাবার্তার উদ্ভব হয়। সংবর্ধনা উপলক্ষে অকারণে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটানো হয়েছে, মগনলাল গান্ধীর এই অনুযোগের উত্তরে গান্ধীজি 4 May তাঁকে লেখেন :

About Gurudev. I was a mere witness. I submitted to the desire of you all. Left to myself, I would not have gone in for arches, etc. I would have thought out a way of honouring him which would have cost little effort. I don't feel either way about what happened. I believe it was our duty to give him a fitting welcome. I don't think the students lost anything by being busy in this work. They merely followed the duty of service. These facts need to be borne in mind. Moreover, Gurudev is an exceptional man. He has poetry, goodness and patriotism in him. This is a rare mixture. He deserves to be honoured. What simplicity his is![১২২]

সন্দেহ হয়, শান্তিনিকেতন আশ্রমে স্বাবলম্বন-রীতি প্রবর্তনের সময়ে যে আদর্শের সংঘাত দেখা দিয়েছিল মগনলাল তার ফলে আহত বোধ করেছিলেন— এই রীতি পরিচালনার জন্য গান্ধীজি তাঁকেই আশ্রমে রেখে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন : '...[Gurudev] visited Sabarmati accompanied by Deenabandhu [Andrews] and the speaker himself. The affectionate hospitality of Kasturba was something that could not be easily forgotten.'[১২৩] রবীন্দ্রনাথ সদলবলে সেই রাত্রিটি সবরমতী আশ্রমে কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে প্রাত্যহিক উপাসনায় ভাষণ দেন। এরপরে তাঁরা আমেদাবাদে অম্বালালের গৃহে ফিরে আসেন।

ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন : 'সাহিত্য-সম্মেলনের কাজটুকু চুকিলেই আমেদাবাদের মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানকার বনিতা-বিশ্রাম মেয়েদের একটি বড় প্রতিষ্ঠান। সেখানে যাইয়া মেয়েদের আদর্শ ও সাধনার বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য কবির কাছে তাগিদ আসিল। তিনিও রাজি হইলেন।'[১২৪] গান্ধীজির প্রভাব সেখানকার মেয়েদের উপরও পড়েছিল, রাজনীতির আবর্তে তাঁরাও তখন ভাসমান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁরা কীভাবে গ্রহণ করবেন, সেটি চিন্তার বিষয় ছিল। তাছাড়া প্রধান উদ্যোগী বিদ্যা গৌরী ও সারদা গৌরী গ্র্যাজুয়েট হলেও সেখানে অধিকাংশ মেয়েই ইংরেজি জানতেন না, কাজেই রবীন্দ্রনাথ কোন্ ভাষায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করবেন তা নিয়েও সমস্যা দেখা দিল। শেষকালে ঠিক হল রবীন্দ্রনাথ বাংলাতেই তাঁর বক্তব্য বলবেন, ক্ষিতিমোহন তা অনুবাদ করে দেবেন হিন্দিতে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, দৈত্যেরা যখন স্বর্গরাজ্য অধিকার করল তখন দেবতারা বহু চেষ্টাতেও তার পুনরুদ্ধার করতে না পেরে শিবের শরণাপন্ন হয়ে দেখলেন তিনি আছেন ব্রহ্মসমাধিমগ্ন অবস্থায়। তাঁরা দেখলেন সমাধিস্থ শিবকে জাগাবার সাধ্য তাঁদের নেই, কেবল গৌরীই পারেন তাঁর ধ্যান ভাঙাতে। নারীর ঐকান্তিক তপস্যায় যদি শিব জাগ্রত হন তবেই দেবতাদের কিছু আশা, নইলে যুদ্ধনীতি রাজনীতি সব নীতিই ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন গৌরী তাঁর নির্মল চিন্ময় তপস্যাতে শিবকে জাগালেন, স্বর্গরাজ্য মুক্ত হল। এই পৌরাণিক উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, আজ ভারতবর্ষ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত। পুরুষেরা নানাবিধ কূটনীতির চর্চায় নিমগ্ন, কিন্তু তা নিষ্ফল হবে। মেয়েদের উচিত তার অনুকরণ না করে অন্তরাত্মার সত্যকে আবিষ্কার করে সত্য সাধনায় ব্রতী হওয়া। তিনি বললেন :

তোমরা ভুলিও না যে তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই আদি তপস্বিনী গৌরী সুপ্ত আছেন। তাঁহাকে জাগাও। পরমকল্যাণময়ের সহিত যোগযুক্ত হইবার তপস্যার মধ্যে আপনাদের দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা অন্তরের মোহের দ্বারা বিচলিত হইয়া তপস্যার অচল আসন হইতে তোমরা বিচ্যুত হইও না।[১২৫]

আমেদাবাদে কয়েকদিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় রাজ্য ভাবনগরের উদ্দেশে রওনা হন। স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টানী তখন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই উদ্যোগে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ভাবনগর হইতে অনেকে আসিয়াছিলেন। আমেদাবাদ হইতে করুণাশঙ্কর ভট্টজী আমাদের সঙ্গী হইয়াছেন। ভাবনগরের বৃদ্ধ মণিশঙ্কর মেহতাজী সর্বদা আমাদের যত্ন করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগকে বিস্মিত করিলেন ভক্তবৃদ্ধ প্রাণজীবন উদ্ধবদাস ঠাকুর। তিনি বড়ঘরের মানুষ, বৃদ্ধ অভিজাত। কিন্তু বৈষ্ণব ভাবে ভরপুর হইয়া তিনি যে ভাবে আমাদের সেবায় প্রবৃত্ত, তাহাতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। তিনি কানে কম শোনেন, কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন মুখখানিতে একটি স্বর্গীয় ভাব দীপ্যমান।[১২৫]

পথে রবীন্দ্রনাথকে যে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সফরসঙ্গী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার :

কাঠিওয়াড়ের ছোট বড় সমস্ত ষ্টেশনে দশ পনের মাইল দূর হইতে দারুণ গ্রীষ্মে দ্বিপ্রহরের সময়ও সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া চাষী গৃহস্থরা পর্য্যন্ত একবার তাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, দিনে রাত্রে এ জনতার বিরাম ছিল না। ফল ফুল মাল্য চন্দনের স্তূপে [য] গাড়ীর কামরা ভরিয়া উঠিত। অসূর্য্যম্পশ্যা বধূরা শিশু সন্তানদের তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিতেন। সহরে পৌঁছিবার পর তাঁহার গাড়ী জোরে চলিবার উপায় থাকিত না, যাঁহার গৃহের সম্মুখ দিয়া মোটর যাইত তাঁহার বাড়ীর ছেলে মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে মাল্য চন্দন দিত বধূরা আসিয়া বরণ করিতেন, কেহ বা নিজের হাতে কাটা রঙ্গীন সূতার মালা তাঁহাকে পরাইয়া দিতেন। কোনও মন্দিরের সম্মুখ দিয়া গেলে পুরোহিতেরা আসিয়া ধান্য দুর্ব্বা দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।[১২৬]

6 Apr [মঙ্গল ২৪ চৈত্র] জনসাধারণের সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। সন্তোষচন্দ্র এর অনুলেখন পৌষ ১৩৩১-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ [পৃ ২২৪–২৬] প্রকাশ করেন; তিনি পাদটীকায় লেখেন : ‘১৯২০ সালের ৬ই এপ্রিল কাঠিওয়াড়ের ভাবনগরে এই বক্তৃতাটি গুরুদেব দেন। ইহাই বোধ করি তাঁহার প্রথম হিন্দী বক্তৃতা। ইহার পরও তিন চার বার তিনি গুজরাটে হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়াছেন। ভাল করিয়া হিন্দী না জানা সত্ত্বেও বক্তব্য বিষয়টি ইংরাজি ভাষা অপেক্ষা হিন্দীতে যে সেখানে সাধারণের অন্তরে সহজে এবং ঠিক মত প্রবেশ করিত, ইহা আমরা বারম্বার লক্ষ্য করিয়াছিলাম।’ এর আগে শান্তিনিকেতনে আগতা গুজরাটি মহিলাদের সঙ্গে হিন্দিতে বাক্যালাপ করা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে একটি কৌতুকপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন [৩০ আষাঢ় ১৩২৫], তা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। নমুনা হিসেবে এই বক্তৃতাটিরও প্রথমাংশ উদ্ধৃত করছি :

আপকী সেবামে খড়া হোকর বিদেশীয় ভাষা কহুঁ য়হ হম্ চাহতে নহী। পর জিস্ প্রান্তমেঁ মেরা ঘর হৈ বহাঁ সভামে কহনে লায়েক হিন্দী কা ব্যবহার হৈ নহী।

মহাত্মা গাঁধি মহারাজকীভী আজ্ঞা হৈ হিন্দিমে কহনেকে লিয়ে। যদি হম্ সমর্থ হোতা তব ইস্‌সে বড়া আনন্দ ওর কুছ হোতা নহী। অসমর্থ হোনে পর ভি আপকি সেবামে মৈ দো চার বাত হিন্দীমে বোলুংগা।

সারী রাহমে আপ্-সভোঁকা সমাদরকা স্বাদ পাতে পাতে হম আয়ে হৈঁ। হরেক ষ্টেশনমে বালবৃদ্ধবনিতা হমকো সৎকার কিয়ে হৈঁ। মেরা ঘটতো পূর্ণ হোনেকো চলা হৈ, পর্ পূর্ণ ঘটসে আবাজ নিকলনে চাহতী নহী। তৌভী নিঃশব্দমে য়ানে খামোশ রহকর আপকী প্রীতিকা অর্ঘ্য গ্রহণ করুঁ ঐসী অসভ্যতাভী সহ সকূঁ কিস্ তরহ সে?

এর পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, তিনি কবিমাত্র— বাক্য তো তাঁর কণ্ঠে নেই, আছে হৃদয়ে। তাঁর বাণী এইরকম সভায় বেরোতে চায় না, সে থাকে ছন্দের অন্দরমহলে। বাণীর সাধনায় তিনি সারাজীবন নির্জনবাস স্বীকার করেছেন, সেইজন্যেই পৌরসভার যোগ্য হতে পারেননি। লোকালয় থেকে দূরে থাকলেই তাঁর সুর

সেখানে পৌঁছয়, কিন্তু সকলের সামনে তাঁকে টেনে আনলে হৃদয় ভরে গেলেও তাঁর মুখ ফোটে না। সমাদর করে তাঁকে আজ মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়েছে, কবির কাছে চাওয়া হচ্ছে বক্তৃতা— বাঁশিকে লাগানো হচ্ছে লাঠির কাজে। বিধাতা তাঁকে কবিত্ব দিয়েছেন, বক্তৃতার শক্তি দেননি। সভায় দাঁড়িয়ে আনন্দ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, কিছু কাজের কথা বলার শক্তি তাঁর নেই। জনসাধারণ তাঁর প্রতি যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিদান দিতে না পেরে তিনি হার মানছেন— কিন্তু হার কেবল মুখের কথার অভাবের জন্য, তাঁদের সঙ্গে যে প্রীতির সম্বন্ধ রচিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ে কোনো অভাব আছে বলে তিনি মানতে রাজি নন। তাঁদের কাছ থেকে যে প্রীতি ও সমাদর তিনি লাভ করেছেন, তাকে তিনি ঈশ্বরের অযাচিত দান বলে মনে করেন। সেই দানের যোগ্য হবার সাধনা করাই তাঁর কাজ। সেই সাধনা কবির সাধনা।

কিন্তু কবির সাধনা কী জিনিস? সে আর কিছু নয়, আনন্দের তীর্থে রসলোকে বিশ্ববিধাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে সর্বমানবের মিলনগানে বিশ্বদেবতার অর্চনা করা। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সর্বমানবকে— শক্তির ক্ষেত্রে যেখানে দিনরাত্রি লড়াই চলছে, নাকি সেই বাজারে যেখানে কেনাবেচার কোলাহলে কান বধির হয়ে যায়? রবীন্দ্রনাথ বললেন, কবির বাঁশি পথের চৌমাথায় শোনানোর জন্য। যে প্রেমের পথে ঈশ্বর তাঁকে আহ্বান করছেন সেখানে যাওয়ার সম্বল দুঃখকে স্বীকার করা, নিজেকে পুরোপুরি দান করা— আর ঐ পথের পরমলাভ তিনি, যিনি তাঁর পরমাগতি, পরমসম্পৎ, পরমলোক ও পরম আনন্দ। ঈশ্বরের সেই চরণপদ্মে ভারতের চিত্ত এক হয়ে গেলে সেই ভাব সারা পৃথিবীকে ঐক্যের পথ দেখাবে।

সুন্দর পৃথিবী, উদার আকাশ, পবিত্র সূর্যালোকে মানুষ জন্ম নিয়েছে মারামারি কাটাকাটি করে মরবার জন্য নয়— এই সুন্দর জগতে চিরসুন্দরের স্পর্শলাভ করার জন্য, এই পবিত্র আলোকে চিরপাবনের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। এই বাণী ভারত একদিন সারা পৃথিবীকে শুনিয়েছিল— কিন্তু সেই বাণী যবে থেকে তার কণ্ঠে মলিন হয়েছে তখন থেকেই তার দারিদ্র্য ও অপমানের সূচনা। আবার ভারতকে সেই সাধনায় বসতে হবে— তপস্যা করতে হবে সারা পৃথিবীর জন্য। দুর্দিন এসেছে আজ, বিশ্ব বসুন্ধরা তাপিত হয়েছে, শ্যামল বসুধা হয়েছে রক্তে পঙ্কিল ও পাপে মলিন। আজ ভারতের চিরদিনের সাধনার শূন্য আসন আবার গ্রহণ করতে হবে। ব্রহ্মলোকের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে বিশ্বের সর্বত্র।

এই সমস্ত জায়গা ক্ষিতিমোহনের অত্যন্ত পরিচিত, মধ্যযুগের সন্তকবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আগেই এখানে এসেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে তিনি নিয়ে গেলেন বলবন্ত রায় ঠাকুরের বাড়ি মন্দিরা বাজিয়ে ভক্তদের ভজনগান শোনানোর জন্য। 'সেখানে ভক্তনারীদের মন্দিরায় অপূর্ব ছন্দে ভজন এবং তাহার সঙ্গে সর্বদেহের ছন্দে ছন্দে প্রণিপাত দেখিয়া কবিগুরু একেবারে মুগ্ধ হইলেন। ভক্তেরা মীরার কয়েকটি গান করিলেন আর গাহিলেন ভাণভগত, রবি সাহেব, জীবন সাহেব প্রভৃতির সব ভজন।' ক্ষিতিমোহন সেখানে একজন অভিজাত বংশের সংসারত্যাগী সাধকমাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন। 'এই তপস্বিনীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া গুরুদেব অতিশয় তৃপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আজ একটি যথার্থ নারীর দেখা পাইলাম, নারীর সাচ্চা উক্তি শুনিলাম, নারীদের মুখে পুরুষদের কথারই পচা পুনরুক্তি শুনিতে শুনিতে কান একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে।"'[১২৭]

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন :

কবির পরবর্তী গন্তব্যস্থান লিম্‌ডি। ইহাও কাঠিয়াবাড়ের অন্যতম ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এখানকার রাজা বিশ্বভারতীর কর্মীদের স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা কবিকে দান করেন; সেই টাকার সুদ হইতে অসুস্থ কর্মীদের শৈলাবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইত। পরবর্তীকালে এই অর্থ সাধারণ তহবিল-ভুক্ত হইয়া যায়— দাতার ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নাই। এখন তাঁহার নাম বিশ্বভারতীতে অজ্ঞাত। ···

লিম্‌ডি হইতে কবি আহমদাবাদে আসিয়া পুনরায় অম্বালালের গৃহে উঠিলেন। সেখান হইতে একদিনের জন্য নাদিয়াদে বক্তৃতা করিয়া আসিয়া সেইরাত্রে বোম্বাই যাত্রা করেন (৯ এপ্রিল)।[১২৮]

—আমরা এই বিষয়ে আর-কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।

11 Apr [রবি ২৯ চৈত্র] বোম্বাইতে ছাত্রদের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ একটি জনসভায় ভাষণ দেন। *The Indian Daily News* [13 Apr]-এর প্রতিবেদনে লেখা হয় :

On the invitation of the Students' Brotherhood, Dr. Rabindranath Tagore delivered a public address on Sunday and received an enthusiastic reception on his first public appearance in Bombay. Sir Narayan Chandravarkar, who presided on the occasion, welcomed him on behalf of the Bombay public in eulogistic terms calling him the premier poet of India and maker of modern times. The subject of his speech was "the mission of youth". Dr. Tagore in his lecture expressed his wish not to come before the students who composed the audience in the capacity of a teacher who was old and revered and held at a distance but rather as one who was young in heart and had the deepest sympathy with youth. In India the students of present generation need more than anything else to be constantly reminded that they are young and that it is their duty to find out truth for themselves and to build a new age with their own lives not dwelling merely on the past. ...To remain stationary is to miss truth altogether and to reduce to beggary and make oneself dependent for knowledge and health and wealth upon the fortunate nationals who are on the road of progress.

At the conclusion of the address the president presented Dr. Tagore rupees five hundred for his school Shanti Niketan on behalf of the gathering.

গান্ধী-রচনাবলি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এইদিন রাত্রে শ্রীমতী পেটিটের বাড়িতে তাঁর সম্মানে প্রদত্ত একটি বিশাল পার্টিতে যোগ দেন। গান্ধীজি খাদির মহিমাকীর্তন করতে গিয়ে গুজরাটি ভাষায় নবজীবন-এ [25 Apr] লেখেন, সরলা দেবী চৌধুরানী জাতীয় আন্দোলনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করেছেন। জাতীয় সপ্তাহে তিনি খাদি শাড়ি ও ব্লাউজ পরবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গান্ধীজি ইতিপূর্বে কোনো মহিলাকে খাদি শাড়ি ব্যবহারে রাজি করাতে পারেননি, তাই ভেবেছিলেন সরলা দেবী তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন; কিন্তু তিনি সাগ্রহে তাঁরই মতো মোটা খাদি ব্যবহার করতে চাইলেন। এইরূপ শাড়ি পরেই তিনি জাতীয় সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। 'When her maternal uncle [Rabindranath] saw her in this dress, he also remarked: "If you don't feel embarrassed yourself, there is nothing wrong with this dress. You can go anywhere in it." There was a big party on the 11th at Mrs. Petit's in honour of the poet and she had to decide whether she could attend it in khadi. She then remembered the

poet's remark and honoured that party by attending it in this same khadi dress. She received no less respect than she used to in her costly silk saris. ...Thus, the uncle and the niece, who have acquired a reputation in the country for their artistic sense, did not reject khadi from that point of view at any rate. On the contrary, they introduced khadi as a dress for women in gatherings of rich people.'[১২৯]

13 Apr [মঙ্গল ৩১ চৈত্র] ছিল জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের সাংবৎসরিক ও জাতীয় সপ্তাহের শেষ দিন। এই উপলক্ষে মহম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে ফ্রেঞ্চ ব্রিজের কাছে খোলা ময়দানে একটি বিরাট সভা হয়। জিন্নারই আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠান। *The Indian Daily News* [15 Apr] লিখেছে : 'At the outset, the president announced that the poet Rabindranath Tagore was unable to be present, but had sent a message which he called upon Mr. C. F. Andrews to read.' পত্রিকাটি অতঃপর সম্পূর্ণ বাণীটি উদ্ধৃত করে। আমরা অমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ [পৃ ৯৩–৯৫] থেকে উক্ত দীর্ঘ রচনাটি সংকলন করে দিচ্ছি। ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধে নাইটহুড পরিত্যাগের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে ধিক্কার বর্ষণ করেছিলেন, এই বাণীতে তা তীব্রতর— কিন্তু লক্ষণীয়, জালিয়ানওয়ালা বাগে স্মরণচিহ্ন স্থাপনের যে প্রস্তাব উঠেছিল তিনি তা সমর্থন করতে পারেননি :

A great crime has been done in the name of law in the Punjab. Such terrible eruptions of evil leave their legacy in the wreckage of ideals behind them. What happened in Jallianwalla Bag is itself a monstrous progeny of a monstrous war, which for four years had been defiling God's world with fire and position [?poison], physical and moral. The immensity of the sin, through which humanity had waded across its blood-red length of agony, has bred callousness in the minds of those who have power in their hands, with no check of sympathy within, or fear of resistance without. The cowardliness of the powerful, who owned no shame in using their machines of frightfulness upon the unarmed and unwarned villagers, and inflicting unspeakable humiliations on their fellow-beings behind the screen of an indecent mockery of justice— not feeling for a moment that it was the meanest form of insult to their own manhood— has become only possible through the opportunity which the late war had given to men for constantly outraging their own higher natures, trampling truth and honour under foot. This disruption of the basis of civilisation will continue to produce a series of moral earthquakes, and men will have to be ready for still further sufferings. That the balance will take a long time to be restored is clearly seen by the suicidal ferocity of vengefulness ominously tinging red the atmosphere of the peace deliberations.

But we have no place in these orgies of triumphant powers, rending the world to bits according to their own purposes. What most concerns us is to know that moral degradation

not only pursues people inflicting indignities upon the helpless, but also their victims. The dastardliness of cruel injustice, confident of its impunity, is ugly and mean. But the fear and impotent anger, which are apt to breed upon the minds of the weak, are no less abject.

Brothers, when physical force, in its arogant faith in itself, tries to crush the spirit of man, then comes the time for man to assert that his soul is indomitable. We shall refuse to own moral defeat by cherishing in our hearts foul dreams of retaliation. The time has come for the victims to be the victors in the field of righteousness.

When brother spills the blood of brother on the ground and exults in his sin, giving it a high-sounding name; when he tries to keep the blood-stain fresh on the soil, as a memorial of his anger, then God in shame conceals it under His green grass and beneath the sweet purity of his flowers. We who have witnessed the wholesale slaughter of the innocent in our neighbourhood, let us accept God's own office, and cover the bloodstains of iniquity with our prayer :—

"Rudra yat te dakshinam mukham tena mam pahi nityam."

—*With Thy graciousness, O Terrible, for ever save us.*

For the true grace comes from the Terrible, who can save our souls from the fear of suffering and death in the midst of terror, and from vindictiveness in defiance of injury. Let us take our lessons from His hand, even when the smart of the pain and insult is still fresh— the lesson that all meanness, cruelty and untruth are for obscurity and oblivion, and only the Noble and True are for Eternity. Let those who wish, try to burden the minds of the future with stones, carrying the black memory of their anger, but let us bequeth to the generations to come only those memorials which we can revere. Let us be grateful to our forefathers, who left us the image of our Buddha, who conquered self, preached forgiveness, and spread his love far and wide in time and space.

জালিয়ানওয়ালা বাগের জমি ক্রয় করে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনা সমর্থন করেননি। দ্বিতীয় বর্ষ বৈশাখ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ 'বৈচিত্র্য'-শীর্ষক একটি পর্যায় সংযোজিত হয়। এতে লেখকের নাম না থাকলেও মনে হয়, উক্ত বিষয়ে যে-রচনা প্রকাশিত হয় সেটি রবীন্দ্রনাথের লেখা :

…কোনও চিহ্নের [য] দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈবচ। নিরস্ত্র নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা, সেই অত্যাচার দীনভাবে বহন করাও কাপুরুষতা, কেননা কর্ত্তব্যের গৌরবে বুক পাতিয়া অস্ত্র গ্রহণ করায়, মাথা তুলিয়া দুঃখ স্বীকার করায় পরাভব নাই। যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনও পক্ষেই বীর্য্যের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না সেখানে কোন্ কথাটা সমারোহপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া রাখিব? আমাদের রাজপুরুষেরা কানপুরে ও কলিকাতায় দুষ্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদেরই অনুকরণ করিব? এই অনুকরণ চেষ্টাতেই কি আমাদের যথার্থ পরাভব নহে?

রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন, কোনো রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে নয়, নিপীড়িত মানবতার প্রতি বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষায়— নিপীড়নের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন একই মনোভাব থেকে, মানবতার দ্বিপাক্ষিক অবক্ষয়ের ইতিহাসকে চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসকে তিনি অবমাননাকর বলে মনে করেছেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

গত বছর ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে প্রতিমা দেবী মরণোন্মুখ হয়েছিলেন। বিপদ কেটে যাওয়ার পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রথীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলঙে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ২ জ্যৈষ্ঠ [16 May] তাঁরা কলকাতায় ফিরে দুদিন পরেই শান্তিনিকেতনে চলে যান। পাঞ্জাবের ঘটনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় যখন মানসিক ও শারীরিক ভাবে পীড়িত হচ্ছিলেন, তখনও তাঁরা শান্তিনিকেতনেই ছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে জোড়াসাঁকোয় কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ সুহৃদনাথ চৌধুরী ও নলিনী দেবীর কন্যা সুরমার সঙ্গে ইন্দুভূষণ সিকদারের বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল। ৩ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে লেখেন : 'সুরমার বিয়েতে নলিনী আমাকে ডেকেচে কিন্তু কলকাতায় যেতে ইচ্ছে নেই, আর বিয়ের গোলমালের মধ্যে যোগ দেবার শক্তিও নেই। আমিই অনুষ্ঠানের কাজ করব নলিনীদের এই বিশেষ ইচ্ছা কিন্তু এই সব হাঙ্গামের মধ্যে যেতে আমার কিছুতেই মন যায় না।'[১৩০] বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় ২৬ বৈশাখ [9 May] আশুতোষ চৌধুরীর বালিগঞ্জস্থ ভবনে, রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী দেবী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা যান ১৮ পৌষ ১৩২৫ শান্তিনিকেতনে। এর মাত্র চার মাস পরেই ২৯ বৈশাখ [12 May] কৃতীন্দ্রনাথ সবিতা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরে তিনি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে এই প্রসঙ্গ প্রথম দেখা যায় ২৯ শ্রাবণের হিসাবে। গোড়ায় যামিনীমোহন সেন কবিরাজ চিকিৎসা করছিলেন। তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য দরোয়ানও রাখতে হয়। ৪ কার্তিকের হিসাব : 'ডাঃ গুণেন্দ্রকুমার সেন (হিপনোটিজন ডাক্তার) দং ছোটবাবু মহাশয়ের জন্য উহাকে আনার ফি ৮৲ / অক্ষয়বাবু ডাক্তারের ফি ২৩/২৫/২৮/২৯ আশ্বিন ৮৲ হিঃ/ আফিং খাওয়া প্রকাশ করায় ডাক্তারের ফি ৪৲'— বোঝা যায়, সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছিল। ২০ অগ্র 'শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয়কে ভৌতিক চিকিৎসক বিনোদ বিহারী মোদক দেখিতে আসায় ফি ৮৲' দেওয়া হয়। 'শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় বাটী হইতে একাকী চলিয়া যাওয়ায় বোলপুরে দুইবার টেলিগ্রাম করার' হিসাব লেখা হয়েছে ২৫ অগ্র তারিখে। সবিতা দেবী ভালো ছবি আঁকতেন— ১৩২৯ সালের 'শ্রেয়সী' পত্রিকায় তাঁর আঁকা কয়েকটি ছবি ছাপা হয়েছিল।

নলিনী দেবীর আর-এক কন্যা অপর্ণার বিবাহ হয় গগনেন্দ্রনাথের পুত্র নবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আষাঢ় মাসে। ড চিত্রা দেব লিখেছেন : 'অপর্ণার গান ও বেহালা বাজানোর কথা ইন্দিরা বারবার বলেছেন। শোনা গেছে দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত "দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার" ও "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে" তাঁর কণ্ঠে যত ভালো শোনাতো অমনটি আর কেউ গাইতে পারতেন না।'[১৩১] কিন্তু এই আন্তঃপারিবারিক বিবাহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো

কারণে বিরক্ত হয়েছিলেন; একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'অপুর বিবাহের নিমন্ত্রণ আমি ত নেবনা। কিন্তু দ্বিপুই ত এই বিবাহ নিজে ইচ্ছা করে ঘটিয়েচেন এখন নিমন্ত্রণের কথা নিয়ে এত ভাবচেন কেন?'[১৩২]

একই চিঠিতে তিনি লেখেন : 'মনীষার ছেলে মেয়ের খুব অসুখ। বিবাহ হয়ত পিছিয়ে যাবে। আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করচি।' হেমেন্দ্রনাথের চতুর্থা কন্যা মনীষার মেয়ে সরস্বতীর সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ১৬ শ্রাবণ [শুক্র 1 Aug]। এই ধরনের পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনেকটা সরিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু এই বিবাহানুষ্ঠানের জন্য যেমন তাঁর চিন্তা ছিল তেমনই প্রধানত এই উপলক্ষেই তিনি কলকাতায় আসেন।

সুধীন্দ্রনাথের কন্যা রমা ও এণার বিবাহ হয় অল্পকালের ব্যবধানে। অগ্রহায়ণ মাসে রমার বিবাহ হয় গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এণার বিবাহ হয় রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মাঘ মাসে। রমা ও এণা দুজনেই শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন, রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিতে এঁদের সম্পর্কে কৌতুকজনক মন্তব্য পাওয়া যায়। রমা দেবী গুণবতী মহিলা ছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁর স্বামী গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বসবাস পরে অনেক অশান্তির কারণ ঘটিয়েছিল।

বিচিত্রা-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান গত বৎসর থেকেই কমে আসছিল। এই বছরে মাত্র দুটি সভার কথা আমরা জানতে পেরেছি। ২৮ জ্যৈষ্ঠ [28 Jun] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের উপাধিত্যাগ উপলক্ষে রচিত 'নীরব নিবেদন' কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র কয়েকটি গদ্যকবিতা পড়ে শোনান এবং কয়েকটি গান করেন। ১৮ শ্রাবণ [3 Aug] আর-একটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'পাঠ' করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অবনীন্দ্রনাথ স্বরচিত 'যাত্রা' পড়ে শোনান।

ঠাকুরপরিবারে প্ল্যানচেট-চর্চার ইতিহাস বহু পুরোনো। রাঁচিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুদিনের ঘটনা ডায়ারিতে লিখে রাখেন; ২৩ আষাঢ় 'সৌম্য লিখ্‌ছিল— তারকবাবুর [পালিত] আত্মা এসেছিলেন', ২৪ আষাঢ় 'বেলা, বলু, অক্ষয়— ওদের spirit এসেছিল'।

সুরেন্দ্রনাথ জমি কেনাবেচার ফাটকা কারবার করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এর পরিণতিতে সত্যেন্দ্রনাথের ১৯ স্টোর রোডের বাড়ি-জমি বিড়লাদের কাছে বিক্রয় করে দিতে হয় 26 Nov [১০ অগ্র]। *The Amrita Bazar Patrika* [2 May 1959]-য় এই সংবাদটি পাওয়া যায় : 'The total area of Birla Park is about 20 Bighas. ...It was purchased by the Birlas from some members of the famous Tagore family on November 26, 1919. After the purchase, the old structures were demolished.'[১৩৩] বহু স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি অন্যের হাতে চলে যাওয়ার বেদনা ইন্দিরা দেবী পরিণত বয়সেও ভুলতে না পেরে লেখেন : 'এমন বাড়ী ···যে দাদার ছেলেদের ভোগে এল না তা মনে করলে দুঃখ রাখবার স্থান থাকে না।'[১৩৪] তিনি লিখেছেন, যুদ্ধের পরে হঠাৎ কলকাতার জমিবাড়ির দর বেড়ে যাওয়ায় ৬৪ হাজার টাকায় কেনা বাড়ি সত্যেন্দ্রনাথ চার লক্ষ টাকায় বেচে দেন। একই সময়ে ইন্দিরা দেবী ১ ॥ নং ব্রাইট স্ট্রিটের 'কমলালয়' নামক বাড়ি বিক্রি করেন।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে লাহোরে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, সেখানে সামরিক আইন জারির পরে গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে সরলা দেবীর স্বামী পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর দ্বীপান্তরের আদেশ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু 23 Dec 1919-এ ঘোষিত রাজকীয় ক্ষমাপ্রদর্শনে তিনি মুক্তি পান। এই সময়ে আরও একটি ঐতিহাসিক ক্ষতি সাধিত হয়। সরলা দেবী লিখেছেন : 'পঞ্জাবের পোলিটিকাল হোমাগ্নিতে আমার সব সঞ্চিত সাধের চিঠিপত্রগুলি ভস্মসাৎ হল। একটা ধরপাকড়ের আতঙ্কের দিনে একদিন বাড়িতে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমাকে নিরাপদ করার শুভ ইচ্ছায় আমার যত কিছু বাঙলা চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি ···আমার অজ্ঞাতেই হিতৈষী আত্মীয় সুহৃদেরা অগ্নিদেবতাকে উৎসর্গ করলেন।'[১৩৫] সম্ভবত এর সঙ্গে সরলা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, কিছু পাণ্ডুলিপি ও মূল্যবান কাগজপত্রও ভস্মীভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে সজনীকান্ত দাসকে বলেছিলেন : '[জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উপলক্ষে] আমাদের সেই নিরলস সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস কোনও দিনই আর লোকচক্ষুর গোচরে আসবে না। আসবে না, তার বড় কারণ এই যে, আমারই স্বহস্তরচিত সেই বিপুল উদ্যমের খসড়া যাঁদের হাতে ছিল, রাজার প্রহরীর ভয়ে তাঁরা একদিন তা নিঃশেষে অগ্নিসাৎ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আমার অনেক দিনের অনেক ভাবনা সেই সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'[১৩৬] আমাদের অনুমান, সরলা দেবী তাঁর 'রৈমা'র কাছ থেকে এই কাগজপত্রগুলি চেয়ে নিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ডামাডোলে সরলা দেবীর একমাত্র পুত্র দীপকের পড়াশোনার অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছিল বলে সরলা দেবী পুত্রকে গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমে ভর্তি করে দেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছিল 11 Nov 1918 [২৫ কার্তিক ১৩২৫]। তারপরে শুরু হয় প্যারিস পীস কনফারেন্সে শান্তির নামে য়ুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় মানচিত্র নূতন করে রচনার পালা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য :২-তে আমরা বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষ অর্থ ও সৈন্য দিয়ে মিত্রশক্তির জয়ে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রাজনৈতিক নেতারা আশা করেছিলেন এবং ভারতসচিব মন্টেগু ঘোষণাও করেন যে, যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করার গর্বে ইংরেজ শাসকেরা সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে ভারতবাসীর নাগরিক অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাড়াহুড়ো করে রাওলাট আইন পাশ করিয়ে নেয়। শাসনসংস্কারের প্রস্তাব-সংবলিত মন্ট-ফোর্ড রিপোর্টও দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেনি। শাসনসংস্কার নিয়ে বিতর্ক চললেও বিক্ষোভ তীব্রতর রূপ গ্রহণ করে রাওলাট আইনকে কেন্দ্র করে। এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন, যার পরিণতি ঘটে গত বৎসরের শেষ দিনে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে— সেইসব বিবরণ আগের অধ্যায়েই প্রদত্ত হয়েছে।

গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার, ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলুর নির্বাসন এবং জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে পাঞ্জাবের সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। লাহোর, গুজরানওয়ালা, কাসুর প্রভৃতি স্থানে বিক্ষোভ হিংসাত্মক আকার গ্রহণ করে। 14 Apr [সোম ১ বৈশাখ] গুজরানওয়ালায় হরতাল ও বিশৃঙ্খলা

দেখা দেয়। লাহোরে, অমৃতসরে ও অন্যত্র ক্ষুব্ধ জনতা টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়, ট্রেন ও অন্যান্য সরকারি বাড়ি আক্রমণ করে। সরকারও চুপ করে থাকেনি। ঐদিনই গুজরানওয়ালায় নিরীহ জনসাধারণের উপর বিমান থেকে বোমা ও মেসিনগানের গুলি বর্ষিত হয়। পাঞ্জাবের সর্বত্র সামরিক আইন বা Martial Law জারি করা হয়। সংবাদপ্রকাশের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করে অসামরিক লোকের পাঞ্জাবে প্রবেশ ও নির্গমন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সরকারি প্রেসনোট ছাড়া সেখানকার খবর জানার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

সামরিক আইন জারি হওয়ার আগে থাকতেই জেনারেল ডায়ার অমৃতসরে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিল। যে গলিতে মিস্ শেরউড আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেখানে সমস্ত পথচারীকে বুকে হেঁটে চলতে হত। প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত, নির্বিচার গ্রেপ্তার ও অত্যাচারের বিভিন্ন অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করে ডায়ার সেখানে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ডায়ার নিঃসঙ্গ ছিল না— লাহোরে কর্নেল ফ্র্যাঙ্ক জনসন, গুজরানওয়ালায় কর্নেল O'Brien, কাসুরে ক্যাপটেন Doveton ও লেফটেনান্ট-কর্নেল MacRae ও সর্বোপরি পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গবর্নর Sir Michael O'Dwyer-এর পাশবিকতার কাছে বেলজিয়ামের উপর জার্মানদের অত্যাচারও ম্লান হয়ে গেছে। এইসব ঘটনায় ভাইসরয় লর্ড চেম্স্ফোর্ডের আচরণও বিস্ময়কর। পাঞ্জাবের অশান্তিকে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্ত আখ্যা দিয়ে তিনি নরপশুগুলিকে অব্যাহত ক্ষমতা অর্পণ করেন, ঘটনাবলি পর্যালোচনা করার জন্য একবার পাঞ্জাবে যাওয়ার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেননি।

গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদে আমেদাবাদ, নাদিয়াদ ও বিরামগ্রামে ক্ষুব্ধ জনতা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও দুজনকে হত্যা করে। পুলিশের গুলিতে সরকারি হিসাবে ২৮ জন নিহত ও ১২৩ জন আহত হয়। নিজের প্রদেশবাসীর এই অনাচারে গান্ধীজি 14 Apr আমেদাবাদে গিয়ে জনসভায় বলেন : 'I think the occasion has arrived when I should offer satyagraha against ourselves for the violence that has occured.' এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি তিনদিন অনশন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। উপবাস ভঙ্গের পরে 18 Apr [৫ বৈশাখ] তিনি জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের আদর্শে যথাযথ শিক্ষা না দিয়ে আন্দোলন শুরু করাকে 'Himalayan miscalculation' আখ্যা দিয়ে আইন-অমান্য আন্দোলনকে সাময়িকভাবে স্থগিত করে দিয়ে বলেন : 'I am sorry, when I embarked upon a mass movement, I under-rated the forces of evil and I must now pause and consider how best to meet the situation.'[১৩৭] রবীন্দ্রনাথ 12 Apr-এর পত্রে এই বিষয়েই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

গান্ধীজির এই পশ্চাদপসরণের সুযোগ নিলেন চতুর চেম্স্ফোর্ড, তিনি ঘোষণা করলেন এই ধরনের বিশৃঙ্খলা তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে চূর্ণ করবেন। গান্ধীজি যখন জুলাই মাস থেকে পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করার সংকল্প ঘোষণা করেন, তখন ভাইসরয় তাঁকে হুমকি দিতে দ্বিধা করেননি। এর ফলে তিনি 21 Jul সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন :

The Government of India have given me, through His Excellency the Governor of Bombay, grave warning that resumption of Civil Disobedience is likely to be attended with serious consequences to the public security. This warning has been enforced by His Excellency the Governor himself at interviews to which I was summoned. In response to this

warning and to the urgent desire publicly expressed by Dewan Bahadur Govinda Raghava Iyer, Sir Narayan Chandravarkar and several editors, I have, after deep consideration, decided not to resume Civil Resistance for the time being.[১৩৮]

এই প্রেস-বিজ্ঞপ্তি থেকেই বোঝা যায়, গান্ধীজির নৈতিক মনোবল কতটা ভেঙে পড়েছে।

জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনাবলি বা এই উপলক্ষে তাঁর নাইটহুড ত্যাগ নিয়ে কোনো নাটকীয়তা সৃষ্টির মনোভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাই কেউ চিঠিতে বা লেখায় তাঁকে 'স্যার' বলে অভিহিত করলে তিনি আপত্তি করেননি। এই উপলক্ষে কিছু ভুল-বোঝাবোঝির সৃষ্টিও হয়েছে। একথা ঠিকই সুব্রহ্মণ্য আইয়ার যেমন তাঁর পদত্যাগপত্রেই এই জাতীয় উপাধি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। কিন্তু কোনোদিনই তিনি নিজে এই উপাধি নামের সঙ্গে ব্যবহার করেননি, এটাও সত্য। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থে প্রকাশক তাঁর নামের সঙ্গে উপাধিটি জুড়ে দিতেন। কিন্তু উপাধিত্যাগের চিঠিটি লেখার পরে সেটি আর ব্যবহৃত হয়নি। আর রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েক বছর পরে যখন তাঁর উপাধিত্যাগ নিয়ে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সেইসময়ে 'Knighthood' [*The Modern Review*, Feb 1926/ 767–78]-শীর্ষক একটি বিবৃতিতে এইজাতীয় উপাধি ব্যবহার করতে সকলকে নিষেধ করেছিলেন। রচনাটি যথেষ্ট পরিচিত নয় বলে আমরা এটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করছি :

Being aware that a discussion has been raised in regard to my Knighthood, I feel it right to put clearly my own view of it before the public. It is obvious that it was solely to give utmost emphasis to the expression of my indignation at the Jallianwalla Bagh massacre and other deeds of inhumanity that followed it that I asked Lord Chelmsford to take it back from me. If I am not fully realised the value of this title, it would have been impertinent on my part to offer it as a sacrifice when such was needed in order to give strength to my voice. I have not the overweening conceit discourteously to display an insincere attitude of contempt for a title of honour which was conferred on me in recognition of my literary work. I greatly abhor to make any public gesture which may have the least suggestion of a theatrical character. But in this particular case, I was driven to it when I hopelessly failed to persuade our political leaders to launch an adequate protest against what was happening at that time in the Punjab.

A title of personal distinction for some merit that has a universal value is never a reward of favour. To show honour where it is truly due is the responsibility of the party who does it and any token of it should not be thrown away, unless for an exceptional occasion or purpose which is painfully imperative. I am not callously insensitive to the approbation which I have been fortunate enough to gain from outside my own country, and for the same reason, I also

feel proud that men like Jagadish Chandra Bose and Prafulla Chandra Ray have won a title valuable like any other real recognition which our country may rightfully claim. The only complaint that can be made is that this title is fast losing its distinction through its heterogenous association and that the obove-named illustrious countrymen of ours are made to put up with too many straange bed-fellows in the career of glory. While concluding, I confess to an idiosyncrasy, which has already been pointed out to the Editor of this journal, that I do not like any addition to my name,— Babu or Sriyut, Sir or Doctor, or Mr., and, the least of all, Esquire. A psycho-analyst may trace this to a sense of pride in the depth of my being and he may not be wrong.

গান্ধীজি আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার ঘোষণা করার দুদিন পরে বোম্বাইতে 20 Apr মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দুদিনের বৈঠক বসে। বেসরকারি সমস্ত সদস্যদের সর্বসম্মত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সরকারি সদস্যদের ভোটে কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে রাওলাট অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করা ও ভারতরক্ষা আইনে গান্ধীজির দিল্লি ও পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ এবং জনতার হিংসাত্মক আচরণে প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের নিন্দা করে দিল্লি, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও কলকাতার সাম্প্রতিক ঘটনাবলির এবং বিমান থেকে বোমাবর্ষণ, মেসিনগানের ব্যবহার, প্রকাশ্যে চাবুক মারা প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক নির্দেশের প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করা হয় এই বৈঠকে। কমিটি আরও দাবি করে যে দিল্লি ও পাঞ্জাবে গান্ধীজির প্রবেশ-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হোক, কেননা এই নির্দেশই সমস্ত গণ্ডগোলের জন্য দায়ী। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, ভারতসচিব, সহকারী ভারতসচিব লর্ড সিংহ ও ভাইসরয়ের কাছে পাঠানো হয়। ইংলন্ডে জনমত গঠনের জন্য বিঠলভাই প্যাটেল ও এন. সি. কেলকার 29 Apr ইংলন্ড রওনা হন।

ভারতসরকার নতিস্বীকার করেনি। ভাইসরয় 21 Apr একটি নির্দেশ জারি করে সামরিক আইন জারির পূর্বে 30 Mar থেকে সংঘটিত অপরাধের বিচারও সামরিক ট্রাইব্যুনালের কাছে পাঠানোর ক্ষমতা পাঞ্জাব গবর্মেন্টকে প্রদান করেন, অভিযুক্তদের পছন্দানুসারে আইনজীবী নিয়োগের বিরোধিতা করেন এবং কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অ্যান্ডরুজের পাঞ্জাবে প্রবেশের অনুমতি প্রত্যাহার করেন।

আইনজীবী নিয়োগের প্রশ্ন উঠেছিল এইজন্য যে, পাঞ্জাব সরকার নির্বিচারে বিশিষ্ট সম্মানিত নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য প্রেরণ করছিল। প্রথমেই রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য লাহোরের বিখ্যাত সংবাদপত্র *Tribune*-এর সম্পাদক কালীনাথ রায়কে [1878–1945] গ্রেপ্তার করে 6 May ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থিত করা হয়। তাঁর সপক্ষে সওয়াল করার জন্য কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার নর্টন ও জে. এন. রায়কে নিয়ে যাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়; তিনি এক হাজার টাকা জরিমানা ও দু'বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই রকম বিচারই চলছিল সামরিক ট্রাইব্যুনালে। মার্শাল ল কমিশনার ব্রডওয়ে গুজরানওয়ালা ষড়যন্ত্র মামলায় 17 Jun লালা অমরনাথ ও মোহনলালকে প্রাণদণ্ড ও আরও আটজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 5 Jul অমৃতসর মামলায় ডাঃ সত্যপাল ও কিচলু, স্বামী অনুভবানন্দ ও আরও

কয়েকজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে। আরও-একজন কমিশনার লেস্‌লি জোন্স 5 Jul লাহোর মামলায় লালা হরকিষণলাল, দুনিচাঁদ, রামভুজ দত্ত ও আরও কয়েকজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয়। স্যার শঙ্করণ নায়ার ছিলেন ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদের ভারতীয় সদস্য। পাঞ্জাবে অশান্তি না থাকলেও সামরিক আইন প্রত্যাহার না করা ও সরকারের প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের প্রতিবাদে তিনি 21 May পদত্যাগ করেন।

এইসব শাস্তি ও অত্যাচারের সংবাদে ভারতের রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেস কমিটির 20 Apr-এর বৈঠকে পরিণতির কথা চিন্তা না করে গান্ধীজিকে পাঞ্জাব রওনা হবার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠিয়েও অনুমতি না পেয়ে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন, তাঁর আশঙ্কা ছিল বিনা অনুমতিতে পাঞ্জাবে গিয়ে তিনি যদি গ্রেপ্তার হন তাহলে দেশে আবার হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। একই কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধও রক্ষা করেননি। পক্ষান্তরে তিনি ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি S. R. Hignellকে 30 May লেখেন :

It is within His Excellency's knowledge that I have made no public declaration regarding the events in the Punjab. Even at the risk of being misunderstood by my countrymen, I have refrained from saying anything in public because I had no reliable data to enable me to form an opinion. I was not prepared to condemn martial law as such; I was not willing to do anything calculated needlessly to irritate local authority; and lastly I was not prepared to infer from Sir Michael O'Dwyer's reported severe administration during peace period that martial law measures would be unduly hard.[১৩৯]

উল্লেখ্য, এইদিনই রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করে বড়োলাট চেমস্‌ফোর্ডকে তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিটি লেখার জন্য রাত্রিজাগরণ করছেন!

এই চিঠি রাজনৈতিক কারণে লেখা না হলেও এর প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেছে। ভারতসচিব মন্টেগু এতটা অনাচার সহ্য করতে পারেননি। তাঁর গোপন নির্দেশে ভাইসরয়কে নরম হতে হল। স্যার মাইকেল ও'ডায়ারের বর্ধিত কার্যকাল সমাপ্ত হল 12 May, তার স্থলাভিষিক্ত হলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যাকলাগান। ভাইসরয় অমরনাথ ও মোহনলালের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করে দ্বীপান্তর এবং কালীনাথ রায়ের মেয়াদ কমিয়ে তিন মাস কারাবাস নির্দিষ্ট করেন। তিন মাস বন্ধ থাকার পরে অমল হোমের সম্পাদনায় *Tribune* 25 Jul থেকে আবার প্রকাশিত হতে থাকে। এর দুদিন পরেই কালীনাথ রায় মুক্তি পান। পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয় 9 Jun।

এর পরেই পাঞ্জাবের ঘটনাবলির বীভৎসতার চিত্রটি দেশবাসীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। 3 Sep কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন শুরু হলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অমানুষিক অত্যাচারের ৯২টি উদাহরণ উল্লেখ করে প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি চাইলে ভাইসরয় তা বাতিল করেন, কিন্তু তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। তবে এই অধিবেশনেই দোষী অফিসারদের বাঁচাবার

উদ্দেশ্যে The Punjab Indemnity Bill আনয়ন করে বেসরকারি সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাশ করিয়ে নেন [25 Sep]।

ভারত সরকারের নির্দেশে পাঞ্জাব ও অন্যত্র গোলযোগের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য লর্ড হান্টারের নেতৃত্বে 14 Oct Disorders Inquiry Committee বা সংক্ষেপে হান্টার কমিটি গঠিত হয় Mr. Justice Rankin, Mr. Rice, Major-General Sir George Barrow, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ও সুলতান আমেদকে সদস্য করে। পণ্ডিত জগৎনারায়ণ ও টমাস স্মিথকে পরে সদস্য করা হয়। কমিটি 31 Oct কাজ শুরু করে।

গান্ধীজি ও অ্যান্ডরুজ 29 Oct লর্ড হান্টারের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলিকে কমিশনের সামনে তথ্য পেশ করার এবং বন্দী জননেতাদের শর্তাধীন মুক্তি দিয়ে আইনজীবীদের মাধ্যমে সওয়াল করার সুযোগ দিতে হবে। পাঞ্জাব গবর্মেন্ট এই দাবি মানতে অস্বীকৃত হলে কংগ্রেস দলগতভাবে কমিশন বয়কট করে।

এর পরে কংগ্রেসের পাঞ্জাব সাব-কমিটি একই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করে— মতিলাল নেহরু, গান্ধীজি, আব্বাস তায়েবজি, ফজলুল হক ও চিত্তরঞ্জন দাস সদস্য ও কে. শান্তনম্ সেক্রেটারি মনোনীত হন; পরে ফজলুল হক অপারগ হলে তাঁর জায়গায় এম. আর. জয়াকরকে নেওয়া হয়, মতিলাল আসন্ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় পদত্যাগ করলে আসনটি শূন্য থাকে।

সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার পরে অ্যান্ডরুজ পাঞ্জাবে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিলেন, গান্ধীজির পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা 15 Oct তুলে নেওয়া হলে তিনিও সেখানে যান এবং এই বেসরকারি কমিশন বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করে অজস্র লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, সরকারি ব্যক্তিদের বক্তব্য সংগৃহীত হয় হান্টার কমিশনে প্রদত্ত তাঁদের সাক্ষ্য থেকে। দুটি খণ্ডে বিভক্ত *Report of the Commissioners appointed by the Punjab Sub-committee of the Indian National Congress* 25 Mar 1920 প্রকাশিত হয়। কমিশন মনে করে, মাইকেল ও'ডায়ারের দীর্ঘস্থায়ী কুশাসনের প্রতিক্রিয়াতেই জনসাধারণ সাময়িকভাবে সংযম হারিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল— এর পিছনে ষড়যন্ত্র, রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, বিদ্রোহ প্রভৃতি কোনো কারণই ছিল না, সুতরাং সামরিক আইন জারি করে দীর্ঘকাল বলবৎ রাখা সরকারের পক্ষে অনুচিত হয়েছিল। এই সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাবলি কোনো সভ্যতাভিমানী গবর্মেন্টের পক্ষে অমর্যাদাকর। প্রায় বারোশ' লোক নিহত ও সাড়ে তিন হাজার লোক আহত হয়েছে, যার মধ্যে কিছুসংখ্যক স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের কৃত অপরাধের তুলনায় প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে মাত্রাহীনভাবে। আর এই অপরাধে পাঞ্জাব গবর্মেন্টের সঙ্গে ভারত গবর্মেন্টও সমান দায়ী। 'O'Dwyer, Dyer, Johnson, O'Brien, Bosworth Smith, Sri Ram Sud and Malik Sahib Khan have been guilty of such illegalities that they deserve to be impeached. But future purity will be sufficiently guaranteed by dismissing them.'[১৪০]

হান্টার কমিটির রিপোর্ট 8 Mar 1920 ভারত গবর্মেন্টের কাছে পেশ করা হয়, গবর্মেন্ট ও সেক্রেটারি অব্ স্টেটের ডেসপ্যাচ-সহ রিপোর্টটি 28 May প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি সর্বসম্মত নয়; পাঁচজন ইংরেজ সদস্য ও তিনজন ভারতীয় সদস্য আলাদা রিপোর্ট দেন। দুটি রিপোর্টেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে জনতার উপর গুলিবর্ষণকে সমর্থন করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে জালিয়ানওয়ালা

বাগের ঘটনায় সতর্ক না করে অবিরাম গুলিবর্ষণের জন্য ডায়ারের নিন্দা করা হলেও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করায় তাকে দোষী করা হয়নি, কারণ 'no one was exposed to unnecessary suffering for want of medical attention.' সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্টে ডায়ারের আচরণকে অমানবিক ও অব্রিটিশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এইরূপ কিছু পার্থক্য থাকলেও দুটি রিপোর্টই পাঞ্জাব ও ভারত গবর্মেন্টের কার্যকলাপকে যথেষ্ট চুনকাম করে দেওয়া হয়। Punjab Indemnity Act-এর দৌলতে ডায়ার ছাড়া আর কাউকেই কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। ডায়ারের শুধু চাকরি যায়, কিন্তু তা পুষিয়ে দেয় ইংলন্ড ও ভারতের ইংরেজকুলের চাঁদায় তোলা কুড়ি হাজার পাউন্ডের উপহার। লাহোরের ইংরেজরা কর্নেল জনসনকে দরিদ্রের রক্ষাকর্তার সম্মান দিয়ে বিরাট বিদায়ভোজের আয়োজন করে, ভারতেই একটি সওদাগরি ফার্মে মোটা মাইনের চাকরি পেতে তার অসুবিধা হয়নি। সরকার নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ইংরেজদের মোটা ক্ষতিপূরণ দেয়, দেশীয়দের তুষ্ট থাকতে হয়েছে কৃপণ দানে। অ্যান্ডরুজের মতো অনেক ইংরেজ পাঞ্জাবের ঘটনাবলিকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ইংরেজ জাতির প্রতিক্রিয়া তাদের বহুপ্রচারিত সভ্যতাভিমানের উপযুক্ত নয়!

তুরস্কের সুলতানকে ইসলামি জগৎ ধর্মগুরু বা খলিফা বলে সম্মান করত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করে তিনি ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ভারতীয় মুসলমানেরা গভীর সংকটে পড়েন। ধর্মীয় দিক থেকে তুরস্কের সুলতানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য থাকলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাঁদের অনুরাগ ছিল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে। সেই কারণে যুদ্ধে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সর্বতোভাবে ব্রিটিশের সহায়তা করলেও তাঁদের আশা ছিল যুদ্ধে জয়লাভের পর মুসলিমদের ধর্মীয় মনোভাবকে সম্মান জানিয়ে ব্রিটেন তুরস্কের সুলতানের প্রতি নরম ব্যবহার করবে। ব্রিটিশ সরকারও আসন্ন সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশায় সেইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে ফ্রান্স ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম শক্তিগুলির সঙ্গে গোপন চুক্তি করে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যকে ভাগ করার পরিকল্পনা তারা সম্পূর্ণ করে ফেলে। ফলে যুদ্ধবিরতির পর প্যারিসের পীস কনফারেন্সে চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনার গতিপ্রকৃতি দেখে ভারতীয় মুসলমানরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তার আগে থেকেই মুসলিম-ভ্রাতৃত্বে [Pan-Islamism] বিশ্বাসী মুসলিম লীগের তরুণ সদস্যগণ ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব থেকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করতে থাকেন। তার আগে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক সুবিধা আদায় ছাড়া ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করত, অবশ্য সংখ্যায় কম হলেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানের অস্তিত্ব সবসময়েই ছিল। Dec 1916-এর লখনৌ-প্যাক্টের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস শাসন-সংস্কার বিষয়ে যৌথ দাবি পেশ করতে সমর্থ হয়। যুদ্ধশেষে Dec 1918-এ দিল্লিতে উভয়পক্ষ একটি বৈঠকে মিলিত হলে মুসলিম লীগ নেতা এম. এ. আনসারি অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও পবিত্র ধর্মস্থানগুলির উপর তুরস্কের সুলতানের আধিপত্য বজায় রাখার প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস নেতা হাকিম আজমল খাঁ এই দাবী সমর্থন করেন। তুরস্কের দুই গোঁড়া সমর্থক মহম্মদ ও সৌকত আলি ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধের শুরুতেই ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিটি সম্মেলনেই তাঁদের মুক্তির দাবি জানানো হত, এবারেও তার অন্যথা হয়নি। ভারতে আসার পর থেকেই গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমানকে কাছাকাছি আনার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাই আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবি তিনি কারণে-অকারণে প্রায়ই ঘোষণা করতেন। খিলাফত আন্দোলনেরও তিনি একজন প্রধান

সমর্থক হয়ে উঠলেন। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে তিনি খিলাফতকেই করলেন তাঁর আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার। মুসলিমরাও তাঁর সমর্থন সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। 18 Sep 1919 বোম্বাইয়ের খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজি ভাষণ দেন, 17 Oct তাঁর সত্যাগ্রহের আদলেই উপবাস ও প্রার্থনা দিয়ে 'খিলাফত দিবস' পালিত হল। আশ্চর্যের কথা, এইদিন বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো মুসলিম-অধ্যুষিত প্রদেশে তেমন সাড়া মেলেনি। এর পর নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গঠন করে 23–24 Nov এক সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, গান্ধীজি-সহ অনেক হিন্দু নেতা এতে অংশ নেন। উল্লেখ্য, শান্তি-সমারোহে [Peace Celebration] অংশ না নেওয়ার প্রস্তাব করে অস্পষ্টভাবে হলেও গান্ধীজি এখানেই প্রথম অসহযোগ-নীতির আভাস দেন। ডিসেম্বরে শেষে অমৃতসর কংগ্রেসের প্রাক্কালে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো কট্টর ব্রিটিশ-বিরোধী মুসলিম নেতারা মুক্তি পেলে খিলাফত আন্দোলনে নূতন গতি সঞ্চারিত হয়। অমৃতসরেই মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন বসে। এখানে হিন্দু ও মুসলিম নেতারা ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য আলোচনা করেন। অতঃপর এই নেতাদের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র নিয়ে 19 Jan 1920 একদল প্রতিনিধি ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বড়োলাট প্রায় স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন, জার্মানির পক্ষে অস্ত্রধারণ করার ফল তুরস্ককে অবশ্যই ভোগ করতে হবে— ব্রিটেনের পক্ষে সমঝোতার সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের ইচ্ছার অন্যথা করা সম্ভব নয়। খিলাফত নেতারা লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেন। 19 Mar 1920 দ্বিতীয় খিলাফত দিবসে উপবাস, প্রার্থনা প্রভৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ কর্মবিরতি পালিত হয়— হিন্দুরাও এতে সোৎসাহে যোগ দেন। আন্দোলনটি ক্রমশই জঙ্গী রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সেই প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

পাঞ্জাব ও খিলাফত আন্দোলনের ফলে বিব্রত ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে শান্ত করার জন্য শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রণীত রিফর্ম বিলকে আইনে পরিণতি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মন্ট-ফোর্ড প্রস্তাবে মডারেটরা ছাড়া প্রায় কেউই খুশি হতে পারেননি। জাতীয় কংগ্রেস, সিভিল সার্ভেন্ট বা য়ুরোপীয় বণিকেরা বিভিন্ন কারণে সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিলটিকে যে রূপ দেন, কমন্স ও লর্ডস্ সভায় বিস্তৃত আলোচনার পর 23 Dec 1919 পঞ্চম জর্জ বিলটিতে স্বাক্ষর করে আইনের মর্যাদা দেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল :

It is my earnest desire at this time that so far as possible any trace of bitterness between my people and those who are responsible for my Government should be obliterated. Let those who in their eagerness for political progress have broken the law in the past respect it in future. Let it become possible for those who are charged with the maintenance of peaceful and orderly Government to forget extravagances they have had to curb. A new era is opening. Let it begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose. Therefore I direct my Viceroy to exercise in my name and on my behalf my Royal Clemency to political offenders in the fullest measure which in his judgment

is compatible with public safety. I desire him to extend it on this condition to persons who for offences against the State or under any special or emergency legislation are suffering from imprisonment or restrictions upon their liberty. I trust that this leniency will be justified by the future conduct of those whom it benefits and that all my subjects will so demean themselves as to render it unnecessary to enforce the laws for such offences hereafter.

পঞ্চম জর্জ আরও ঘোষণা করেন, আগামী শীতকালে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ভারতে গিয়ে নূতন শাসনতন্ত্রের উদ্বোধন করবেন। 1 Jan 1921 থেকে নূতন ভারতশাসন আইন বলবৎ হয়।

এই রাজকীয় ক্ষমার ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ও পাঞ্জাবের সামরিক শাসনের সময়ে কারারুদ্ধ নেতারা মুক্তি পেলেন। ডিসেম্বরের শেষে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে এই নেতারা উপস্থিত হলে জনতার মধ্যে প্রবল উল্লাস দেখা দেয়। লালা লাজপত রায় দশ বছরের নির্বাসন ভোগ করে 20 Feb 1920 ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলাতেও অনেক অন্তরীণ ও রাজবন্দী মুক্তি পান। আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস [কানুনগো] ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দামান থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন 21 Feb তারিখে।

হাউস অব্ লর্ডসে রিফর্ম বিল পাশ হবার পরে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু 16 Jan 1920 [২ মাঘ] বোম্বাইতে উপস্থিত হলে তাঁদের জন্য রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সংবর্ধনার উত্তরে লর্ড সিংহ ভারত এখনও সম্পূর্ণ স্বশাসনের উপযুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ করে ভারতবাসীর তৎকালীন চক্ষুশূল মন্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ডের প্রশংসা করলে জাতীয়তাবাদীরা ক্ষুণ্ণ হন। 18 Jan [রবি ৪ মাঘ] তাঁরা কলকাতায় পৌঁছলে মডারেট নেতৃবৃন্দ হাওড়া স্টেশনে তাঁদের অভ্যর্থনা করে শোভাযাত্রা সহকারে নাগরিক সংবর্ধনার জন্য কলেজ স্কোয়ারে নিয়ে আসেন। পথে তিনটি তোরণ নির্মাণ করে লেখা হয় : 'Bengal welcomes you', 'Peace, unity and fraternity', 'They come laden with a nation's love'। কিন্তু কলেজ স্ট্রিট ও কলেজ স্কোয়ারের বিভিন্ন স্থানে জাতীয়তাবাদীরা বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রাখেন : 'India is fit for full autonomy', 'Did Indians deserve no better Government', 'Rise above slave psychology', 'Autonomy for the people and not peerage for the few', 'Liberties for the people and not offices for the few', 'Bondage though guilded is no partnership', 'Remember Jallianwallah Bagh', 'Co-operate with General Dyer?' প্রভৃতি। সিনেট হাউসের সামনে মডারেট নেতারা লর্ড সিংহকে মাল্যভূষিত করে সংবর্ধনা দিতে গেলে জাতীয়তাবাদীদের বিক্ষোভে সভা ভেঙে যায়, লর্ড সিংহ দ্রুত স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে সেইখানেই বিক্ষুব্ধরা প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

That this meeting of the citizens of Calcutta is emphatically of opinion that Lord Sinha's expressed opinion on the Reform Act in no way represents the views of the majority of our countrymen: that the reception accorded to him to-day is not a reception accorded on behalf of the public of Calcutta and that it would be disingenuous to represent it in any other light.[১৪১]

লর্ড সিংহের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল, তাই এই রাজনৈতিক অভব্যতায় তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন—*The Ashram* [Jan 1920]-এর 'Santiniketan Notes'-এ তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে : 'Dr. Rabindranath does not approve of the conduct of some towards Lord Sinha on the occasion of his reception.'

মে মাসে পাঁচটি ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি রূপে পাঞ্জাবের ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অ্যান্ডরুজ লাহোর অভিমুখে রওনা হলে পথিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয়। সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে পাঞ্জাবে যান গ্রামে গ্রামে ঘুরে অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করতে। চিঠির পর চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানান সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা। তিনি লিখেছেন, সংবাদপত্র থেকে সকলে জেনেছে শিক্ষিত উকিল-ব্যারিস্টারদের উপর দুর্ব্যবহারের কথা—কিন্তু এখানে এলে জানা যায় গ্রামবাসীদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের বিবরণ। 1 Oct তিনি লেখেন এমন একটি সত্য যার কথা ভারতীয় নেতারা সর্বপ্রযত্নে গোপন করে গেছেন :

I want to tell you, my dearest, dearest friend, in conclusion, how all the poor and the oppressed in this Province are blessing you, and thanking God for the deliverance that was wrought for them by your one supreme act of courage in their hour of danger. Everyone knows how, from that time forward, the reign of terror was broken: the hideous dread, which was hanging over them like a pestilence, was lifted from them. They are blessing your name, night and day, as their deliverer and saviour; and in the midst of all that I am daily seeing and hearing, which fills me with shame and misery and indignation, this is a constant source of joy.[১৪২]

অ্যান্ডরুজের পক্ষে বেশিদিন পাঞ্জাবে থাকা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আবার আহ্বান এল তাঁর কাছে। 15 Nov লাহোরে একটি বিরাট সভায় তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হল। অ্যান্ডরুজ এবারে গিয়েছিলেন দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুর্দশার তদন্ত করতে। সেই কাজ শেষ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন 31 March 1920 [১৮ চৈত্র]। রবীন্দ্রনাথ তখন গুজরাট সফর করছেন, তিনি আমেদাবাদে গিয়ে তাঁর সঙ্গী হন।

আশ্বিন মাসের শেষে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলের ভয়ংকর ক্ষতি হয়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক পত্রে আমরা বিষয়টির কোনো উল্লেখ না পেলেও ঘটনাটি যে নানাভাবে তাঁর মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল, সেই সংবাদ জানা যায় অন্য ব্যক্তিদের লেখা চিঠিপত্রে। অ্যান্ডরুজ 21 Oct [৪ কার্তিক] শিলঙে তাঁকে লেখেন : 'I have been reading, from day to day, in the papers of your own sufferings in East Bengal on account of the cyclone, and I am afraid that Shelida itself must have been in the track of the storm. ...I see you have been chosen President of the Relief Committee. I do trust that this will not bring you too early back to Calcutta.'[১৪৩] গান্ধীজি 28 Oct তাঁকে লেখেন : 'I have an appeal for funds for the distress in East Bengal. Could you

please let me have a pen picture? It will enable me to approach the people more effectively.'[১৪৪] রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই চিঠিগুলির উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি না পাওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কিছু জানা যায় না। গান্ধীজি 3 Nov 'Punjab Letter'-এ লেখেন : 'Mr. C. R. Das informs us that there has been a violent tornado in Bengal which has caused serious damage in nearly three-quarters of the Province. Hundreds have been carried away in floods, thousands have been rendered homeless. Many have been reduced to a state of destitution. Committees have been working to render assistance to them. Mr. Das has collected Rs. 2 lakhs and Rs. 3 lakhs more are wanted. He and Sir Rabindranath Tagore have also issued an appeal and I hope that wealthy men from the Bombay Presidency will respond to it.'[১৪৫] এই দুর্যোগে রবীন্দ্রনাথ ও দেশবাসীর ভূমিকাটিকে স্পষ্ট করার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১ বৈশাখ [14 Apr 1919] প্রাতে রবীন্দ্রনাথ যথারীতি মন্দিরে উপাসনা করে বর্ষারম্ভ করলেন। তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল, সেই কারণেই কালিদাস নাগ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ছাড়া কলকাতা থেকে আর-কোনো অতিথি শান্তিনিকেতনে আসেননি। তবে পরের দিন ২ বৈশাখ দুজন বিহারি ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় জানতে চাইলে তিনি যা বলেন কালীমোহন ঘোষ তার অনুলেখন নেন— রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত হয়ে সেটি 'পন্থা' নামে বৈশাখ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ প্রকাশিত হয়।

২ বৈশাখ [মঙ্গল 15 Apr] শালবীথিতে ছাত্ররা একটি 'আনন্দবাজার' বসায়। নিজেরাই নানারকম খাবার তৈরি করে দোকান দেয়। একটি ছেলে বিভিন্ন গাছের কাঁটা সংগ্রহ করে প্রদর্শনী খোলে। যারা গান জানে, তারা প্রত্যেক দোকানে গান গেয়ে অর্থসংগ্রহ করে। একদল ছেলে একটি প্রত্নতত্ত্বাগার খুলে 'রামের পাদুকা' (অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জুতো), 'অশোকের হস্তলিপি' (একটি ছাত্রের নাম অশোক), 'বুদ্ধের পাদনখকণা' (বুদ্ধদাস নামক ছাত্র) প্রভৃতি প্রদর্শন করে। সীতা দেবী জানিয়েছেন, 'সীতাদেবীর চরণরেণু'ও সেখানে স্থান পেয়েছিল। প্রত্যেক দোকানের লাভের অংশ অর্ধেক দরিদ্রভাণ্ডারে ও অর্ধেক পত্রিকা বিভাগের তহবিলে দেওয়া হয়।

টেকনিক্যাল বিভাগের আয়োজন শুরু হয়েছিল গত বৎসরেই। ছাপাখানাটি তো রীতিমত কাজ করছিল, অনেকগুলি বই ছাপা হয়েছিল শান্তিনিকেতন প্রেসে। দুটি আশ্রমবালক ছাপার কাজ শেখে। সাঁওতাল বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে কলকাতায় পাঠিয়ে বই বাঁধাবার কাজ শিখিয়ে আনা হয়। পুজোর ছুটির মধ্যে আরও একটি বড়ো ছাপার মেশিন আনা হয় [২৪ আশ্বিন : 'বঃ Acme Printing Process Works ১টি প্রেস খরিদ ২৫০০৲'], ফলে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাদি ও আশ্রমের কাগজপত্র ছাপা ছাড়াও বাইরের কাজ করে বিদ্যালয়ের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে একটি বায়ুচক্র বা Wind Mill আনিয়েছিলেন, এর সাহায্যে পাম্প চালিয়ে ইঁদারা থেকে জল তোলার কাজ করানো হয়। ১৩২৯ সালের মাঘ মাসে প্রচণ্ড ঝড়ে এটি ভেঙে পড়ে।

শান্তিনিকেতন প্রেস স্থাপিত হলে এর সাহায্যে প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পুরোনো ছাত্র তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি. এল. প্রথম সংখ্যা প্রকাশের ব্যয় দশ টাকা দান করেন। এর ফলে বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজ হয়ে যায় পত্রিকার মাসিক সংখ্যাগুলিতে মুদ্রিত 'আশ্রম-সংবাদ' থেকে, আমরা অতঃপর এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করব।

কুষ্টিয়া থেকে একটি পুরোনো ডায়নামো এনে আশ্রমে বিদ্যুতের ব্যবস্থাও করা হয়। আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এর 'সংবাদ'-এ জানানো হয়েছে : 'আশা করা যাইতেছে [গ্রীষ্মের] ছুটির পর ইলেকট্রিক আলো জ্বলিবে ও টেকনিকাল বিভাগের কাজ খুব অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ হইবে।' ভাদ্র মাসেই জানানো হয় : 'প্রত্যেক ঘরে, বড় কুয়ার সামনে, শালের বীথিতে এবং হাঁসপাতালে [য] যাইবার পথে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে।'

কিন্তু টেকনিক্যাল বিভাগ চালু করা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনেক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে। বোমানজি এই উপলক্ষে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, আরও কেউ-কেউ একই কারণে টাকা দেন। রবীন্দ্রনাথও যথাসাধ্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক ও আগ্রহী ছাত্রের অভাবে শিক্ষার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয়নি। তবে কিছু-কিছু কাজ হচ্ছিল। 'আশ্রম-সংবাদ'-এ লেখা হয়েছে : ''দরজির কাজ শিখাইবার জন্য 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী' হইতে একটি ভদ্রলোক আশ্রমে আসিয়াছেন'', 'কারখানা ও কলের ঘর বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে' [শ্রাবণ]; 'আশ্রমের ছাপাখানা ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। সম্প্রতি আর একটি বড় Machine press আসিয়াছে, তাহাতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী ছাপানো আরম্ভ হইবে' ও 'শ্রীরামপুর হইতে একটি তাঁতি আসিয়া এখানে কাপড় গামছা বুনিতেছে। এখানকার মেয়েদের রেশমের কাপড় বোনা শিখাইবার জন্য গুরুদেব তাঁতের কাজ-জানা একজন স্ত্রীলোককে আসাম হইতে আনিয়াছেন। এই বিভাগে National Fund Committee হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া যাইতেছে' [অগ্রহায়ণ]; 'তাঁত-শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে মহিলাদের তাঁত শিক্ষার কাজ আরম্ভ হইয়াছে' [পৌষ]; 'কারখানা-ঘর প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। কারখানার মধ্যে দরজির কাজ, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ চলিতেছে। দুইটা ঘানিতে সম্প্রতি সরিষার তেল করা আরম্ভ হইয়াছে। দিনে প্রায় ৩ সের হইতে ৫ সের করিয়া খাঁটি তেল পাওয়া যাইতেছে। ছাত্রেরা কেহ কেহ বই বাঁধানোর কাজ শিখিতেছে' ও 'বড় বড় কারখানায় শিক্ষার্থী হইয়া প্রবেশ করিতে গেলে প্রবেশিকা স্বরূপে টাকা দিতে হয়। কাজ শিখিলে শিক্ষার্থীরা কিছু কিছু বৃত্তি পাইয়া থাকেন। যাহাতে আশ্রমের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশিকার টাকা না দিয়া কলিকাতার কয়েকটি বিখ্যাত কারখানার শিক্ষার্থী হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। কয়েকটি কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের ছাত্রদিগকে বিনা ব্যয়ে কাজ শিখাইবেন, এই রকম প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন' [চৈত্র]। অবশ্য 'বাৎসরিক প্রতিবেদন'-এই স্বীকার করা হয়েছে :

গত বৎসর শিল্প বিভাগের ও কারখানার ইমারতাদি প্রস্তুতের দিকে সারাবৎসর ব্যস্ত থাকা হেতু শিল্পশালা (workshop) তেমন করিয়া গড়িয়া তোলা যায় নাই। তাহা ছাড়া আশ্রমের ও নানা দিকে ইমারতাদি নির্ম্মাণে একটুও অবসর কর্ম্মকর্ত্তাদের মেলে নাই। আগামী বৎসর কারখানা একটু

ভাল ভাবে চালিত হইবে ও শিক্ষার ব্যবস্থা বেশ ভাল রকম হইবে, আশা করা যায়।

বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গত বৎসর ৮ পৌষ, তার কার্যারম্ভ হয় এই বৎসর ১৮ আষাঢ় [বৃহ 3 Jul 1919]— রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দিয়ে কাজের সূচনা করেন। শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন ও অন্যত্র বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও তাঁদের পঠনীয় বিষয়গুলির বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়। বর্তমান বৎসরে যেসব বিষয়ে অধ্যাপনা হবে তার বিবরণ দিয়ে লেখা হয়, ক্ষিতিমোহন ও ভীমরাও শাস্ত্রী সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াবেন, দর্শন পড়াবেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। পালি পড়াবেন বিধুশেখর ও শ্রীধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির — 'এই বিভাগে প্রবেশার্থী ছাত্রদের মোটামুটি সংস্কৃতে ভাষাজ্ঞান থাকা দরকার। উপযুক্ত-সংখ্যক ছাত্র পাইলে বিশেষভাবে অভিধর্ম্মপিঠক শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।' সিংহলি ভাষাও শেখাবেন মহাস্থবির। 'কলাবিদ্যা'কে 'চিত্রবিদ্যা' ও 'সঙ্গীত' বিভাগে বিভক্ত করে বলা হয়েছে, প্রথমটিতে শিক্ষা দেবেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর এবং সংগীতে ভীমরাও শাস্ত্রী ভারতবর্ষীয় কণ্ঠসংগীত ও দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গানগুলি শেখাবেন। এর পরে জানানো হয়েছে :

> নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কেহ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত থাকিলে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা যাইবেঃ—
> শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিচালনায় ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, প্রাকৃতভাষা ও পালিভাষা।
> শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের পরিচালনায় হিন্দিসাহিত্যে মধ্যযুগের হিন্দুধর্ম্ম।
> ইহা ব্যতীত—/ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিয়মিতভাবে Browning পড়াইতেছেন ও বাঙ্‌লাসাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।
> শ্রীযুক্ত সি, এফ, এন্ড্রুস্ মহাশয় ইংরাজীভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রতিদিন ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতেছেন।
> শ্রীধর্ম্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির মহাশয় বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সপ্তাহে তিনদিন পালি বা হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন।
> শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপ্তাহে দুইদিন Genetics সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন।
> শীঘ্রই অধ্যাপক শ্রীনেপালচন্দ্র রায় British Parliament সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবেন।
> বিশ্বভারতীর প্রবেশিকা ২০৲ সাধারণ বেতন মাসিক ২৫৲। ছাত্রেরা নিজেদের আহারের ব্যবস্থা নিজব্যয়ে করিলে মাসিক ১৫৲ বেতন দিতে হইবে।

এই কার্যক্রম থেকেই স্পষ্ট হয় যে, শিক্ষার্থীদের এখানে ডিগ্রি-প্রত্যাশার বাইরে দাঁড়িয়েই প্রকৃত বিদ্যাচর্চার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশ্বভারতীর লক্ষ্যটি নির্দেশ করে 'ষান্মাসিক বিবরণ'-এ বলা হয় : 'বিশ্বভারতীতে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখানকার আশ্রমবাসী। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রায় সকলেই বিশ্বভারতীতে কোনো-না-কোনো বিষয় অধ্যয়ন করিতেছেন। আশ্রমের মহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে যোগ দিয়াছেন। স্থানান্তরের অধ্যাপকসমূহ হইতে আমাদের অধ্যাপকবর্গের এইখানে একটা বিশেষত্ব, ইঁহারা কেবল অধ্যাপনা করেন না, অধ্যয়নও করেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপন উভয়ই আবশ্যক, অন্যথা অধ্যাপক হওয়া যায় না। ইহাই আমাদের দেশের আদর্শ, ইহাই আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশ্বভারতীর প্রত্যেক ছাত্রকেই নিজ-নিজ বিষয়ে কিছু কিছু অধ্যাপনা করিতেই হইবে, ইহাই নিয়ম।' বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাকে সৃষ্টি করার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্তত প্রথমদিকে সেই আদর্শই অনুসৃত হয়েছিল।

প্রমথনাথ বিশী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে এই বৎসরেই প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ও তৈলঙ্গি ছাত্র চলমায়া 'সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম অনুসরণ না করিয়া এখানে পড়িতেছেন; একটি ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃত, এবং অপরটি সংস্কৃত, পালি ও ইংরাজী।'

উল্লিখিত অধ্যাপকগণ ছাড়াও পরে আরও কয়েকজন শিক্ষাকার্যে যোগ দেন। গ্রীষ্মাবকাশের পরেই বিষ্ণুপুর থেকে নকুলেশ্বর গোস্বামী আসেন সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য, নন্দলাল বসু আসেন চিত্রকলা শেখানোর উদ্দেশ্যে। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট্‌সে যোগ দিলে অসিতকুমার হালদার তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেন, ফাল্গুন-সংখ্যায় লেখা হয় : 'প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার বিশ্বভারতীর কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন'। শ্রাবণ মাসে মৈথিল পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র পাণিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্যালংকার পড়ানোর জন্য নিযুক্ত হন। পুজোর আগে পিঠাপুরমের বীণকর সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী আশ্রমে এলে ভীমরাও ও দিনেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বীণাবাদন শিখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ত্রিপুরারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য মনিপুরী নৃত্যশিল্পী বুদ্ধিমন্ত সিংহ ও তাঁর এক সঙ্গীকে আশ্রমে প্রেরণ করেন। 'আশ্রমের বালকেরা তাঁহাদের নিকট হইতে মৃদঙ্গ সহযোগে সাঙ্গীতিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে।' তাঁরা অবশ্য গ্রীষ্মাবকাশের পর আর আশ্রমে ফেরেননি।

নিয়মিত অধ্যাপকগণ ছাড়াও অনেকে সাময়িকভাবে শান্তিনিকেতনে এসে ছাত্রদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করে যান। বিশ্বভারতীতে অতিথি-অধ্যাপক প্রথার এইভাবেই সূচনা হয়েছে। এঁরা অবশ্য নিতান্ত অতিথি ভাবেই এখানে এসে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাদি করেছিলেন।

পুজোর ছুটির আগে সহকারী স্যানিটারি কমিশনার ডাঃ বাত্রা স্বাস্থ্য ও খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দুদিন বক্তৃতা দেন। একই বিষয়ে বলেন দাদাভাই নৌরজির আত্মীয় ফরমুসজি মনচারজি ডাডিনা। তাঁর পুত্রকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি বিশ্বভারতীতে ভর্তি করে দেন, কিন্তু এই ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছাত্রটিকে বিশেষ-কিছু শেখানো যায়নি।

পৌষ মাসে অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'একদিন অপরাহ্নে কলাভবনে পুরাণ সম্বন্ধে একটি চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এর পরেই আসেন বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ফুশে [Dr. Founcher] ও রমাপ্রসাদ চন্দ। অধ্যাপক ফুশে চিত্র-সহ ফরাসি কম্বোডিয়ায় ভারতীয় কীর্তি ও রমাপ্রসাদ চন্দ 30 Dec [১৪ পৌষ] প্রাচীন সমুদ্রযান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। দার্শনিক জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৫ মাঘ [8 Feb] 'সন্ধ্যায় নাট্যগৃহে বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের নিগূঢ় ঐক্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বৌদ্ধ দর্শনে ও হিন্দু দর্শনে মূলগত প্রভেদ নাই।'

এর কয়েকদিন পরেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং শাখার অধ্যক্ষ তেজ সিং সাতজন ছাত্রকে নিয়ে এসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাপ্রণালী পর্যালোচনা করেন। ২ ফাল্গুন সন্ধ্যায় তিনি কলাভবনে নানকের সময় থেকে দশম গুরু গোবিন্দের সময় পর্যন্ত শিখধর্মের অভিব্যক্তি বিষয়ে ভাষণ দেন।

১৬ ফাল্গুন [28 Feb] Relativity সম্পর্কে ভাষণ দেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

২১ ফাল্গুন [4 Mar] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর তারাপুরওয়ালা, মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও হেমন্তকুমার সরকার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে আশ্রমে আসেন। তাঁরা সম্ভবত বেশ কিছুদিন এখানে অবস্থান করেন। 'বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ' থেকে জানা যায়, শহীদুল্লাহ ৩০ ফাল্গুন [13 Mar] 'ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শনে বাঙলা ভাষারই অনুকূলে নিজ মত প্রকাশ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর ডাক্তার তারাপুরওয়ালা হিন্দীভাষার সপক্ষে হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। ইংরাজী জগতের সাধারণ ভাষা হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে জনসাধারণের ভাষা

হিন্দী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই কথারই তিনি সমর্থন করেন। পরদিবসে [১ চৈত্র] ডাক্তার তারাপুরওয়ালা পারসীকগণের "শবসৎকার" ['Tower of Silence'] সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং অধ্যাপক শহীদুল্লাহ "ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে" ['বাংলা ভাষাতত্ত্ব' : ২ চৈত্র] অনেক কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। উভয় বক্তৃতাতেই অনেক সারগর্ভ আলোচনা ছিল।'[১৪৬]

ফাল্গুন-সংখ্যার 'আশ্রম-সংবাদ'-এ লেখা হয়েছে : 'দাক্ষিণাত্যের বিচক্ষণ নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক অনন্তকৃষ্ণ আয়ার মহাশয় আশ্রমদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। এই সুযোগে তিনি আশ্রমের পরিপার্শ্বস্থ সাঁওতালগণের জীবনযাপন-প্রণালী দেখিয়াছেন ও তাহার বিবরণ শুনিয়াছেন। অধ্যাপক আয়ার একদিন সন্ধ্যায় নাট্যগৃহে আলোকচিত্র সহযোগে কেরল-প্রদেশবাসীর জীবনযাত্রা ['দক্ষিণ ভারতের নৃতত্ত্বের একদেশ'] সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।'

একটি কৌতূহলজনক আলোচনা-সভার বিবরণ আছে চৈত্র-সংখ্যার 'আশ্রম-সংবাদ'-এ :

সেদিন কলাভবনে নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাকবি কালিদাস যে বাঙালী ছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এক বক্তৃতা দেন। কালিদাসের কাব্য হইতে তিনি অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ও গুরুদেব তাঁহার প্রমাণগুলি যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া বলেন। সেই সভাতেই গুরুদেব প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, মেয়েরা সাধারণত রক্ষণশীল স্বভাবের— সুতরাং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা উচিত যে স্ত্রী আচারে কোন্ কোন্ প্রদেশের মিল আছে। যেমন আল্পনা দেওয়ার প্রথাটা এক বাংলাদেশ আর দাক্ষিণাত্য ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশেই নাই। এই রকম যদি দেখি যে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে স্ত্রী আচারে বাংলাদেশের আরো মিল আছে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে বাংলা দেশবাসীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য দেশবাসীর একটা নিকটতর যোগ আছে।

তাছাড়া ভিন্ন প্রদেশের ঘুমপাড়ানী ছড়া মিলাইয়া দেখিলেও হয়। বাংলাদেশে শ্যালক, শ্যালিকা, নাতি, নাতনী সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা কৌতুকের ক্ষেত্র আছে, এইরূপ অন্যান্য প্রদেশে আছে কিনা ইহাও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এই রকম আরো অন্বেষণের কাজ আমাদের দেশের কারো কারো গ্রহণ করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ আলোচনাতেই এইরূপ মূল্যবান গবেষণার সূত্র ধরিয়ে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু যথাযথ অনুলেখনের অভাবে তার অনেকগুলিই হারিয়ে গেছে বলে দুঃখ হয়।

অতিথি-অধ্যাপক ছাড়াও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অতিথি বাংলার তদানীন্তন গবর্নর লর্ড রোনাল্ড্শে। জীবনকথা অংশে তাঁর ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দিলেও এখানে আমরা শান্তিনিকেতন-এ [ফাল্গুন ১৩২৬। ১২] প্রদত্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি, পূর্বোদ্ধৃত স্মৃতিকথাগুলির সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য লক্ষিত হতে পারে :

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে বাংলার শাসনকর্ত্তা মহামান্য লর্ড রোনাল্ড্সে সদস্যসহ আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমবাগানের বেদীটির উপরে লাট সাহেবকে বসানো হইয়াছিল। তাঁহার চারিদিকে আলপনা-অঙ্কিত ভূমিখণ্ডের উপর ছেলেরা বাসন্তী রঙের ধুতি চাদর পরিয়া উপস্থিত ছিল। অধ্যাপক মহাশয়েরা শুভ্র উত্তরীয় ও বসনে নিকটেই ছিলেন, আশ্রমস্থ মহিলাগণও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। পণ্ডিতজী ও দিনুবাবুর তত্ত্বাবধানে গানের দলের ছেলেরা কয়েকটী বৈদিক গান ও মন্ত্র পাঠ করিয়াছিল। লাট মহোদয় আশ্রম পরিদর্শন করিয়া কলাভবনে গমন করেন। সেখানে অনেকগুলি ছবি এবং বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শিত হইলে পর বীণ্‌কর বীণা বাজাইয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

শ্রাবণ মাসে কাশী থেকে শ্রীপ্রকাশ ও শিবপ্রসাদ গুপ্ত আশ্রমে বেড়াতে আসেন। শিবপ্রসাদ ১০০০৲ ও শ্রীপ্রকাশ ১০০৲ বিদ্যালয়ে দান করেন। পুজোর ছুটির আগে জগদীশচন্দ্র বসুর জার্মানি-প্রত্যাগত ভাগিনেয় সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী নলিনী দেবী আশ্রমে আসেন। মাঘ মাসে আসেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী। এই সময়েই আসেন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অগ্রহায়ণ মাসে আসেন দুজন আমেরিকান সেনা, তাঁরা আশ্রমের অনেক ফোটোগ্রাফ তুলে নিয়ে যান। ২৪ অগ্রহায়ণ কলকাতার সেন্ট পল্'স্ কলেজের নবাগত অধ্যক্ষ Dewick

দুদিনের জন্য আসেন। পৌষ উৎসবের পরেই আসেন বিশপ Rev. A. G. Fraser, 8 Jan তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'The two days spent at Bolpur will stand out in my mind as two of the the greatest of my life.' অন্যান্য অতিথিদের অনুভব নিশ্চয়ই এর থেকে আলাদা ছিল না।

অন্য প্রদেশ থেকে ছাত্ররাও আসছিলেন বিপুল সংখ্যায়। এমনিতে অনেকদিন ধরেই এখানে গুজরাটি ছাত্রেরা ভর্তি হচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতনে ৭০ জন গুজরাটি ও মারোয়াড়ি ছাত্র পড়ছেন, অ্যান্ডরুজের পত্রে এই খবর জেনে বিস্মিত গান্ধীজি 31 Aug 1918 [১৪ ভাদ্র ১৩২৫] তাঁকে লিখেছিলেন : 'You have given me an agreeable surprise. I never knew that the Gujrati Marwaris' Colony was so strong at Shantiniketan. If all these boys remain there their full time, what a link they must form between Gujrat and Bengal and I have no doubt that if the Poet continues as he has begun, he will hold all the Gujratis that are there to the end of their time and many must follow.'[১৪৭] জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ জানানো হয়েছে : 'বিদ্যালয়ের ছাত্র এখন সংখ্যায় ১৫৬। ইহার মধ্যে ১৫ জন গুজরাট, একজন মহীশূর, একজন মান্দ্রাজ প্রদেশ, একজন খাসিয়াপাহাড়, একজন নেপাল, তিনজন সিংহল এবং একজন বোম্বাই প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। গুজরাট প্রদেশীয় বালকদের জন্য স্বতন্ত্র পাকশালা ও আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে।' শ্রাবণ-সংখ্যায় লেখা হয় : '[গ্রীষ্মের] ছুটির পরে অনেকগুলি গুজরাটি ছাত্র ভর্তি হইয়াছে। এখন গুজরাটি ছাত্রের মোট সংখ্যা ২৫।'

অন্য প্রদেশ থেকেও ছাত্র আসছিলেন। আষাঢ় মাসে 'মান্দ্রাজ কাঞ্চীভোরম্ হইতে বিশ্বভারতীতে শিল্পকলা শিক্ষার জন্য একটি ছাত্র আশ্রমে আসিয়াছেন'। পরের মাসেই "মাদ্রাজ হইতে দুইটি ছাত্র 'বিশ্বভারতী'তে চিত্রশিল্প শিক্ষালাভের জন্য আশ্রমে আসিয়াছেন"। অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় দুটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ দেখা যায় : 'শ্রীযুক্ত অনাগরিক ধর্মপাল প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন যে ১০টি ভিক্ষু আশ্রমে থাকিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র বাংলা ভাষা ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের বাস ও আহারের ব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই করিবেন' এবং 'জৈন সম্প্রদায় হইতে ৫টি জৈন ও একটি অধ্যাপক পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। মান্দ্রাজ ত্রিবংকুর প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বিশ্বভারতীতে পড়িবার জন্য কয়েকটি ছাত্রের আবেদন পত্র আসিয়াছে'। এর সবগুলিই কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু বিশ্বভারতী যে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার মুখে তার পরিচয় পাওয়া যায় এই সংবাদগুলির মধ্যে। অসিতকুমার হালদার কলাভবনে যোগ দেওয়ার সময়ে তাঁর সঙ্গে চিত্রকলা-শিক্ষার্থী তিনজন ছাত্র আসেন, তার মধ্যে একজন জৈন সম্প্রদায়ের। আরও একজন 'ছাত্র' বিশ্বভারতীতে 'অভিধর্ম' অধ্যয়নের জন্য আসেন, তিনি হচ্ছেন সাংলির উইলিংডিম কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পরশুরাম লছমন বৈদ্য বি. এ.। এখানে এই কারণেই ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রায় ঘুচে গিয়েছিল— রবীন্দ্রনাথের ক্লাশে তো বটেই, অন্য অধ্যাপকের ক্লাশেও ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের দেখা যেত।

বর্তমান বৎসরের শুরুতে ২২জন অধ্যাপক ছিলেন। এর পরে ব্যায়াম ও ড্রিল শেখানোর জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন প্রাক্তন সৈনিক নিযুক্ত হন। আশ্রমের গুজরাটি ছাত্রদের মাতৃভাষা শিক্ষা দেবার জন্য বোম্বাইবাসী একজন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়।

ভুবনডাঙা গ্রামের ও সাঁওতাল বিদ্যালয় দুটিতে স্বেচ্ছাব্রতী ছাত্র ও অধ্যাপকেরা পড়াতেন। বৎসরের শুরুতে ভুবনডাঙা গ্রামে একজন বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে সাঁওতাল বিদ্যালয়েও অনুরূপ শিক্ষক

নিযুক্ত হন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রসাদ বা মুলু ভুবনডাঙায় দরিদ্র বালকদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় খুলেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে রামানন্দ এক হাজার টাকা দান করলে সেই টাকা দিয়ে একটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়।

অধ্যাপক ও ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আশ্রমে নানাবিধ নির্মাণকার্যও আরম্ভ হয়। ফাল্গুন-সংখ্যায় জানানো হয়েছে : 'যে সকল অধ্যাপক সপরিবারে আশ্রমে অবস্থান করেন তাঁহাদের বাসের জন্য আশ্রমের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি গৃহের নির্ম্মাণ ও কূপ খনন আরম্ভ হইয়াছে।' অধ্যাপকেরা নিজস্ব গৃহ নির্মাণেও অগ্রসর হয়েছিলেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি থেকে অল্প সুদে ঋণ নিয়ে অধ্যাপকদের বাড়ি তৈরির পরিকল্পনার কথা রবীন্দ্রনাথ ২০ বৈশাখের পত্রে অজিতকুমার চক্রবর্তীর বিধবা পত্নী লাবণ্যলেখাকে লিখেছিলেন, সেটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

আরও গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারকার্যের বিস্তৃত বিবরণ আছে অগ্র-সংখ্যার 'আশ্রম-সংবাদ'-এ :

৩। শ্রীযুক্ত জগদানন্দবাবুর বাসার দক্ষিণে একটি বড় ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইতেছে। প্রায় ৩২ জন ছেলে সেখানে থাকিতে পারিবে, বাক্স বই রাখার জন্য পাশেই আলাদা ছোট ছোট ঘর হইতেছে।

৪। যন্ত্রশালার উত্তরে নূতন কুয়ার চারিদিকে গোল করিয়া দেওয়াল দিয়া স্নানাগার করা হইয়াছে। এখানে এককালে ২৫ জন বেশ আরামে স্নান করিতে পারিবে। ...

৬। আশ্রমের রাস্তাগুলির সংস্কার হইতেছে। ছেলেরা অপরাহ্ণে খেলার সময় ঐ কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

৭। সুরুল হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাহায্যে একটি পাকা রাস্তা হওয়ায় চলাচলের বেশ সুবিধা হইয়াছে। এই কাজে ডিষ্ট ীক্ট বোর্ড ১০০[০]৲ টাকা এবং গুরুদেব ১০০[০]৲ টাকা দিয়াছেন।

পৌষমেলা ও অন্যান্য উৎসবের সময়ে প্রাক্তন ছাত্রদের থাকার জন্য তাঁদেরই চাঁদায় একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। এই সময় থেকেই দেখা যায়, পুরোনো ছাত্রেরা তাঁদের মাতৃ-শিক্ষালয় সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৩১৮ সালে। ১৩২১ সালে কলকাতাতেও তার শাখা খোলা হয়। রবীন্দ্রনাথও চাইতেন প্রাক্তন ছাত্রেরা যেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ রাখেন, বর্তমান বৎসরের শুরুতেই অধ্যাপকদের মধ্যে চারজন ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র— সংখ্যাটি ক্রমশই বেড়ে গেছে। এঁদের আগ্রহের পরিচয় আছে সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রে : '...আমার মনে হচ্ছে আশ্রমের কোন বিশেষ অবাভমোচনের জন্যে টাকা তোলা ভাল। ... আপনি যে বিষয়টাকে বেশি দরকার মনে করেন, সেই বিষয়ের উল্লেখ করে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেবেন।' রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে যে ফর্দ পেশ করেন, সেটি সুহৃদকুমারের পত্র-সহ শ্রাবণ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়।

আশ্রমের আয়তন ও কর্মধারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রয়োজনও দেখা দিচ্ছিল। আবশ্যকের তুলনায় অল্প হলেও দানও সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে। অসামান্য একটি দানের উল্লেখ আছে উক্ত শ্রাবণ-সংখ্যাতেই :

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রীতিদেবী [রাণু] তাঁহার ছাত্রবৃত্তির ৩০ টাকা আমাদের আশ্রমে দান করিয়াছেন, সেই টাকা হইতে একটি ঘণ্টাপীঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঘণ্টার দোল-স্তম্ভটী সারনাথের প্রবেশদ্বারের আদর্শে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে।

এই দানটি আরও মূল্যবান এই জন্য যে, এরই সূত্রে চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথের স্থাপত্যচর্চার সূচনা হয়। এর পর থেকে শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ ঘরবাড়ি তাঁরই নকশা থেকে নির্মিত হয়েছে, যাদের মধ্যে দেশ ও

বিদেশের বহু স্থাপত্য তাঁর শিল্পবোধের দ্বারা পরিমার্জিত ও এখানকার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়। অগ্র-সংখ্যায় যে 'বড় ছাত্রাবাস' ও স্নানাগারের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলিও সুরেন্দ্রনাথের নকশা অবলম্বনে প্রস্তুত— উক্ত ছাত্রাবাসটি প্রথমে 'শিশুবিভাগ' ও পরে 'সন্তোষালয়' নামে পরিচিত হয়েছে। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা অবশ্য লিখেছেন, 'তাঁর নক্‌সায় ১৯১৮ সালে শমীন্দ্র কুটির এবং ১৯১৯ সালে কোনার্ক বাড়ি তৈরি হল।'[১৪৮] তাহলে তাঁর স্থাপত্যবিদ্যায় হাতেখড়ির কালটিকে আরও একটু এগিয়ে দিতে হয়, তবে 'কোনার্ক' নামে পরিচিত বাড়িটি আর-একটু পরে তৈরি। তার পূর্বসূরি ছিল একটি মাটির বাড়ি— মন্দিরের উত্তরে খোয়াই আর কাঁটাবনের ভিতর মাটির দেওয়াল, কাঁকর-পেটানো মেঝে, দরমার তৈরি জানলা-দরজা ও খড় দিয়ে ছাওয়া, কেবল স্নানের ঘরটির মেঝে পাকা করে বানানো হয়েছিল— যাকে রবীন্দ্রনাথ 'রবির উত্তরায়ণ' বলে অভিহিত করেছিলেন। ২৯। ৩০ কার্তিক নাগাদ তিনি এই বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন।

ছোটো-বড়ো দানের হিসাব আরও আছে। '১৩২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন'-এ জানানো হয়েছে :

গত বৎসর উল্লেখযোগ্য দাতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত Andrews সাহেবের নিকট ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়, এবং তাঁহারি মারফতে শ্রীযুক্ত আম্বালালজীর নিকট ২০০০৲ রায় বাহাদুর যমুনালালের নিকট ২০০০৲ এবং সুলতান সিংহের নিকট ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়। ...

কাশীস্থ শিবপ্রসাদ গুপ্ত ১০০০৲ ও শ্রীপ্রকাশ দাস ১০০৲ আশ্রমে দান করিয়াছেন। তর্ক ও রচনা সভার পুরস্কারের জন্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ২০০৲ টাকা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরচাঁদ আখড়া-নির্ম্মাণের জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ...

গুরুদেবের নিকট তাঁহার বরাদ্দের দান ছাড়া ৬০০০৲ টাকা এককালীন পাওয়া গিয়াছে, এবং হাঁসপাতালের [য] জন্য তাঁহার মারফতে বাহির হইতে ৫০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

শেষোক্ত দানটি পাওয়া গিয়েছিল ত্রিপুরারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে, তাঁর নিষেধের জন্যই দাতার নামটি ঘোষিত হয়নি।

সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন বার্ষিক বিবরণে বলেন, গত বৎসর পৌষের আরম্ভে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৯ জন বাড়ির ছেলেমেয়ে নিয়ে মোট ১৫০ জন। এবারে পৌষের প্রথম দিনে মোট সংখ্যা ১৬৮, বিদ্যালয়বাসী ছাত্র ১৪০, মহাস্থবিরের সেবক ছাত্র ২ জন, বাড়ির ছেলে ১২ ও মেয়ে ১৪ জন। এঁদের মধ্যে বাঙালি ১৩৫, গুজরাটি ১৮, কচ্ছবাসী ৫, সিন্ধি ২, বিহারি ২, সিংহলি ২, মহিশূরি ১, নেপালি ১ ও খাসিয়া ১ জন। এই বৎসরের আয় ৮৪৫৫২৷৷ল°ও ব্যয় ৭৬৬৬৫৷৷ ১৫; এককালীন দান পাওয়া যায় ১৮৬৬৭ ৷ল°।

বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য অধ্যাপকদের দ্বারা যে ব্যবস্থাপক সভা নির্বাচিত হত, বর্তমান বৎসরে তার সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। প্রমদারঞ্জন ঘোষ শিক্ষাবিভাগের, রথীন্দ্রনাথ পূর্ত ও শিল্পবিভাগের, জগদানন্দ রায় উদ্যান ও ছাপাখানার, গৌরগোপাল ঘোষ ছাত্রপরিচালনার ও নেপালচন্দ্র রায় আয়ব্যয় বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

নববর্ষ ও আনন্দবাজারের পরে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ৫৯তম জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে পালিত হয়। ছাত্ররা 'বিসর্জন' ও সংস্কৃত নাটক 'মহাবীর চরিত'-এর তৃতীয় অঙ্ক অভিনয় করে। ২৮ বৈশাখ থেকে ৯ আষাঢ় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ থাকে।

ছুটির ভিতরেই কলকাতায় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা সুধাময়ীর বিবাহ হয় ১৩ জ্যৈষ্ঠ [27 May]। আশ্রমে এসে গ্র্যাজুয়েট সুধাময়ী মীরা দেবীর সঙ্গে

শিশুবিভাগের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের ভার নেন।

১৮ আষাঢ় [বৃহ 3 Jul] আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভ হয়। এর কয়েকদিন আগে ১৫ আষাঢ় বিশ্বভারতীর খাতে লক্ষ্মীদাস প্রেমজি ৬৪৫ ৷৷৫ [ইনিই গত বৎসর ১১ ফাল্গুন একই খাতে ১০০০ টাকা দেন], বিশ্রাম নরসি ব্রাদার্স ১০০১৲ কেশবজি লালজি ৫১১৲ ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০০ টাকা দান করেন।

২৬ শ্রাবণ [11 Aug] রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে দ্বারিকের দোতলায় কলাভবনে আশ্রমসম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশন হয়, 'শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদের সহিত এসরাজ তবলা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে বর্ষার গান গাহিয়া সভাস্থল খুব জমাইয়া তুলিয়াছিলেন।' একে অঘোষিত 'বর্ষামঙ্গল' বলা চলে।

৩২ শ্রাবণ [রবি 17 Aug] কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে আশ্রমের ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। মোহনবাগান ২-১ গোলে এগিয়ে থাকলেও তাদের একজন খেলোয়াড় আহত হওয়ায় রেফারির নির্দেশে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। সন্ধ্যায় অতিথিদের বিনোদনের জন্য কলাভবনে দিনেন্দ্রনাথ ও নকুলেশ্বর গোস্বামী ছাত্রদের সহযোগে অনেকগুলি সুন্দর গান গেয়ে শোনান।

স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের বাস তুলে দিয়ে বর্তমান বৎসরের ৮ বৈশাখ সপরিবারে কলকাতা চলে যান। তাঁর রুগ্ন কনিষ্ঠ পুত্র মুলুকে বাড়ির যত্নে রেখে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়ানো তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কলকাতায় ফেরার কয়েকমাস পরেই অল্প কিছুদিনের রোগভোগের পরে ১৯ ভাদ্র [শুক্র 5 Sep] মুলুর জীবনাবসান হয়। ৪ আশ্বিন [রবি 21 Sep] কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে মুলুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা হয়। তত্ত্ব-কৌমুদী [১৬ আশ্বিন। ১৪৪] লেখে :

> বিগত ৪ঠা আশ্বিন [সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ] মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, বোলপুর শান্তিনিকেতনের একটী ছাত্র প্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ও রামানন্দ বাবু একটি প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে রামানন্দ বাবু অনুন্নত শ্রেণীর [জন্য] বোলপুরে প্রসাদকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালনার্থ এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত দিবস বোলপুরেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি উক্ত পত্রিকাতেই ১৬ কার্তিক-সংখ্যায় [পৃ ১৭১–৭২] প্রথম মুদ্রিত হয়। রামানন্দ এই উপলক্ষে 'প্রসাদ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

২৩ ভাদ্র [মঙ্গল 9 Sep] সত্যকুটিরে 'বাগান' পত্রিকার ৯ম বার্ষিক সভা রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর ৮ আশ্বিন [বৃহ 25 Sep] থেকে ২২ কার্তিক [শনি 8 Nov] পর্যন্ত পূজাবকাশ ছিল। তার পূর্বে ৬ আশ্বিন 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়, রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের যবনিকার অন্তরালে ৩১ ভাদ্র 'নন্দলাল বাবু বোলপুর থিয়েটারের পোষাক ইত্যাদি লইয়া যাইবার' হিসাবটি উল্লেখযোগ্য— এই সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে রঙ্গমঞ্চের রূপকল্পনায় গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

৭ পৌষ [মঙ্গল 23 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমের ঊনত্রিংশ সাংবৎসরিক পালিত হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ চারটি ভাষণ দেন।

সম্ভবত বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি প্রাক্তন ছাত্র এই উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতন-এর মাঘ-সংখ্যায় ৪৯ জন প্রাক্তন ছাত্রের নাম দেওয়া হয়েছে। তাঁদেরই অর্থে যে গৃহ নির্মিত হয়েছিল, উৎসবের সময়ে অনেকে সেখানেই অবস্থান করেন।

উক্ত সংখ্যায় কালীমোহন ঘোষ '৭ই পৌষের মেলা'-শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, এবারের মেলায় আশ্রমিকদের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় এমন একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল যা সম্পূর্ণই অভিনব। কীর্তনের আখড়া, বাউলের গান, মন্দিরের গায়ক শ্যাম ভট্টাচার্য ও ছাত্রদের গান ছাড়াও 'মেলার এক প্রান্তে কৃষিবিদ্ শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একটি গো-প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। তিনি গো-জাতির স্বাস্থ্য ও উন্নতি সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন।' ইলামবাজারের উৎকৃষ্ট গালার কারিগরেরা মেলার একধারে গালার দ্রব্য প্রস্তুতপ্রণালী প্রদর্শন করছিল। আশ্রমের ছাত্ররা সমবায় ভাণ্ডার ও খাদ্যভাণ্ডার খুলে নিজেরাই দ্রব্যাদি বিক্রয় ও বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করছিল— অল্পবয়স্ক এই বালকেরা নিজেরাই মূলধন জোগাড়, দোকানের ঘরনির্মাণ, ক্রয়বিক্রয় ও হিসাবরক্ষা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে।

দ্বিপ্রহরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাঁওতালদের তীরচালনার প্রতিযোগিতায় প্রথম জন ৩৲ টাকা, দ্বিতীয় জন ২৲ টাকা ও অন্যেরা ১৲ টাকা করে পুরস্কার পান।

সন্ধ্যায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। 'নিকটবর্তী পল্লীসমূহের জলকষ্ট-নিবারণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, ম্যালেরিয়া হইতে আত্মরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ, সমবায় প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন বিষয়ে আলোচনা হয়, এই সভায় স্থানীয় মুন্সেফ বাবু, হোসেন সাহেব ও অধ্যাপক মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহোদয়ের সহিত কতিপয় কৃষক এ বিষয়ে মন খুলিয়া আলাপ করে। জনসাধারণ একান্ত আগ্রহের সহিত বক্তাদিগের কথা শুনিয়াছিল এবং কেহ কেহ নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল।'

মেলার জন্য ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী থেকে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কিত ১০৭টি ছবি পাঠিয়েছিলেন। 'যাহারা লেখাপড়া জানে না, ছবি অবলম্বনে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিলে তাহা তাহাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই ছবিগুলি সকল শ্রেণীর পক্ষেই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।'

৮ পৌষ [বুধ 24 Dec] প্রাতে যথারীতি মন্দিরে উপাসনা হয়। 'আশ্রমের পূর্ত্তকার্য্য করিয়া ছাত্রেরা যে অর্থ নিজেরা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা হইতে একটি পট্টবস্ত্রের গাত্রাবরণ নির্ম্মাণ করাইয়া ৮ই পৌষ প্রাতে আশ্রমের ছেলেরা গুরুদেবকে উপহার দেয় এবং প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা কালে এই বস্ত্র পরিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে।'

এর পরে আম্রকুঞ্জে ডাঃ চুণীলাল বসুর সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সভা হয়। শুরুতে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মিলিত কণ্ঠে 'মোরা সত্যের পরে মন' ও একটি বেদগান গীত হয়। পরে সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন ও বিশ্বভারতীর পরিচালক বিধুশেখর শাস্ত্রী বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। আশ্রমিক সংঘের সম্পাদক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার 'যে সব প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক উৎসবে না আসিতে পারিয়া পত্র

প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা দূরদেশবাসী তাঁহাদের সকলের কথা স্মরণ করাইয়া দেন।' রবীন্দ্রনাথ ও সভাপতির ভাষণের পরে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গেয়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হয়।

দুপুরে ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় অতুলকৃষ্ণ বসু চ্যাম্পিয়ন হয়ে কারমাইকেল শিল্ড লাভ করেন।

৯ পৌষ প্রাতে কালীমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে আম্রকুঞ্জে পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্মরণার্থ সভা হয়। এর কিছুক্ষণ পরে একই স্থানে ডাঃ চুণীলাল বসু খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। মধ্যাহ্নভোজনের পরে তিনি এই বিষয়েই আর-একটি বক্তৃতা করেন।

সকালে অচ্যুতচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরের বছরের জন্য সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক, রথীন্দ্রনাথ ধনাধ্যক্ষ এবং গৌরগোপাল ঘোষ, সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সত্যরঞ্জন বসু ও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতিতে সুহৃদকুমার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

সন্ধ্যায় মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ খ্রিস্ট বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। 'বক্তৃতার সারমর্ম্ম অন্যত্র দেওয়া হইবে' ঘোষণা করলেও ফাল্গুন-সংখ্যায় সম্পাদক জানান : 'খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে উপদেশ প্রদান করেন, প্রতিলিখন অসম্পূর্ণ থাকায় তাহা প্রকাশিত হইল না।'

৬ মাঘ মন্দিরে মহর্ষিস্মরণসভা হয়। *The Ashram* [Jan 1920] লেখে : 'The 20th January last was the anniversary of the passing away of the saintly Devendra Nath Tagore. ...There were religious songs, prayers and speeches on the occasion.' ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষণ '৬ই মাঘ মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসরে উপদেশের মর্ম্ম' শিরোনামে ফাল্গুন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে এবার ১১ মাঘ [রবি 25 Jan] শান্তিনিকেতনেই উদ্‌যাপন করলেন। সন্ধ্যায় 'There was a service at the Temple conducted by Dr. Rabindranath. There were songs at intervals led by Mr. Dinendranath Tagore and sung by the boys.' '১১ই মাঘ মন্দিরে— আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সন্ধ্যার উদ্বোধন' নামে তাঁর ভাষণটিও উক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

৩১ চৈত্র [মঙ্গল 13 Apr] নিশ্চয়ই যথারীতি বর্ষশেষের উপাসনা হয়— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তিনি তখন পশ্চিমভারত ভ্রমণের সূত্রে বোম্বাইতে অবস্থান করছেন।

গত বছর শান্তিনিকেতন সমবায়-ভাণ্ডার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; রথীন্দ্রনাথ ছিলেন এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও অনাদিকুমার দস্তিদার সেক্রেটারি। এই প্রতিষ্ঠানের 30 Jun পর্যন্ত ষাণ্মাসিক আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব ভাদ্র-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ মুদ্রিত হয়। ২৬ ভাদ্র এর অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়া হয়। এটি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় : 'গতবৎসর সমবায় সমাজ প্রতিষ্ঠা হইলে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা নূতন দ্রব্যভাণ্ডার খোলা হইয়াছে; এখন সেখান হইতে আশ্রমের এবং আশ্রমবাসী সকলের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করা হইতেছে। দোকানটি খুব ভাল ভাবে চলিতেছে এবং ইহাতে নানাবিধ বিস্তর জিনিষ পাওয়া যায়।' ফাল্গুন-সংখ্যায় 'আশ্রম-সংবাদ'-এ জানানো হয়েছে : 'এবারে অংশীদারগণ শতকরা ৯ টাকার উপরেও লাভ পাইবেন এবং লাভের কিয়দংশ ক্রেতাদিগকে বণ্টন করা হইবে এইরূপ আশা আছে।' সমবায়ের আদর্শ যে ছাত্রদেরও স্পর্শ করেছিল, তার প্রমাণ পৌষমেলায় সমবায় ভাণ্ডার ও খাদ্যভাণ্ডার খোলা। আগেই ঠিক

হয়েছিল, ‘বিক্রয়ান্তে প্রত্যেক ছেলে নিজেদের দেওয়া মূলধন এবং লাভের কিয়দংশ ফিরিয়া পাইবে। অবশিষ্ট লভ্য অংশ দরিদ্র ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।’

আশ্রমের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলি অল্পবিস্তর প্রকাশিত হচ্ছিল। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয় : ‘ছাত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা “শান্তি”, “প্রভাত” “বাগান” “The Ashram” নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম দুই বর্গের উপরে “শান্তি” চালাইবার ভার আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্গের ছাত্রগণ “প্রভাত” ও “বাগান” প্রকাশিত করেন। ইংরাজি সাহিত্য সভা হইতে “The Ashram” পরিচালিত হয়। শিশুরা মাঝে মাঝে তাহাদের “শিশু” পত্র বাহির করে।’ বৎসরের শেষ দিকে বীথিকা গৃহের ছাত্ররা ‘বীথিকা’ নাম দিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে ছাত্রদের অভিযোগ ইত্যাদি জানানোর জন্য। কিন্তু বর্তমান বৎসরের বিভিন্ন পত্রিকার সংখ্যাগুলি যথেষ্টপরিমাণে রক্ষিত হয়নি।

উল্লেখপঞ্জি

১ ডায়েরি। ১৩৪

২ পুণ্যস্মৃতি। ২১২

৩ মৈত্রেয়ী দেবী : স্বর্গের কাছাকাছি [১৩৮৮]। ৩০

৪ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২। ৩

৫ ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৪

৬ দেশ, শারদীয়া ১৩৬৮। ৫, পত্র ৮

৭ র-মূল

৮ চিঠিপত্র ৫। ২৫৩–৫৪, পত্র ৭৩

৯ *The Modern Review*, Jan 1920/ 101

১০ চিঠিপত্র ১২। ৬৮, পত্র ৭০

১১ ঐ ১২। ৬৯–৭০

১২ V.B.N.,May 1969/ 342–43

১৩ ঐ, Noy 1974/70, No.114

১৪ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৭৮, পত্র ৩৩

১৫ দেশ, ২৪ অগ্র ১৩৬২। ৪০২–০৩

১৬ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১২

১৭ চিঠিপত্র ৭। ৯৯, পত্র ৬৮

১৮ ঐ ১২। ৭০–৭১, পত্র ৫৮

১৯ ডায়েরি। ১৩৮

২০ দেশ, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ২৫৩, পত্র ৪

২১ চিঠিপত্র ৫। ২৫৫–৫৬, পত্র ৭৫

২২ ঐ ৫। ২৫৬, পত্র ৭৬

২৩ ঐ ৫। ২৫৭, পত্র ৭৭

২৪ ঐ ৫। ২৫৯, পত্র ৭৮

২৫ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৭৫, পত্র ৩২

২৬ দেশ, ২৫ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৭৪

২৭ সাহিত্য, শ্রাবণ। ২৯৪

২৮ পুণ্যস্মৃতি। ২১৪

২৯ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২০

৩০ ডায়েরি। ১৪২–৪৩

৩১ পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। ৭৯

৩২ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২১

৩৩ পুণ্যস্মৃতি। ২১৫

৩৪ *Imperfect Encounter*/256, No.131

৩৫ 'রামেন্দ্রসুন্দর' : সাহিত্য, আশ্বিন। ৪১৪

৩৬ সোমেন্দ্রনাথ বসু : 'সরকারী ফাইলে রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রভাবনা, বৈশাখ ১৩৮৪। ২৬-এ উদ্ধৃত

৩৭ Papers belonged to Chelmsford Collection of India Office Library, MSS Euro E 264/10

৩৮ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol.XV [1965]/ 346

৩৯ চিঠিপত্র ১১। ১৮–১৯, পত্র ১২

৪০ পুণ্যস্মৃতি। ২১৫–১৬

৪১ ডায়েরি। ১৪৫

৪২ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৭৯–৮০, পত্র ৩৫

৪৩ র-প্রতিলিপি

৪৪ দ্র সৌরীন্দ্র মিত্র : 'রবীন্দ্রনাথ ও রোম্যাঁ রোলাঁ, খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে [1977]। ৪৮৮

৪৫ অবন্তীকুমার সান্যাল : ভারতবর্ষ দিনপঞ্জী [1989]। ২০

৪৬ সরোজ দত্ত-কৃত-অনুবাদ 'শিল্পীর নবজন্ম' : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ২ [1963]। ৫৮–৫৯-এ উদ্ধৃত

৪৭ র-প্রতিলিপি

৪৮ র-মূল

৪৯ দেশ, ২৫ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৭৫

৫০ চিঠিপত্র ৫। ২৬০–৬১, পত্র ৭৯

৫১ দেশ, ২৫ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৭৬

৫২ রবিতীর্থে। ৯৭

৫৩ ডায়েরি। ১৫৫

৫৪ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। ৩৯৭

৫৫ পুণ্যস্মৃতি। ২১৬–১৭

৫৬ চিঠিপত্র ৫। ২৬১–৬২, পত্র ৮০

৫৭ চিঠিপত্র ১২। ৩২৫, পত্র ৩

৫৮ ঐ ১২। ৭৩, পত্র ৬১

৫৯ দেশ, ২৫ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৭৫

৬০ চিঠিপত্র ৭। ১০২, পত্র ৭১

৬১ পুণ্যস্মৃতি। ২১৭

৬২ র-প্রতিলিপি

৬৩ *Rolland and Tagore* / 25–26

৬৪ চিঠিপত্র ৫। ২৬৩, পত্র ৮২

৬৫ র-মূল

৬৬ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ৩২

৬৭ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৮৫, পত্র ৩৭

৬৮ দ্র ঐ। ৮৬–৮৯, পত্র ৩৮

৬৯ হেম চট্টোপাধ্যায়, 'শিলঙে রবীন্দ্রনাথ' : কবিপ্রণাম [১৩৪৮], পরিশিষ্ট। ২৫

৭০ ভানুসিংহের পত্রাবলী। ৮৯–৯০; পত্র ৩৯

৭১ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯। ১৯৫, পত্র ৯

৭২ চিঠিপত্র ১২। ২৭২–৭৩, পত্র ৭

৭৩ ঐ ৫। ২৬৪, পত্র ৮৩

৭৪ *The Amrita Bazar Patrika*, 2 May 1959— দ্র অমিতা মিত্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সৃষ্টি। ১০১–০২

৭৫ দ্র কবিপ্রণাম, পরিশিষ্ট। ১–৮

৭৬ দ্র ঐ। ২২–২৪

৭৭ চিঠিপত্র ১২। ২৭৪–৭৫, পত্র ৮

৭৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা [১৩৯৩], প্লেট নং ৪৫

৭৯ 'তথ্যক্রমপঞ্জী', ঐ। ১৫১

৮০ ঐ। ৩২৮

৮১ চিঠিপত্র ১২। ৭৪, পত্র ৬২

৮২ দেশ, ২৫ বৈশাখ ১৪০০। ৩৪, পত্র ১৭

৮৩ র-মূল

৮৪ র-প্রতিলিপি

৮৫ চিঠিপত্র ১১। ১৯–২০, পত্র ১৩

৮৬ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ৩৯

৮৭ দেশ, ২৫ বৈশাখ ১৪০০। ৩৩, পত্র ১৪

৮৮ ঐ। ৩৪, পত্র ১৮

৮৯ চিঠিপত্র ১২। ৭৫, পত্র ৬৩

৯০ ঐ। ৭৭, পত্র ৬৪

৯১ চিঠিপত্র ৫। ২৬৬, পত্র ৮৪

৯২ র-প্রতিলিপি

৯৩ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩। ৪০

৯৪ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন [১৩৯৩]। ১২৮

৯৫ দেশ, ১ পৌষ ১৩৬২। ৪৮১–৮২, পত্র ৩০

৯৬ ঐ, ২৫ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৭৭

৯৭ চিঠিপত্র ১২। ৭৮, পত্র ৬৫

৯৮ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৫, পত্র ৯

৯৯ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৪। ৩৯৬

১০০ র-মূল

১০১ র-প্রতিলিপি

১০২ ঐ

১০৩ চিঠিপত্র ১২। ৭৯, পত্র ৬৬

১০৪ র-প্রতিলিপি

১০৫ ঐ

১০৬ চিঠিপত্র ১২। ৮০–৮১, পত্র ৬৮

১০৭ দ্র রবিতীর্থে। ১১৯

১০৮ দ্র ভারতশিল্পী নন্দলাল ১। ৪৯৮

১০৯ Earl of Ronaldshay: *The Heart of Aryavarta/ A Study of the Psychology of Indian Unrest* [1925]/ 216–17

১১০ রবিতীর্থে। ১১৯

১১১ *The Heart of Aryavarta*/ 236–37

১১২ চিঠিপত্র ৫। ২৬৭, পত্র ৮৫

১১৩ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'শান্তিনিকেতনে একরাত্রি' : মানসী ও মর্ম্মবাণী, চৈত্র। ১৮৬–৮৯; দীপান্বিতা সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ [১৩৯১]। ২২–২৩

১১৪ রবি-তর্পণ [রানাঘাট রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি]। ৯

১১৫ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 16 [1965]/ 485, No. 256

১১৬ Ibid, Vol. 17 [1965]/186–87, No. 60

১১৭ Ibid, Vol. 17/72–73, No. 53

১১৮ Ibid, Vol. 17/ 294, No. 86

১১৯ ক্ষিতিমোহন সেন, 'রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর সাধনা' : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮। ১০৯

১২০ 'Sir Rabindranath Tagore', *Young India*, 7 Apr : *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 17/ 307, No. 96

১২১ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 17/ 301, No. 91

১২২ Ibid/ 386

১২৩ *V. B. N.*, Oct-Nov 1947/33

১২৪ ক্ষিতিমোহন সেন, 'রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর সাধনা' : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮। ১০৯

১২৫ ঐ। ১১০

১২৬ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, 'আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের হিন্দী বক্তৃতা' : শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩৩১। ২২৪

১২৭ ক্ষিতিমোহন সেন, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ। ১১১

১২৮ রবীন্দ্রজীবনী ৩। ৪৬

১২৯ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 17/339–40, No. 118

১৩০ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৪

১৩১ ড চিত্রা দেব : ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল [১৩৮৭]। ২১৩

১৩২ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৫

১৩৩ ড অমিতা মিত্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সৃষ্টি। ১০১–০২

১৩৪ ইন্দিরা দেবী, জীবনকথা : এক্ষণ, শারদীয় ১৪০০। ১৭

১৩৫ সরলা দেবী চৌধুরানী : জীবনের ঝরাপাতা [১৩৮২]। ৪৫

১৩৬ সজনীকান্ত দাস, 'কর্মী রবীন্দ্রনাথ' : রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য [১৩৯৫]। ২৬

১৩৭ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 15/243, No. 223

১৩৮ Ibid, Vol. 15/ 468, No. 415

১৩৯ Ibid, Vol. 15/334, No. 303

১৪০ Dr. R. C. Majumdar : *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III/ 33

১৪১ দ্র *Indian Annual Registe*r 1921/ 61–62

১৪২ *V. B. N.*, Mar 1975/113, No. 117

১৪৩ Ibid, Aug 1975/ 22, No. 121

১৪৪ *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 16/ 265, No. 171

১৪৫ Ibid/ 285, No. 187

১৪৬ শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৭। ১

১৪৭ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 15/39, No. 44

১৪৮ ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, 'চিত্রশিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ' : রবীন্দ্রপরিকার সুরেন্দ্রনাথ কর। ১৬

নির্দেশিকা

ব্যাক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

শিরোনাম

কবিতা ও গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ